করতে চাই। সোমেশ্বরবাবুর আপনাকে খুব ভাল লেগে গিয়েছিল, তাই না?'

'তা লেগেছিল নিশ্চয়ই, তা না হলে আর আমাকে এখানে থাকতে বলবেন কেন?'

'কেন ভাল লেগেছিল, সে বিষয় আপনার কিছু বলার আছে?'

'না।'

'আমি যদি বলি যে আপনি তাঁকে তাঁর প্রথম সন্তানের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। ইন ফ্যাক্ট তিনি বিশ্বাস করেছিলেন আপনিই তাঁর বড় ছেলে? সোমেশ্বরবাবু, আমি কি খুব ভুল বলেছি?'

'কিন্তু আমার ছেলেই আমার শত্রু হল শেষ পর্যন্ত?'

'সূর্যকুমারবাবুর গলার আওয়াজ একটু পাতলা, যার ফলে তাঁর ব্যক্তিত্বের কিছুটা হানি হয়। আমি নিখিলবাবুর কণ্ঠস্বরেও ঠিক একই পাতলা ভাব পেয়েছি। চেহারা দাড়ি-গোঁফ লাগিয়ে যতই পরিবর্তন করা যাক না কেন, কণ্ঠস্বর তো আর বদলানো যায় না। আমার মনে হয় এই কণ্ঠস্বরেই সোমেশ্বরবাবু চিনেছিলেন।'

'ঠিকই বলেছেন মি. মিত্তির, অখিলের গলার আওয়াজ আমি চিনেছিলাম।'

'তাহলে সূর্যকুমারও পঞ্চরত্নের কৃষ্ণের কথাটা জানতেন?'

'আমি জানতে পারি,' বললেন সূর্যকুমার ওরফে অখিল বর্মন, 'কিন্তু সে কৃষ্ণ সিন্দুকে ছিল না। আমি কিছুই চুরি করিনি।'

ঘরের মধ্যে একটা সোরগোল পড়ে গেল। আমিও অবাক! কৃষ্ণ ছিল না সিন্দুকের মধ্যে, তবে সেটা কোথায় গেল?

'না, কৃষ্ণ ছিল না ঠিকই।' বলল ফেলুদা, 'আপনি চোর নন, কিন্তু আপনি খুনি।'

'কিন্তু আমার কৃষ্ণ কোথায় গেল?' চেঁচিয়ে উঠলেন সোমেশ্বরবাবু।

'এই যে আপনার কৃষ্ণ।'

ফেলুদা তার কোটের পকেট থেকে জিনিসটা বার করে তার সামনে টেবিলের উপর রেখে দিল।

'আপনাদের বাড়িতে দু বার চোর আসেনি। তিন বার এসেছিল। আমি যখন খবর পাই সূর্যকুমার এ বাড়িতে এসে থাকছেন, তখনই

আমার সাবধানতা অবলম্বন করার ইচ্ছেটা জাগে। নিখিলবাবুর সঙ্গে গলার আওয়াজ আর কথা বলার ঢং-এ মিল পেয়ে, আমার প্রথমেই সন্দেহ হয়েছিল যে সূর্যকুমার আসলে অখিল বর্মন। উনি যখন নিজের পরিচয় গোপন করে রাখলেন, তখনই আমার মনে হল যে ওঁর কোনও এক দুরভিসন্ধি আছে। তারপর জানতে পারলাম ওঁর রোজগার ভাল যাচ্ছে না—উনি দেনা করে বসে আছেন, প্রতিবারই লোকশান দিচ্ছেন। তখনই আমি স্থির করি যে পঞ্চরত্নের কৃষ্ণটা আর সিন্দুকে থাকতে দেওয়া উচিত নয়। দারোয়ানকে মোটা ঘুস দিয়ে আমি বাড়িতে ঢুকি। তারপর বারান্দার থাম বেয়ে ওপরে উঠে, আমার হাত-সাফাইয়ের জোরে সোমেশ্বরবাবুর বালিশের তলা থেকে চাবিটা নিয়ে সিন্দুক খুলে, তার থেকে কৃষ্ণটা বার করে নিই। তারপর আবার একই পথে ফিরে আসি। দুঃখের বিষয়, আমি অবিনাশের হত্যাটাকে রুখতে পারলাম না।'

ইনস্পেক্টর ঘোষ ততক্ষণে এগিয়ে গেছেন সূর্যকুমারের দিকে। ফেলুদা বলল, 'এই একটা ব্যাপার, যেখানে আপনার ম্যাজিক খাটবে না, অখিলবাবু।'

সোমেশ্বরবাবু উঠে এসে ফেলুদার হাতটা আঁকড়ে ধরলেন। 'আপনার জন্য আমার কৃষ্ণ বেঁচে গেল। আপনাকে ধন্যবাদ দেবার ভাষা আমার নেই।'

বাড়ি ফিরে এসে লালমোহনবাবু ফেলুদাকে বললেন, 'মশাই, এতদিন আপনার ওপর ভক্তির ভাবই ছিল; এবার ভয় ঢুকল। আপনি যে তস্করের শিরোমণি, সেটা তো জানা ছিল না!'

কমিকস্ সমগ্র

সত্যজিৎ রায়

গোয়েন্দা ফেলুদার রহস্য অ্যাডভেঞ্চার

দার্জিলিং জমজমাট

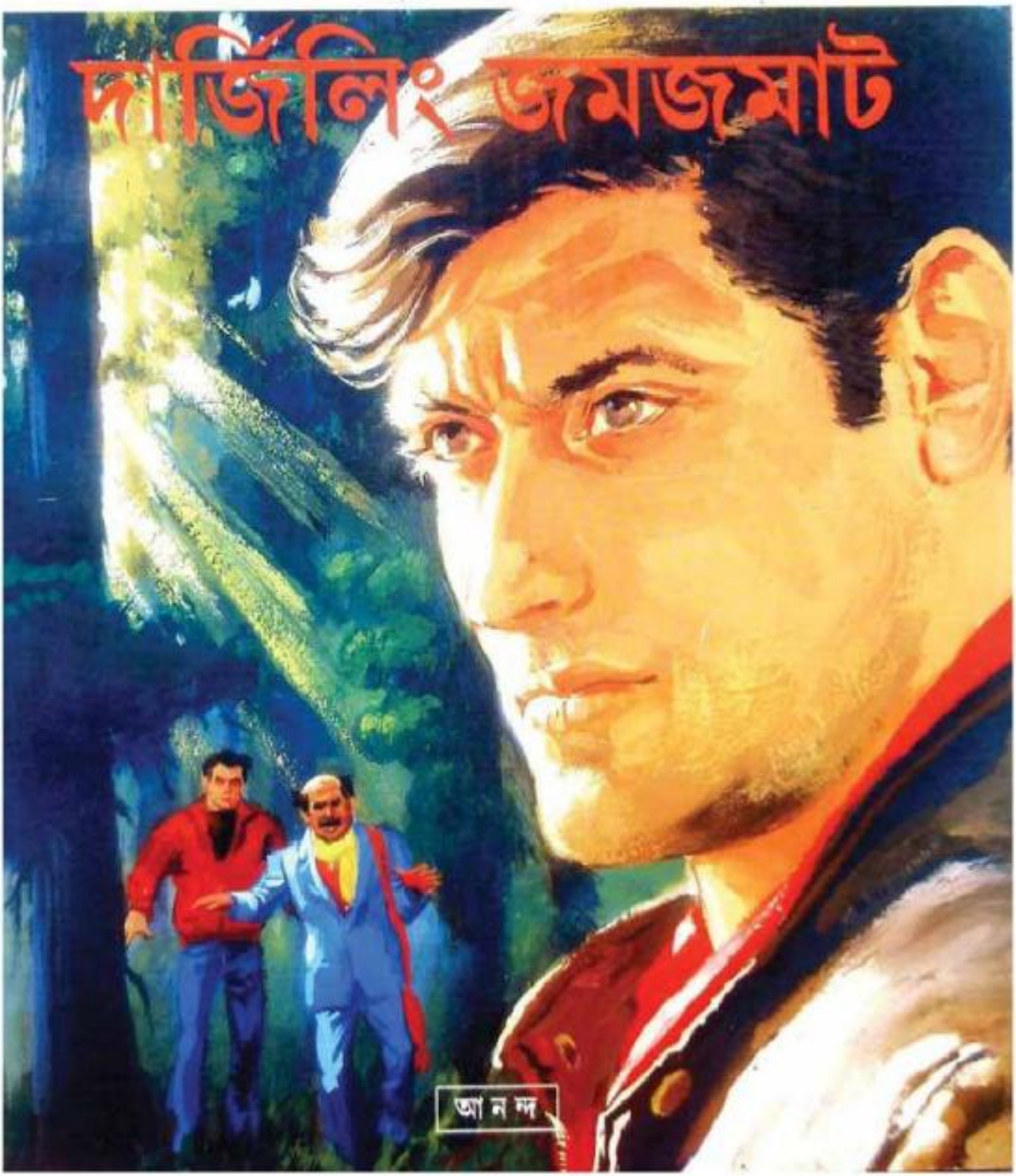

আনন্দ

দার্জিলিং জমজমাট

কোথায় কারাকোরাম, আর কোথায় দার্জিলিং...
পৃথিবীর সেকেন্ড হাইয়েস্ট কে-টু থেকে থার্ড হাইয়েস্ট কাঞ্চনজঙ্ঘা।
ও ত গেল রেকর্ড মশাই... এটা ত আপনি স্বীকার করবেন, কাঞ্চনজঙ্ঘার জবাব নেই...

একশোবার!
... আমার এখনও চোখের সামনে ভাসছে, গ্যাংটকে হোটেলের ঘর থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখছি...
আচ্ছা! আসলে ঘরের কাছে বলে... পুলক ভালই করেছে... কারাকোরাম ছেড়ে দার্জিলিং ধরেছে। তা ছাড়া মজুমদারমশাইয়ের বাড়িটা পেয়ে পুলক দেখছি খুব খুশি।

শুটিং কবে শুরু?
আজ বুধবার... পরশুর আগে কাজ শুরু হবে বলে মনে হয় না।

আউটডোর থাকছে না?
সে ত থাকছেই... মজুমদারমশাইয়ের বাড়ির কাজটাই প্রথম থাকছে। সান্দাকফুতে ক্লাইম্যাক্স

বিরূপাক্ষ মজুমদার। নাম আগেও শুনেছি... বেঙ্গল ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন... বিলিয়ার্ড চ্যাম্পিয়ন... শিকারও করতেন একসময়।

খুব বড় ফ্যামিলি। পূর্বপুরুষ পূর্ববঙ্গে নয়নপুরের জমিদার ছিলেন...

তাই বাড়ির নাম 'নয়নপুর ভিলা'... বাড়ি থেকে পুরো শহরটা দেখা যায়... অবাক এ গ্রাণ্ড ভিউ অফ কাঞ্চনজঙ্ঘা।

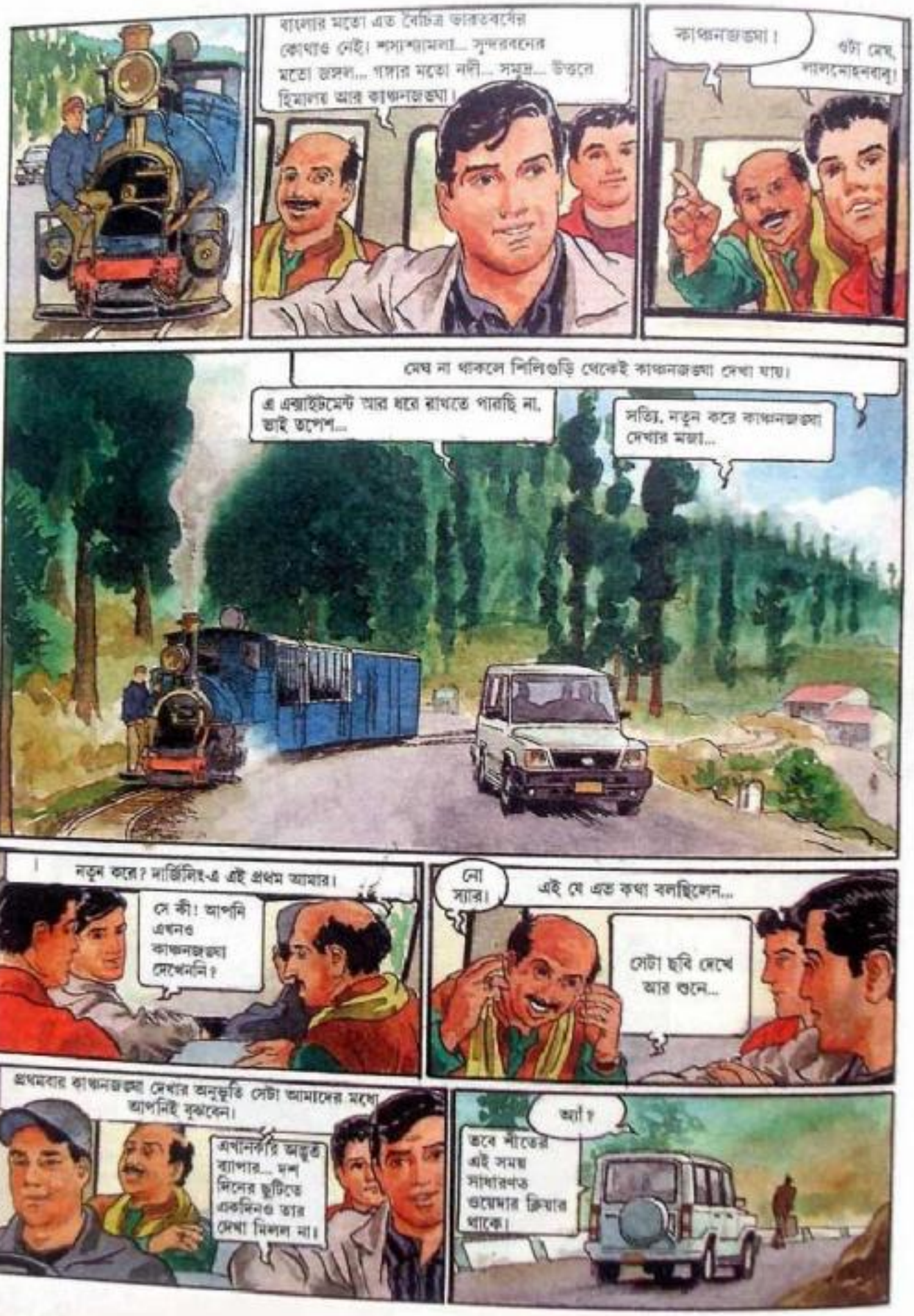
বাংলার মতো এত বৈচিত্র ভারতবর্ষের কোথাও নেই। শস্যশ্যামলা... সুন্দরবনের মতো জঙ্গল... গঙ্গার মতো নদী... সমুদ্র... উত্তরে হিমালয় আর কাঞ্চনজঙ্ঘা।
কাঞ্চনজঙ্ঘা!
ওটা দেখ, লালমোহনবাবু!
মেঘ না থাকলে শিলিগুড়ি থেকেই কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়।
এ এক্সাইটমেন্ট আর ধরে রাখতে পারছি না, ভাই তপেশ...
সত্যি, নতুন করে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখার মজা...
নতুন করে? দার্জিলিং-এ এই প্রথম আমার।
সে কী! আপনি এখনও কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখেননি?
নো স্যার।
এই যে এত কথা বলছিলেন...
সেটা ছবি দেখে আর শুনে...
প্রথমবার কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখার অনুভূতি সেটা আমাদের মধ্যে আপনিই বুঝবেন।
অথচ কী অদ্ভুত ব্যাপার... দশ দিনের ছুটিতে একদিনও তার দেখা মিলল না।
অ্যাঁ?
তবে শীতের এই সময় সাধারণত ওয়েদার ক্লিয়ার থাকে।

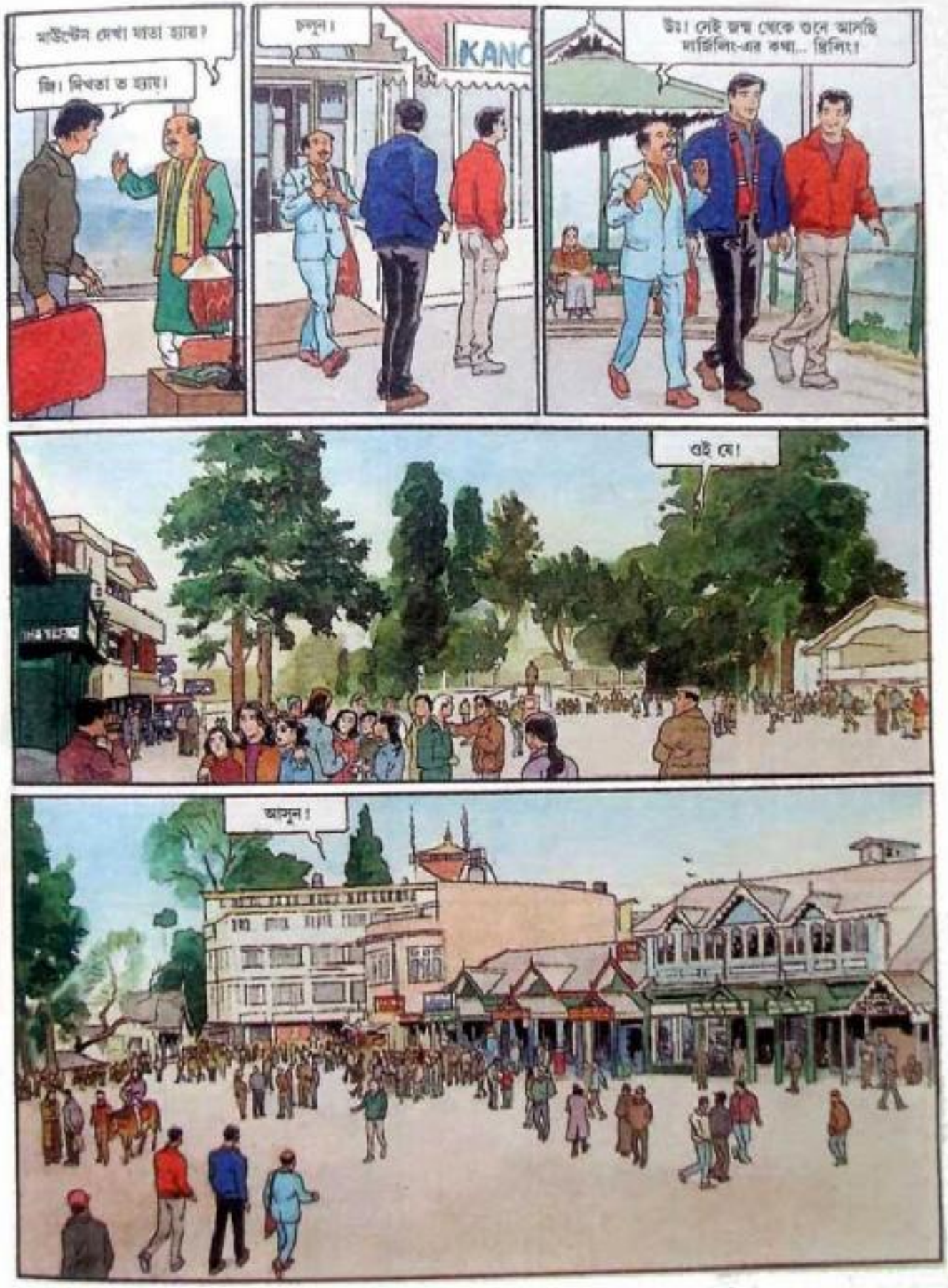
মাউন্টেন দেখা যাতা হ্যায়?
জি। দিখতা ত হ্যায়।
চলুন।
KANC
উঃ। সেই জন্ম থেকে শুনে আসছি দার্জিলিং-এর কথা... ড্রিলিং!
ওই যে!
আসুন!

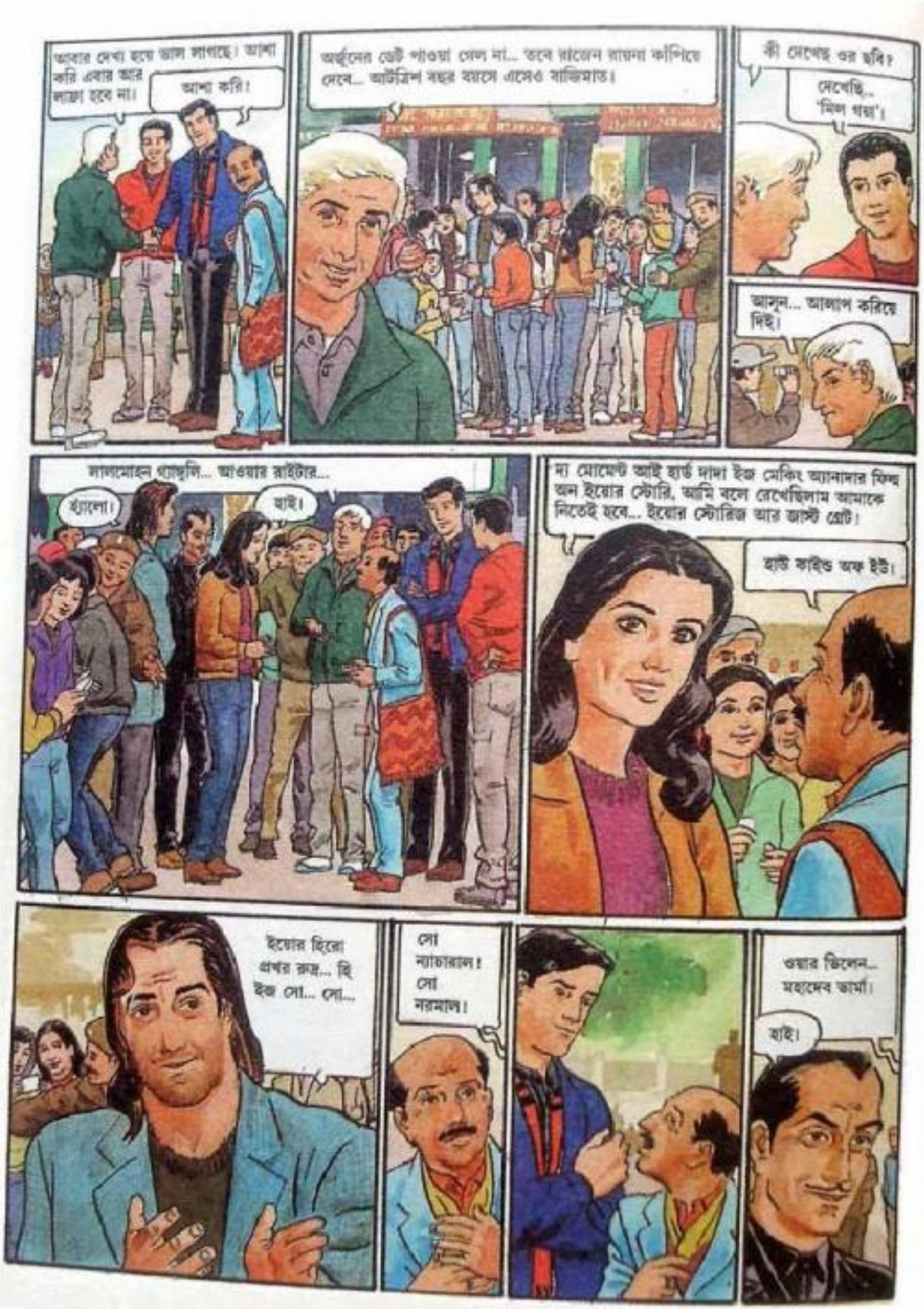
আবার দেখা হয়ে ভাল লাগছে। আশা করি এবার আর লড়াই হবে না।
আশা করি।
অর্জুনের ডেট পাওয়া গেল না... তবে রাজেন রায়না কাঁপিয়ে দেবে... আটত্রিশ বছর বয়সে এসেও বাজিমাত।
কী দেখেছ ওর ছবি?
দেখেছি... 'মিল গয়া'।
আসুন... আলাপ করিয়ে দিই।
লালমোহন গাঙ্গুলি... আওয়ার রাইটার...
হ্যাঁলো।
হাই।
দ্য মোমেন্ট আই হার্ড দাদা ইজ মেকিং অ্যানাদার ফিল্ম অন ইয়োর স্টোরি, আমি বলে রেখেছিলাম আমাকে নিতেই হবে... ইয়োর স্টোরিজ আর জাস্ট গ্রেট।
হাউ কাইণ্ড অফ ইউ।
ইয়োর হিরো প্রখর রুদ্র... হি ইজ সো... সো...
সো ন্যাচারাল! সো নরমাল।
ওয়ার ডিলেন... মহাদেব ভার্মা।
হাই।

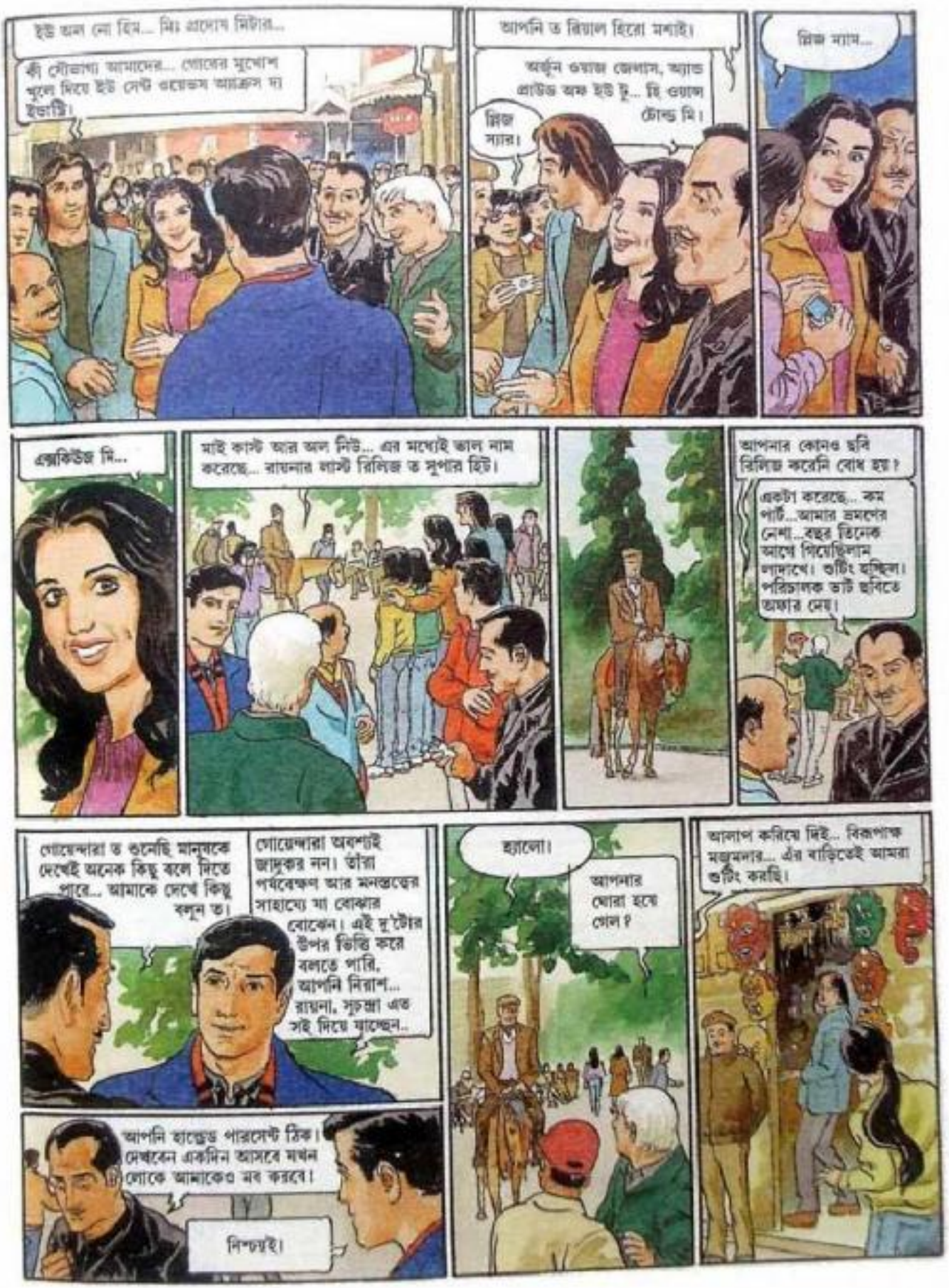
ইউ অল নো হিম... মিঃ প্রদোষ মিটার...
কী সৌভাগ্য আমাদের... গোয়ের মুখোশ খুলে দিয়ে ইউ সেন্ট ওয়েভস আক্রস দা ইন্ডাস্ট্রি।
আপনি ত রিয়াল হিরো মশাই।
অর্জুন ওয়াজ জেলাস, অ্যান্ড প্রাউড অফ ইউ টু... ইট ওয়াজ টোল্ড মি।
রিজ স্যার।
রিজ ম্যাম...
এক্সকিউজ মি...
মাই কাস্ট আর অল নিউ... এর মধ্যেই ভাল নাম করেছে... রায়নার লাস্ট রিলিজ ত সুপার হিট।
আপনার কোনও ছবি রিলিজ করেনি বোধ হয়?
একটা করেছে... কম পার্ট...আমার ভ্রমণের নেশা...বছর তিনেক আগে গিয়েছিলাম লাদাখে। শুটিং হচ্ছিল। পরিচালক ভার্ট ছবিতে অফার দেয়।
গোয়েন্দারা ত শুনেছি মানুষকে দেখেই অনেক কিছু বলে দিতে পারে... আমাকে দেখে কিছু বলুন ত।
গোয়েন্দারা অবশ্যই জাদুকর নন। তাঁরা পর্যবেক্ষণ আর মনস্তত্ত্বের সাহায্যে যা বোঝার বোঝেন। এই দু'টোর উপর ভিত্তি করে বলতে পারি, আপনি নিরাশ... রায়না, সুচন্দ্রা এত সই দিয়ে যাচ্ছেন..
আপনি হান্ড্রেড পারসেন্ট ঠিক। দেখবেন একদিন আসবে যখন লোকে আমাকেও মব করবে।
নিশ্চয়ই।
হ্যালো।
আপনার ঘোরা হয়ে গেল?
আলাপ করিয়ে দিই... বিরূপাক্ষ মজুমদার... এঁর বাড়িতেই আমরা শুটিং করছি।

আর ইনি বিখ্যাত...
গোয়েন্দা প্রদ্যোত মিত্র... আপনার ব্যাপারে পড়েছি এবং ছবি দেখেছি কাগজে। পুলকবাবুরই একটা ছবিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন না...
ঠিক। আমার এই বন্ধুটি একজন বিখ্যাত রহস্য-রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক...
ও ইয়েস জটায়ু... আপনার লেখা নিয়েই ত সেবারের ঘটনাটা হয়...
অবারেরটাও!
বাঃ ভেরি গুড। আপনি ক্রাইম রাইটার। আর আপনি গোয়েন্দা, ক্রাইম ফাইটার, ভেরি গুড।
আপনারা এদিকেই যাবেন ত?
হ্যাঁ চলুন!
আমি সংবাদপত্রের সংবাদ সংগ্রহ করি। সতেরো বছর বয়স থেকে এই ছবি। যাকে বলে একটু গরম খবর।
এখন একজন সেক্রেটারি হয়েছে... সেই কাটিংগুলো খাতায় সেঁটে দেয়... একত্রিশটা খণ্ড হয়েছে...
আমার একটা ওষুধ ফুরিয়ে গিয়েছে... উড ইউ মাইন্ড?
আমাদের কোনও তাড়া নেই।

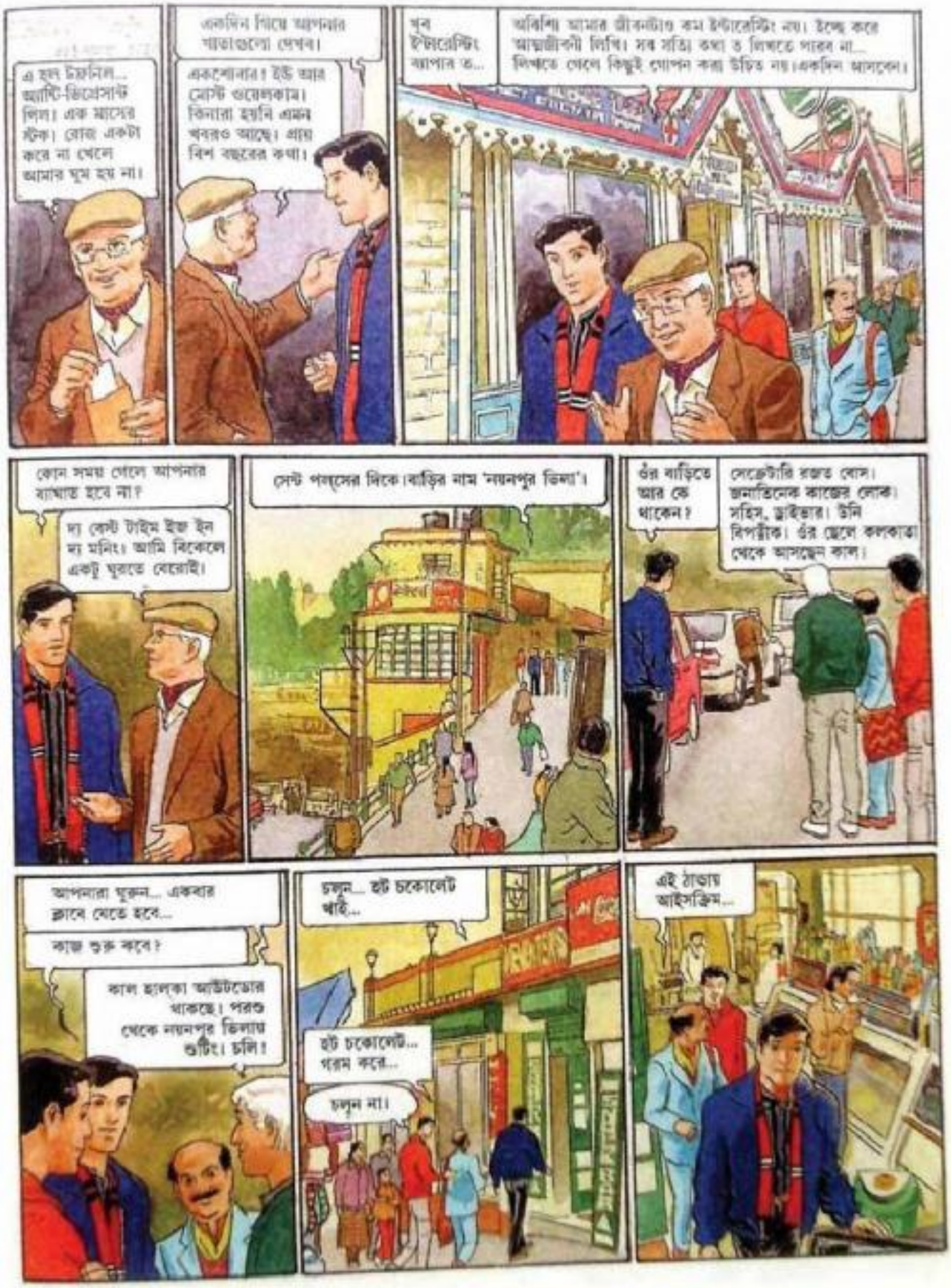
এ হল টিফিন... অ্যান্টি-ডিপ্রেসান্ট পিল। এক মাসের স্টক। রোজ একটা করে না খেলে আমার ঘুম হয় না।
একদিন গিয়ে আপনার খাতাগুলো দেখব।
একশোবার! ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম। কিনারা হয়নি এমন খবরও আছে। প্রায় বিশ বছরের কথা।
খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার ত...
অবিশ্যি আমার জীবনটাও কম ইন্টারেস্টিং নয়। ইচ্ছে করে আত্মজীবনী লিখি। সব সত্যি কথা ত লিখতে পারব না... লিখতে গেলে কিছুই গোপন করা উচিত নয়।একদিন আসবেন।
কোন সময় গেলে আপনার ব্যাঘাত হবে না?
দ্য কোস্ট টাইম ইজ ইন দ্য মর্নিং। আমি বিকেলে একটু ঘুরতে বেরোই।
সেন্ট পল্‌সের দিকে।বাড়ির নাম 'নয়নপুর ভিলা'।
ওঁর বাড়িতে আর কে থাকেন?
সেক্রেটারি রজত বোস। জনাত্রিনেক কাজের লোক। সহিস, ড্রাইভার। উনি বিপত্নীক। ওঁর ছেলে কলকাতা থেকে আসছেন কাল।
আপনারা ঘুরুন... একবার ক্লাবে যেতে হবে...
কাজ শুরু কবে?
কাল হাল্‌কা আউটডোর থাকছে। পরশু থেকে নয়নপুর ভিলায় শুটিং। চলি!
চলুন... হট চকোলেট খাই...
হট চকোলেট... গরম করে...
চলুন না।
এই ঠাণ্ডায় আইসক্রিম...

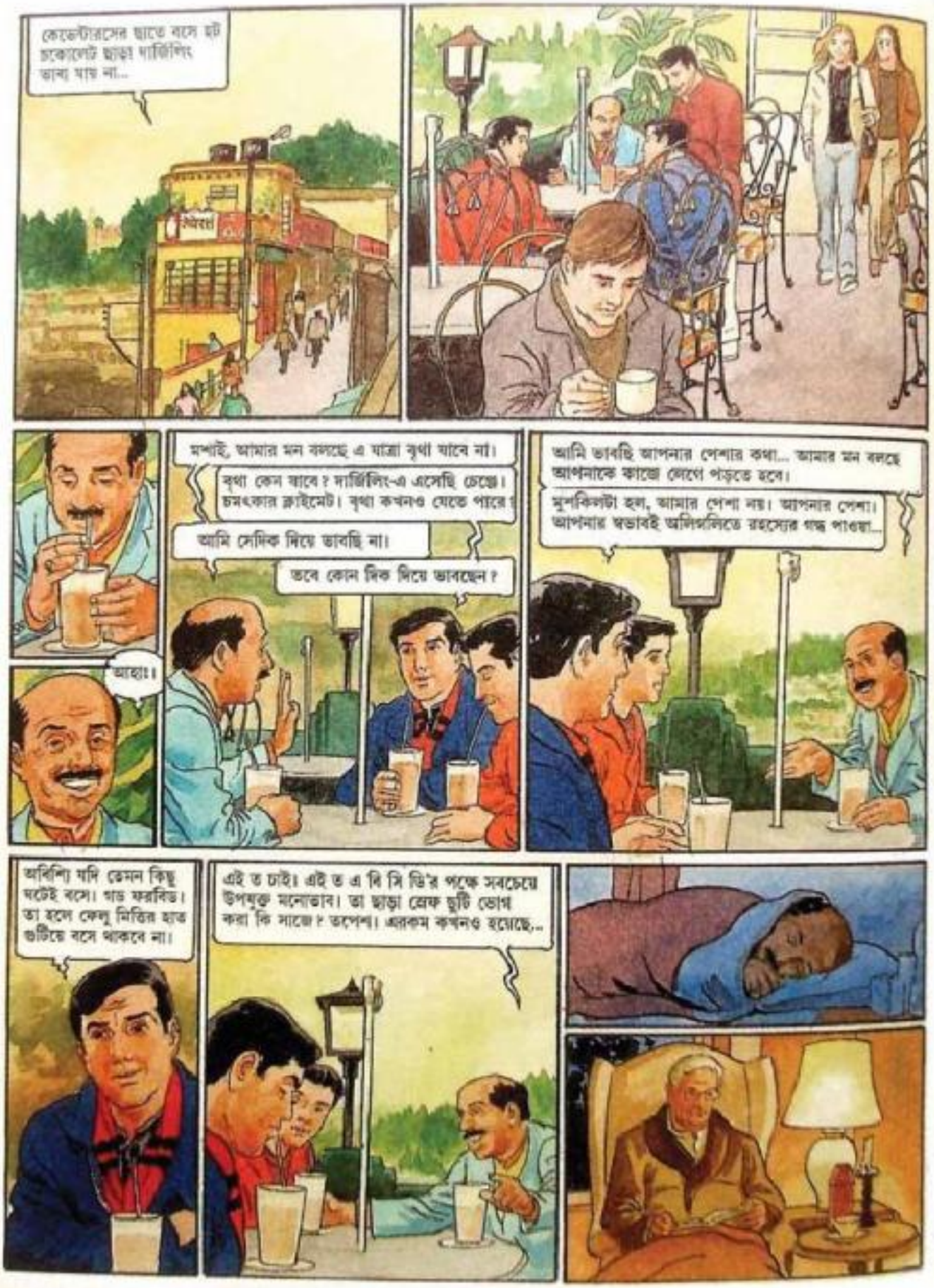
কেভেন্টারসের ছাতে বসে হট চকোলেট ছাড়া দার্জিলিং ভাবা যায় না...
মশাই, আমার মন বলছে এ যাত্রা বৃথা যাবে না।
বৃথা কেন যাবে? দার্জিলিং-এ এসেছি চেঞ্জে। চমৎকার ক্লাইমেট। বৃথা কখনও যেতে পারে?
আমি সেদিক দিয়ে ভাবছি না।
তবে কোন দিক দিয়ে ভাবছেন?
আহা!
আমি ভাবছি আপনার পেশার কথা... আমার মন বলছে আপনাকে কাজে লেগে পড়তে হবে।
মুশকিলটা হল, আমার পেশা নয়। আপনার পেশা। আপনার স্বভাবই অলিগলিতে রহস্যের গন্ধ পাওয়া...
অবিশ্যি যদি তেমন কিছু ঘটেই বসে। গড ফরবিড। তা হলে ফেলু মিত্তির হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না।
এই ত চাই। এই ত এ বি সি ডি'র পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত মনোভাব। তা ছাড়া স্রেফ ছুটি ভোগ করা কি সাজে? তপেশ। এরকম কখনও হয়েছে...

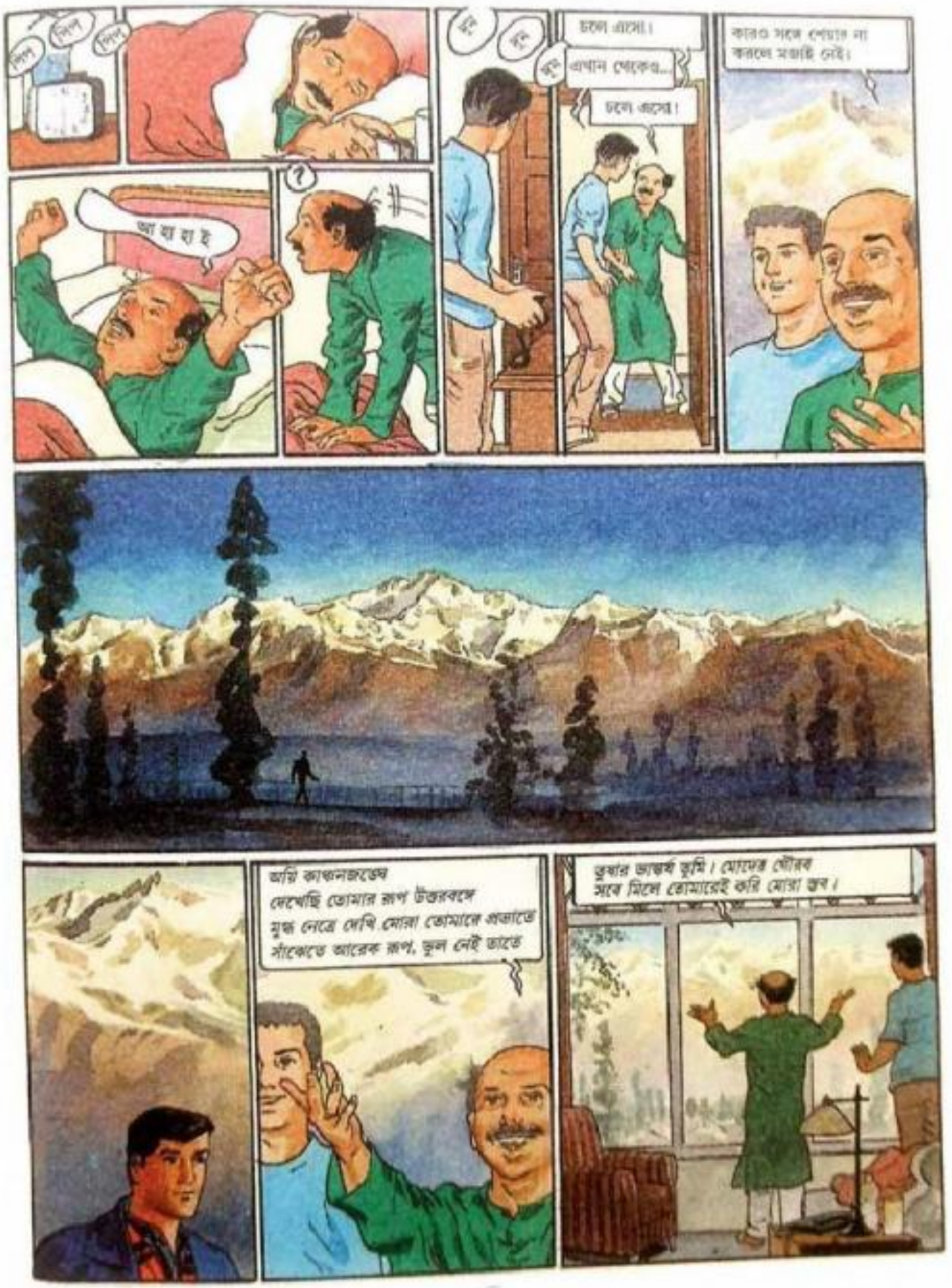
ট্রিং
ট্রিং
ট্রিং
আ হা হা হা
?
দুম্
দুম্
দুম্
চলে এসো।
এখান থেকেও...
চলে এসো!
কারও সঙ্গে পেয়ার না করলে মজাটা নেই।
আমি কাঞ্চনজঙ্ঘে
দেখেছি তোমার রূপ উত্তরবঙ্গে
মুগ্ধ নেত্রে দেখি মোরা তোমারে প্রভাতে
সাঁঝেতে আরেক রূপ, ভুল নেই তাতে
তুষার ভাস্কর্য তুমি। মোদের গৌরব
সবে মিলে তোমারেই করি মোরা স্তব।

যতবার দেখি ততবার বাড়িটা যেন কিছুটা কমে যায়।
আমারও আজ প্রথম মনে হল, যেন প্রশ্ন সার্থক।
যাক! এত আজগুবি গল্প লিখেও যে আপনার সুস্থ অনুভূতিগুলো ঠিকে আছে, সেটা জেনে খুব ভাল লাগল।
আজ তা হলে কী করছি?
সকালে একবার মজুমদারমশাইয়ের ওখানে যাওয়ার ইচ্ছে আছে।
কাল থেকে ত শুটিং শুরু...
আজ বসে কথা বলা যাবে। ওকে কান্টিন্যুয়েট করাটা কর্তব্যের মধ্যে পড়ি।
তথাস্তু!
যো
লো
দার্জিলিং!
এ যেন এক অন্য দার্জিলিং।

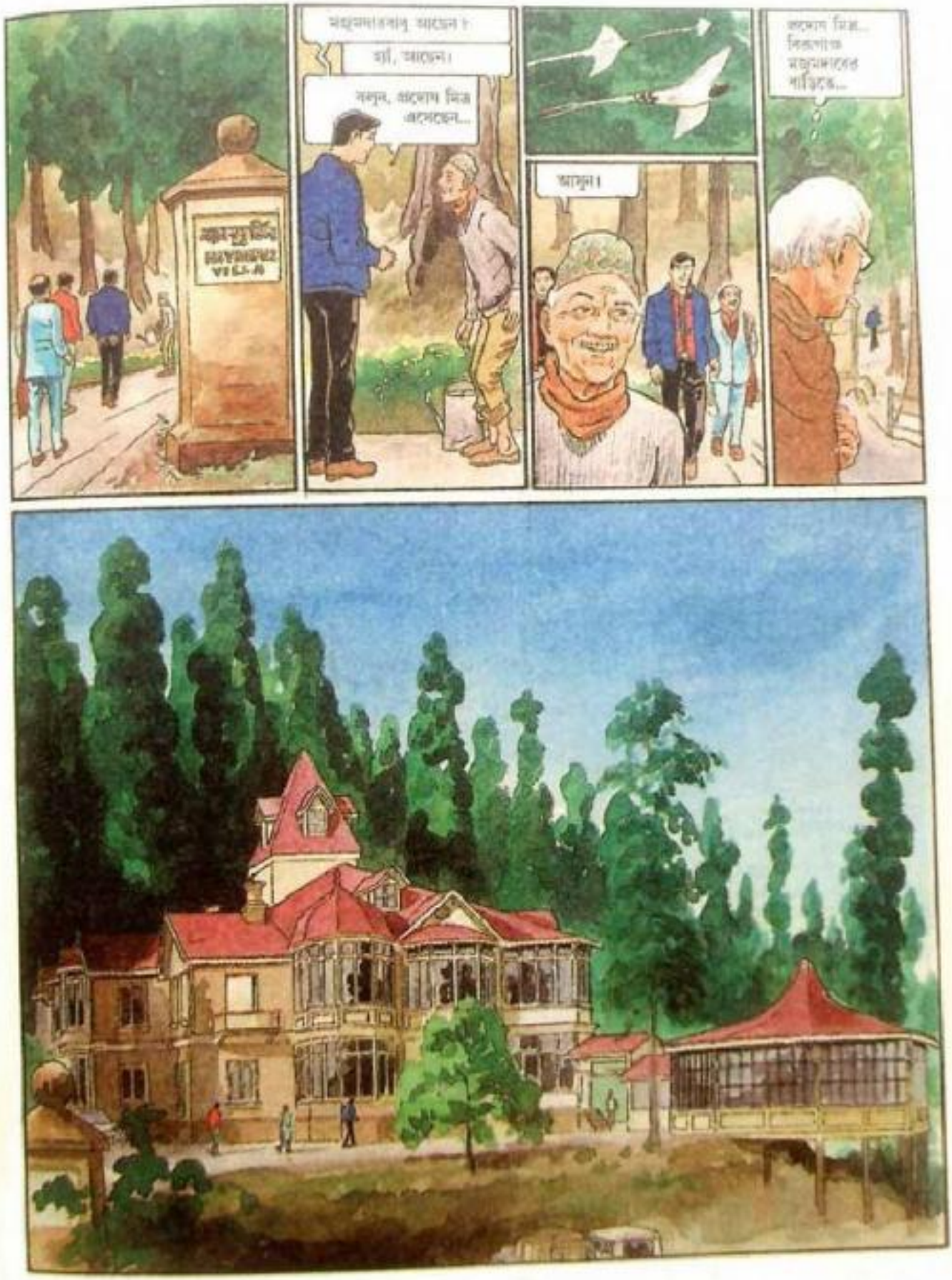
মজুমদারবাবু আছেন?
হ্যাঁ, আছেন।
বলুন, প্রদোষ মিত্র এসেছেন...
আসুন।
প্রদোষ মিত্র... নিশ্চয়ই মজুমদারের পার্টনার...

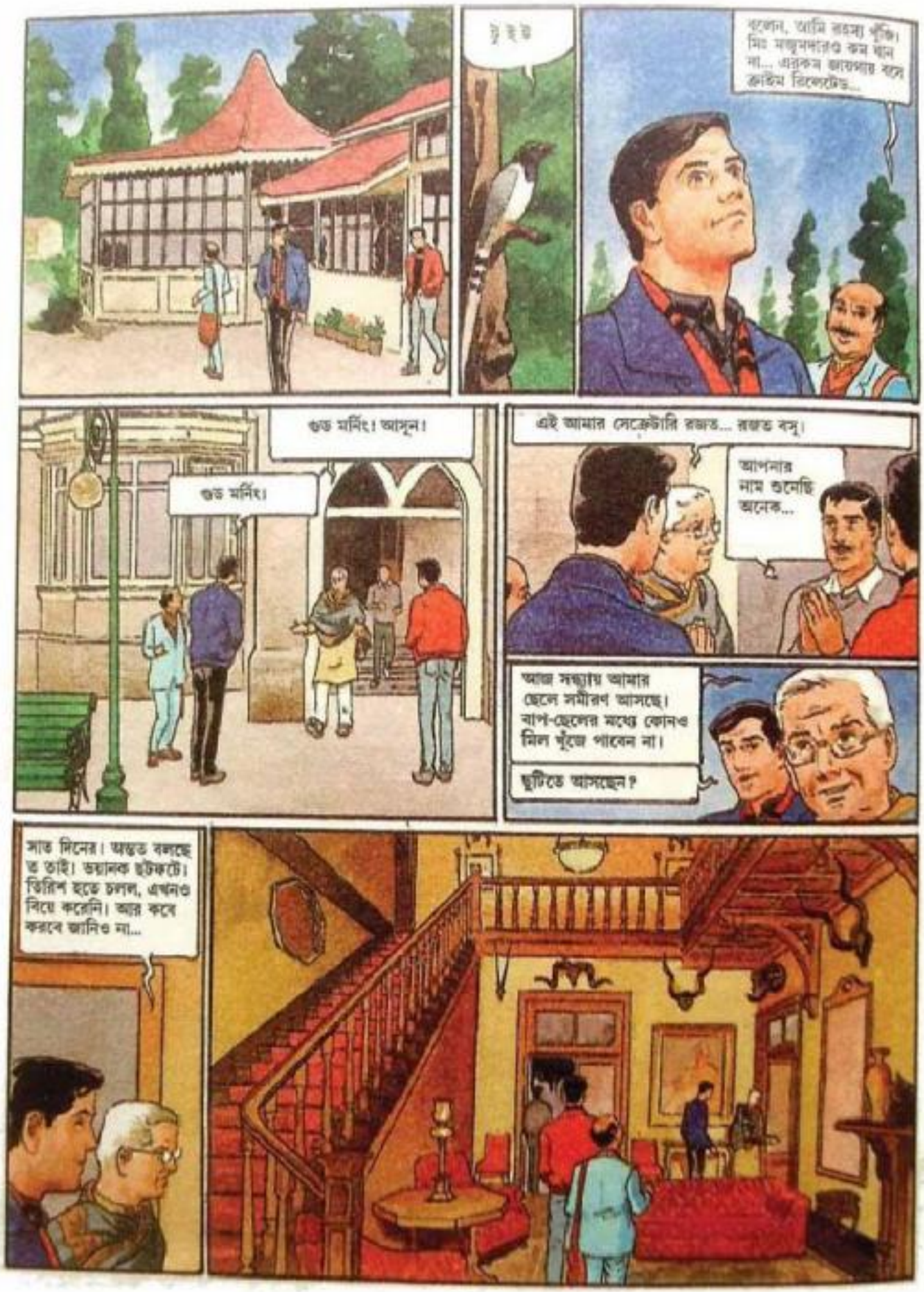
টুইট
বলেন, আমি রহস্য খুঁজি। মিঃ মজুমদারও কম যান না... এরকম জায়গায় বসে ক্রাইম রিলেটেড...
গুড মর্নিং! আসুন।
গুড মর্নিং।
এই আমার সেক্রেটারি রজত... রজত বসু।
আপনার নাম শুনেছি অনেক...
আজ সন্ধ্যায় আমার ছেলে সমীরণ আসছে। বাপ-ছেলের মধ্যে কোনও মিল খুঁজে পাবেন না।
ছুটিতে আসছেন?
সাত দিনের। অন্তত বলছে ত তাই। ভয়ানক ছটফটে। তিরিশ হতে চলল, এখনও বিয়ে করেনি। আর কবে করবে জানিও না...

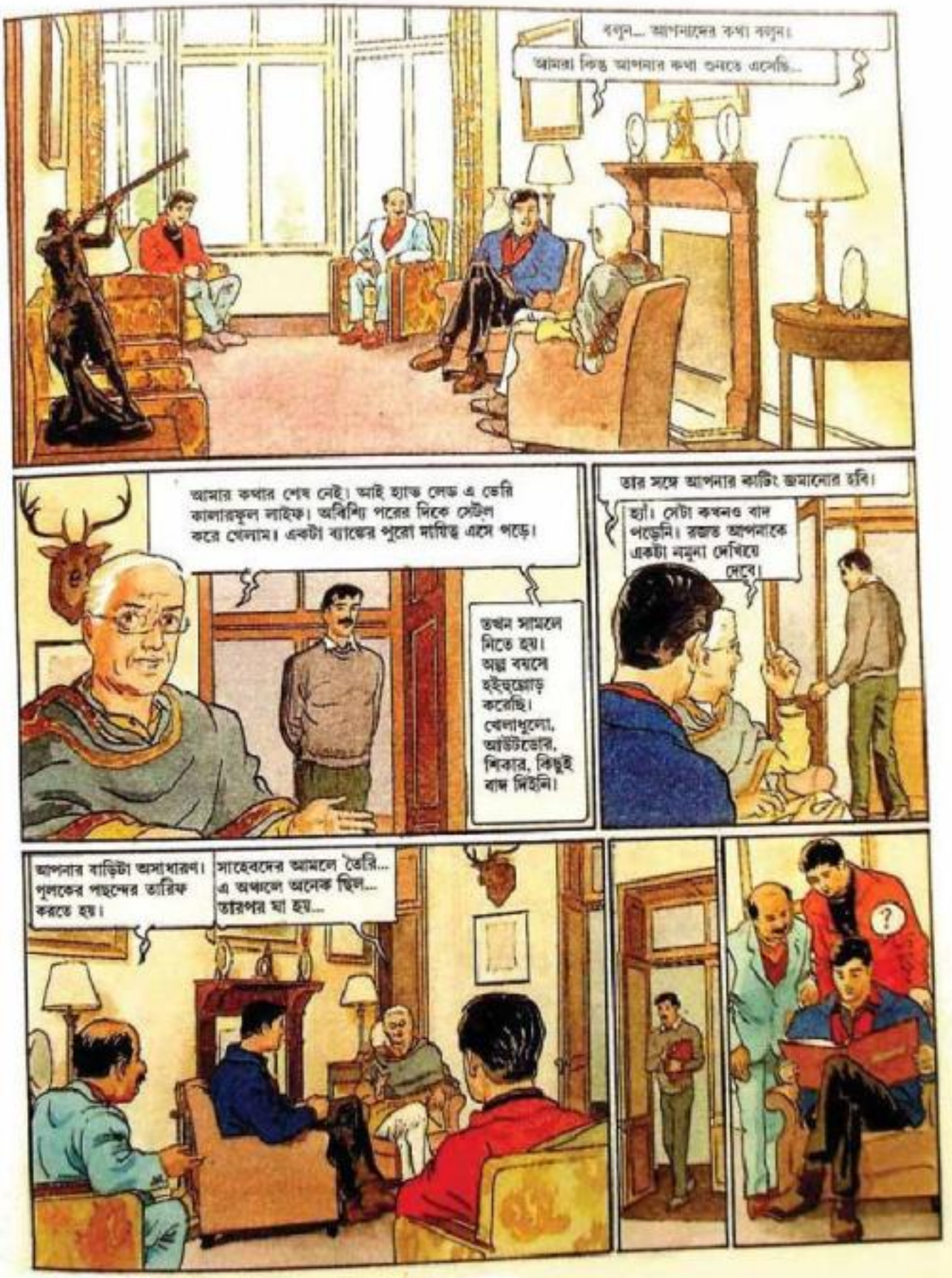
বলুন... আপনাদের কথা বলুন।
আমরা কিন্তু আপনার কথা শুনতে এসেছি...
আমার কথার শেষ নেই। আই হ্যাভ লেড এ ভেরি কালারফুল লাইফ। অবিশ্যি পরের দিকে সেটেল করে ফেলেছি। একটা ব্যাঙ্কের পুরো দায়িত্ব এসে পড়ে।
তখন সামলে নিতে হয়। অল্প বয়সে হইহুল্লোড় করেছি। খেলাধুলো, আউটডোর, শিকার, কিছুই বাদ দিইনি।
তার সঙ্গে আপনার কাটিং জমানোর ছবি।
হ্যাঁ। সেটা কখনও বাদ পড়েনি। রজত আপনাকে একটা নমুনা দেখিয়ে দেবে।
আপনার বাড়িটা অসাধারণ। পুলকের পছন্দের তারিফ করতে হয়।
সাহেবদের আমলে তৈরি... এ অঞ্চলে অনেক ছিল... তারপর যা হয়...
?

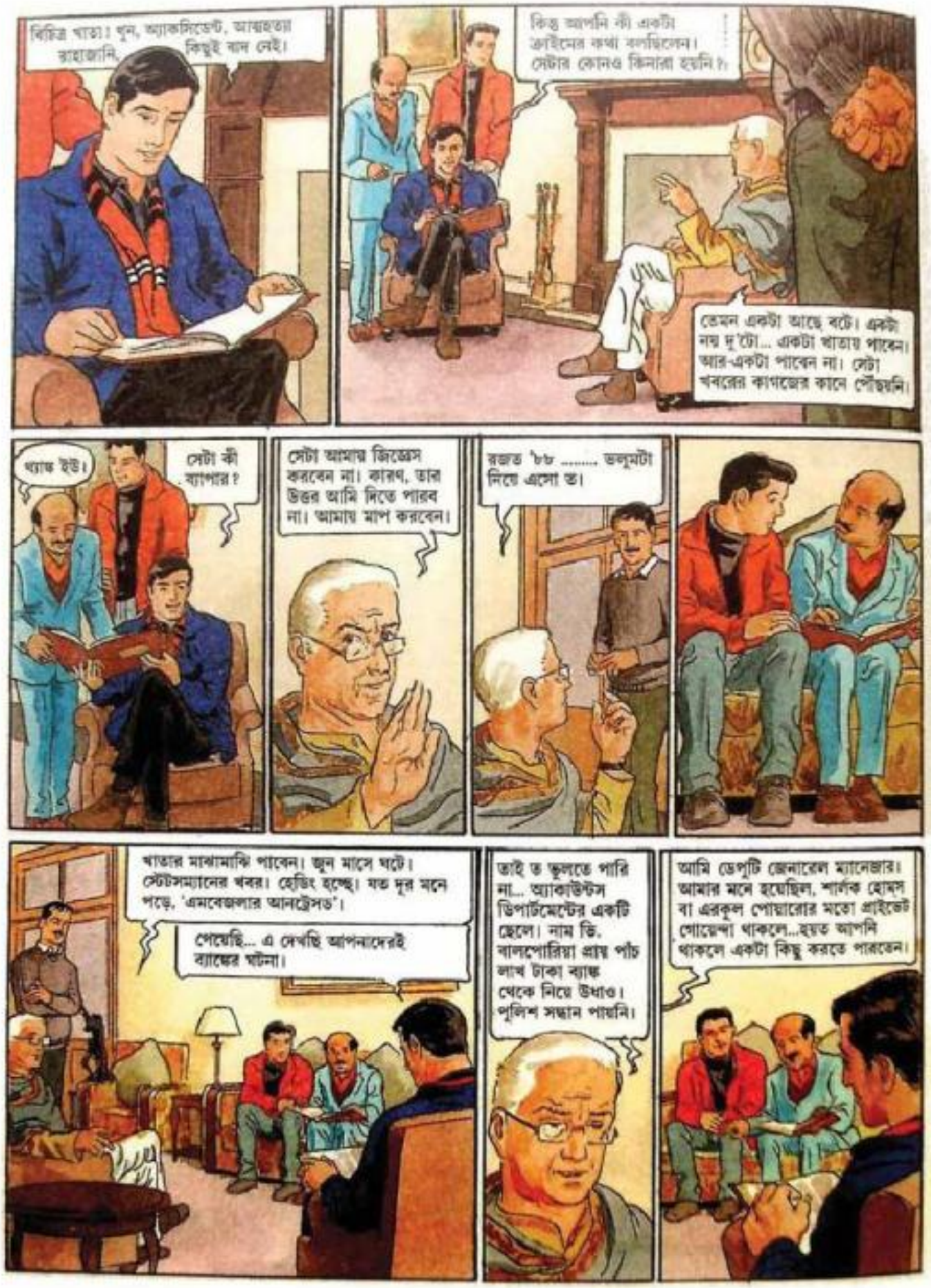
বিচিত্র খাতা। খুন, অ্যাকসিডেন্ট, আত্মহত্যা কিছুই বাদ নেই।
কিন্তু আপনি কী একটা ক্রাইমের কথা বলছিলেন। সেটার কোনও কিনারা হয়নি?
তেমন একটা আছে বটে। একটা নয় দু'টো... একটা খাতায় পাবেন। আর-একটা পাবেন না। সেটা খবরের কাগজের কানে পৌঁছয়নি।
থ্যাঙ্ক ইউ।
সেটা কী ব্যাপার?
সেটা আমায় জিজ্ঞেস করবেন না। কারণ, তার উত্তর আমি দিতে পারব না। আমায় মাপ করবেন।
রজত '৮৮ ..... ভলুমটা নিয়ে এসো ত।
খাতার মাঝামাঝি পাবেন। জুন মাসে ঘটে। স্টেটসম্যানের খবর। হেডিং হচ্ছে। যত দূর মনে পড়ে, 'এমবেজলার আনট্রেসড'।
পেয়েছি... এ দেখছি আপনাদেরই ব্যাঙ্কের ঘটনা।
তাই ত ভুলতে পারি না... অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের একটি ছেলে। নাম ডি. বালপোরিয়া প্রায় পাঁচ লাখ টাকা ব্যাঙ্ক থেকে নিয়ে উধাও। পুলিশ সন্ধান পায়নি।
আমি ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার। আমার মনে হয়েছিল, শার্লক হোমস বা এরকুল পোয়ারোর মতো প্রাইভেট গোয়েন্দা থাকলে...হয়ত আপনি থাকলে একটা কিছু করতে পারতেন।

আপনার ঘোড়াটা দেখলাম...
এখন যা ক্রাউড বেড়ে গিয়েছে... ঘোড়া আমার সহিস আগেই নিয়ে চলে যায়। আমি গাড়িতে গিয়ে মাল চড়ালে... অবজারভেটরি হিল ঘুরে আমার গাড়িতে ফিরে আসি।
রিটায়ার করার পর আমার রুটিনটা অদ্ভুত হয়ে গিয়েছে। ইনসমনিয়া আছে, ঘুমোই দুপুরবেলা। দুধের সঙ্গে একটা করে বড়ি...
কাল সেটা কিনবেন...
রুইট... ঘড়িতে অ্যালার্ম দেওয়া থাকে। চা খেয়ে বেরোই।
আর রাত্তিরে?
আমি বই পড়ি।
একদমই ঘুমোন না?
একদম না। ঠাকুরদার এ বাতিক ছিল। তিনি ডাকসাইটে জমিদার। তাঁর রাতটা ছিল দিন, দিনটা রাত। কাজকর্ম রাতে দেখতেন। দুপুরে আফিম খেয়ে ঘুমোতেন।
কাল থেকে ত শুটিং শুরু... আপনার ধকল যাবে।
আই ডোন্ট মাইন্ড। পরিচালক ভদ্রলোকটিকে বেশ লাগল। তাই আর না করলাম না
কাম ইন স্যার।
আপনারও এখানে... গুড।
আমরা শুটিং-এ বেরোচ্ছি। আমার স্টাররা আলাপ করতে চাইল আপনার সঙ্গে। মহাদেব জামা আওয়ার ভিলেন।... নায়ক রাজেন রায়না।
?

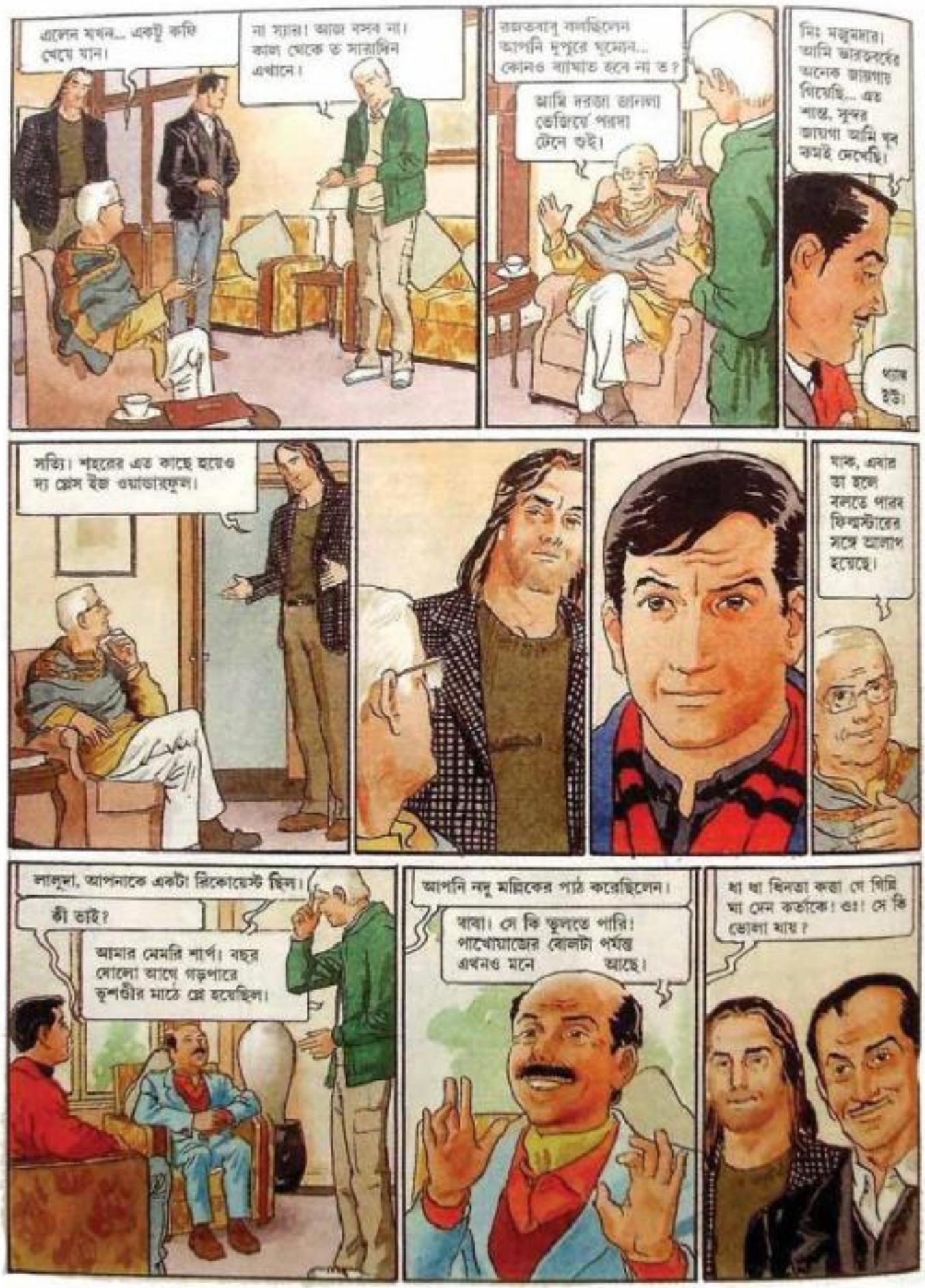
এলেন যখন... একটু কফি খেয়ে যান।
না স্যার! আজ বসব না। কাল থেকে ত সারাদিন এখানে।
রজতবাবু বলছিলেন আপনি দুপুরে ঘুমোন... কোনও ব্যাঘাত হবে না ত?
আমি দরজা জানলা ভেজিয়ে পরদা টেনে শুই।
মিঃ মজুমদার। আমি ভারতবর্ষের অনেক জায়গায় গিয়েছি... এত শান্ত, সুন্দর জায়গা আমি খুব কমই দেখেছি।
প্লাস ইউ।
সত্যি। শহরের এত কাছে হয়েও দ্য প্লেস ইজ ওয়াভারফুল।
যাক, এবার তা হলে বলতে পারব ফিল্মস্টারের সঙ্গে আলাপ হয়েছে।
লালুদা, আপনাকে একটা রিকোয়েস্ট ছিল।
কী ভাই?
আমার মেমরি শার্প। বছর দোলো আগে গড়পারে ভূশণ্ডীর মাঠে প্লে হয়েছিল।
আপনি নন্দু মল্লিকের পাঠ করেছিলেন।
বাবা। সে কি ভুলতে পারি! পাখোয়াজের বোলটা পর্যন্ত এখনও মনে আছে।
ধা ধা ধিনতা কতা গে ধিন্নি ঘা দেন কর্তাকে! ওঃ! সে কি ভোলা যায়?

জীবনে আমার প্রথম এবং শেষ অভিনয়।
না। শেষ নয়।
মানে?
সেগুলি ক্লাব ডুবিয়েছে। বলেছিল দু'-একটা ছোট পার্টের জন্য লোক দেবে। এখন শুনছে তারা কলকাতায়। একটা পার্টে ভিলেনের রাইট হ্যান্ড ম্যান...
মনোগ্রাম বাটলিওয়ালা?
তার ত দু'টো সিন...
সেই দু'টো সিন উদ্ধার করে দিন দাদা। কথা খুব কম।
আমাকে কী...
খুব মানাবে... ইন ফ্যাক্ট, আগে ভাবা উচিত ছিল...
কেয়া মহাদেব, মেরা চয়েস মে কুছ গলতি হ্যায়?
একদম পারফেক্ট।
ফ্রেঞ্চকাট। মুখে সিগার!
সিগার?
চোখে কালো চশমা।
ট্যালেন্ট নষ্ট হতে দেবেন না। আপনার এই সাইডটা পাবলিক জানুক...
ওকে। একটা গেস্ট অ্যাপিয়ারেন্স নিজের গল্পে...
দ্যাটস দ্য স্পিরিট!

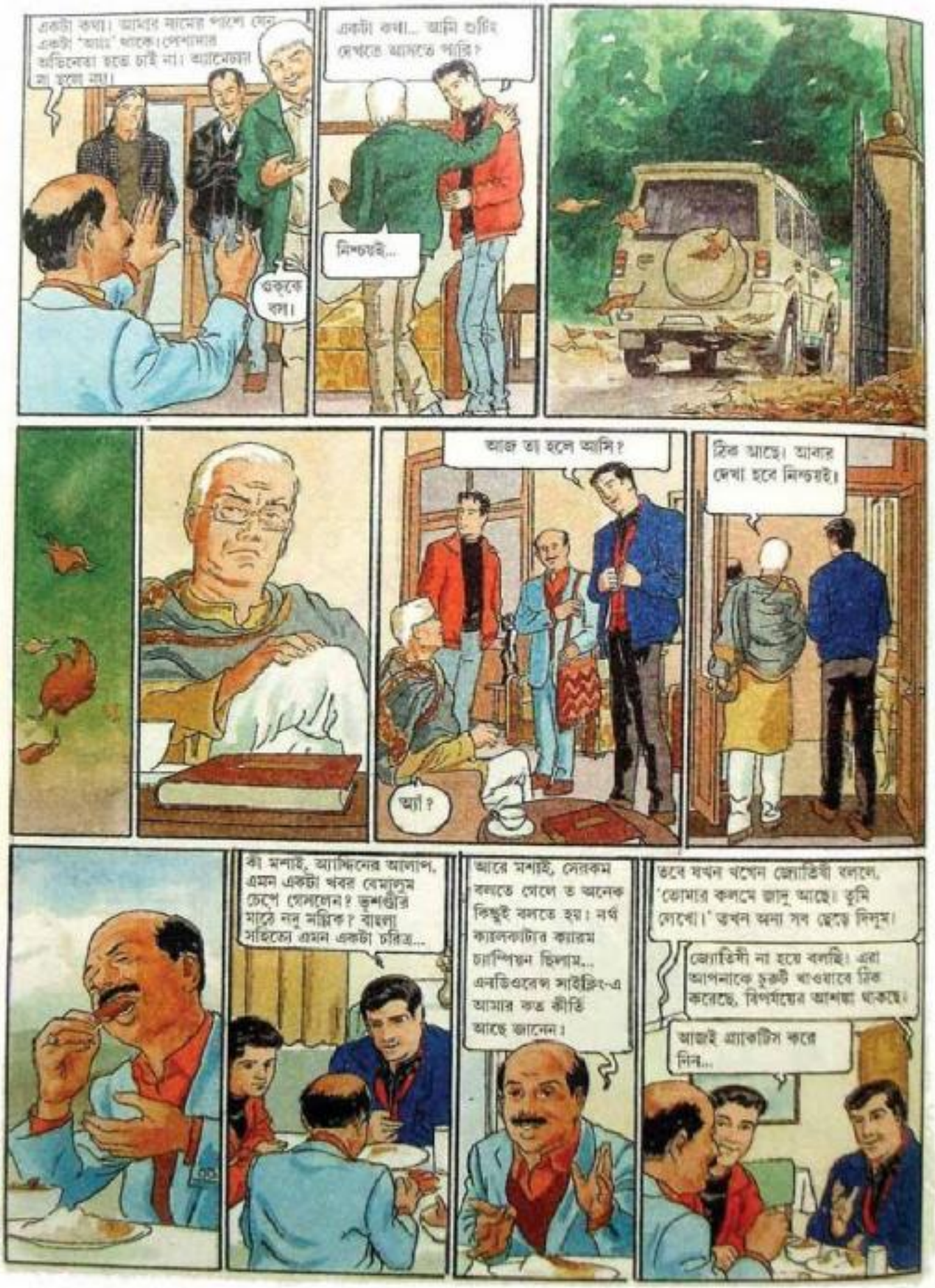
একটা কথা। আমার নামের পাশে যেন একটা "আর" থাকে। পেশাদার অভিনেতা হতে চাই না। আর্টেরা না হলে নয়।
ওকে বলা।
একটা কথা... আমি শুটিং দেখতে আসতে পারি?
নিশ্চয়ই...
আজ তা হলে আসি?
আঁ?
ঠিক আছে। আবার দেখা হবে নিশ্চয়ই।
কী মশাই, আন্দিনের আলাপ, এমন একটা খবর বেমালুম চেপে গেলেন? ভূশণ্ডীর মাঠে নন্দু মল্লিক? বাংলা সাহিত্যে এমন একটা চরিত্র...
আরে মশাই, সেরকম বলতে গেলে ত অনেক কিছুই বলতে হয়। নর্থ ক্যালকাটার ক্যারম চ্যাম্পিয়ন ছিলাম... এনডিএরেন্স সাইক্লিং-এ আমার কত কীর্তি আছে জানেন।
তবে যখন যখন জ্যোতিষী বললে, 'তোমার কলমে জাদু আছে। তুমি লেখো।' তখন অন্য সব ছেড়ে দিলুম।
জ্যোতিষী না হয়ে বলছি। এরা আপনাকে চুক্তি খাওয়াবে ঠিক করেছে, বিপর্যয়ের আশঙ্কা থাকছে।
আজই এ্যাকটিস করে নিন...

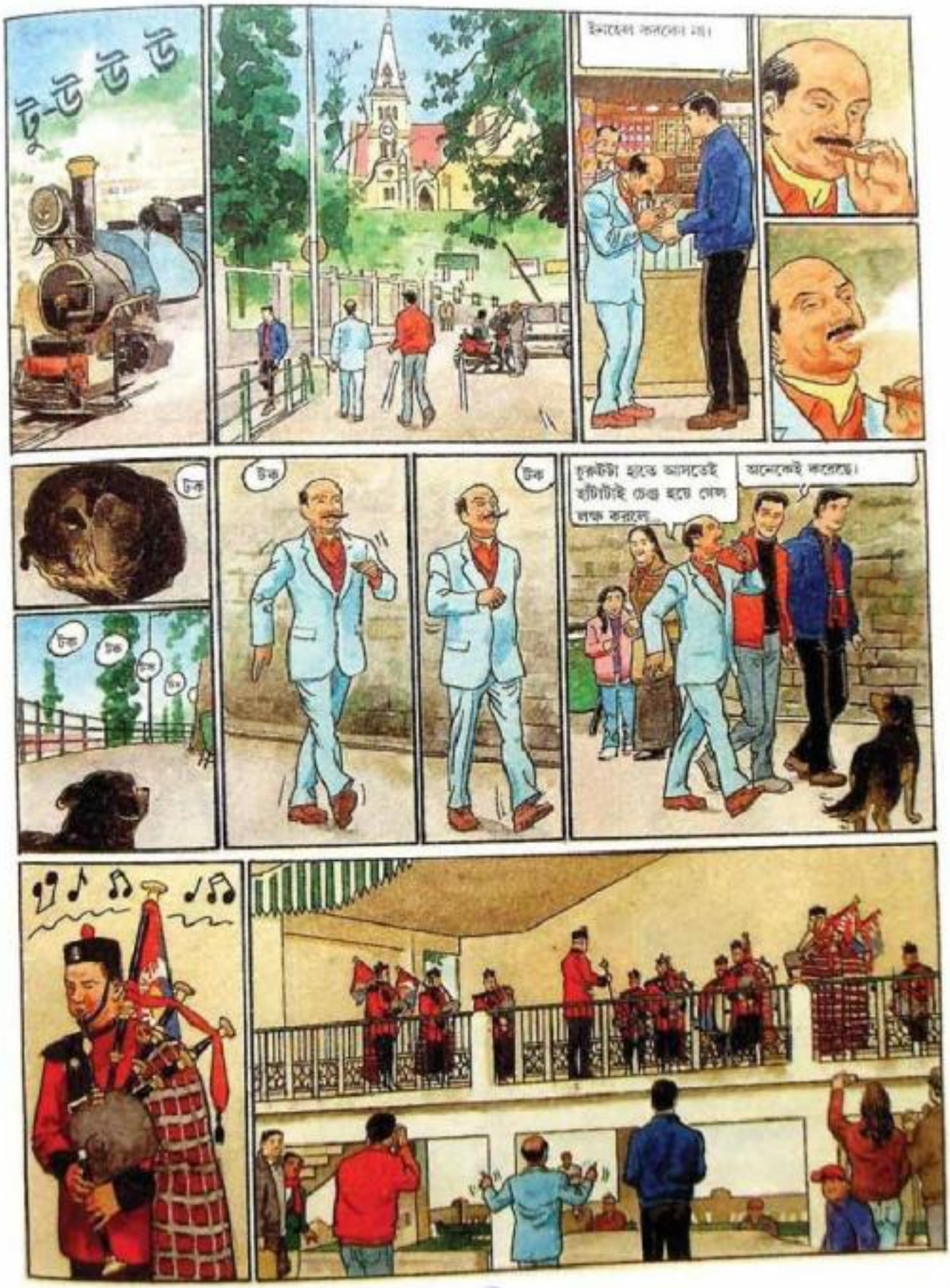
টু-উ উ উ
ইনাবেল কলকেন না।
টক
টক
টক
টক
টক
টক
টক
চুরুটটা হাতে আসতেই হাঁটাটাই ঢেঙ্গা হয়ে গেল লক্ষ করলে
অনেকেই করেছে।

গুড ইভনিং।
গুড ইভনিং।
দার্জিলিং কেমন লাগছে?
ভাল।... আমরা আগে এসেছি... উনি এই প্রথম।
সে দার্জিলিং নেই... তবে ম্যাল অঞ্চলটা আর উপর দিকটা এখনও আগের মতোই আছে।
একটা কথা... আমার মালির কাছ থেকে শোনা। কত দূর রিলায়েবেল বলতে পারব না। ক'দিন থেকে এটা লোককে আমাদের বাড়ির আশপাশে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যাচ্ছে।
বলেন কী... লোকটার কোনও বর্ণনা দিয়েছে?
বলছে মাঝারি হাইট। রং মাঝারি। খোঁচাখোঁচা দাড়ি। সিগারেট বা বিড়ি খায়।... পাহাড়ের ওদিকে একটা বস্তি আছে, তবে লোকাল লোক বলে মনে হয় না।
এভাবে দৃষ্টি রাখার কারণ খুঁজে বের করতে পেরেছেন?
তা পারি। বাড়িতে একটা দামি জিনিস আছে। অষ্টধাতুর তৈরি বালগোপাল। পৈতৃক বাড়ির মন্দিরের মধ্যে ছিল, নয়নপুরে। সেটা এখানে অনেকেই দেখেছে।
কোথায় থাকে?
আমার শোবার ঘরে তাকের উপর।
খোলা অবস্থায়?
আমি ত রাত্রে জেগে থাকি। আর সঙ্গে রিভলভার থাকে... বিকেলে বেরোই যখন, ঘর লক করে আসি।

আর কোনও কারণে লোক হানা দিতে পারে?
দাটি গোজ উইদাউট সেইং।
আমি এটুকু বলতে পারি যে, আমার অনিষ্ট করতে চাইবে এমন লোক থাকা অসম্ভব নয়। এটা কেন বলছি, তার কারণ জিজ্ঞেস করবেন না। আমি শুধু এইটুকু জানতে চাই যে, এর মধ্যে যদি কিছু ঘটে তা হলে, আপনার সাহায্য আশা করতে পারি ত?
আমার একমাত্র পুত্র সমীরণ। এসো সমীরণ... আলাপ করিয়ে দিই।
আপনার নাম ত অনেক শুনেছি... আমি গোয়েন্দাকাহিনিরও ভক্ত। আপনাদের সঙ্গে একদিন বসব... এখন একটু তাড়া আছে... চলি।
হ্যাঁ, নিশ্চয়ই!
পুলকদা দিলেন। আপনার কালকের লাইন।
থ্যাঙ্ক ইউ!
আমিও আসি। আপনারা ঘুরুন।
প্রয়োজনে ফোন করতে দ্বিধা করবেন না। কাঞ্চনজঙ্ঘা হোটেলে উঠেছি আমরা।

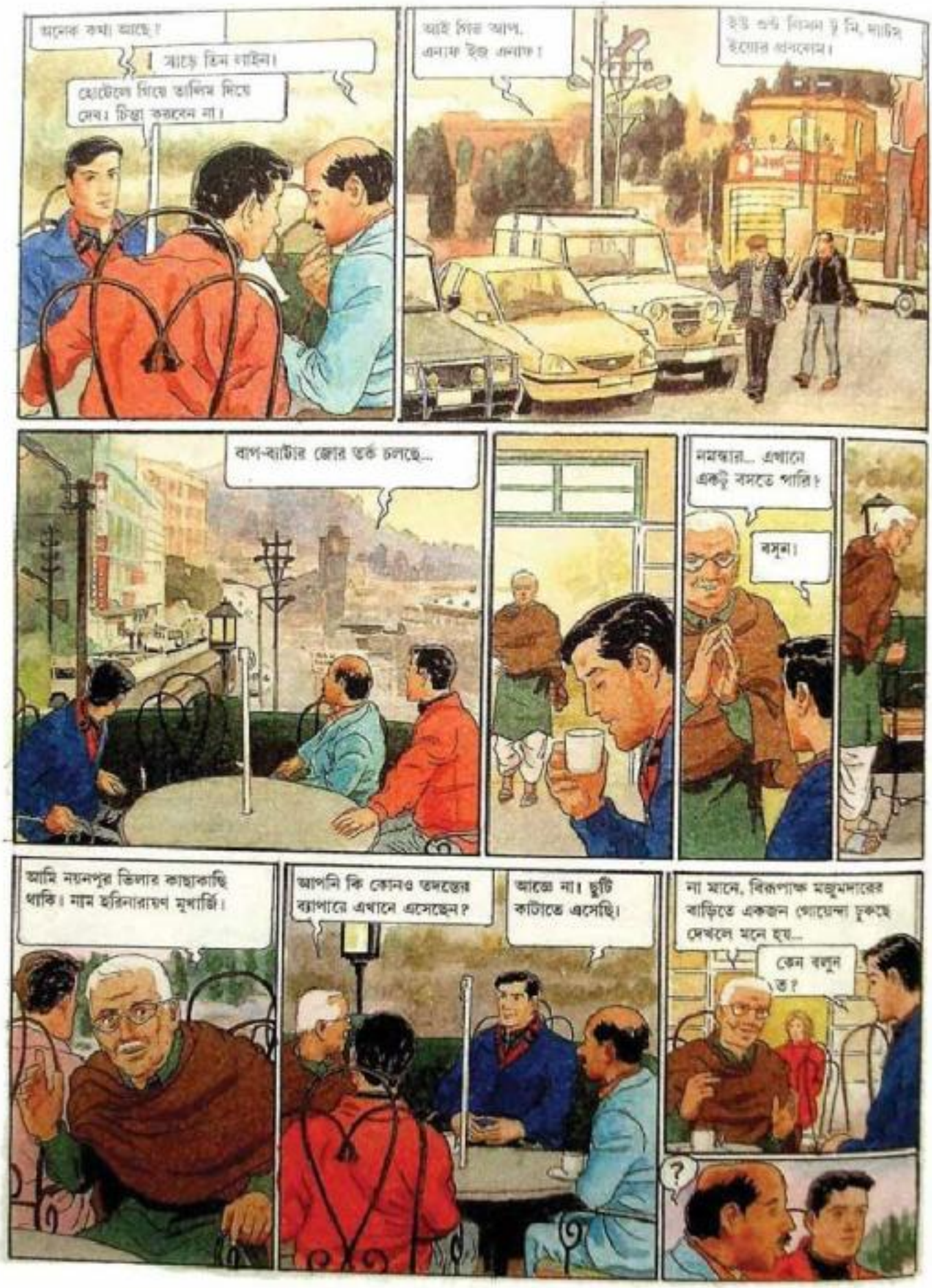
অনেক কথা আছে!
আড়ে দিন নাইন।
হোটেলে গিয়ে তালিম দিয়ে নেব। চিন্তা করবেন না।
আই গিভ আপ, এনাফ ইজ এনাফ!
ইউ শুড নিভার ট্রু মি, মাইন্ড ইয়োর প্রনবেশ।
বাপ-ব্যাটার জোর তর্ক চলছে...
নমস্কার... এখানে একটু বসতে পারি?
বসুন।
আমি নয়নপুর জিলার কাছাকাছি থাকি। নাম হরিনারায়ণ মুখার্জি।
আপনি কি কোনও তদন্তের ব্যাপারে এখানে এসেছেন?
আজ্ঞে না। ছুটি কাটাতে এসেছি।
না মানে, বিরূপাক্ষ মজুমদারের বাড়িতে একজন গোয়েন্দা ঢুকছে দেখলে মনে হয়...
কেন বলুন ত?
?

হ্যাঁ, ওঁর সম্বন্ধে পাঁচ রকম গুজব শোনা যায় ত।
ও, তাই বলুন! গুজবে কান দেওয়াটা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি না।
তা ত বটেই। তা ত বটেই।
তা হলে উঠি? আলাপ করে খুব ভাল লাগল।
ভদ্রলোক এখানকার অনেক দিনের বাসিন্দা।
কী করে বুঝলেন?
একটা শার্টের উপর চাদর। পায়েও চটি, মোজা নেই।
দিব্যি খান... গন্ধ বেরোচ্ছে।
উঃ!
কঁ কঁ কঁ
আটটায়?... গুট দু'টো আছে... তা হলে পুরো ব্যাগটাই নিয়ে যেতে হয়... ও কে।
চলো ভাই তপেশ।
HOTEL KANCHANJANGHA
আপনি বরং এগারোটা নাগাদ আসুন। প্রথম দিনে গুটিং শুরু হচ্ছে বারোটা। লাঞ্চদার মেকআপ আছে...
এগারোটায়...
বেস্ট অফ লাক।
খরাজ হুট।

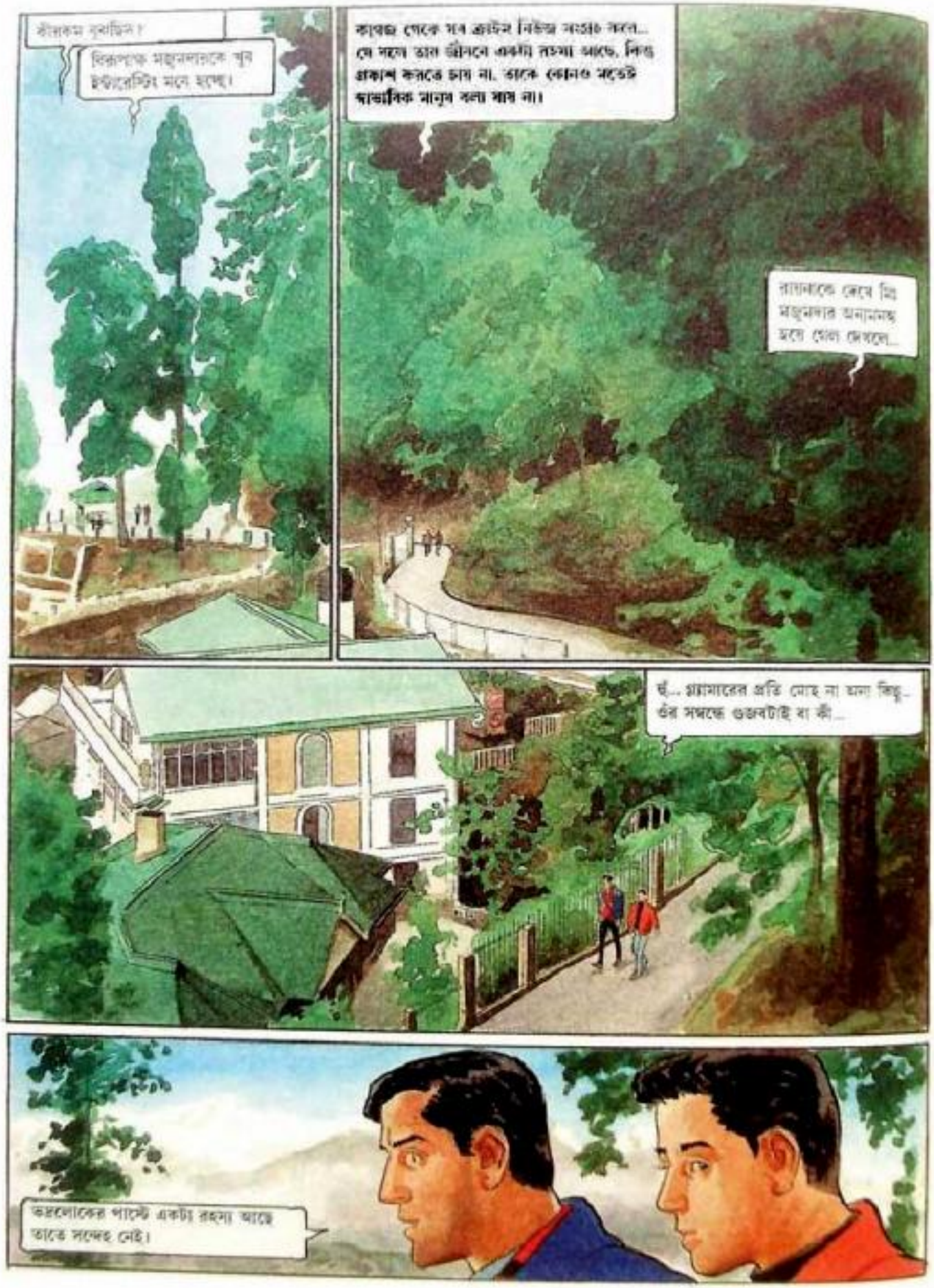
কীরকম বুঝছিস?
বিরূপাক্ষ মজুমদারকে খুব ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে।
কাগজ থেকে সব ক্রাইম নিউজ সংগ্রহ করে... যে সবের তার জীবনে একটা রহস্য আছে, কিন্তু প্রকাশ করতে চায় না, তাকে কোনও মতেই স্বাভাবিক মানুষ বলা যায় না।
রাসমণিকে দেখে মিঃ মজুমদার অন্যমনস্ক হয়ে গেল দেখলে...
হুঁ... গ্রামারের প্রতি মোহ না অন্য কিছু... ওঁর সম্বন্ধে গুজবটাই বা কী...
ভদ্রলোকের পাস্টে একটা রহস্য আছে তাতে সন্দেহ নেই।

ভরে উঠেছে।
কেমন... চলবে?
আলবাত!
লালুদা!
পকেট থেকে চুরুট বার করে মুখে পুরছেন। সেই সঙ্গে মহাদেবও একটা সিগারেট মুখে পুরবে। দেশলাই বার করে মহাদেবের সিগারেটটা ধরিয়ে নিজের চুরুট ধরাবেন। মুখের ধোঁয়া ছেড়ে কথা...রাইট?
ইয়েস...মানে দেশলাইটা জ্বলবে ত?
আজই কেনা...
পিটার!

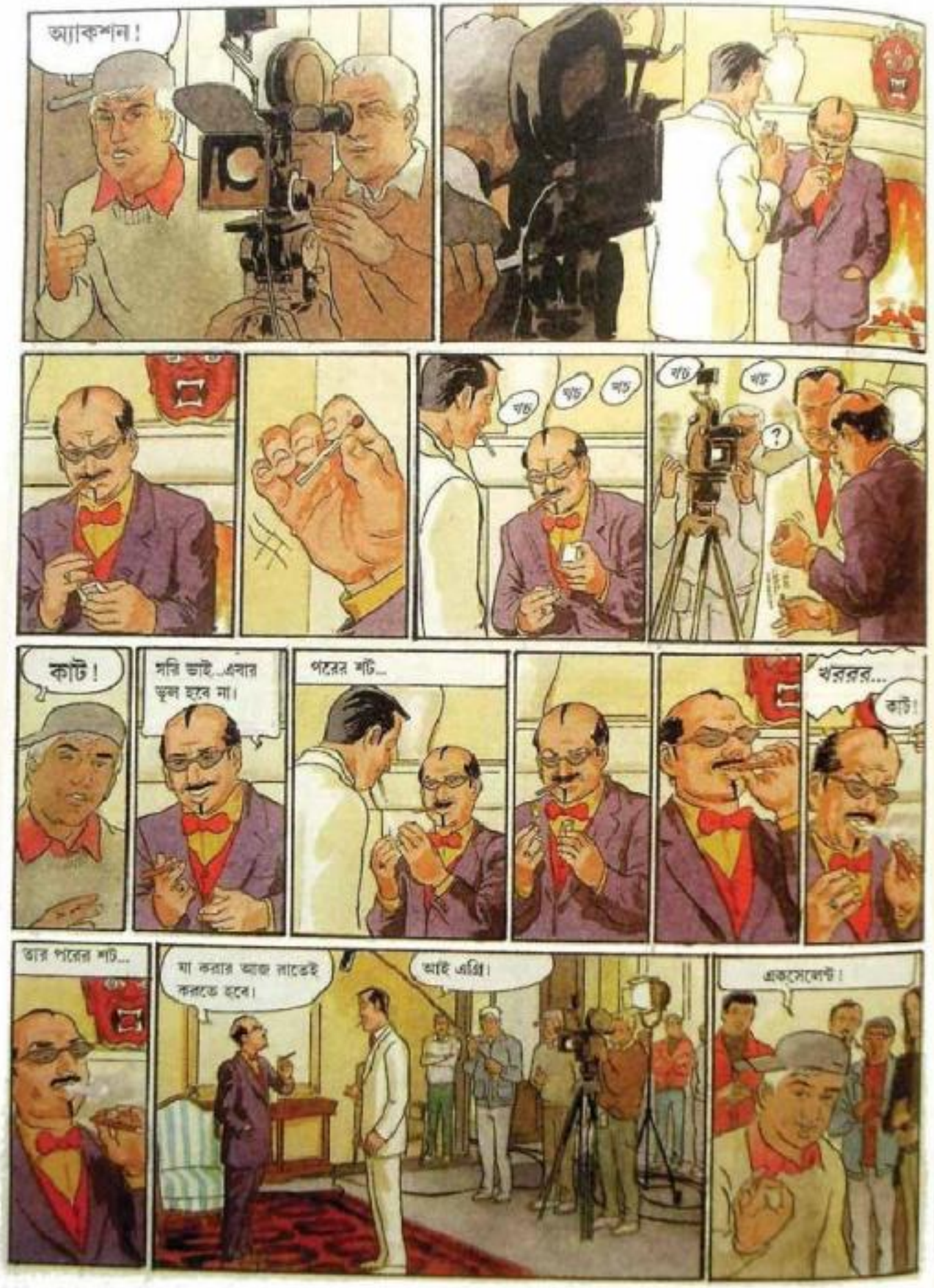
অ্যাকশন!
খচ
খচ
খচ
খচ
খচ
?
কাট!
সরি ভাই...এবার ভুল হবে না।
পরের শট...
খররর...
কাট!
তার পরের শট...
যা করার আজ রাতেই করতে হবে।
আই এগ্রি।
একসেলেন্ট!

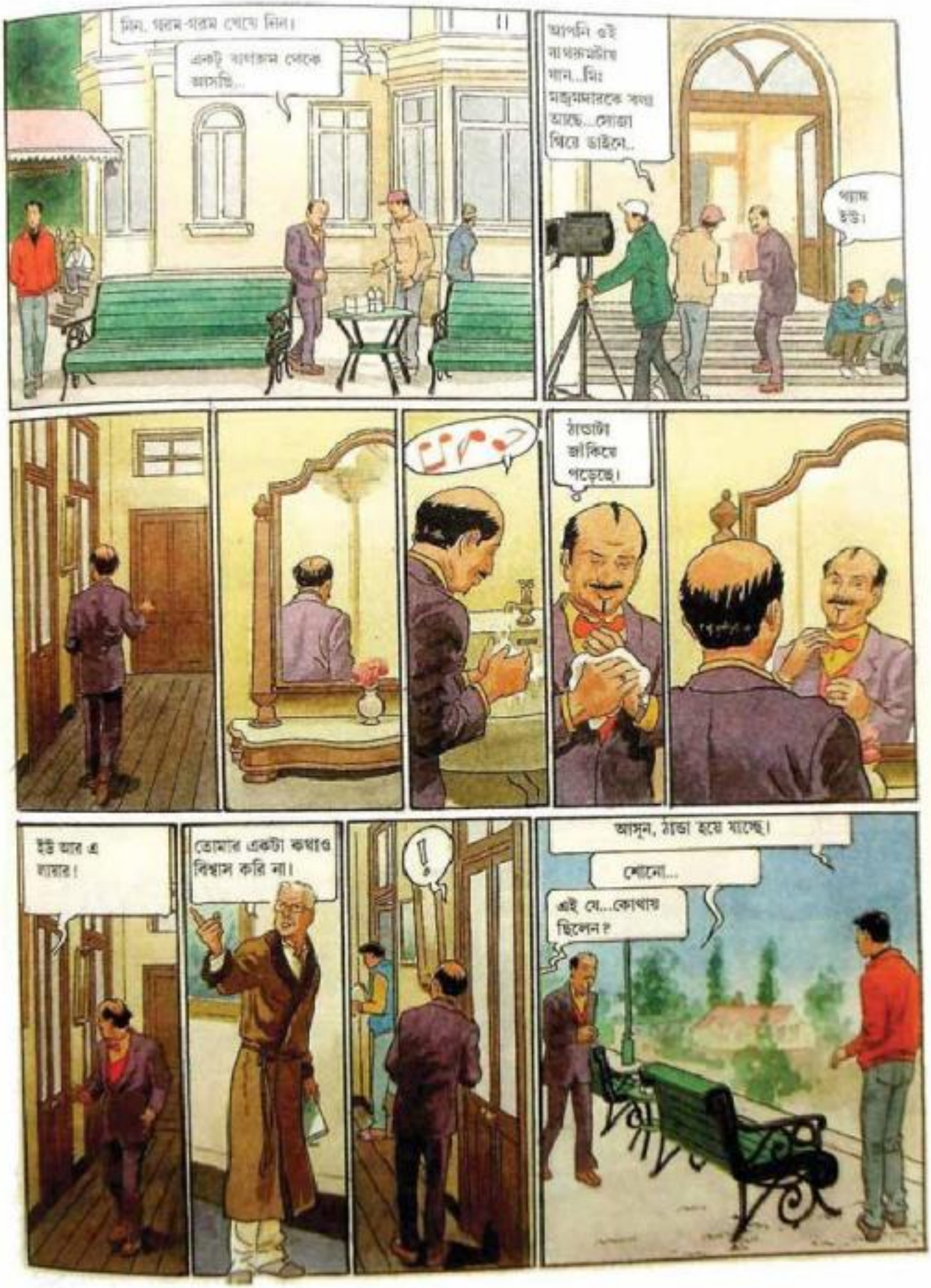
নিন, গরম-গরম খেয়ে নিন।
একটু বাথরুম থেকে আসছি...
আপনি ওই বাথরুমটায় যান...মিঃ মজুমদারকে সাথে আছে...সোজা গিয়ে ডাইনে..
থ্যাঙ্ক ইউ।
হাতটা জ্বালিয়ে পড়েছে।
ইউ আর এ লায়ার!
তোমার একটা কথাও বিশ্বাস করি না।
!
আসুন, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।
শোনো...
এই যে...কোথায় ছিলেন?

রাজনের সঙ্গে শর্টটা আজই নিয়ে নেব...দু'টো লাইন দেখে নিন.
দু'টো লাইন?
ঠিক পারবেন। তাই দেখে যাও ত...
মারে ঘাবড়াচ্ছেন কেন...আপনি ত ভালই করছেন।
পাখে ঐটে নাম শিকার করা। আমি ছাড়া এক হোমার দেখালাম, মাতামদার।
এ জঙ্গলের শের আমি, তুমি নও!
তুমি এ জগ...
কাট।
এ জঙ্গলের শের আমি, তুমি নও।
তুমি শের...
কাট।

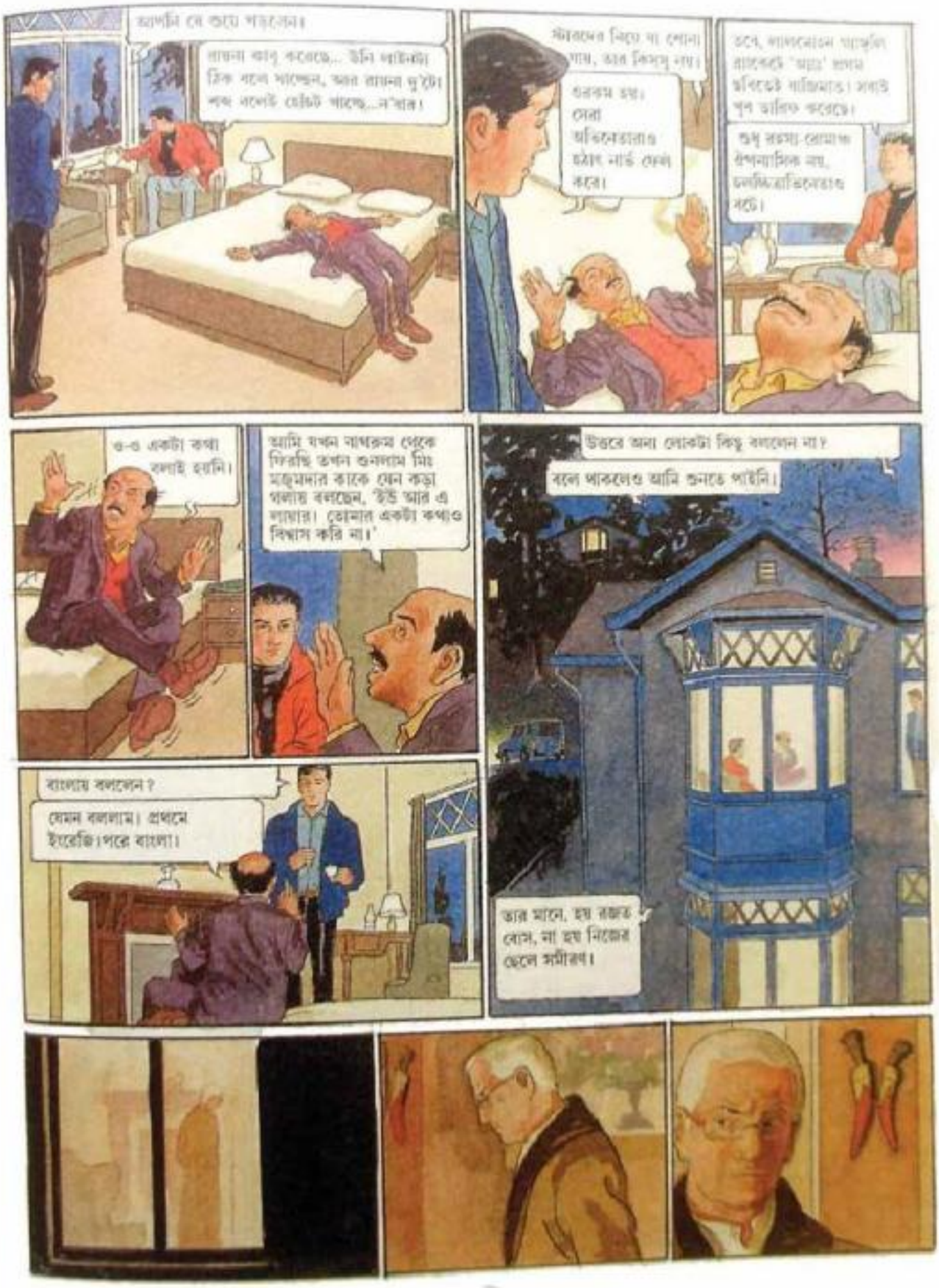
আপনি যে শুয়ে পড়লেন।
রাজনা কাবু করেছে... উনি ভাইনিটা ঠিক বলে পাচ্ছেন, আর রাজনা দু'টো শব্দ বলেই হোঁচট খাচ্ছে...ন'বার।
স্টারদের নিয়ে যা শোনা যায়, তার কিসসু নয়।
ওরকম হয়। সেরা অভিনেতারাও হঠাৎ নার্ভ হেরে করে।
তবে, ভালবেসেন ফার্ক্যুলি রাজেশকে 'অল্প' ছাড়ার ছবিতেই পাঠিয়েছে। সবাই খুব তারিফ করেছে।
শুধু রহস্য-রোমাঞ্চ ঐপন্যাসিক নয়, চলচ্চিত্রাভিনেতাও বটে।
ও-ও একটা কথা বলাই হয়নি।
'আমি যখন বাথরুম থেকে ফিরছি তখন শুনলাম মিঃ মজুমদার কাকে যেন কড়া গলায় বলছেন, 'ইউ আর এ লায়ার। তোমার একটা কথাও বিশ্বাস করি না।'
উত্তরে অন্য লোকটা কিছু বললেন না?
বলে থাকলেও আমি শুনতে পাইনি।
বাংলায় বললেন?
যেমন বললাম। প্রথমে ইংরেজি।পরে বাংলা।
তার মানে, হয় রজত বোস, না হয় নিজের ছেলে সমীরণ।

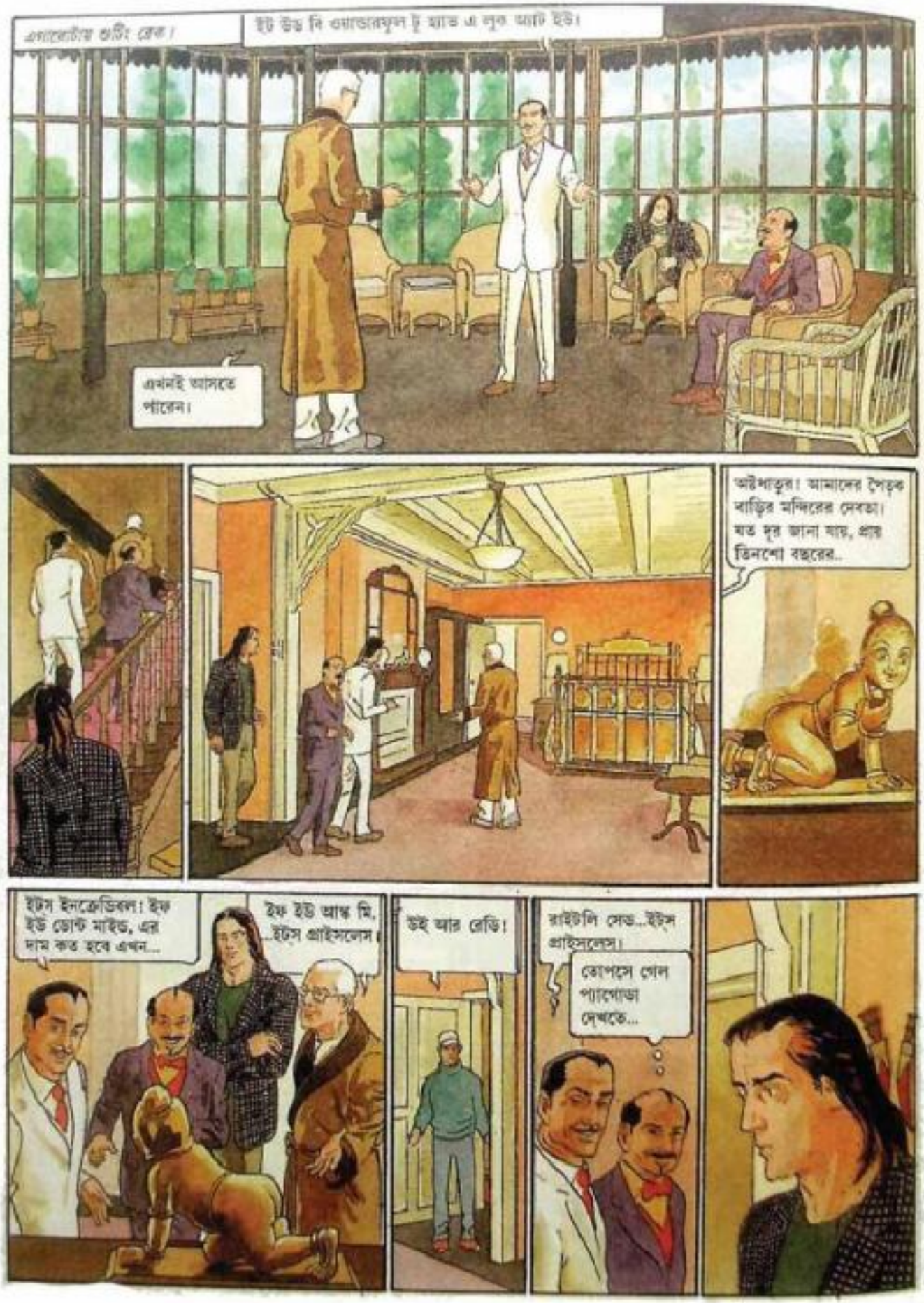
এগারোটায় শুটিং ব্রেক।
ইট উড বি ওয়াডারফুল টু হ্যাভ এ লুক অ্যাট ইউ।
এখনই আসতে পারেন।
অষ্টধাতুর। আমাদের পৈতৃক বাড়ির মন্দিরের দেবতা। যত দূর জানা যায়, প্রায় তিনশো বছরের...
ইটস ইনক্রেডিবল! ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড, এর দাম কত হবে এখন...
ইফ ইউ আস্ক মি, ...ইটস প্রাইসলেস।
উই আর রেডি!
রাইটলি সেড...ইটস প্রাইসলেস।
তোপসে গেল প্যাগোডা দেখতে...

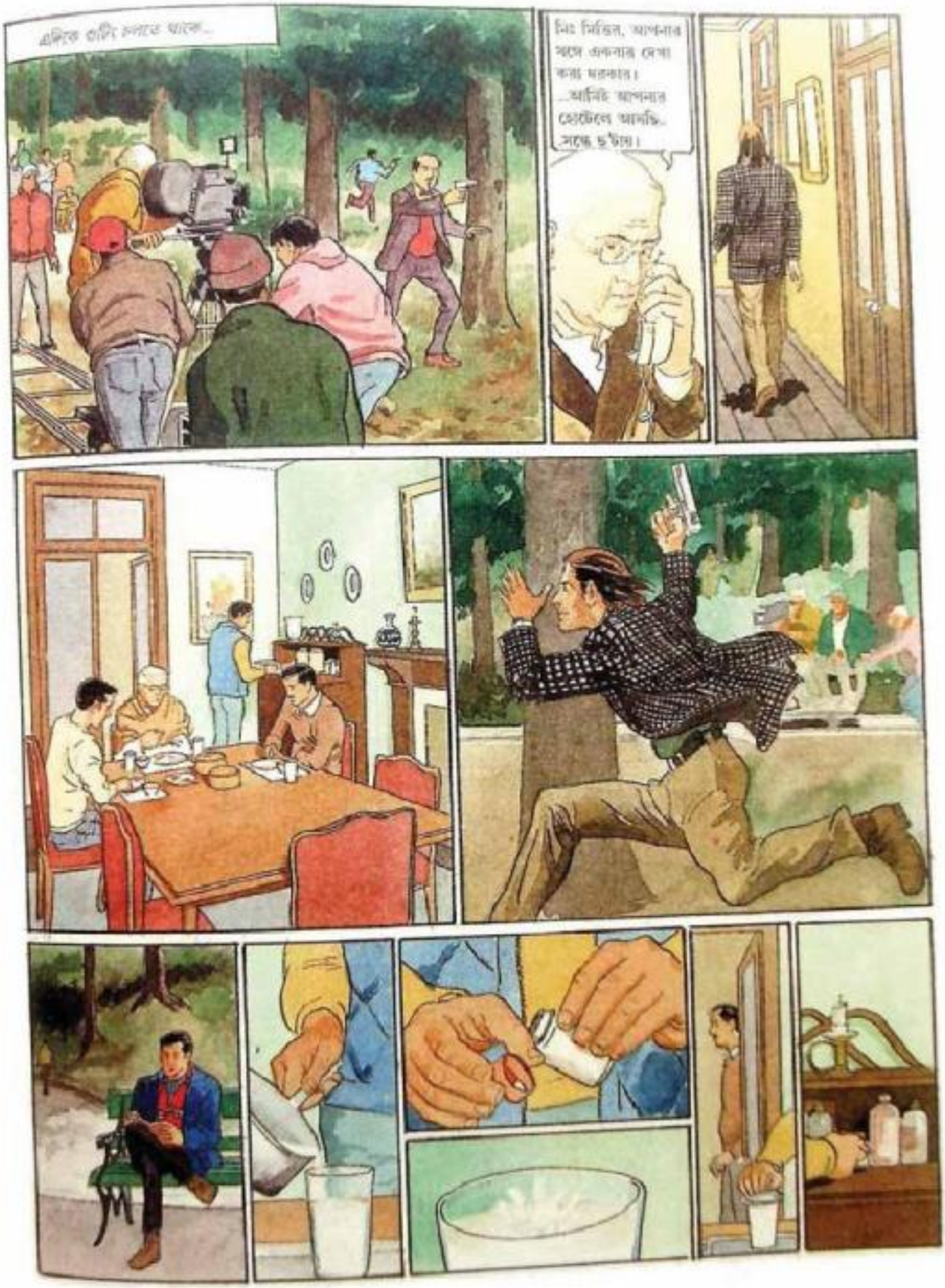
এদিকে শুটিং চলতে থাকে...
মিঃ মিত্তির, আপনার সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার। ...আমিই আপনার হোটেলে আসছি... সন্ধে ৬টায়।

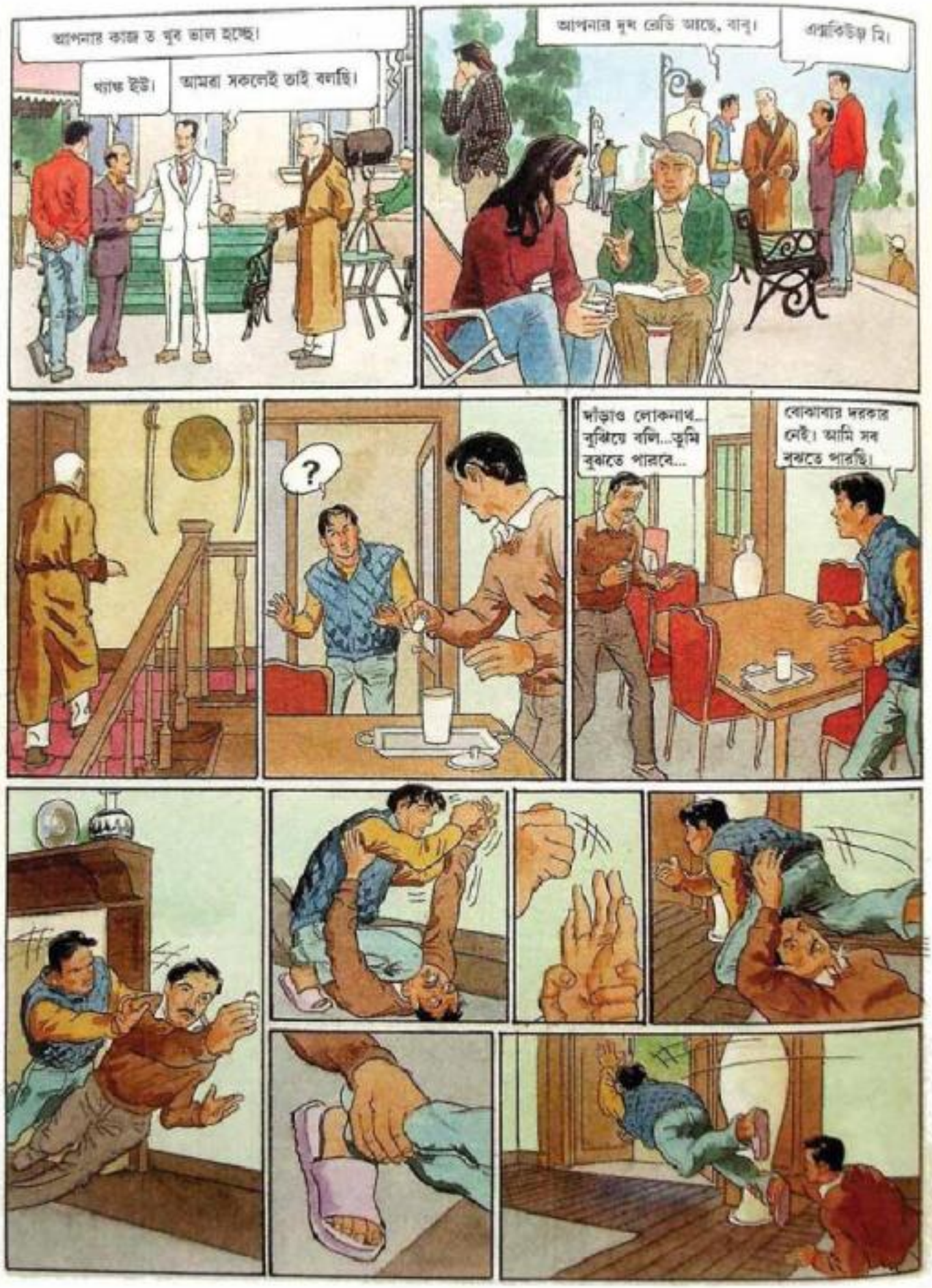
আপনার কাজ ত খুব ভাল হচ্ছে।
থ্যাঙ্ক ইউ।
আমরা সকলেই তাই বলছি।
আপনার দুধ রেডি আছে, বাবু।
এক্সকিউজ মি।
?
দাঁড়াও লোকনাথ... বুঝিয়ে বলি...তুমি বুঝতে পারবে...
বোঝাবার দরকার নেই। আমি সব বুঝতে পারছি।

আমি সবাইকে বলছি... সমীরদাদার কাছে যাচ্ছি।
লোকনাথ!
এখান দিয়েই উঠতে হবে... নিয়ে আসি।
লোকনাথ।
আবার ঘুলে রেখেছে...

অ্যাকশন!
কোথায় গেল?...গুটি! দেখতে চলে গেল নাকি...
লোকনাথ, তোমার বাবু খুনি...উনি মুখোশ পরে আছেন!

আমার বাবাকে খুন করেছেন...উনি খুনি...তোমার সঙ্গে শত্রুতা নেই...
আপনার কোনও কথা বিশ্বাস করি না।
ওষুধগুলো দাও।
আমি মরে গেলেও এগুলো দেব না...
মর!
একবার গিয়ে দেখা যাক।

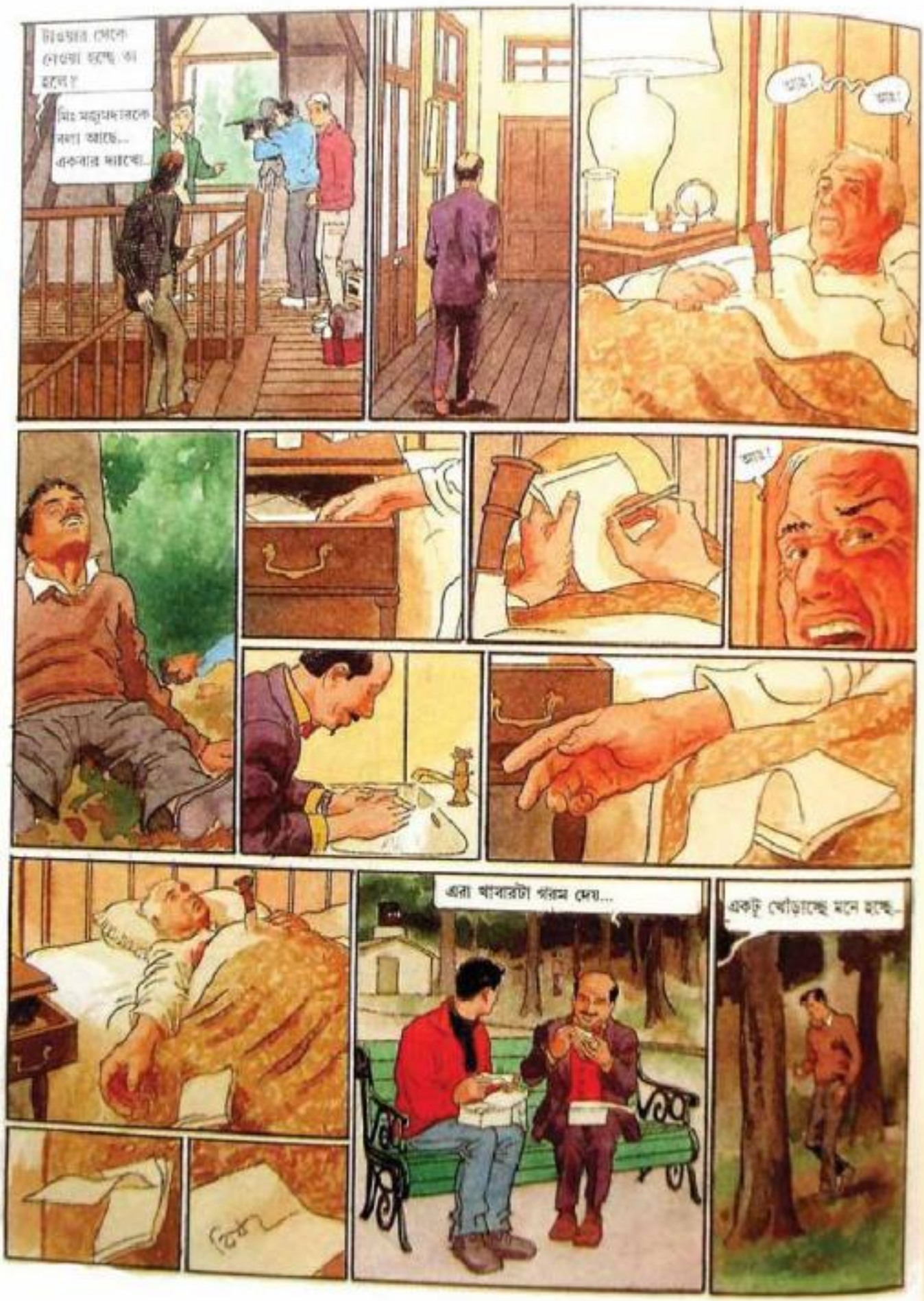
টাওয়ার থেকে নেওয়া হচ্ছে না হলে?
মিঃ মজুমদারকে বলা আছে... একবার দাখো...
আঃ!
আঃ!
আঃ!
এরা খাবারটা গরম দেয়...
একটু খোঁড়াচ্ছে মনে হচ্ছে...

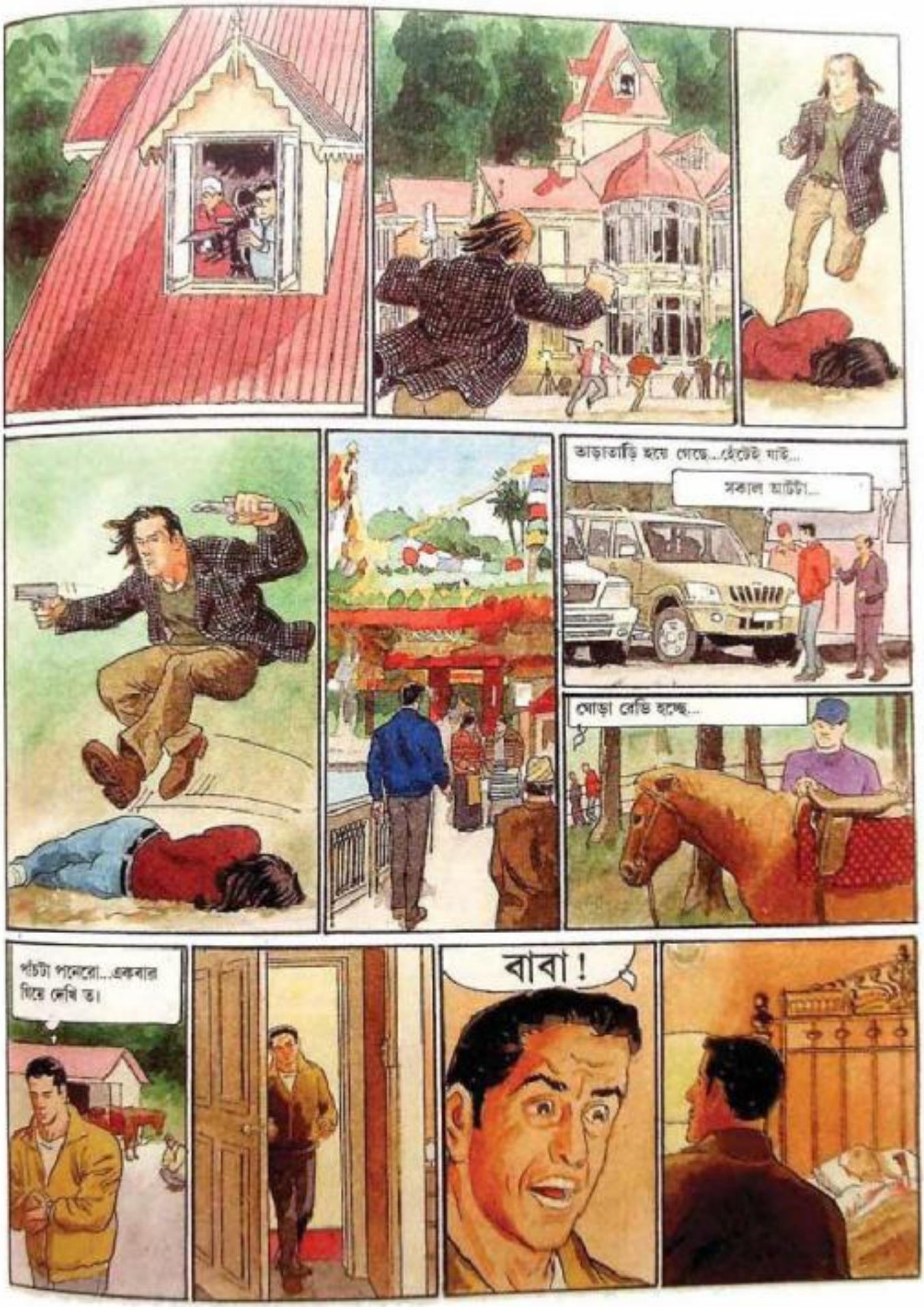
তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে...এইটেই যাই...
সকাল আটটা...
ঘোড়া রেডি হচ্ছে...
পাঁচটা পনেরো...একবার গিয়ে দেখি ত।
বাবা!

কী ব্যাপার, এদিকে?
সমীরণবাবু ফোন করেছিলেন... মজুমদারমশাই খুন হয়েছেন!
!
!
আপনারা কি যাবেন?
যাব মানে?
আপনার নাম অনেক শুনেছি। আমি যতীশ সাহা।
কী বুঝছেন? কী দিয়ে মেরেছে?
জোজালি! ওটা মিঃ মজুমদারের ঘরেই থাকত।
আপনাদের ডাক্তার এসেছে?
এই এল বলে! আসুন না ভিতরে!
একটা কথা বলে দিই। আপনি আপনার নিজের তরফ থেকে যা করতে চান করতে পারেন। কেবল আমাদের যা কিছু ফাইন্ডিংস পরস্পরকে জানালে বোধ হয় সুবিধে হবে।
আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনাদের সাহায্য ছাড়া আমি এগোতেই পারব না।

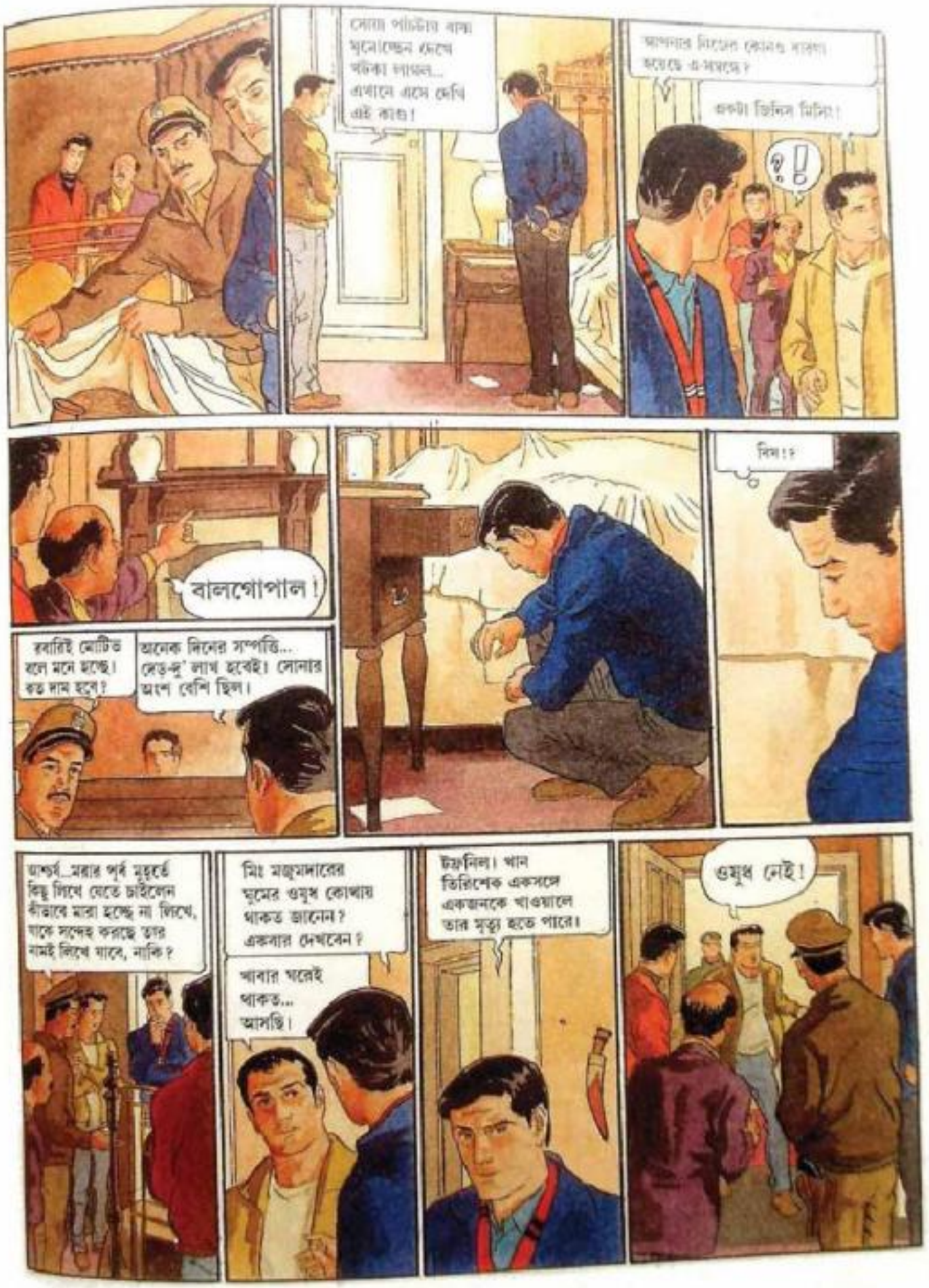
সোনার পাটটায় বাক্স মুনোচ্ছেন দেখে খটকা লাগল... এখানে এসে দেখি এই কাণ্ড!
আপনার নিজের কোনও ধারণা হয়েছে এ-সম্বন্ধে?
একটা জিনিস মিলিয়!
?!
বালগোপাল!
রবারিই মোটিভ বলে মনে হচ্ছে। কত দাম হবে?
অনেক দিনের সম্পত্তি... দেড়-দু' লাখ হবেই। সোনার অংশ বেশি ছিল।
বিষ!?
আশ্চর্য...মরার পূর্ব মুহূর্তে কিছু লিখে যেতে চাইলেন কীরাকে মারা হচ্ছে না লিখে, যাকে সন্দেহ করছে তার নামই লিখে যাবে, নাকি?
মিঃ মজুমদারের ঘুমের ওষুধ কোথায় থাকত জানেন? একবার দেখবেন?
আবার ঘরেই থাকত... আসছি।
টফনিল। খান তিরিশেক একসঙ্গে একজনকে খাওয়ালে তার মৃত্যু হতে পারে।
ওষুধ নেই!

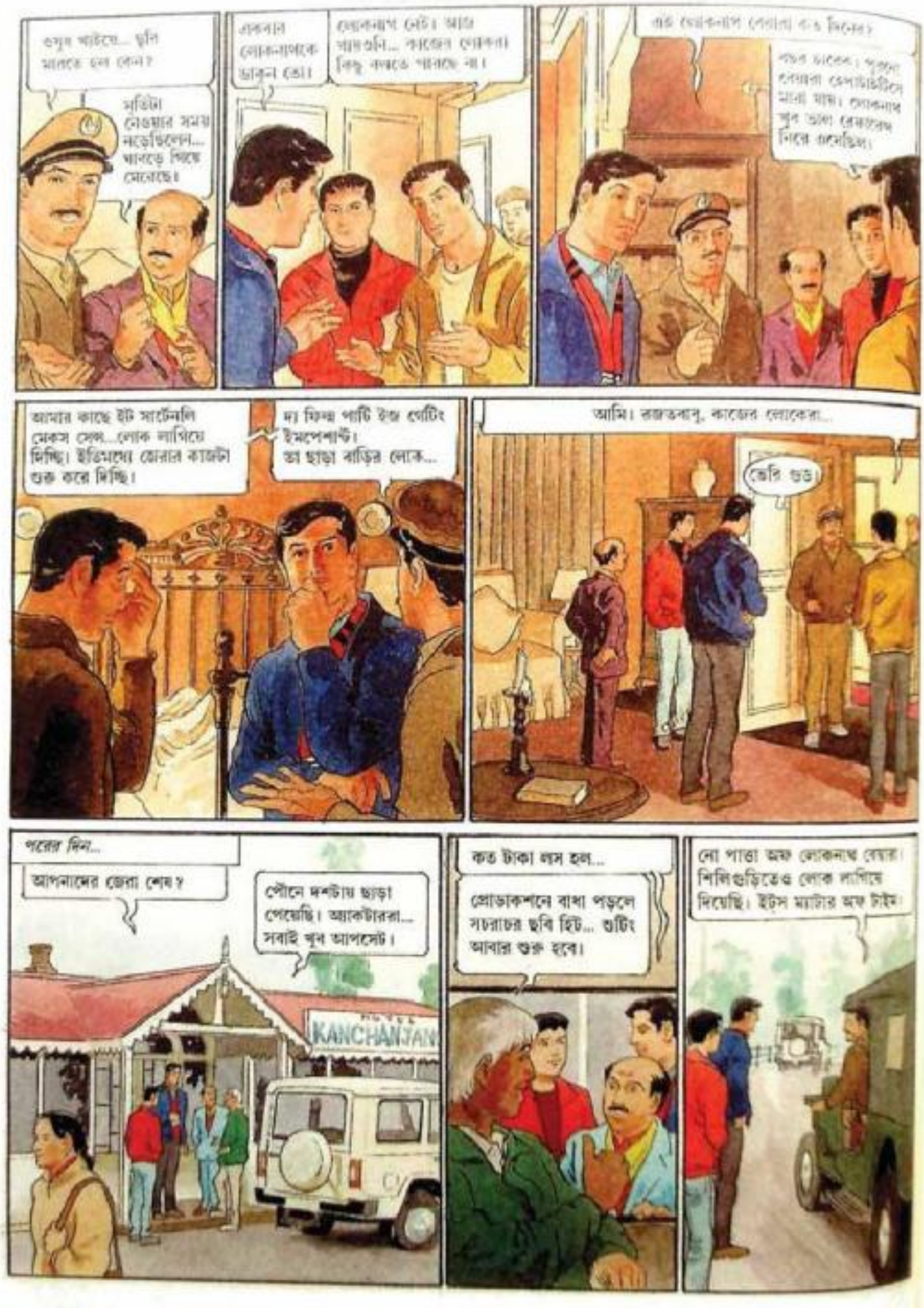
ওষুধ খাইয়ে... ছুটি মারতে চলে গেল?
মতিটা নেওয়ার সময় নড়েছিলেন... খাবড়ে গিয়ে মেরেছে।
একবার লোকনাথকে ডাকুন তো।
লোকনাথ নেই। আর আসেওনি... কাজের লোকরা কিছু বলতে পারছে না।
এই লোকনাথ লোকটা কত দিনের?
পঞ্চাশ ষাটের। পুরনো লোকরা কেলাটাইটিস মারা যায়। লোকনাথ খুব ভাল রেফারেন্স নিয়ে এসেছিল।
আমার কাছে ইট সার্টেনলি মেকস সেন্স...লোক লাগিয়ে দিচ্ছি। ইতিমধ্যে জেরার কাজটা শুরু করে দিচ্ছি।
দ্য ফিল্ম পার্টি ইজ গেটিং ইমপেশান্ট। তা ছাড়া বাড়ির লোক...
আমি। রজতবাবু, কাজের লোকেরা...
জেরি শুরু।
পরের দিন...
আপনাদের জেরা শেষ?
পৌনে দশটায় ছাড়া পেয়েছি। অ্যাকটাররা... সবাই খুব আপসেট।
HOTEL KANCHANJANGA
কত টাকা লস হল...
প্রোডাকশনে বাধা পড়লে সচরাচর ছবি হিট... শুটিং আবার শুরু হবে।
নো পাত্তা অফ লোকনাথ বেয়ারা। শিলিগুড়িতেও লোক লাগিয়ে দিয়েছি। ইটস মাটার অফ টাইম।

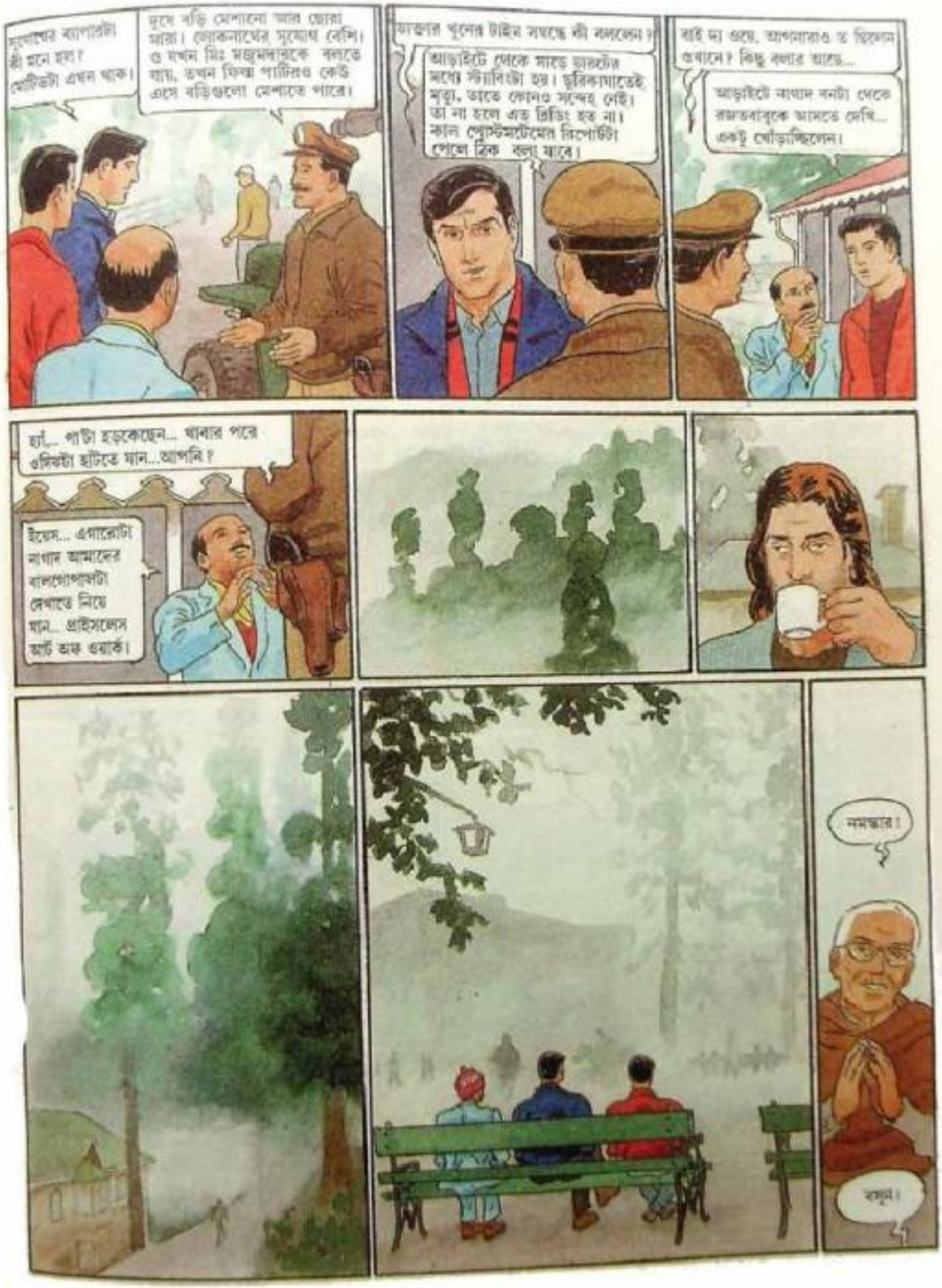
সন্তোষের ব্যাপারটা কী মনে হয়? মোটিভটা এখন থাক।
দুধে বড়ি মেশানো আর ছোরা মারা। লোকনাথের সুযোগ বেশি। ও যখন মিঃ মজুমদারকে বলতে যায়, তখন ফিল্ম পার্টিরও কেউ এসে বড়িগুলো মেশাতে পারে।
ডাক্তার খুনের টাইম সম্বন্ধে কী বললেন?
আড়াইটে থেকে সাড়ে চারটের মধ্যে স্ট্যাবিংটা হয়। ছুরিকাঘাতেই মৃত্যু, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তা না হলে এত ব্লিডিং হত না। কাল পোস্টমর্টেমের রিপোর্টটা পেলে ঠিক বলা যাবে।
বাই দা ওয়ে, আপনারাও ত ছিলেন ওখানে? কিছু বলার আছে...
আড়াইটে নাগাদ বনটা থেকে রঞ্জনবাবুকে আসতে দেখি... একটু খোঁড়াচ্ছিলেন।
হ্যাঁ... পাটা হড়কেছেন... খাবার পরে ওদিকটা হাঁটতে যান...আপনি?
ইয়েস... এগারোটা নাগাদ আমাদের বালগোপালটা দেখাতে নিয়ে যান... প্রাইসলেস আর্ট অফ ওয়ার্ক।
নমস্কার।
বসুন।

একটা ট্র্যাজেডি যে হবে, সেটা আগেই বোঝা গিয়েছিল।
কোন রকম ত।
বিরূপাক্ষ মজুমদারকে চিনি। ঘনিষ্ঠ আলাপ ছিল না। কিন্তু তাঁর বিষয়ে আমি জানি অনেক দিন থেকেই।
বছর দশেক মধ্যপ্রদেশে ছিলাম নীলকণ্ঠপুরে। পেশা ছিল জিওলজি। মজুমদারমশাই রাজা পৃথ্বী সিংহের আমন্ত্রণে জঙ্গলে শিকার করতে আসেন।
তাঁর বয়স তখন ত্রিশ-বত্রিশ। পরস্পরের আলাপ ছিল আগে থেকেই।
দুই শিকারির মিল ছিল। উদ্দেশ্য ছিল পায়ে হেঁটে শিকার করা। শিকার থেকেই ঘটে চরম দুর্ঘটনা। বাঘের বদলে মানুষের উপর গুলি চালান বিরূপাক্ষ মজুমদার!
!?
সে কী!
মানে কোনও স্থানীয় অধিবাসী?
না। তিনি ছিলেন বাঙালি। নাম সুধীর ব্রহ্ম। পেশা ছিল নীলকণ্ঠপুর রাজ কলেজের ইতিহাসের প্রোফেসারি। কিন্তু প্রচণ্ড শখ ছিল কবিরাজির।
ব্রহ্ম ঘুরছিল গাছগাছড়ার সন্ধানে। তাঁর গায়ে ছিল গেরুয়া চাদর। আশপাশেই একটা বাঘও ছিল। পাতা নড়ছে, গেরুয়া রং... বিরূপাক্ষ গুলি চালান। গুলি লাগে ব্রহ্মের পেটে। তৎক্ষণাৎ মৃত্যু।

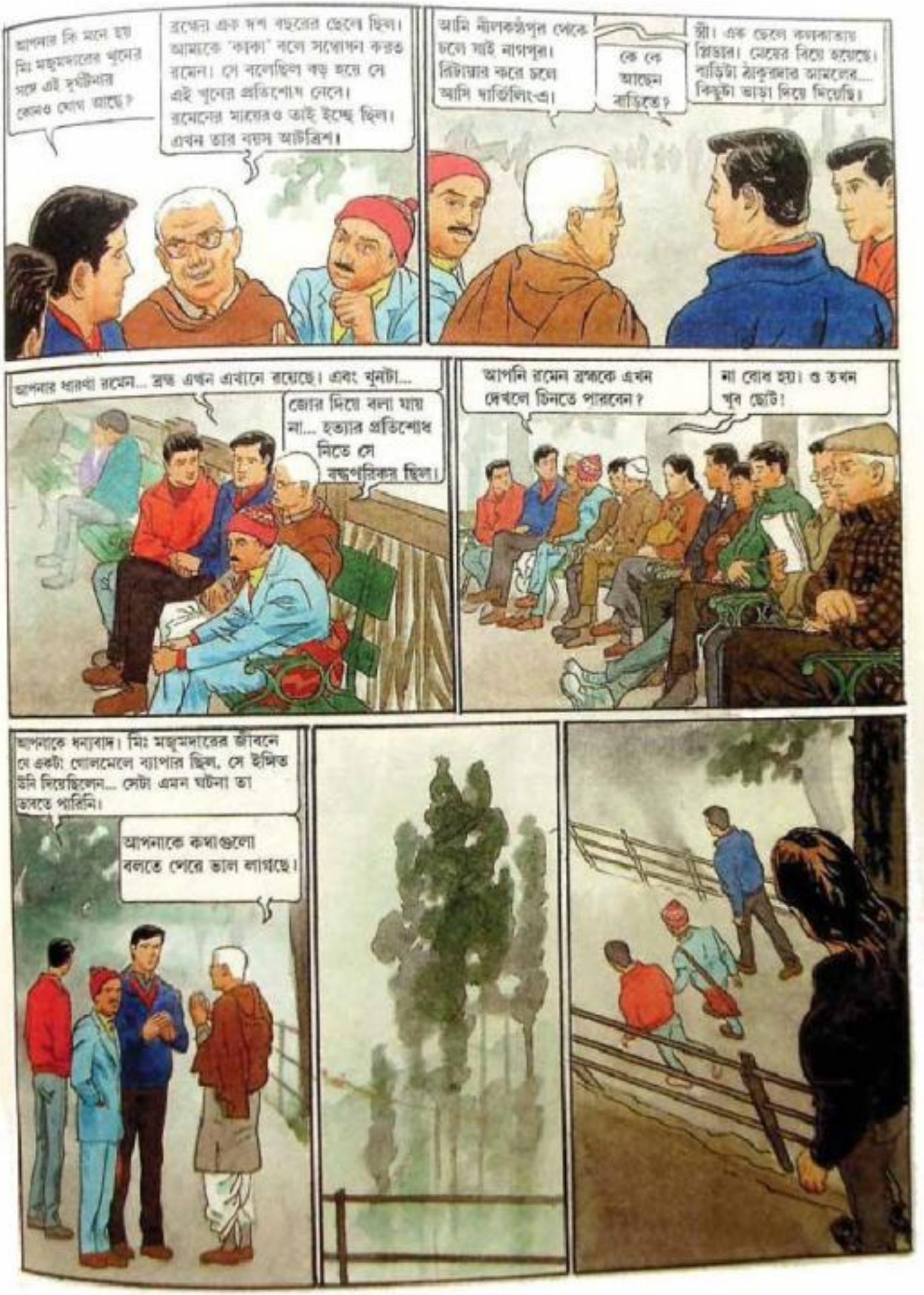
আপনার কি মনে হয় মিঃ মজুমদারের খুনের সঙ্গে এই দুর্ঘটনার কোনও যোগ আছে?
ব্রজেন এক দশ বছরের ছেলে ছিল। আমাকে 'কাকা' বলে সম্বোধন করত রমেন। সে বলেছিল বড় হয়ে সে এই খুনের প্রতিশোধ নেবে। রমেনের মায়েরও তাই ইচ্ছে ছিল। এখন তার বয়স আটত্রিশ।
আমি নীলকণ্ঠপুর থেকে চলে যাই নাগপুর। রিটায়ার করে চলে আসি দার্জিলিং-এ।
কে কে আছেন বাড়িতে?
স্ত্রী। এক ছেলে কলকাতায় প্রিভার। মেয়ের বিয়ে হয়েছে। বাড়িটা ঝাকুরদার আমলের.... কিছুটা ভাড়া দিয়ে দিয়েছি।
আপনার ধারণা রমেন... ব্রজ এখন এখানে রয়েছে। এবং খুনটা...
জোর দিয়ে বলা যায় না.... হত্যার প্রতিশোধ নিতে সে বদ্ধপরিকর ছিল।
আপনি রমেন ব্রজকে এখন দেখলে চিনতে পারবেন?
না বোধ হয়। ও তখন খুব ছোট!
আপনাকে ধন্যবাদ। মিঃ মজুমদারের জীবনে যে একটা গোলমেলে ব্যাপার ছিল, সে ইঙ্গিত উনি দিয়েছিলেন... সেটা এমন ঘটনা তা ভাবতে পারিনি।
আপনাকে কদাগুলো বলতে পেরে ভাল লাগছে।

ঘোড়া চাইয়ে...
তাড় মাত করো।
মিলিয়ে গেল।
টক
টক
টক
টক
টক
!
!?
ফেলুদা!

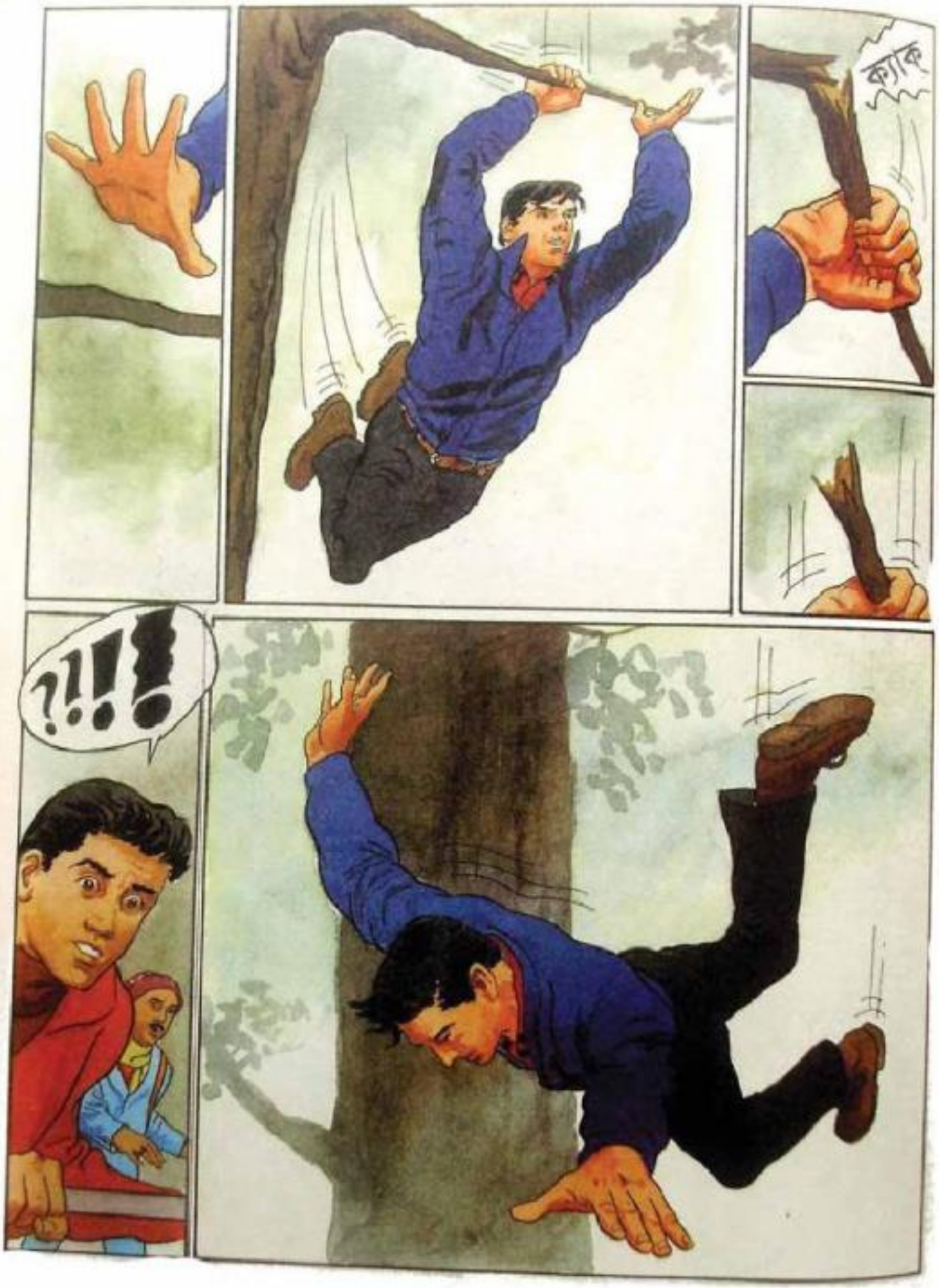
ক্যাক্
?!!!

ও প!

খুব বাঁচান বাঁচিও।
নয়নপুর ভিলা যেতে হবে... নতুন করে দেখব।
আগে ফার্স্ট এড...
এটা দিয়েও ত মানুষ খুন করা যায়।
এগুলো আপনি একাই সাটাতেন?
হ্যাঁ। লোকনাথ সাহায্য করত... ও স্কুল ফাইনাল পাশ।
বেয়ারার কাজ করত?
মিঃ মজুমদার ওকে ভাল মাইনে দিতেন।

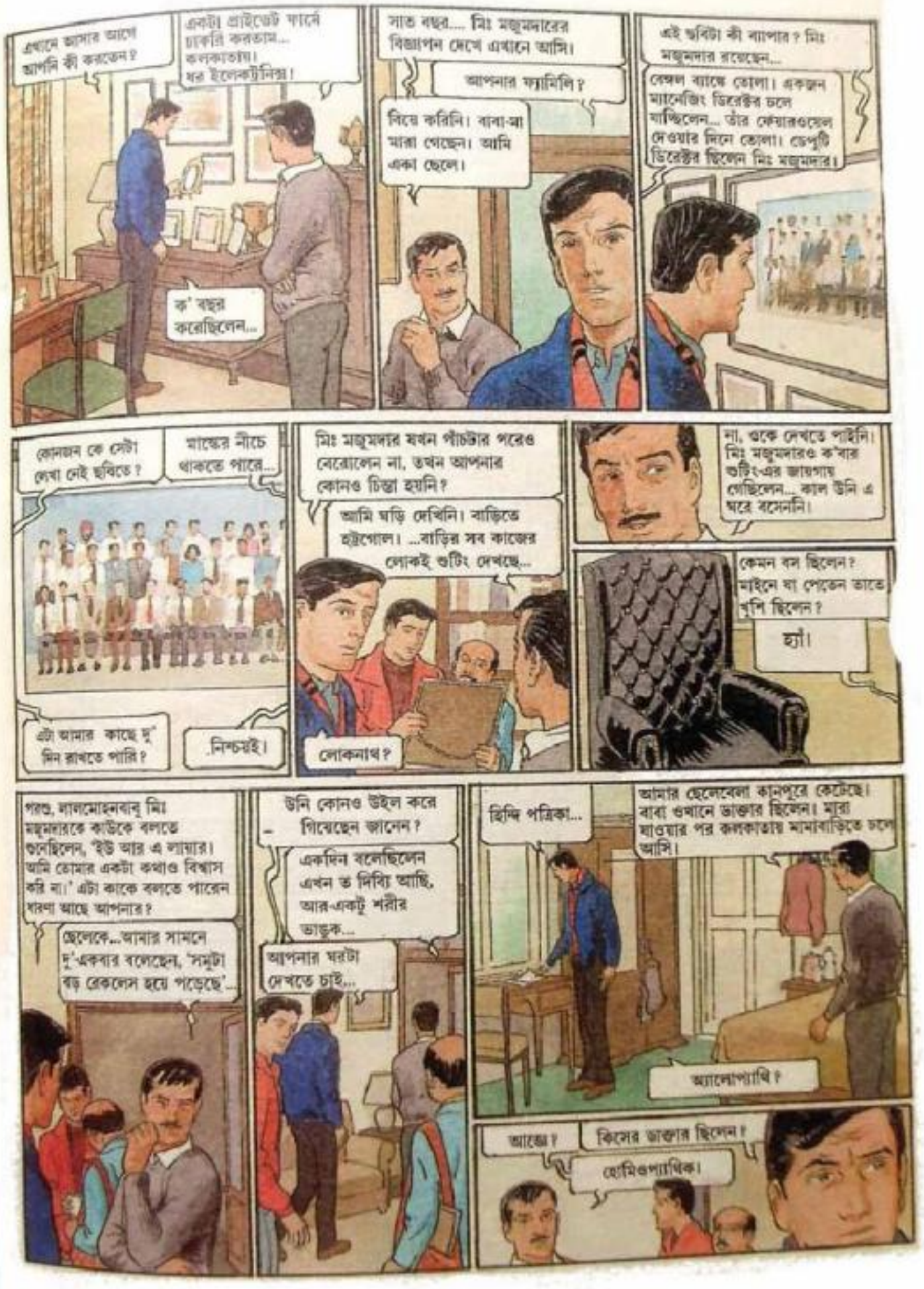
এখানে আসার আগে আপনি কী করতেন?
একটা প্রাইভেট ফার্মে চাকরি করতাম... কলকাতায়। ধর ইলেকট্রনিক্স!
ক' বছর করেছিলেন...
সাত বছর.... মিঃ মজুমদারের বিজ্ঞাপন দেখে এখানে আসি।
আপনার ফ্যামিলি?
বিয়ে করিনি। বাবা-মা মারা গেছেন। আমি একা ছেলে।
এই ছবিটা কী ব্যাপার? মিঃ মজুমদার রয়েছেন...
বেঙ্গল ব্যাঙ্কে তোলা। একজন ম্যানেজিং ডিরেক্টর চলে যাচ্ছিলেন... তাঁর ফেয়ারওয়েল দেওয়ার দিনে তোলা। ডেপুটি ডিরেক্টর ছিলেন মিঃ মজুমদার।
কোনজন কে সেটা লেখা নেই ছবিতে?
মাঝের নীচে থাকতে পারে...
এটা আমার কাছে দু' দিন রাখতে পারি?
নিশ্চয়ই।
মিঃ মজুমদার যখন পাঁচটার পরেও বেরোলেন না, তখন আপনার কোনও চিন্তা হয়নি?
আমি ঘড়ি দেখিনি। বাড়িতে হট্টগোল। ...বাড়ির সব কাজের লোকই শুটিং দেখছে...
লোকনাথ?
না, ওকে দেখতে পাইনি। মিঃ মজুমদারও ক'বার শুটিং-এর জায়গায় গেছিলেন... কাল উনি এ ঘরে বসেননি।
কেমন বল ছিলেন? মাইনে যা পেতেন তাতে খুশি ছিলেন?
হ্যাঁ।
গরু, লালমোহনবাবু মিঃ মজুমদারকে কাউকে বলতে শুনেছিলেন, 'ইউ আর এ লায়ার। আমি তোমার একটা কথাও বিশ্বাস করি না।' এটা কাকে বলতে পারেন ধারণা আছে আপনার?
ছেলেকে...আমার সামনে দু'একবার বলেছেন, 'সমুটা বড় রেকলেস হয়ে পড়েছে'...
উনি কোনও উইল করে গিয়েছেন জানেন?
একদিন বলেছিলেন এখন ত দিব্যি আছি, আর-একটু শরীর ভাঙুক...
আপনার ঘরটা দেখতে চাই...
হিন্দি পত্রিকা...
আমার ছেলেবেলা কানপুরে কেটেছে। বাবা ওখানে ডাক্তার ছিলেন। মারা যাওয়ার পর কলকাতায় মামাবাড়িতে চলে আসি।
অ্যালোপ্যাথি?
আজ্ঞে?
কিসের ডাক্তার ছিলেন?
হোমিওপ্যাথিক।

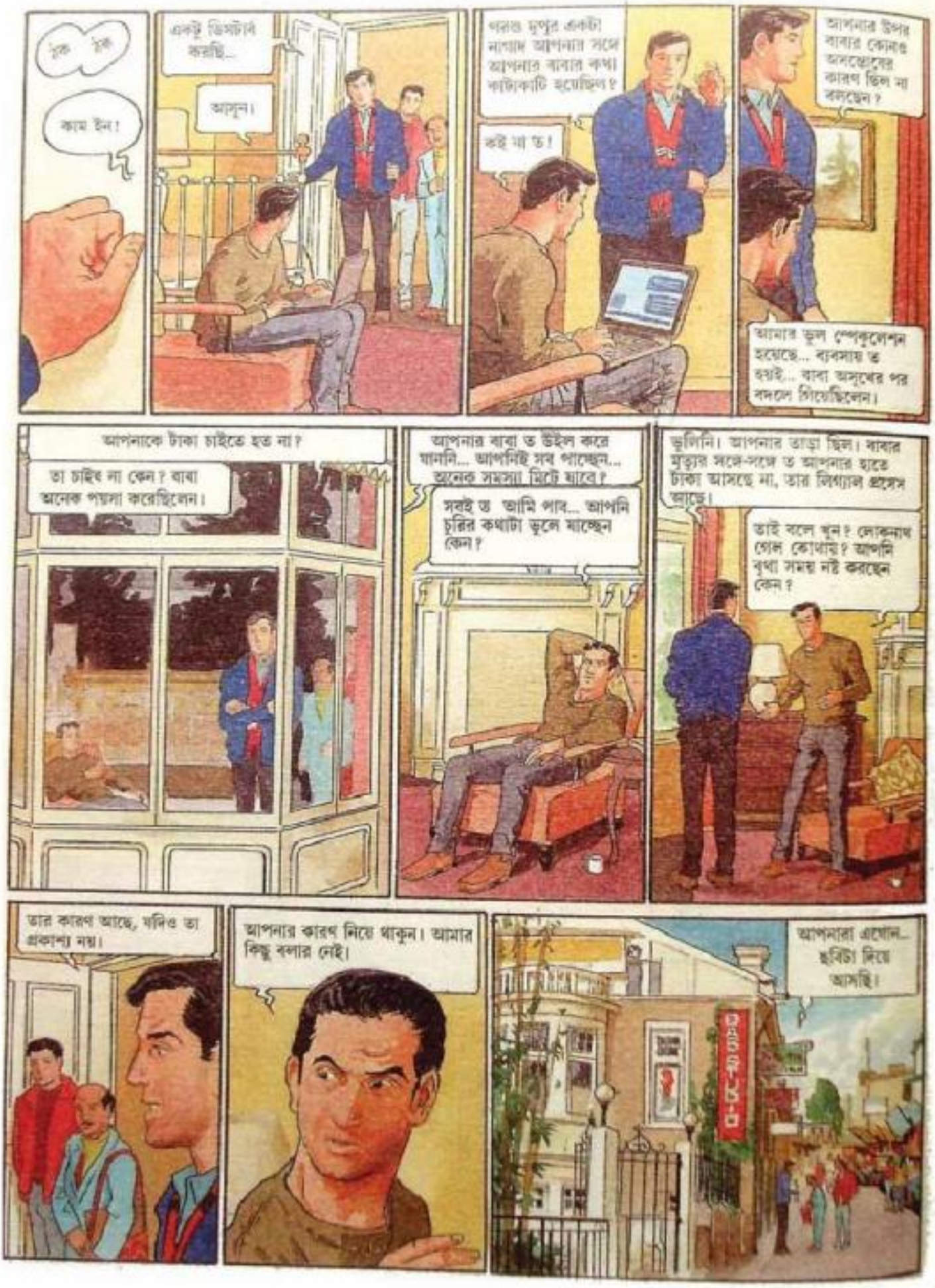
টুক টুক
কাম ইন!
একটু ডিস্টার্ব করছি...
আসুন।
গরত দুপুর একটা নাগাদ আপনার সঙ্গে আপনার বাবার কথা কাটাকাটি হয়েছিল?
কই না ত!
আপনার উপর বাবার কোনও অসন্তোষের কারণ ছিল না বলছেন?
আমার ভুল স্পেকুলেশন হয়েছে... ব্যবসায় ত হয়ই... বাবা অসুখের পর বদলে গিয়েছিলেন।
আপনাকে টাকা চাইতে হত না?
তা চাইব না কেন? বাবা অনেক পয়সা করেছিলেন।
আপনার বাবা ত উইল করে যাননি... আপনিই সব পাচ্ছেন... অনেক সমস্যা মিটে যাবে?
সবই ত আমি পাব... আপনি চুরির কথাটা ভুলে যাচ্ছেন কেন?
ভুলিনি। আপনার তাড়া ছিল। বাবার মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে ত আপনার হাতে টাকা আসছে না, তার লিগ্যাল প্রসেস আছে।
তাই বলে খুন? লোকনাথ গেল কোথায়? আপনি বৃথা সময় নষ্ট করছেন কেন?
তার কারণ আছে, যদিও তা প্রকাশ্য নয়।
আপনার কারণ নিয়ে থাকুন। আমার কিছু বলার নেই।
আপনারা এগোন... ছবিটা দিয়ে আসছি।

VILLA
এ রকম জায়গায় আসেনি...
বাগমোহনবাবু, দেখুন কাণ্ডখানা...
?
লোকনাথ!
ওগুলো বাড়ি মনে হচ্ছে...
মজুমদারের ঘুমের বাড়ি!
গিয়ে দেখি।
চলো, রিপোর্ট করি...

এই ডিসক্লোজারের জন্য পুরো ক্রেডিট আপনাদের প্রাপ্য। আমরা খুঁজছিলাম...
আপনার খোঁজার ব্যাপারটা এখনও শেষ হয়ে যাচ্ছে না।
রাতেই ইনফরমেশন পেয়ে যাব।
পরে...
মিঃ মিটার... হি ইজ হিয়ার... হোল্ড অন।
এ যে মোড় ঘুরে গেল...
ঘুরেছে ঠিকই। অন্ধকারের দিকে নয়। আলোর দিকে।
মিঃ মিটার, ফোন।
বলুন... হ্যাঁ... আই সি... ভেরি গুড... তা হলে সকাল দশটার সময় সকলকে বলুন মিঃ মজুমদারের বৈঠকখানায় জমায়েত হতে।

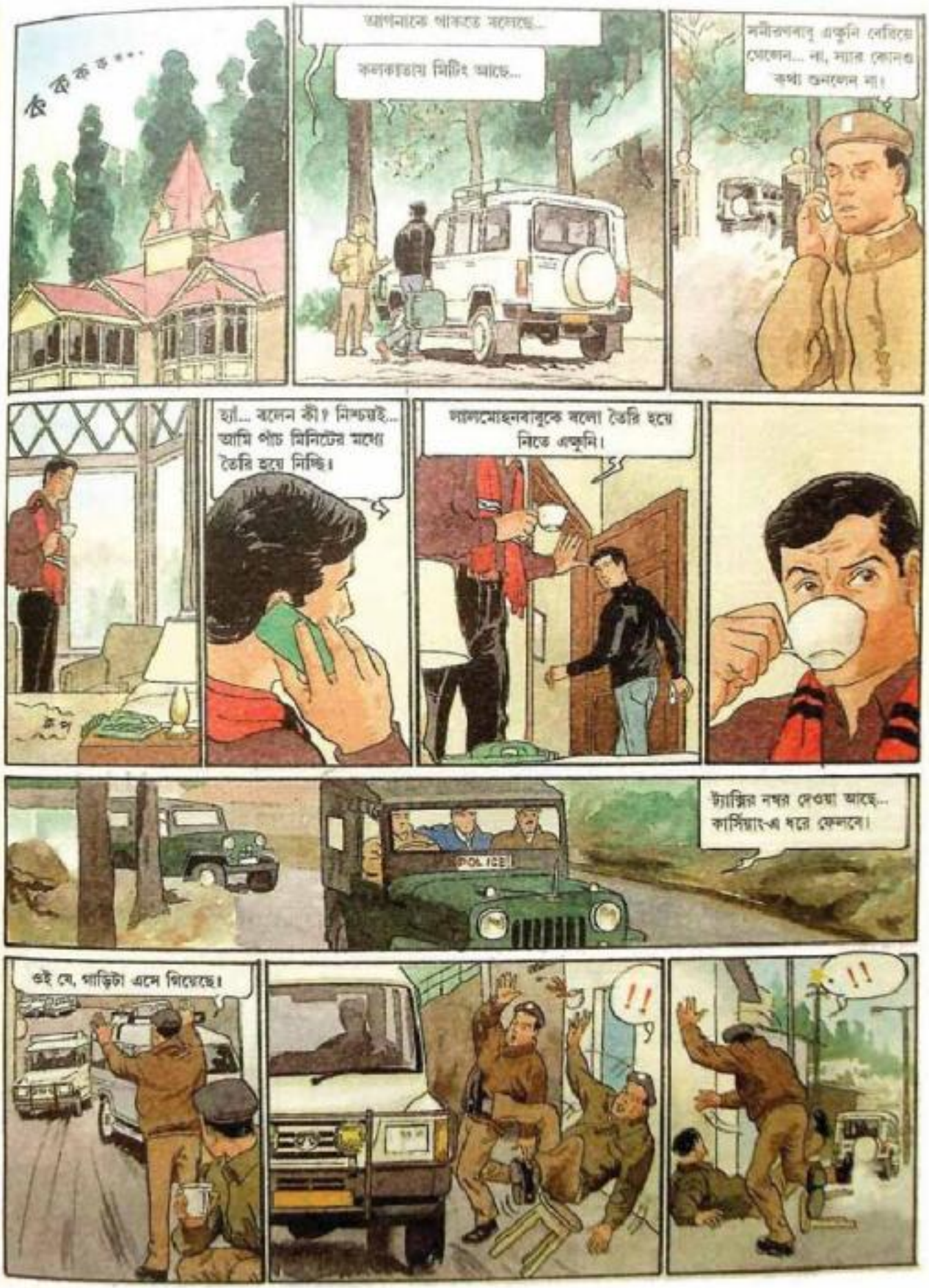
ঝুঁ ঝুঁ ঝুঁ ঝুঁ...
আপনাকে থাকতে বলেছে...
কলকাতায় মিটিং আছে...
নন্দীরঞ্জনবাবু এক্ষুনি বেরিয়ে গেলেন... না, স্যার কোনও কথা শুনলেন না।
হ্যাঁ... বলেন কী? নিশ্চয়ই... আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে নিচ্ছি।
লালমোহনবাবুকে বলো তৈরি হয়ে নিতে এক্ষুনি।
POLICE
ট্যাক্সির নম্বর দেওয়া আছে... কার্সিয়াং-এ ধরে ফেলবে।
ওই যে, গাড়িটা এসে গিয়েছে।
!!
!!

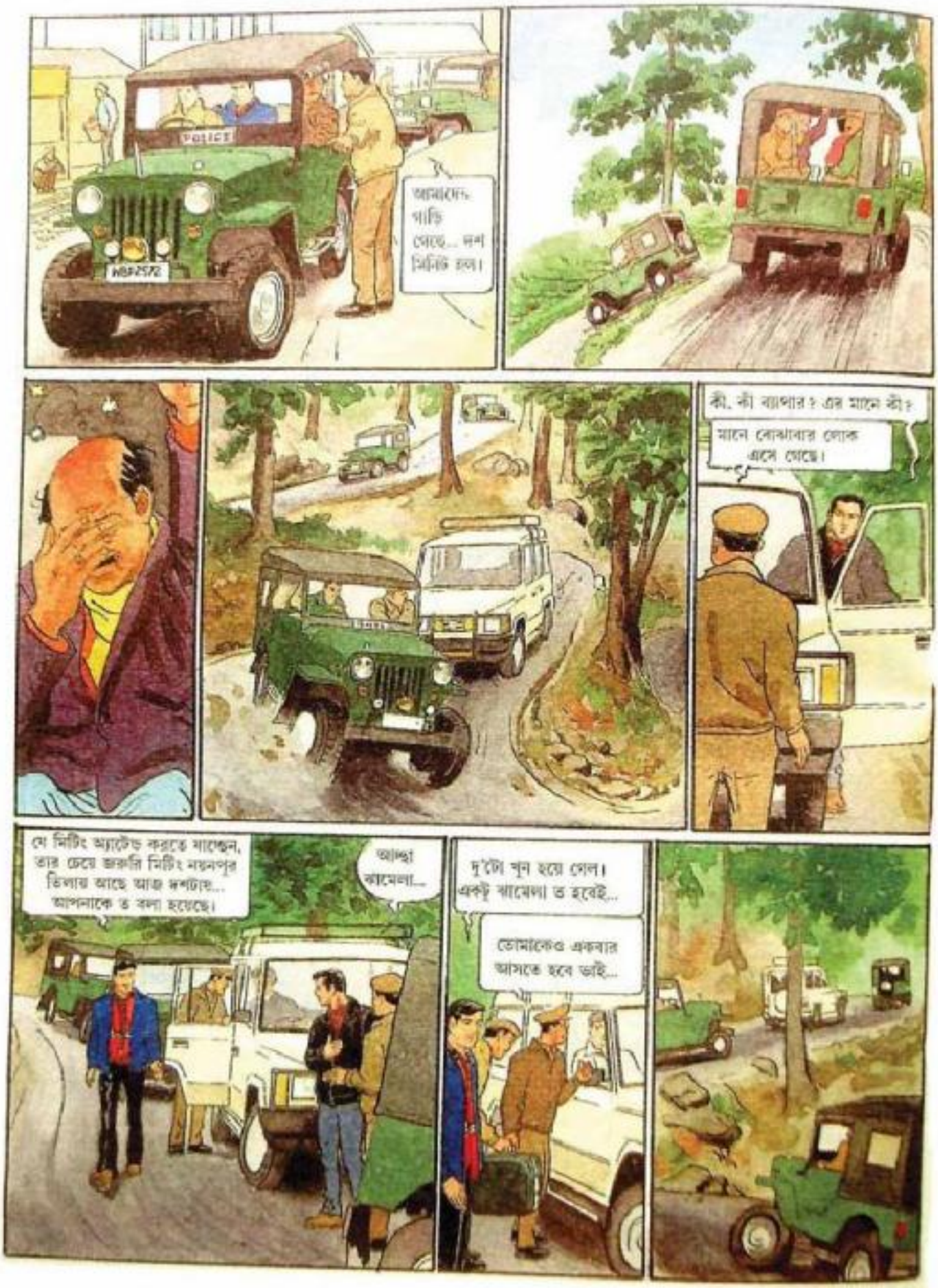
POLICE
আমাদের গাড়ি গেছে... দশ মিনিট হল।
কী, কী ব্যাপার? এর মানে কী?
মানে বোঝাবার লোক এসে গেছে।
যে মিটিং অ্যাটেন্ড করতে যাচ্ছেন, তার চেয়ে জরুরি মিটিং নয়নপুর জিলায় আছে আজ দশটায়... আপনাকে ত বলা হয়েছে।
আচ্ছা কামেলা...
দু'টো খুন হয়ে গেল। একটু ঝামেলা ত হবেই...
তোমাকেও একবার আসতে হবে ভাই...

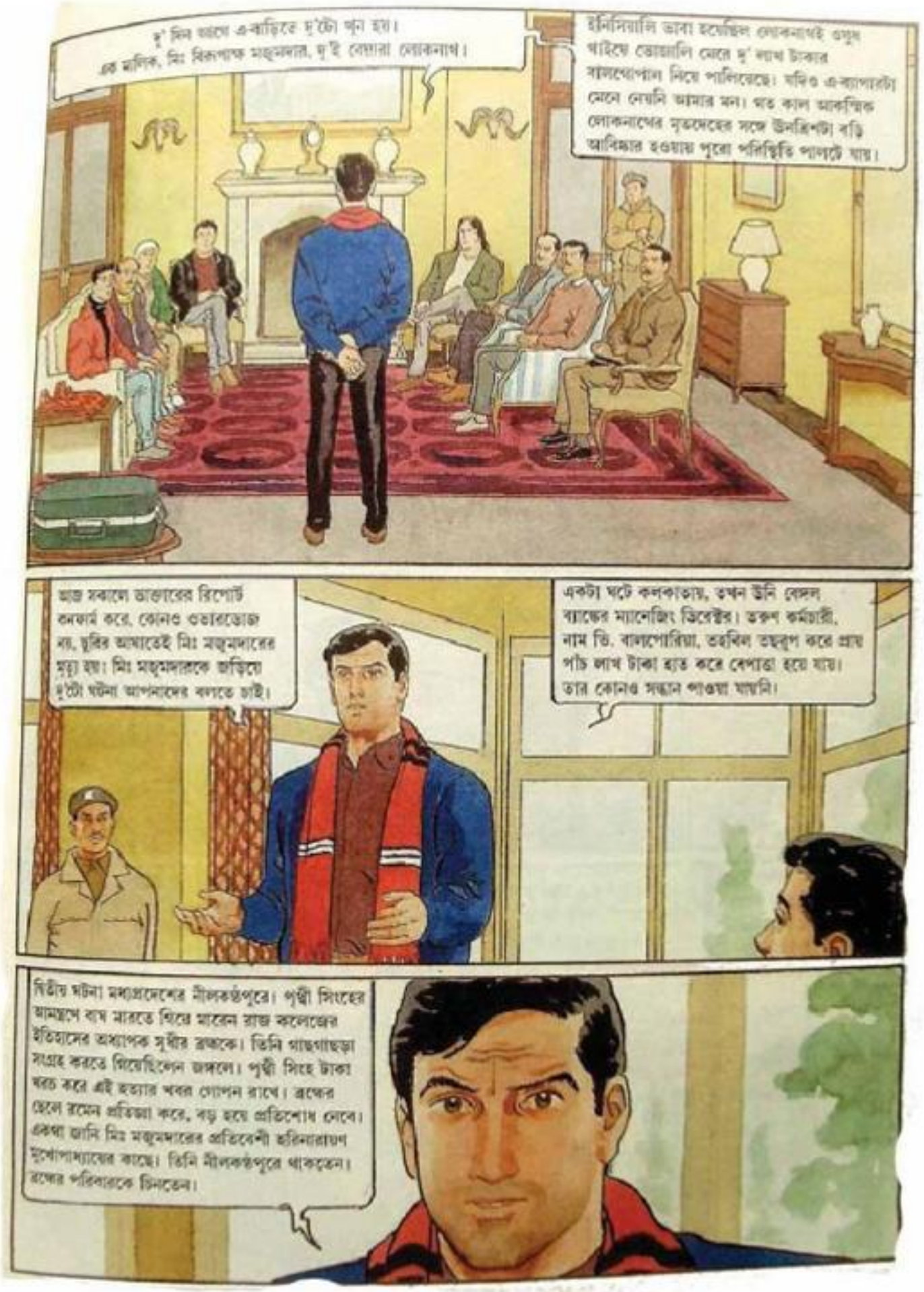
দু' দিন আগে এ-বাড়িতে দু'টো খুন হয়।
এক মালিক, মিঃ বিরূপাক্ষ মজুমদার, দু'ই বেয়ারা লোকনাথ।
ইনসিয়ালি ভাবা হয়েছিল লোকনাথই ওষুধ খাইয়ে ডোয়ালি মেরে দু' লাখ টাকার বালখোপাল নিয়ে পালিয়েছে। যদিও এ-ব্যাপারটা মেনে নেয়নি আমার মন। গত কাল আকস্মিক লোকনাথের মৃতদেহের সঙ্গে উনত্রিশটা বড়ি আবিষ্কার হওয়ায় পুরো পরিস্থিতি পালটে যায়।
আজ সকালে ডাক্তারের রিপোর্ট কনফার্ম করে, কোনও ওভারডোজ নয়, ছুরির আঘাতেই মিঃ মজুমদারের মৃত্যু হয়। মিঃ মজুমদারকে জড়িয়ে দু'টো ঘটনা আপনাদের বলতে চাই।
একটা ঘটে কলকাতায়, তখন উনি কেন্দ্র ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর। তরুণ কর্মচারী, নাম তি. বালপোরিয়া, তহবিল তছরুপ করে প্রায় পাঁচ লাখ টাকা হাত করে বেপাত্তা হয়ে যায়। তার কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি।
দ্বিতীয় ঘটনা মধ্যপ্রদেশের নীলকণ্ঠপুরে। পৃথ্বী সিংহের আমন্ত্রণে বাঘ মারতে গিয়ে মারেন রাজ কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক সুধীর ব্রহ্মকে। তিনি গাছগাছড়া সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন জঙ্গলে। পৃথ্বী সিংহ টাকা খরচ করে এই হত্যার খবর গোপন রাখে। ব্রহ্মের ছেলে রমেন প্রতিজ্ঞা করে, বড় হয়ে প্রতিশোধ নেবে। একথা জানি মিঃ মজুমদারের প্রতিবেশী হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের কাছে। তিনি নীলকণ্ঠপুরে থাকতেন। ব্রহ্মের পরিবারকে চিনতেন।

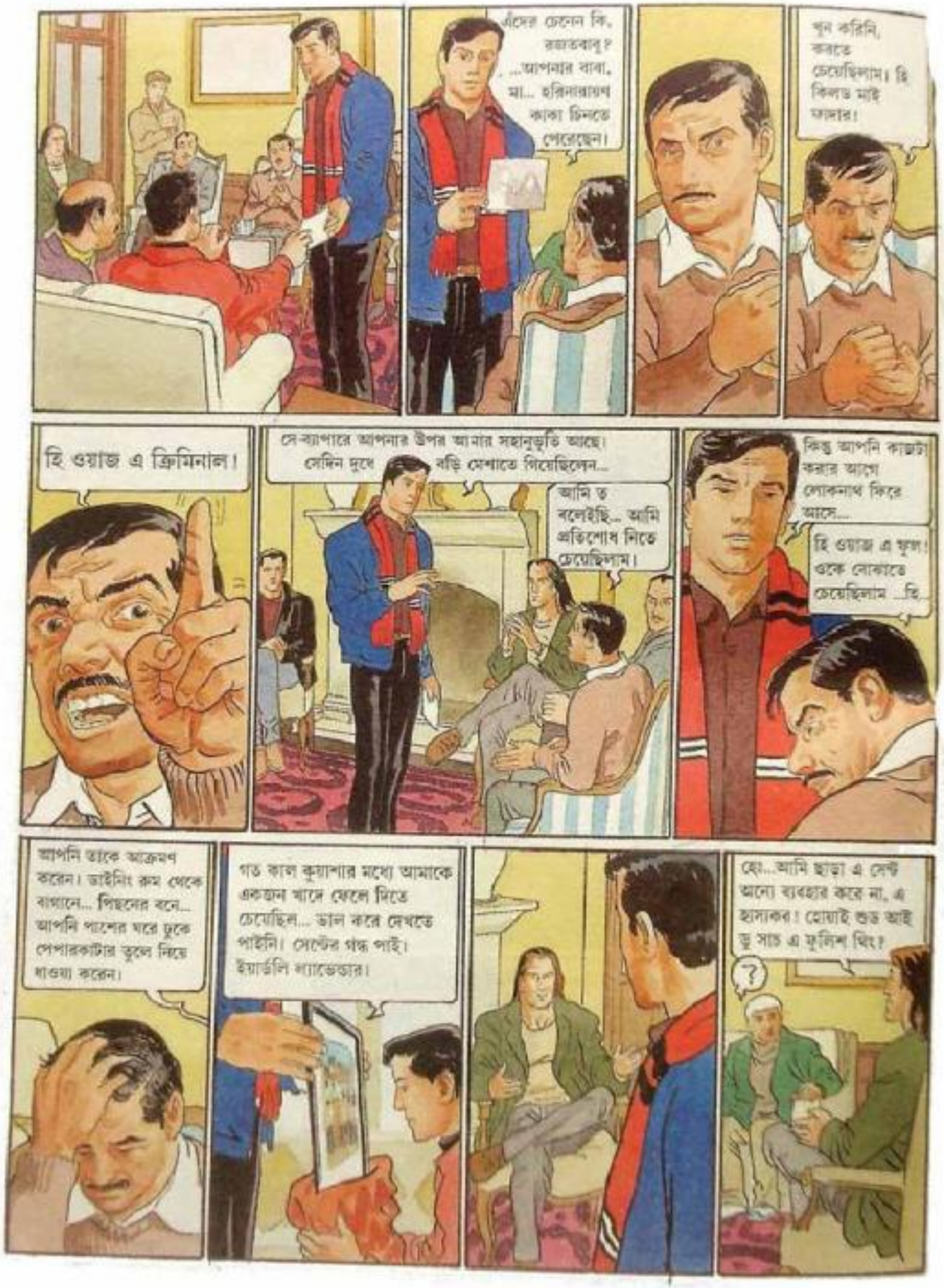
এঁদের চেনেন কি, রজতবাবু? ...আপনার বাবা, মা... হরিনারায়ণ কাকা চিনতে পেরেছেন।
খুন করিনি, করতে চেয়েছিলাম। হি কিলড মাই ফাদার।
হি ওয়াজ এ ক্রিমিনাল।
সে-ব্যাপারে আপনার উপর আমার সহানুভূতি আছে। সেদিন দুধে বড়ি মেশাতে গিয়েছিলেন...
আমি ত বলেইছি... আমি প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলাম।
কিন্তু আপনি কাজটা করার আগে লোকনাথ ফিরে আসে...
হি ওয়াজ এ ফুল! ওকে বোকাতে চেয়েছিলাম ...হি
আপনি তাকে আক্রমণ করেন। ডাইনিং রুম থেকে বাগানে... পিছনের বনে... আপনি পাশের ঘরে ঢুকে পেপারকাটার তুলে নিয়ে ধাওয়া করেন।
গত কাল কুয়াশার মধ্যে আমাকে একজন খাদে ফেলে দিতে চেয়েছিল... ভাল করে দেখতে পাইনি। সেন্টের গন্ধ পাই। ইয়ার্ডলি ল্যাভেন্ডার।
হো...আমি ছাড়া এ সেন্ট অন্যে ব্যবহার করে না, এ হাস্যকর! হোয়াই শুড আই ডু সাচ এ ফুলিশ থিং?
?

কোথায় ইজ ইট?
বেঙ্গল ব্যাঙ্কের গ্রুপ ফোটো।
তা?
চিনতে পারছেন... পিছনের সারির বাঁ দিকের ভদ্রলোকের এনলার্জমেন্ট
ডান দিকের ভুরু কাটা... চোখের নীচে তিল। ছবির নীচে নাম রয়েছে ভি বালাপোরিয়া... প্রথম দিনেই যখন পুলকবাবু আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেন... আমিও ছিলাম তখন।
আপনি নিজে উপস্থিত রয়েছেন।
মানে?
মিঃ মজুমদার আপনাকে চিনে ফেলেন। আপনি অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, 'ইউ আর এ লায়ার'।
তারপর বাংলায় বলেন, 'আমি তোমার একটা কথাও বিশ্বাস করি না।'
আপনি বারো বছর বেঙ্গল ব্যাঙ্কে চাকরি করেন। আপনি বাংলা ভালই জানেন।
'বিশ্ব' কথাটি কেন লিখতে গেলেন?
...মিঃ মজুমদারের ঘুম ভেঙে যায়। আপনার নামটা লিখতে চেষ্টা করেন...পুরোটা পারেননি।
তা হলে আমিই বলি...বুকে ছুরি ঢোকানো অবস্থায় মিঃ মজুমদার আপনার বর্তমান নাম না লিখে পুরনো নাম লিখছিলেন। কারণ, তিনি আপনাকে আপনার পুরনো নামেই চিনতেন।
বিষ্ণুদাস বালাপোরিয়া।
বিষ্ণুদাসের 'বিশ্ব' টুকুই লিখতে পেরেছিলেন। মেগ্লাভস দিয়ে আপনি ভোজালি ধরেন, তা এখন পুলিশের জিম্মায়।
আয়্যাম সরি... আয়্যাম সরি।
এবার মিঃ সমীরণ মজুমদার...
আমি ত এদের কাছে শিশু!

বালমোপালটা বার করবেন কি?
লিগ্যাল এ-ডিনিস আপনার... এমন একটা জিনিস হাতছাড়া করবেন না।
সিকোওয়েল যখন হিরো, এক ধাক্কাই ভাল। অর্জুনের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে। ডেট বার করবে বলছে। আমাদের প্রডিউসার সিক্সানিয়াও দমবার পাত্র নয়।
দুর্দান্ত! তবে আমার অংশটা বাদ পড়বে না ত? অভিনয়টা করে বেশ...
পাগল! নেক্সট মান্থেই শুটিং শুরু। সময় নেই। তিনটি ছবি আছে... এক বছরেই নামাতে হবে।
তিনখানা?
আপনাদের আশীর্বাদে মোটামুটি ভালই চলছে বাবুজী।
এঁকেও এ. বি. সি. ডি. বলা চলে। তাই না?
মানে?
এশিয়াজ বিজিয়েস্ট সিনেমা ডাইরেক্টর।
(সমাপ্ত)

সত্যজিৎ রায়

গোয়েন্দা ফেলুদার রহস্য অ্যাডভেঞ্চার

হাঙ্গরের হাড়হিম

আনন্দ

//jhargram.blogspot.

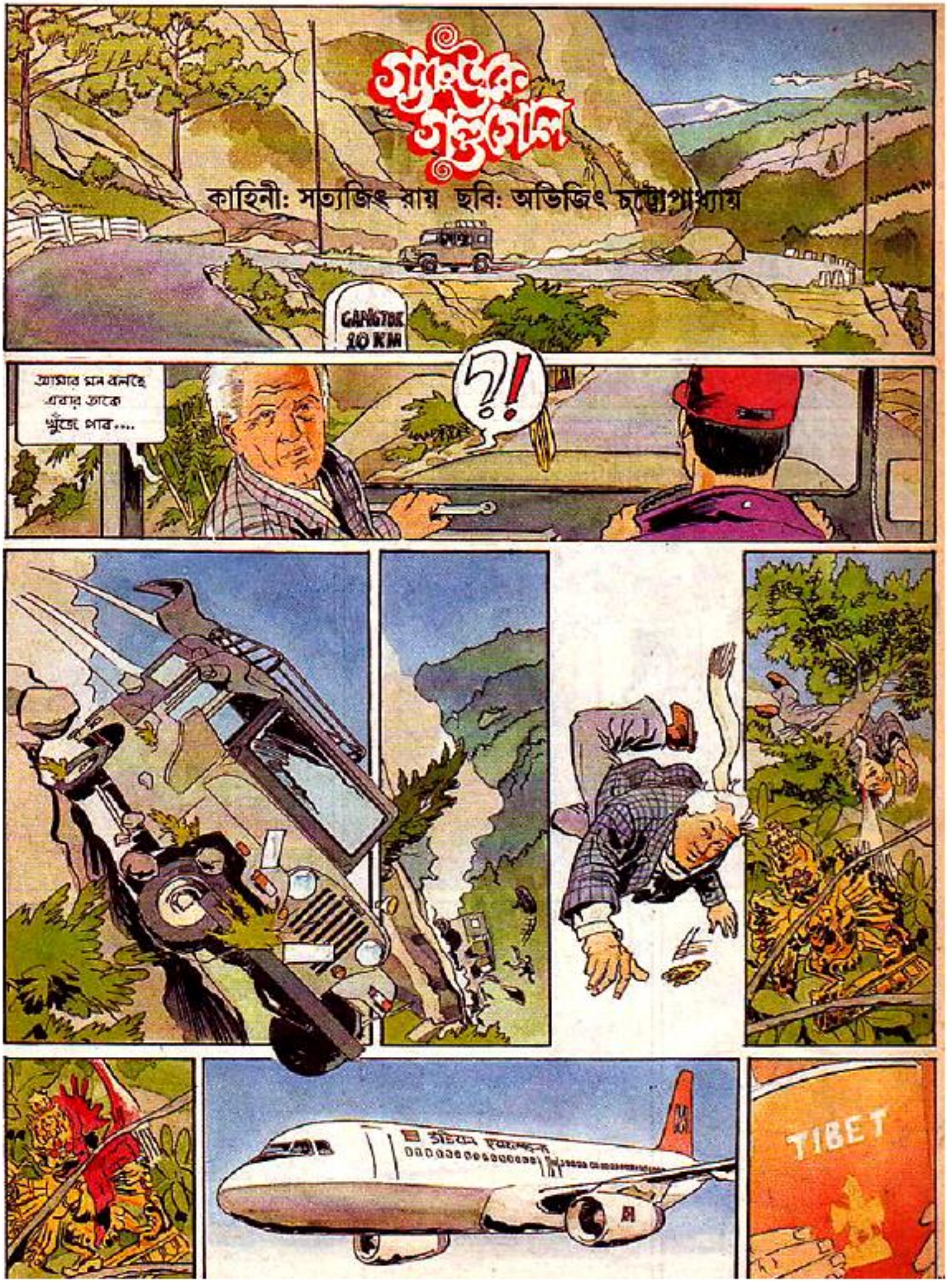
গ্যাংটক গণ্ডগোল
কাহিনী: সত্যজিৎ রায় ছবি: অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়
GANGTOK 20 KM
আমার মন বলছে এবার তাকে খুঁজে পাব....
?!
TIBET

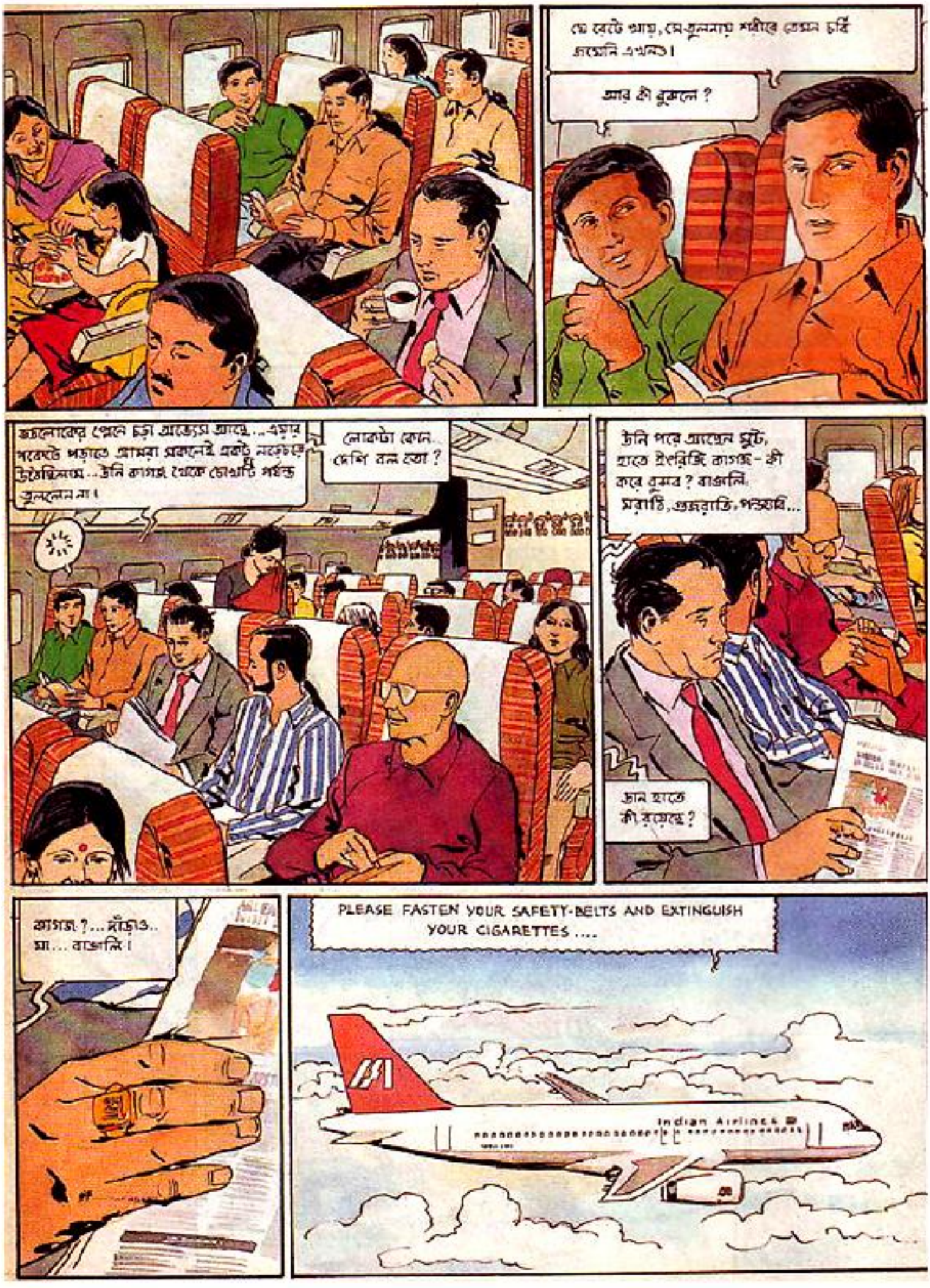
যে বেটে খায়, যে-তুলনায় শরীরে তেমন চর্বি জমেনি এখনও।
আর কী বুঝলে ?
ভদ্রলোকের প্লেনে চড়া অভ্যেস আছে...এয়ার পকেটে পড়াতে আমরা সকলেই একটু নড়েচড়ে উঠেছিলাম...উনি কাগজ থেকে চোখটি পর্যন্ত তুললেন না।
লোকটা কোন দেশি বল তো ?
উনি পরে আছেন স্যুট, হাতে ইংরিজি কাগজ - কী করে বুঝব ? বাঙালি, মারাঠি, গুজরাতি, পঞ্জাবি...
ডান হাতে কী রয়েছে ?
কাগজ ?...দাঁড়াও.. মা... বাঙালি।
PLEASE FASTEN YOUR SAFETY-BELTS AND EXTINGUISH YOUR CIGARETTES ....
Indian Airlines

এখান থেকে গ্যাংটক যেতে ত প্রায় ছ'ঘণ্টা।
রাস্তা খারাপ থাকলে আরও বেশি লাগতে পারে। তবে আজ চোদ্দই এপ্রিল, মনে হয় এখনও তেমন বর্ষা নামেনি।
আপনারা কি হ্যাং না ক্যাং না গ্যাং?
প্লেনের সেই লোকটা!
গ্যাং।
জিপের ব্যবস্থা আছে? মানে মোদ্দা কথা আপনাদের সঙ্গে শেয়ারে লিফটে পড়তে পারি কি?
স্বচ্ছন্দে।
থ্যাঙ্ক ইউ। আমার নাম শশধর বোস। কী ব্যাপার? হলিডে?
তা ছাড়া আর কী?।
আই নাউ গ্যাংটক। আগে গেছেন কখনও? কোথায় উঠছেন?
এই প্রথম। ঘর বুক আছে। হোটেল ফো ডিউ।
গ্যাংটকের নাড়িনক্ষত্র আমার জানা। শুধু গ্যাংটক কেন, সারা সিকিমে চষে বেড়িয়েছি। গোরিক্সাম! যেমন দৃশ্য তেমনই শান্তি। পাহাড় চান পাহাড়। অর্কিড চান অর্কিড। রোদ, বৃষ্টি। মিস্টি— সব পাবেন।
তিস্তা, রংগিত — নদীগুলোর তুলনা নেই। তবে গঙ্গটোক এলে রাস্তা নিয়ে বেড়াবেন।
যাচ্ছেন যাচ্ছেন, হঠাৎ দেখলেন সামনের রাস্তা বন্ধ। ধসে গেছে।... তাও আর্মি আছে বলে রক্ষে! চটপট সারিয়ে নেয়।
আসলে এসিয়ের পাহাড়গুলো যাকে বলে ফোল্ডিং মাউন্টেনস। তাই একটু অস্থির আর কাঁচা। ইয়াং বয়েসে যা হয় আর কি — যে হে।

এখান থেকে গ্যাংটক যেতে ত প্রায় ছ'ঘন্টা।
রাস্তা খারাপ থাকলে আরও বেশি লাগতে পারে। তবে আজ চোদ্দই এপ্রিল, মনে হয় এখনও তেমন বর্ষা নামেনি।
আপনারা কি ড্যাং না ক্যাং না গ্যাং?
প্লেনের সেই লোকটা!
গ্যাং।
জিপের ব্যবস্থা আছে? মানে মোদ্দা কথা আপনাদের সঙ্গে কাঞ্চনজঙ্ঘার লেকে পড়তে পারি কি?
স্বচ্ছন্দে।
হ্যাঙ্ক ইউ। আমার নাম শশধর বোস। কী ব্যাপার? হলিডে?
তা ছাড়া আর কী?।
আই নো গ্যাংটক। আগে গেছেন কখনও? কোথায় উঠছেন?
এই প্রথম। ঘর বুক আছে। হোটেল সো ভিউ।
গ্যাংটকের নাড়িনক্ষত্র আমার জানা। শুধু গ্যাংটক কেন, সারা সিকিমে চষে বেড়িয়েছি। ফোরিস্তান! কেমন দৃশ্য কেমন শান্তি। পাহাড় চান পাহাড়। অর্কিড চান অর্কিড। রোদ, বৃষ্টি। মিস্ট — সব পাবেন।
তিস্তা, রঙ্গিত — নদীগুলোর তুলনা নেই। তবে গন্ডগোল হল রাস্তা নিয়ে - রেডস বুঝেছেন।
যাচ্ছেন যাচ্ছেন, হঠাৎ দেখলেন সামনের রাস্তা বন্ধ। ধসে গেছে।... তাও আর্মি আছে বলে রক্ষে! চট পট সরিয়ে নেয়।
আসলে এদিকের পাহাড়গুলো যাকে বলে গ্রোইং মাউন্টেনস। তাই একটু অস্থির আর কাঁচা। ইয়াং বয়েসে যা হয় আর কি — হে হে।

যাক, আপনাদের পেয়ে খুব আনন্দ হল, সুবিধেও হল। কম্পানি গেলে গল্পটল্প করে সময়টা কেটে যাবে।

আপনিও কি চেন্নেই যাচ্ছেন?

আরে না মশাই। যাচ্ছি কাজে। অ্যারোম্যাটিক প্লান্টস জানেন?

পারফিউমারির ব্যবসা?

ঠিক ধরেছেন। কেমিক্যাল ফার্মা। তার অনেক কাজের একটা হচ্ছে এসেন্স তৈরি করা।

মিরিয়ে অনেক প্রয়োজনীয় গাছ আছে। আমার পার্টনার আগেই গেছেন – দিন সাতেক হল। উঁর বাড়িতে ডিগ্রি আছে। আমিও যেতাম। শেষটায় এক ছাগলের বিয়ের ব্যাপারে গাটিশিলা যেতে হল। কাল রাত্রেই কলকাতা ফিরেছি।

আপনার কোম্পানিটা কোথায়?

বম্বে, কোম্পানি বিশ বছরের, আমি জয়েন করেছি বছর সাতেক। এম এম কেমিক্যালস। শিবকুমার শেলভাঙ্কার — ওঁর নামেই নাম।

রোদ বলে বেশ গরম লাগছে।

তিরুবাঙ্গার। কোক খাবেন?

আসুন।

থ্যাঙ্কস।

গ্যাংটকে আমরা কোল্ড ড্রিঙ্কস খেয়ে শরীর ঠাণ্ডা রাখতে হবে না।

পাঁচ হাজার ফুট হাইট। এখানকার চেয়ে ঠাণ্ডা হবে।

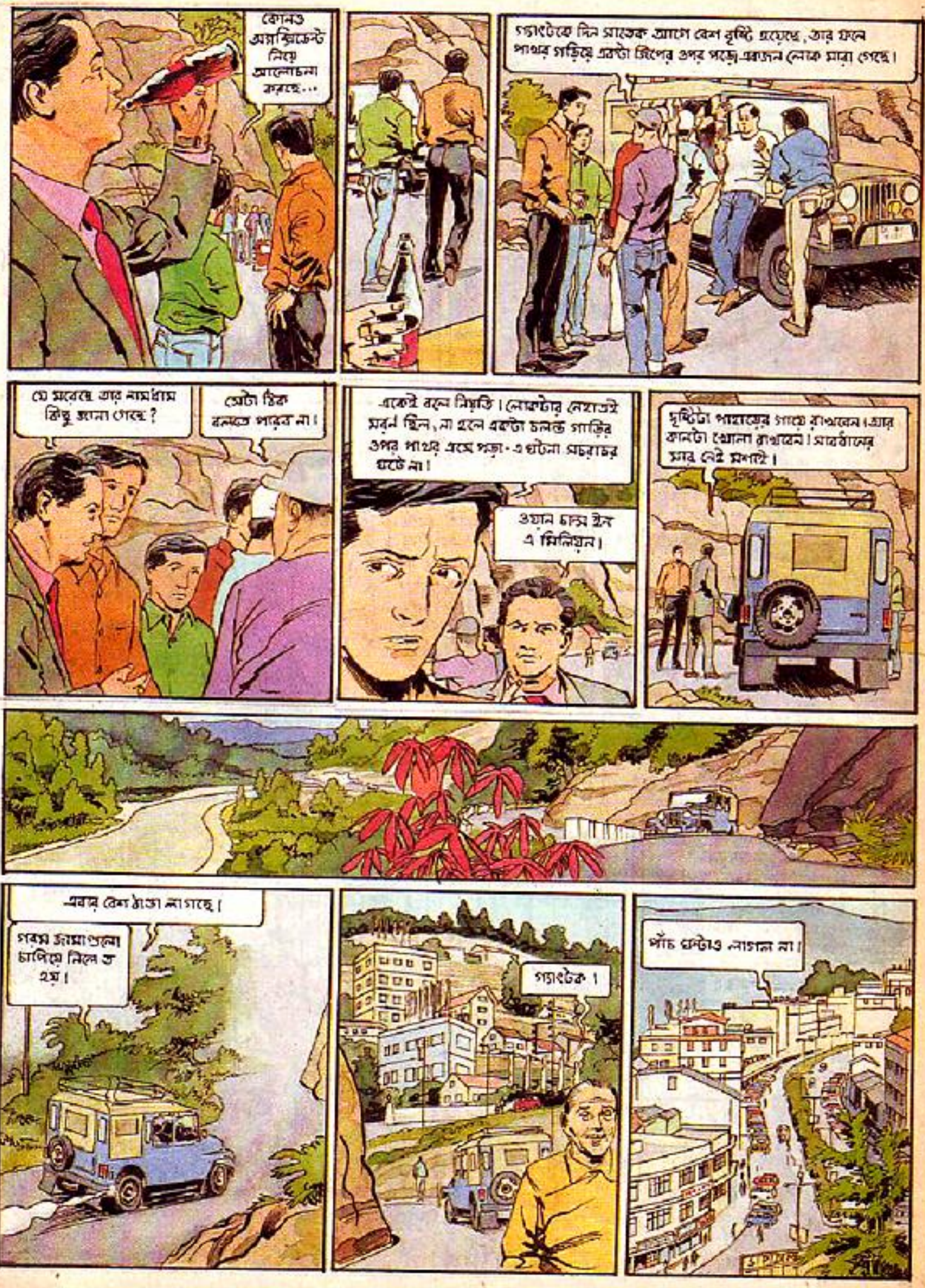
কোনও অ্যাক্সিডেন্ট নিয়ে আলোচনা করছে...
গ্যাংটকে দিন সাতেক আগে বেশ বৃষ্টি হয়েছে, তার ফলে পাথর গড়িয়ে একটা জিপের ওপর পড়ে একজন লোক মারা গেছে।
যে মরেছে তার নামধাম কিছু জানা গেছে?
সেটা ঠিক বলতে পারব না।
একেই বলে নিয়তি। লোকটার নেহাতই মরণ ছিল, না হলে একটা চলন্ত গাড়ির ওপর পাথর এসে পড়া-এ ঘটনা সচরাচর ঘটে না।
ওয়ান চান্স ইন এ মিলিয়ন।
বৃষ্টিটা পাহাড়ের গায়ে রাখবেন। আর কানটা খোলা রাখবেন। সাবধানের মার নেই মশাই।
এবার বেশ তাজা লাগছে।
গরম জামাপ্রলো চাপিয়ে নিলে ভ হয়।
গ্যাংটক।
পাঁচ ঘন্টাও লাগল না।

এই যে আপনাদের স্নো-ভিউ।
এ সব জায়গায় জানেন ত, চান কি না চান, চারবেলা অন্তত একবার করে দেখা না হয়ে যায় না।
আপাতত আপনি ছাড়া কাউকেই চিনি না। বিকেলে একবার ডাক বাংলোর দিকটায় টুঁ মেরে আসব।
SNOW VIEW
বহুত আচ্ছা।
হোটেল স্নো ভিউ...যা কুয়াশা স্নো ভিউ কোথায়...
দাঁড়া...সবে তো এলাম। বলছে ত, জানলা দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়।
মিকিমে তো তিব্বতের অনেক কিছুই এসে জমা হয়েছে, না ফেলুদা?
হ্যাঁ, সে ত নিশ্চয়ই। মিকিমের রাজা তিব্বতি, মিকিমের গুম্বা গুলোতে তিব্বতি লামাদের দেখা যায়, মিকিমের অনেক গ্রামে তিব্বতি রিফিউজিরা এসে রয়েছে।
তিব্বতের গান, তিব্বতের খাবার, তিব্বতের পোশাক। মুখোশপরা নাচ - সবই পাবি।
ধুত্তেরি!

অনেক জায়গার লোক এখানে এসে ঝামেলা পেকে বসেছে দেখছি। তবে বাঙালি...
শাশুড়ি বানু..
সর্বনাশ হয়ে গেছে।
কী ব্যাপার?
সকালে যে অ্যাক্সিডেন্টের কথাটা শুনলেন, সেটা কার জানেন? এম. এম. আমার পার্টনার।
বলেন কী? কোথায় যাচ্ছিলেন ভদ্রলোক?
যা গুজবই জানেন। ঘন্টা চারেক বেঁচে ছিল। হাসপাতালে আনার আধঘন্টার মধ্যেই মারা যায়। মাথায় চোট, হাড়গোড় ভেঙেছিল।
মারা যাওয়ার আগে জ্ঞান ফিরেছিল। আমার নাম করে বলে, "বোস। বোস।" তারপরই শেষ।
খবরটা পাওয়া যায় কী করে?
SOSW VIEW
পাথরটা পড়াতে ড্রাইভার স্টিয়ারিং-এর কন্ট্রোল হারিয়ে এক লাফে রাস্তায়। গাড়িনর ইনজুরি, জিপ এদিকে শোনডাঙ্কারকে নিয়ে পাঁচশো ফুট নীচে। বডি ক্রিয়ার হাই ডয়েতে। কিছু মজুরদের সাহায্যে এম. এম.-এর বডি উদ্ধার করে ড্রাইভারটা। পরে আর্মি জিপে হাসপাতালে। তারপর ওয়েল...
ড্রাইভারটি কী হল?
বম্বে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই পোস্টমর্টেম করতে দেয়নি। এম এম দু'বার বিয়ে করেছিল... দুজন স্ত্রীই মারা গেছে। প্রথম পক্ষের একটা ছেলে ছিল। সে বছর চোদ্দ আগে বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়।

অবিশ্যি জিনিসটাও ছিল খুব ডিসেন্ট। আমার ঠাকুরদা তিব্বত থেকে এনেছিলেন।

আই সি।

আমার নাম নিশিকান্ত সরকার। দার্জিলিংকে তিন পুরুষ ধরে আছি। ওদিকটা ঘুরনি দেখা। সিকিমটা আসা হয়নি। কাঞ্চনজঙ্ঘা ভিউ সব অদ্ভুত জায়গা আছে। জানেন ত? না কি আপনার সব দেখা?

এই প্রথম এলাম।

বাঃ! ক'দিন আছেন ত? বেশ ঘুরে-টুরে দেখা যাবে। পেমিয়াংচিটা শুনেছি দারুণ জায়গা।

সেখানে সিকিমের পুরনো রাজধানীর ভগ্নাবশেষ আছে?

শুধু রাজধানী? গাইডবুকটা দেখুন না। ফরেস্ট আছে, ব্রিটিশ আমলের ডাকবাংলো আছে, প্রাচীন স্তূপ আছে, কাঞ্চনজঙ্ঘার ফার্স্টক্লাস ভিউ আছে। আর কত চাই?

যাওয়ার ইচ্ছে আছে।

উঠছেন?

যাই একটু ঘুরে দেখে আসি।

হান্টিং বুট আনা উচিত ছিল। যা বুঝছি-এখানে কাদা হবে। জুতোয় ঠিক না থাকলে মুশকিল।

এখান থেকেই কেনা যায়।

সঙ্গে নাগাদ ফিরে এসে কিনে নেব। আপাতত চল একটু এগোনো যাক।

দার্জিলিংয়ের মতো ঘোড়া দেখছি না। তবে গাড়ি চলে অনেক বেশি

গ্যাংটক সিকিমের রাজধানী।

আর বোধহয় মিলিটারি থাকার দরুন। এখান থেকে ষোলো মাইল দূরে ১৪,০০০ ফিট হাইটে নাথুলা। চিন আর ভারতের বর্ডার।
হ্যালো।
হ্যালো।
নাইস যে ঘর বানার!
তোমাকে কিছু দূর থেকে দেখে আমারও সেই কথাটাই মনে হল।
তুমি কি বেড়াতে এসেছ?
আমি ছবি তুলতে এসেছি। সিকিম সম্বন্ধে একটা বই করার ইচ্ছে আছে। আমি একজন প্রোফেশনাল ফোটো গ্রাফার।
কদিন থাকছ এখানে?
এসেছি নাইনথ। পাঁচদিন হল। তিনদিনের ভিসা বলেকয়ে বাড়িয়ে নিয়েছি। আরও দিন সাতেক থাকার ইচ্ছে।
কোথায় উঠেছ?
ভালভালো। এই যে রাস্তাটা উঠে গেছে — একটু উঠেই ভালো।
তা হলে যে ভদ্রলোকটি অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেলেন, তাঁর সঙ্গে তোমার নিশ্চয়ই আলাপ হয়েছিল?
জেরী ম্যাড। আমার সঙ্গে প্রথেস্ট আলাপ হয়েছিল। সি ওয়াজ এ ফাইন ম্যান, অ্যান্ড...

...ডেরি স্ট্রেঞ্জ!
কী ব্যাপার?
ও এখানে এসে একটা আশ্চর্য মূর্তি সংগ্রহ করেছিল, একটি রাজনি ভদ্রলোকের কাছ থেকে। ইন্ডি তিব্বত হাইট। মি স্পেক টেন থাউজেন্ড কুপিজ মর হাইট।
টেন থাউজেন্ড কুপিজ?!
হ্যাঁ! জিনিসটা কেনার পর ও এখানকার তিব্বতান ইনস্টিটিউট সেটা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। তারা বলেছিল মূর্তিটা একটা আশ্চর্য উচ্চদরের দুষ্প্রাপ্য জিনিস। কিন্তু আমার খটকা লাগছে, মূর্তিটা গেল কোথায়?
?
তার ডেডবডি শুনলাম বম্বে পাঠিয়ে দিয়েছে। তার জিনিসপত্রও নিশ্চয়ই সেই-সঙ্গে গেছে, তাই নয় কি?
মিস্টার শেলডাকার মূর্তিটা সবসময় তার কোটের পকেটে রাখতেন। বলতেন এটা আমার ম্যাসকট ——
আমার ভাগ্য ফিরিয়ে দেবে। হাসপাতালে আমিও ছিলাম। পকেট থেকে সব জিনিসপত্র বার করা হয়। মূর্তি বেরোয়নি।
এমনও ত হতে পারে যে, মূর্তিটা পকেট থেকে বেরিয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল... হয়ত সেটা সেখানেই পড়ে আছে। আর না হয় যারা তাকে তুলে আনে তাদেরই কেউ সেটাকে পকেটস্থ করেছে।
কিন্তু এখানকার লোকেরা ত শুনেছি খুব এনেস্ট।
সেইজন্যেই ত গোলমাল লাগছে।
মিস্টার শেলডাকার সেদিন কোথায় যাচ্ছিল সেটা জানো?

সিংগিকের রাস্তায় একটা গুম্ফা আছে।.. আমারও যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সকালে উঠে দিনটা ভাল দেখে আমি ওর অনেক আগেই বেরিয়ে পড়ি। ইচ্ছে ছিল রাস্তায় দেখা হলে গাড়িতে উঠে পড়ব।
হঠাৎ গুম্ফা সম্পর্কে আগ্রহ কেন?
বোধ হয় চরটর বৈদ্য এর জন্য কিছুটা দায়ী। ...এইভাবে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে কথা বলা... চলো কফি খাবে।
তা ছাড়া আমার পা-টারেও একটু রেস্ট দেওয়া দরকার। স্লিপ করে একটু মচকেছে। একটানা দাঁড়িয়ে থাকলে টনটন করে।
আমার পরিচয়টাই দেওয়া হয়নি। আমার নাম হেনস্লুট উখার।
জার্মান নাম কি?
ঠিক ধরেছ।
আমার নাম প্রদোষ মিত্র। আর এ আমার কাজিন তপেশরঞ্জন মিত্র।
হ্যালো!
হ্যালো!
তোমরা বোসো। আমি একটু আসছি।
ছবিটা বেশ ভালই তোলে।

ডাঃ বৈদ্য ভারী ইন্টারেস্টিং মানুষ। তবে কথাটা বেশি বলে

এখানেই ছিল কয়েকদিন। ভাগ্য গণনা জানে, ভবিষ্যৎ বলতে পারে, যে লোক মরে গেছে তার আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে।

প্ল্যানচেট জাতীয় ব্যাপার?

কতকটা তাই। মিঃ শেলডাক্কারকে অনেক কিছু বলে ভারী আশ্চর্য করে দিয়েছিল। আর পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে মনে হয় অনেক পড়াশোনা আছে।

ও এখন কোথায়?

কালিম্পং। সেখানে নাকি কোনও এক তিব্বতি সাধুর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। বলে গেছে আবার আসবে।

মিঃ শেলডাক্কারকে কী বলেছিল ও? তলেছ সে সব কথা?

আমার সামনেই কথা-বার্তা হয়। তার ব্যবসার কথা। স্ত্রীর মৃত্যুর কথা, ছেলের কথা। এমনকী মিঃ শেলডাক্কার যে মানসিক উদ্বেগে ভুগছে, সে কথাও।

মেটা কী করবে?

জানি না। তবে মাঝে-মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যেত, দীর্ঘশ্বাস ফেলত। একদিন বারান্দায় বসে চা খাচ্ছি, একটা টেলিগ্রাম এল ... ও দেখলাম রীতিমত আপসেট হয়ে পড়ল।

ওর আকস্মিকভাবে মৃত্যু নিয়ে ডাঃ বৈদ্য কোনও ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল?

বলেছিল তার সময় ভাল যাচ্ছে না। একটু সাবধানে থাকতে।

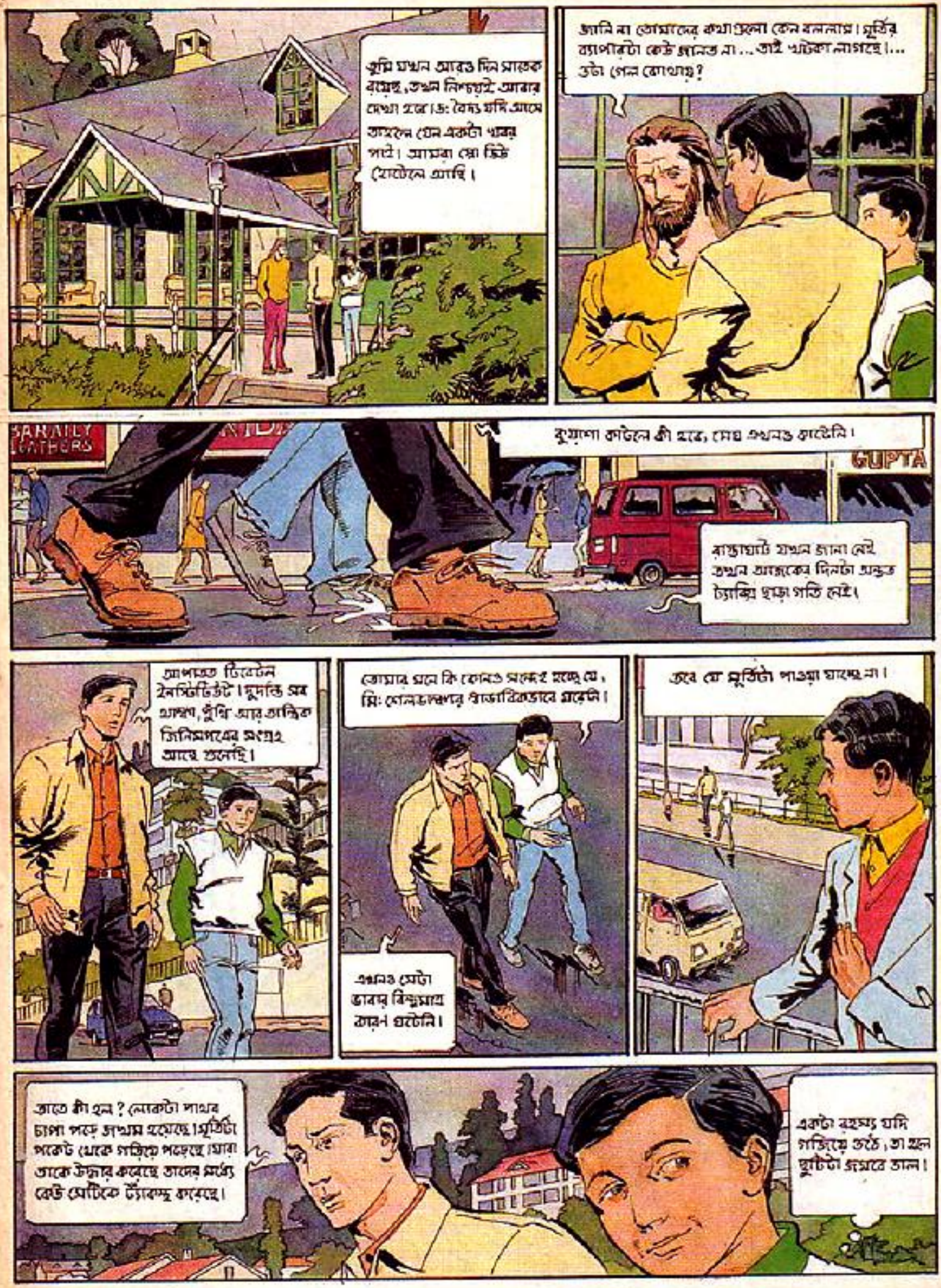
তুমি যখন আরও দিন সাতেক রয়েছ, তখন নিশ্চয়ই আবার দেখা হবে। ডঃ বৈদ্য যদি আসে তাহলে যেন একটা খবর পাই। আমরা স্নো ক্লিফ হোটেলে আছি।
জানি না তোমাদের কথা শুনলো কেন বললাম। মূর্তির ব্যাপারটা কেউ জানত না... তাই খটকা লাগছে।... ওটা গেল কোথায়?
কুয়াশা কাটলে কী হবে, মেঘ এখনও কাটেনি।
রাস্তাঘাট যখন জানা নেই তখন আজকের দিনটা অন্তত ট্যাক্সি ছাড়া গতি নেই।
সাংঘাতিক টিবেটন ইনস্টিটিউট। দুর্লভ সব অস্ত্র, পুঁথি আর অন্যান্য জিনিসপত্রের সংগ্রহ আছে শুনেছি।
তোমার মনে কি কোনও সন্দেহ হচ্ছে যে, মিঃ গোলকচন্দরের স্বাভাবিকভাবে মরেনি।
এখনও সেটা ভাবার বিন্দুমাত্র কারণ ঘটেনি।
তবে যে মূর্তিটা পাওয়া যাচ্ছে না।
তাতে কী হল? লোকটা পাথর চাপা পড়ে জখম হয়েছে। মূর্তিটা পকেট থেকে গড়িয়ে পড়েছে। যারা তাকে উদ্ধার করেছে তাদের মধ্যে কেউ সেটাকে ট্যাকসু করেছে।
একটা রহস্য যদি গড়িয়ে উঠে, তা হলে ছুটিটা জমবে ভাল।

তিব্বতন ইনস্টিটিউট।
বৈঠ যাইয়ে
এখানে যেদিন যে অ্যাকসিডেন্টটা হয়েছে সেটার কথা তুমি জানো?
সবাই জানে।
ড্রাইভার তো বেঁচে গেছে?
ও.. তার খুব ভাগ্য ভাল। গত বছর একটা অ্যাক্সিডেন্টে ড্রাইভার মরেছিল আর যাত্রী বেঁচে গিয়েছিল। সেও পাথর পড়ে।
STD-120-
তুমি এই ড্রাইভারকে চেনো?
এখানে সবাই সবাইকে চেনে। এখন আবার একটা ট্যাক্সি চালাচ্ছে — SKM 02 1631 — নতুন ট্যাক্সি।
অ্যাক্সিডেন্টের জায়গাটা তুমি দেখেছ... একবার নিয়ে যেতে পারবে?
হ্যাঁ, ও ত নর্থ সিকিম হাইওয়েতে।
আটটা নাগাদ বেরোব, সকালে। আমরা গ্রো ডিক্ট হোটেলে আছি। তুমি চলে এসো।
বহুত আচ্ছা!
বন্ধ হয়ে গেছে নাকি?

খোলা আছে।
এ ভদ্রলোকেই মালিক বলে ত?
হ্যাঁ। আর...
ডঃ গুপ্ত আছেন কি?
বিটবেটর সাহেব আজ অসুস্থ। আমি তাঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট। কীভাবে আপনাদের সাহায্য করতে পারি বলুন।
একটি তিব্বতি মূর্তি সম্বন্ধে একটু ইনফরমেশন চাইছিলাম। নামটা জানি না। তবে কোনও এক দেবতার মূর্তি। ন'টা মাথা আর চৌত্রিশটা হাত।
ইয়েস, ইয়েস — যমান্তক। টিবেট ইজ ফুল অব স্ট্রেঞ্জ গডস। আমাদের কাছে একটা আছে। এসো দেখাচ্ছি।
কিন্তু ওর বেস্ট স্পেসিমেন এই কিছুদিন আগে একটি ভদ্রলোক আমাদের দেখাতে এনেছিলেন।
আনফরচুনেটলি হি হিজ ডেড নাউ।
আই সি।
যমান্তক!
এই ফুতোর ভেতরে মন্ত্র লেখা কাগজ পাকিয়ে ঢুকিয়ে রাখা হয়, তাকে বলে মেথেড ইনকেন্টাইন।

যিনি মারা গেছেন তাঁর মূর্তিটা ছিল মাত্র তিন ইঞ্চি আর সোনার। কিন্তু কী আশ্চর্য কারুকার্য! চোখদুটো ছিল রুবি। আমরা এত সুন্দর মূর্তি এর আগে কখনও দেখিনি।
কীরকম দাম হতে পারে সে মূর্তির?
দি পেজ টেন মাইনাসকে কুপিয়ে! আমার মতে ওনের দরে পেয়েছিলেন! ওর দাম একলক্ষ টাকা হলেও বেশি হত না।
?!
যাদুঘর সমেত হঠাৎ লোকের এত কৌতূহল কেন বুঝতে পারছি না! আর একজন জিজ্ঞেস করে গেছে।
?
আমাদের ডিউরেটর সাহেব নিজে তিব্বত গেছেন, কিন্তু তিনিও অত ভাল মূর্তি কখনও দেখেননি।
না:! প্রশ্নটা ছাড়া আর কিছুই মনে পড়ছে না।
সেদিন এখানে একদল আমেরিকান এসেছিল। তাদের নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলাম।
পাঁচটা, তাতেই এত অন্ধকার!
পশ্চিমে ঘন মেঘ।
দিনের বেলাটা এখানে অনেক সময়েই ভাল যায়। হঠাৎ দুর্যোগ বাড়িয়ে!
আজ আর ঘোরা-ঘুরি নয়-সোজা হোটেল।

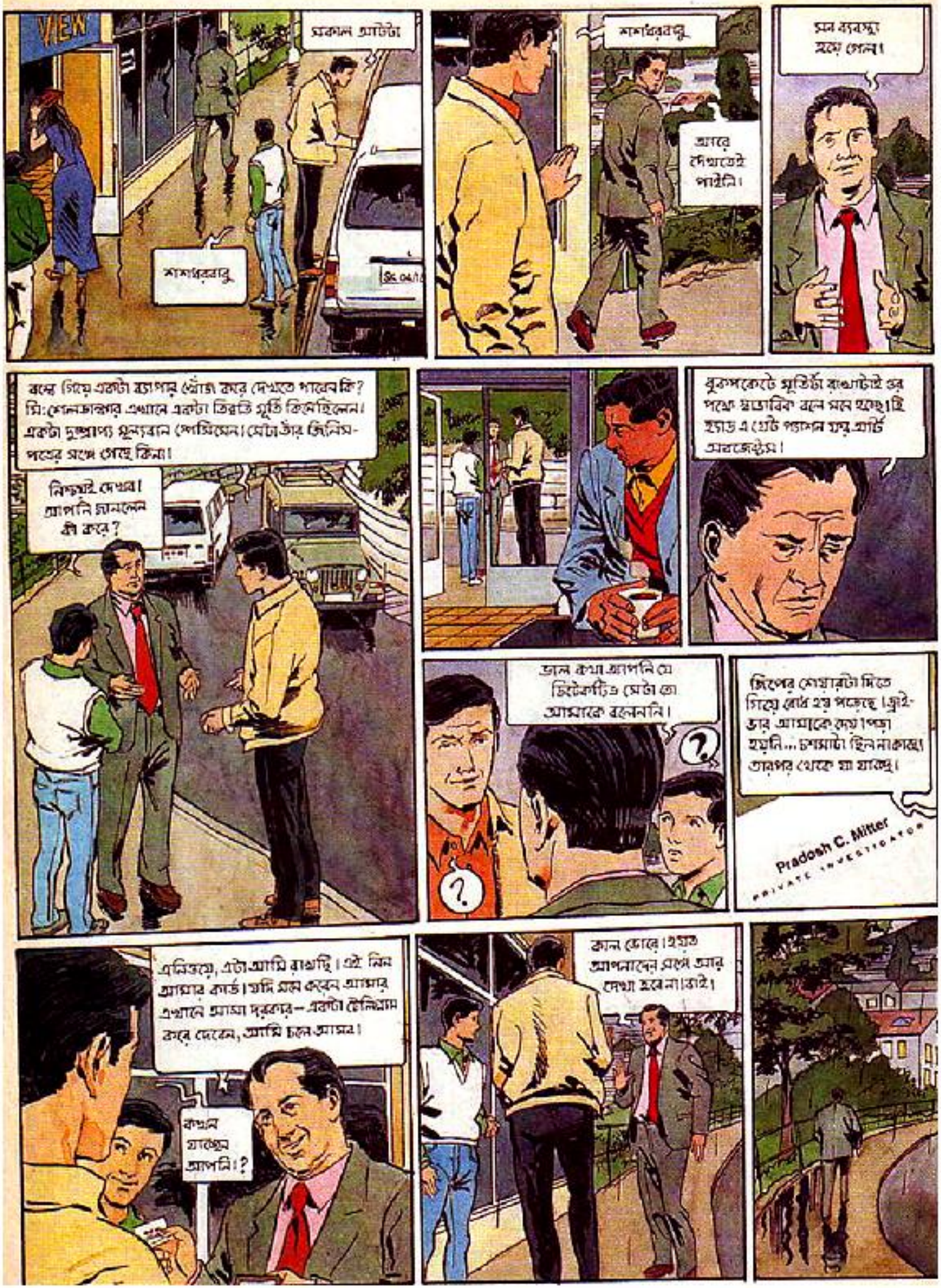
সকাল আটটা
শশাঙ্কবাবু
শশাঙ্কবাবু
আরে দেখাতেই পাইনি।
সব ব্যবস্থা হয়ে গেল।
বম্বে গিয়ে একটা ব্যাপার খোঁজ করে দেখতে পারেন কি? মিঃ শেলকালকার এখানে একটা তিব্বতি মূর্তি কিনেছিলেন। একটা দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান স্পেসিমেন। সেটা তাঁর জিনিস-পত্রের সঙ্গে গেছে কিনা।
নিশ্চয়ই দেখব। আপনি জানলেন কী করে?
বুকপকেটে মূর্তিটা রাখাটাই ওর পক্ষে স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে। ছি হ্যাড এ গ্রেট পাসন ফর আর্ট অবজেক্টস।
ভাল কথা আপনি যে চিটেকটিভ সেটা তো আমাকে বলেননি।
?
?
জিপের সেয়ারটা দিতে গিয়ে বোধ হয় পড়েছে। ড্রাই-ভার আমাকে দেয়। পড়া হয়নি... চশমাটা ছিল না কাছে। তারপর থেকে যা যাচ্ছে।
Pradosh C. Mitter
PRIVATE INVESTIGATOR
এনিওয়ে, এটা আমি রাখছি। এই নিন আমার কার্ড। যদি মনে করেন আমার এখানে আসা দরকার — একটা টেলিগ্রাম করে দেবেন, আমি চলে আসব।
কখন যাচ্ছেন আপনি!?
কাল ভোরে। হয়ত আপনাদের সঙ্গে আর দেখা হবে না। তাই।

ওঃ!
সারাদিন যা গেল।
ভেবে দ্যাখ, একটা ক্রিমিনালের যদি নাটা মাথা হত তা হলে কী সাংঘাতিক ব্যাপার হত। পেছন থেকে এসে ঘাপ করে ধরার কোনও উপায় থাকত না।
আর চৌত্রিশটা হাত?
সেও সাংঘাতিক। সতেরো যোড়া হাতকড়া না হলে অ্যারেস্ট করা যেত না... বল তো এখানে এসে পর্যন্ত কার-কার সঙ্গে আলাপ হল।
আ... এক শশধরবাবু... শশধর বোস।
কেন এসেছেন?
ওই যে বললেন কী পুরাকীর্তি গাছের ব্যাপার।
এত দায়সারাভাবে বললে চলবে না।
দাঁড়াও। ভদ্রলোকের পার্টনার মিঃ শেলডাল্কারকে মিট করছে। ওদের একটা কেমিক্যাল কোম্পানি আছে। যার অনেক কাজের মধ্যে একটা হল...
ডাকে-ডাকে... নেক্সট?
সাহেব, নাম... হেলমেট
হেলমুট।
হ্যাঁ হ্যাঁ, হেলমুট ক্রিশ্চার।
আমার উদ্দেশ্য?
প্রোফেশনাল ফোটোগ্রাফার। সিকিমের ছবি তুলে একটা বই করতে চায়।
নেক্সট?
নিশিকান্ত সরকার। দার্জিলিঙে থাকেন। তিন পুরুষের বাস। কী করেন জানি না। একটা তিথিতি মূর্তি ছিল....
ক্ক
ক্ক
কাম ইন।

ডিস্টার করছি না ত? একটা খবর দিতে এলুম।
বসুন।
কাল লামা ভাঙ্গ গেছে ...কমপ্লেক্স ... দারুণ ব্যাপার। এখানকার জিনি লামা তাঁর পজিশন খুব হাই - দালাই পাল্লেন, তার পরেই উনি। একবার দেখে আসবেন নাকি?
সকালে হবে না। দুপুরে যাওয়া যেতে পারে।
তার পরও যদি হাল, তা হলে থিয়ে হোলিনেস- এর দর্শনও পেতে পারেন। যু যু থক থক... বলেন ও প্রতিচারকে সাদা স্কার্ফ তোলাতে কবে রাখি।
লামাদর্শনে কাজ নেই। তার চেয়ে নাচটাই দেখা যাবে।
আমারও তাই মত।
স্কার্ফ কেন?
এখানকার রীতি। তুমি গিয়ে তাঁকে স্কার্ফটা দিবে। তিনি আবার সেটা তোমাকে ফেরত দিবেন। ব্যস যত্ন- ম্যানিটি কমপ্লিট।
ভাল কথা - আপনি আপনার মূর্তির কথা কি শেলডাক্তার ছাড়া আর কাউকে বলেছিলেন?
ঘুনাক্ষরেও না, নট এ সোল। কেন বলুন ত?
এমনি জিজ্ঞেস করছি।
এখানকার দোকানে একবার যাচাই করব ভেবেছিলাম। প্রয়োজন হয়নি। ওখানেই শেল- ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ। উনি একদিন বেশ্রে দামটা দিয়েছিলেন।
YAK YETI

নগদ টাকা?
না না। দাঁড়ান।
চেক... বেয়ারার কোন ব্যাঙ্ক... ব্যাঙ্কপিকার কিছু লেখালেন নাকি?
না!
আমি এবার উঠি।
গরররর
বাবা জিনিসটাকে মোটেই বরদাস্ত করতে পারি না। হেঃ হেঃ আমি।
হুট
হুট
হুট

কী, স্নো ভিউ হল?
চটপট সেরে নে — অনেক কাজ।
আপনিত আর্নি বাইজার মশাই।
আপনাদের ইয়ে, মানে ঘুমটুম হয়েছিল?
মন্দ কী? কেন বলুন তো?
এটা কী জানেন?
এ তো তিব্বতি লেখা বলে মনে হচ্ছে। কোথায় পেলেন?
হেঁয়
কাল মাঝেরাতে - অ্যাট মানে ছেড় অব নাইট কেউ আমার ঘরে ফেলে দিয়ে গেছে। কী লিখেছে, মেটার একটা ইয়ে না করতে পারলে :...
?
তিব্বতি ভাষা জানা লোকের ত অভাব নেই এখানে। আর কিছু না হোক, টিবেটান ইনস্টিটিউট তো আছে।
রাত্রে কাকে যেন দেখলাম।
হ্যাঁ সেই আর কি...
আপনি চিন্তা করছেন কেন? এটা হয়তো বা শামানি গোছের একটা কিছু মেটা ডাবার ত কোনও কারণ নেই।
... নাকি আছে?
আর্টেনলি নট।

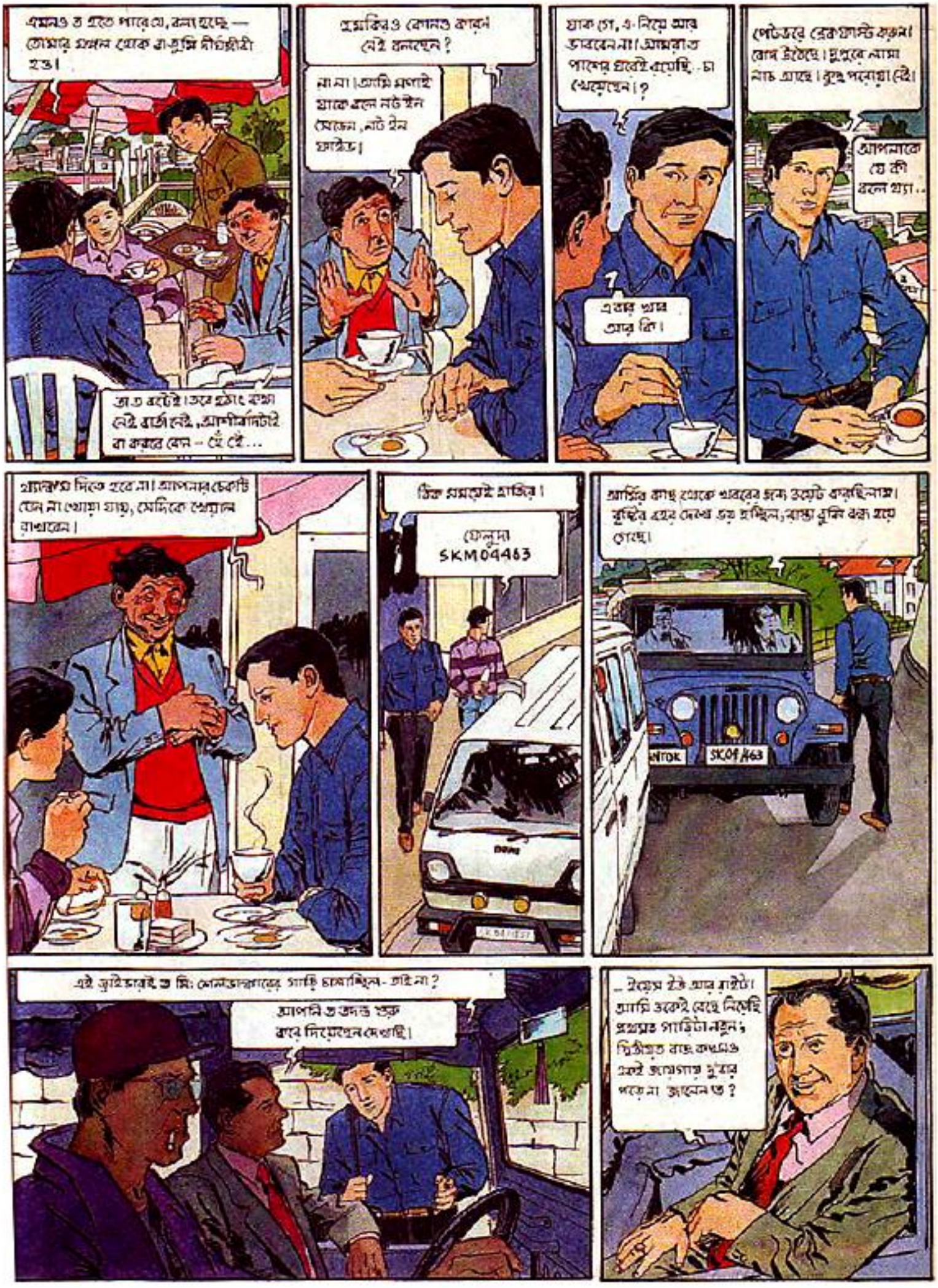
এমনও ত হতে পারে যে, বলা হচ্ছে — তোমার জন্মের থেকে তা-তুমি দীর্ঘজীবী হও।
তা ত বটেই। তবে হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই, আশীর্বাদটাই বা করবে কেন — হেঁ হেঁ...
প্রমাণিরও কোনও কারণ নেই বলছেন?
না না। আমি মশাই যাকে বলে নট ইন ফেভারেন, নট ইন ফাইভ।
যাক গে, এ-নিয়ে আর ভাববেন না। আমরাও পাশের ঘরেই রয়েছি...চা খেয়েছেন।?
এবার খাব আর কি।
পেটভরে ব্রেকফাস্ট করুন। রোদ উঠেছে। দুপুরে নাকি নাচ আছে। কুছ পরোয়া নেই।
আপনাকে যে কী বলে ধন্যবাদ...
ধন্যবাদ দিতে হবে না। আপনার চেকবুক যেন না খোয়া যায়, সেদিকে খেয়াল রাখবেন।
ঠিক সময়েই হাজির।
ফেলুদা
SKM04463
আর্মির কাছ থেকে খবরের জন্য ওয়েট করছিলাম। বৃষ্টির এরম দেখে ভয় হচ্ছিল, রাস্তা বুঝি বন্ধ হয়ে গেছে।
এই ড্রাইভারই ত মিঃ লোনডাক্কারের গাড়ি চালাচ্ছিল - তাই না?
আপনি ত তদন্ত শুরু করে দিয়েছেন দেখছি।
... ইয়েস ইট্স আর রাইট। আমি ওকেই বেছে নিয়েছি প্রথমত গাড়িটা নতুন; দ্বিতীয়ত বাড়ি কখনও একই জায়গায় দুবার পড়ে না, জানেন ত?

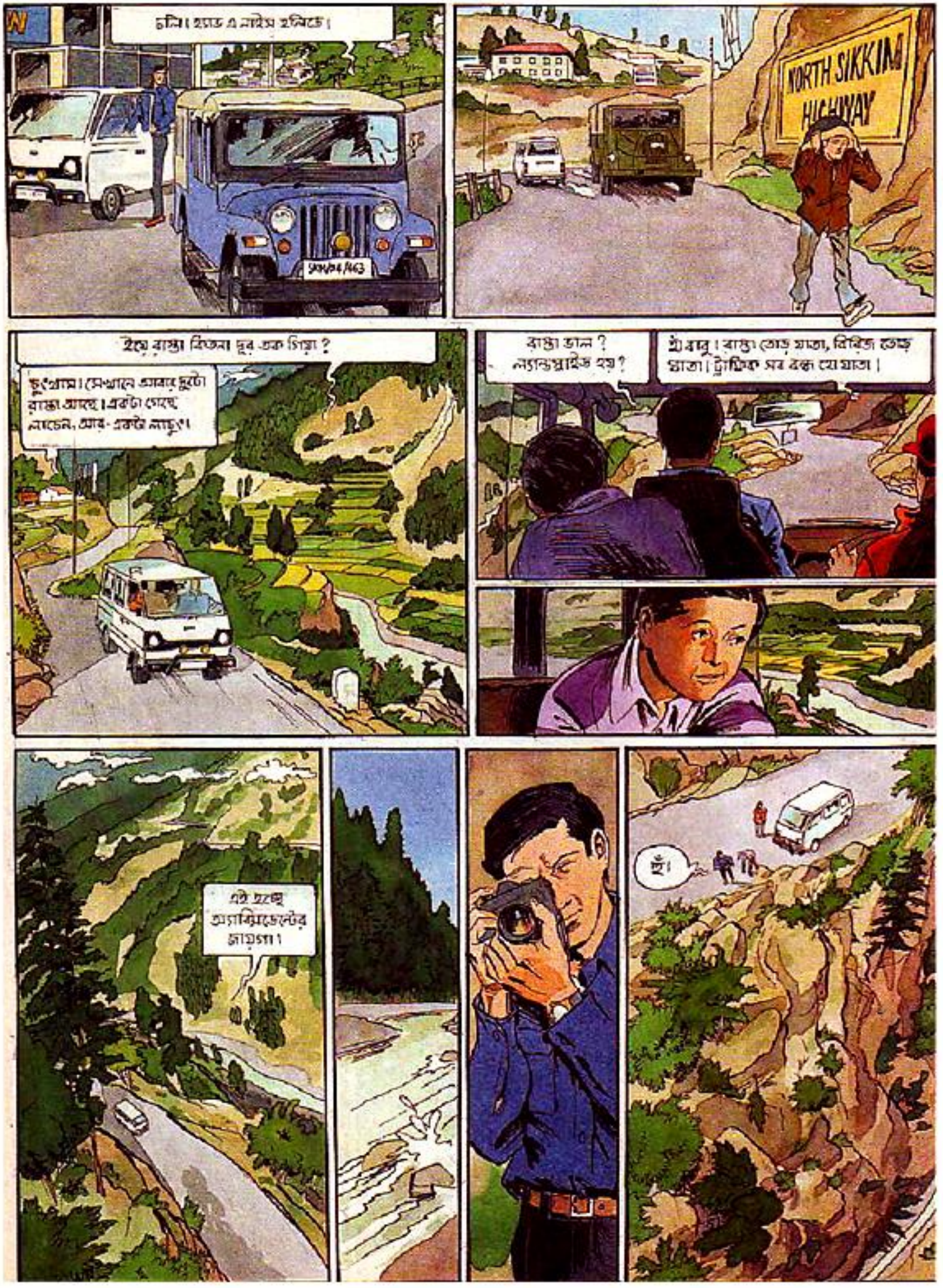
চলি। হ্যাভ এ নাইস জর্নিজে।
NORTH SIKKIM HIGHWAY
ইয়ে রাস্তা কিতনা দূর তক গিয়া?
চুংথাঙ। সেখানে আবার দুটো রাস্তা আছে। একটা গেছে লাচেন, আর-একটা লাচুং।
রাস্তা ভাল? ল্যান্ডস্লাইড হয়?
হাঁ বাবু। রাস্তা তোড় যাতা, ব্রিজ তোড় যাতা। ট্রাফিক সব বন্ধ হো যাতা।
এই হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্টের জায়গা।
হুঁ।

কি পেলে ?
ভাঙা পাটম, ভাঙা কাচ ...নো ঘড়ন্তক!
আর কিছু না?
নীল কোটের বোতাম।
পাথর... না করলে
এবার আ

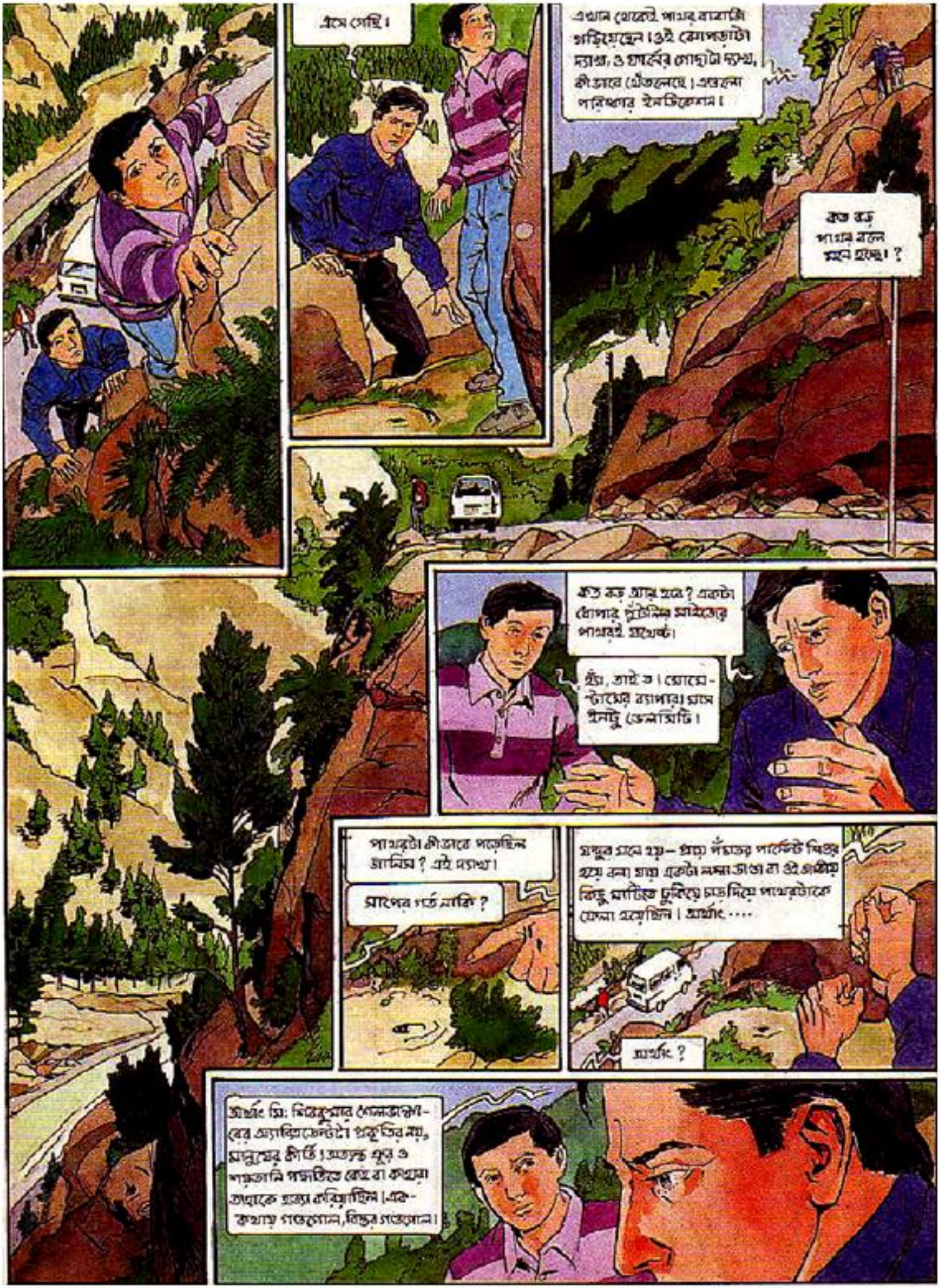
এসে গেছি।
এখান থেকেই পাথর বাজাজি গড়িয়েছেন। ওই মোপড়াটা দ্যাখ, ও গার্ডের গোদাটা দ্যাখ, কী ভাবে থেঁতলেছে। এতগুলো পরিষ্কার ইনডিকেশন।
কত বড় পাথর বলে মনে হচ্ছে। ?
কত বড় আর হবে? একটা ধোপার ফুটবলের সাইজের পাথরই যথেষ্ট।
হ্যাঁ, তাই ত। মোমেন্টামের ব্যাপার। মনে প্রনটু ডেনসিটি।
পাথরটা কী ভাবে পড়েছিল জানিস? এই দ্যাখ।
সাপের গর্ত নাকি?
মনুর মনে হয়— প্রায় পঁচাত্তর পার্সেন্ট ঘিয়ের হয়ে বলা যায় একটা লম্বা ডাণ্ডা বা ওই জাতীয় কিছু মাটিতে ঢুকিয়ে চাড় দিয়ে পাথরটাকে ফেলা হয়েছিল। অর্থাৎ....
অর্থাৎ?
অর্থাৎ মি: বিজেন্দ্রকুমার গোলজান্দা-রের অ্যাক্সিডেন্টটা প্রকৃতির নয়, মানুষের কীর্তি। অত্যন্ত ক্রুর ও শয়তানি পদ্ধতিতে কেউ বা কারা তাঁকে হত্যা করিয়াছিল। এক-কথায় গতকোল, বিস্তর গতকোল।

উনি ভরসা দিচ্ছেন বলেই রয়ে গেলুম; নয়ত আজই পাততাড়ি গুটিয়ে পালাতুম।

কেন?

জানো ভাই, সাহস করে কারুর কোনও অনিষ্ট করিনি। অথচ...

ওটার মানে বের করেছেন কি?

একটা অ্যাং- ছিল, তাই মো ইনস্টিটিউট, এ লেখাটার গ গিয়াংফুং না

কাগজে লেখা আছে বলেই যে কাউকে মারতে হবে তারই বা কী মানে আছে।

বাইরের জিনিস হাওয়ায় ঘরের ভেতর এসে পড়তে পারে। ঠিক, ঠিক! হয়ত ছেঁড়া পুঁথিটুঁথির পাতা।

যাকগে! তোমার দাদাই ত রয়েছেন। বেশ ভেল্ম পাওয়া যায় ওঁকে দেখে!...খেলোয়াড় টেলোয়াড় ছিলেন নাকি?

একসময়ে ক্রিকেট খেলেছেন এখন যোগব্যায়াম করেন।

দাদা, দাদা।
সেই চিঠিটি লেখার পরে আমি ত ভেবেছি 'মৃত্যু'...আমি সারা সকাল পাগলের মতো এর মূল-কিনারা করতে পারছি না।
আর ভাবছেন না।
কারণ, না থাকলে কেউ কারও মৃত্যুকামনা করে না। তা ছাড়া আপনাকে শাসাতে হলে যে ভাষা আপনি জানেন তাকেই শাসানো স্বাভাবিক। নইলে ত শাসানি মাটি মারা যাবে। —তাই নয় কি?
তাত বটেই। আর গোলমাল হলে আপনি ত আছেনই।
আমি থাকলে কিন্তু গোলমালটা মাঝে মধ্যে একটু বেশিই হয়।
!?!
টেলিগ্রাফ অফিস-গুলোতে বেশির-ভাগ লোকই অশিক্ষিত... তবে এটা একটু জমজমাট।
হঠাৎ টেলিগ্রাফ অফিসে গেল?
শশধরবাবুকে একটা কেবল করে দিলাম। ও পৌঁছবার আগেই অফিসে পৌঁছে যাবে-তাও দেরি করে কোনও লাভ নেই।
কী লিখলেন?
হ্যাভ রিজন টু সাসপেক্ট শেনডাকিয়ুস কেয়ার নট এক্সাক্টলি। অ্যাম ইনভেস্টিগেটিং।
বাড়াবাড়িটা কিসে দেখলেন?
আছে।...একটু ঘুষ দিতে হল। শেনডাকিয়ুসের নামে কোনও টেলিগ্রাম এসেছিল কিনা সেটা জেনে নিয়েছি। একটা ছিল শশধরবাবুর টেলিগ্রাম-অ্যাম অ্যাবাউট টু ফার্দার।

আর একটা পড়ে দ্যাখ।
YOUR SON MAY BE IS A SICK MONSTER...PRITEX. সিক মনস্টার?...কানে বাজছে? মানে আবার কী?
YOUR SON MAY BE IS A SICK MONSTER PRITEX
বোঝাই যাচ্ছে কোনও গোলমাল করেছে। কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে — কী গোলমাল। আসলে টেলিগ্রামটা কী ছিল।
প্রাইভেটলি?
ওটা বোধহয় ছাপার ভুল নয়। ওটা কোনও গোয়েন্দা এজেন্সির টেলিগ্রাফিক অ্যাড্রেস। PRI অর্থাৎ প্রাইভেট, আর TEX হল TEC-এর বহুবচন।
ডিটেকটিভ-এর TEC এই টেলিগ্রামটা পেয়েই কি শেলডাকার যাবতে গিয়েছিল?
কিছুই আশ্চর্য নয়।
তার মানে এই এজেন্সিটা শেলডাকারের ছেলের খোঁজ করছিল?
তাই ত মনে হচ্ছে। কিন্তু SICK MONSTER! মরি মরি!
কতগুলো রহস্য একসঙ্গে সমাধান করবে বলো ত।
সেইটাই তো ভাবছি। প্রশ্নের পর প্রশ্ন... বলো ত দেখি একটা করে।
এক — SICK MONSTER। তারপর?
তারপর?
পাথর কে ফেলল?
গুড।
তিন, মূর্তিটা কোথায় গেল। চার, নিশিকান্তবাবুর ঘরে কাগজ কে ফেলল।
আর কে ফেলল। বলতে আছে।
খুনের জায়গায় কার রোকাম?
অরিন্দি মোটা শেলডাকারের নিজের রোকাম হতে পারে... বলে চলো।

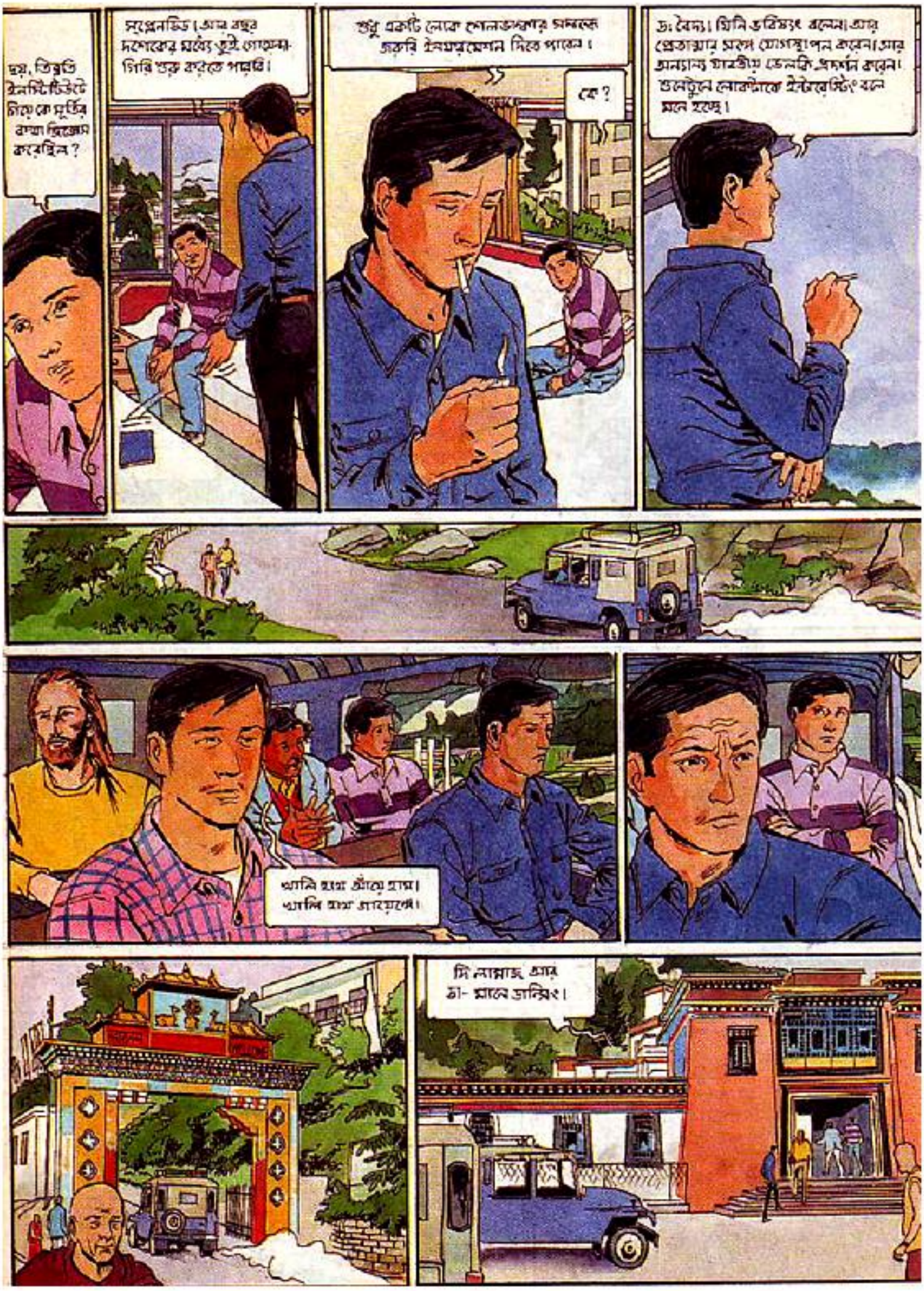
দুয়, তিব্বতি ইনস্টিটিউটে গিয়ে কে মূর্তির কথা জিজ্ঞেস করেছিল?
সুপ্রেনডিড। আর বছর দশেকের মধ্যে তুই গোয়েন্দাগিরি শুরু করতে পারবি।
শুধু একটি লোক শেলডনকার সম্বন্ধে জরুরি ইনফরমেশন দিতে পারেন।
কে?
ডঃ বৈদ্য। তিনি তিব্বিয়ং বলেন। আর প্রেতাত্মার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আর অন্যান্য গার্হস্থ্য ডেলকি প্রদর্শন করেন। ভেলটুনে লোকটাকে ইন্টারেস্টিং বলে মনে হচ্ছে।
খালি হাত আঁকে হাম। খালি হাত আরয়েগে।
দি লামাজ অব তা- মানে ডান্সিং।

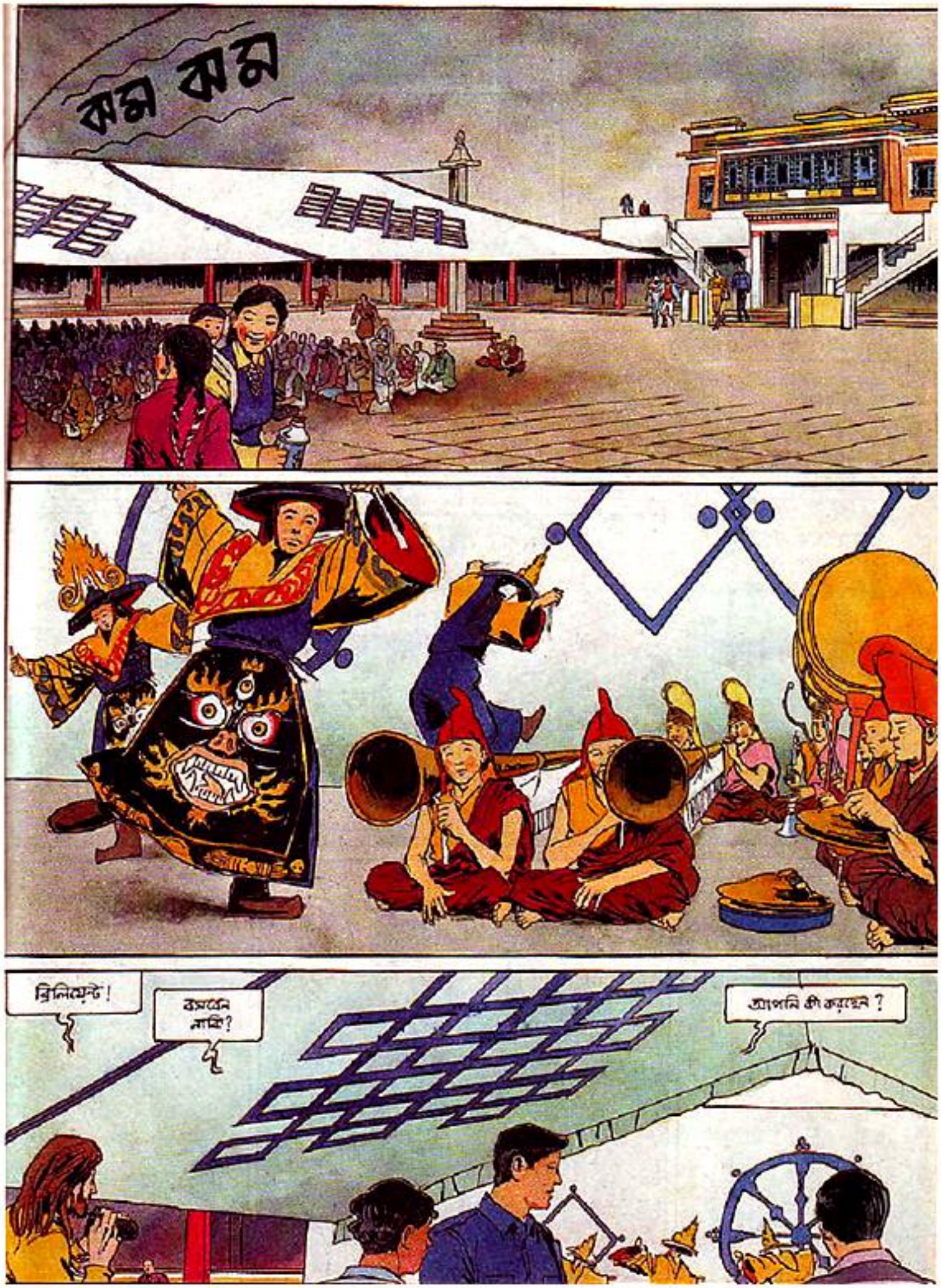
ঝম ঝম
ব্রিলিয়েন্ট!
বসবেন নাকি?
আপনি কী করছেন?

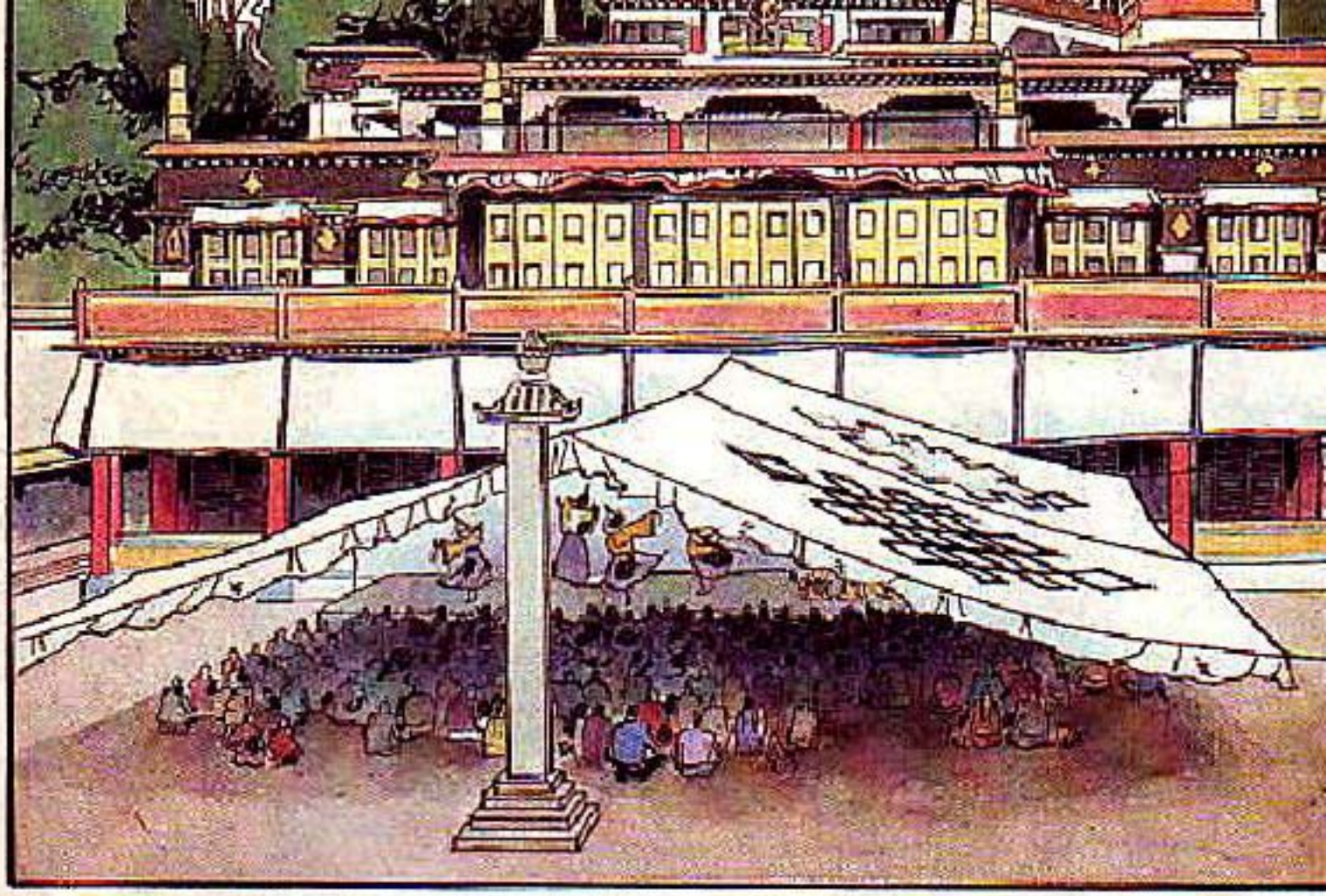

মঠ আর মনাস্টেরি কি এক জিনিস?
হ্যাঁ। মঠ...

SICK MONSTER! SICK হল সিকিয়। আর MONSTER হল ম্যানাটারি। থ্যাঙ্ক ইউ গোপয়ে।

তা হলে পুরোটার কী মানে দাঁড়াচ্ছে।?

ব্যস পরিষ্কার ব্যাপার।

YOUR SON MAY BE A SICK MONSTER – গোটার দিকটায় কোনও গোলমাল নেই। IS টাকে IN বার দে। তা হলে দাঁড়াচ্ছে – ইয়োর সান মে বি ইন এ সিকিয় ম্যানাস্টেরি।

তোমার ছেলে হয়ত সিকিয়ের কোনও মঠে রয়েছে।

তার মানে শেলডাক্লারের যে ছেলেটাকে হয়ত আগে বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিল সে এখন এখানে রয়েছে।

প্রাইটেক্স ও তাই বলছে। এখন প্রাই-টেক্সের কেরামতির দৌড় যে কত খানি তা ও জানি না।

শেলডাক্লার যদি টেলিগ্রামের ভুল সত্ত্বেও তার মানেটা ঠিক করে থাকে, তা হলে তার মনে আশার সঞ্চার হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কারণ সে ছেলেকে ভালবাসত।

হয়ত সেদিন গুম্ফায় হারিয়েছেন ছেলের সন্ধান।

কোয়াইট পসিবল। আর ছেলে যদি সত্যি করে থেকেই থাকে এ তল্লাটে তা হলে অবিশ্যি...

উইল... উইল... শেলডাক্লার যদি তার ছেলেকে সম্পত্তি দিয়ে গিয়ে থাকেন, তা হলে সে অনেক টাকা পাবে

বুম

আমি, একটু ঘুরে দেখি।

বাইরে আসুন!
কোনদিকে গেল লোকটা জানি না। তবে চান্স নেওয়া ছাড়া গতি নেই।
কোন লোকটা?

লাল পোশাক। দরজার বাইরে থেকে উঁকি দিচ্ছিল। চাইতেই সটকাল।
মুখটা দেখোনি?
আলো ছিল না।
ফ ফ ফ ফ ফ
ঝম
কোলডাক্তারের ছেলে গেলি এখানে...
হেলপ!
হেলপ!
নিশিকান্তবাবু!
ঝম
হেলপ!
ওরে বাবা! মরে গেলুম! বাঁচান!

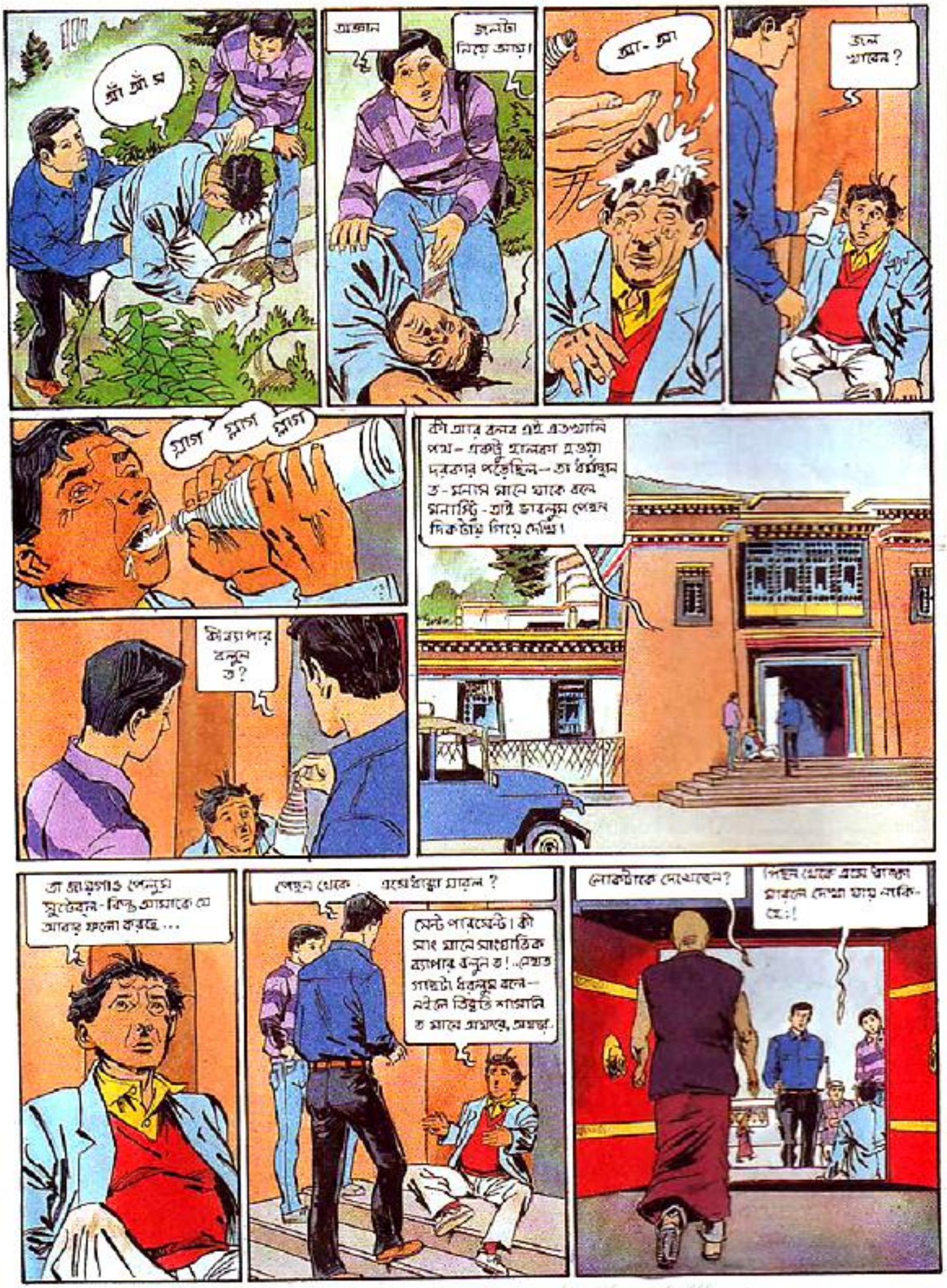
হাঁ হাঁ হ
আজ্ঞান
জনতা নিয়ে আয়।
আ-আ
ভাল খাবেন?
গ্লাগ গ্লাগ গ্লাগ
কী আর বলব এই এতখানি পথ – একটু হালকা হওয়া দরকার পড়েছিল – তা ধর্মশালা ত – মনাস্ট্রি মানে যাকে বলে মনাস্ট্রি – তাই ভাবলুম পেছন দিকটায় গিয়ে দেখি।
কীরকম পার বলুন ত?
তা জায়গাও পেলুম সুবিধেমত – কিন্তু আমাকে যে আবার ফলো করছে...
পেছন থেকে এসে ধাক্কা মারল?
সেন্ট পারসেন্ট। কী যাং মানে সাংঘাতিক ব্যাপার বলুন ত! ..পেছন গাছটা ধরলুম বলে – নইলে তিব্বতি শামানি ত মানে গুরুদেব, অমনি
লোকটাকে দেখেছেন?
পিছন থেকে এসে ধাক্কা মারলে দেখা যায় নাকি-হে!

ভোঁ ভোঁ ওঁ ৩৩৩
মশাই, আপনার একটা দায়িত্ব আছে সেটা বোধ হয় বুঝতে পারছেন।
দায়িত্ব?
আপনি কার পেছনে লেগেছেন সেটা না বললে কে আপনার পেছনে লেগেছে সেটা বলা যাবে না।
কী আকী করে বলতে হবে বলুন আমি বলছি - জানত আমি কোনও লোকের অনিষ্ট করিনি - এমনকী কারও বদনাম পর্যন্ত করিনি।
আপনার কোনও গ্রামের ভাইটাই নেই ত?
আসে না প্যার। আই এ্যাম ওনলি অফপ্রিং।
হুঁ।
আমার পেয়ারটা।...
তোমাকে আমরাই ইনভাইট করেছি। আর তুমি আমাদের দেশে অতিথি - তোমার পয়সা ত আমরা নেব না।
গ্রেনবাইট। তা হলে একটু চা খেয়ে যাও।
আমার আপত্তি নেই।

আমি অর্ডারটা দিয়ে আসছি।

হ্যালো।

পরিচয় করিয়ে দিই—ডঃ বৈদ্য।

আপনাদের দেখে বাঙালি বলে মনে হচ্ছে।

টিক। আপনার কথা হেলমুটের কাছে শুনেছি।

হেলমুট ইজ এ নাইস বয়। তবে তাকে আমি বলেছি যে, এ দেশের একটা সংস্কারের কথা ও যেন না ভোলে। এরা বিশ্বাস করে যে, যার যত বেশি ছবি তোলা যাবে, তার তত বেশি আয়ু কমে যাবে।

কারণ এই যে আমি, এই আমার খানিকটা যদি অন্য কোনও বস্তুতেও থেকে যায়, তার মানে আমার কাইটাল ফোর্সের খানিকটাও নিশ্চয়ই সেই বস্তুর মধ্যে রয়েছে। সেই পরিমাণে আমার নিজের ভাইটাল ফোর্সও কমে যাচ্ছে।

আপনিও কি এতে বিশ্বাস করেন?

কমলেই বা কী? হেলমুট কি আর আমার ছবি তুলতে মানা করেছে।

তবে কোনও জিনিস পরীক্ষা করে দেখার আগে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্নটা ওঠে না। এখনও অনেক জিনিস শিখতে হবে। অনেক পরীক্ষা করতে হবে।

কিন্তু আপনি তো সেসব না করেই অনেকদূর অগ্রসর হয়েছেন বলে মনে হয়। শুনলাম আপনি ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারেন। মৃত ব্যক্তির আত্মার সঙ্গে কথা বলতে পারেন।

সবসময় না। পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর অনেকটা নির্ভর করে।

কিছু জিনিষ খুব সহজে বলে দেওয়া যায়। যেমন এই ভদ্রলোকটি কোনও কারণে অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় ভুগছেন।

মিঃ ওকে একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি মৃত্যুভয় দেখাচ্ছেন। সেটা কে বলতে পারেন?

!?

এজেন্ট।

এজেন্ট?

হ্যাঁ, এজেন্ট। মানুষ অন্যায় করলে তার শাস্তি হবেই। অনেক সময় ভগবান নিজেই শাস্তি দেন; আবার অনেক সময় তাঁর এজেন্টরা এই কাজটা করে।

দ্যাট ইজ ট্রুথ। আমি আর টানতে চাই না।

আমি জোর করে কাউকে কিছু শোনাই না। ইনি জিজ্ঞেস করলেন তাই বললাম। দেখছায় লব্ধ জ্ঞান ছাড়া অন্য কোনও জ্ঞানের কোনও মূল্য নেই। তবে একটা কথা - বাঁচতে হলে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

কারীন্দনি এক্সপ্রেস।

এর বেশি কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

আপনাদের সঙ্গে ত মিঃ লোনট্রাফারের আলাপ হয়েছিল।

বড় দুঃখের ব্যাপার। আমি ওকে সতর্ক করে দিয়েছিলাম যে, এই সময়টা ভাল যাচ্ছে না।

অবিশ্যি অকস্মাৎ মৃত্যুর ব্যাপারে কারও কোনও হাত নেই। লোকায় পোরো-নিংচিতে বলেছে - স্ত্রেয় দোরজোং দোরজি মিংচিয়াম তম লিরিয়ান হোকোরিরিরিচিয়াং।

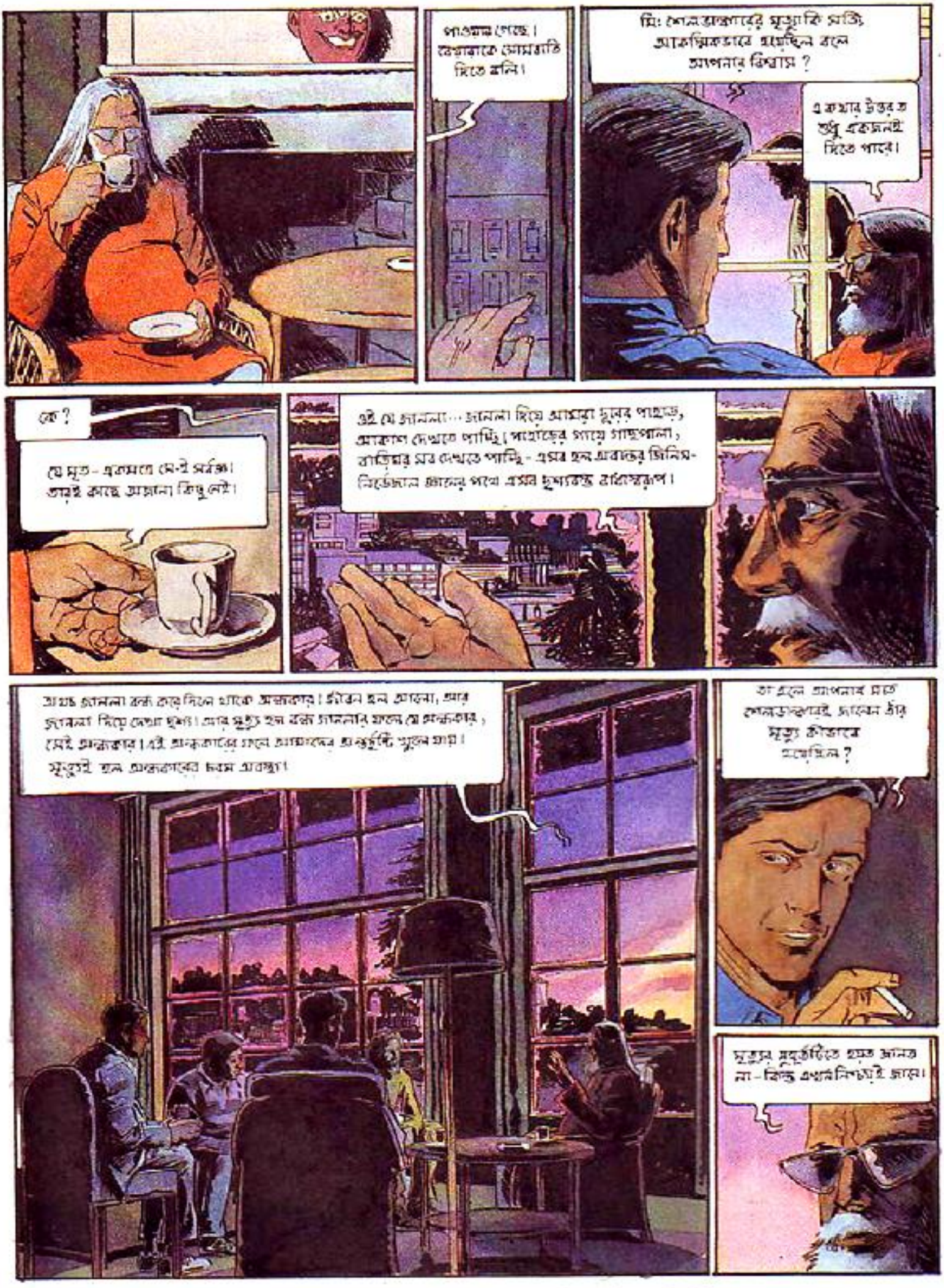
পাওয়া গেছে। বেয়ারাকে সোমরাতি দিতে বলি।
মিঃ শেলডাক্কারের মৃত্যু কি সত্যি আকস্মিকভাবে হয়েছিল বলে আপনার বিশ্বাস ?
এ কথার উত্তর তো শুধু একজনই দিতে পারে।
কে ?
যে মৃত - একমাত্র সে-ই সর্বজ্ঞ। তারই কাছে অজানা কিছু নেই।
ওই যে জানলা... জানলা দিয়ে আমরা দূরের পাহাড়, আকাশ দেখতে পাচ্ছি। পাহাড়ের গায়ে গাছপালা, বাড়িঘর সব দেখতে পাচ্ছি - এসব হল এবাদের জিনিস-নির্ভেজাল জ্ঞানের পথে এসব দুষ্প্রাপ্য বাধাস্বরূপ।
অথচ জানলা বন্ধ করে দিলে থাকে অন্ধকার। জীবন হল আলো, আর জানলা দিয়ে দেখা দুষ্প্রাপ্য। আর মৃত্যু হল বন্ধ জানলার ফলে যে অন্ধকার, সেই অন্ধকার। এই অন্ধকারে গেলে আমাদের অন্তর্দৃষ্টি খুলে যায়। সুতরাং হল অন্ধকারের চরম অবস্থা।
তা হলে আপনার মতে শেলডাক্কারই জানেন তাঁর মৃত্যু কীভাবে হয়েছিল ?
মৃত্যুর মুহূর্তটিতে হয়ত জানত না - কিন্তু এখন নিশ্চয়ই জানে।

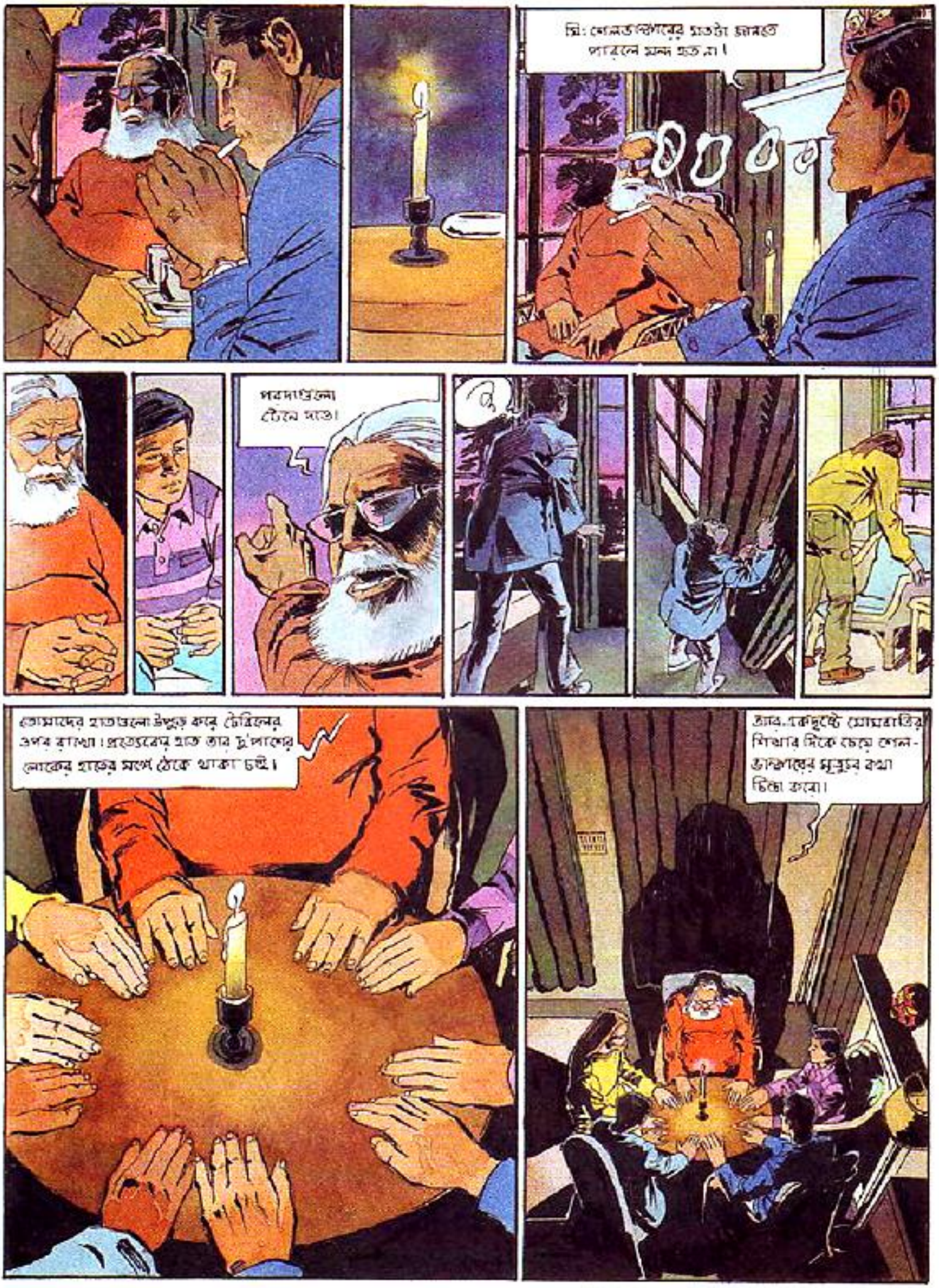
মি: শেলডাক্সারের মতটা জানতে পারলে মন্দ হত না।
পরদাগুলো টেনে দাও।
তোমাদের হাতগুলো উপুড় করে টেবিলের ওপর রাখো। প্রত্যেকের হাত তার দু'পাশের লোকের হাতের সঙ্গে ঠেকে থাকা চাই।
আর একদৃষ্টে মোমবাতির শিখার দিকে চেয়ে শেলডাক্সারের মৃত্যুর কথা চিন্তা করো।

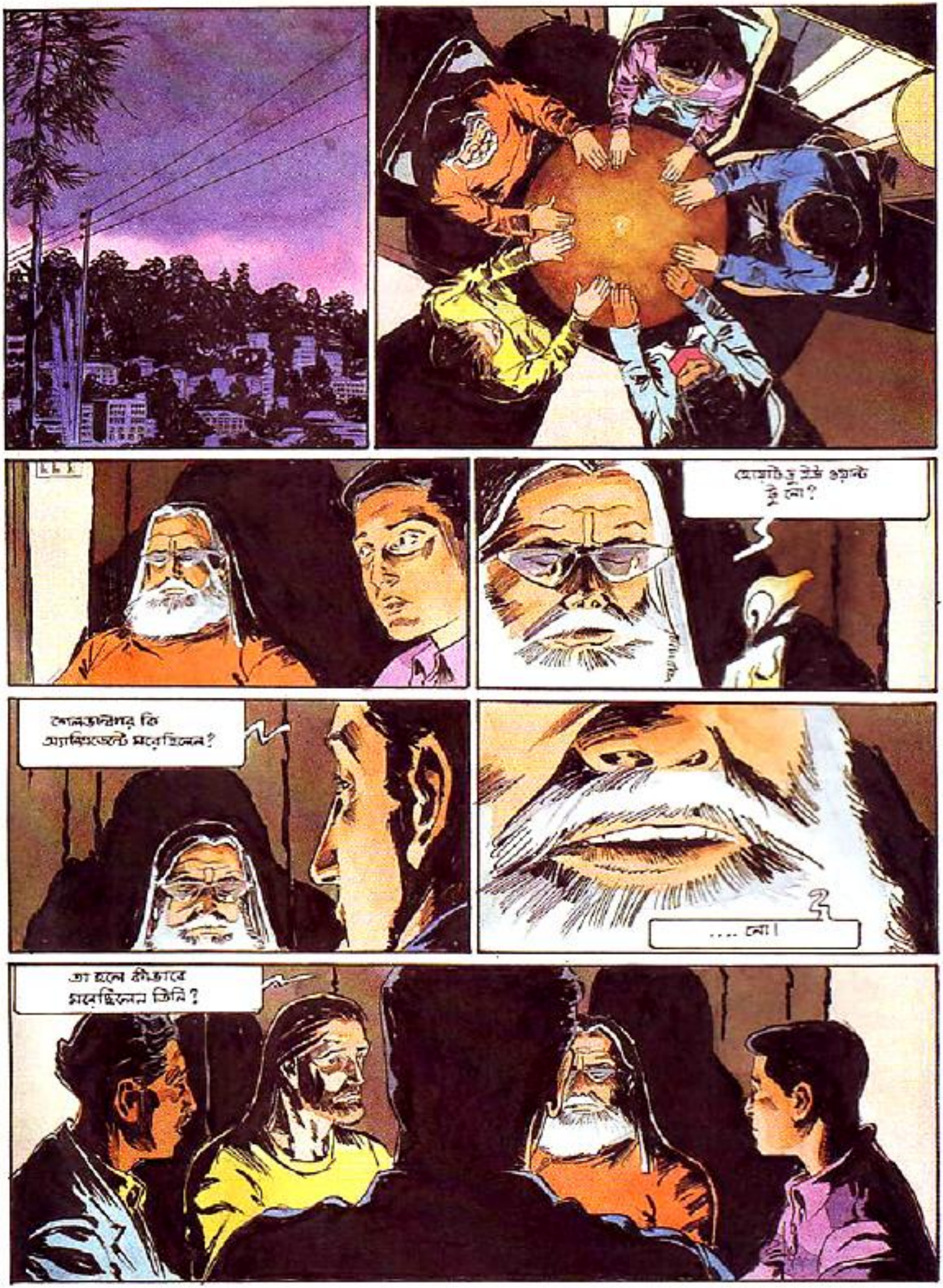
ডোন্ট ইউ ওয়ান্ট টু নো?
শেলডনিয়ার কি অ্যাক্সিডেন্টে মরেছিলেন?
.... নো।
তা হলে কীভাবে মরেছিলেন তিনি?

ব্ব.ব্ব.ব্ব.ব্ব
সার্জার!!
মা-হা-ডা-র!
কে খুন করেছিল বলা সম্ভব কি??
বীরেন্দ্র।

দু
এ প্রায় অর ওয়াটের প্রিন্স।
বীরেন্দ্র যে কে সেটা বোঝেন্ত অন্যের কোনও সম্ভাবনা নেই।?
বীরেন্দ্র মিঃ শেল-ডেক্সারের ছেলের নাম। আমাকে বীরেন্দ্রর কথা বলেছেন তিনি। একবার নয় অনেকবার।
আপনাকে খুব নর্মাল লোক বলে মনে হচ্ছে। মাঝখানে, মনে হয় আপনার ঘাঁটা বেড়ে গেছে।
হেঁ হেঁ
আপনি ক'দিন আছেন?
কাল দিনটা ভাল থাকলে পেশিয়াংটি যাওয়ার ইচ্ছে আছে। ওখানকার মনাস্ট্রিতে অনেক পুঁথিপত্র আছে শুনেছি।
আপনি কি তিব্বত নিয়ে পড়াশোনা করছেন?
প্রাচীন সভ্যতা বলতে ত ওই একটি বাকি আছে। মিশর, ইরাক, মেসোপটেমিয়া — এসব ত বহুকাল আগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

ভারতবর্ষে এরই পাঁচমেশালি। সৌভাগ্যক্রমে এই মিকিমের গ্রামগুলোতে সেই পুরনো সভ্যতার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়।

আপনারাও এসে পড়ুন না পেমিয়াংচি।

ঠিক কালই যেতে পারব না। আপনি ত' কয়েকদিন থাকবেন ওখানে?

অন্তত দিন চারেক থাকার ইচ্ছে আছে।

তা হলে হয়ত দেখা হতে পারে।

গেলে কিছু নুন সঙ্গে নিয়ে ভুলবেন না।

নুন?

জোঁক তাড়াতে হলে নুন ছাড়া গতি নেই।

ডিমেন্ট লোক এমনই।

ডঃ বৈদ্যর কথা বলছেন?

আশ্চর্য ক্ষমতা। ধীরেসুস্থে বলে বলে দিলে!

আপনার ত' ভালই লাগবেই — বলেছে ফাঁড়া কেটে গেছে — আর কী চাই।

আপনার বুঝি ওঁর কথাগুলো বিশ্বাস হয় না?

ফলে গেলে এরা নিশ্চয়ই। এমনিতে এমন লোকের ওপর চট করে শ্রদ্ধা রাখা কঠিন। এত বুজরুকের দল আছে এ লাইনে।

কিন্তু গুণী লোকও ত থাকতে পারে। এঁর কথাবার্তার স্টাইলই আলাদা... মার্ডারের কথা যে বললে সেটাও আপনার বিশ্বাস হয় না?
হুঁ।
কেন বলুন ত?
কারণ আছে।
সময় নষ্ট করে লাভ নেই। কিছু ক্যালকুলেশন আছে মোর ফেলি গো। তুই একটু ঘুরে আয়। আমি আইজন্সটা আনডিসটার্ব্ড কাজ করতে চাই।
হেলমুট!
দেখাতেই পেল না!

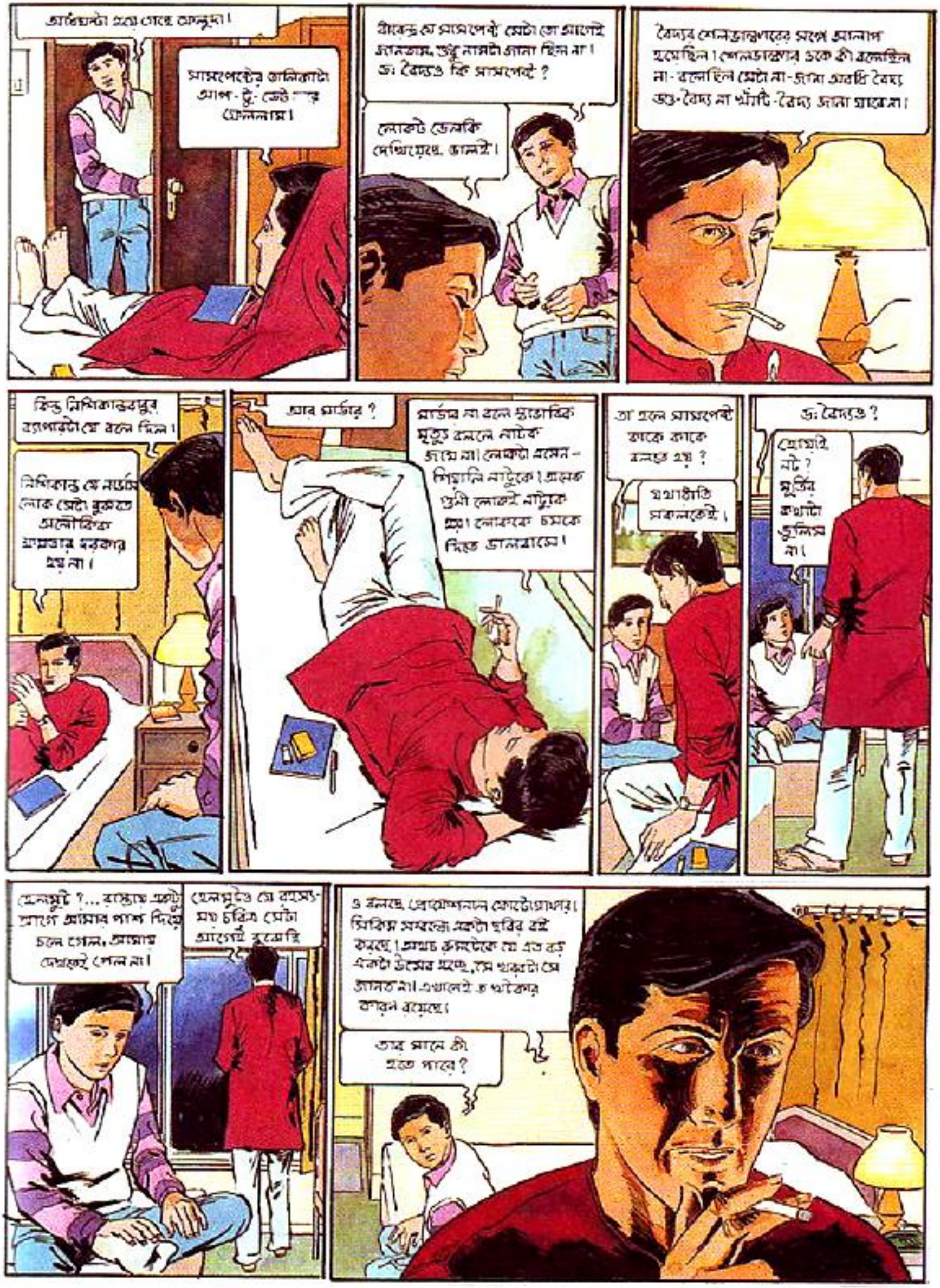
আশ্চর্যটা হয়ে গেছে কালুদা।
সাসপেক্টের তালিকাটা আপ-টু-ডেট করে ফেললাম।
বীরেন্দ্র যে সাসপেক্ট মেটা তো আগেই জানতাম, শুধু নামটা জানা ছিল না। ডঃ বৈদ্যও কি সাসপেক্ট?
লোকটা ভেলকি দেখিয়েছে, ডালটা।
বৈদ্য শেলডাক্তারের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। শেলডাক্তার ওকে কী বলেছিল না-বলেছিল মেটা না-জানা অবধি বৈদ্য ভণ্ড-বৈদ্য না খাঁটি-বৈদ্য জানা যাবে না।
কিন্তু নিশিকান্তবাবুর ব্যাপারটা যে বলে দিল।
নিশিকান্ত যে নার্ভাস লোক মেটা বুঝতে অলৌকিক ক্ষমতার দরকার হয় না।
আর মার্ডার?
মার্ডার না বলে স্বাভাবিক মৃত্যু বললে নাটক জমে না। লোকটা এমনি-শিয়ালি নাটুকে। অনেক গুণী লোকই নাটুকে হয়। লোককে চমকে দিতে ভালবাসে।
তা হলে সাসপেক্ট কাকে কাকে বলছ হয়?
যথারীতি সকলকেই।
ডঃ বৈদ্যও?
হোয়াই নট? মূর্তির কথাটা ভুলিস না।
শেলমুটি?... রাস্তায় একটু আগে আমার পাশ দিয়ে চলে গেল, আমায় দেখতেই পেল না।
শেলমুটিও যে রহস্যময় চরিত্র মেটা আগেই বুঝেছি
ও বলছে প্রোফেশনাল ফোটোগ্রাফার। সিকিম সরকারের একটা ছবির বই করছে। অথচ কুলটাকে যে এত বড় একটা উমের হচ্ছে, সে খবরটা সে জানত না। এখানেই ও খাঁটির কারণ রয়েছে।
তার মানে কী হতে পারে?

তার মানে এই যে, ওর এখানে থেকে যাওয়ার অন্য কোনও কারণ রয়েছে, যেটা ও আমাদের কাছে প্রকাশ করছে না।
গুড নাইট।
গুড নাইট।
ঠক ঠক
মন বসছে না।
হাউ হাউ
আউ
আউ
হাউ হাউ
হকঁব

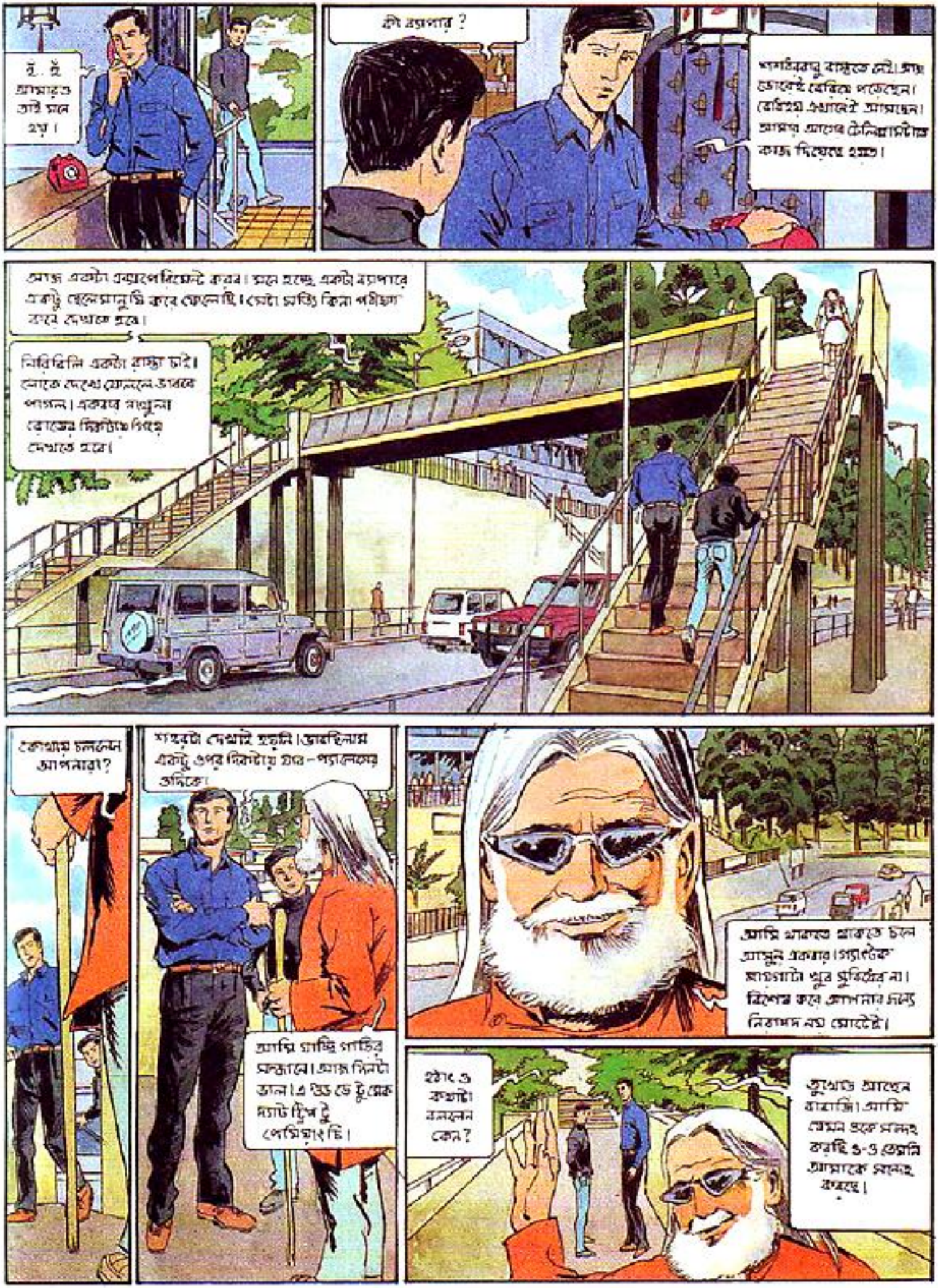
হুঁ. হুঁ আমারও তাই মনে হয়।
কী ব্যাপার ?
শর্মাবাবু বাড়িতে নেই। আজ ভোরেই বেরিয়ে পড়েছেন। বেরিয়ে এখানেই আসবেন। আমায় আগের টেলিগ্রামটাই কাজ দিয়েছে এবার।
আজ একটা এক্সপেরিমেন্ট করব। মনে হচ্ছে, একটা ব্যাপারে একটু ঘেলেমানুষি করে ফেলেছি। সেটা সত্যি কিনা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।
নিরিবিলি একটা রাস্তা চাই। লোকে দেখে ফেললে ভাববে পাগল। একবার নাথুনা বোডের দিকটাও গিয়ে দেখতে হবে।
কোথায় চললেন আপনারা?
সাহসটা দেখাই হয়নি। ভাবছিলাম একটু ওপর দিকটায় যাব – প্যালেসের ওদিকে।
আমি গান্ধি গাড়ির সন্ধানে। আজ দিনটা ভাল। এ ডে টু প্লেক দ্যাট ট্রিপ টু পেমিয়াংচি।
আমি থাকতে থাকতে চলে আসুন একবার। গ্যাংটক যাওয়াটা খুব সুবিধের না। বিশেষ করে আপনার জন্য নিরাপদ নয় মোটেই।
হঠাৎ ও কথাটা বললেন কেন?
তুখোড় আছেন বাবাজি। আমি যেমন ওকে সন্দেহ করছি ও-ও তেমনি আমাকে সন্দেহ করছে।

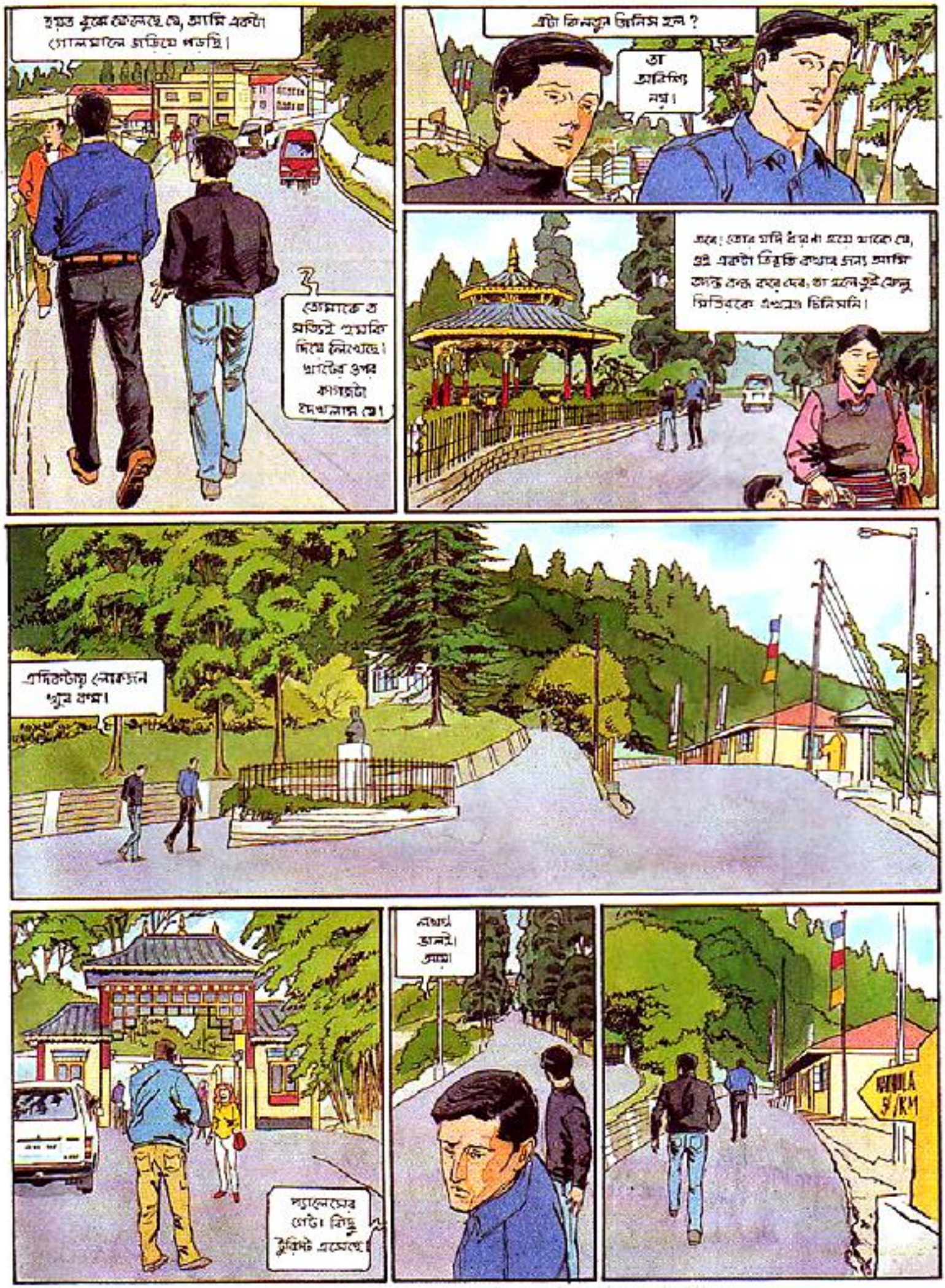
হয়ত বুঝে ফেলেছে যে, আমি একটা গোলমালে জড়িয়ে পড়েছি।
তোমাকে ত সত্যিই হুমকি দিয়ে লিখেছে। খাটের ওপর কাগজটা দেখলাম যে।
এটা কিসের জিনিস হল ?
তা জানিনা নয়।
তবে; তোর যদি বিশ্বাস না হয়ে থাকে যে, এই একটা চিঠি কথার জন্য আমি জান্ত বন্ধ করে দেব, তা হলে তুই কেন্দু মিত্তিরকে এখনই চিনিসনি।
এদিকটায় লোকজন খুব কম।
সেখানে জানাই। আমা।
স্যালেসের গেট। কিছু টুরিস্ট এসেছে।

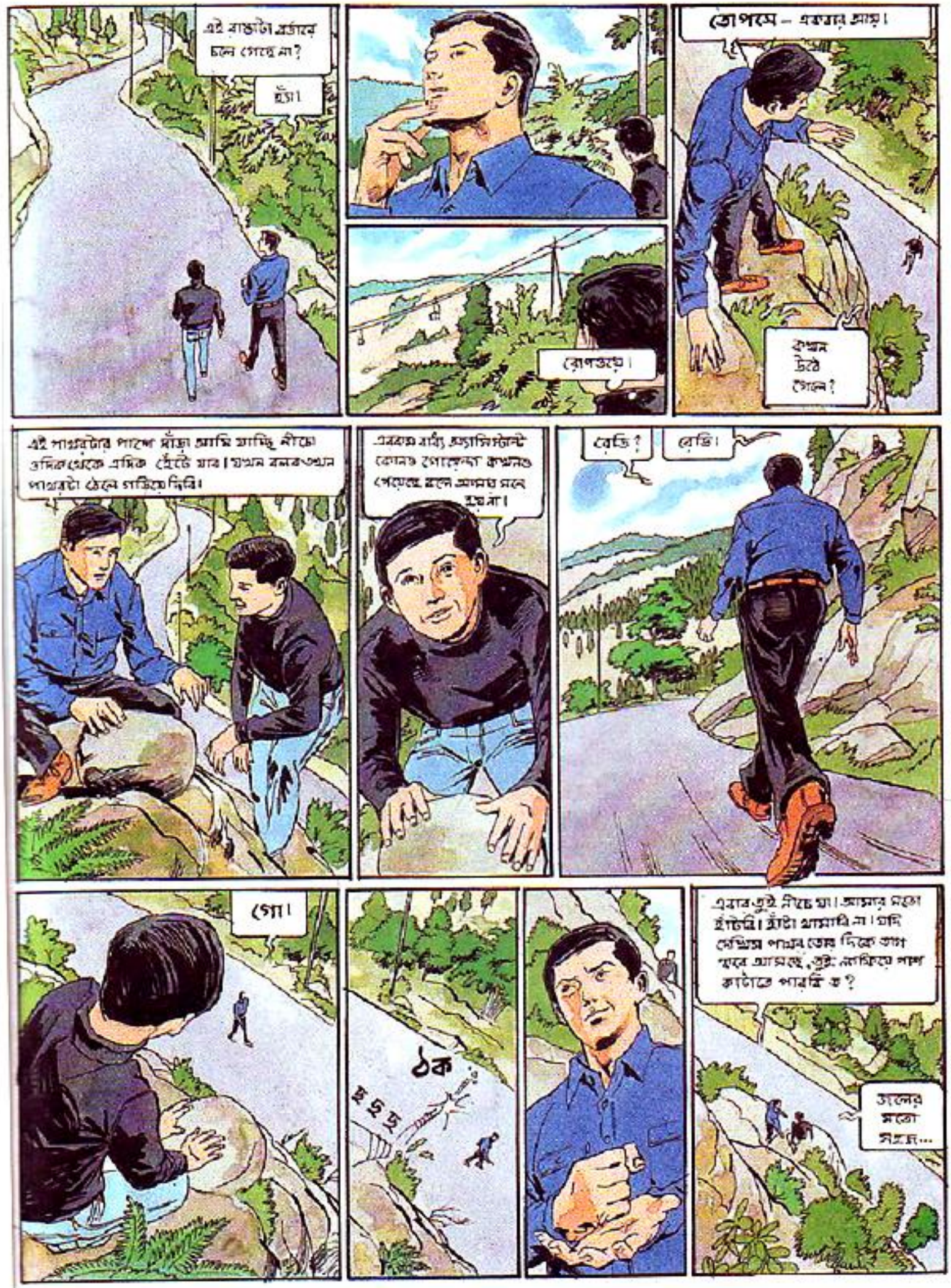
এই রাস্তাটা এভাবে চলে গেছে না?
হ্যাঁ।
রোদভরে।
তোপসে – একবার আয়।
কখন উঠে গেলে?
এই পাথরটার পাশে দাঁড়া আমি যাচ্ছি নীচে। ওদিক থেকে এদিক হেঁটে যাব। যখন বলব তখন পাথরটা ঠেলে গড়িয়ে দিবি।
এরকম বাঁধ্য অ্যাসিস্টেন্ট কোনও গোয়েন্দা কখনও পেয়েছে বলে আমার মনে হয় না।
বেড়ি?
বেড়ি।
গো।
ঠক
এবার তুই নীচে যা। আমার মতো হাঁটবি। হাঁটা থামাবি না। যদি দেখিস পাথর তোর দিকে ভাগ ঘুরে আসছে, তুই লাফিয়ে পাশ কাটাতে পারবি ত?
ভালের মতো সহজ...

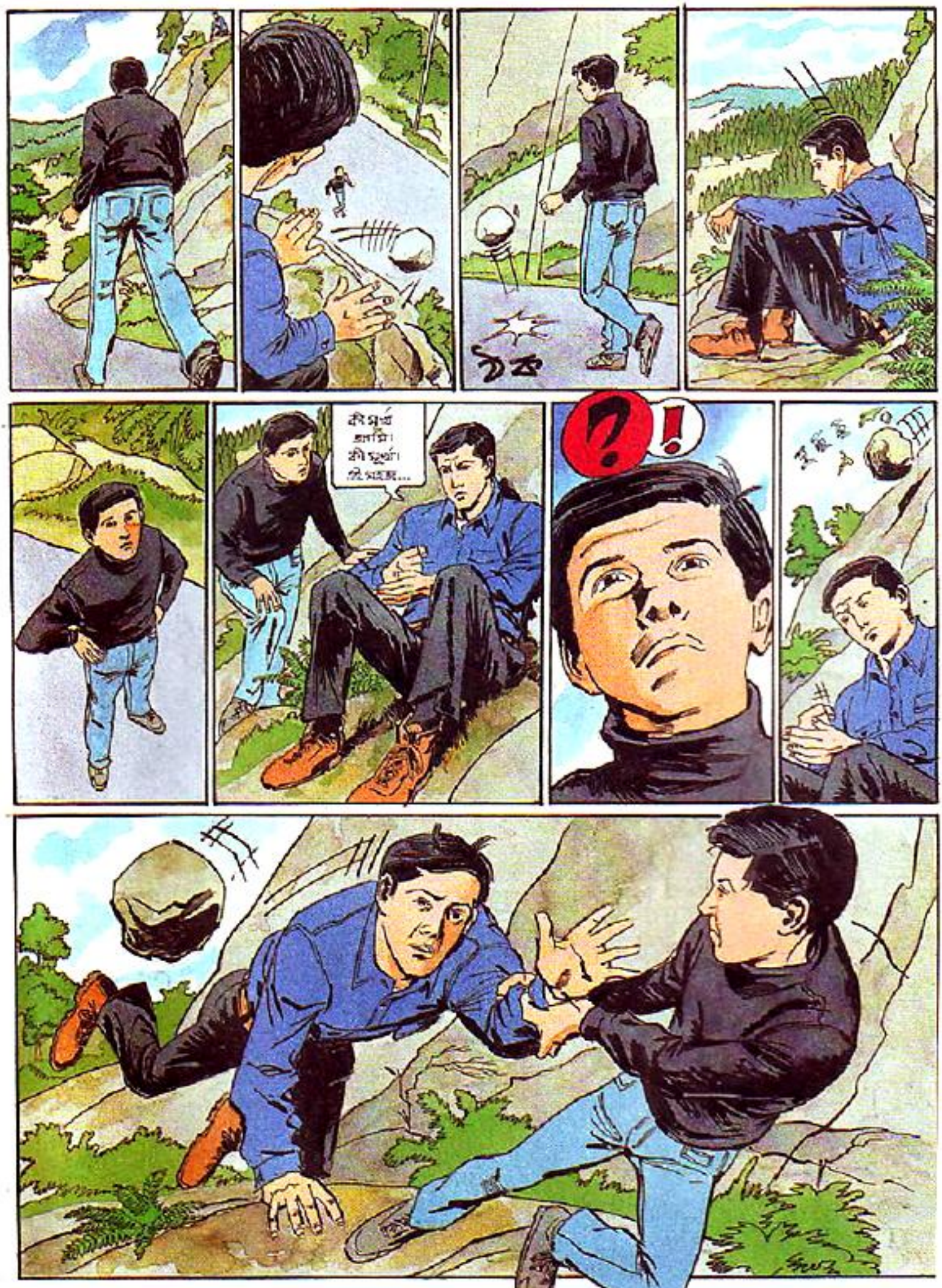
কী মূর্খ আমি। কী দুর্মুখ। ছি ছি ছি....

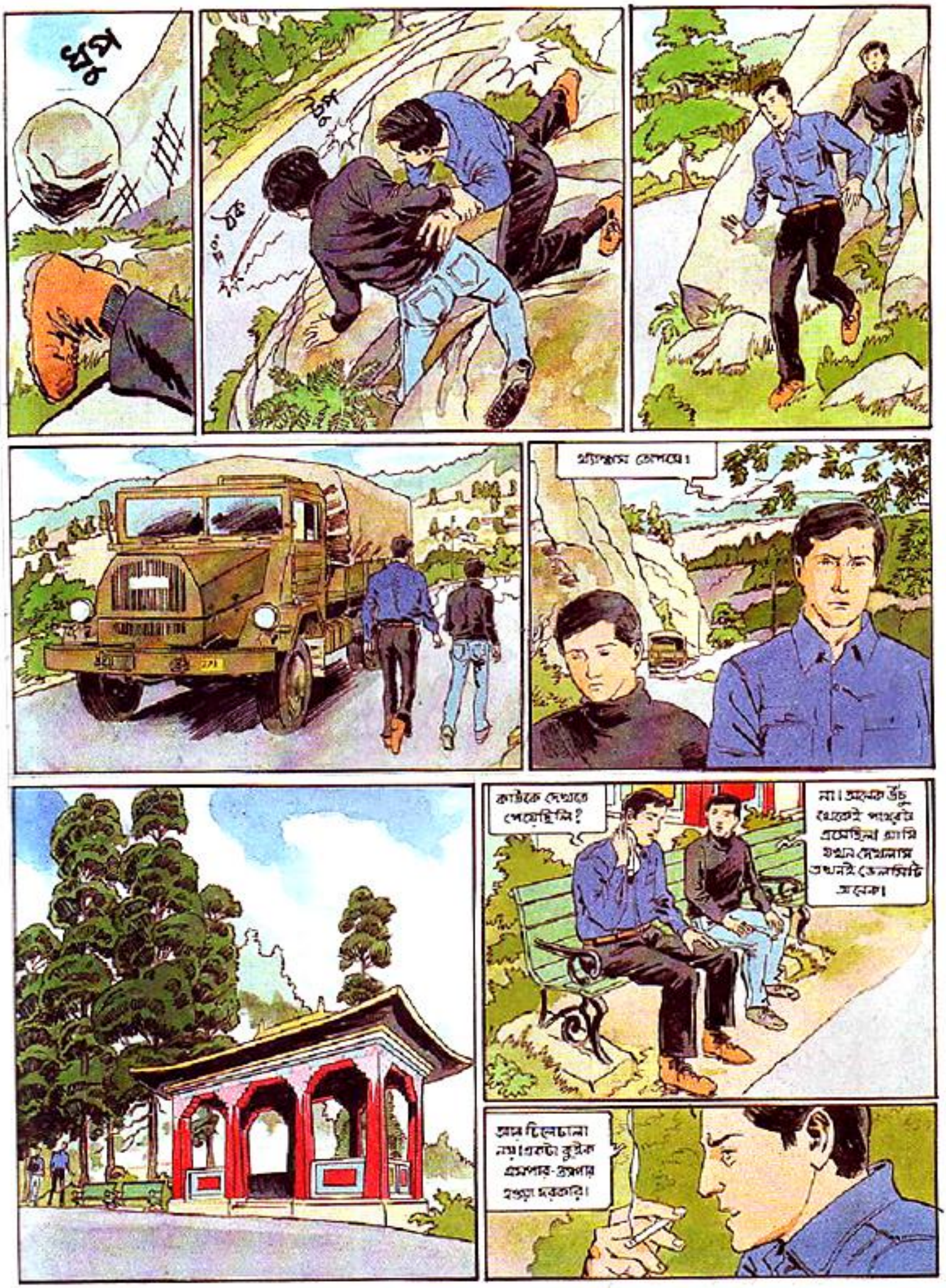
ধুপ
টুপ
ঠক
গ্র্যাস্কাস হেসেছে।
কাউকে দেখতে পেয়েছিলি?
না। অনেক উঁচু থেকেই পাথরটা এসেছিল। গাড়ি যখন দেখলাম তখনই কেলেঙ্কারি অনেক।
আর চিলচালা নয়। একটা কুইক এমপার-ত্রমপার হওয়া দরকার।

কিন্তু অনেক প্রশ্নের ত উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না, ফেলুদা।

কে বললে তোকে? কাল রাতে কখন ঘুমিয়েছি জানিস? আজ ইতো। ফেলু মিত্তির ঘোড়ার ঘাস কাটছে না।

এক্সপেরিমেন্ট সাকসেসফুল। পাথর এসে গাড়িতে পড়েনি। ওয়ান টন এ মিলিয়ন চান্সের ওপর নির্ভর করে বেউ খুন করে না। প্ল্যানটা ছিল অন্য, কিন্তু মোটাকে অ্যাকসিডেন্টের চেহারা দেওয়ার জন্য পাথরটা ফেলা হয়েছিল।

মিঃ শেনডোয়ারকে খুন করা হয়েছিল আগেই। তারপর তাকে জিয়া মসজিদ খাদের মধ্যে ফেলা হয়নি। তারপর সব শেষে ফেলা হয়েছিল পাথর।

কিন্তু তা হলে ড্রাইভার যে...

ড্রাইভারকে হাত করা হয়েছিল। এ বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই। কারণ এ ছাড়া জিনিসটা সম্ভব নয়।

কিংবা ড্রাইভার নিজেই খুন করতে পারে।

না। বেউ টাকার জিনিস কিনে লোককে বলে বেড়ায় না। ড্রাইভারের পক্ষে মূর্তিটার কথা জানার কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল বলে মনে হয় না।

এখন আমাদের টার্গেট হচ্ছে SKM 04463!

SKM 04463 কাল রাতে শিলিগুড়ি চলে গেছে।
জিপটা নতুন বলে সকলেরই ওটার ওপর চোখ। তাই আর বসে থাকে না।
তা হলে আমরা কী করব?
দাঁড়া একটু ভাবতে দে।
Snow VIEW
কবে পৌঁছেছি আমরা এখানে?
চোদ্দই এপ্রিল। সেদিন ছিল পয়লা বৈশাখ।
TEA SNACKS
ইয়েস, ইয়েস। আর খুন হয়েছে কবে?
এগারোই।
সেদিন গ্যাংটকে ছিল শেলডাক্কার, নিশিকান্ত, হেলমুট আর ডাঃ বৈদ্য।
আর বীরেন্দ্র?
ঠিক নিশ্চি বীরেন্দ্রও ছিল। ধরে নিচ্ছি, প্রফেসর ভুল করেনি। আচ্ছা, নিশিকান্তবাবুকে জানলা দিয়ে কবে কাগজ ফেলেন?
যেদিন আমরা এসেছি, সেদিন রাতে।
চোদ্দই রাতে। গুড। সে-সময় কে-কে ছিল?
হেলমুট, শঙ্করবাবু, বীরেন্দ্র, ডাক্তার, আর...
নিশিকান্তবাবু।
নিশিকান্তবাবু ত থাকবেই।

শুধু থাকবেই না। ও যদি কোনও গোলমাল করে থাকে, তা হলে নিজের ওপর সন্দেহ এড়িয়ে দেওয়ার জন্য নিজেই নিজের ঘরে কাগজ ফেলতে পারে... খালের মধ্যে গিয়ে 'হেল্প' 'হেল্প' বলে চিৎকার করতে পারে।

কী গোলমাল করতে পারেন নিশিকান্তবাবু

সেটা জানিনা। খুন করার সাহস ওর নেই। লোকটা লেখাপড়ায় ভিদু। আর সেটা অভিনয় নয়।

আর ডঃ বৈদ্য?

তিনি কবে কালিম্পং গেছেন। গ্রেট ফ্রাম গেছেন কিনা তা আমরা জানি না। ডাক বাংলো থেকে যে অন্য জায়গায় গিয়ে ঘাপটি মেরে বসে থাকেননি তার গ্যারান্টি কী?

একমাত্র শশধরবাবুর গতিবিধি সম্বন্ধে সন্দেহের কোনও কারণ নেই।

কারণ তিনি আমাদের সঙ্গে এক ট্রেনে এক জিপে এখানে এসেছেন।

মনে হচ্ছে, পেশিয়াংটিটা....

ও আমি দেখতেই পাইনি। একটা জরুরি আলোচনা ছিল। ঘরে যাওয়া যায় কি?

নিশ্চয়।

যে আই ফ্রোজ দ্য ডোর?

কোল্ড ড্রিঙ্ক বা কফি কিছু চলবে?

নো থ্যাংকস।

তোমাদের কয়েকটা ছবি দেখাতে এনেছি। এখানকার প্রিন্ট অ্যান্ডিজ ফ্যাক্টরি নয় তাই দার্জিলিং-এ জানাশোনা দোকানে পাঠিয়েছিলাম। আজই সকালে এনলার্জমেন্টগুলো এসেছে।
এটা নর্থ সিকিম হাইওয়েকে বোঝা। অ্যাক্সিডেন্টটা যেখানে হয় সেখান থেকে বাসটা একেবারে উল্টোদিকের পাহাড়ে চলে গেছে। সেখান থেকে এটুকুনো গেছে। ওখান থেকে একটা ঢাল দিয়ে পড়েছে প্রায় গোটা এরিয়াটাই... ইচ্ছে ছিল পথে মিঃ শেলবাহাদুরের গাড়িতে উঠে পড়ব।
কিন্তু তার গাড়ি তোমার কাছে পৌঁছয়নি।
এটাই। ছবি তুলতে তুলতে একটা শব্দ পেয়ে সেদিকে মুখ ঘুরিয়ে আমি এই দৃশ্যটা পাই। আমার টেলিফোটো লেন্স দিয়ে তুলে রাখি।
মুখ চেনা না গেলেও এটা বোধ হয় ড্রাইভারটা।
এটা কয়েক মোড় পরে তোলা।
ড্রাইভারটা এবার ওপরদিকে দেখছে। সেখানে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা যাচ্ছে।
এবার পাথর ফেলা হচ্ছে।
?
বিশ্বাস করেন। অদ্ভুত ছবি। এরকম দৃশ্য আমি কখনই দেখিনি।

এরকম সুযোগও কমই পাওয়া যায়।
তুমি ছবিগুলো তোলার পর কী করলে?
গ্যাংটক ফিরে এলাম। হেঁটেই গিয়েছিলাম — হেঁটেই ফিরলাম। অ্যাক্সিডেন্টের জায়গায় পৌঁছনোর আগেই শেলডান্সারকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।
গ্যাংটক ঢুকতেই অ্যাক্সিডেন্টের খবর পাই আর সোজা হাসপাতালে চলে যাই। আমি যাওয়ার পরেও বেঁচে ছিল।
তোমার ছবি তোলার ব্যাপারটা তুমি কাউকে বলোনি?
বলেই লাভ? মজার না সে-ছবি প্রিন্ট হয়ে আসছে এতদিন ও মেয়েকে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যায় না। শুধু আমি জানি যে এটা অ্যাক্সিডেন্ট নয়, খুন।
আরও কাছ থেকে তুললে খুনির চেহারাটা বোঝা যেত।
ওই লাল পোশাকে পড়া লোকটা কি তা হলে বীরেন্দ্র?
ইমপসিবল!
যাবে? তুমি আর শিবুর মৃত্যু কী করে?
কারণ আমিই বীরেন্দ্র শেলডান্সার।
?
?!!

তুমি ঈরেন্দ্র মানে? তোমার চুল কটা, তোমার চোখ নীল, তোমার ইংরিজিতে জার্মান টান।..

তেরি সিখান। আমার বাবা দু'বার বিয়ে করেন। আমি প্রথম স্ত্রীর সন্তান। আমার মা ছিলেন জার্মান।

বাবা যখন ব্রিটিশ-ভারতে ছাত্র ছিলেন, তখনই আলাপ। আর ওখানে থাকতেই বিয়ে করেন। মার নাম ছিল হেলগা। বিয়ের আগে পদবি ছিল উঈদার।

তখন ভারতবর্ষ ছেড়ে জার্মানি গিয়ে মেইন্সে তেরি তখন ঈরেন্দ্র নামটা ছেড়ে গ্রেলমুট নামটা নিই। আর মায়ের পদবিটা।

বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে কেন?

মা মারা যাওয়ার পাঁচ বছর পর বাবা যখন দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন তখন মনটা ভেঙে গেল। মাকে আমি খুব ভালবাসতাম। বাবার ওপর একটা ঘৃণাই তার এল.... তাই চলে গেলাম।

সাত আট বছর কষ্টে কাটে। তারপর ছবি তুলতে শিখি। ভাল ফোটোগ্রাফার হিসেবে নামও হয়। বছর চারেক আগে ফ্লোরেন্সে বাবার এক বন্ধু আমাকে চিনে ফেলে বাবাকে আমার কথা জানান।

তারপর বাবা ডিটেকটিভ লাগান আমাকে খুঁজে বের করার জন্য। সেই থেকে দাড়ি রাখতে শুরু করি। আর আমার চোখের মণির রংটাও বদলে ফেলি।

কনট্যাক্ট লেন্স।

বছরখানেক আগে ভারতবর্ষে আসি। দেশের ওপর থেকে টান আমার কোনওদিনও যায়নি। আমার পিছনে তখনও লোক লেগে ছিল। বাবা অনেক পয়সা খরচ করেছেন এ-ব্যাপারে।

http://jhargramdevil.blogspot.com

কাঠমান্ডুতে গিয়ে একটা মনোরৈতিক ছিলাম। যখন দেখলাম কোথাও পেছনে টিকটিকি ঘুরছে তখন বিদেশে চলে এলাম।
তোমাকে ফিরে পেয়ে তোমার বাবা খুশি হননি।?
আমাকে চিনতেই পারেননি। আমি আগের চেয়ে রোগা হয়ে গেছি। তার ওপর আমার লম্বা চুল, দাড়ি। আমার চোখের নীল রং। আমার কাছে বসে বাবা ধীরেন্দ্র সম্বন্ধে অভিযোগ প্রকাশ করলেন। জানতাম...
ফিরে আসার আগেই বাবার ওপর থেকে আমার বিরাট ভারটা চলে যায়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ অনেক জিনিস মেনে নিতে শেখে।
যখন দেখলাম আমাকে চিনতেই পারলেন না তখন আর নিজের পরিচয়টা দিলাম না। শেষ পর্যন্ত হয়ত দিতাম। কিন্তু ওর আর সুযোগ হল কই?
খুনি কে, কোনও ধারণা আছে?
যুক্তিগুলি জানার?... আমার মতে ডাক্তারকে কোনওমতেই পালাতে দেওয়া উচিত নয়।
আমি এ-ব্যাপারে তোমার সঙ্গে একমত।
ও তো জানে না আমিই ধীরেন্দ্র, তাই ফ্রাঙ্ক করে আমার নামটাই বলে দিল। আর কোনো মুহূর্তেই লোকটা সম্বন্ধে আমার ধারণা পাল্টে গেল।
আমার মতে ও-ই খুন করেছে। এবং ওই ঘুষিটা দিয়েছে।
?

সেদিন গেলরাস্তার কি-একটা সাড়া পেয়েছ ?
আমি আগেই বেরিয়ে পড়ি। কৈন্তু গাড়িতে উঠে থাকতে পারে। সন্দেহ রাতিরটা বাড়ার একেবারেই ছিল না। এমনিতে অত্যন্ত সরল প্রকৃতির মানুষ ছিল।
আমাদের সঙ্গে পেরিয়েছি তাতে ?
রাতকে যে খুন করেছে তার হাতে হাতকড়া পরানোর জন্য আমি যে কোনও মুহূর্তে যেতে প্রস্তুত।
এখান থেকে দেড়শো কিলোমিটার... মানে দু'-সাত ঘণ্টা...
রাস্তা খারাপ না হলে আরও তাড়াতাড়ি পৌঁছনো যেতে পারে। আমার মতে আজই সব গুছিয়ে-তাড়িয়ে বেরিয়ে পড়া উচিত।
আমার ও তাই মত। আমি জিনিসপত্র গুছিয়ে দেখছি।
আমি ওখানকার সবকিছুর বুকিংটা সেরে রাখছি। বাই দ্য ওয়ে....
লোকটা যে-পরিমাণে ডলার, তার কাছে বন্দুক-টন্দুক থাকা কিছুই আশ্চর্য নয়। এ-দিকে আমার কাছে গান বলতে ফ্লুরোশ-গান। তোমাদের কাছে....
হ্যাঁ, এই যে আমার কার্ড।
Pradosh C. Mitter
PRIVATE INVESTIGATOR
21 Rajiv Sen Road Calcutta 700 026
Phone 466-

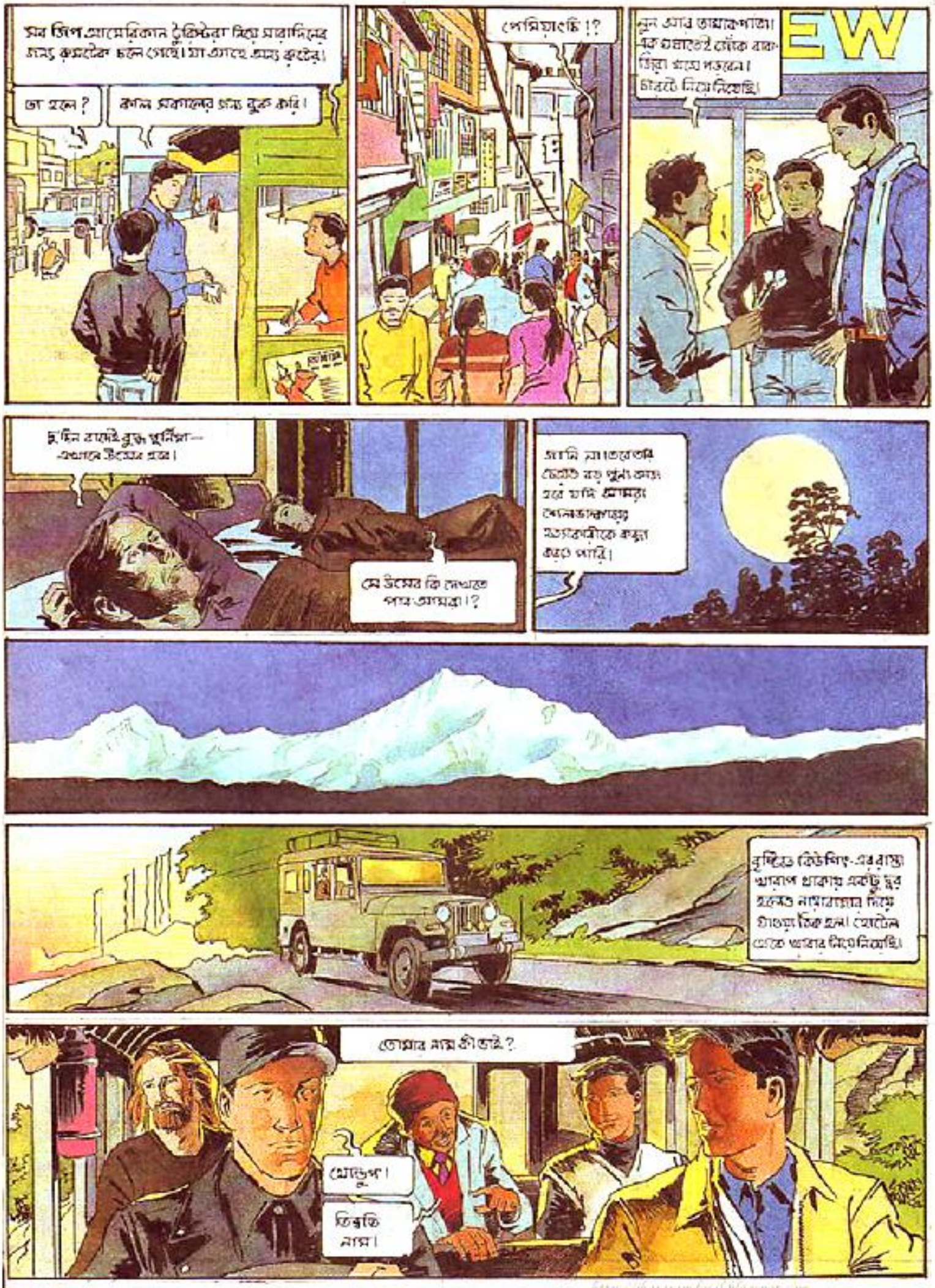
সব জিপ আমেরিকান ট্রেকিস্টরা নিয়ে সারাদিনের জন্য কাঠমাণ্ডু চলে গেছে। যা আছে অন্য কুলিরা।
তা হলে?
কাল সকালের জন্য বুক করি।
পেমিয়াংচি!?
সুন আর তামাকপাতা। এক ঘণ্টাতেই লোক বাকি। গাড়ি পড়বেন। টিকিট নিয়ে নিয়েছি।
EW
দু'দিন বাদেই বুদ্ধ পূর্ণিমা— এখানে উৎসব হবে।
সে উৎসব কি দেখতে পাব আমরা!?
জানি না। তবে তার চেয়েও বড় পুণ্য কাজ হবে যদি তোমরা কোনও ভাবে মৃত্যুপথযাত্রীকে রক্ষা করতে পারি।
বৃষ্টিতে কিউনিং-এর রাস্তা খারাপ থাকায় একটু দূর হলেও নামারাজার দিয়ে যাওয়া ঠিক হল। হোটেল থেকে খাবার নিয়ে নিয়েছি।
তোমার নাম কী ভাই?
গ্যেন্ডুপ।
তিব্বতি নাম।

শেষে এই চুড়ো পরাই ঠিক হল?

জোঁক যদি পায়ের পেছন দিকে বসে তা হলে ত দেখতে পাব না। নুনের থলি কোন কাজটা দেবে? তার চেয়ে এই গামবুটই ভাল - মেক্ট পারমেন্ট মেড ফাইড।

যদি গায়ে থেকে যায়ায় পড়ে?

মানে- মানে মানবিকতায় জোঁকের চেষ্টায় এটা নয়। সেটা আরও পড়ে, ভুলেই আগাস্টে। এখন রক্তাক্তিরা সব ঘাটিতেই থাকেন।

এখনও ত জানলেন না আমরা খুনির সন্ধানে চলেছি... কোনদিকে চললে উনি কী হবে তা জানি না।

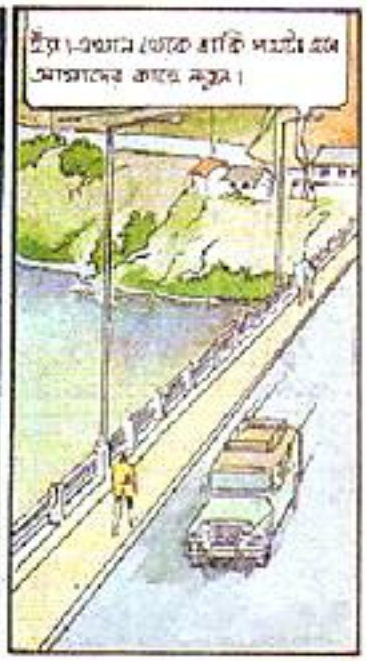

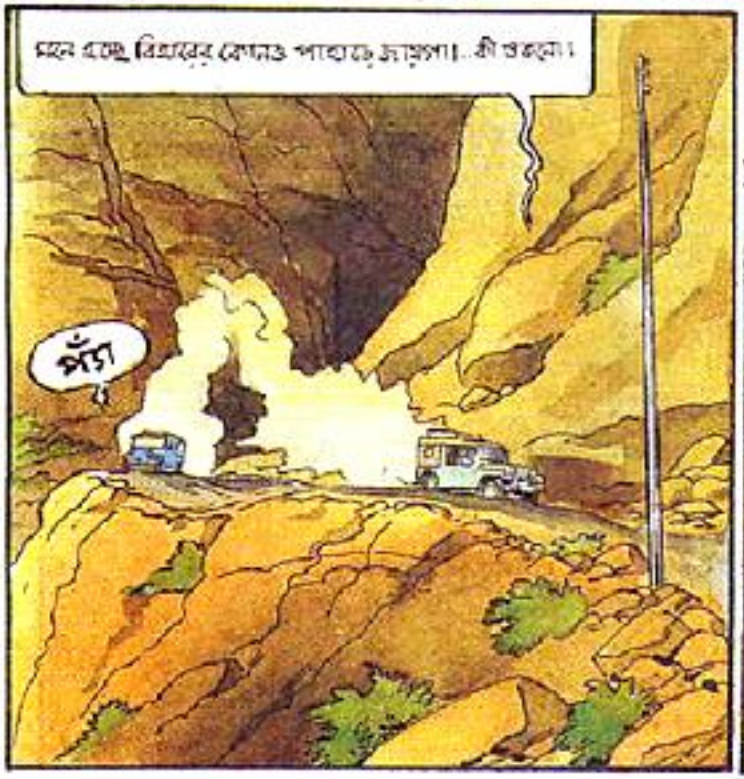

প্যাঁ- প্যাঁ- প্যাঁ- প্যাঁ
আরে, এ যে সেই ভদ্রলোক!
তারা রোকে দিয়েছে থোন্ডুপজি- পেয়েছে চেনা লোক।
আপনারা ত' অচেনা লোকে লিফ্‌ট দেন না।
সিংগ্রামে এক টেলিগ্রাম আর শুনতেই পেলেন না।
আরে আপনি আসবেন জানলে কি আর আপনাকে ছেড়ে আসি?
তা আপনি থেরবাম টেলিগ্রাম করলেন... কিন্তু ব্যাপার কী? এই বললেন সবকিছুতে ব্যাপার, আর সেসব ছেড়েছুড়ে এখন এদিকে কোথায় চলেছেন?
আর এসে ছি। আমাদের এটায় বসতে অসুবিধে হবে আপনার?
ধুলো খাওয়া থেকে বাঁচতে হলে আর উপায় কী?
চোপসে, সামনে চলে আয়!
চলিয়ে, থোন্ডুপজি!

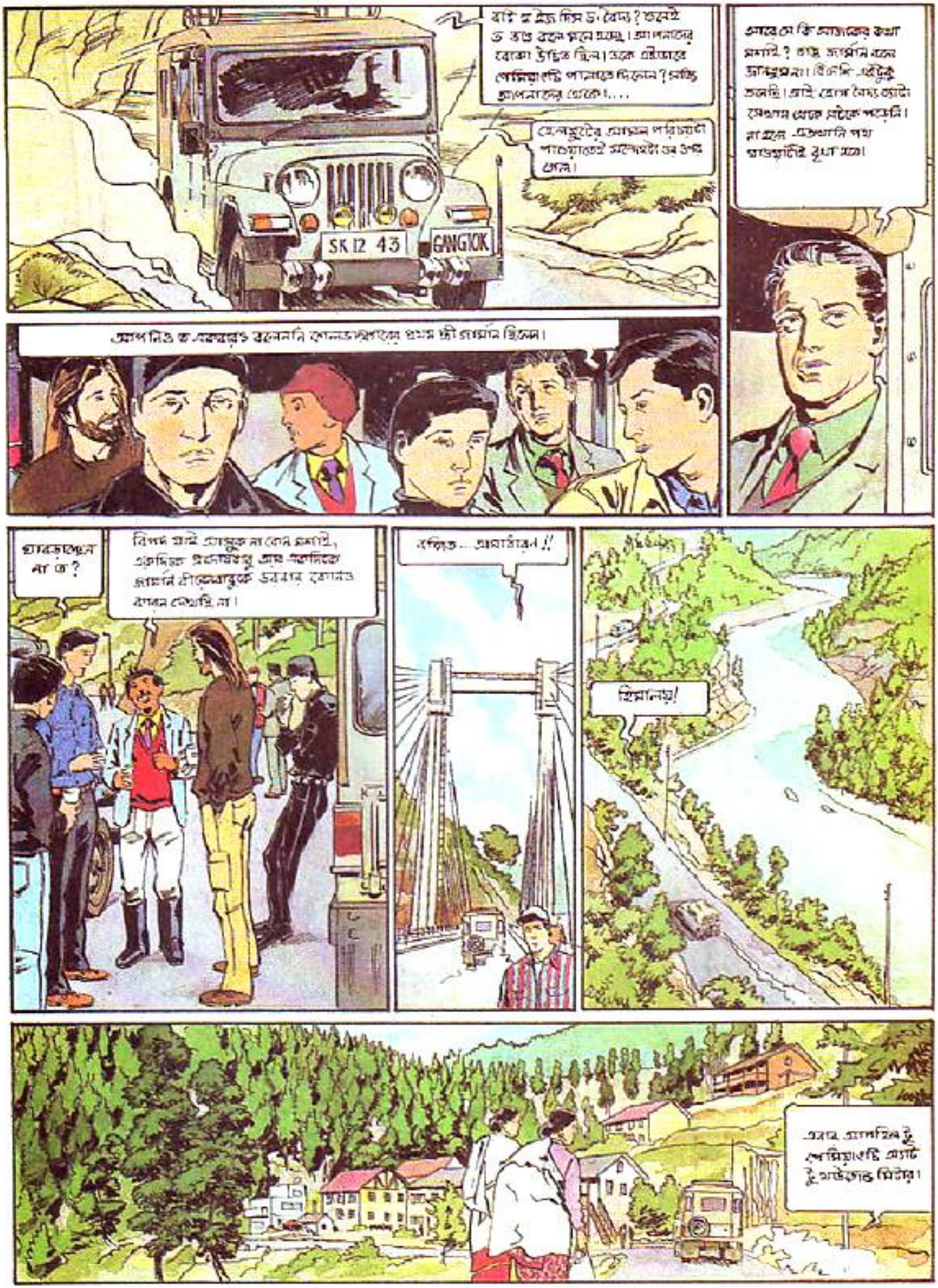
SK 12 43
GANGTOK
আপনিও ত ব্রহ্মদেশ থেকে এসেছেন ডাঃ বিনয়? শুনেই ত তত্ত্ব বলে মনে হচ্ছে। আপনাদের বোকা উদ্ভিত ছিল। তাকে এইভাবে পেশিয়াংটি পালাতে দিলেন? সাবধান আপনাদের থেকে।....
মেলেমুটের আসল পরিচয়টা পাওয়াতেই সন্দেহটা তব উগ্র হল।
এবারে কি আমাদের কথা বলবেন? ওয়ু জার্মানি বলে ডাকছেন না। বিলিনি এইটুকু জানছি। আমি হোম মিনিস্ট্রির থেকে সেখান থেকে সরিয়ে পড়েনি। না হলে এতখানি পথ গাড়িটাই বুঝা যাবে।
আপনিও ত ব্রহ্মদেশ থেকে কোলকাতাতেই প্রথম স্ত্রী জার্মান ছিলেন।
থাকতেন না ত?
বিপদ যাই আসুক না কেন আমাই, একদিকে প্রজাতন্ত্রী আর অন্যদিকে জার্মান বীরেনবাবুকে ডরবার কোনও কারণ দেখছি না।
বন্দিত... আমাদের!!
হিমালয়!
এবার আমাদের ট্রেন পেশিয়াংটি স্টেট ট্রেন গাইডেড মিটার।

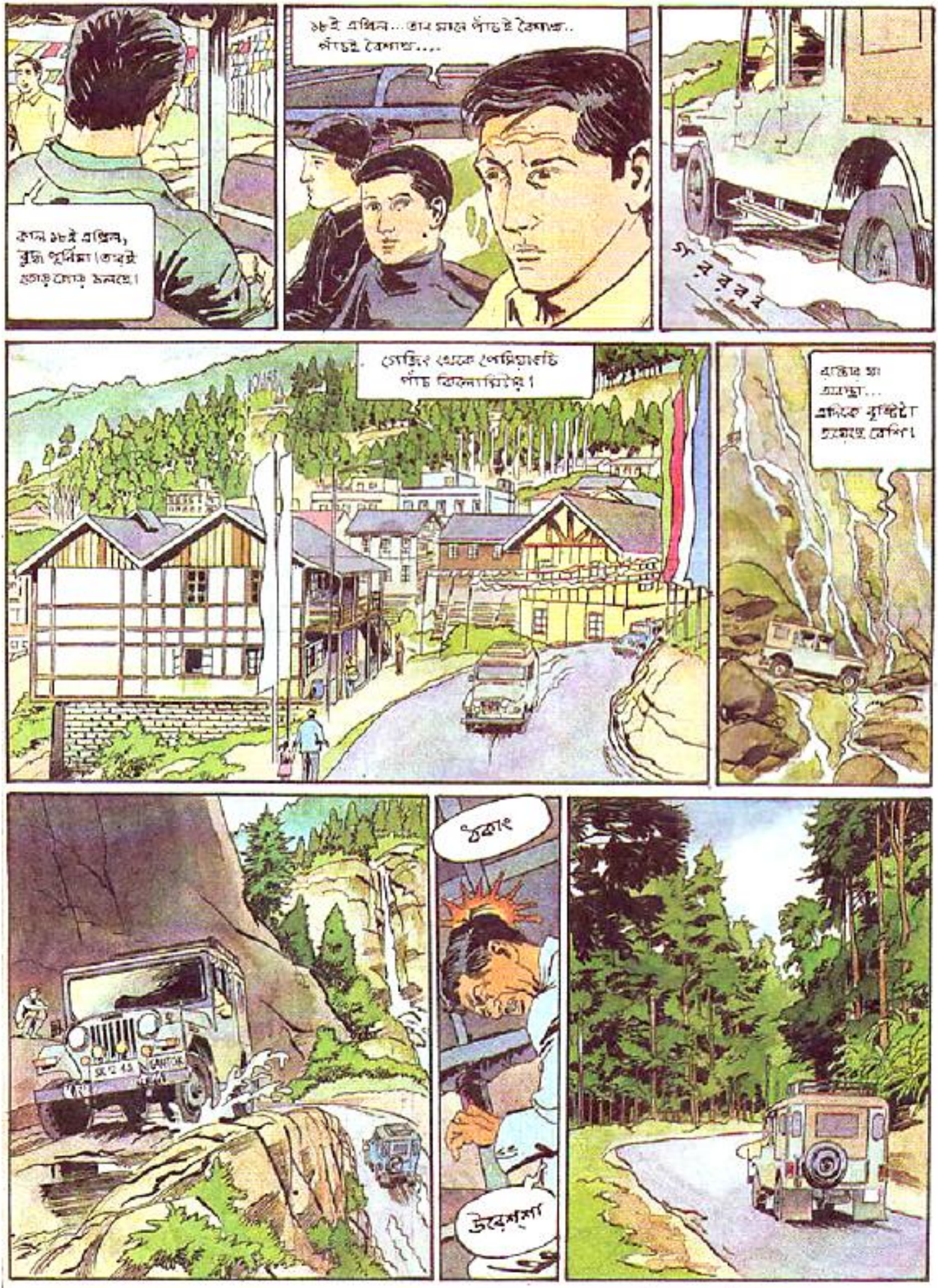
কাল ১৮ই এপ্রিল, বুদ্ধ পূর্ণিমা। তাই হয়ত ভীড় হবে।
১৮ই এপ্রিল... তার মানে পাঁচই বৈশাখ.. পাঁচই বৈশাখ....
গুরুরুরুর
গেঙ্গিং থেকে পেমিয়াংচি পাঁচ কিলোমিটার।
রাস্তার অবস্থা... এদিকে বৃষ্টিটা হয়েছে বেশি।
ঠকাং
উরেব্বাব্বা

ব্রেন থ্রি - মানে থ্রিলিং লাগছে।
মার্চ - বিলেতে খুব ঠান্ডা যায়।
আজকে কোন্টু হচ্ছে ইয়া ?
নো স্যার... কাল থেকে হচ্ছে।
কেউ নেই ? কেউ আসেনি ?
এসেছিল। কাল রাতেই চলে গেছে। দাড়িওয়ালা একটা লোক বলছে।

হ্যাঁ বুঝেছি - ইমিডিয়েটলি কিছু করার নেই। একটা মাত্র অদ্ভুত ডান হাতের ব্যাপারটা মেরে নেওয়া যাক।
অদ্ভুত জায়গা!
ভদ্রলোক এসেছিলেন ঠিকই... কিন্তু!
হা হা হা হা

কই মি: সরকার — আপনাদের খাবারের বাক্সটেক্স খুলুন। মিথ্যে খিদে বাড়িয়ে লাভটা কী?
খাওয়া পরে হবে!
?
কী ব্যাপার?
?
হ্যাঁ মিলছে আমার এক বন্ধু রয়েছে। আপনি এখানে আমার আগে ও হ্যাঁ মিলছে গিয়েছিলেন - তাই না শর্মাবাবু?
হ্যাঁ — এক ডাকাতের বিয়ে ছিল।

আপনি ও হিন্দু?
তার মানে?
না কি বৌদ্ধ — না খ্রিস্টান — না ব্রাহ্ম — না মুসলমান?
আচ্ছা তুমি কী দিন?
বলুন না।
হিন্দু - নয়তো নি।
হুঁ।
আপনি আমাদের সঙ্গে খেলেন। তখন সবে চাটশিলা থেকে বিয়ে সেরে ফিরেছেন, তাই না?
আপনার কথার কোনও সামাঞ্জস্য আমি বুঝতে পারছি না। চাটশিলার বিয়ের সঙ্গে আমুকের ছবিনার কী সম্পর্ক?
সম্পর্ক এই যে, চৈত্র মাসে ত হিন্দুদের বিয়ে হয় না শশধরবাবু! ওটা যে নিষিদ্ধ মাস। ও মাসে কোনও লগ্ন নেই — শাস্ত্রের বচন।
আপনি সেই চৈত্রমাসেই আপনার শ্যালকের বিয়ে দিলেন?
আপনি কী ইঙ্গিত করছেন? কী বলতে চাইছেন আপনি?
ইঙ্গিত করছি অনেককিছু। এক-নম্বর, আপনি মিথ্যেবাদী।
হ্যাঁ, আপনি মিথ্যাসমাচক!

মানে?

আমরা জানি শেলডাকারের কোনও একটা কাজে ধীরেন ঘুরতে পাঠিয়েছিলেন। সে-কথা তিনি ধীরেনকে বলেছিলেন। যদিও কাজ হয়নি। অনেক সময় কাজের কোনও লোকের দ্বারা প্রতারিত হলে এ-জিনিসটা হয়।

আমার বিশ্বাস, সে-লোক এলেন আপনি। তিনি ছিলেন সরল, বিশ্বাসী মানুষ। পার্টনার হয়ে আপনার তাঁকে ঠকাবার অনেক সুযোগ ছিল। আপনি সে-সুযোগ নিয়েছিলেন।

কিন্তু তিনি ও ব্যাপারটা জেনে ফেললেন। তারপর থেকেই তাঁকে সরাবার পথ খুঁজছিলেন। বাস্তবে সুবিধে হয়নি। তিনি সিকিম এলেন। আপনার আসার কথা ছিল না, আপনিও এলেন। আপনি মানে ডঃ বৈদ্য মানে ছদ্মবেশী মশায়ক বোস।

কী যা-তা বলছেন?

ঠিকই বলছি। বৈদ্য শেলডাকারের সঙ্গে আলাপ করুন... তাঁর বিয়ে জানা কথাগুলোই তাঁকে বলান। তাঁকে বিপন্ন করুন। দু'জনে একসঙ্গে গুম্ফাম গেছেন ধীরেনের খোঁজ করতে

আপনি নিশ্চয়ই গাড়ির ব্যবস্থা করেন... ড্রাইভারকে প্রস্তুত করেন.... পয়সায় কী না হয়! পথে নাটি বাড়ি মেরে অজ্ঞান করেন। তারপর গাড়ি ফেলা, পাথর ফেলা – এ নাটির সাহায্যে। হয়ত শেষ মুহূর্তে আপনাকে দিয়ে ফেলেছিলেন... সেই কারণেই মরবার আগে আপনার নাম করে।

http://bangla-sarera.blogspot.com

এবং আপনিই কমরেডকে আমাদের ফলো করে গিয়ে...
হু হু হু হু
বসুন মিশিকান্তবাবু। আর লুকিয়ে লাভ নেই। খুনের জায়গায় গিয়েছিলেন কেন? আর কাকে দেখেছিলেন সেখানে?
!?
সবটা জানতুম না ওই মূর্তিটা এত ভয়ঙ্কর মানে ভয়ানকরকম, তাহলে কখনো জানতুম ....
টিবেটান ইনস্টিটিউটে আপনিই গেছলেন?
COME TO
ST HOUSE PEMAYANG
DE 2076 Mtr. ABOVE S
হ্যাঁ স্যার - আমিই। চাইতেই এক দড় স্পট পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে দিলে - ওই গেলুম - ওরা বলে কিনা ইউ প্রাবে ইউনিক জিনিস। তাই মানে....
তাহলেন এরা লোকের পকেট মারার মতি কী? বিশেষ করে এককালে যে জিনিসটা ওরা আপনারই ছিল!
সেই আর কি!
সেদিন ওকে দেখেননি?
না স্যার!
আপনি না দেখলেও উনি আপনাকে দেখেছিলেন! এবং ভেবেছিলেন আপনিও দেখেছেন। নইলে আর আপনাকে শাসাবেন কেন? মূর্তিটা কোথায়?
মূর্তি!
সে কী আপনি তা হলে....

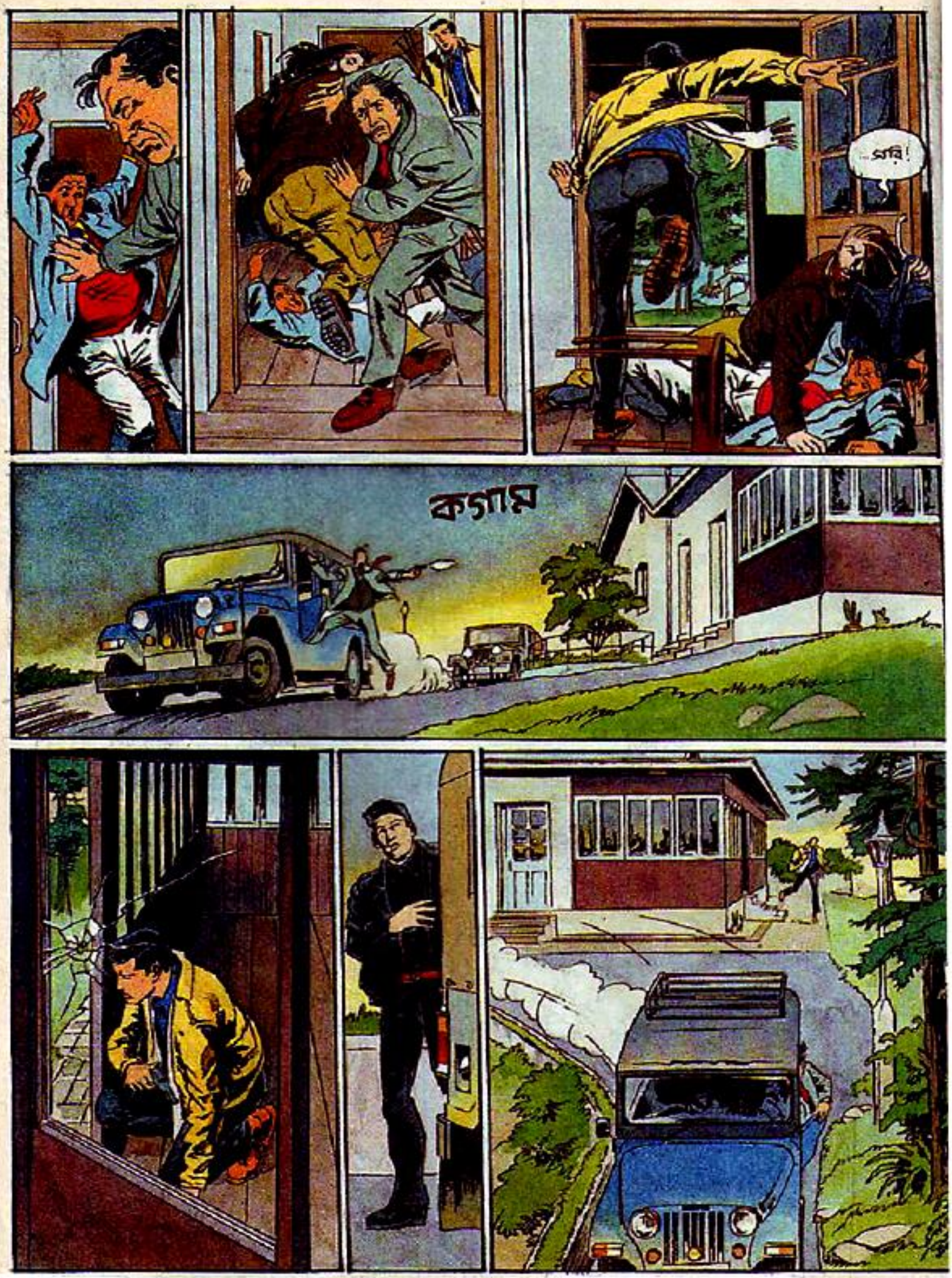
...গরি!
কগাম

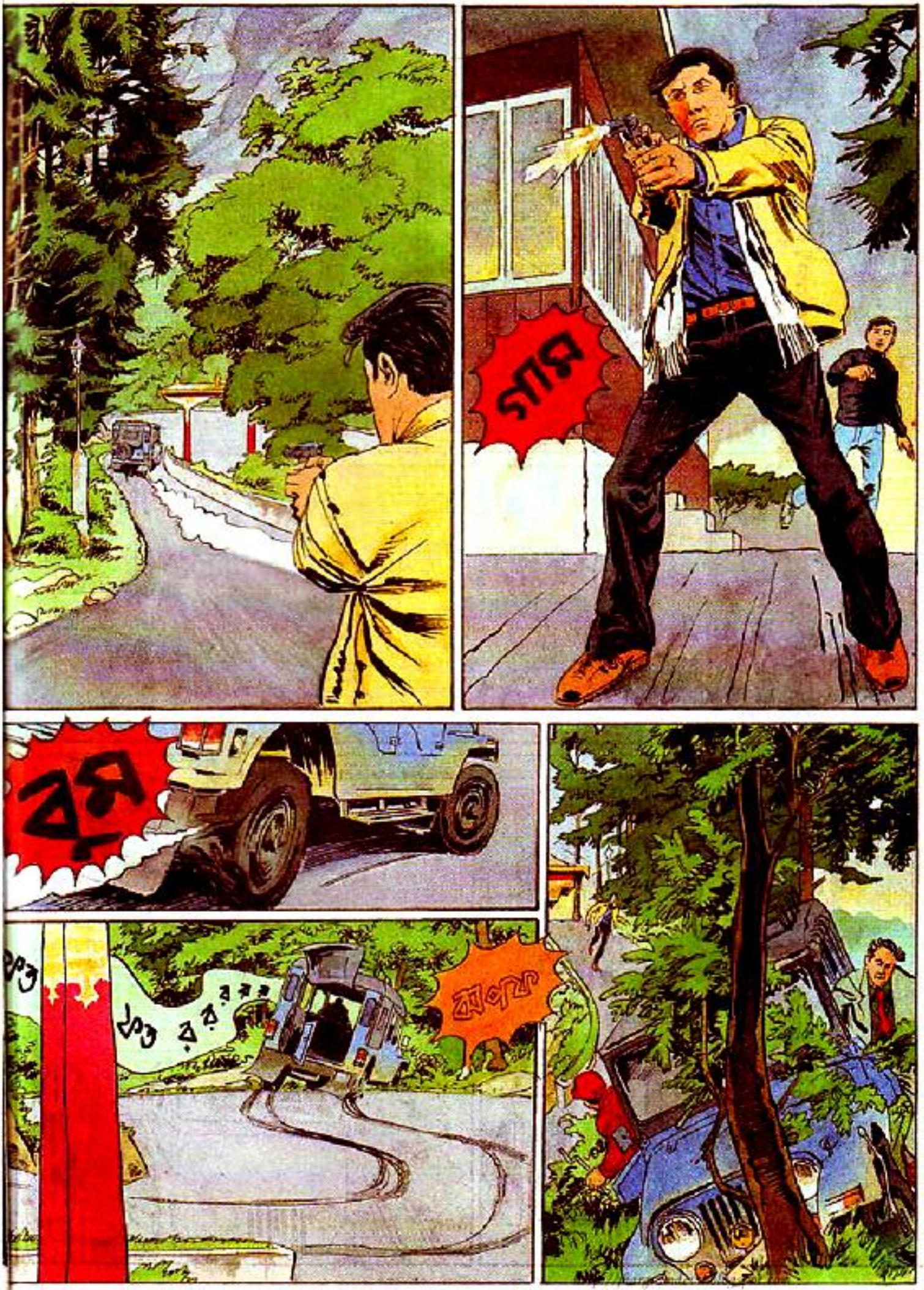
গাম
বুম
ব্যাগড়ম

श्रा ते ते !

গাঙ
ওই দিকে
!
দৌড়ে গিয়ে নুনের কাঠগুলো নিয়ে এসো।

খোকুপ চন্দ্রকে কোথায় পাঠালেন দাদা?
রোজিং থেকে পুলিশ জানাবে।
খুনের সময় মূর্তিটার কথা খেয়াল হয়নি। পরেদিন ফিরে গিয়ে সেটা খুঁজে পান।
ওই একই উদ্দেশ্যে নিশিকান্তবাবু ওখানে গিয়েছিলেন। আর সেই থেকেই ওকে শাসাতে শুরু করেন... আর এখন ব্যাপারটা কী বলুন ত?
ওখানে লোক আছে। গড়গুটক থেকে জোগাড় হোল আছে।
সেই আমার কোন ধরে আর আমার টেলিগ্রামের খবরটা আপনাকে জানায়।
আপনিও কিছু কম জানেন না। নেহাত আপনার ভাগ্য ভাল, তাই চমন্তকটা ফিরে পেলাম। পেলে একটা শাস্তির ব্যবস্থা করতে হত।
পানিশমেন্ট ত হয়েছেই স্যার। তিন-তিনখানা জোক বেরিয়েছে কুতার ভেতর থেকে। অনেক রক্ত খেয়েছে ব্যাটারা। ফলে বেশ ঠিক ঠাক করছি।
যাই হোক ঠাকুরদাদার সংগ্রহ দিয়া কোনও জিনিস আশা করি ভবিষ্যতে বিক্রি করবেন না। এই নিন আপনার রোজগার
থ্যাঙ্ক — মানে থ্যাঙ্কস্!

ফেলুদা কমিক্স

গোঁসাইপুর সরগরম

কাহিনি: সত্যজিৎ রায়

ছবি: অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়

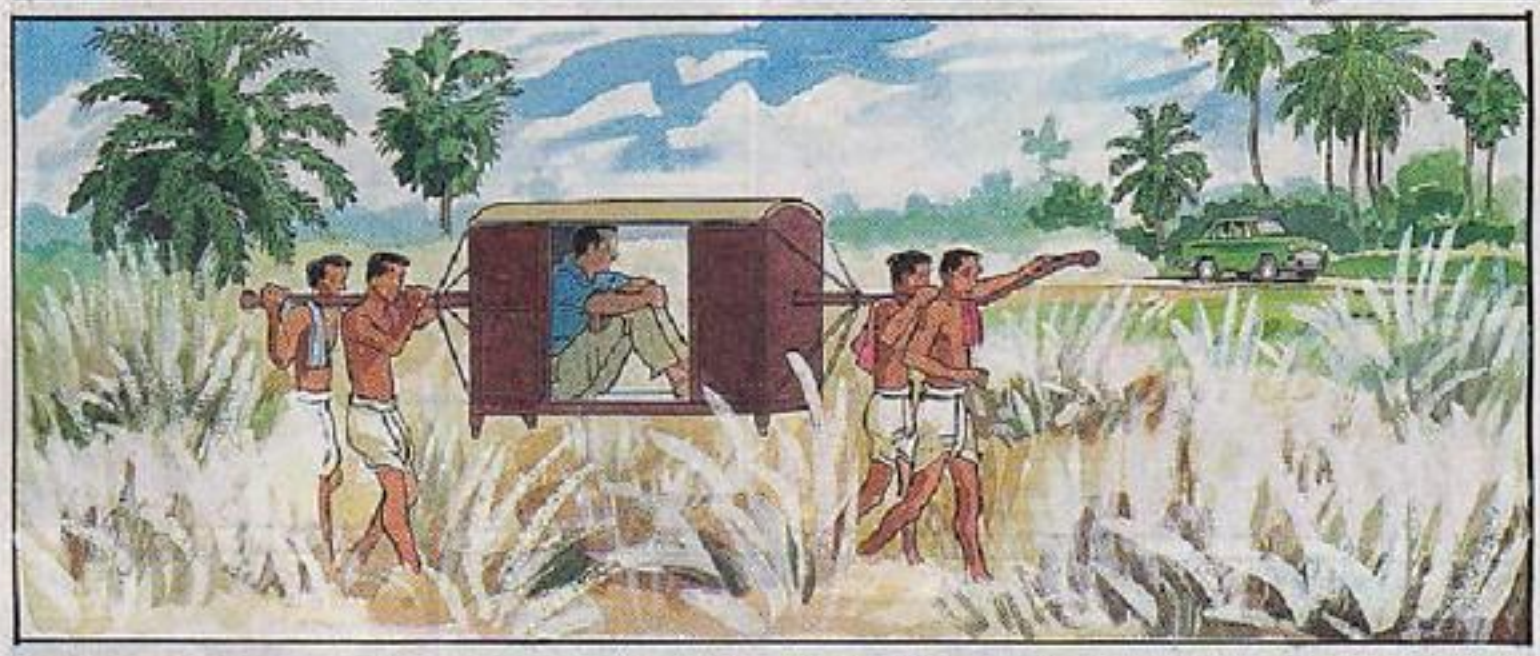

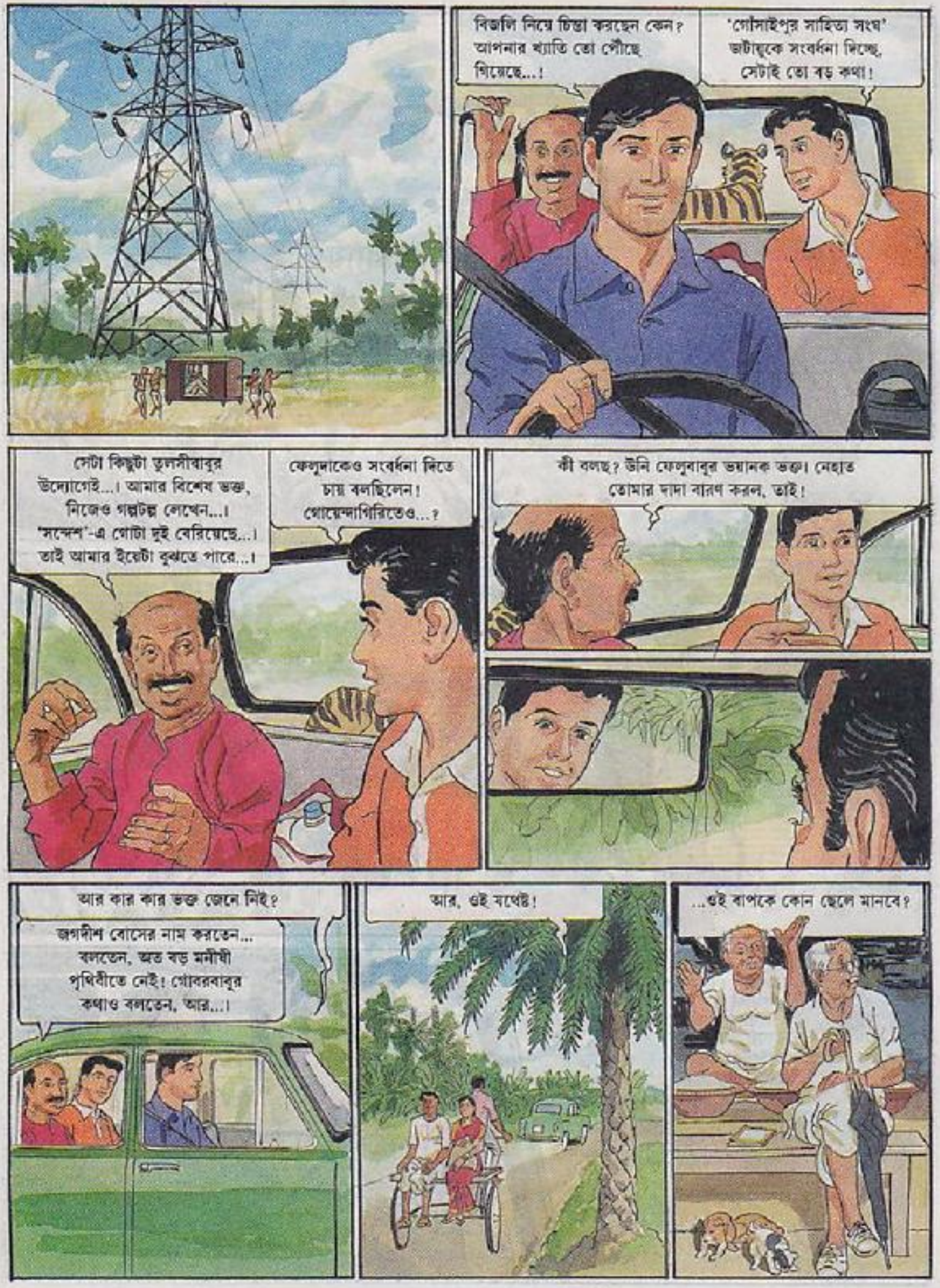
বিজলি নিয়ে চিন্তা করছেন কেন? আপনার খ্যাতি তো পৌঁছে গিয়েছে...!
'গোঁসাইপুর সাহিত্য সংঘ' ভটাচুকে সংবর্ধনা দিচ্ছে, সেটাই তো বড় কথা!
সেটা কিছুটা তুলসীবাবুর উদ্যোগেই...। আমার বিশেষ ভক্ত, নিজেও গল্পটল্প লেখেন...। 'সন্দেশ'-এ গোটা দুই বেরিয়েছে...। তাই আমার ইয়েটা বুঝতে পারে...।
ফেলুদাকেও সংবর্ধনা দিতে চায় বলছিলেন! গোয়েন্দাগিরিতেও...?
কী বলছ? উনি ফেলুবাবুর ভয়ানক ভক্ত। নেহাত তোমার দাদা বারণ করল, তাই!
আর কার কার ভক্ত জেনে নিই?
জগদীশ বোসের নাম করতেন... বলতেন, অত বড় মনীষী পৃথিবীতে নেই! গোবরবাবুর কথাও বলতেন, আর...।
আর, ওই যথেষ্ট!
...ওই বাপকে কোন ছেলে মানবে?

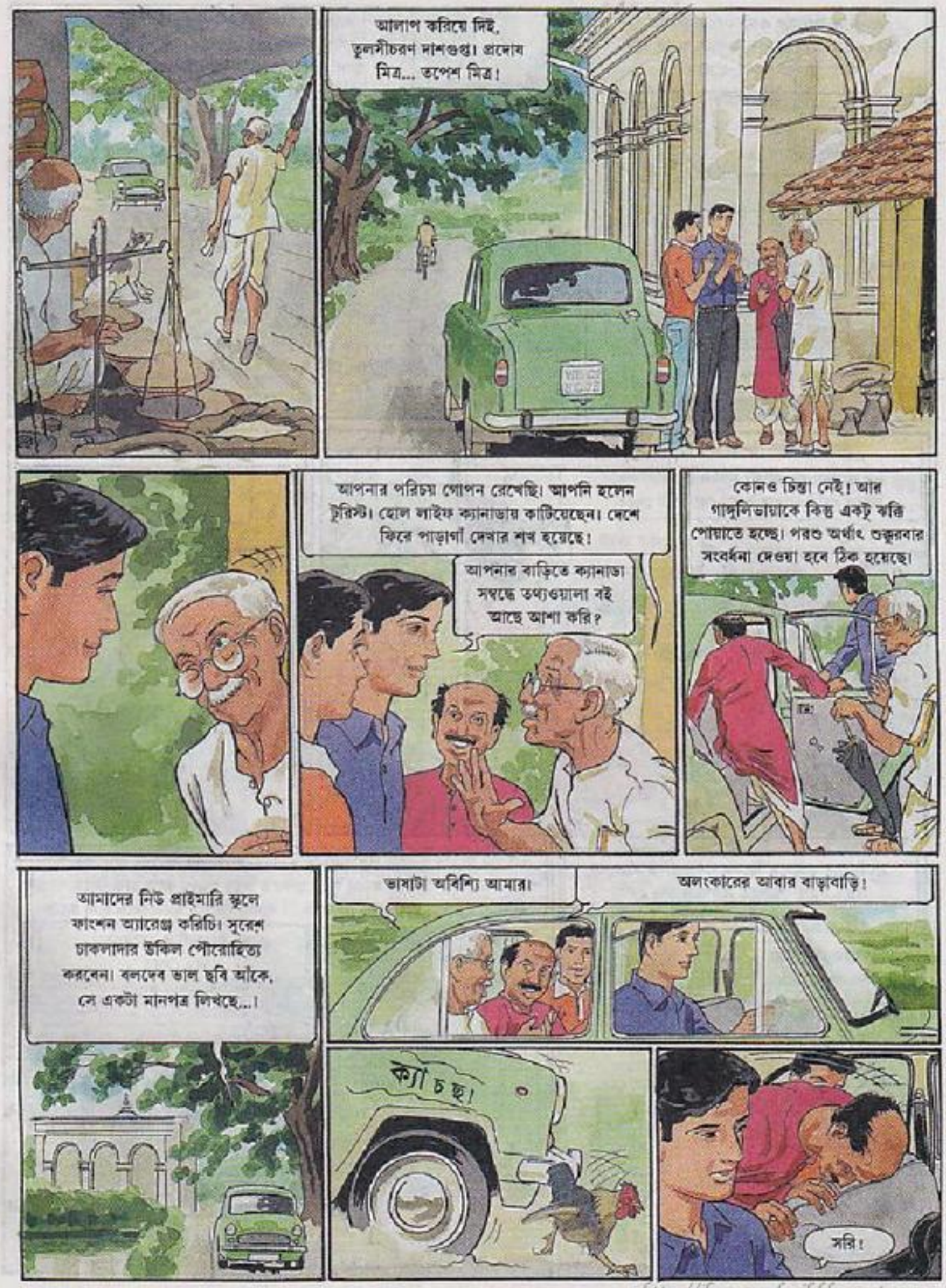
আলাপ করিয়ে দিই, তুলসীচরণ দাশগুপ্ত। প্রদোষ মিত্র... তপেশ মিত্র।
আপনার পরিচয় গোপন রেখেছি। আপনি হলেন টুরিস্ট। হোল লাইফ ক্যানাডায় কাটিয়েছেন। দেশে ফিরে পাড়াগাঁ দেখার শখ হয়েছে।
আপনার বাড়িতে ক্যানাডা সম্বন্ধে তথ্যওয়ালা বই আছে আশা করি?
কোনও চিন্তা নেই। আর গাঙ্গুলিভায়াকে কিন্তু একটু ঝক্কি পোয়াতে হচ্ছে। পরশু অর্থাৎ শুক্রবার সংবর্ধনা দেওয়া হবে ঠিক হয়েছে।
আমাদের নিউ প্রাইমারি স্কুলে ফাংশন অ্যারেঞ্জ করিচি। সুরেশ চাকলাদার উকিল পৌরোহিত্য করবেন। বলদেব ভাল ছবি আঁকে, সে একটা মানপত্র লিখছে...।
ভাষাটা অবিশ্যি আমার।
অলংকারের আবার বাড়াবাড়ি!
ক্যাঁচ ছ্যা
সরি!

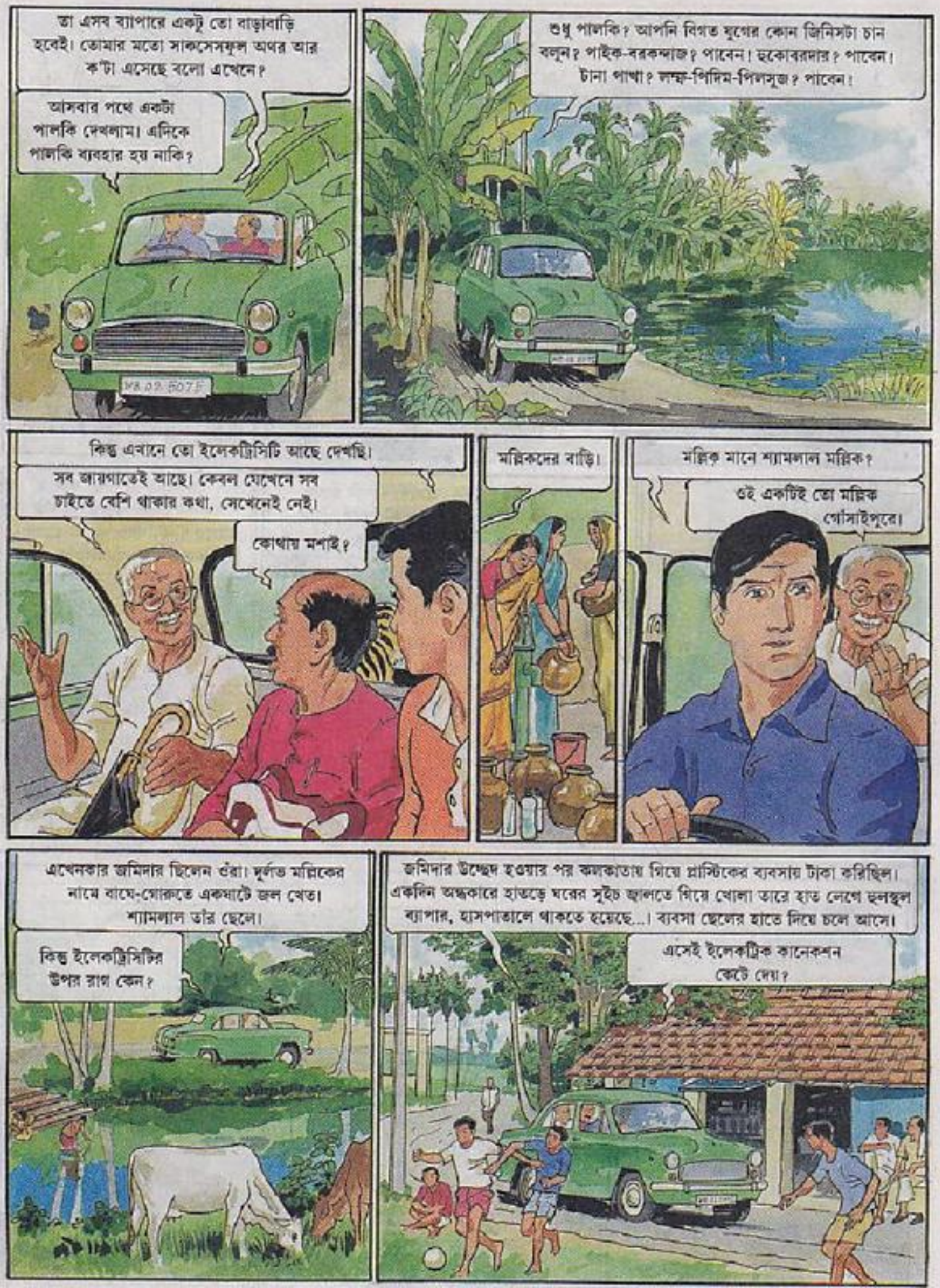
তা এসব ব্যাপারে একটু তো বাড়াবাড়ি হবেই। তোমার মতো সাকসেসফুল অথর আর ক'টা এসেছে বলো এখেনে?
আসবার পথে একটা পালকি দেখলাম। এদিকে পালকি ব্যবহার হয় নাকি?
শুধু পালকি? আপনি বিগত যুগের কোন জিনিসটা চান বলুন? পাইক-বরকন্দাজ? পাবেন! হুকোবরদার? পাবেন! টানা পাখা? লম্ফ-পিদিম-পিলসুজ? পাবেন!
কিন্তু এখানে তো ইলেকট্রিসিটি আছে দেখছি।
সব জায়গাতেই আছে। কেবল যেখেনে সব চাইতে বেশি থাকার কথা, সেখেনেই নেই।
কোথায় মশাই?
মল্লিকদের বাড়ি।
মল্লিক মানে শ্যামলাল মল্লিক?
ওই একটিই তো মল্লিক গোঁসাইপুরে।
এখেনকার জমিদার ছিলেন ওঁরা। দুর্লভ মল্লিকের নামে বাঘে-গোরুতে একঘাটে জল খেত। শ্যামলাল তাঁর ছেলে।
কিন্তু ইলেকট্রিসিটির উপর রাগ কেন?
জমিদার উচ্ছেদ হওয়ার পর কলকাতায় গিয়ে প্লাস্টিকের ব্যবসায় টাকা করেছিল। একদিন অন্ধকারে হাতড়ে ঘরের সুইচ জ্বালতে গিয়ে খোলা তারে হাত লেগে হুলস্থূল ব্যাপার, হাসপাতালে থাকতে হয়েছে...। ব্যবসা ছেলের হাতে দিয়ে চলে আসে।
এসেই ইলেকট্রিক কানেকশন কেটে দেয়?

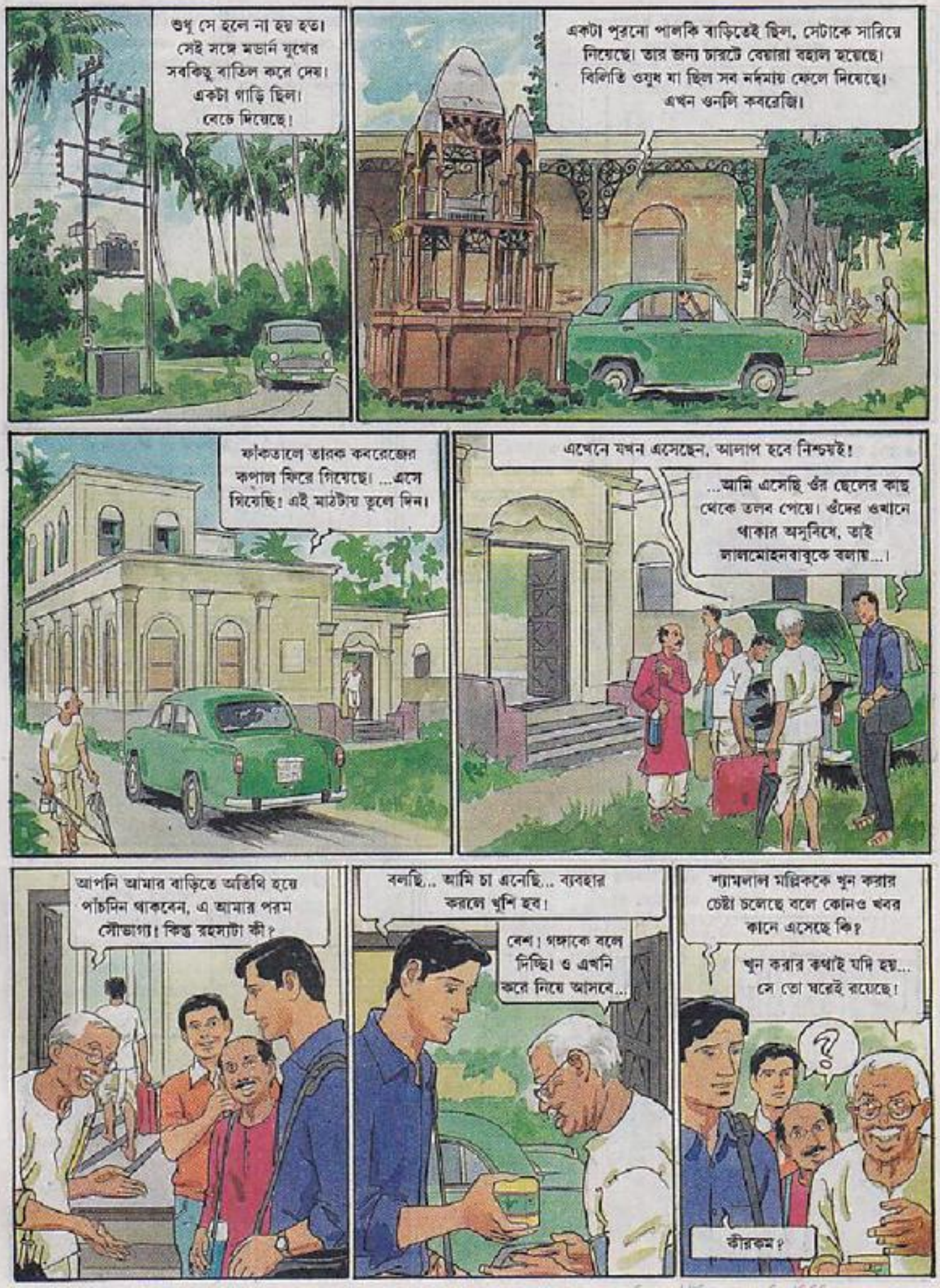
শুধু সে হলে না হয় হত। সেই সঙ্গে মডার্ন যুগের সবকিছু বাতিল করে দেয়। একটা গাড়ি ছিল। বেচে দিয়েছে।
একটা পুরনো পালকি বাড়িতেই ছিল, সেটাকে সারিয়ে নিয়েছে। তার জন্য চারটে বেয়ারা বহাল হয়েছে। বিলিতি ওষুধ যা ছিল সব নর্দমায় ফেলে দিয়েছে। এখন ওনলি কবরেজি।
ফাঁকতালে তারক কবরেজের কপাল ফিরে গিয়েছে। ...এসে গিয়েছি! এই মাঠটায় তুলে দিন।
এখেনে যখন এসেছেন, আলাপ হবে নিশ্চয়ই!
...আমি এসেছি ওঁর ছেলের কাছ থেকে তলব পেয়ে। ওঁদের ওখানে থাকার অসুবিধে, তাই লালমোহনবাবুকে বলায়...।
আপনি আমার বাড়িতে অতিথি হয়ে পাঁচদিন থাকবেন, এ আমার পরম সৌভাগ্য! কিন্তু রহস্যটা কী?
বলছি... আমি চা এনেছি... ব্যবহার করলে খুশি হব।
বেশ! গঙ্গাকে বলে দিচ্ছি। ও এখনি করে নিয়ে আসবে...
শ্যামলাল মল্লিককে খুন করার চেষ্টা চলেছে বলে কোনও খবর কানে এসেছে কি?
খুন করার কথাই যদি হয়... সে তো ঘরেই রয়েছে!
?
কীরকম?

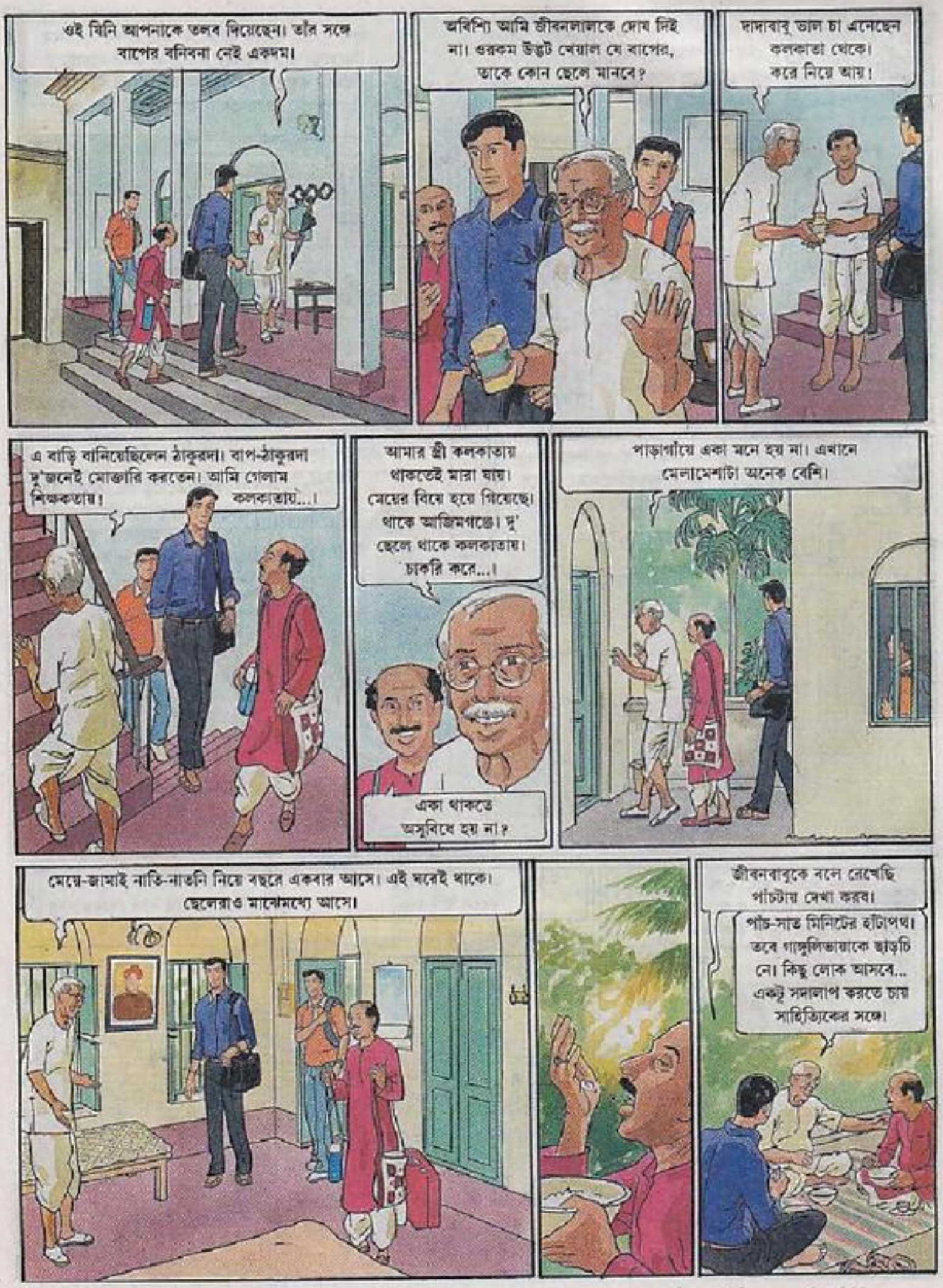
এই যিনি আপনাকে তলব দিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে বাপের বনিবনা নেই একদম।
অবিশ্যি আমি জীবনলালকে দোষ দিই না। ওরকম উদ্ভট খেয়াল যে বাপের, তাকে কোন ছেলে মানবে?
দাদাবাবু ভাল চা এনেছেন কলকাতা থেকে। করে নিয়ে আয়।
এ বাড়ি বানিয়েছিলেন ঠাকুরদা। বাপ-ঠাকুরদা দু'জনেই মোক্তারি করতেন। আমি গেলাম শিক্ষকতায়। কলকাতায়...।
আমার স্ত্রী কলকাতায় থাকতেই মারা যায়। মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। থাকে আজিমগঞ্জে। দু' ছেলে থাকে কলকাতায়। চাকরি করে...।
একা থাকতে অসুবিধে হয় না?
পাড়াগাঁয়ে একা মনে হয় না। এখানে মেলামেশাটা অনেক বেশি।
মেয়ে-জামাই নাতি-নাতনি নিয়ে বছরে একবার আসে। এই ঘরেই থাকে। ছেলেরাও মাঝেমধ্যে আসে।
জীবনবাবুকে বলে রেখেছি পাঁচটায় দেখা করব।
পাঁচ-সাত মিনিটের হাঁটাপথ। তবে গাঙ্গুলিভায়াকে ছাড়ছি নে। কিছু লোক আসবে... একটু সদালাপ করতে চায় সাহিত্যিকের সঙ্গে।

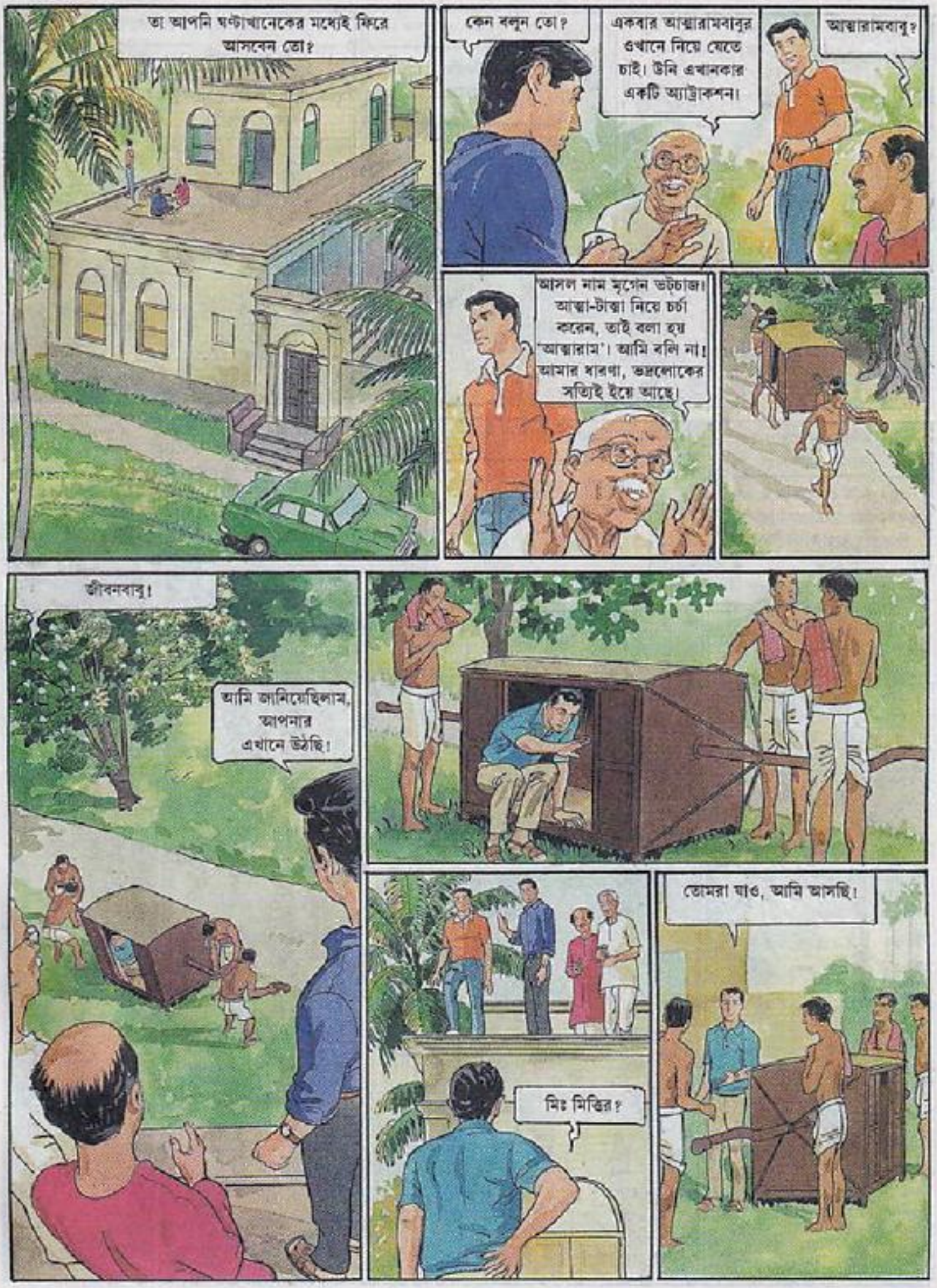
তা আপনি ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে আসবেন তো?
কেন বলুন তো?
একবার আত্মারামবাবুর ওখানে নিয়ে যেতে চাই। উনি এখানকার একটি অ্যাট্রাকশন।
আত্মারামবাবু?
আসল নাম মৃগেন ভট্টচাজ। আত্মা-টাত্মা নিয়ে চর্চা করেন, তাই বলা হয় 'আত্মারাম'। আমি বলি না! আমার ধারণা, ভদ্রলোকের সত্যিই ইয়ে আছে।
জীবনবাবু!
আমি জানিয়েছিলাম, আপনার এখানে উঠছি!
মিঃ মিত্তির?
তোমরা যাও, আমি আসছি!

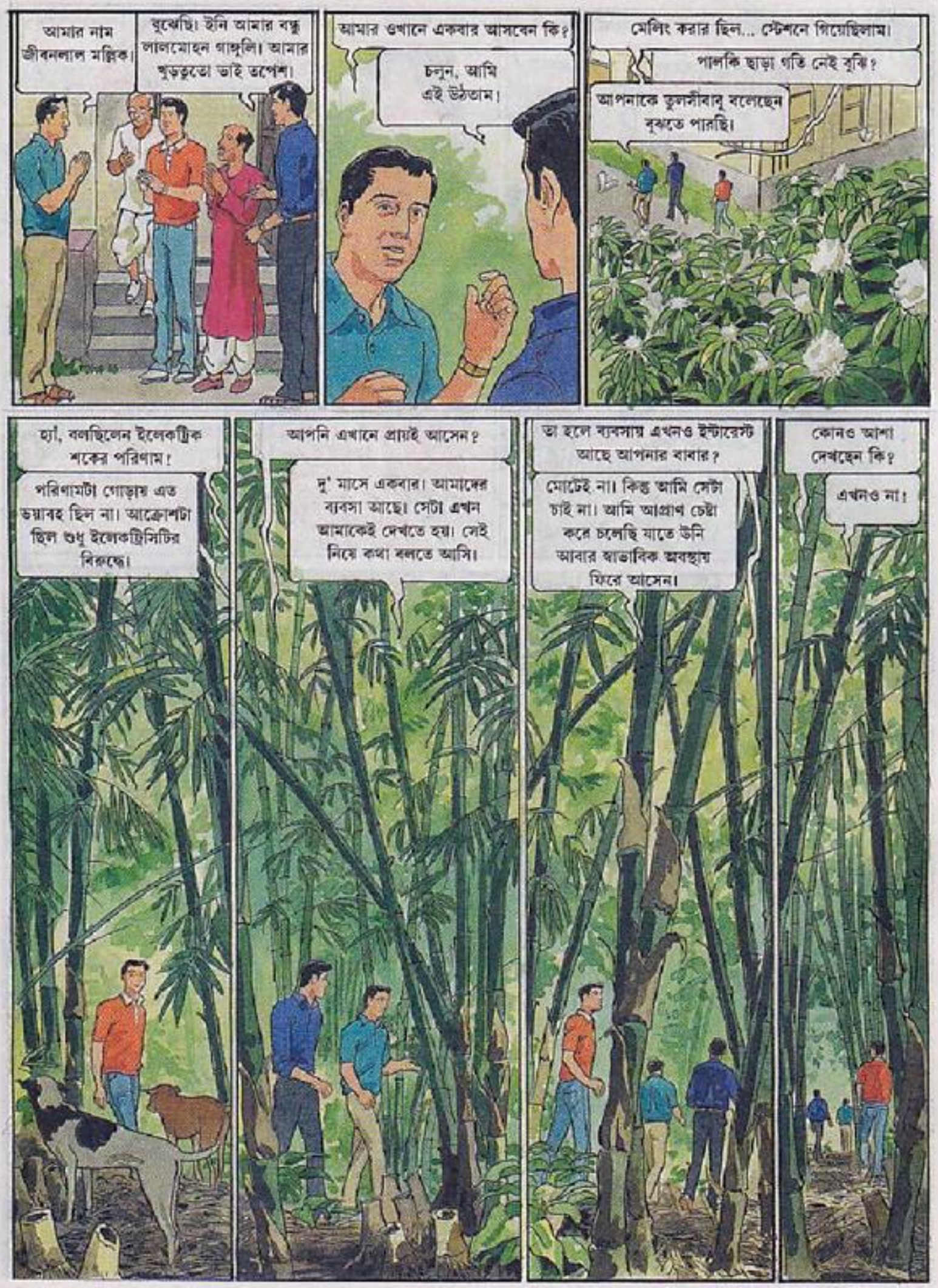
আমার নাম জীবনলাল মল্লিক।
বুঝেছি। ইনি আমার বন্ধু লালমোহন গাঙ্গুলি। আমার খুড়তুতো ভাই তপেশ।
আমার ওখানে একবার আসবেন কি?
চলুন, আমি এই উঠতাম।
মেলিং করার ছিল... স্টেশনে গিয়েছিলাম।
পালকি ছাড়া গতি নেই বুঝি?
আপনাকে তুলসীবাবু বলেছেন বুঝতে পারছি।
হ্যাঁ, বলছিলেন ইলেকট্রিক শকের পরিণাম!
পরিণামটা গোড়ায় এত ভয়াবহ ছিল না। আক্রোশটা ছিল শুধু ইলেকট্রিসিটির বিরুদ্ধে।
আপনি এখানে প্রায়ই আসেন?
দু' মাসে একবার। আমাদের ব্যবসা আছে। সেটা এখন আমাকেই দেখতে হয়। সেই নিয়ে কথা বলতে আসি।
তা হলে ব্যবসায় এখনও ইন্টারেস্ট আছে আপনার বাবার?
মোটেই না। কিন্তু আমি সেটা চাই না। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছি যাতে উনি আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেন।
কোনও আশা দেখছেন কি?
এখনও না!

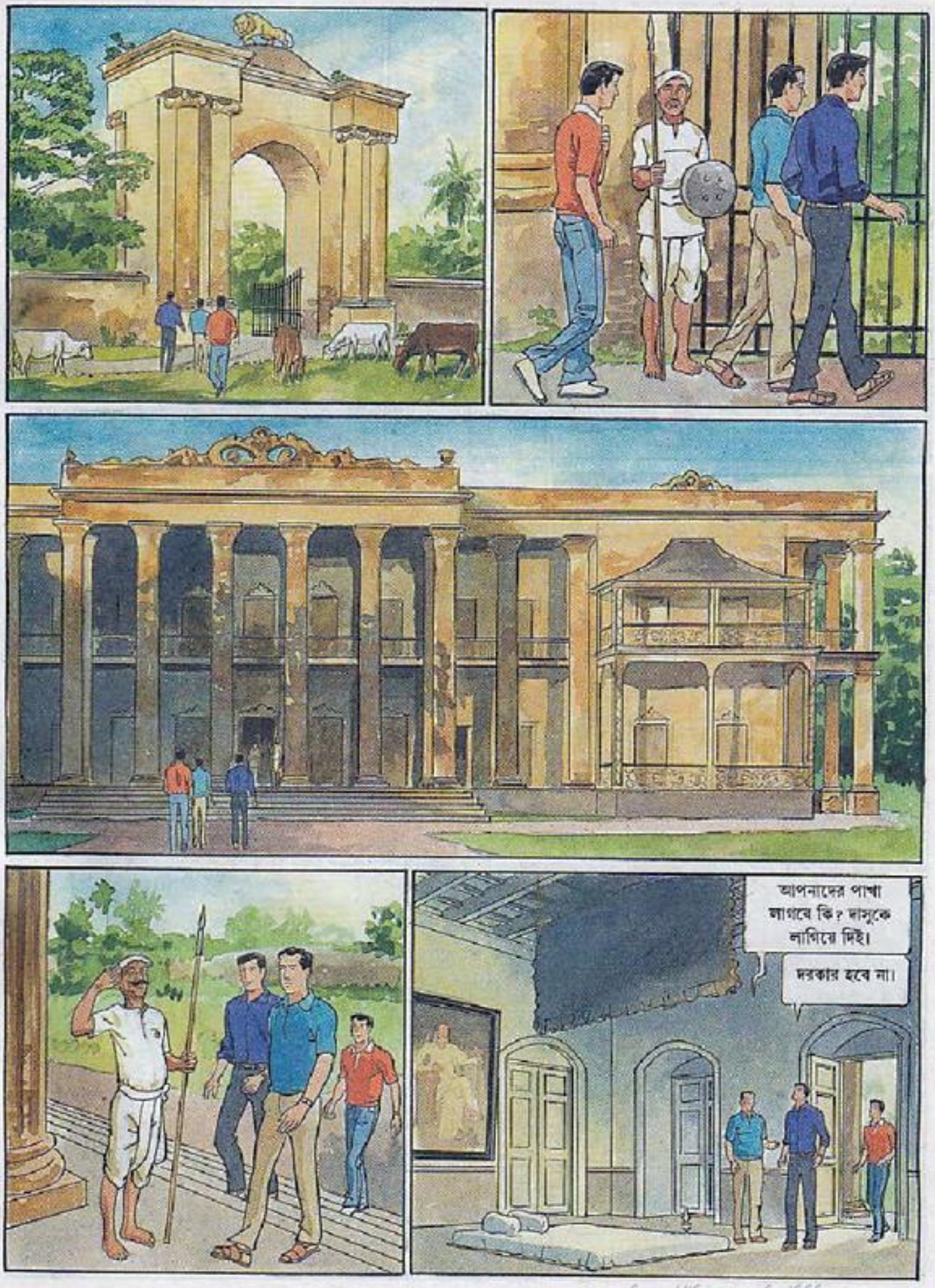
আপনাদের পাখা লাগবে কি? দাসুকে লাগিয়ে দিই।
দরকার হবে না।

তোপসে, উঠে দাঁড়া তো।

ঠগি?
এইভাবে ঠগিরা পথচারীদের গলায় ফাঁস দিয়ে হ্যাঁচকা টানে তাদের খুন করে সর্বস্ব লুট করে নিত। কোথায় পেলেন?
মাঝরাত্তিরে বাবার ঘরে ছুড়ে ফেলেছিল কেউ।
কবে?
আমি আসার কয়েকদিন আগে।
এত পাহারা সত্ত্বেও এটা হয় কী করে?
পাহারা? পাহারা তো পোশাকের বাহারে! মানুষগুলো তো গেঁয়ো ভূত। কুঁড়ের হদ্দ। আর তারাও তো বুঝতে পারে বাবুর ভীমরতি ধরেছে। ডাকাত পড়লে যে কী করবে কে জানে!
এ বাড়িতে আর কে কে থাকেন?
বাবা ছাড়া আছেন আমার বিধবা ঠাকুরমা। প্রাচীন আমলের মানুষ, তাই দিব্যি আছেন। তা ছাড়া আছেন ভোলানাথবাবু। এঁকে বাজারসরকার বলতে পারেন। ম্যানেজার বলতে পারেন...
বাবার ফাইফরমাশ খাটা, সবই ইনি করেন। একটি রান্নার লোক আছে। দু'টি দরোয়ান, একটি কাজের লোক বাড়িতেই থাকে। পালকির লোক আর পাল্কাওয়ালা গ্রাম থেকে আসে।
ভোলানাথবাবু ক'দিন আছেন?
উনি গ্রামেরই লোক। আমাদের প্রজা ছিলেন। বাপ-ঠাকুরদা চাষবাস করতেন। ভোলাবাবু ইশকুলে পড়েছেন, বেশ বুদ্ধিমান।

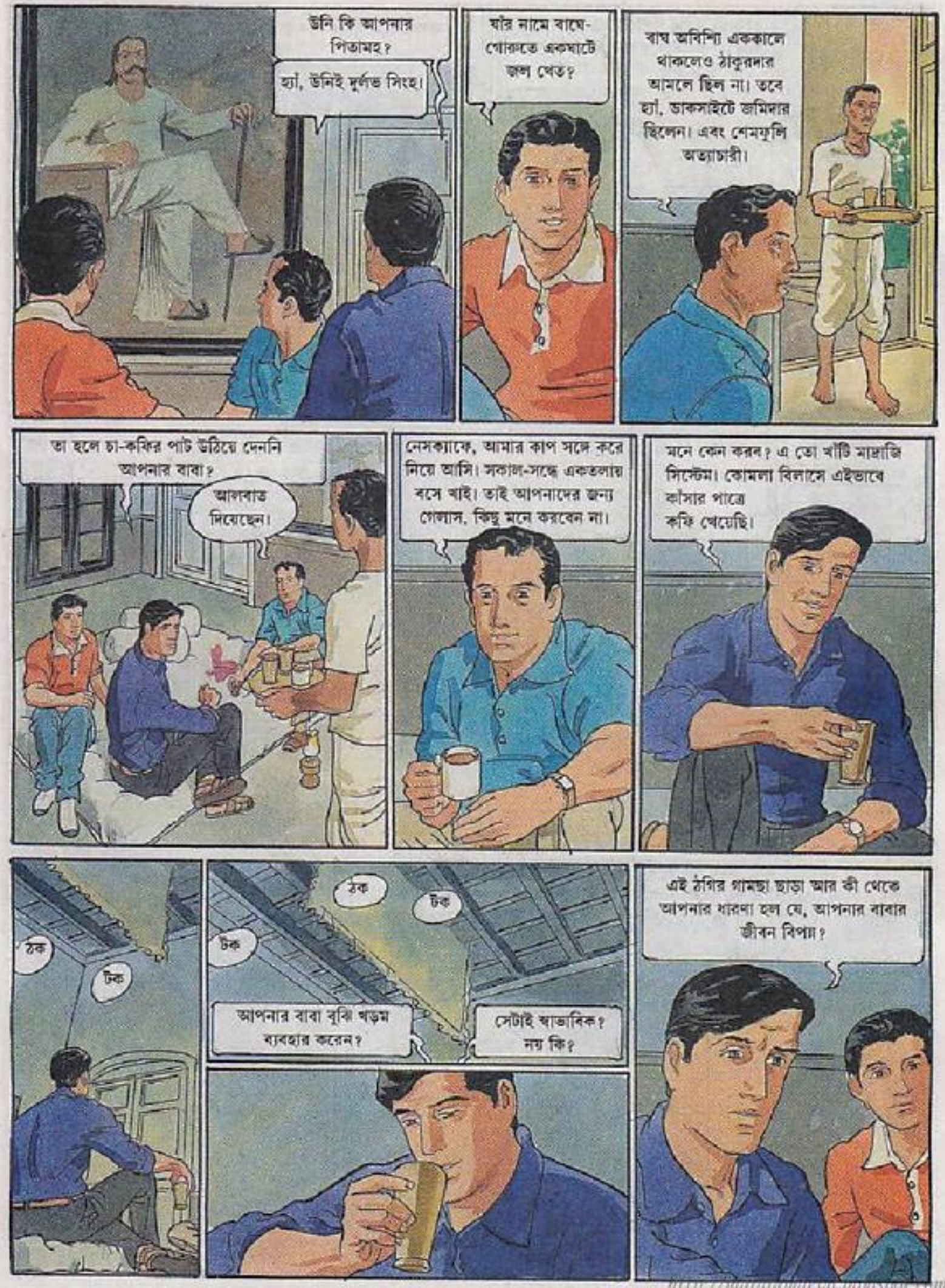
উনি কি আপনার পিতামহ?
হ্যাঁ, উনিই দুর্লভ সিংহ।
যাঁর নামে বাঘে-গোরুতে একঘাটে জল খেত?
বাঘ অবিশ্যি এককালে থাকলেও ঠাকুরদার আমলে ছিল না। তবে হ্যাঁ, ডাকসাইটে জমিদার ছিলেন। এবং শেষফুলি অত্যাচারী।
তা হলে চা-কফির পাট উঠিয়ে দেননি আপনার বাবা?
আলবাত দিয়েছেন।
নেসক্যাফে, আমার কাপ সঙ্গে করে নিয়ে আসি। সকাল-সন্ধে একতলায় বসে খাই। তাই আপনাদের জন্য গেলাস, কিছু মনে করবেন না।
মনে কেন করব? এ তো খাঁটি মাদ্রাজি সিস্টেম। কোমলা বিলাসে এইভাবে কাঁসার পাত্রে কফি খেয়েছি।
ঠক
টক
ঠক
টক
টক
আপনার বাবা বুঝি খড়ম ব্যবহার করেন?
সেটাই স্বাভাবিক? নয় কি?
এই ঠগির গামছা ছাড়া আর কী থেকে আপনার ধারণা হল যে, আপনার বাবার জীবন বিপন্ন?

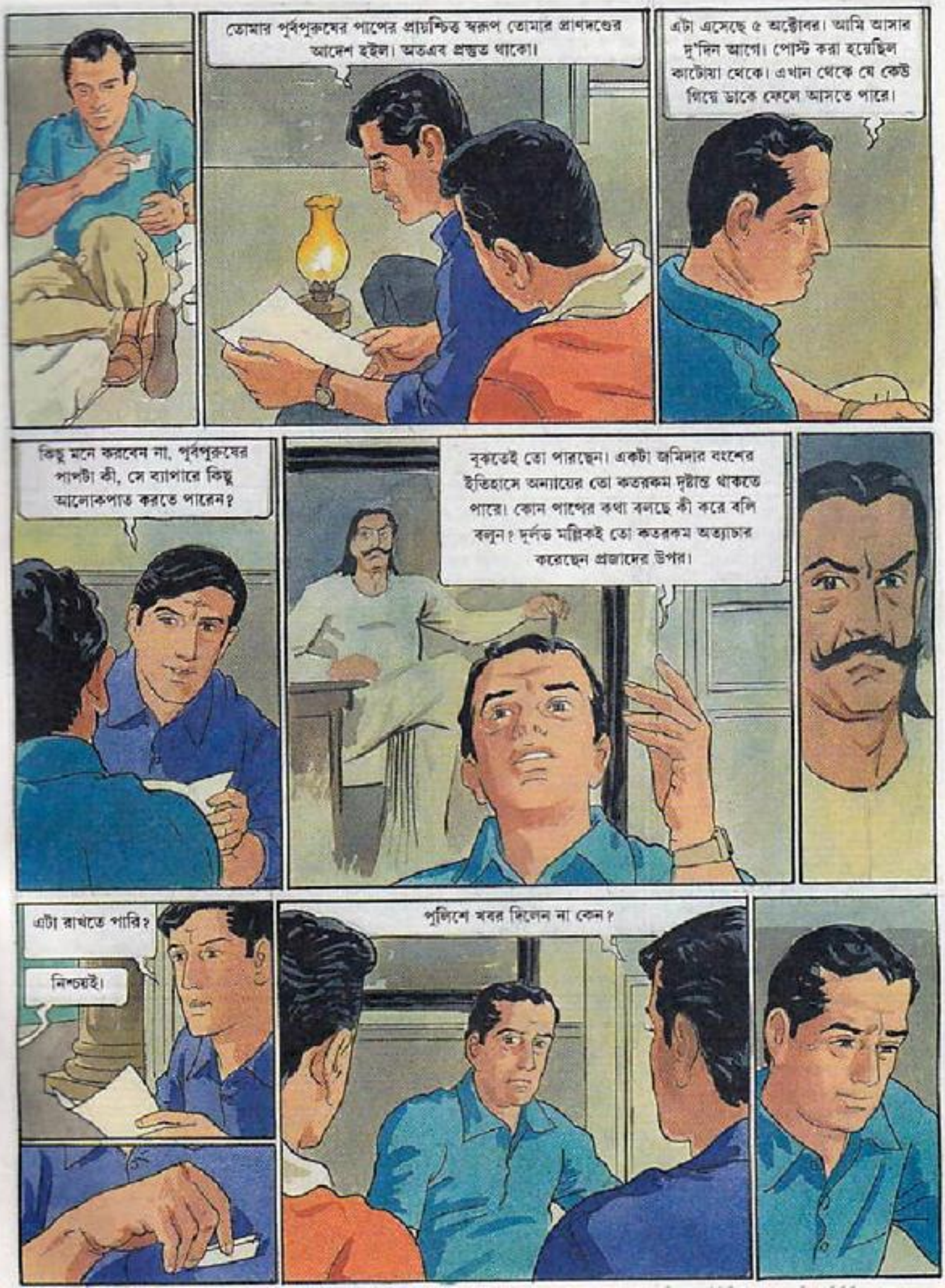
তোমার পূর্বপুরুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তোমার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। অতএব প্রস্তুত থাকো।
এটা এসেছে ৫ অক্টোবর। আমি আসার দু'দিন আগে। পোস্ট করা হয়েছিল কাটোয়া থেকে। এখান থেকে যে কেউ গিয়ে ডাকে ফেলে আসতে পারে।
কিছু মনে করবেন না, পূর্বপুরুষের পাপটা কী, সে ব্যাপারে কিছু আলোকপাত করতে পারেন?
বুঝতেই তো পারছেন। একটা জমিদার বংশের ইতিহাসে অন্যায়ের তো কতরকম দৃষ্টান্ত থাকতে পারে। কোন পাপের কথা বলছে কী করে বলি বলুন? দুর্দান্ত মল্লিকই তো কতরকম অত্যাচার করেছেন প্রজাদের উপর।
এটা রাখতে পারি?
নিশ্চয়ই।
পুলিশে খবর দিলেন না কেন?

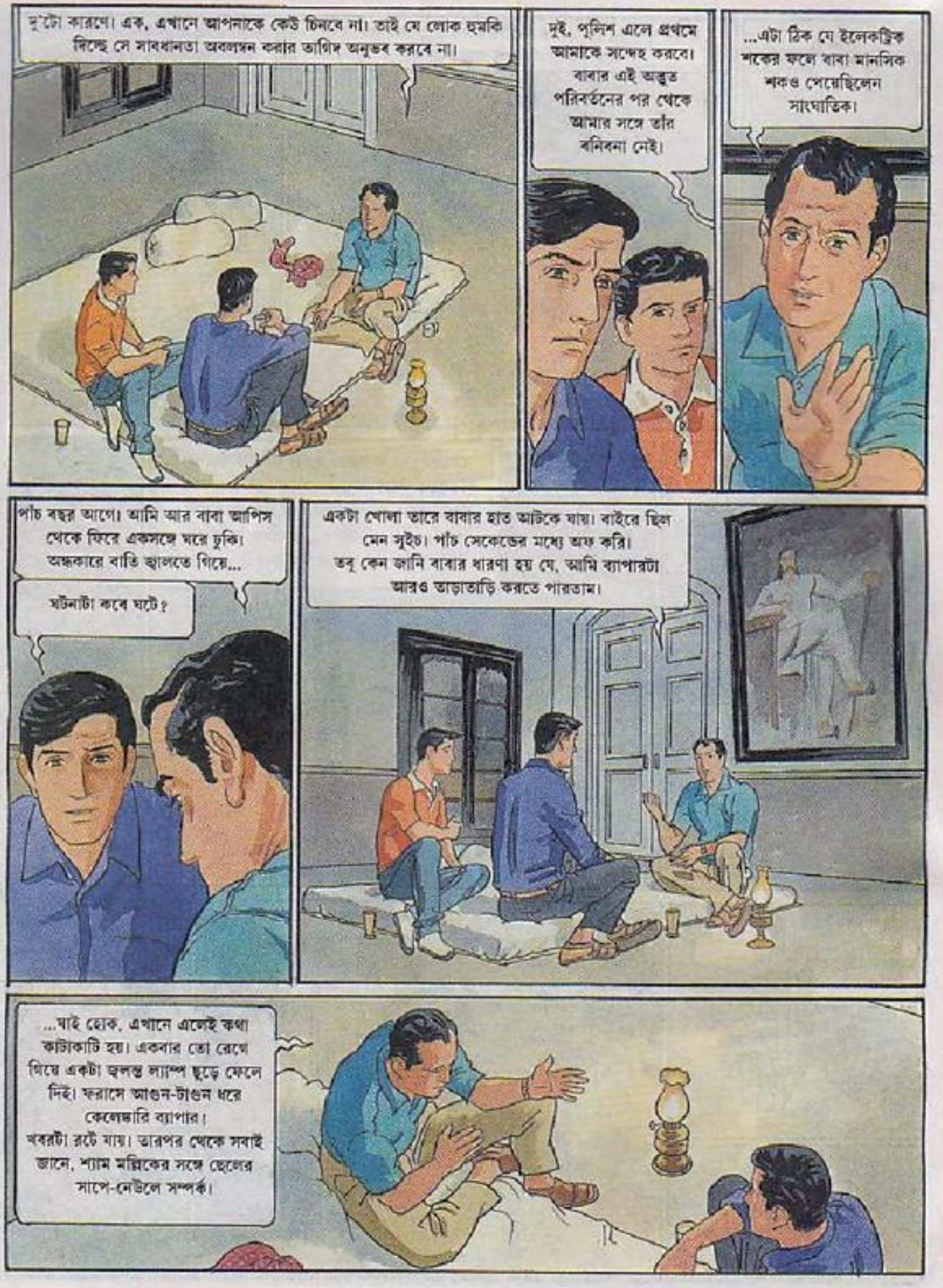
দুটো কারণে। এক, এখানে আপনাকে কেউ চিনবে না। তাই যে লোক হুমকি দিচ্ছে সে সাবধানতা অবলম্বন করার তাগিদ অনুভব করবে না।
দুই, পুলিশ এলে প্রথমে আমাকে সন্দেহ করবে। বাবার এই অদ্ভুত পরিবর্তনের পর থেকে আমার সঙ্গে তাঁর বনিবনা নেই।
...এটা ঠিক যে ইলেকট্রিক শকের ফলে বাবা মানসিক শকও পেয়েছিলেন সাংঘাতিক।
পাঁচ বছর আগে। আমি আর বাবা অফিস থেকে ফিরে একসঙ্গে ঘরে ঢুকি। অন্ধকারে বাতি জ্বালতে গিয়ে...
ঘটনাটা কবে ঘটে?
একটা খোলা তারে বাবার হাত আটকে যায়। বাইরে ছিল মেন সুইচ। পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে অফ করি। তবু কেন জানি বাবার ধারণা হয় যে, আমি ব্যাপারটা আরও তাড়াতাড়ি করতে পারতাম।
...যাই হোক, এখানে এলেই কথা কাটাকাটি হয়। একবার তো রেগে গিয়ে একটা জ্বলন্ত ল্যাম্প ছুড়ে ফেলে দিই। ফরাসে আগুন-টাগুন ধরে কেলেঙ্কারি ব্যাপার! খবরটা রটে যায়। তারপর থেকে সবাই জানে, শ্যাম মল্লিকের সঙ্গে ছেলের সাপে-নেউলে সম্পর্ক।

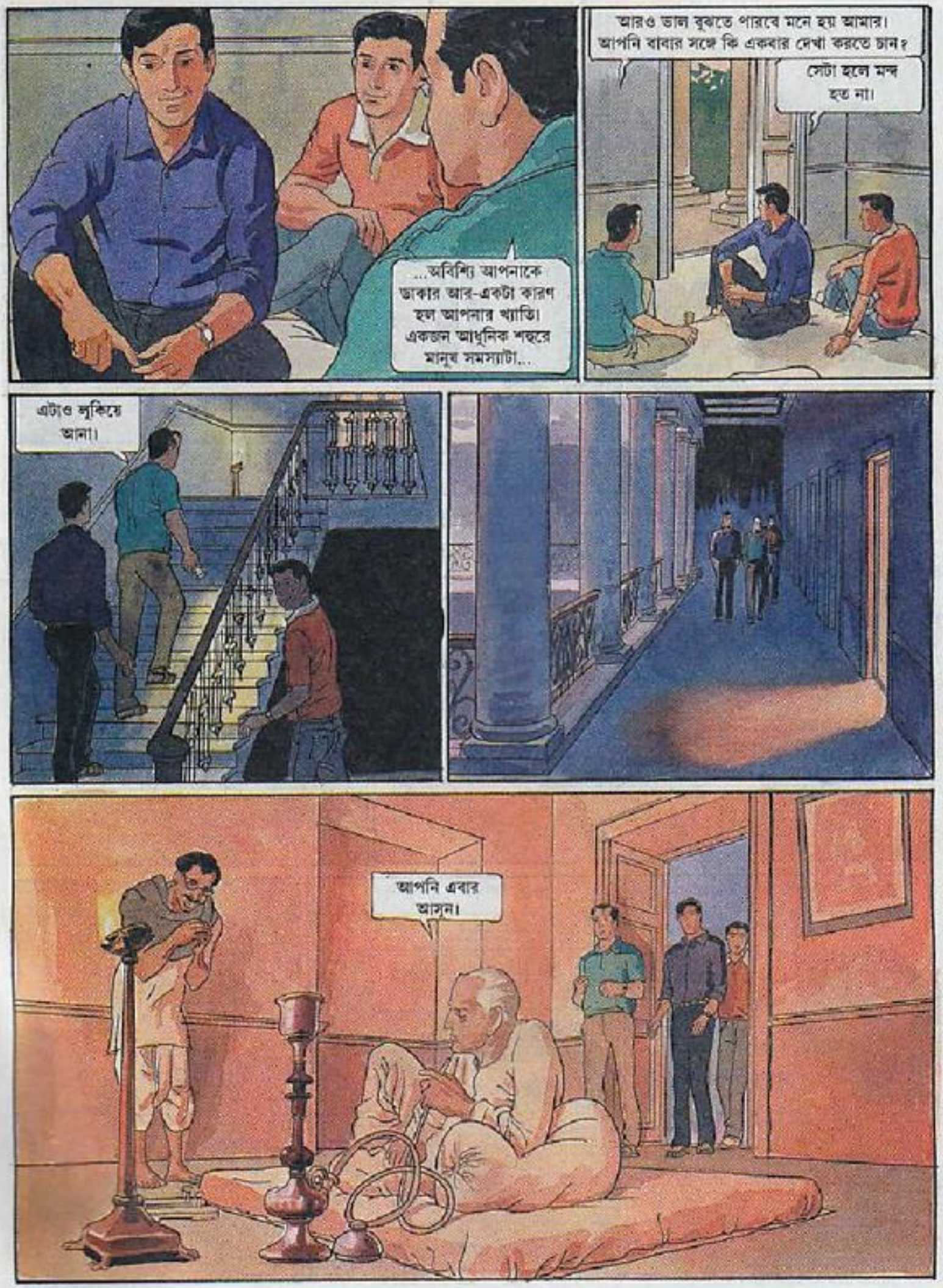
...অবিশ্যি আপনাকে ডাকার আর-একটা কারণ হল আপনার খ্যাতি। একজন আধুনিক শহুরে মানুষ সমস্যাটা...
আরও ভাল বুঝতে পারবে মনে হয় আমার। আপনি বাবার সঙ্গে কি একবার দেখা করতে চান?
সেটা হলে মন্দ হত না।
এটাও লুকিয়ে আনা।
আপনি এবার আসুন।

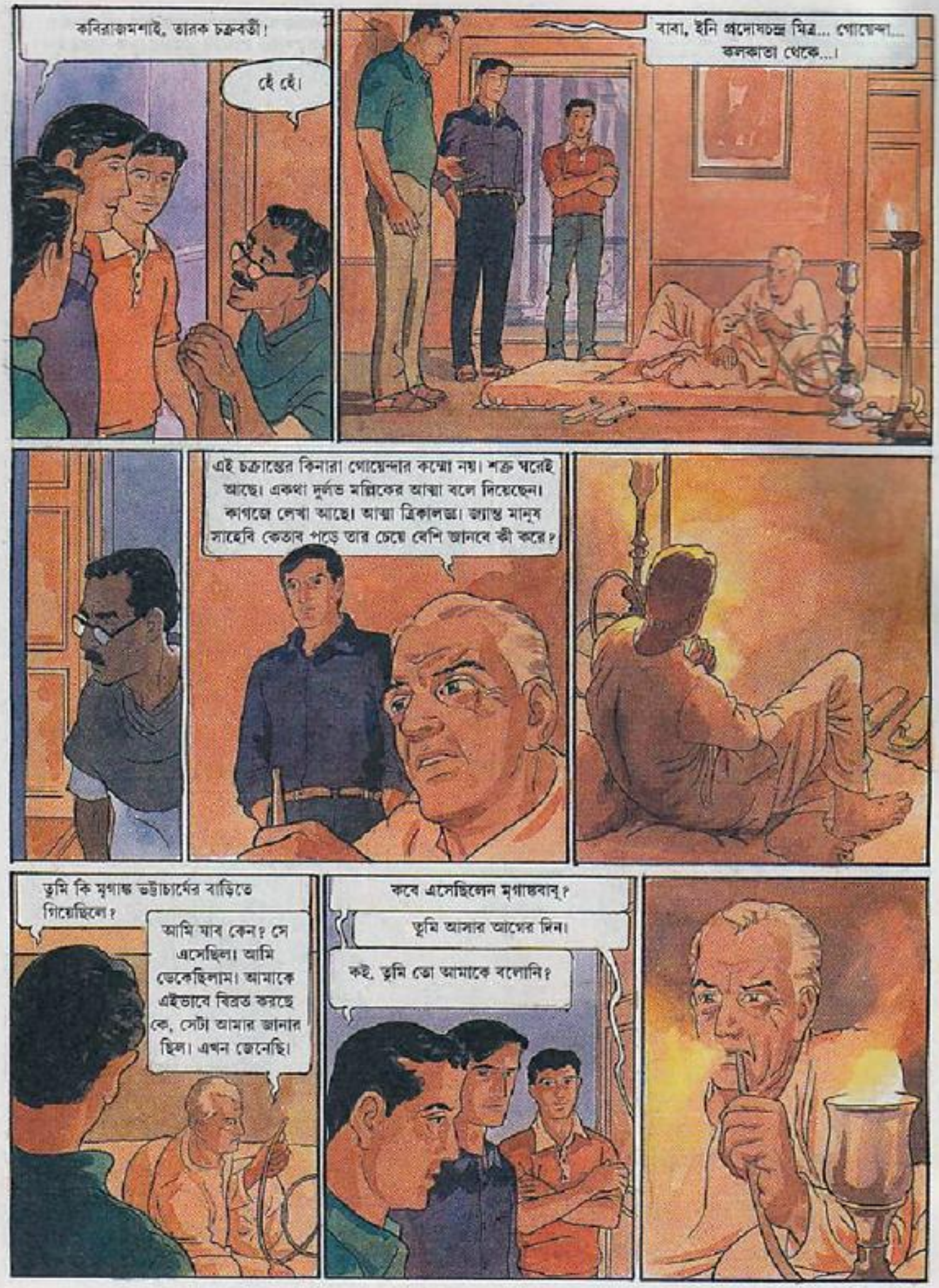
কবিরাজমশাই, তারক চক্রবর্তী!
হেঁ হেঁ।
বাবা, ইনি প্রদোষচন্দ্র মিত্র... গোয়েন্দা... কলকাতা থেকে...।
এই চক্রান্তের কিনারা গোয়েন্দার কম্মো নয়। শত্রু ঘরেই আছে। একথা দুর্লভ মল্লিকের আত্মা বলে দিয়েছেন। কাগজে লেখা আছে। আত্মা ত্রিকালজ্ঞ। জ্যান্ত মানুষ সাহেবি কেতাব পড়ে তার চেয়ে বেশি জানবে কী করে?
তুমি কি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যের বাড়িতে গিয়েছিলে?
আমি যাব কেন? সে এসেছিল। আমি ডেকেছিলাম। আমাকে এইভাবে বিব্রত করছে কে, সেটা আমার জানার ছিল। এখন জেনেছি।
কবে এসেছিলেন মৃগাঙ্কবাবু?
তুমি আসার আগের দিন।
কই, তুমি তো আমাকে বলোনি?

দুর্লভ মল্লিকের আত্মা কী লিখে গিয়েছেন সেটা দেখা যায় কি?
তোমার বয়স কত হল?
বত্রিশ।
এই বয়সে এত আস্পর্ধা হয় কী করে? সে লেখার আধ্যাত্মিক মূল্য জানো তুমি? সেটা কি যাকে-তাকে দেখাবার জিনিস?
আমায় মাপ করবেন। আমি শুধু জানতে চেয়েছিলাম আপনার সংকট থেকে কোনও মুক্তির উপায় আপনার পরলোকগত পিতা বলেছেন কি না?
সেটার জন্য কাগজটা দেখবার কী দরকার? আমাকে জিজ্ঞেস করলেই তো হয়। মুক্তির উপায় একটাই, শত্রুকে বিদায় করো।

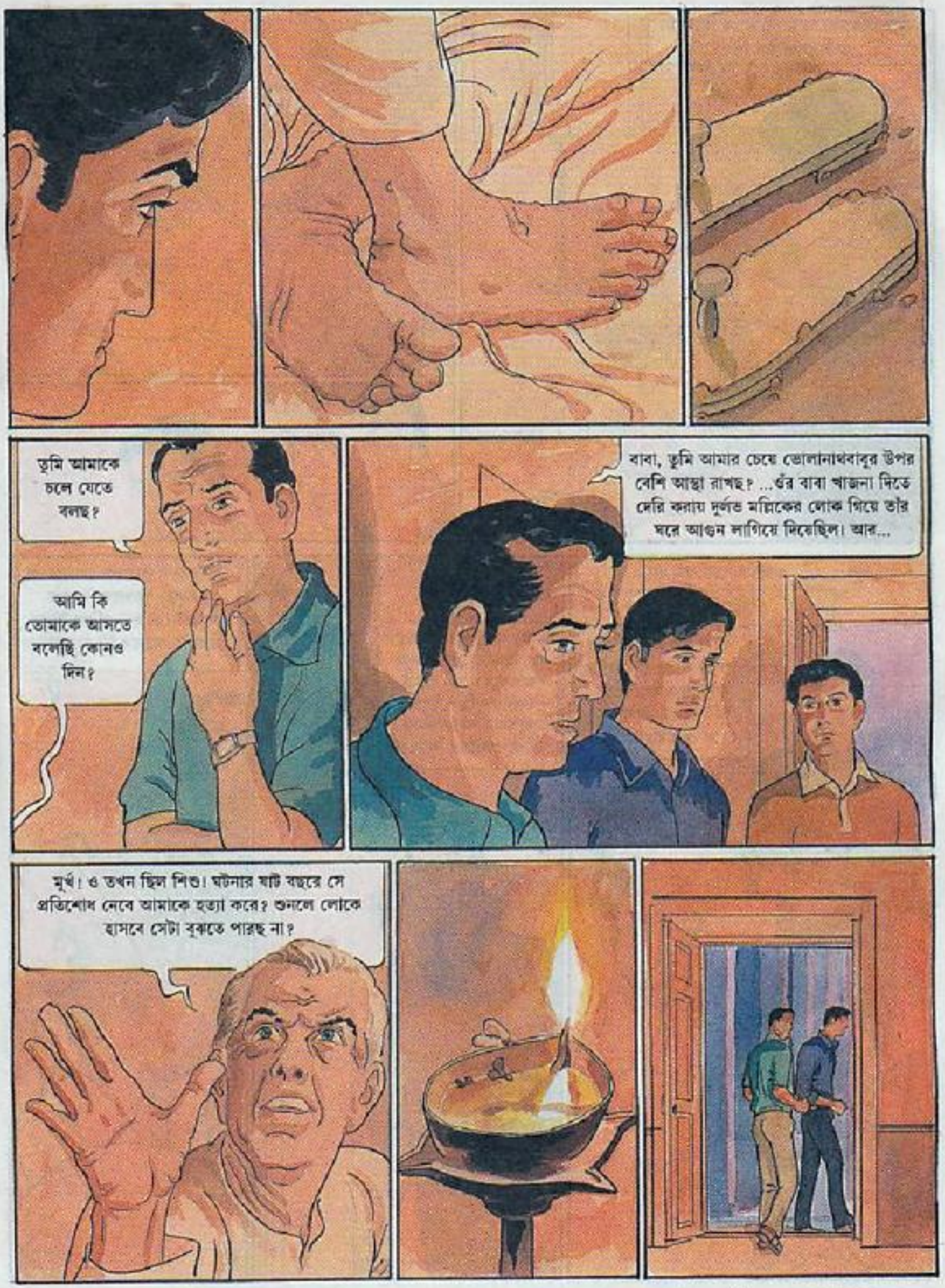
তুমি আমাকে চলে যেতে বলছ?
আমি কি তোমাকে আসতে বলেছি কোনও দিন?
বাবা, তুমি আমার চেয়ে ভোলানাথবাবুর উপর বেশি আস্থা রাখছ? ...ওঁর বাবা খাজনা দিতে দেরি করায় দুর্জন মল্লিকের লোক গিয়ে তাঁর ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। আর...
মূর্খ! ও তখন ছিল শিশু। ঘটনার ষাট বছরে সে প্রতিশোধ নেবে আমাকে হত্যা করে? শুনলে লোকে হাসবে সেটা বুঝতে পারছ না?

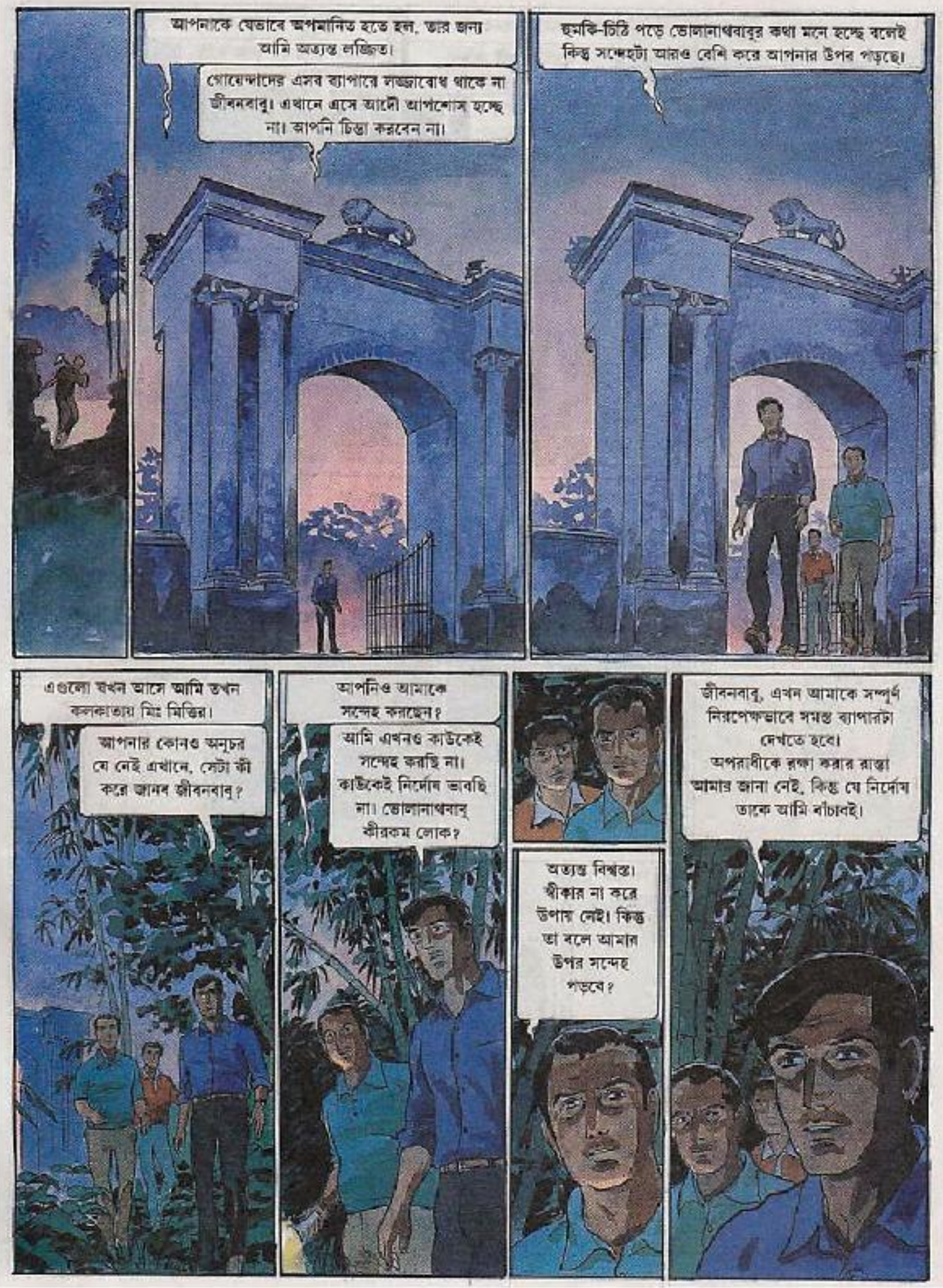
আপনাকে যেভাবে অপমানিত হতে হল, তার জন্য আমি অত্যন্ত লজ্জিত।
গোয়েন্দাদের এসব ব্যাপারে লজ্জাবোধ থাকে না জীবনবাবু। এখানে এসে আদৌ আপশোস হচ্ছে না। আপনি চিন্তা করবেন না।
হুমকি-চিঠি পড়ে ভোলানাথবাবুর কথা মনে হচ্ছে বলেই কিন্তু সন্দেহটা আরও বেশি করে আপনার উপর পড়ছে।
এগুলো যখন আসে আমি তখন কলকাতায় মিঃ মিত্তির।
আপনার কোনও অনুচর যে নেই এখানে, সেটা কী করে জানব জীবনবাবু?
আপনিও আমাকে সন্দেহ করছেন?
আমি এখনও কাউকেই সন্দেহ করছি না। কাউকেই নির্দোষ ভাবছি না। ভোলানাথবাবু কীরকম লোক?
অত্যন্ত বিশ্বস্ত। স্বীকার না করে উপায় নেই। কিন্তু তা বলে আমার উপর সন্দেহ পড়বে?
জীবনবাবু, এখন আমাকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে সমস্ত ব্যাপারটা দেখতে হবে। অপরাধীকে রক্ষা করার রাস্তা আমার জানা নেই, কিন্তু যে নির্দোষ তাকে আমি বাঁচাবই।

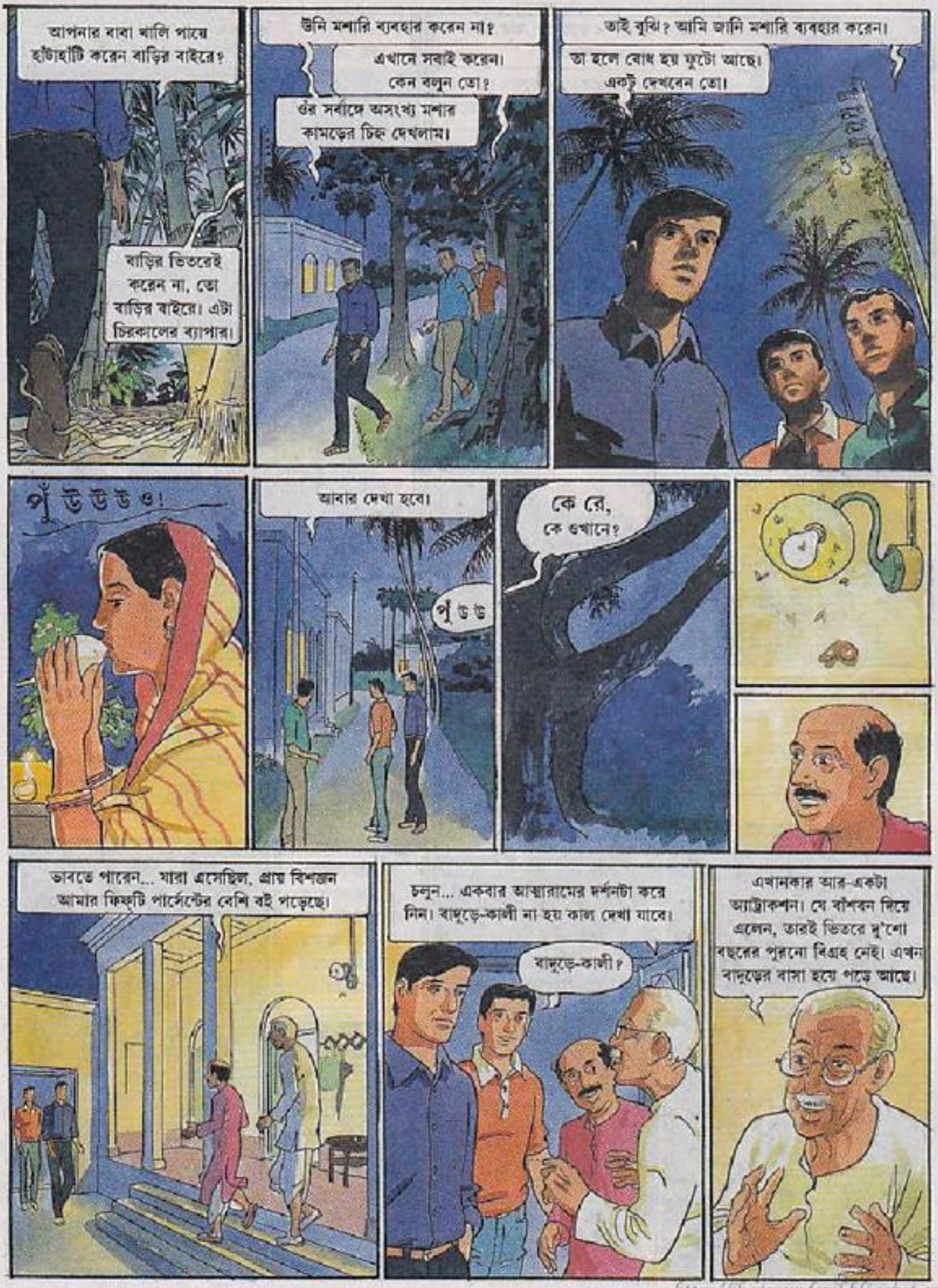
আপনার বাবা খালি পায়ে হাঁটাহাঁটি করেন বাড়ির বাইরে?
বাড়ির ভিতরেই করেন না, তো বাড়ির বাইরে। এটা চিরকালের ব্যাপার।
উনি মশারি ব্যবহার করেন না?
এখানে সবাই করেন। কেন বলুন তো?
ওঁর সর্বাঙ্গে অসংখ্য মশার কামড়ের চিহ্ন দেখলাম।
তাই বুঝি? আমি জানি মশারি ব্যবহার করেন।
তা হলে বোধ হয় ফুটো আছে। একটু দেখবেন তো।
পুঁ উ উ উ ও!
আবার দেখা হবে।
পুঁ উ উ
কে রে, কে ওখানে?
ভাবতে পারেন... যারা এসেছিল, প্রায় বিশজন আমার ফিফটি পার্সেন্টের বেশি বই পড়েছে।
চলুন... একবার আত্মারামের দর্শনটা করে নিন। বাদুড়ে-কালী না হয় কাল দেখা যাবে।
বাদুড়ে-কালী?
এখানকার আর-একটা অ্যাট্রাকশন। যে বাঁশবন দিয়ে এলেন, তারই ভিতরে দু'শো বছরের পুরনো বিগ্রহ নেই। এখন বাদুড়ের বাসা হয়ে পড়ে আছে।

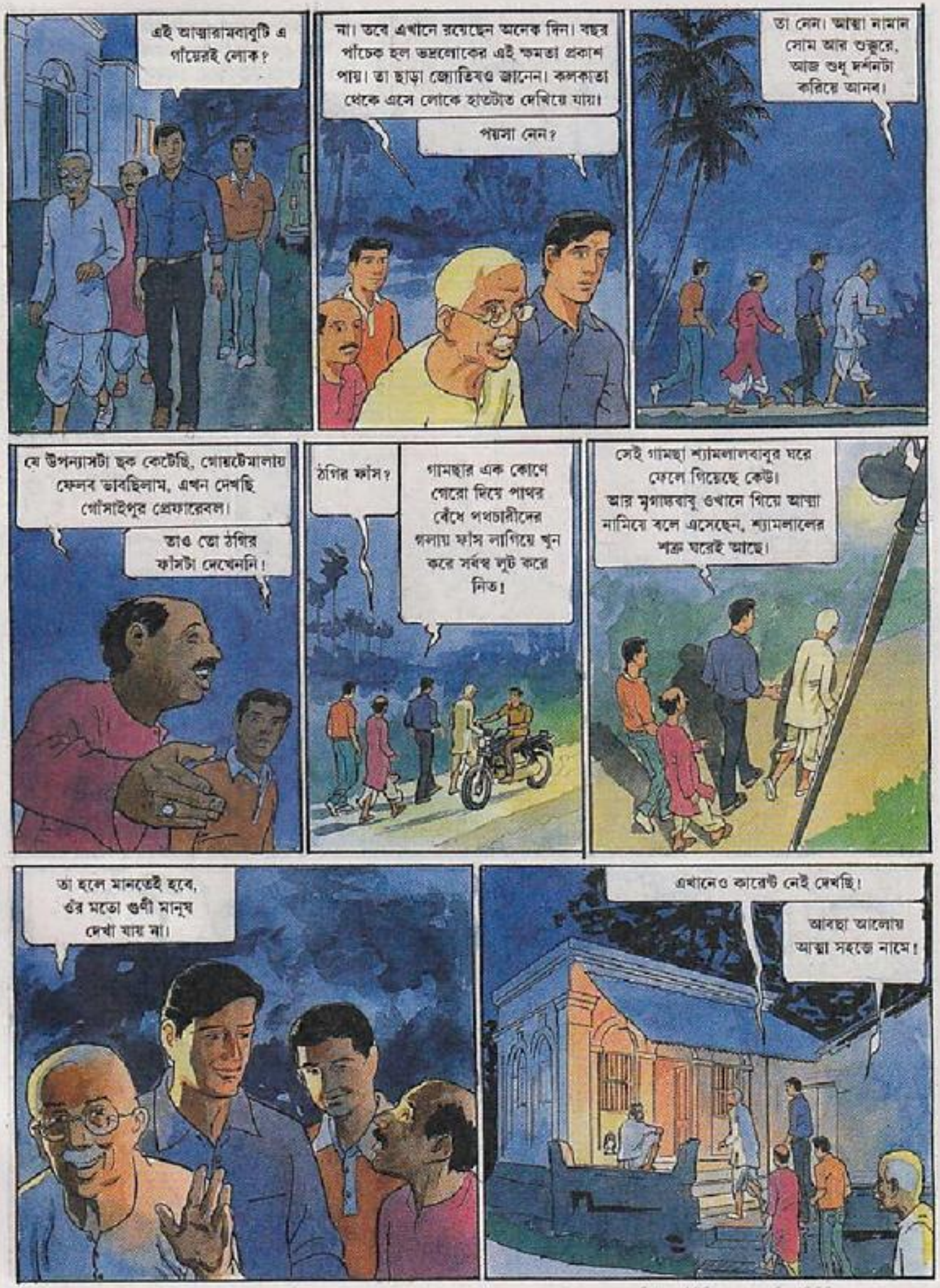
এই আত্মারামবাবুটি এ গাঁয়েরই লোক?
না। তবে এখানে রয়েছেন অনেক দিন। বছর পাঁচেক হল ভদ্রলোকের এই ক্ষমতা প্রকাশ পায়। তা ছাড়া জ্যোতিষও জানেন। কলকাতা থেকে এসে লোকে হাতটাত দেখিয়ে যায়।
পয়সা নেন?
তা নেন। আত্মা নামান সোম আর শুক্রবারে, আজ শুধু দর্শনটা করিয়ে আনব।
যে উপন্যাসটা ছক কেটেছি, গোয়টেমালায় ফেলব ভাবছিলাম, এখন দেখছি গোঁসাইপুর প্রেফারেবল।
তাও তো ঠগির ফাঁসটা দেখেননি!
ঠগির ফাঁস?
গামছার এক কোণে গেরো দিয়ে পাথর বেঁধে পথচারীদের গলায় ফাঁস লাগিয়ে খুন করে সর্বস্ব লুট করে নিত।
সেই গামছা শ্যামলালবাবুর ঘরে ফেলে গিয়েছে কেউ। আর মৃগাঙ্কবাবু ওখানে গিয়ে আত্মা নামিয়ে বলে এসেছেন, শ্যামলালের শত্রু ঘরেই আছে।
তা হলে মানতেই হবে, ওঁর মতো গুণী মানুষ দেখা যায় না।
এখানেও কারেন্ট নেই দেখছি!
আবছা আলোয় আত্মা সহজে নামে!

কলকাতা থেকে এলেন এঁরা, আমার বন্ধু। নিয়ে এলাম। গেঁসাইপুর কাকে নিয়ে গর্ব করে সেটা জানা উচিত।
সন্ধশশী বন্ধুটি কোন জন?
?

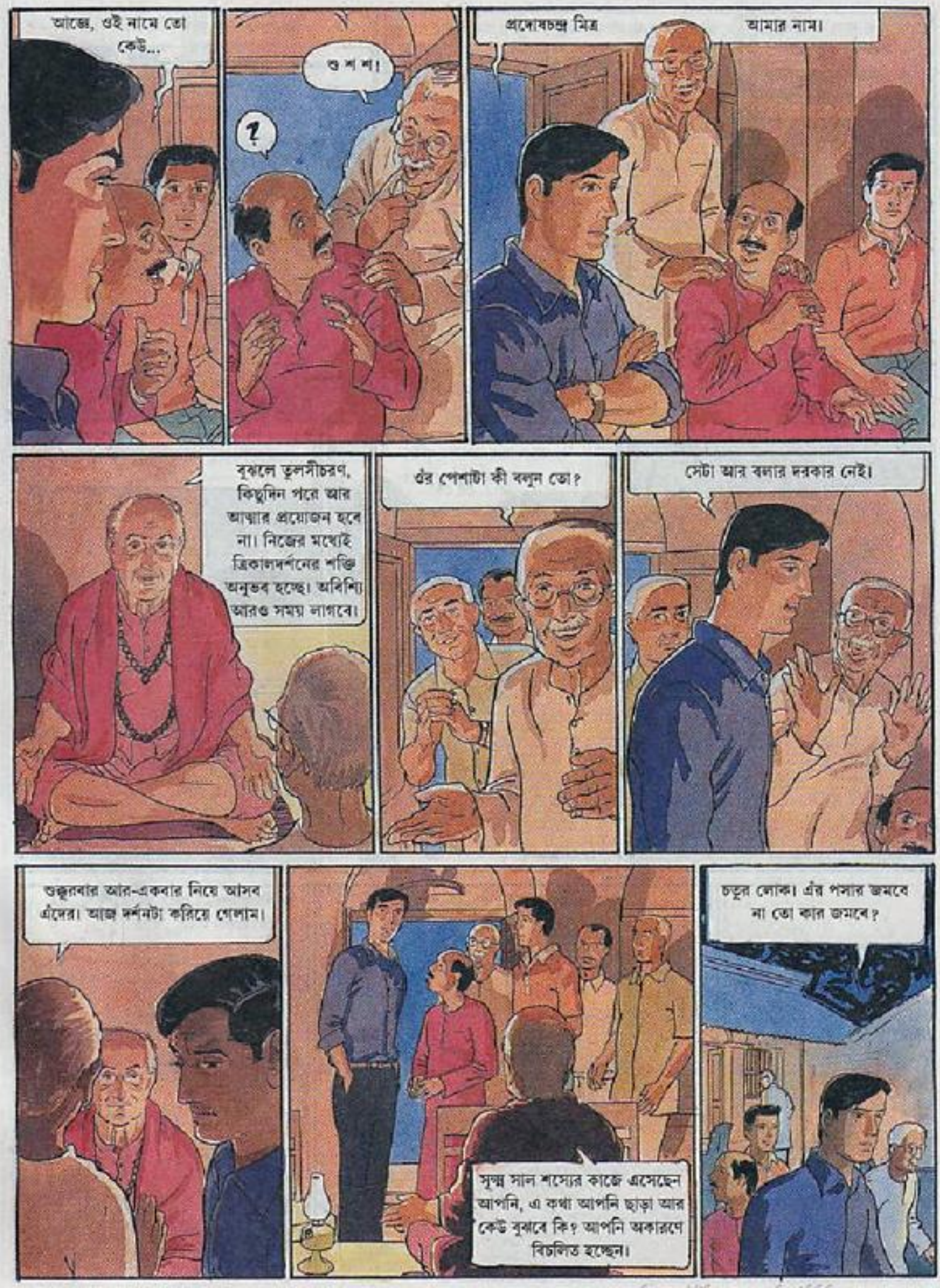
আজ্ঞে, ওই নামে তো কেউ...
শ শ শ!
?
প্রদোষচন্দ্র মিত্র
আমার নাম।
বুঝলে তুলসীচরণ, কিছুদিন পরে আর আত্মার প্রয়োজন হবে না। নিজের মধ্যেই ত্রিকালদর্শনের শক্তি অনুভব হচ্ছে। অবিশ্যি আরও সময় লাগবে।
ওঁর পেশাটা কী বলুন তো?
সেটা আর বলার দরকার নেই।
শুক্কুরবার আর-একবার নিয়ে আসব এঁদের। আজ দর্শনটা করিয়ে গেলাম।
সুপ্ত সাল শস্যের কাজে এসেছেন আপনি, এ কথা আপনি ছাড়া আর কেউ বুঝবে কি? আপনি অকারণে বিচলিত হচ্ছেন।
চতুর লোক। এঁর পসার জমবে না তো কার জমবে?

সূক্ষ্ম সাল শস্য কী মশাই? সন্ধশশী বন্ধু তো বুঝলাম... তাও আপনার নামটা বললেন বলে!
সূক্ষ্ম হল অণু। সাল—দন্ত্য 'স' হল সন, আর...
শস্য হল ধান!
তিনে মিলে...
অনুসন্ধান!
ডান দিকে যে বসে ছিল সে কে?
নিত্যানন্দ। মৃগেনবাবুর ভাগ্নে... আত্মা নামানোর ব্যাপারে মামাকে সাহায্য করে।
ভট্‌চাজের ওখানে বুঝি?
হেঁ হেঁ।
ভোলানাথবাবু, শ্যামলালবাবুর ম্যানেজার।
রান্না সব ঠিক আছে তো? নুন, ঝাল?
গঙ্গার রান্নার হাত খুব ভাল।
সবেধনার স্পিচটা তৈরি করে রাখব! একটা লণ্ঠন... বাতি জ্বালালে এদের আবার...
বেশ তো! গঙ্গা দিয়ে আসবে।

সাড়ে ন'টা... মনে হচ্ছে মাঝরাত্তির!

তোমার নাম আর পেশা কী করে বলে দিল বলো তো?

অনেক লোকের অনেক পিকিউলার ক্ষমতা থাকে, যার কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

আমাকে এভাবে ইগ্‌নোর করল কেন বলুন তো?

সারা গাঁয়ের লোক আপনাকে অভ্যর্থনা দিতে চলেছে। আর একটি লোক আপনার নামে হেঁয়ালি বাঁধল না বলে আপনি মুষড়ে পড়লেন?

তা হলে বোধ হয় আমার নাম থেকে হেঁয়ালি হয় না, তাই।

রক্তবরণ মুগ্ধকরণ নদীপাশে যাহা বিঁধলে মরণ।

হুঁ

কীরকম, কীরকম?

রক্তবরণ মুগ্ধকরণ নদীপাশে যাহা বিঁধলে মরণ।

দাঁড়ান। ...রক্তবরণ, লাল। আর মুগ্ধকরণ...।

মোহন!

ইয়েস। লালমোহন। কিন্তু গাঙ্গুলি? ওহো নদী হল গাঙ, আর গুলি বিঁধলে মরণ। ওঃ, ব্রিলিয়ান্ট মশাই! কী করে যে আপনার মাথায় এত আসে জানি না। স্পিচটা তৈরি হলে একটু দেখে দেবেন তো?

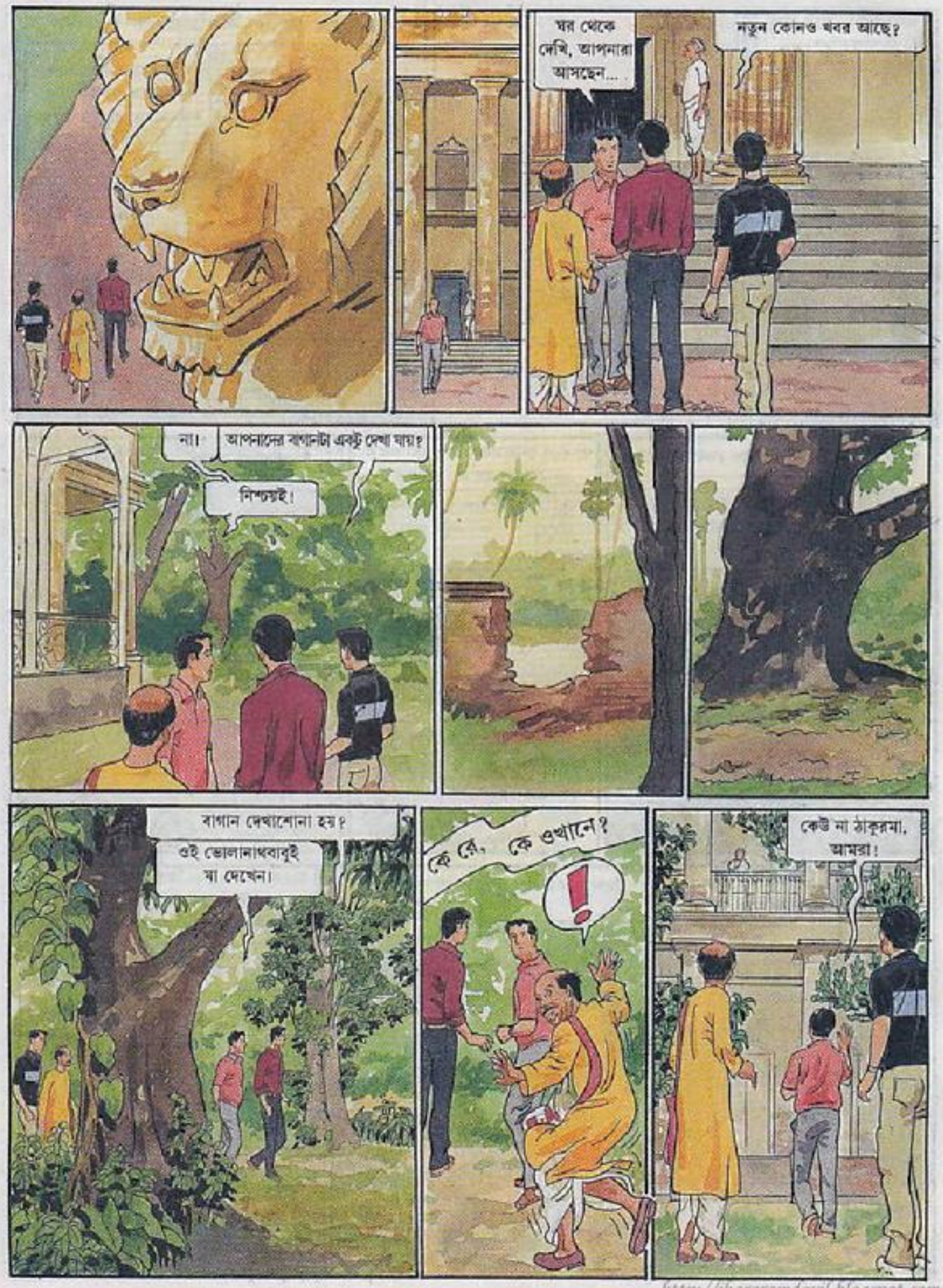
ঘর থেকে দেখি, আপনারা আসছেন....
নতুন কোনও খবর আছে?
না।
আপনাদের বাগানটা একটু দেখা যায়?
নিশ্চয়ই।
বাগান দেখাশোনা হয়?
ওই ভোলানাথবাবুই যা দেখেন।
কে রে, কে ওখানে?
!
কেউ না ঠাকুরমা, আমরা!

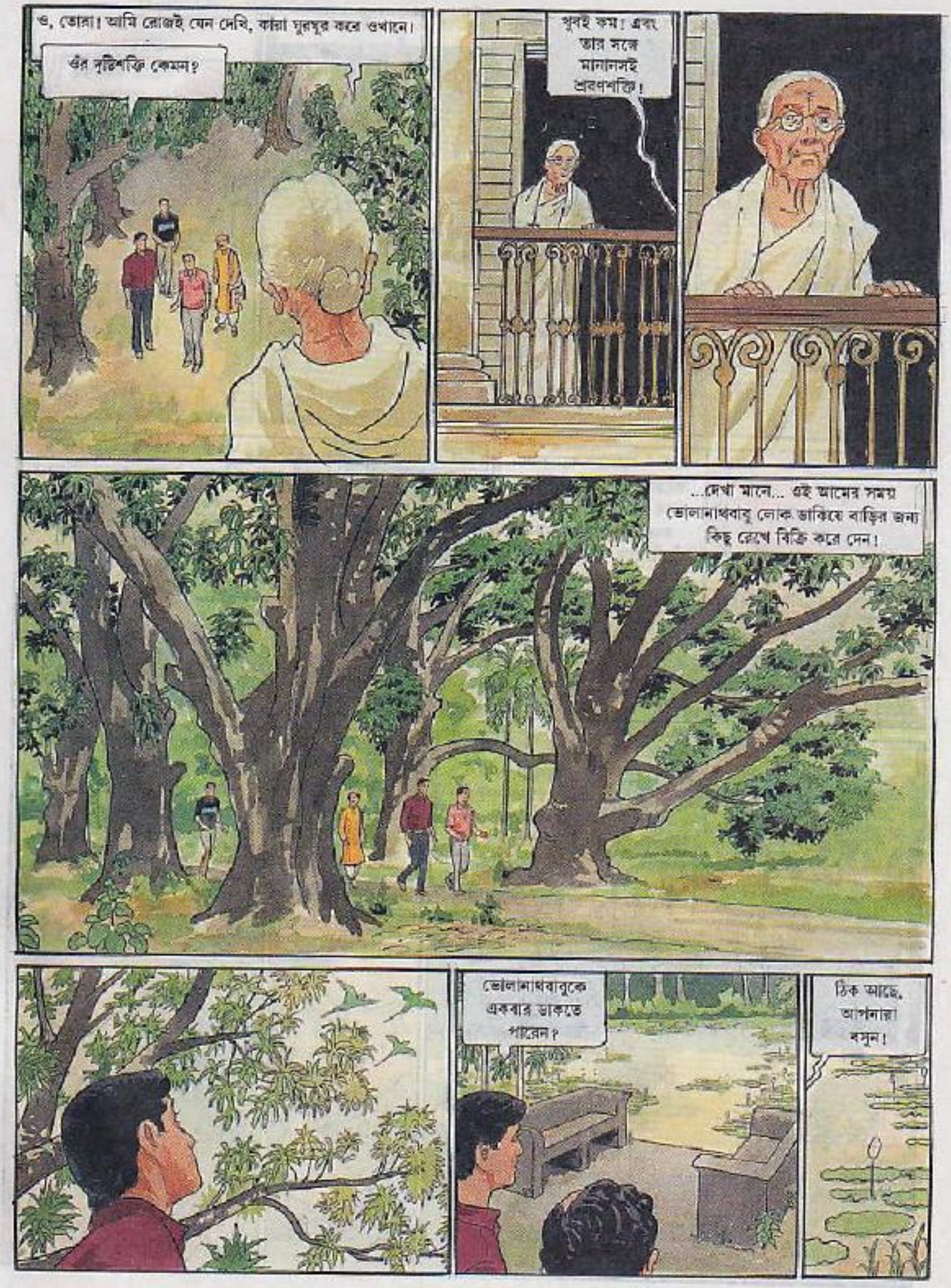
ও, তোরা! আমি রোজই যেন দেখি, কারা ঘুরঘুর করে ওখানে।
ওঁর দৃষ্টিশক্তি কেমন?
খুবই কম! এবং তার সঙ্গে মানসিক শ্রবণশক্তি!
...দেখা মানে... এই আমের সময় ভোলানাথবাবু লোক ডাকিয়ে বাড়ির জন্য কিছু রেখে বিক্রি করে দেন!
ভোলানাথবাবুকে একবার ডাকতে পারেন?
ঠিক আছে, আপনারা বসুন!

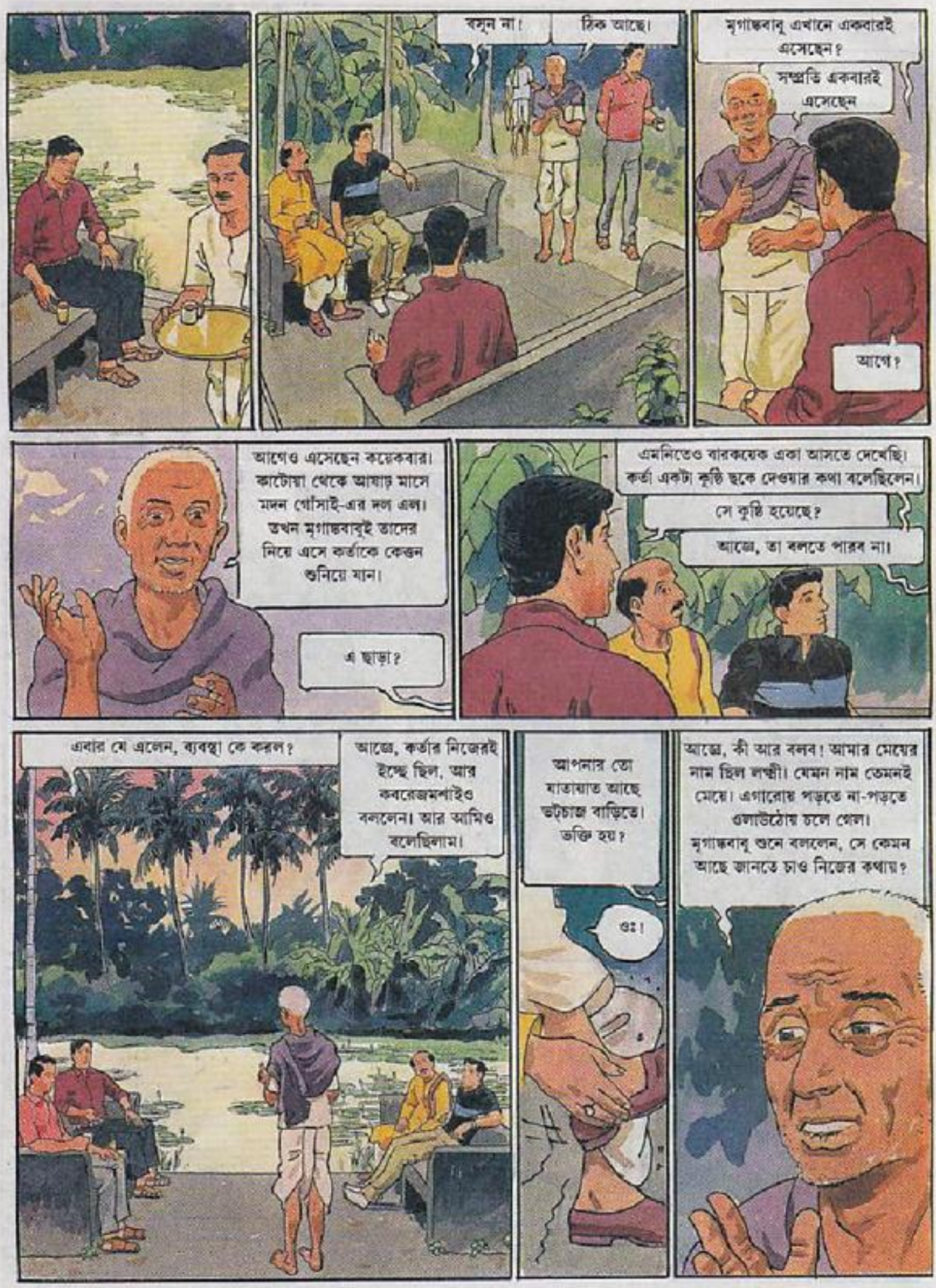
বসুন না।
ঠিক আছে।
মৃগাঙ্কবাবু এখানে একবারই এসেছেন?
সম্প্রতি একবারই এসেছেন
আগে?
আগেও এসেছেন কয়েকবার। কাটোয়া থেকে আষাঢ় মাসে মদন গোঁসাই-এর দল এল। তখন মৃগাঙ্কবাবুই তাদের নিয়ে এসে কর্তাকে কেত্তন শুনিয়ে যান।
এ ছাড়া?
এমনিতেও বারকয়েক একা আসতে দেখেছি। কর্তা একটা কুষ্ঠি ছকে দেওয়ার কথা বলেছিলেন।
সে কুষ্ঠি হয়েছে?
আজ্ঞে, তা বলতে পারব না।
এবার যে এলেন, ব্যবস্থা কে করল?
আজ্ঞে, কর্তার নিজেরই ইচ্ছে ছিল, আর কবরেজমশাইও বললেন। আর আমিও বলেছিলাম।
আপনার তো যাতায়াত আছে ভট্‌চাজ বাড়িতে। ভক্তি হয়?
ওঃ!
আজ্ঞে, কী আর বলব! আমার মেয়ের নাম ছিল লক্ষ্মী। যেমন নাম তেমনই মেয়ে। এগারোয় পড়তে না-পড়তে ওলাউঠোয় চলে গেল।
মৃগাঙ্কবাবু শুনে বললেন, সে কেমন আছে জানতে চাও নিজের কথায়?

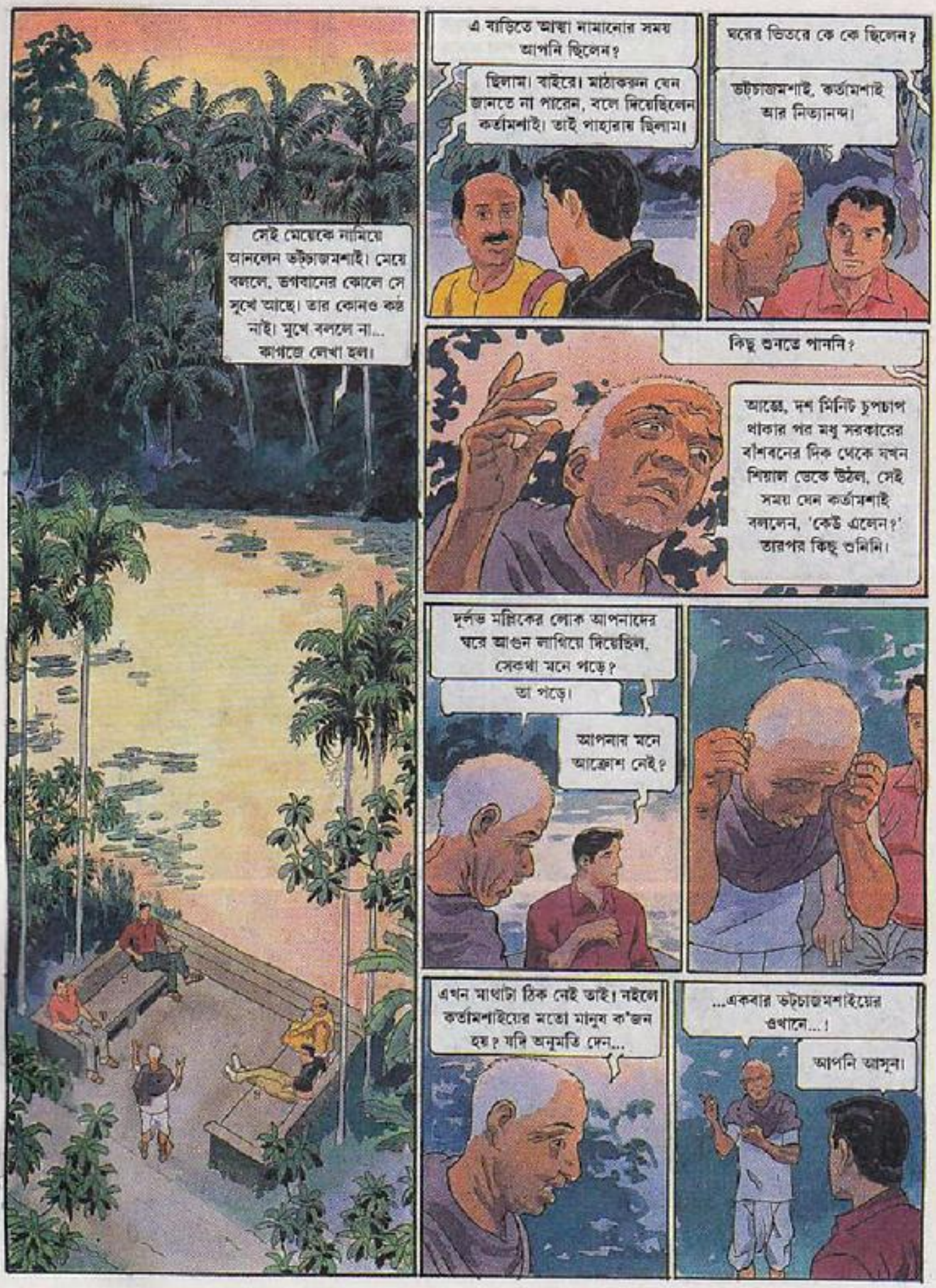
সেই মেয়েকে নামিয়ে আনলেন ভট্চাজমশাই। মেয়ে বললে, ভগবানের কোলে সে সুখে আছে। তার কোনও কষ্ট নাই। মুখে বললে না... কাগজে লেখা হল।
এ বাড়িতে আত্মা নামানোর সময় আপনি ছিলেন?
ছিলাম। বাইরে। মাঠাকরুন যেন জানতে না পারেন, বলে দিয়েছিলেন কর্তামশাই। তাই পাহারায় ছিলাম।
ঘরের ভিতরে কে কে ছিলেন?
ভট্চাজমশাই, কর্তামশাই আর নিত্যানন্দ।
কিছু শুনতে পাননি?
আজ্ঞে, দশ মিনিট চুপচাপ থাকার পর মধু সরকারের বাঁশবনের দিক থেকে যখন শিয়াল ডেকে উঠল, সেই সময় যেন কর্তামশাই বললেন, 'কেউ এলেন?' তারপর কিছু শুনিনি।
দুর্লভ মল্লিকের লোক আপনাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল, সেকথা মনে পড়ে?
তা পড়ে।
আপনার মনে আক্রোশ নেই?
এখন মাথাটা ঠিক নেই তাই। নইলে কর্তামশাইয়ের মতো মানুষ ক'জন হয়? যদি অনুমতি দেন...
...একবার ভট্চাজমশাইয়ের ওখানে...!
আপনি আসুন।

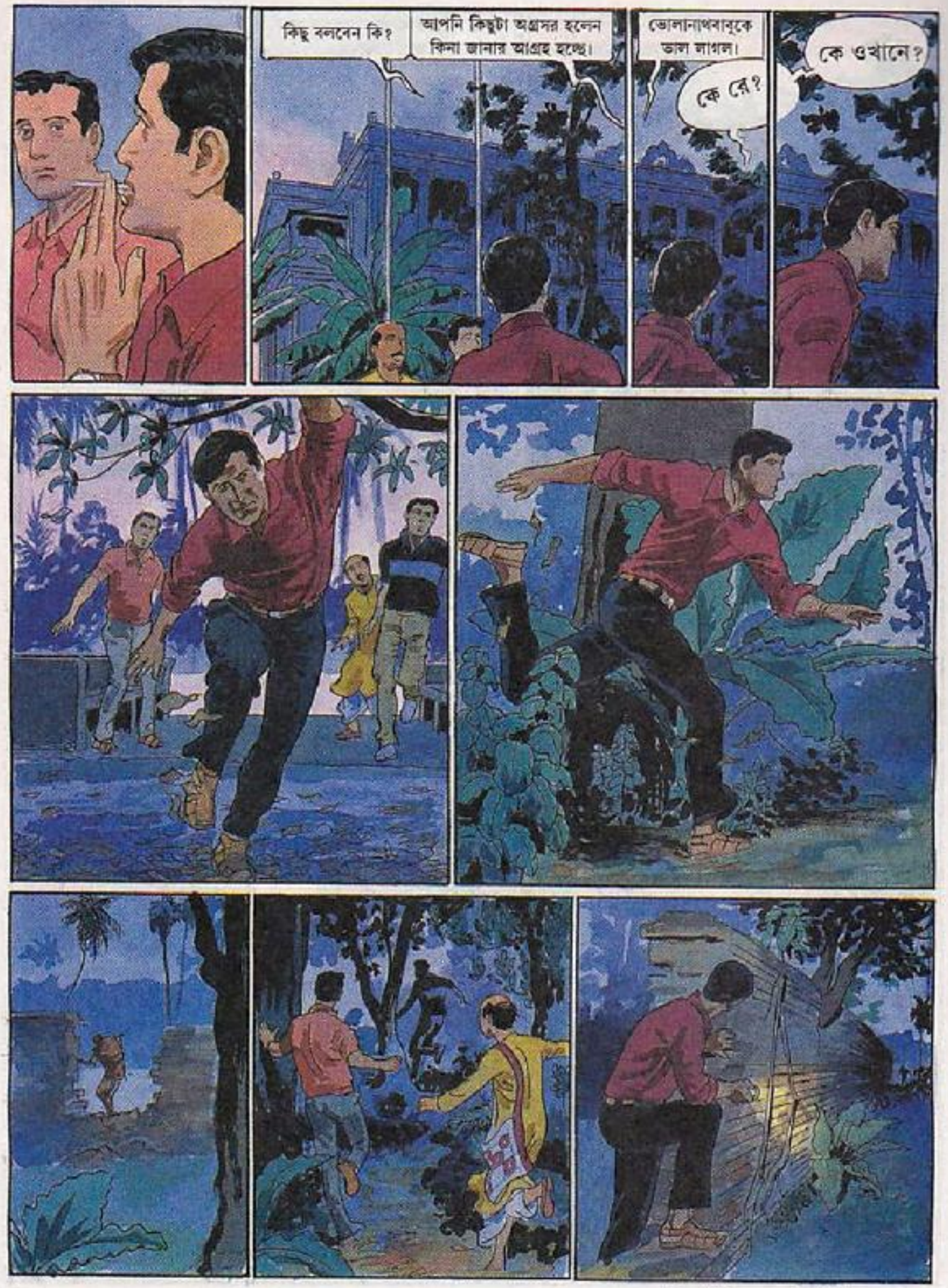
কিছু বলবেন কি?
আপনি কিছুটা অগ্রসর হলেন কিনা জানার আগ্রহ হচ্ছে।
ভোলানাথবাবুকে ভাল লাগল।
কে রে?
কে ওখানে?

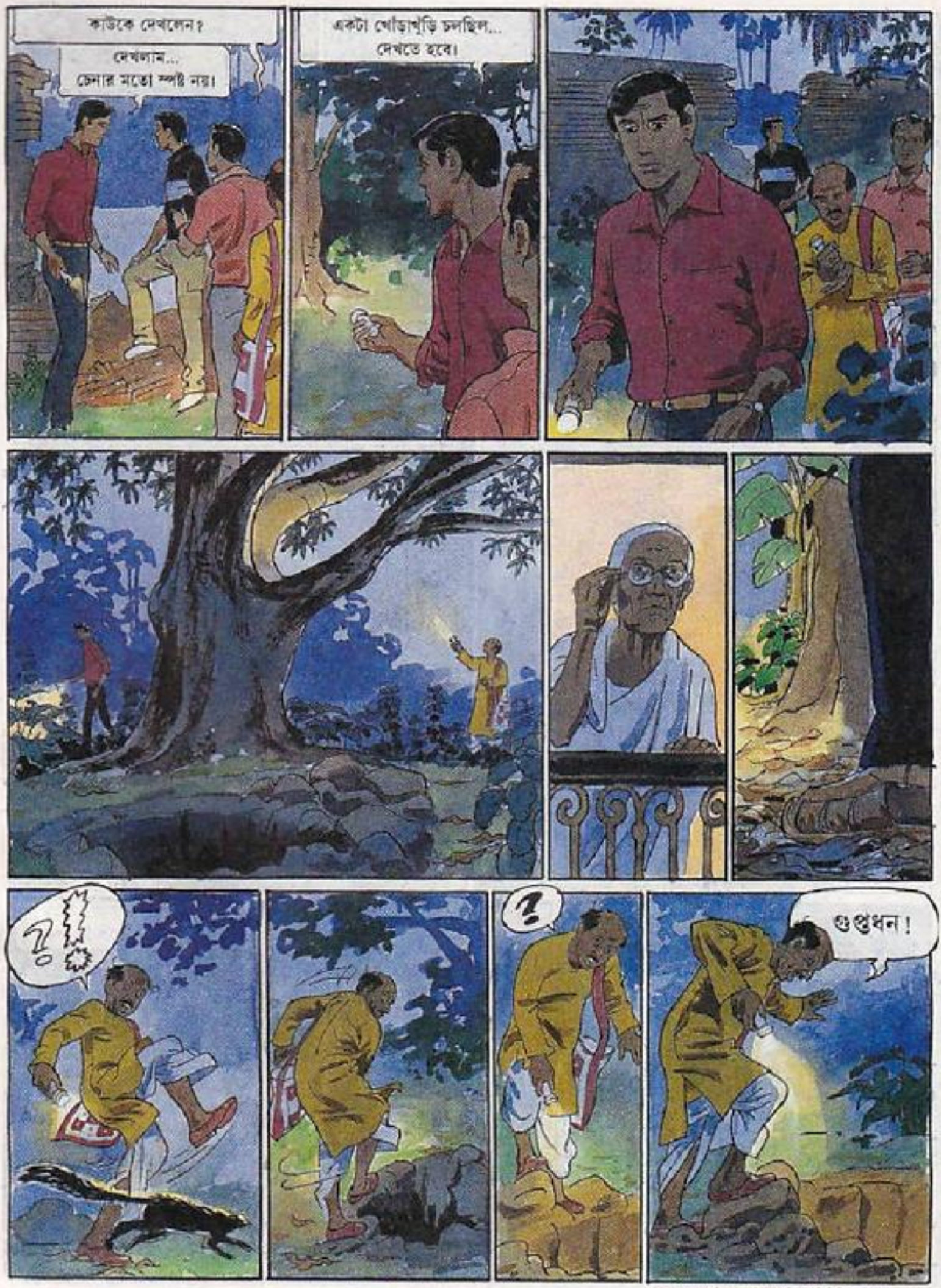
কাউকে দেখলেন?
দেখলাম... চেনার মতো স্পষ্ট নয়।
একটা খোঁড়াখুড়ি চলছিল... দেখতে হবে।
?!
?
গুপ্তধন!

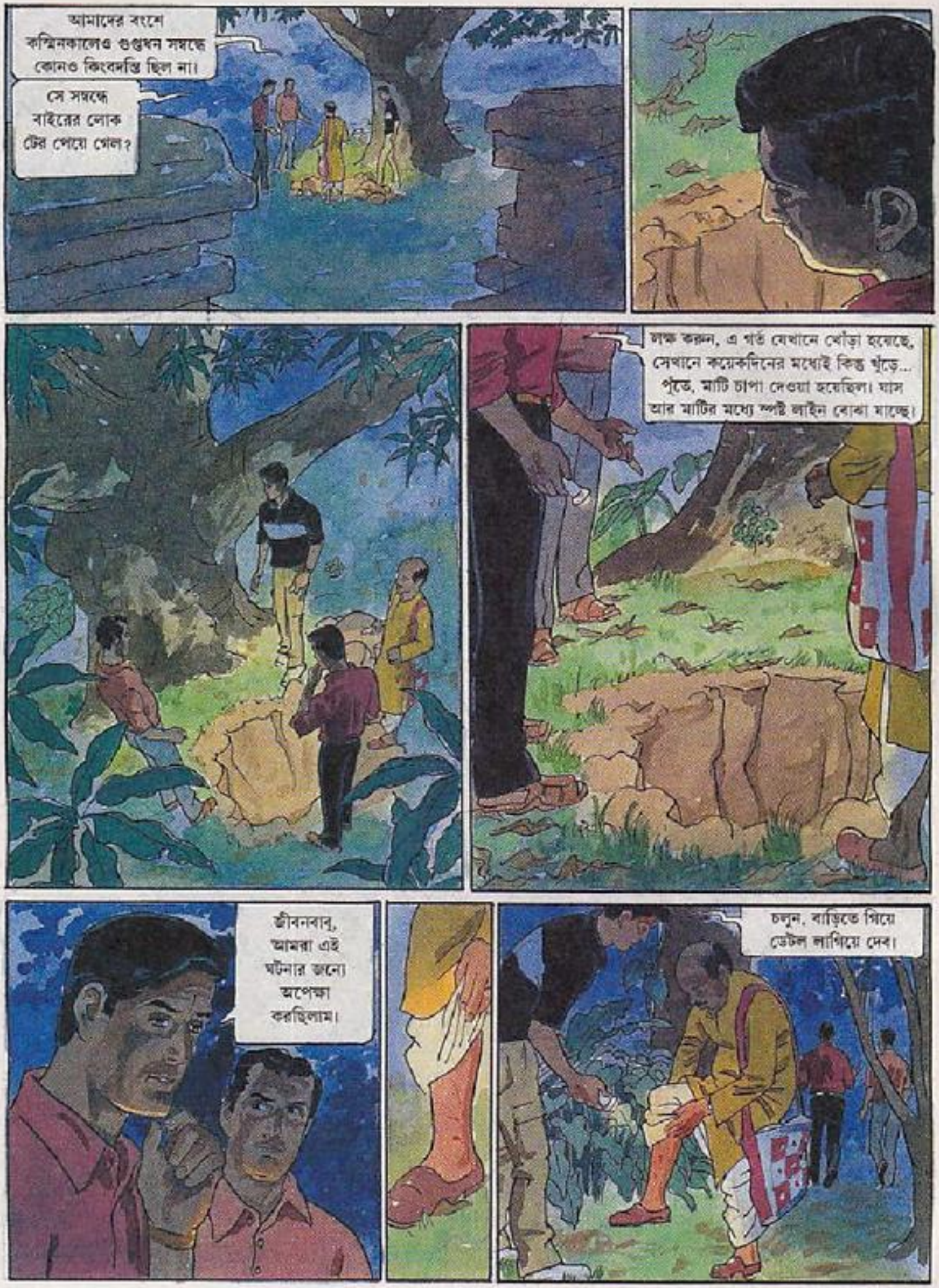
আমাদের বংশে কস্মিনকালেও গুপ্তধন সম্বন্ধে কোনও কিংবদন্তি ছিল না।
সে সম্বন্ধে বাইরের লোক টের পেয়ে গেল?
লক্ষ করুন, এ গর্ত যেখানে খোঁড়া হয়েছে, সেখানে কয়েকদিনের মধ্যেই কিন্তু খুঁড়ে... পুঁতে, মাটি চাপা দেওয়া হয়েছিল। ঘাস আর মাটির মধ্যে স্পষ্ট লাইন বোঝা যাচ্ছে।
জীবনবাবু, আমরা এই ঘটনার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম।
চলুন, বাড়িতে গিয়ে ডেটল লাগিয়ে দেব।

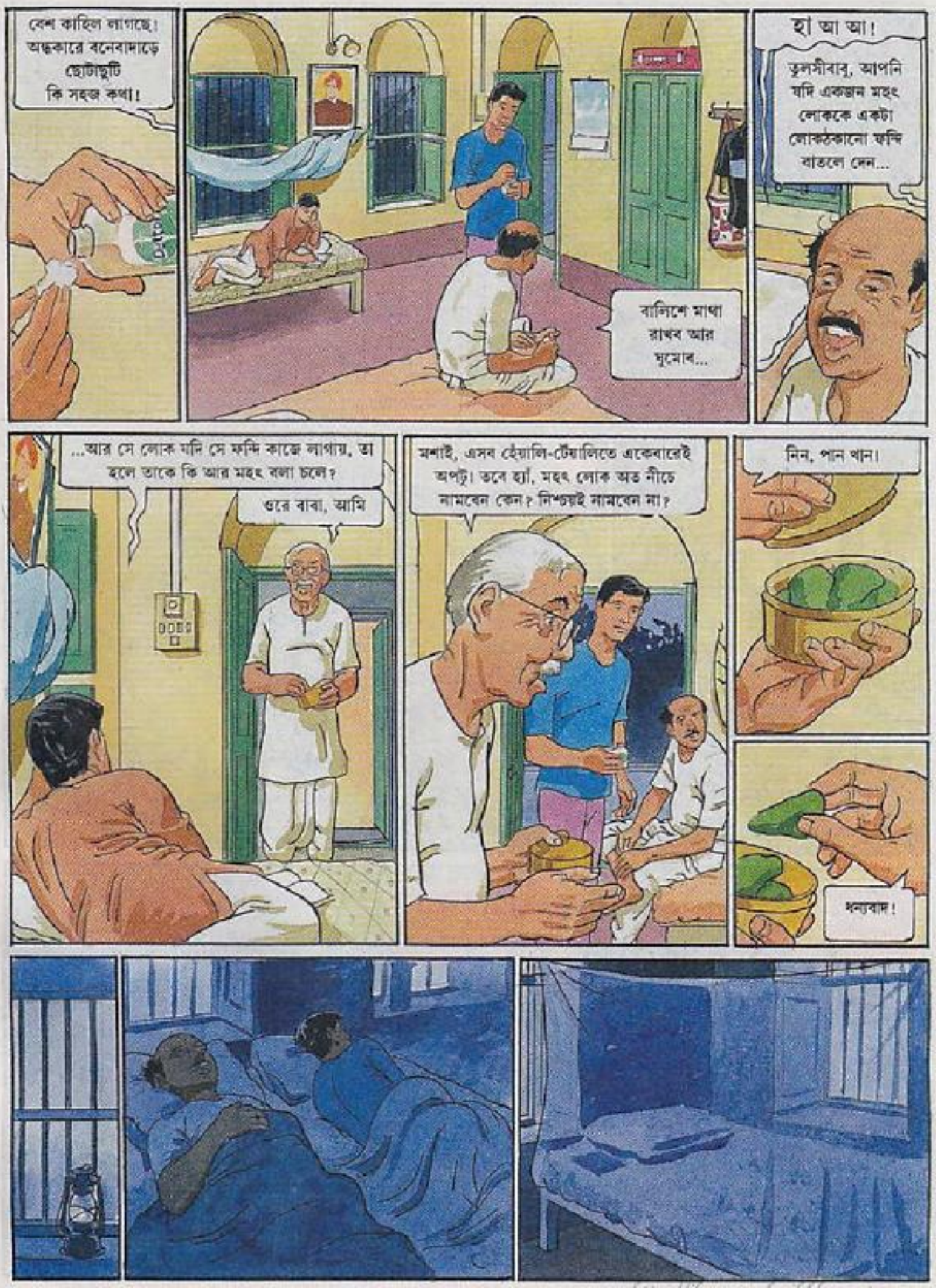
বেশ কাহিল লাগছে! অন্ধকারে বনেবাদাড়ে ছোটাছুটি কি সহজ কথা!
বালিশে মাথা রাখব আর ঘুমোব...
হা আ আ!
তুলসীবাবু, আপনি যদি একজন মহৎ লোককে একটা লোকঠকানো ফন্দি বাতলে দেন...
...আর সে লোক যদি সে ফন্দি কাজে লাগায়, তা হলে তাকে কি আর মহৎ বলা চলে?
ওরে বাবা, আমি
মশাই, এসব হেঁয়ালি-টেঁয়ালিতে একেবারেই অপটু। তবে হ্যাঁ, মহৎ লোক অত নীচে নামবেন কেন? নিশ্চয়ই নামবেন না?
নিন, পান খান।
ধন্যবাদ!

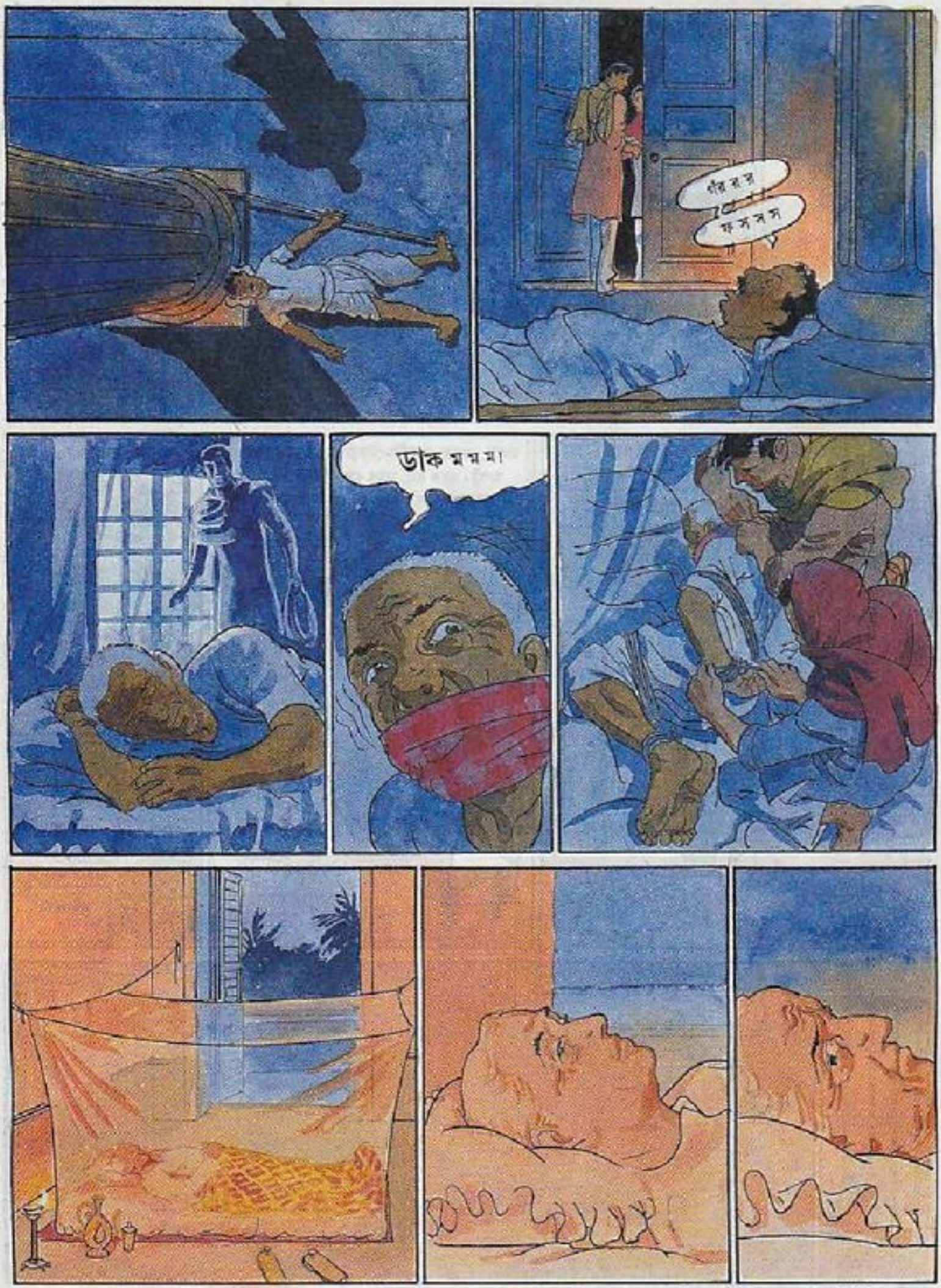
ডাক মমমা

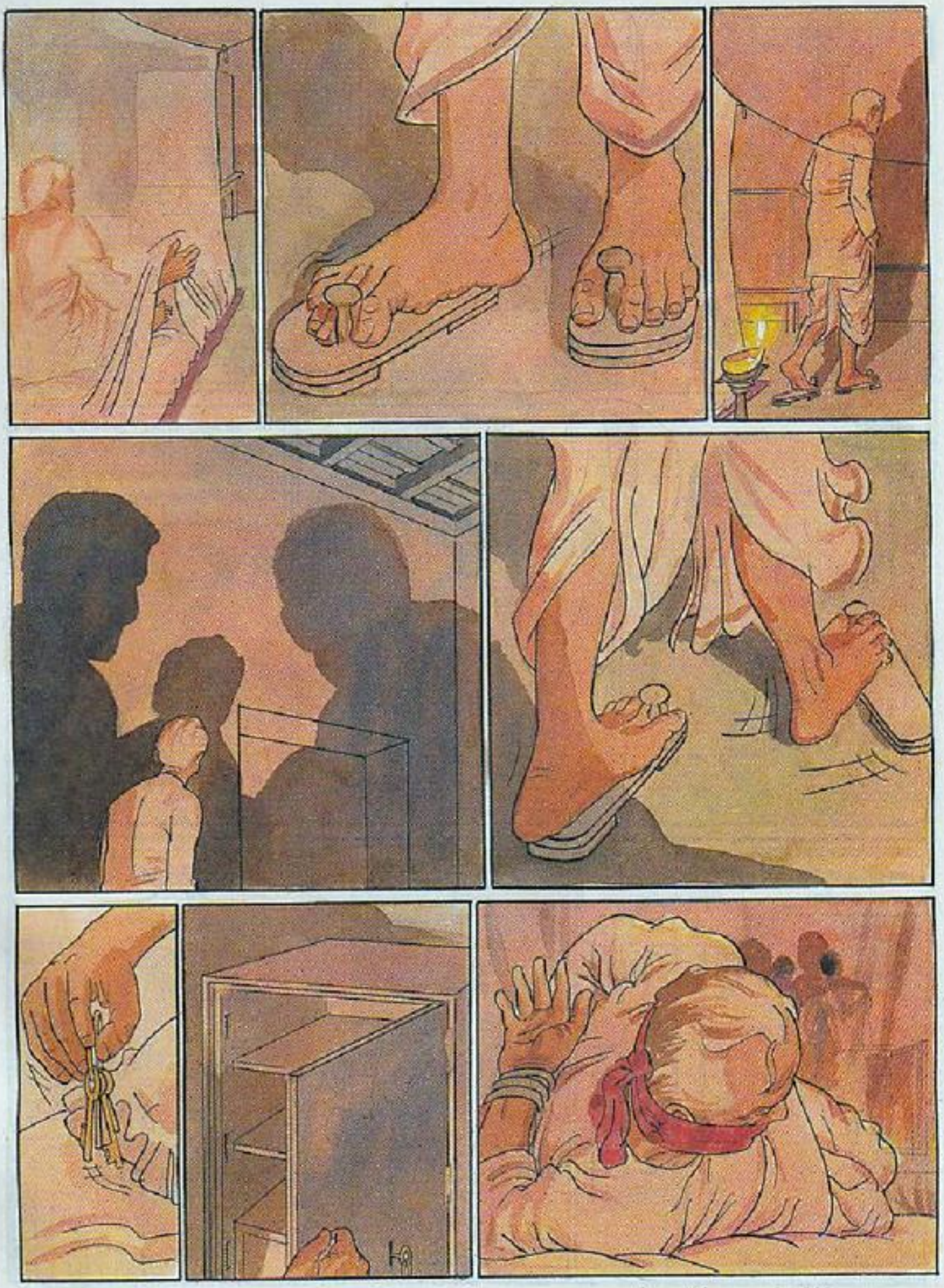

ঠাকুরদা, আপনি?
হ্যাঁ রে, আমি!
এই দ্যাখ, কেমন রোমাঞ্চকর মালা দিলাম তোকে।
!
অ্যাঁ আ আ অ!
?
বাপ রে বাপ, কী স্বপ্ন! দেখলুম ঠাকুরদা হরিমোহন গাঙ্গুলিকে। একটা সংবর্ধনা সভায় আমায় মালা পরিয়ে দিলেন! ফুলের নয়, রক্তবর্ণ নরমুণ্ড দিয়ে গাঁথা!
এমন চমৎকার ব্রাহ্ম মুহূর্তে আপনি এসব উদ্ভট স্বপ্ন দেখছেন?
আপনার ওই রক্তবরণ, আত্মারাম আর সংবর্ধনা মিলে জগাখিচুড়ি হয়ে গিয়েছে!
মিত্তিরমশাই!
সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে!

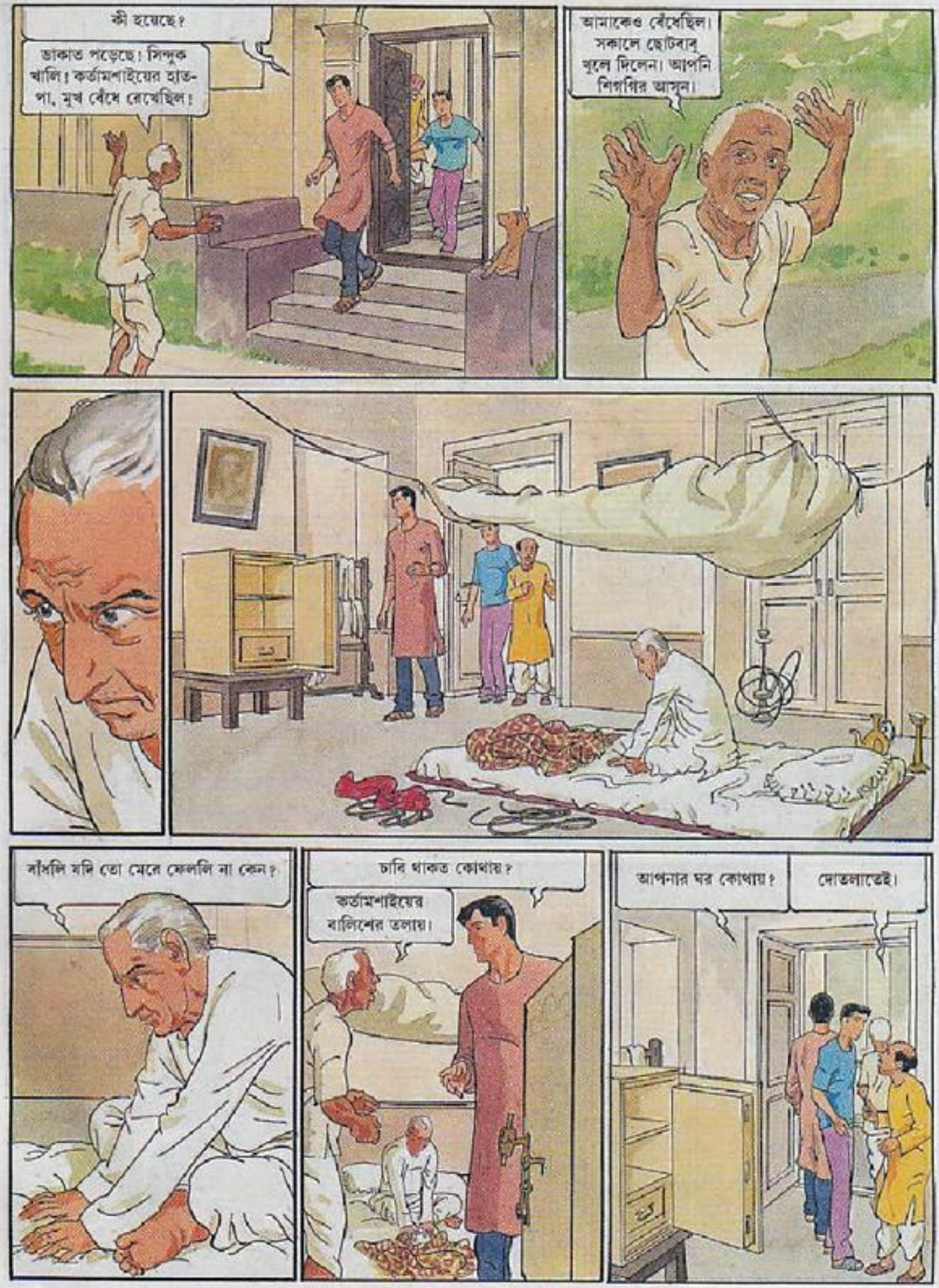
কী হয়েছে?
ডাকাত পড়েছে! সিন্দুক খালি! কর্তামশাইয়ের হাত-পা, মুখ বেঁধে রেখেছিল!
আমাকেও বেঁধেছিল। সকালে ছোটবাবু খুলে দিলেন। আপনি শিগগির আসুন।
বাঁধলি যদি তো মেরে ফেললি না কেন?
চাবি থাকত কোথায়?
কর্তামশাইয়ের বালিশের তলায়।
আপনার ঘর কোথায়?
দোতলাতেই।

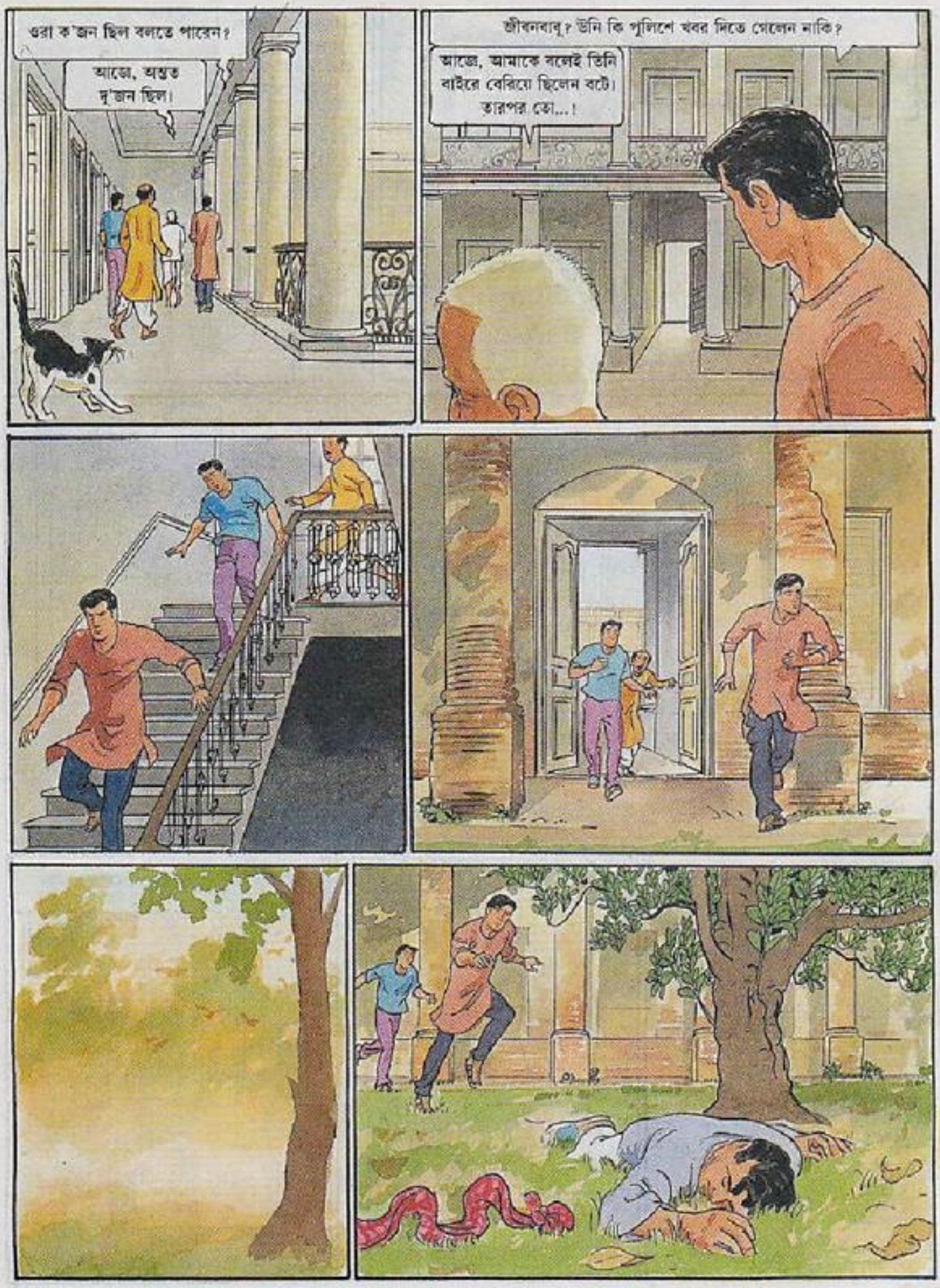
ওরা ক'জন ছিল বলতে পারেন?
আজ্ঞে, অন্তত দু'জন ছিল।
জীবনবাবু? উনি কি পুলিশে খবর দিতে গেলেন নাকি?
আজ্ঞে, আমাকে বলেই তিনি বাইরে বেরিয়ে ছিলেন বটে। তারপর তো...!

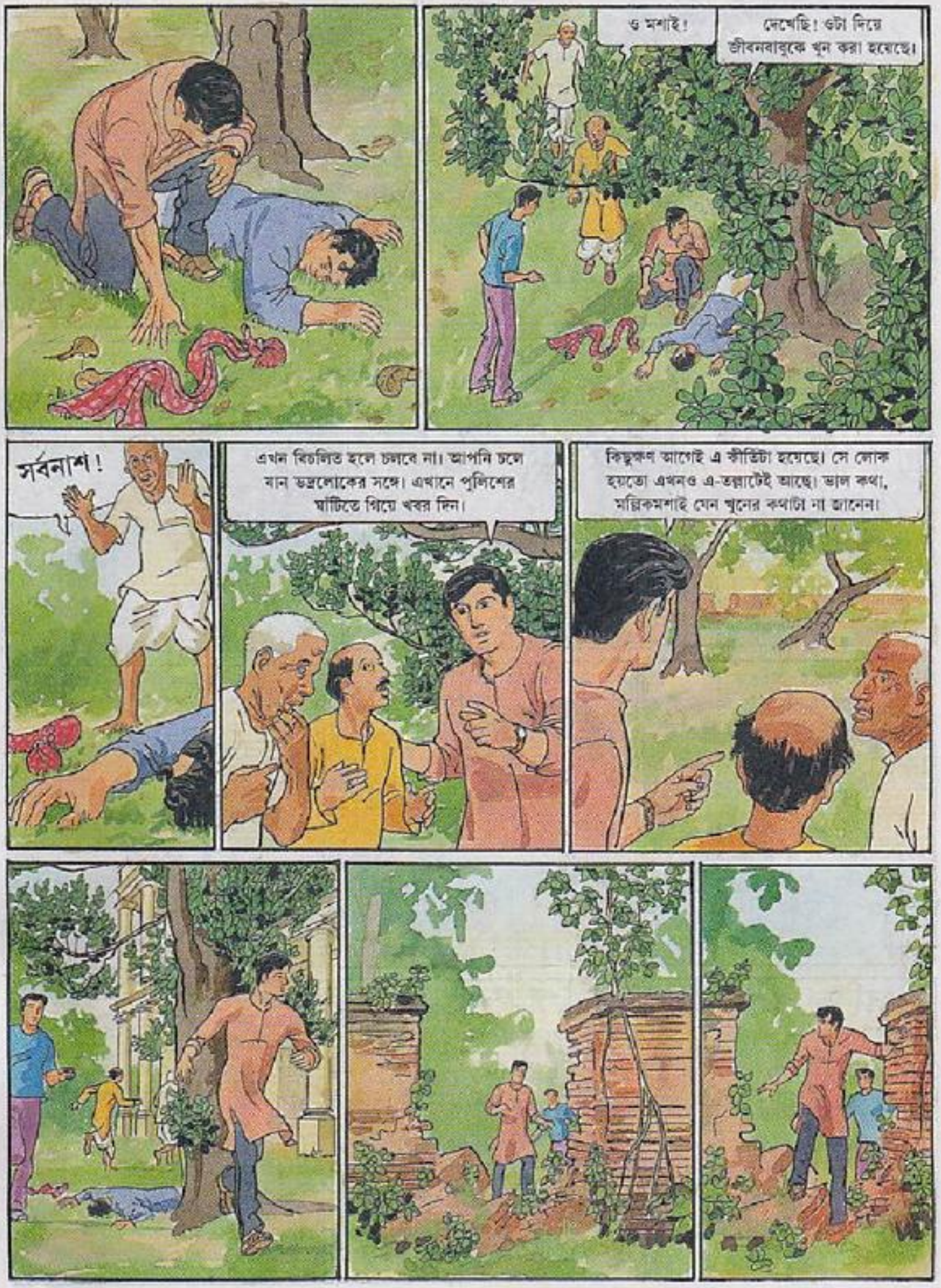
ও মশাই!
দেখেছি! ওটা দিয়ে জীবনবাবুকে খুন করা হয়েছে।
সর্বনাশ!
এখন বিচলিত হলে চলবে না। আপনি চলে যান ভদ্রলোকের সঙ্গে। এখানে পুলিশের ঘাঁটিতে গিয়ে খবর দিন।
কিছুক্ষণ আগেই এ কীর্তিটা হয়েছে। সে লোক হয়তো এখনও এ-তল্লাটেই আছে। ভাল কথা, মল্লিকমশাই যেন খুনের কথাটা না জানেন।

আমি সাইকেলে তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাব।
এদিকটায় বাড়ি নেই...।
ওই দেখা যাচ্ছে মন্দিরটা।
কী ব্যাপার? এত সকালে?
আপনি খবর পাননি বোধ হয়? মল্লিকমশাই...।
অ্যাঁ?
উনি সুস্থই আছেন। তবে ওঁর বাড়িতে ডাকাত পড়েছে। আর জীবনবাবু খুন হয়েছেন।
খু খু!
লা আ আ শ।
এক্ষুনি এই খবরটা মল্লিকমশাইকে দেবেন না!
উনি... সাইকেলে... পুলিশ... আমি... এখানে... দেখি...!
লাশ নেই?
ইয়েস!

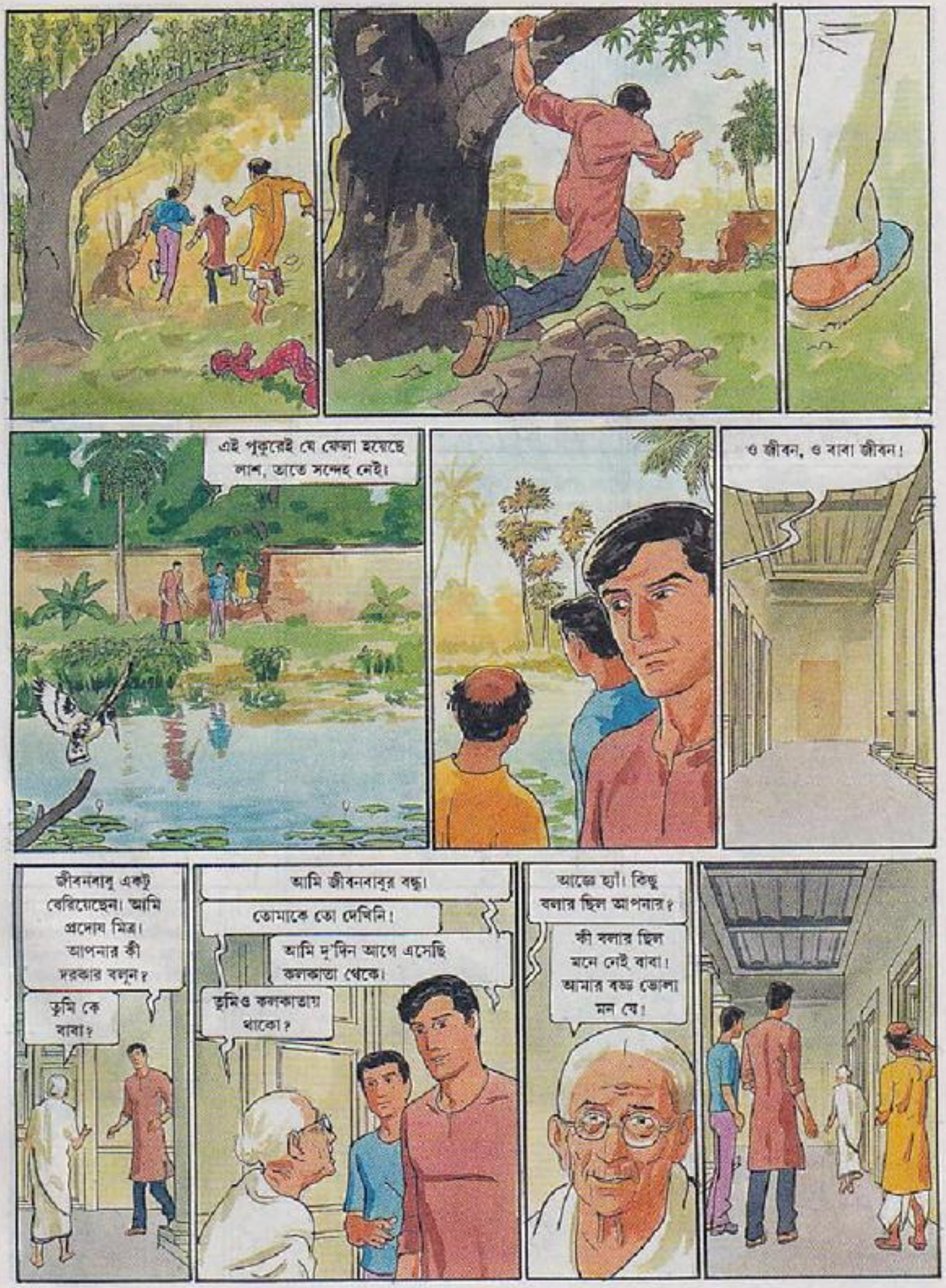
এই পুকুরেই যে ফেলা হয়েছে লাশ, তাতে সন্দেহ নেই।
ও জীবন, ও বাবা জীবন!
জীবনবাবু একটু বেরিয়েছেন। আমি প্রদোষ মিত্র। আপনার কী দরকার বলুন?
তুমি কে বাবা?
আমি জীবনবাবুর বন্ধু।
তোমাকে তো দেখিনি!
আমি দু'দিন আগে এসেছি কলকাতা থেকে।
তুমিও কলকাতায় থাকো?
আজ্ঞে হ্যাঁ। কিছু বলার ছিল আপনার?
কী বলার ছিল মনে নেই বাবা! আমার বড্ড ভোলা মন যে।

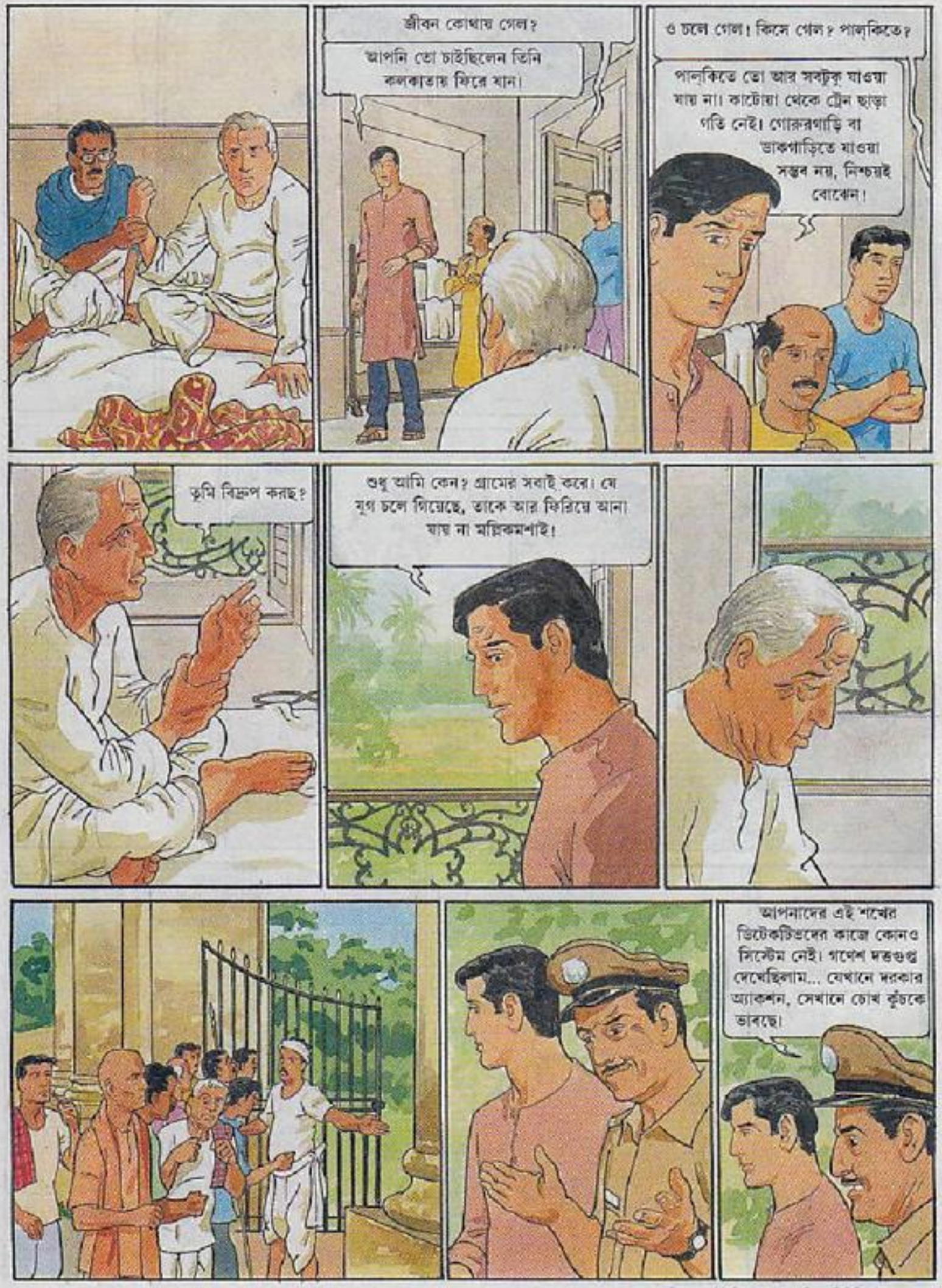
জীবন কোথায় গেল?
আপনি তো চাইছিলেন তিনি কলকাতায় ফিরে যান।
ও চলে গেল! কিসে গেল? পাল্‌কিতে?
পাল্‌কিতে তো আর সবটুকু যাওয়া যায় না। কাটোয়া থেকে ট্রেন ছাড়া গতি নেই। গোরুরগাড়ি বা ডাকগাড়িতে যাওয়া সম্ভব নয়, নিশ্চয়ই বোঝেন!
তুমি বিদ্রুপ করছ?
শুধু আমি কেন? গ্রামের সবাই করে। যে যুগ চলে গিয়েছে, তাকে আর ফিরিয়ে আনা যায় না মল্লিকমশাই!
আপনাদের এই শখের ডিটেকটিভদের কাজে কোনও সিস্টেম নেই। গণেশ দত্তগুপ্ত দেখেছিলাম... যেখানে দরকার অ্যাকশন, সেখানে চোখ কুঁচকে ভাবছে।

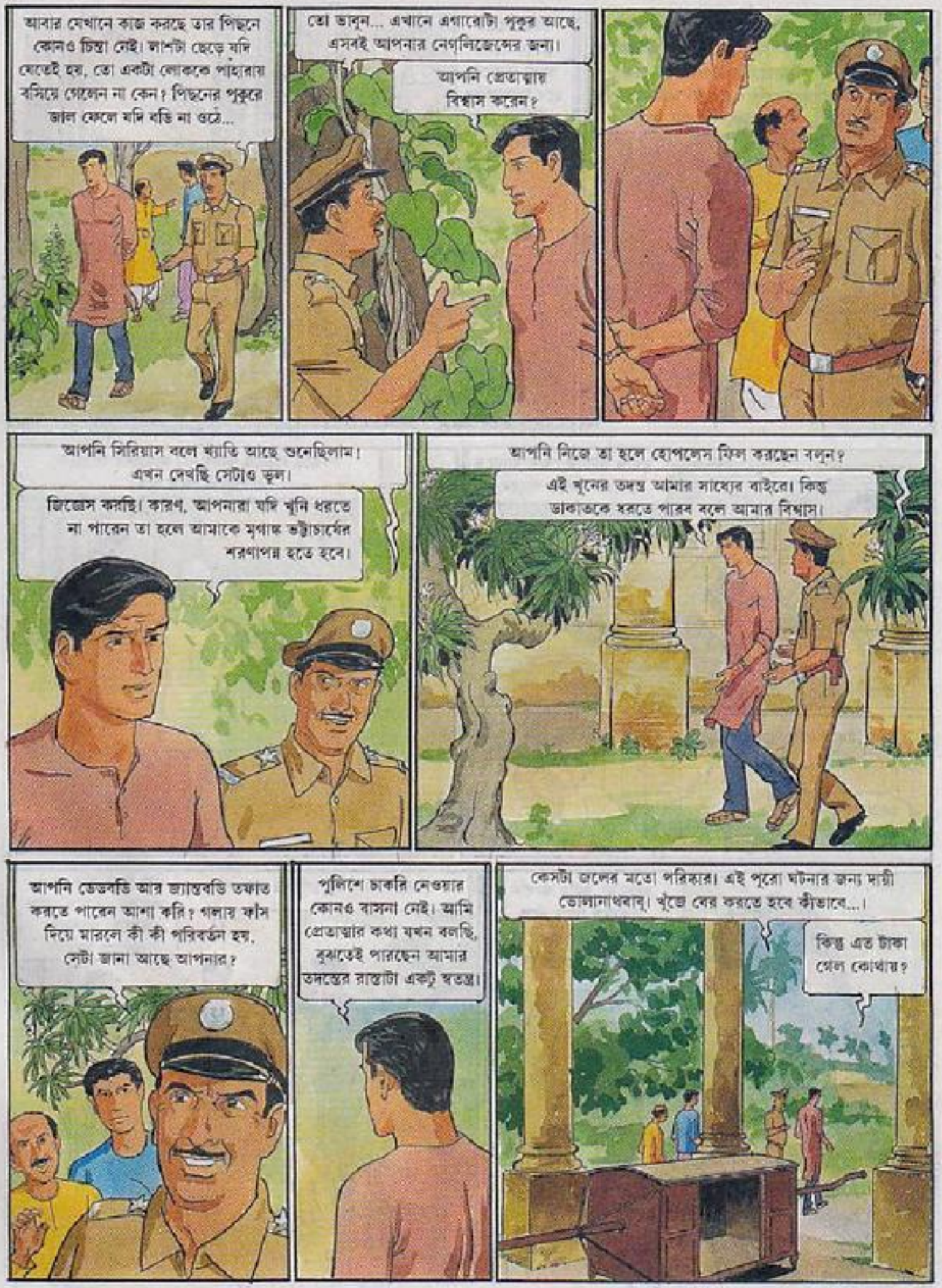
আবার যেখানে কাজ করছে তার পিছনে কোনও চিন্তা নেই। লাশটা ছেড়ে যদি যেতেই হয়, তো একটা লোককে পাহারায় বসিয়ে গেলেন না কেন? পিছনের পুকুরে জাল ফেলে যদি বডি না ওঠে...
তো ভাবুন... এখানে এগারোটা পুকুর আছে, এসবই আপনার নেগ্‌লিজেন্সের জন্য।
আপনি প্রেতাত্মায় বিশ্বাস করেন?
আপনি সিরিয়াস বলে খ্যাতি আছে শুনেছিলাম। এখন দেখছি সেটাও ভুল।
জিজ্ঞেস করছি। কারণ, আপনারা যদি খুনি ধরতে না পারেন তা হলে আমাকে মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যের শরণাপন্ন হতে হবে।
আপনি নিজে তা হলে হোপলেস ফিল করছেন বলুন?
এই খুনের তদন্ত আমার সাধ্যের বাইরে। কিন্তু ডাকাতকে ধরতে পারব বলে আমার বিশ্বাস।
আপনি ডেডবডি আর জ্যান্তবডি তফাত করতে পারেন আশা করি? গলায় ফাঁস দিয়ে মারলে কী কী পরিবর্তন হয়, সেটা জানা আছে আপনার?
পুলিশে চাকরি নেওয়ার কোনও বাসনা নেই। আমি প্রেতাত্মার কথা যখন বলছি, বুঝতেই পারছেন আমার তদন্তের রাস্তাটা একটু স্বতন্ত্র।
কেসটা জলের মতো পরিষ্কার। এই পুরো ঘটনার জন্য দায়ী ভোলানাথবাবু। খুঁজে বের করতে হবে কীভাবে...।
কিন্তু এত টাকা গেল কোথায়?

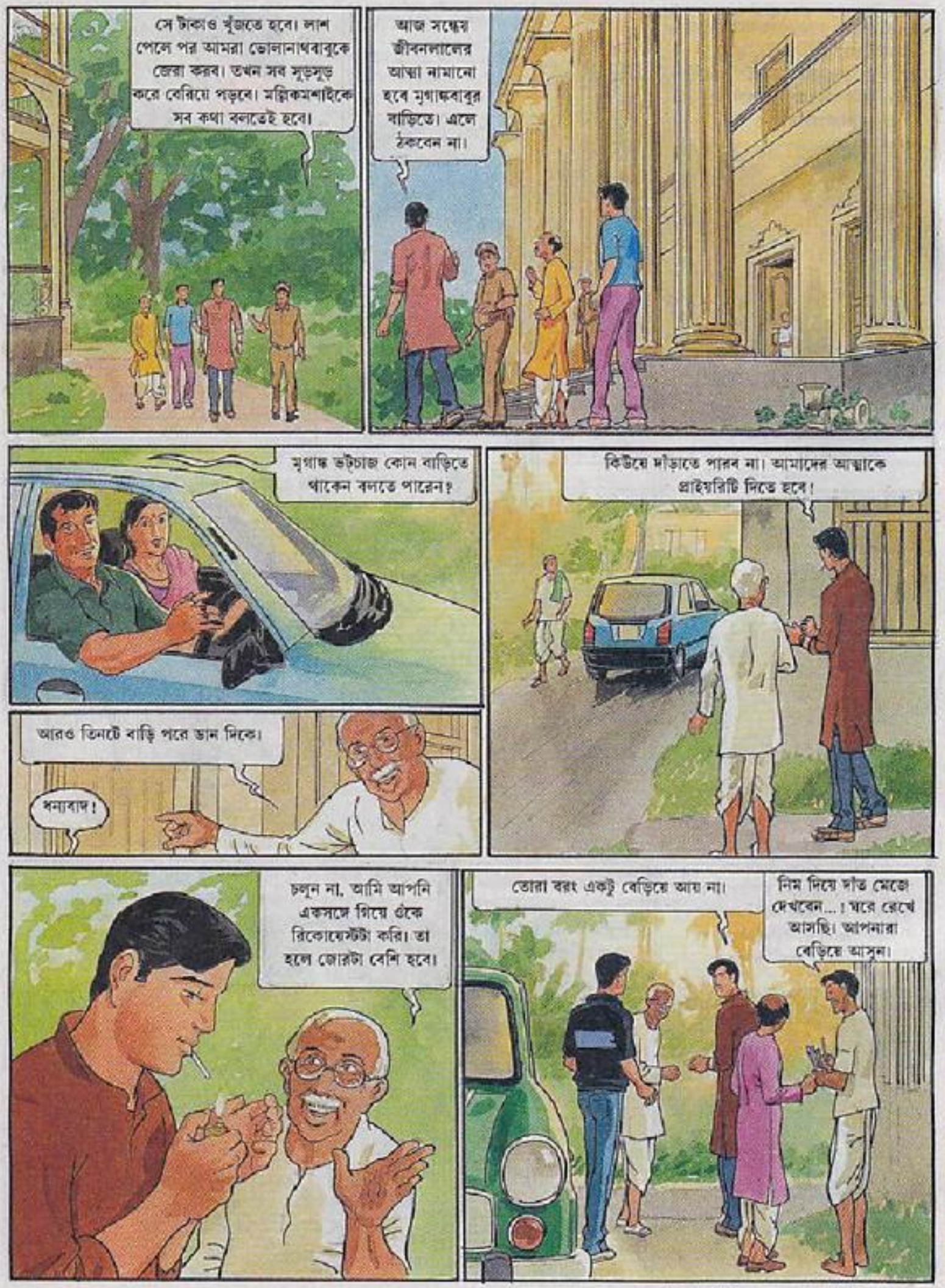
সে টাকাও খুঁজতে হবে। লাশ পেলে পর আমরা ভোলানাথবাবুকে জেরা করব। তখন সব সুড়সুড় করে বেরিয়ে পড়বে। মল্লিকমশাইকে সব কথা বলতেই হবে।
আজ সন্ধেয় জীবনলালের আত্মা নামানো হবে মৃগাঙ্কবাবুর বাড়িতে। এলে ঠকবেন না।
মৃগাঙ্ক ভট্টচাজ কোন বাড়িতে থাকেন বলতে পারেন?
কিউয়ে দাঁড়াতে পারব না। আমাদের আত্মাকে প্রাইয়রিটি দিতে হবে।
আরও তিনটে বাড়ি পরে ডান দিকে।
ধন্যবাদ!
চলুন না, আমি আপনি একসঙ্গে গিয়ে ওঁকে রিকোয়েস্টটা করি। তা হলে জোরটা বেশি হবে।
তোরা বরং একটু বেড়িয়ে আয় না।
নিম দিয়ে দাঁত মেজে দেখবেন...! ঘরে রেখে আসছি। আপনারা বেড়িয়ে আসুন।

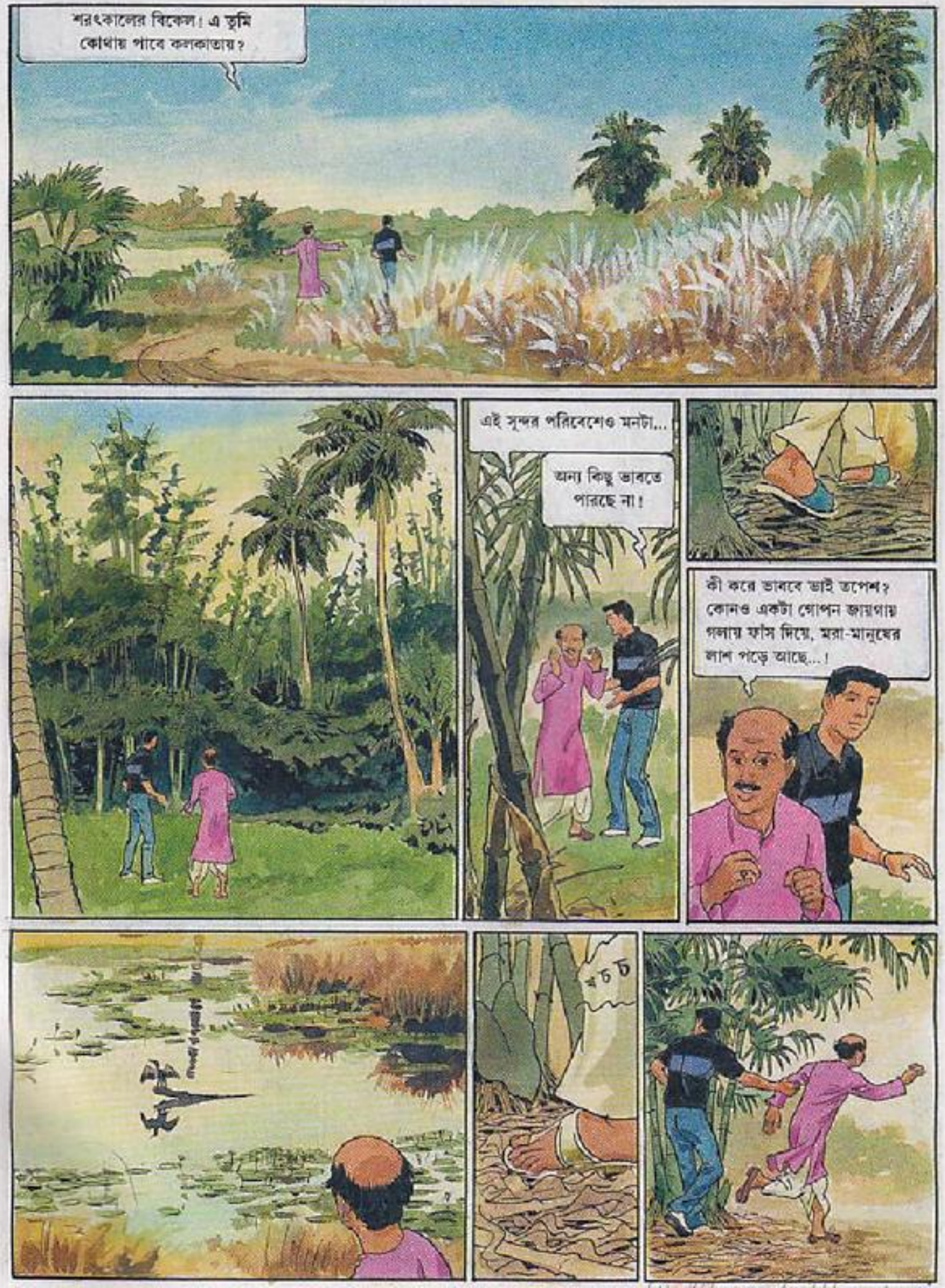
শরৎকালের বিকেল। এ তুমি কোথায় পাবে কলকাতায়?
এই সুন্দর পরিবেশেও মনটা...
অন্য কিছু ভাবতে পারছে না!
কী করে ভাববে ভাই তপেশ? কোনও একটা গোপন জায়গায় গলায় ফাঁস দিয়ে, মরা-মানুষের লাশ পড়ে আছে...!
চচ

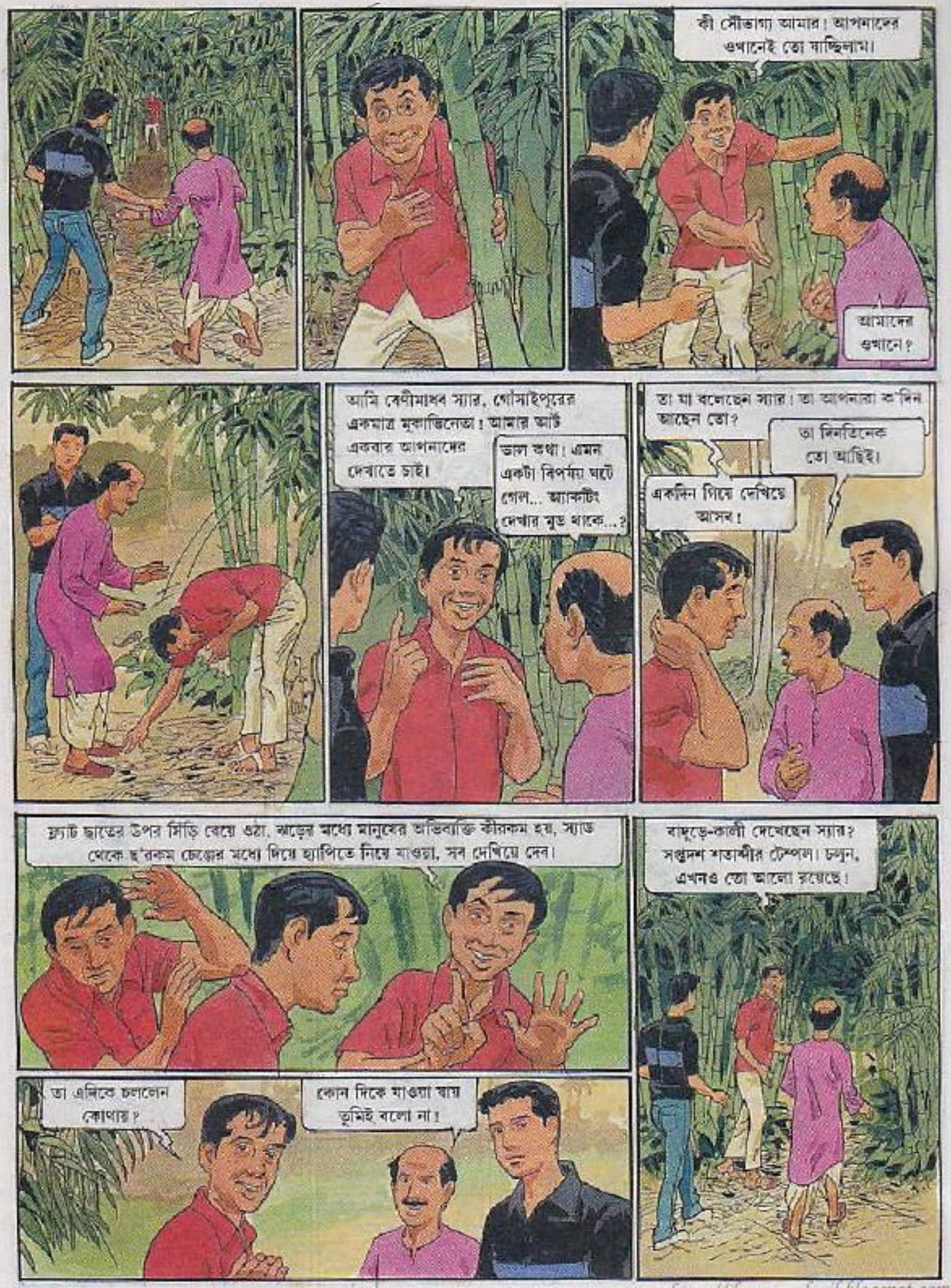
কী সৌভাগ্য আমার! আপনাদের ওখানেই তো যাচ্ছিলাম।
আমাদের ওখানে?
আমি বেণীমাধব স্যার, গোঁসাইপুরের একমাত্র মুকাভিনেতা! আমার আর্ট একবার আপনাদের দেখাতে চাই।
ভাল কথা! এমন একটা বিপর্যয় ঘটে গেল... অ্যাকটিং দেখার মুড থাকে...?
তা যা বলেছেন স্যার! তা আপনারা ক'দিন আছেন তো?
তা দিনতিনেক তো আছিই।
একদিন গিয়ে দেখিয়ে আসব!
ফ্ল্যাট ছাতের উপর সিঁড়ি বেয়ে ওঠা, ঝড়ের মধ্যে মানুষের অভিব্যক্তি কীরকম হয়, স্যাড থেকে ছ'রকম চেঞ্জের মধ্যে দিয়ে হ্যাপিতে নিয়ে যাওয়া, সব দেখিয়ে দেব।
বাদুড়ে-কালী দেখেছেন স্যার? সপ্তদশ শতাব্দীর টেম্পল। চলুন, এখনও তো আলো রয়েছে!
তা এদিকে চললেন কোথায়?
কোন দিকে যাওয়া যায় তুমিই বলো না!

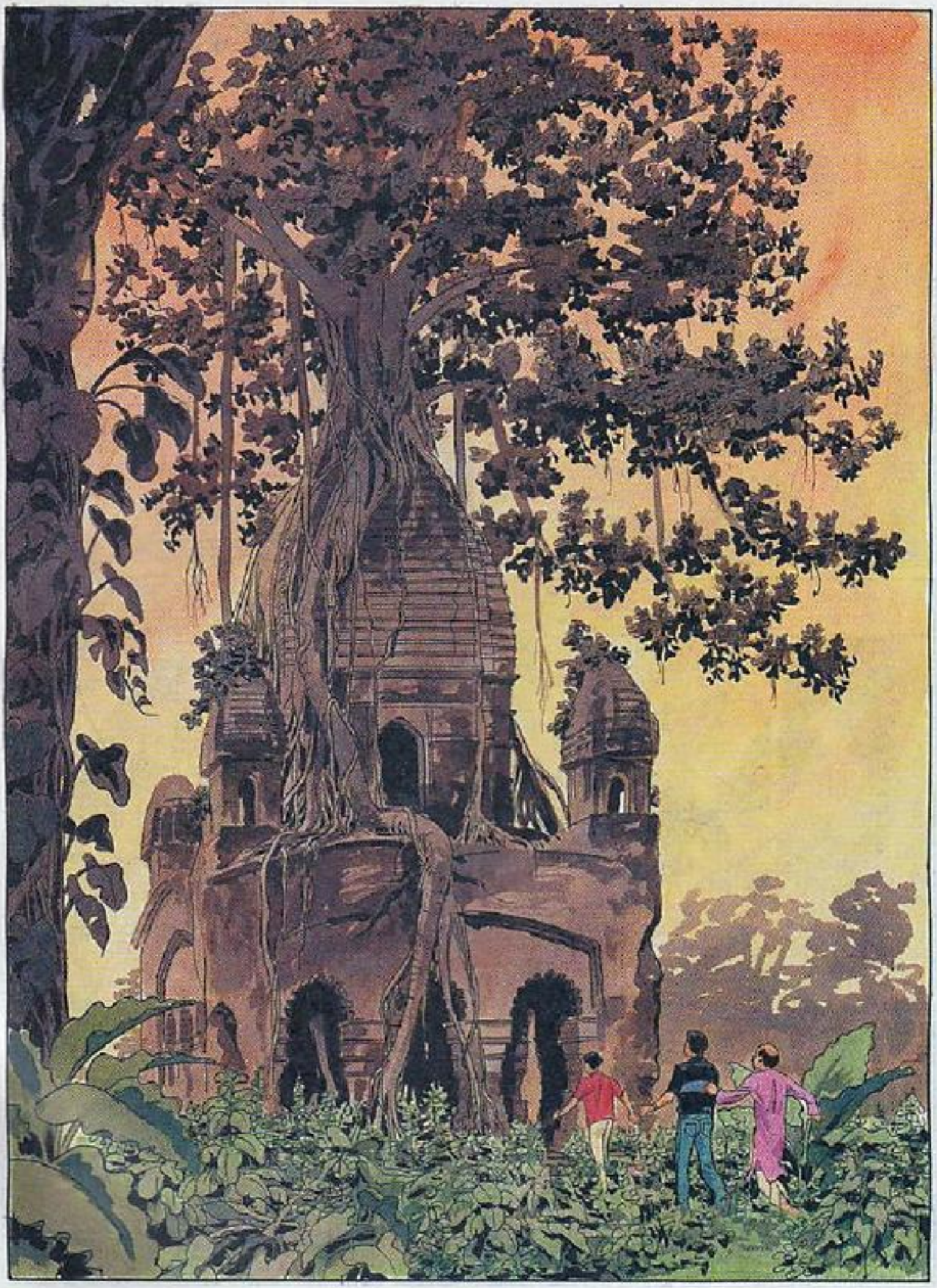

এখানটায় বলি হত স্যার!
ব-বলি?
নরবলি স্যার। গোঁসাইপুরের ওয়ার্ল্ড ফেমাস নেশোভাকাতের ইতিহাস পড়েননি?
ভিতরটা দেখবেন স্যার! দাঁড়ান, লাইটার আছে! এই দেখুন।
কে কাপড় ফেলে গিয়েছে।
?!
ওটা লা-লাশ! পু-পুলিশের ব্যাপার!

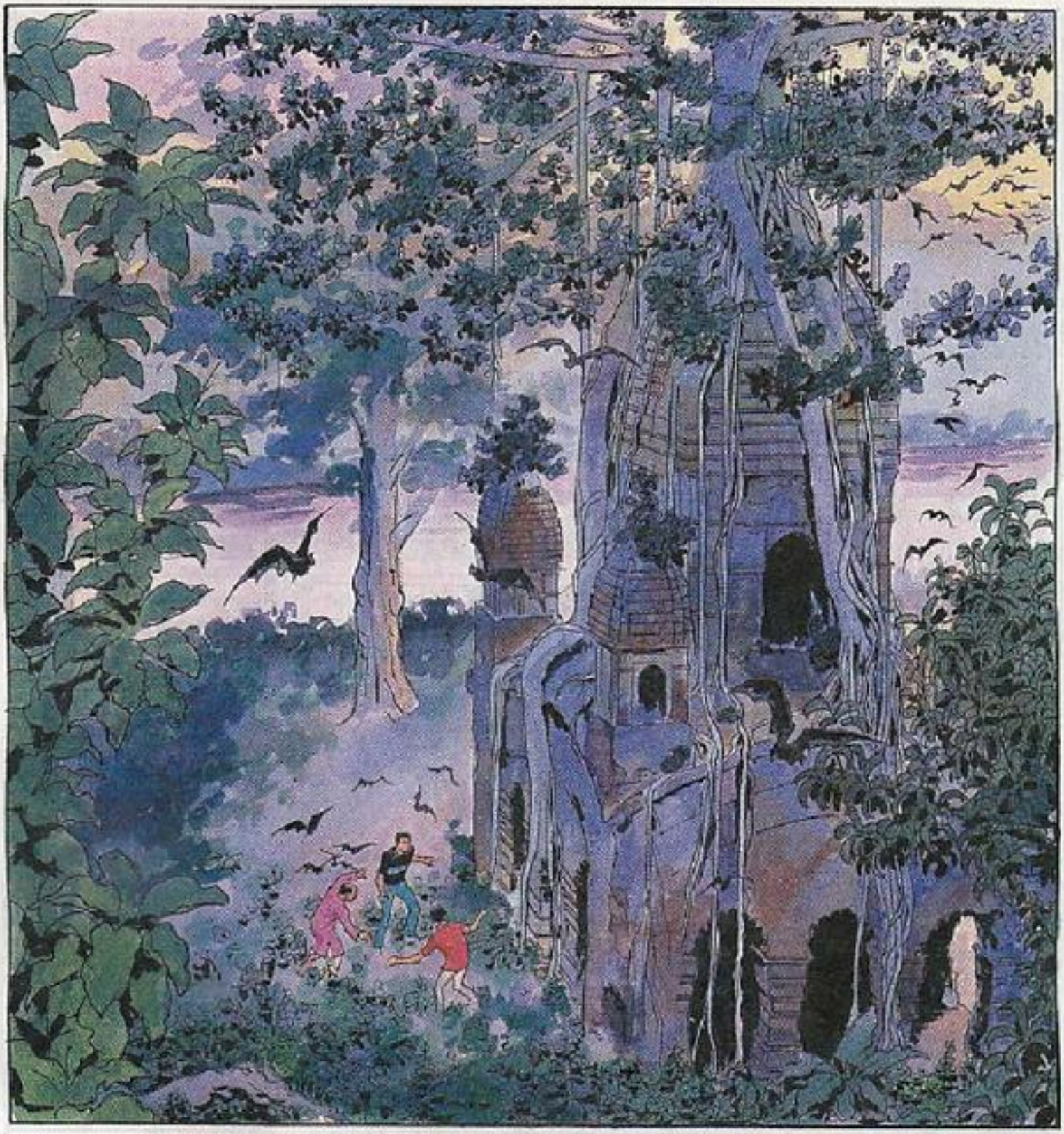

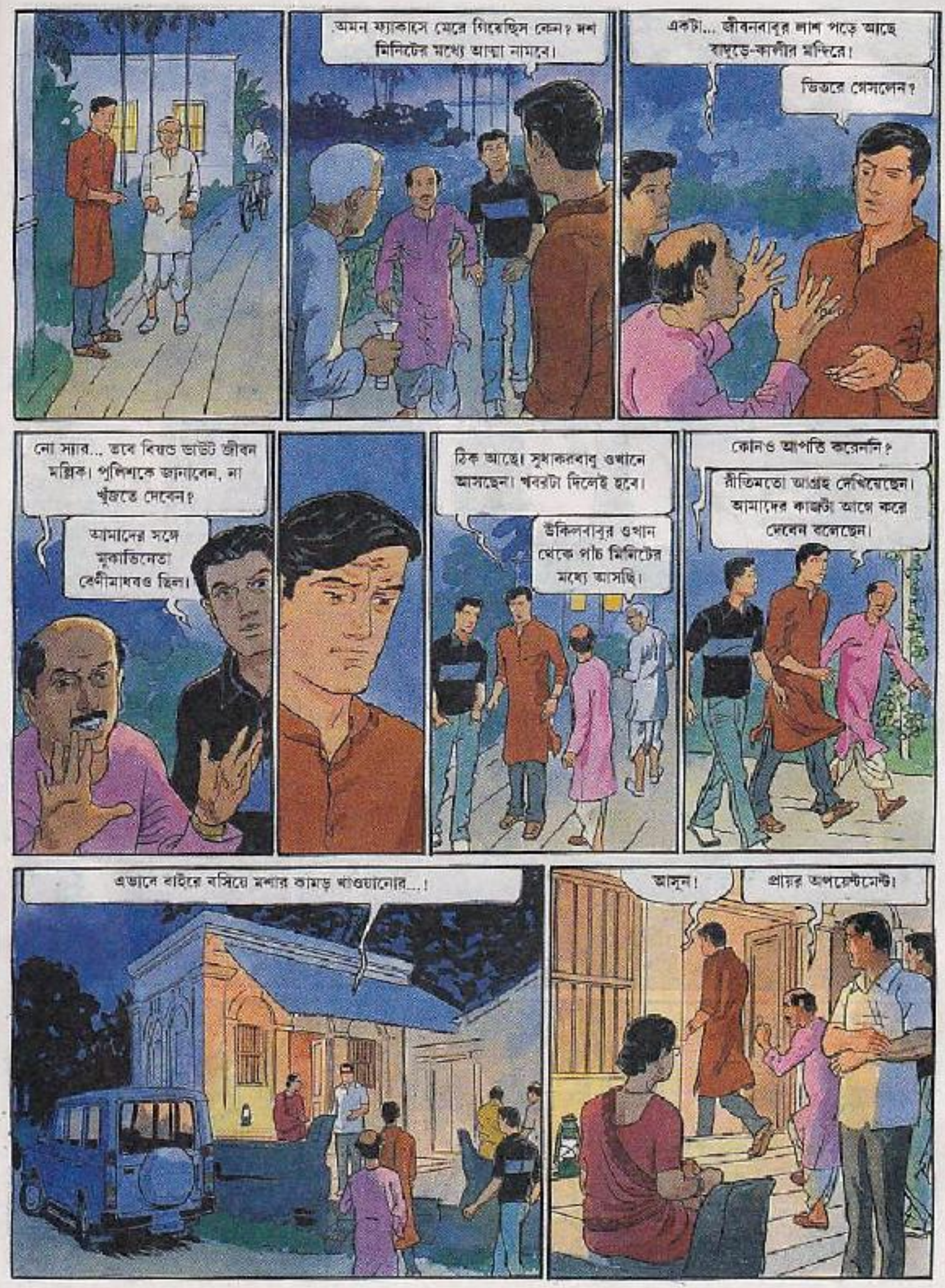
অমন ফ্যাকাসে মেরে গিয়েছিস কেন? দশ মিনিটের মধ্যে আত্মা নামবে।
একটা... জীবনবাবুর লাশ পড়ে আছে বাদুড়ে-কালীর মন্দিরে।
ভিতরে গেসলেন?
নো স্যার... তবে বিয়ন্ড ডাউট জীবন মল্লিক। পুলিশকে জানাবেন, না খুঁজতে দেবেন?
আমাদের সঙ্গে মুকাভিনেতা বেণীমাধবও ছিল।
ঠিক আছে। সুধাকরবাবু ওখানে আসছেন। খবরটা দিলেই হবে।
উকিলবাবুর ওখান থেকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসছি।
কোনও আপত্তি করেননি?
রীতিমতো আগ্রহ দেখিয়েছেন। আমাদের কাজটা আগে করে দেবেন বলেছেন।
এভাবে বাইরে বসিয়ে মশার কামড় খাওয়ানোর...!
আসুন।
প্রায়র অপয়েন্টমেন্ট।

বসুন আপনারা।
তুলসীচরণের জন্য অপেক্ষা করব কি?
পাঁচ মিনিট দেখা যেতে পারে।
আমি জানতাম। সেদিন আপনাকে দেখেই উপলব্ধি হয়েছিল যে, আমার কাছে আবার আসতে হবে। 'বিজ্ঞান' অর্থ 'বিশেষ জ্ঞান'। পরলোকগত আত্মার সঙ্গে যোগস্থাপন হল এই বিশেষ জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। সুতরাং যাঁরা প্রকৃত বৈজ্ঞানিক, তাঁরা এই বিশেষ জ্ঞানকে হেয় জ্ঞান করেন না। আপনারা সকলেই পরলোকগত জীবনলালকে প্রত্যক্ষ করেছেন।
...এবং তিনি সদ্য মৃত। এই দুই কারণে আজকের অধিবেশনের চূড়ান্ত সাফল্য আমি আশা করি। আত্মা এখনও নরলোক হতে পরলোকে উত্তীর্ণ হওয়ার অবকাশ লাভ করেনি। অনেক পার্থিব বন্ধন মুক্ত করে তবে আত্মার উত্তরণ।
জীবনলালের আত্মা এখনও আমাদের পরিপার্শ্বে বিদ্যমান। সে আমার আবাহনের অপেক্ষায় আছে। তার আত্মা ত্রিকালজ্ঞ, অবিনশ্বর। আমার এই লেখনী হবে তারই লেখনী।

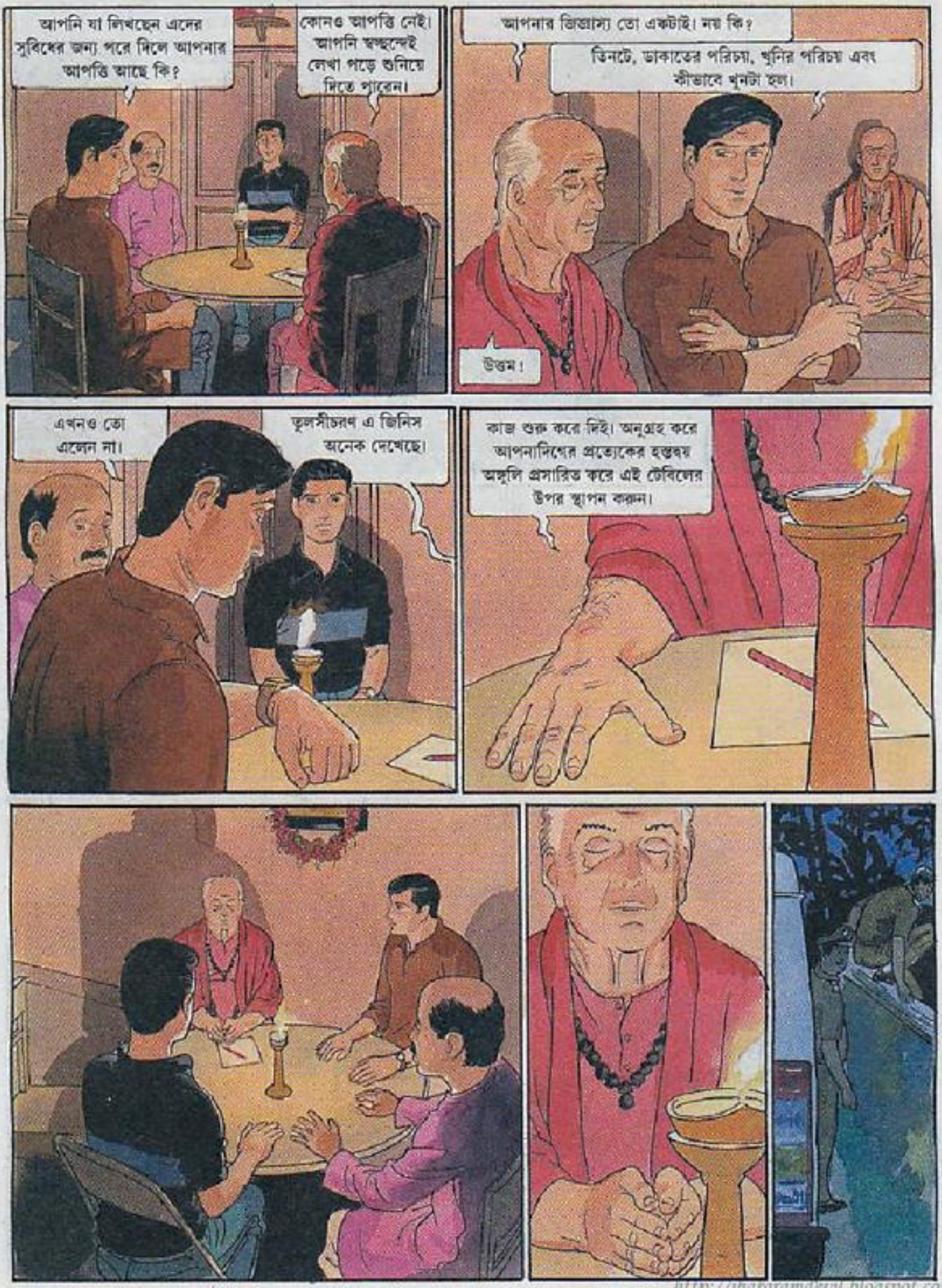
আপনি যা লিখছেন এদের সুবিধের জন্য পরে দিলে আপনার আপত্তি আছে কি?
কোনও আপত্তি নেই। আপনি স্বচ্ছন্দেই লেখা পড়ে শুনিয়ে দিতে পারেন।
আপনার জিজ্ঞাস্য তো একটাই। নয় কি?
তিনটে, ডাকাতের পরিচয়, খুনির পরিচয় এবং কীভাবে খুনটা হল।
উত্তম!
এখনও তো এলেন না।
তুলসীচরণ এ জিনিস অনেক দেখেছে।
কাজ শুরু করে দিই। অনুগ্রহ করে আপনাদিগের প্রত্যেকের হস্তদ্বয় অঙ্গুলি প্রসারিত করে এই টেবিলের উপর স্থাপন করুন।

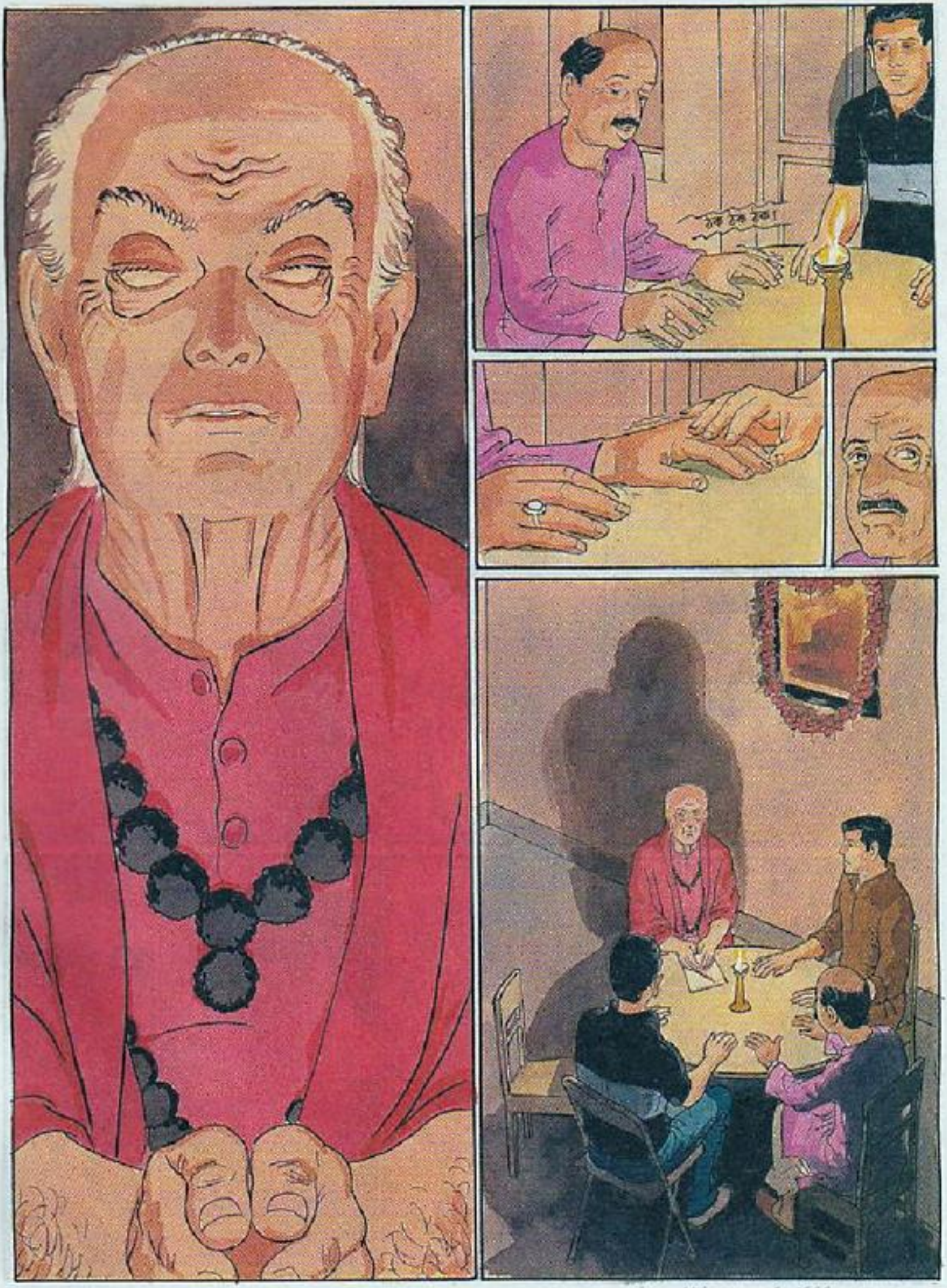

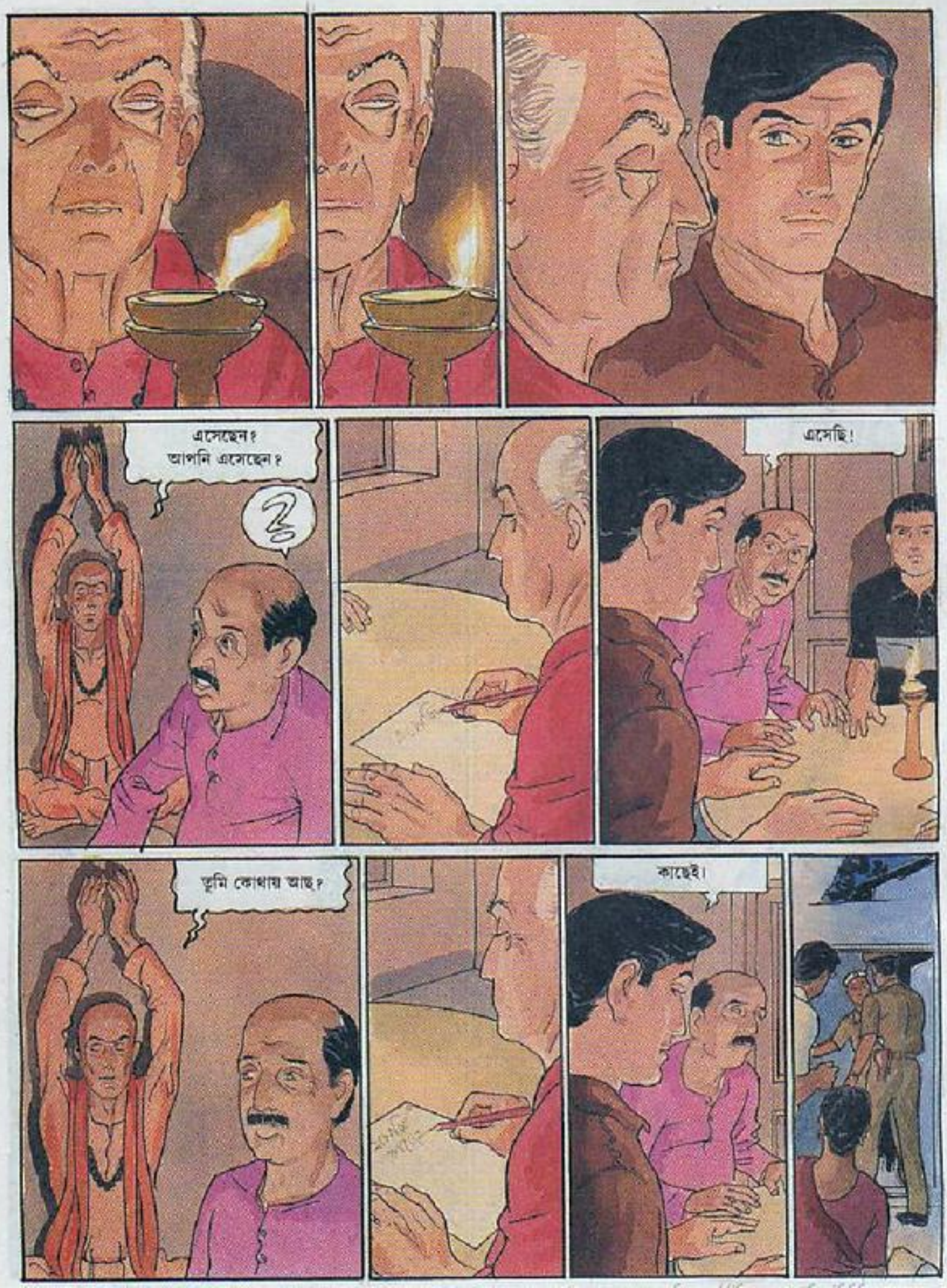
এসেছেন?
আপনি এসেছেন?
এসেছি!
তুমি কোথায় আছ?
কাছেই।

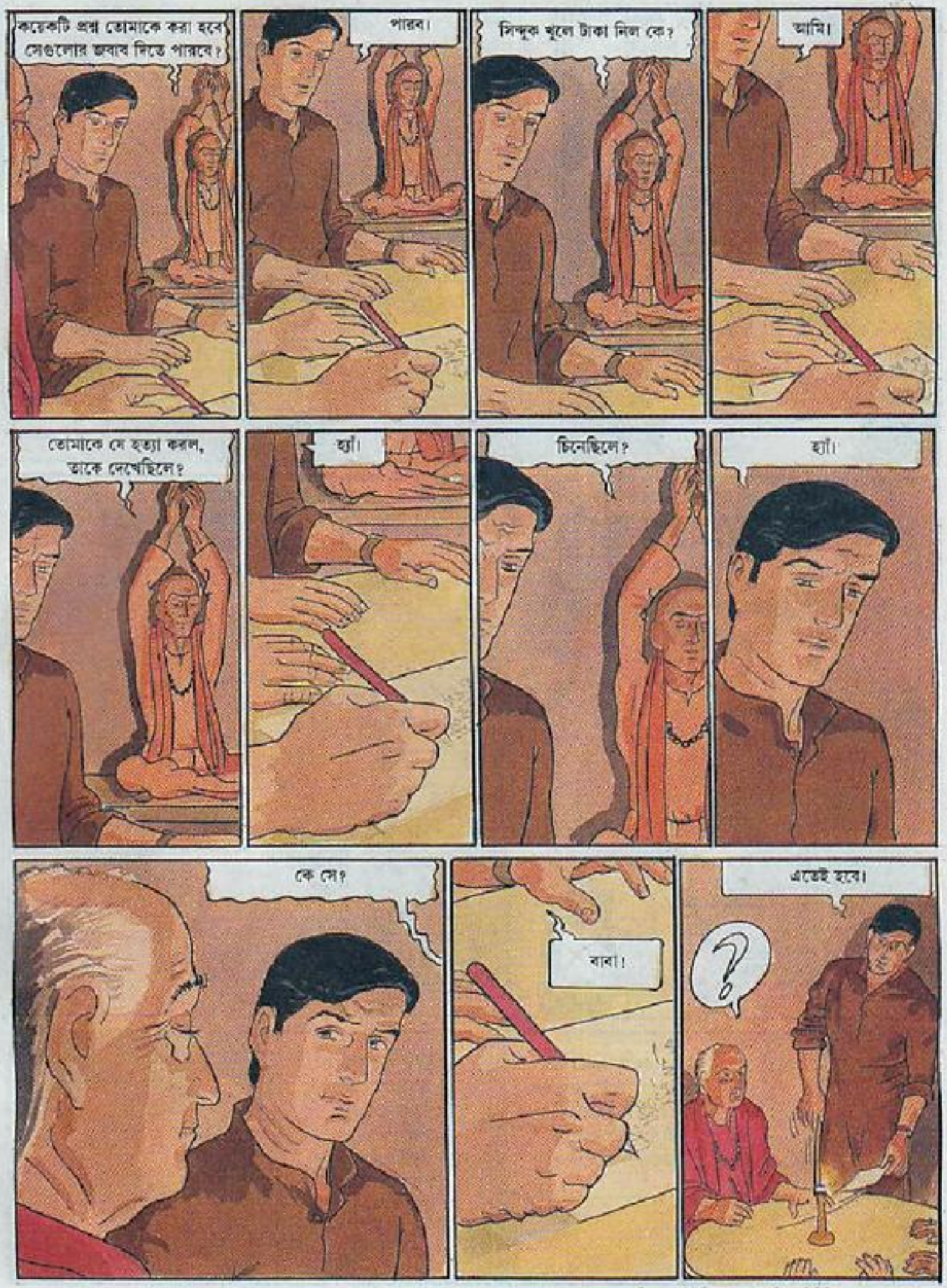
কয়েকটি প্রশ্ন তোমাকে করা হবে সেগুলোর জবাব দিতে পারবে?
পারব।
সিন্দুক খুলে টাকা নিল কে?
আমি।
তোমাকে যে হত্যা করল, তাকে দেখেছিলে?
হ্যাঁ।
চিনেছিলে?
হ্যাঁ।
কে সে?
বাবা।
?
এতেই হবে।

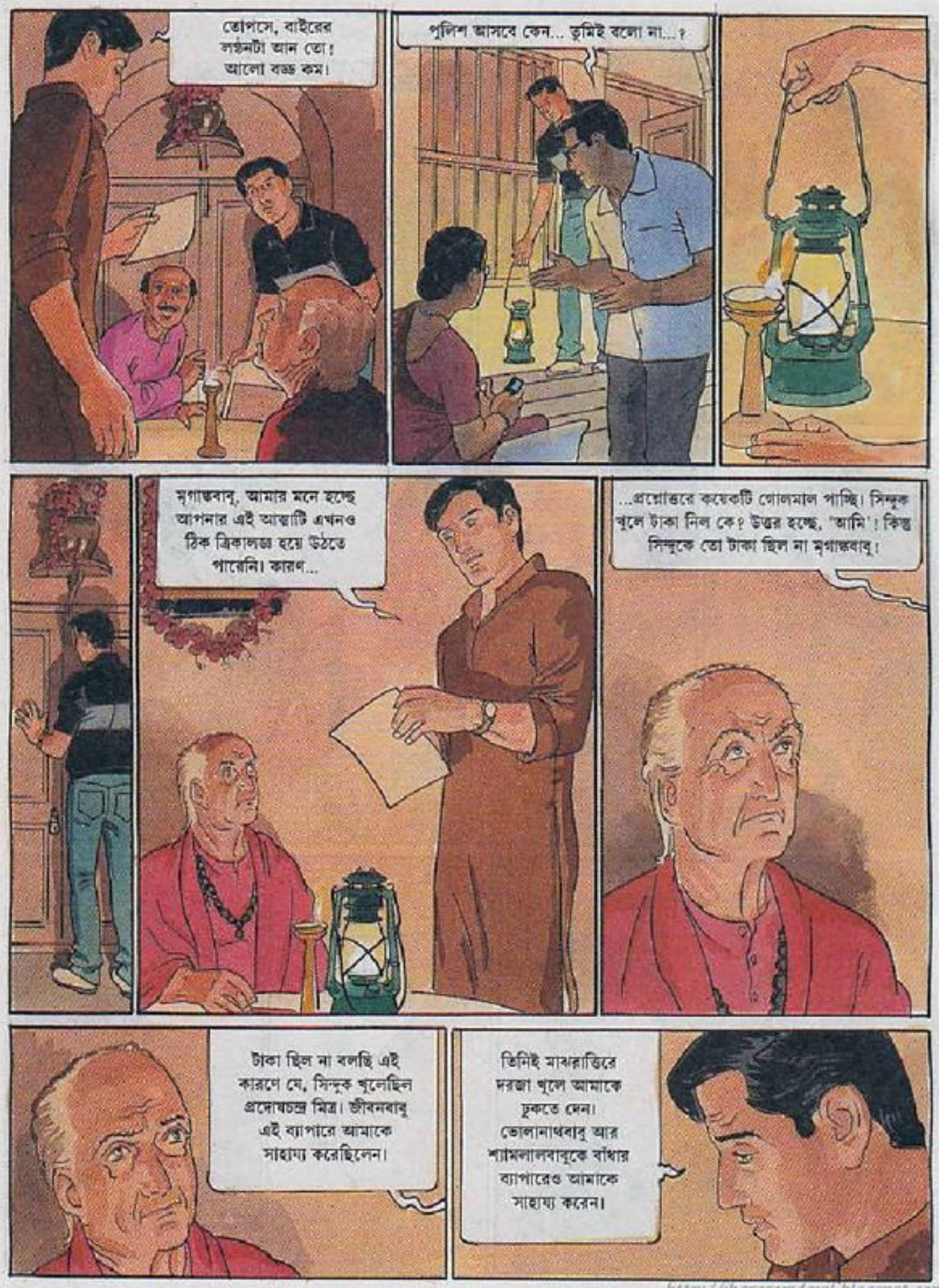
তোপসে, বাইরের লণ্ঠনটা আন তো! আলো বড্ড কম।
পুলিশ আসবে কেন... তুমিই বলো না...?
মৃগাঙ্কবাবু, আমার মনে হচ্ছে আপনার এই আস্থাটি এখনও ঠিক ত্রিকালজ্ঞ হয়ে উঠতে পারেনি। কারণ...
...প্রশ্নোত্তরে কয়েকটি গোলমাল পাচ্ছি। সিন্দুক খুলে টাকা নিল কে? উত্তর হচ্ছে, 'আমি'! কিন্তু সিন্দুকে তো টাকা ছিল না মৃগাঙ্কবাবু।
টাকা ছিল না বলছি এই কারণে যে, সিন্দুক খুলেছিল প্রদোষচন্দ্র মিত্র। জীবনবাবু এই ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করেছিলেন।
তিনিই মাঝরাত্তিরে দরজা খুলে আমাকে ঢুকতে দেন। ভোলানাথবাবু আর শ্যামলালবাবুকে বাঁধার ব্যাপারেও আমাকে সাহায্য করেন।

যাই হোক, সিন্দুকে যেটা ছিল সেটা হল...।

এই কাগজটার... ...প্রয়োজন হয়েছিল, কারণ, আপনার সততা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ হয়েছিল প্রথম সাক্ষাতেই।

কোনও অলৌকিক উপায়ে নয়... ...আমার নাম এবং পেশা আগেই জেনে নিয়েছিলেন তুলসীবাবুর কাছ থেকে।

তাই নয়, তুলসীবাবু?

?!

?

মানে, আপনার মনে, ইয়ে যদি একটু ভক্তিভাব জাগে...।

দোষ আপনাকে দিচ্ছি না। আপনি নিজেকে মহৎ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন না।

দুর্লভ মল্লিকের আত্মা এই কাগজে তাঁর ছেলের কিছু প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নগুলো মুখে করা হয়েছিল, তাই অনুমান করে পুরো ব্যাপারটা শোনাচ্ছি। আমার ভুল হলে সংশোধন করে নেবেন মৃগাঙ্কবাবু।

এক নম্বর প্রশ্ন: আমার শত্রু কে? উত্তর: ঘরেই আছে।

সে কি আমার মৃত্যু কামনা করে? — না। তবে কী চায়? — টাকা?

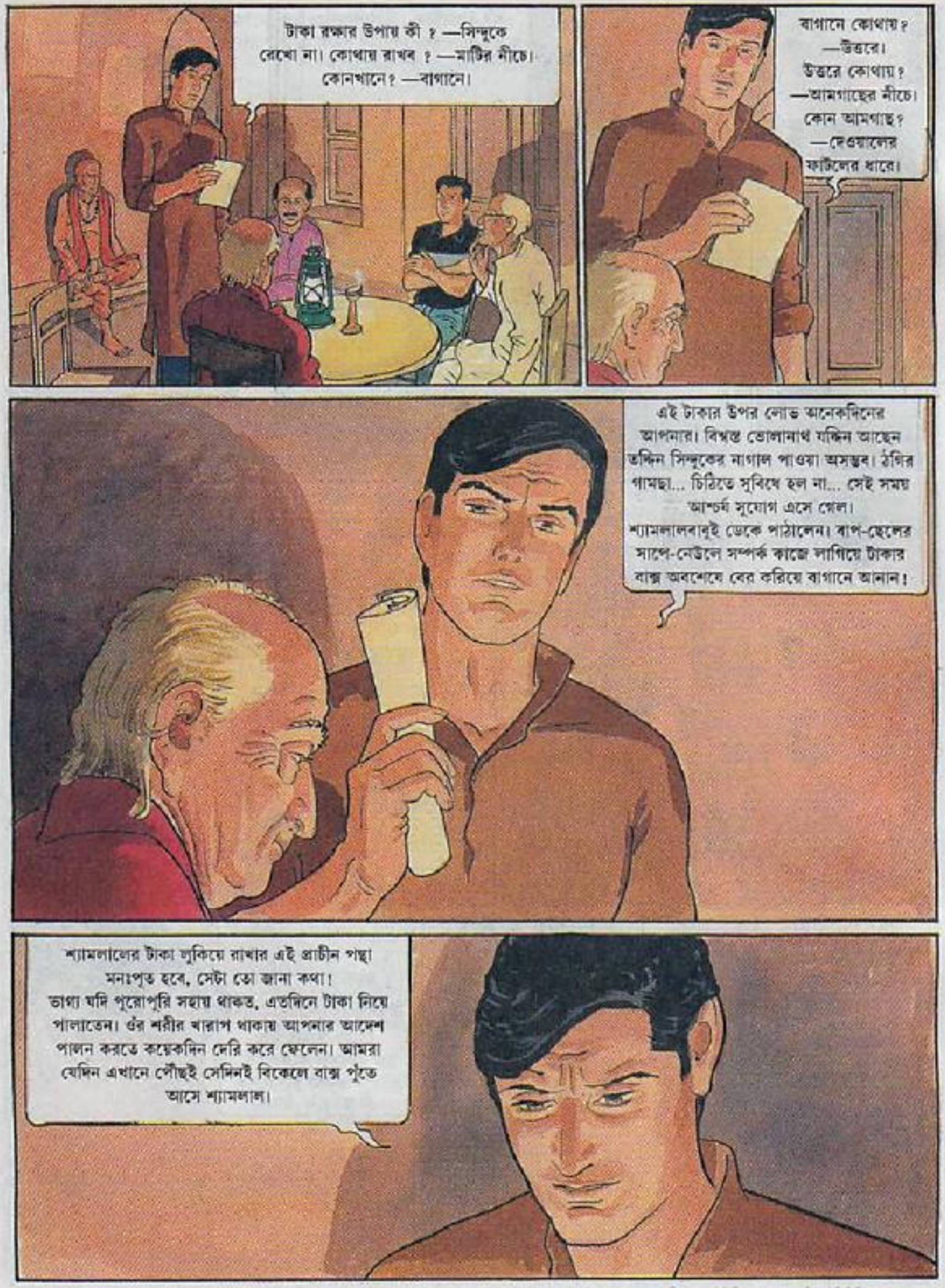
টাকা রক্ষার উপায় কী ? —সিন্দুকে রেখো না। কোথায় রাখব ? —মাটির নীচে। কোনখানে? —বাগানে।
বাগানে কোথায়? —উত্তরে। উত্তরে কোথায়? —আমগাছের নীচে। কোন আমগাছ? —দেওয়ালের ফাটলের ধারে।
এই টাকার উপর লোভ অনেকদিনের আপনার। বিশ্বস্ত ভোলানাথ যদ্দিন আছেন তদ্দিন সিন্দুকের নাগাল পাওয়া অসম্ভব। ঠগির গামছা... চিঠিতে সুবিধে হল না... সেই সময় আশ্চর্য সুযোগ এসে গেল। শ্যামলালবাবুই ডেকে পাঠালেন। বাপ-ছেলের সাপে-নেউলে সম্পর্ক কাজে লাগিয়ে টাকার বাক্স অবশেষে বের করিয়ে বাগানে আনান!
শ্যামলালের টাকা লুকিয়ে রাখার এই প্রাচীন পন্থা মনঃপূত হবে, সেটা তো জানা কথা! ভাগ্য যদি পুরোপুরি সহায় থাকত, এতদিনে টাকা নিয়ে পালাতেন। ওঁর শরীর খারাপ থাকায় আপনার আদেশ পালন করতে কয়েকদিন দেরি করে ফেলেন। আমরা যেদিন এখানে পৌঁছই সেদিনই বিকেলে বাক্স পুঁতে আসে শ্যামলাল।

বাক্সটা পেয়েছি মিঃ মিত্তির।
মণীশ, দাও তো!
খুন একজনই করেছে, প্রদোষচন্দ্র মিত্র। খুন হয়েছে আপনার ভণ্ডামি, আপনার শয়তানি, আপনার লোভ!
কিন্তু খুন? খুন করল কে?

সকলেই জানবে যে, অপূর্ব ক্ষমতাবলে একটি জীবন্ত ব্যক্তির আত্মাকে পরলোক থেকে ডেকে এনেছেন এই ঘরে। ...আসুন জীবনবাবু!
হা হতোহস্মি!
বাবাজির হাতে হাতকড়ি!
মিছিমিছি দু'টো পুকুরে জাল ফেলালেন!
জীবনবাবু খুন হয়েছে এ ধারণা সকলের মনে বদ্ধমূল না হলে এই ভণ্ডামি হাতেনাতে ধরব কী করে?

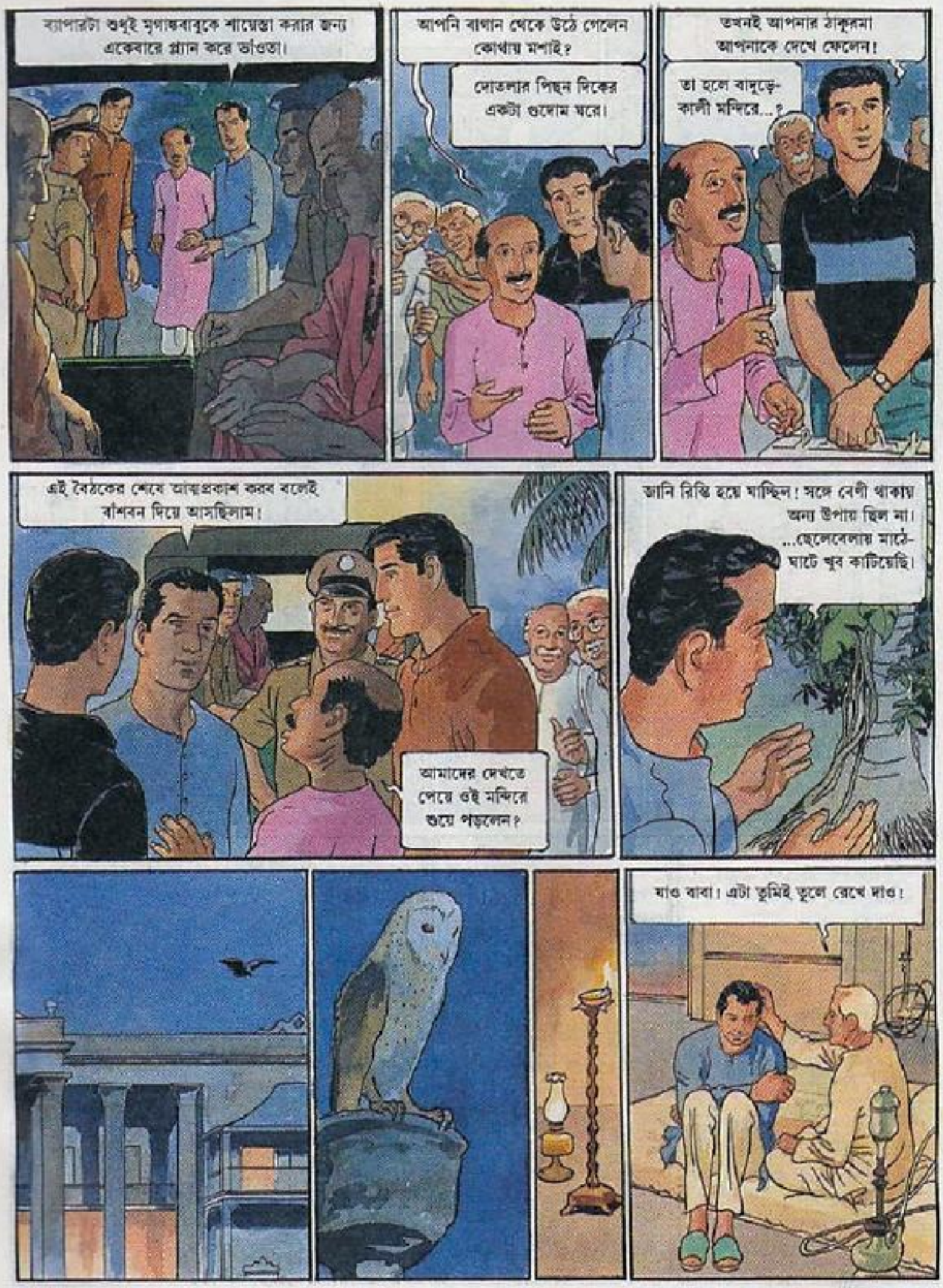
ব্যাপারটা শুধুই মৃগাঙ্কবাবুকে শায়েস্তা করার জন্য একেবারে প্ল্যান করে ভাঁওতা।
আপনি বাগান থেকে উঠে গেলেন কোথায় মশাই?
দোতলার পিছন দিকের একটা গুদোম ঘরে।
তখনই আপনার ঠাকুরমা আপনাকে দেখে ফেলেন!
তা হলে বাদুড়ে-কালী মন্দিরে...?
এই বৈঠকের শেষে আত্মপ্রকাশ করব বলেই বাঁশবন দিয়ে আসছিলাম।
আমাদের দেখতে পেয়ে ওই মন্দিরে শুয়ে পড়লেন?
জানি রিস্কি হয়ে যাচ্ছিল! সঙ্গে বেশী থাকায় অন্য উপায় ছিল না। ...ছেলেবেলায় মাঠে-ঘাটে খুব কাটিয়েছি।
যাও বাবা! এটা তুমিই তুলে রেখে দাও!

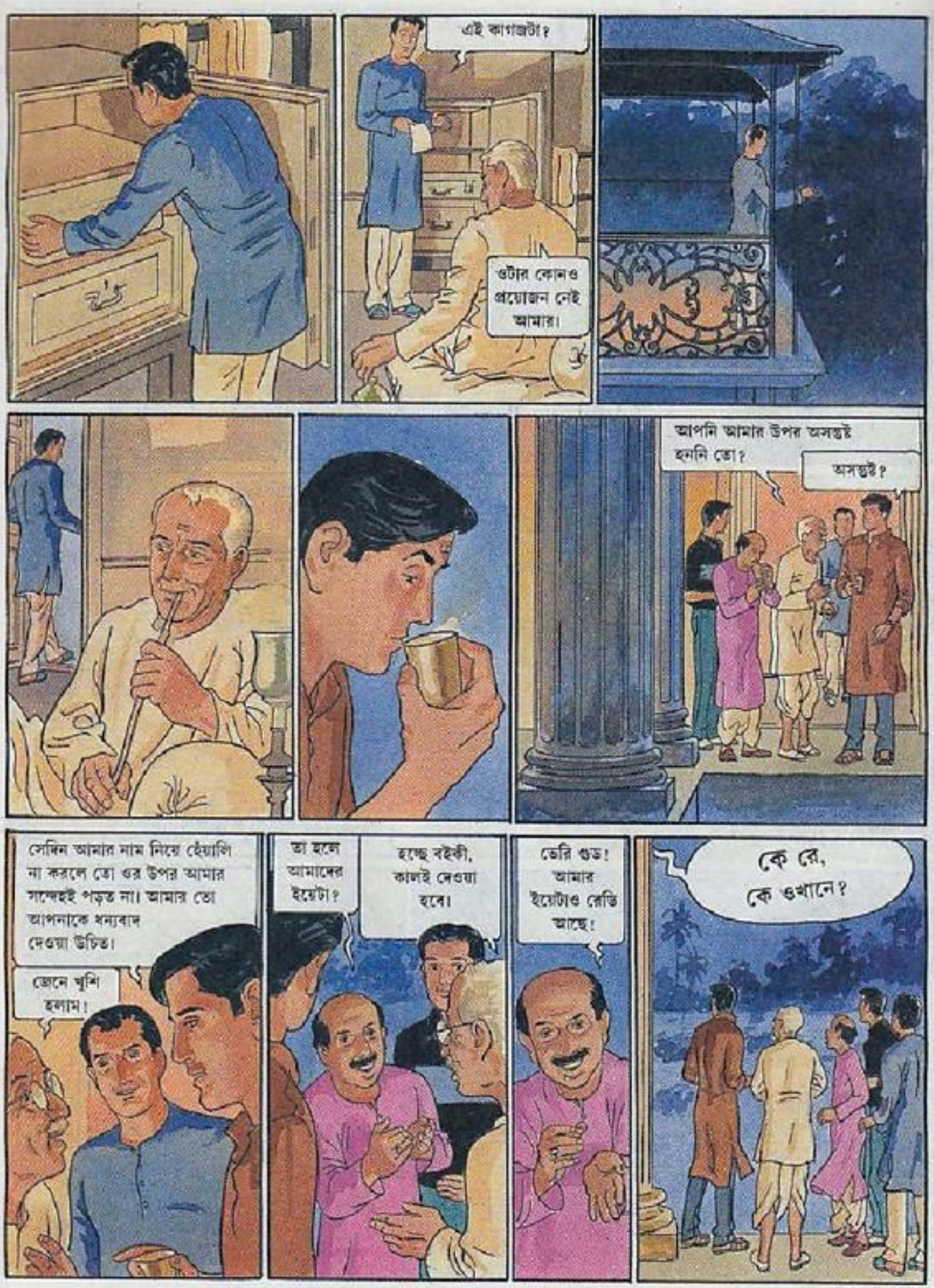
এই কাগজটা?
ওটার কোনও প্রয়োজন নেই আমার।
আপনি আমার উপর অসন্তুষ্ট হননি তো?
অসন্তুষ্ট?
সেদিন আমার নাম নিয়ে হেঁয়ালি না করলে তো ওর উপর আমার সন্দেহই পড়ত না। আমার তো আপনাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।
জেনে খুশি হলাম।
তা হলে আমাদের ইয়েটা?
হচ্ছে বইকী, কালই দেওয়া হবে।
ভেরি গুড! আমার ইয়েটাও রেডি আছে!
কে রে, কে ওখানে?

(সমাপ্ত)

সম্পূর্ণ রঙিন কেলেঙ্কারি বইকাল

রবার্টসনের রুবি

কাহিনি: সত্যজিৎ রায়

ছবি: অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়

শারদীয়া, ১৪৩১

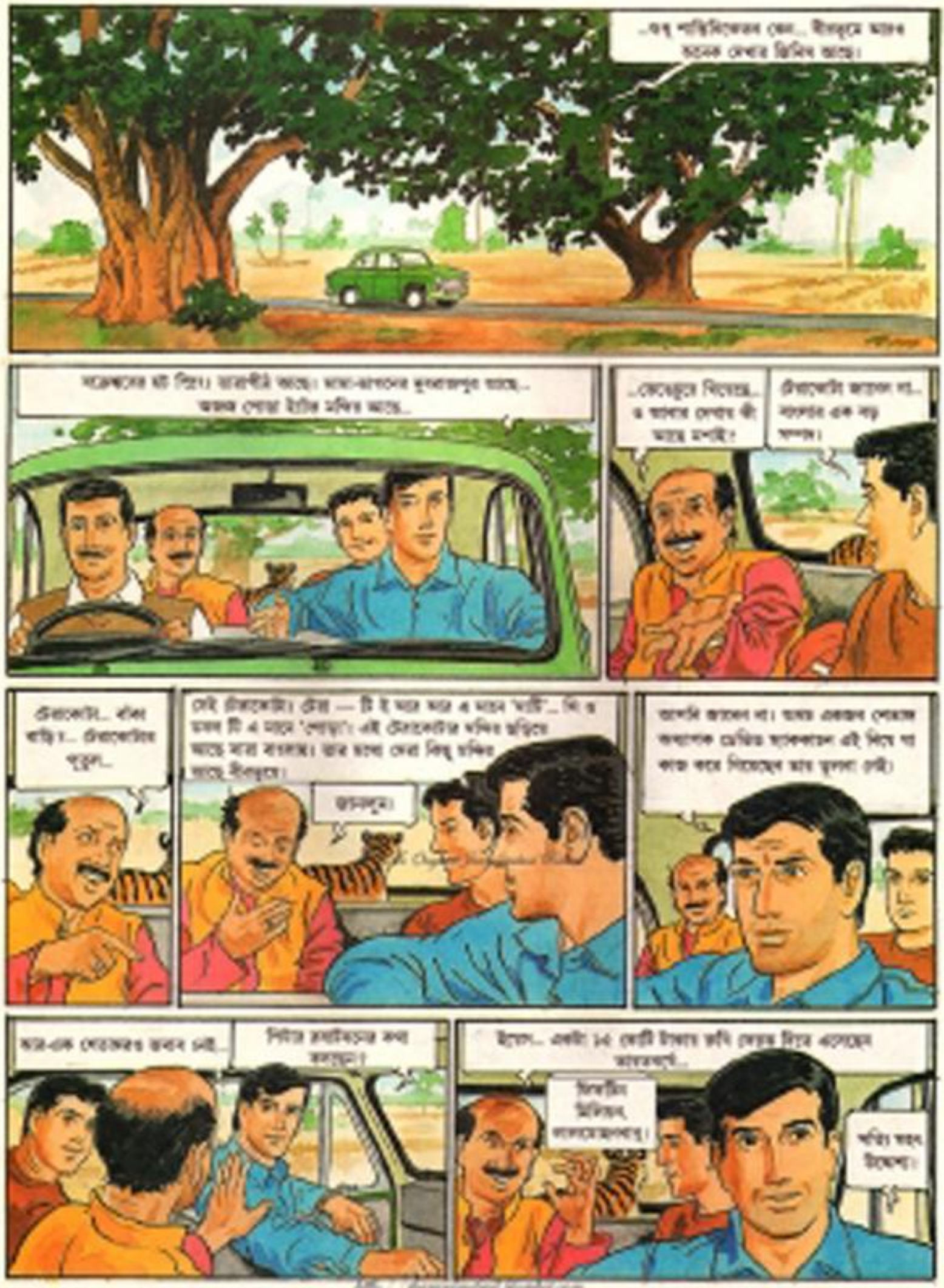
...বহু শান্তিনিকেতন থেকে... বীরভূমে আরও অনেক দেখার জিনিস আছে।
সত্যেন্দ্রনাথের বাড়ি গিয়ে। ভারতীতে আছে। মাতা-আপনের কুলদেবতাও আছে... অবশ্য দেখার ইচ্ছে থাকে...
...ছেলেবেলায় বিয়েছে... ও আমার দেখার কী আছে মশাই!
ট্রিপাঠাটি আসলে না... নাগরের এক বড় ঘাসাল।
টেরাকোটা... বাঁকা বাড়ি!... টেরাকোটার পুতুল...
সেই টেরাকোটা। টেরা — টি ই আর আর এ মানে 'মাটি'... কি ও অবশ্য টি এ মানে 'পোড়া'। এই টেরাকোটার ফলক ছড়িয়ে আছে সারা বাংলায়। তার ছাড়া দেখা কিছু জিনিস আছে বীরভূমে।
জানলুম।
আসলে আসলে না। আমার একজন পেশাদার অধ্যাপক ছেলের আলোকপাত এই নিয়ে যা কাজ করে গিয়েছেন তার তুলনা নেই।
আর-এক দেখেছেন তখন এই...
নিয়ে ফাইভের কথা বলছেন।
ইদানি... একটা 14 ফেরেট টাকার জমি দেখতে নিয়ে এসেছেন আমাকে...
ভিখারিনি ট্রেনিংয়ে, আসলেমোশাই।
আমিও অবাক উদ্দেশ্য।

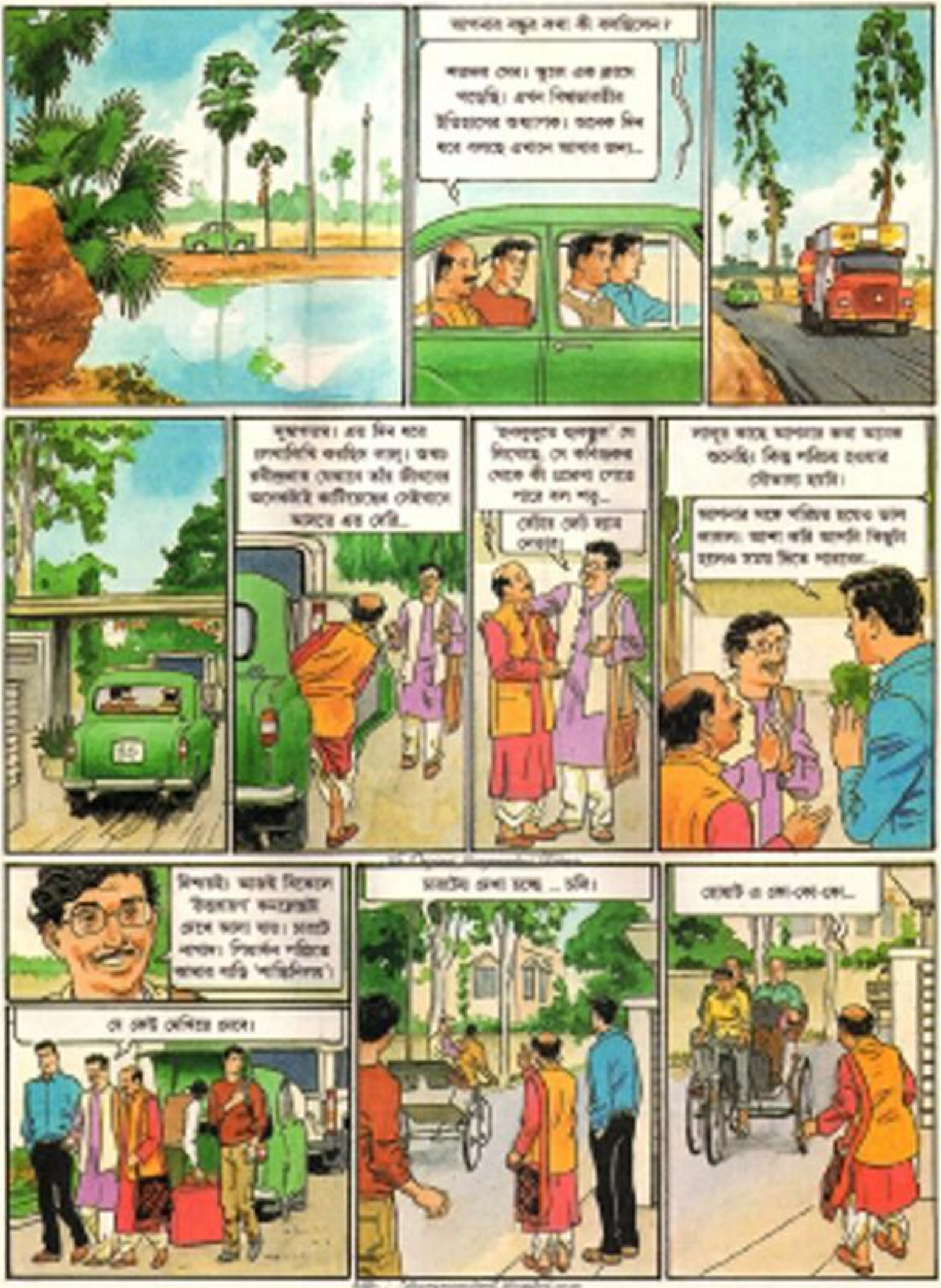
আপনার নতুন কাজ কী করছিলেন?
শাহজাদা দেখ। স্কুলে এক ক্লাসে পড়েছি। এখন বিশ্বভারতীতে ইতিহাসের অধ্যাপক। অনেক দিন ধরে গবেষণা করছেন আমার ওপর...
বুদ্ধদেবের। এত দিন ধরে চলচ্চিত্রটি কার্যত নতুন। তবুও রবীন্দ্রনাথ যেখানে তাঁর জীবনের অনেকটাই কাটিয়েছেন সেইখানে আসতে এত দেরি...
'অনন্যপুরের অনন্যপুর' যে লিখেছে, সে কবিগুরুর থেকে কী প্রেরণা পেয়ে গল্পে বলা শুরু...
সেটার সেটা মানে দেখাই।
সত্যজিৎ রায়ের আপনার জন্য আমার শুনেছি। কিন্তু পরিচয় হওয়ার সৌভাগ্য হয়নি।
আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়েও ভাল লাগল। আশা করি আপনার কিছুটা হয়েও তথ্য দিয়ে সাহায্য...
নিশ্চয়ই। আমাই বিদেশে 'উত্তরায়ণ' কনফারেন্সে গেছে আমা যায়। প্রবাসী পাঠান। নিদর্শন পরিচয়ে আমার গড়ি 'পাঠিনিবাস'।
সে গেটি দেখিয়ে চলে।
প্রবাসীর প্রশ্ন হচ্ছে ... তবি।
বোধাই এ গো-গো-গো...

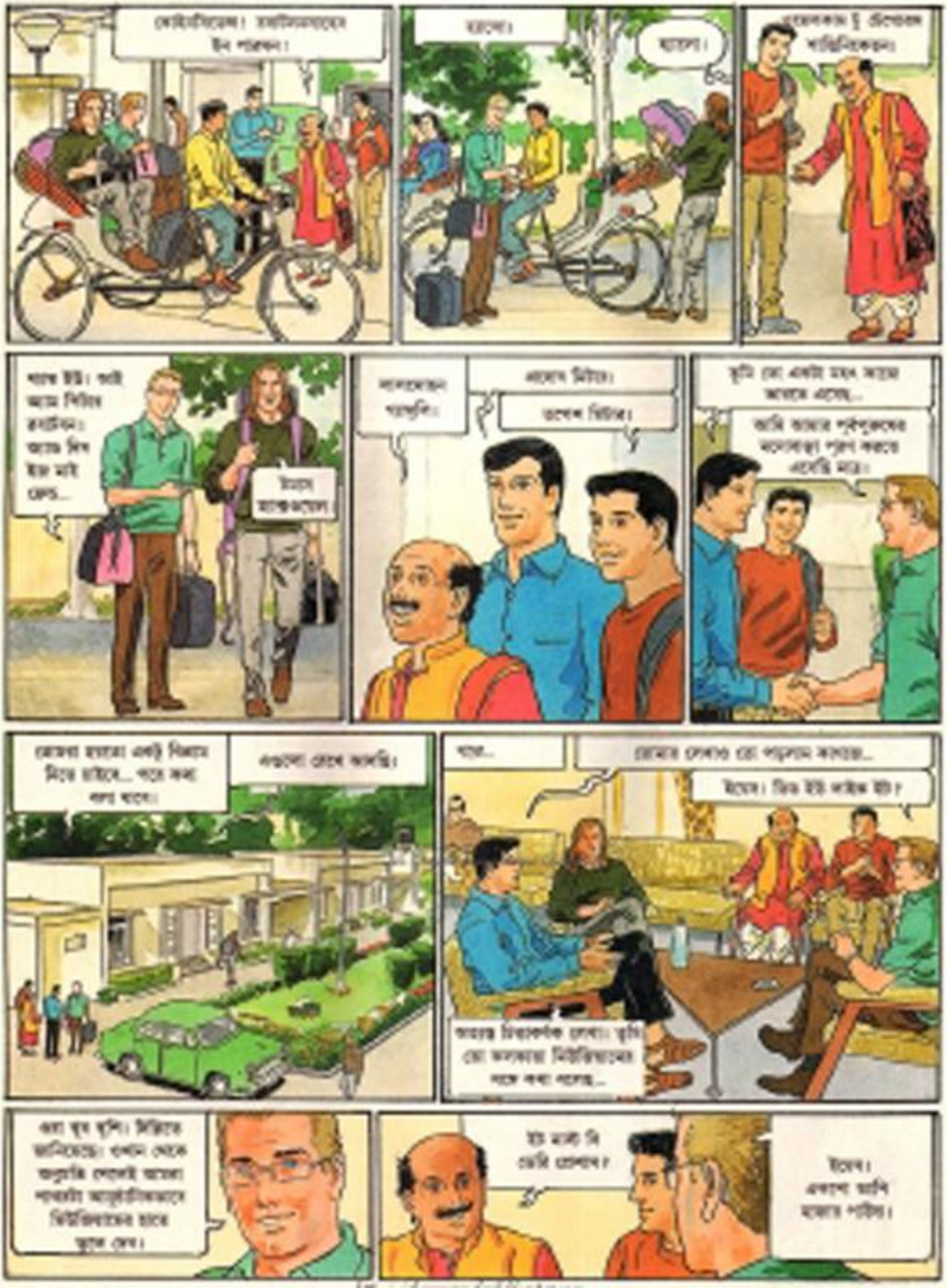
হ্যাঁ।
হ্যাঁ।
ধন্যবাদ।
ধন্যবাদ।
এসো।
আমি আমার পুরুষদের
বাংলাদেশ পুরুষ করতে
এসেছি মাত্র।
ধন্যবাদ।
ধন্যবাদ।
ধন্যবাদ

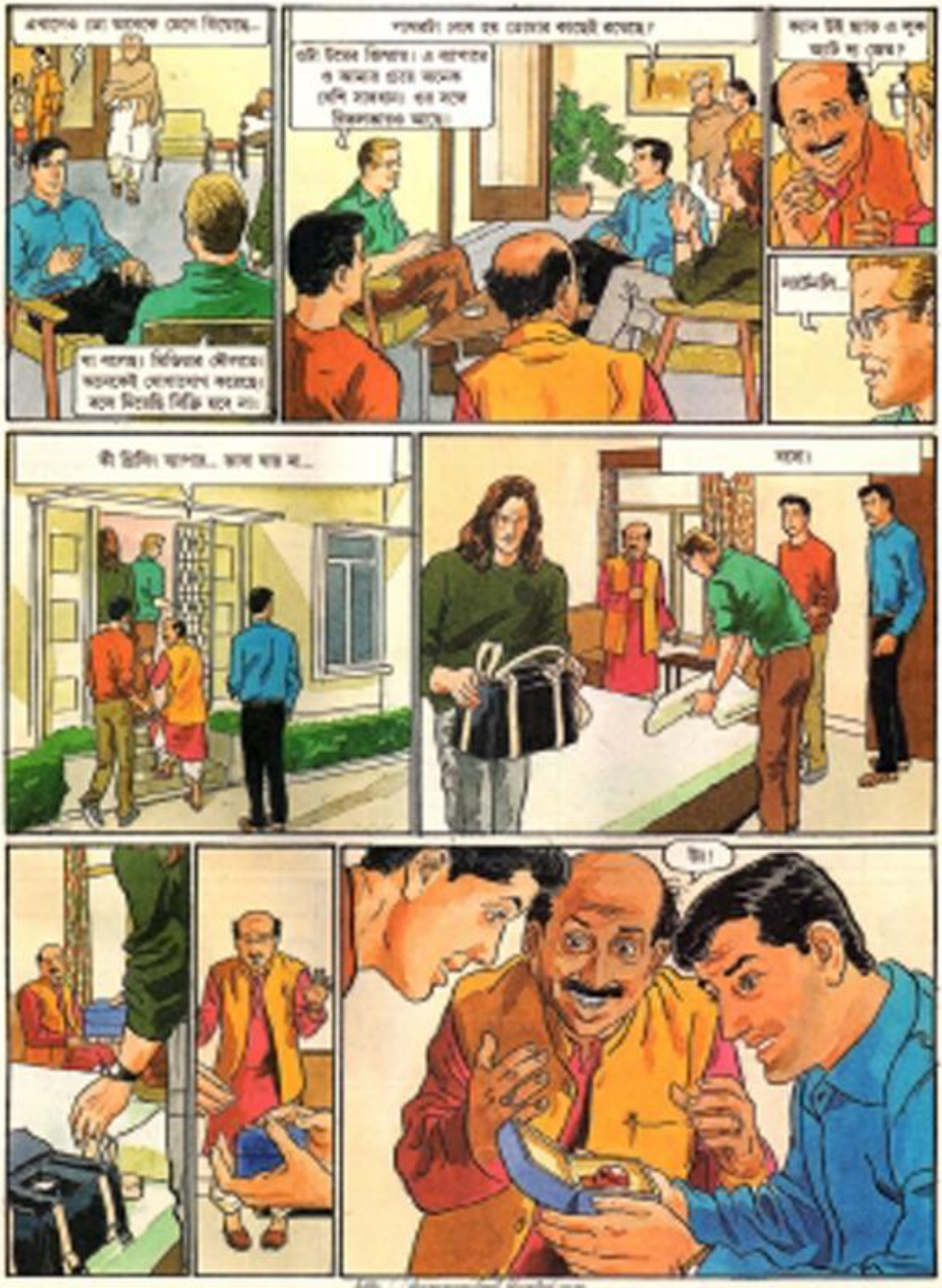
এখানেও তো অনেকে জেলে গিয়েছে...
না পারছে। বিভিন্নভাবে চেষ্টাচ্ছে। অনেকেই যোগাযোগ করছে। কাজে নিয়েছি বিক্রি হবে না।
পাসপোর্ট! তাহলে এত ডেলিগেট কারাই কাজে?
ওরা টিকেট কিনছে। এ পাসপোর্টে ও আমার প্রায় অনেক বেশি সাজেশন। এর সঙ্গে বিজনেসম্যানও আছে।
কখন ইচ্ছে হচ্ছে এ দুশ্চ ছাড়ি না ভেবে?
পার্টনারটি...
কী ট্রিটিং! ছাপাও... ভাবা যায় না...
সাহেব।
উঃ!

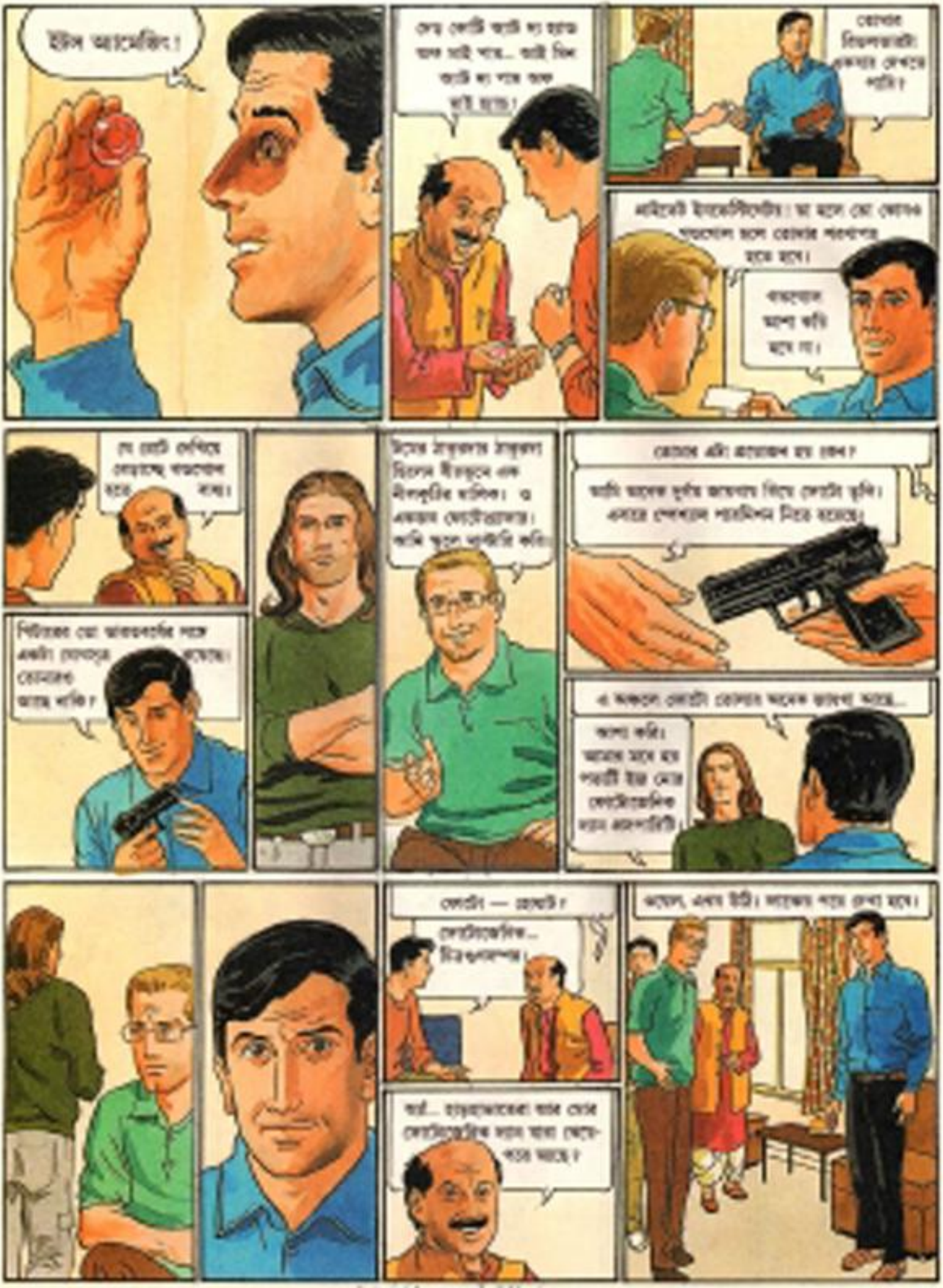
ইউল আহমেদিন!
তোমার কোনো কাজ না হলেও অন্তত আমি পারব... আমি কিন্তু কাজটা না পারে অন্তত ভাই হয়ে!
তোমার বিজ্ঞানমন্ত্রীকে একবার দেখতে পারি?
আইনেরই ইনফরমেশনটাও! যা হলো তো তোমার পাগলামো হলো তোমার পাগলামো হয়ে যাবে।
পাগলামো আশা করি হবে না।
যে ছোট দেখিয়ে তোমাকে পাগলামো হবে বাবা।
পিতিয়ের তো আমাদেরকার সাথে একটা তোমার হবেছে। তোমাকে আমার খাকি?
উনের ঠাকুরদার ঠাকুরদা ছিলেন ইংরেজদের এক দেশপ্রেমিক ক্রান্তিকারী। ও একজন কোটিপতি। আমি শুধু আমাদের কথা।
তোমার এটা প্রয়োজন হয় কেন?
আমার অনেক দুর্লভ জায়গায় গিয়ে কোটিপতি হবেন। একটা পেশাদার পারমিশন নিতে হবেছে।
এ অঞ্চলে কোটিপতি তোমার অনেক জায়গা আছে...
আশা করি। আমার মনে হয় পারটা উচ্চ মোর কোটিপতিদের সাথে প্রকাশটাই।
কোটিপতি — প্রমাণ?
কোটিপতিদের... ঠিকানাগুলোর।
আই... ঠাকুরদাদাদের আর তোর কোটিপতিদের সাথে আমা কোথা-পতির আছে?
আচ্ছা, এবার উঠি। লাঞ্চের পরে দেখা হবে।

পিসিমাদের কেউ আত্মীয় বলেই মনে হল... তবে কথায়-কথায় প্রতিবারে গাড়োয়ালকে দেখিয়ে... মনে হচ্ছিল। আর... একটা গাড়োয়াল পাহাড়ের কাছে। তার মানে আপনাদের সেদিন পাহাড়ে যেতে হবে। ছুটি...
আমি এখানে ছুটি কাটাতে এসেছি... সেদিন যদি পাহাড়ে যেতে আপনি পারুন, আপনার সেজ টিয়ে।
ও কে টিমটির মনোবাসিয়া। বাবা সপ্তাহ ১০টা। কিন্তু আমার মনে পড়ছে দিল্লি, এটা আমি ভেবেছি না।
এর মধ্যেই।
আর বাবা ফোন... মিঃ মনোবাসিয়া মনে মুখোমুখি একবার পাকাটা। দেখাতে চাই। জীবনে ফোনে দিয়েছে আমি এখানে উঠেছি।
তুমি যে ভেবে আমি মনে ফোনে...
হি আমেরিকান ইনস্টিটিউট...কাজটা ভেবেছিল টোয়েন্টি বন্দিত হয়েছে...
শুধু অনিশ্চ না... আমার আমাদের দেখার আছে।
ফোনের মনি মনে খুব ভাল হয়।
ফোনটা নয়... আমরা তো মুখোমুখি এসেছি।
আমাদের পাহাড়ে যেতে।

উত্তরাঞ্চল।
হুঁ মুক্তা নাইক এ ফোর্টহেলিন পাহাড়ের।
কঃ!

না মশাই... এখানে প্রথম কারুর ছবি তোলবেন না।

এখানে পাহাড়ই একটা ঐতিহাসিক নিদর্শন মহাশয়। আমরা সেখানে যাচ্ছি। পথ দেখা হবে।
আসুন।

গোয়েন্দা পাহাড়ের কথা বলছে।

এখানেই... এই ফোর্টহেলিন।

ইয়ুথ কমিটির মধ্যেই একটা ইয়ং আছে...
ঠিক প্রথম কারণ উপস্থাপনী হয়...
শিল্পুদের ইতিহাস জানাবে এ কথা সত্যিকার হয় নাকি।
আপনি পড়ে... কেন্দ্রাঞ্চল বিভাগে এক পাকিস্তান "আইন অফ ওয়ার্ক ইন ইয়ুথ" একশো বছর আগে লেখা। ইন্টারেস্টিং আমার বোনাই।
আপনার দিন...
...টিনের অনুমিতি হবে না।
এখানকার সমস্যার বড় ঘাটি।
আই দিন কারণ না করান।
মিঃ কার্টিস?
হ্যাঁ।
আই আম বিশালীলাল... আমিই তোমার সঙ্গে কথা বলেছিলাম... আই কাজ ইন ওয়েটিং কর হয়।
আমার এই বন্ধুরা...
সকলেই আসুন।

মিঃ কার্টিস।
নমস্কার।
নমস্কার, নমস্কার।
মিস ইভ আই ক্লেক মিঃ আহমেদকে।
নমস্কার।
আজ মিস ইভ আই ক্লেক ইন্টেপ্রিটার হবেন।
হ্যালো।
এরাও আমার পথপ্রদর্শক।
আসুন মিঃ।
আসুন।
আসুন।
ইনডিয়ে, মিঃ আমিন।
বিদেশী, ফিরিঙ্গিকে নিয়ে এসেছে।
মে আই ট্রেক ইয়ার শিলোয়ার, মিঃ চন্দ্রশেখর?
হোয়াট শিলোয়ার?
ওকে মিস ক্লার।
ঠিক আছে... দেখিয়ে পরবেন তো উহা কাটি চন্দ্রশেখরের।
ইউ হ্যে আই ট্রি একটিক ট্রি দি ক্যা কাটি কার্টি।
আই মি।

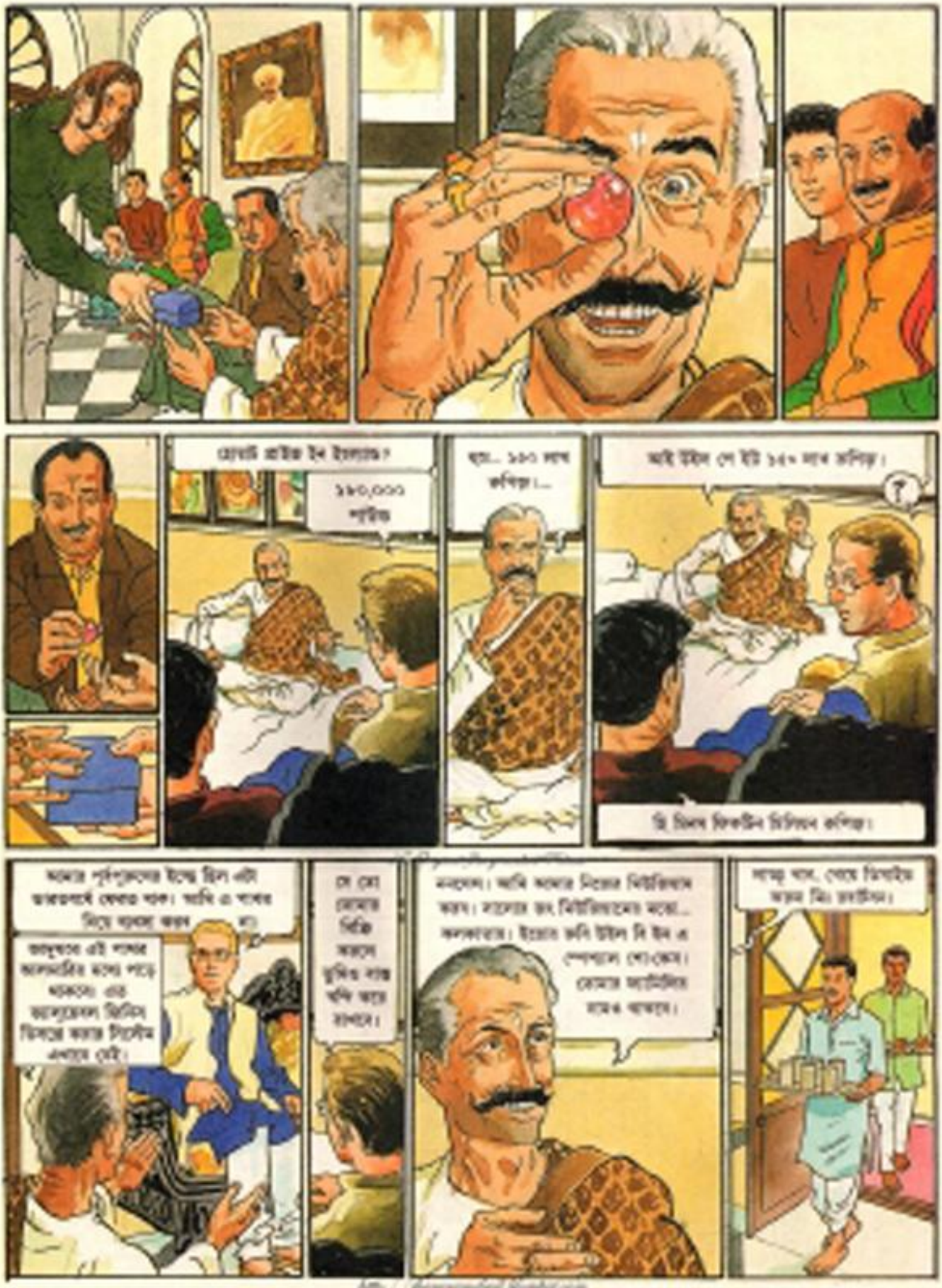
হোয়াট প্রাইজ ইজ ইয়োরস?
১৮০,০০০ পাউন্ড
হ্যাঁ... ১৮০ লাখ রুপিয়া।...
আই উইল পে ইউ ১৮০ লাখ রুপিয়া।
?
ট্রি মিলিয়ন সিক্সটি থাউজেন্ড রুপিয়া।
আমার পুরস্কারের টাকা ট্রিন এটা ভারতবর্ষেই থেকে যাক। আমি এ পাথর নিয়ে যাবো না।
তাহলে এই পাথর আলমারির মধ্যে পড়ে থাকবে। এর ভালোমতন জিনিস তিনিয়ে করার টাকাটা এখানে নেই।
সে তো তোমার দিকি আমার দুনিয়ার বাজ বাঁধি করা হাবাবে।
বলেছেন। আমি আমার নিজের বিউটিফিকেশন করব। সংসারের ভন বিউটিফিকেশন মতো... কলকাতায়। ইয়োর রুবি উইল বি ইন এ স্পেশ্যাল শোকেস। তোমার আর্টগালির মধ্যে থাকবে।
সাবধ্ থাক, খোয়ে নিয়াইয়ে করুন মিঃ ডার্টিন।

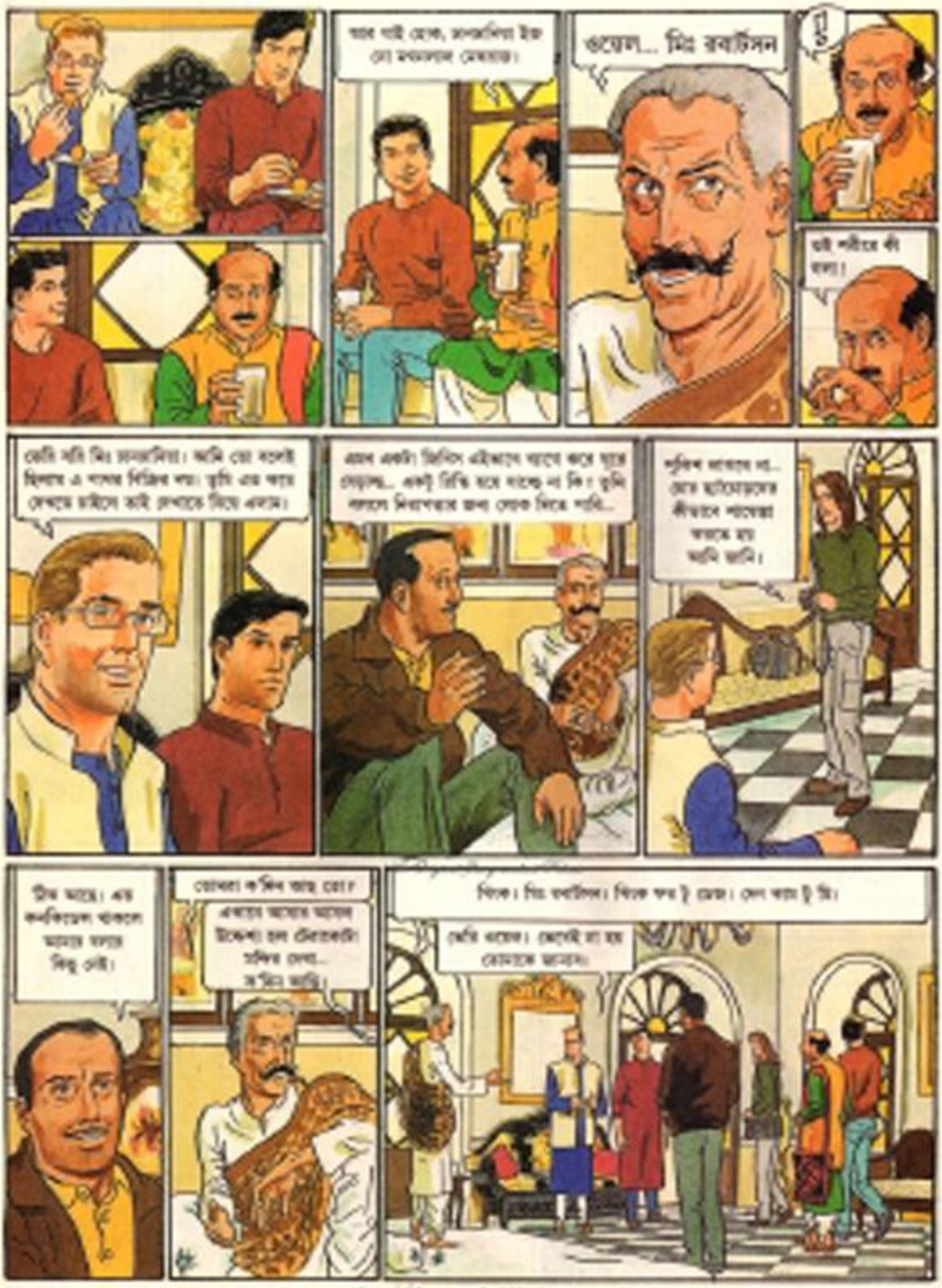
ওয়েল... মিঃ রবার্টসন
!!
এই শরীরে কী বলা!
এবার একটা জিনিস এইখানে যাবার আগে বলে যাই তোমাকে... একটা জিনিস হয়ে যাচ্ছে না কি? তুমি আসলে নিরাপত্তার জন্য লোক নিয়ে পড়ি...
শুনিস আমাদের না... আর ছাড়োতো এর জীবনের পাশেরা আমাকে যা আমি জানি।
ঠিক আছে। এর কনফিডেন্স থাকলে আমার বলার কিছু নেই।
তোমরা কজন আছ তো?
একবার আমার আমার উদ্দেশ্য হল টোরোন্টো ট্রাফিক দেখা... কজন আছি।
বিলে। মিঃ বনার্জিদা। বিলে কথা? হেরে। দেন কথা? মি।
দেখি এবার। তোমাই যা হয় তোমাকে জানাব।

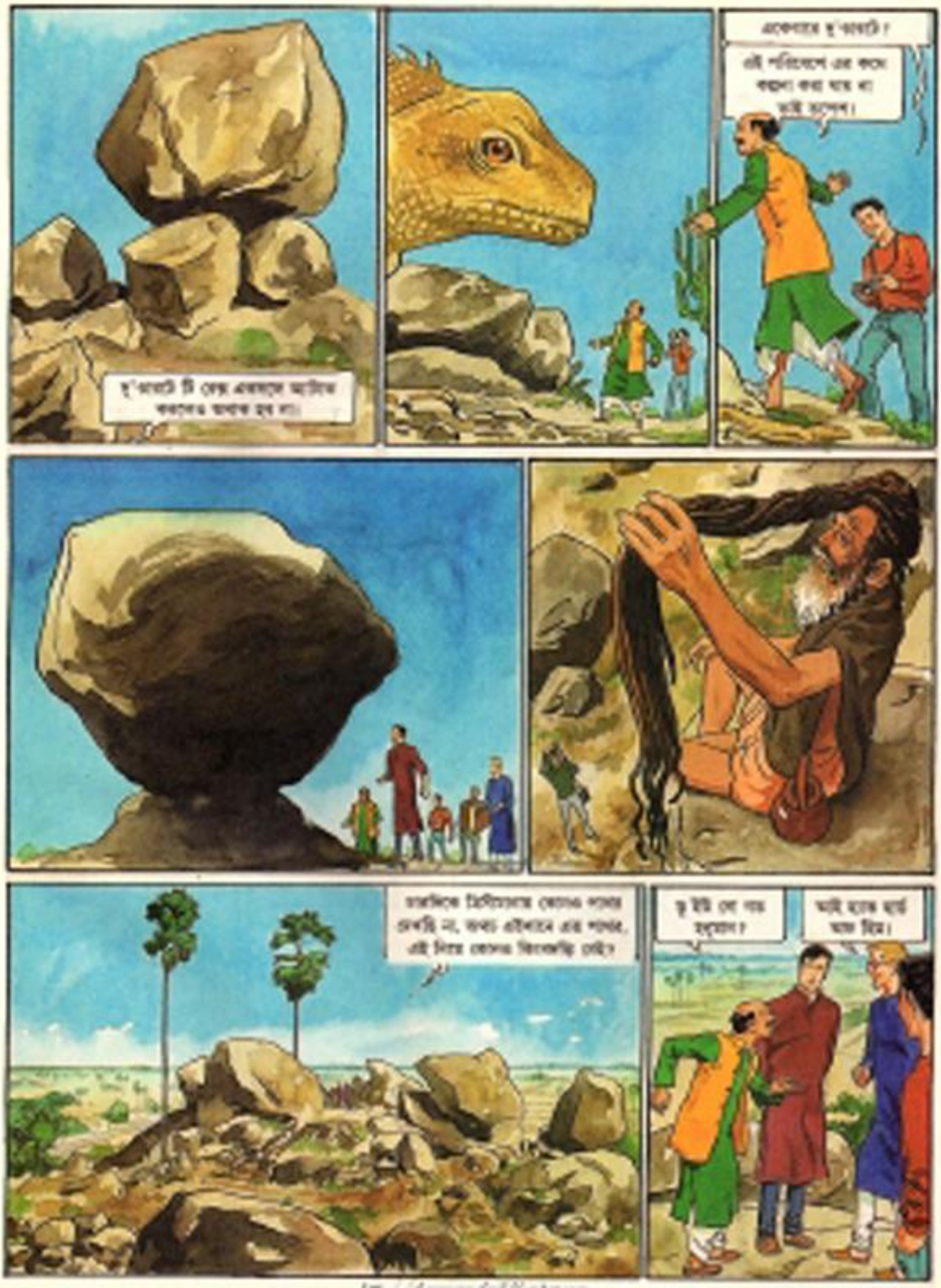
দু'আড়াই টি কেজি একমাত্র আটাও
কখনোও আমার হয় না।
একেবারে দু'আড়াই!
এই পরিবেশে এর কথা
কল্পনা করা যায় না
ভাই ভাবলাম।
চারদিকে ডিনোসরের কোনও পাতা
দেখছি না, তবুও এখানে এর পাতার,
এটা নিয়ে কোনও বিজ্ঞানীরা নেই?
কু ইউ লো গাছ
ছড়ানো?
আমি হাজার বছর
আগে ছিল।

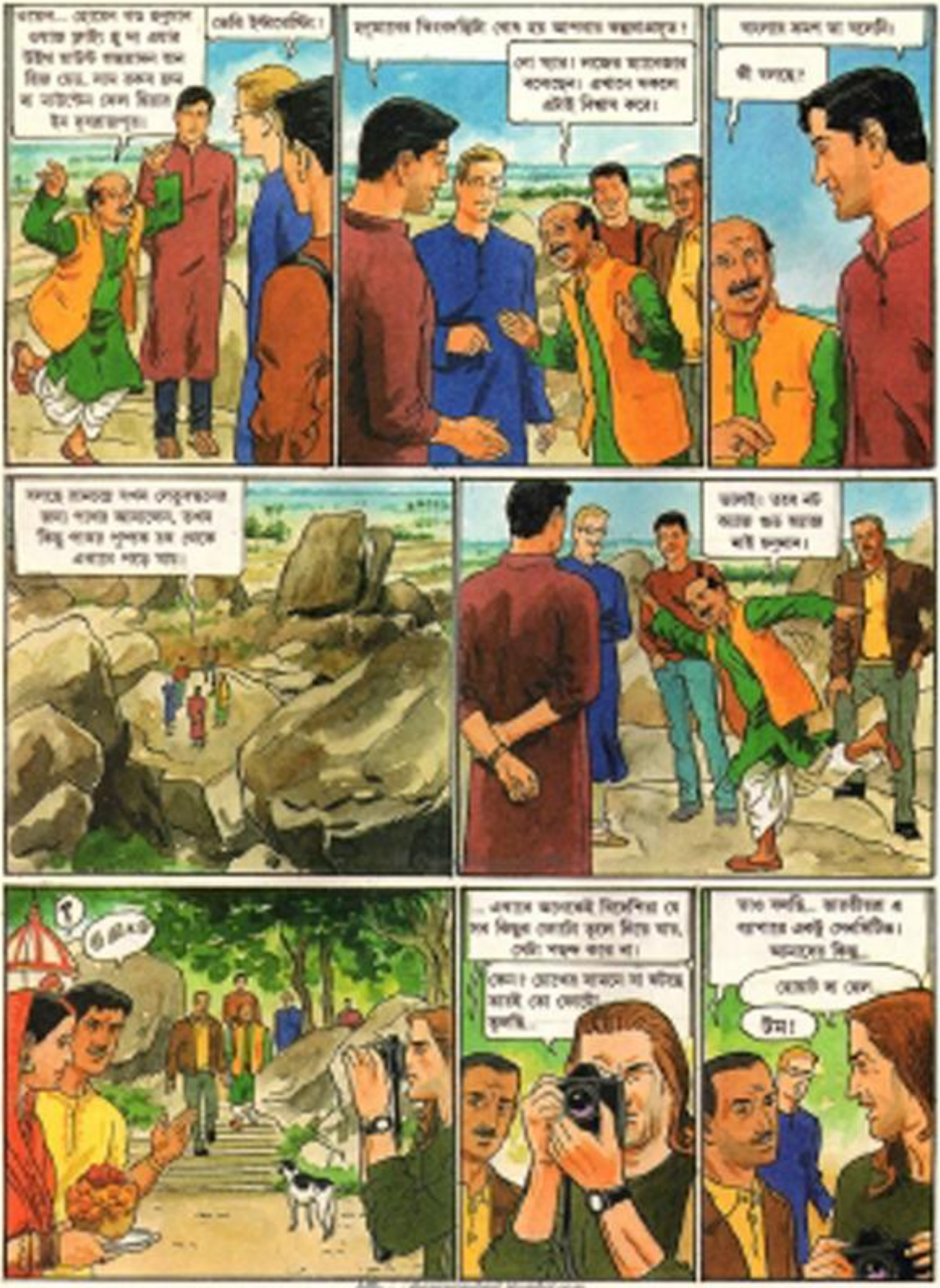
দেখি ইন্টারেস্টিং!
দেখা যাক। লক্ষের ছাড়াছাড়ায় বলেছেন। এখানে অনেকদিন এটাই নিয়ম করে।
খবরের জন্য তা হচ্ছেনি।
কী ব্যাপার?
ডালাই! তবে বড় ব্যাপার ছাড় ছাড়ে বাই চলুন।
... একবার আমাদেরই বিদেশিরা যে সব বিদুর জোটাতে ভুলে নিয়ে যায়, সেটা শয়ন করার না।
জেনে! তোমার আমাদের না বলিয়ে আমাই যে জোটা ভুলেছি...
তাও সম্ভব... ভারতীয়রা এ ব্যাপারে একটু সেন্টিমেন্টাল। আমাদের বিদু...
জোটাই না যেন
টিম!

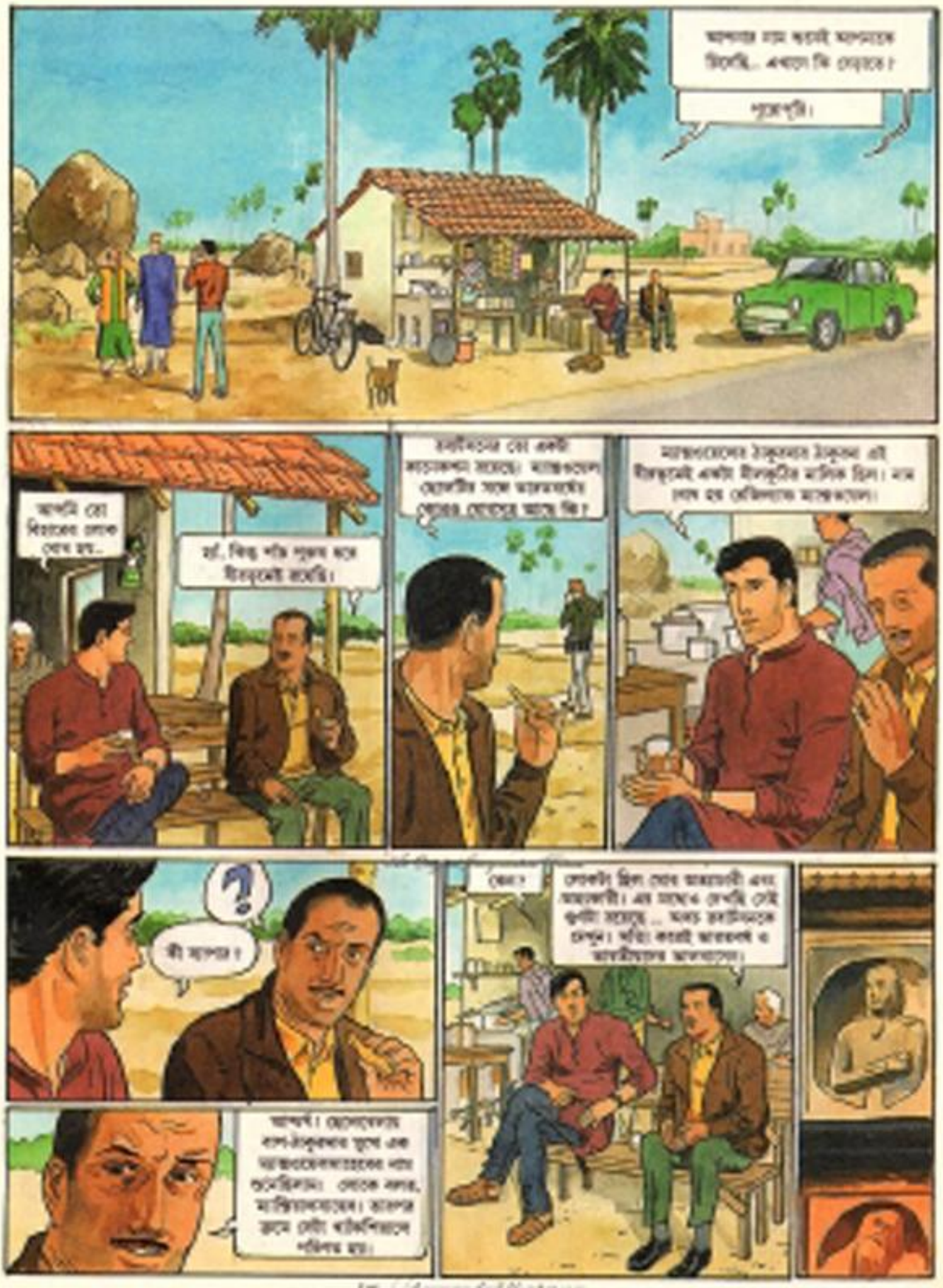
আপনার নাম শুনেই আপনাকে চিনেছি... একটা কি ব্যাপার?
পুরোপুরি।
আপনি তো বিহারের লোক বোধ হয়...
হাঁ, কিন্তু শক্তি পুরুষ আর ইংরেজী জানি।
ব্যাটিংয়ের যে একটি ঘটনাকথা আছে। মাস্কারেনাস ছোকরাটির সাথে আপনার পরিচয় হয়েছে কি?
মাস্কারেনাসের ঠাকুরদার ঠাকুরদা এই ইংরেজীই একটা ইন্ডাস্ট্রির মালিক ছিল। নাম ছিল হয় ডেভিলাস মাস্কারেনাস।
কী আশ্চর্য!
?
আশ্চর্য! ছোকরাদের বাপ-ঠাকুরদার ভূত এক মাস্কারেনাসদের পায় পড়েছিলাম। তাদের নাম, মাস্কারেনাসের। আপনার জন্যে সেটা ঘটিয়েছিলাম পরিচয় হয়।
কেন?
তাদের ছিল তেল আমদানী এবং আমদানী। এর সাথেও তেলটি সেই ঘুরাটা আছে... আমার ফ্যাটিনকে চেনেন। খাঁটি কাজী আরবদের ও আরবীয়ের আমদানে।

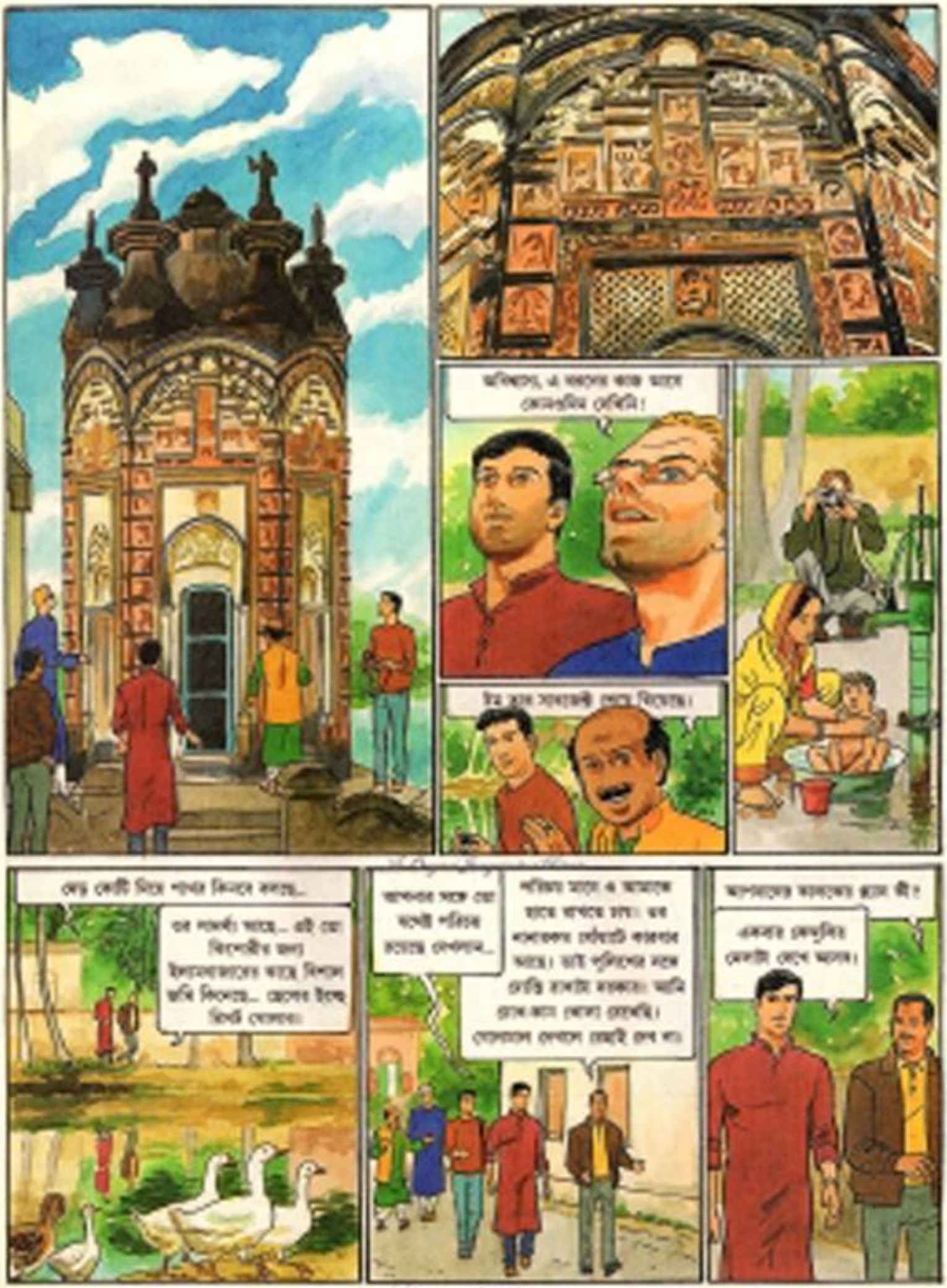
অবিশ্যিই, এ যাবতের কাজ আমার কোনওটিই দেখিনি!
ইনি হলেন সাবাজী দেশের বিখ্যাত।
দেশ কেটি নিয়ে পাখার কিনারে বসেছে...
এর পাশাপাশি আছে... এই দেশ বিদেশীদের জন্য ইমামবাড়ার কাছে বিশাল ছবি নিলেছে... ছেলের ইচ্ছে ছিলেই দেখাবে।
আপনার সঙ্গে দেখা হলেই পরিচয় হয়েছে দেখলাম...
পরিচয় আগে ও আমাদের হাতে যাবার হয়। এর শাসনকাল সেইরকমই কারণের আছে। তাই পুলিশের সঙ্গে একটি হাসাটা নয়কারে। আমি ছোট-ছোট দেখা হয়েছি। দেখলাম দেখলে হয়েই চলে যা।
আপনাদের আসাদের ছবি কী?
একবার দেখুনিয়ে দেখেটা দেখে আসব।

সাবধানে যাবেন... আমরা যাচ্ছি।
সেরকমই তো আমার ইচ্ছা।
মাস্তানদের উপর একটু নজর রাখবেন। এরা হামেশাই আমাদের দাবি তুলছে যে ডিঃ ওপাটিশন আমাদের একটি যাদুর উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছেন, তখন আমাদের কর্তব্য হবে, যেন পাড়াবেশে পুলিশের না যায়।
আমিও এ পক্ষপাতের অংশগ্রহণ।
ডিঃ ওপাটিশন সারাদিন আই লিভিউন।
ইয়েস...
আই আম ডক্টর ডাবেটি। আমি একজন ইয়ুথ লিগেশন সদস্য পত্র। এখানকার আহতদের জন্যে আমার ডাকা। আই বলে ডক্টর আমার ইয়েস সাইড।
আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে।
ডিঃ ওপাটিশন?
ইয়েস।
এই-সেই-ইজ-পাকিস্তানী-ডেলিগেশন করে জানাবে পার্টি তুমি এখানে ইয়েছ... যে উই তো ই ইয়েছ চলে জিয়ে।
এ তো।
তোমরা পাশে। উই উইল জয়েন উই।

তুমি কি মহিলাকে বিশ্বাস করো? তোমার কি মনে হয় যে কর্নেল ডালরমপল কেবল নিজে তোমার পাইপলাইনের মালিক পাবে?
আমি কী বিশ্বাস করি সেটা তোমার কী হবে? মহামান্য দুঃখিত তুমি কর্নেলকে কেনার প্রস্তাব করছ। আমার উত্তর, না। শুভ দেখা না।
কর্নেলের কাছ কত হবে?
১৮০,০০০ পাউন্ড।
একমাত্র প্রশ্নটাই বাকি।
তোমাদের যে খবর বলে মনে হচ্ছে না...
বাজে, আমরা খবর নেই।
আমরা দু'জন কিছু এক ছাড়া মনে নেই।
আরো?
বিজিন বাগানের এর আগেই নেই। কিন্তু কর্নেলের এর প্রশ্নটা নয়। কাজেই...
আমিও তো একজন ব্যবসায়ী... আমাকে বিক্রি করা মানে একমাত্র প্রশ্নের তোমার আমেরিকাই সেরা সেরা হল।
হেরি লাঙ্কিয়ান...
এখানে আমার তিনজন আছে। শাস্তিনিকেতনেই আমার বাড়ি। আর সাহস পেয়ে প্রশ্নের পাবেন না। আই উইল সে ইউ ফিফটিন মিলিয়ন কর্নেল কর দ্য ডেল।
তোমার আমার দুর্ঘটনাগুলোর একজন পাকাপাকী আমার নিয়ে গেছেন।
ডালরিম্পল?
থাকে আমি খুব চিনি। থাকে মহামান্য করে দেন।

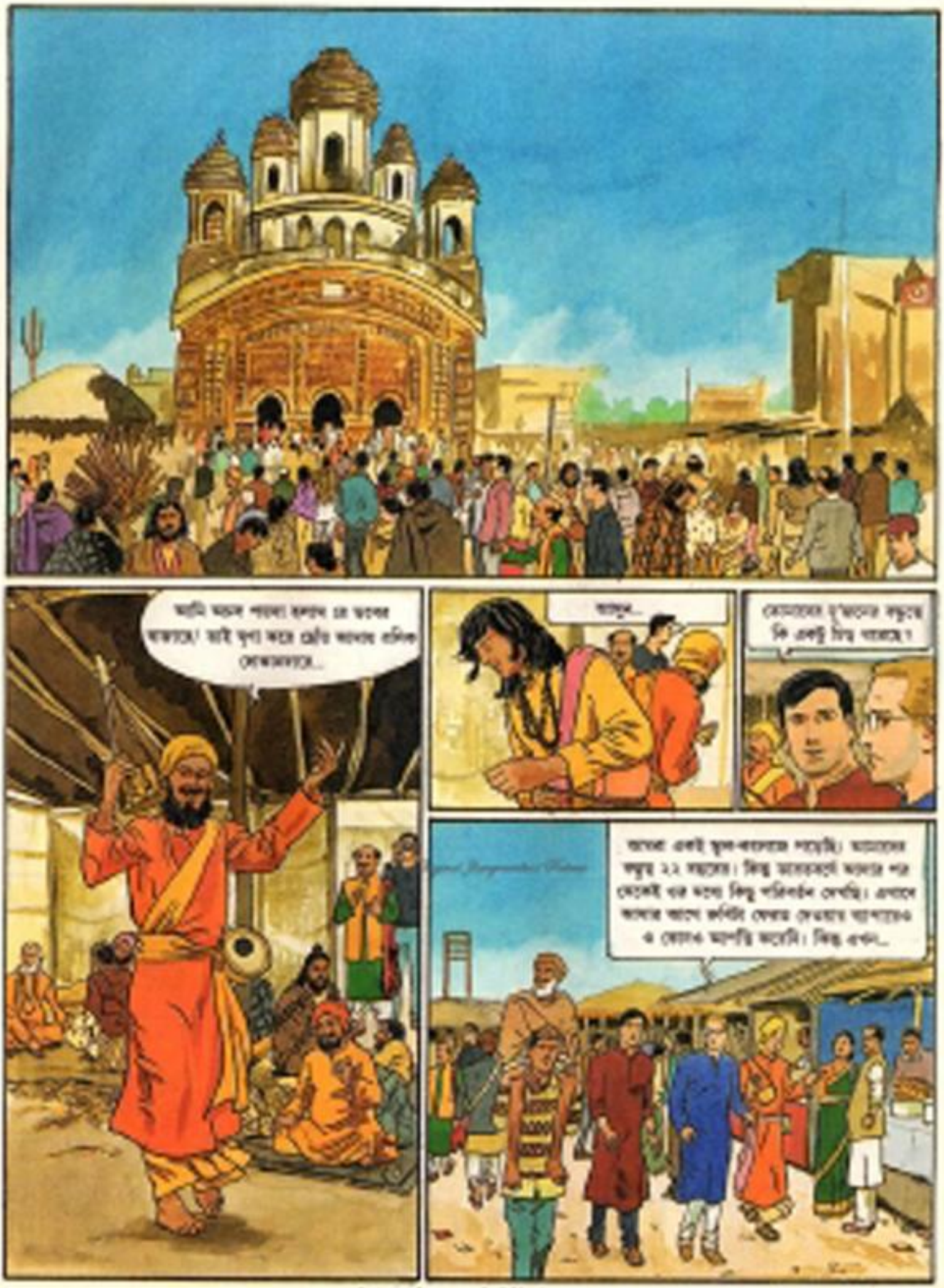
আমি আজ পাগলা হলাম যে আপনা বাজাতে/ যাই দুখ করে প্রেম আপনা বলিল দেখাতাতে...
আসুন...
তোমাদের দুজনের মধ্যে কি একটি মিল পাচ্ছো?
আমরা একই স্কুল-কলেজে পড়েছি। আমাদের বন্ধুত্ব ২২ বছরের। কিন্তু আমাদের আমার শত চেষ্টাই বার বার কিছু পরিবর্তন দেখছি। এখানে আমার আগে জনিটি দেখার দেখবার পাশাপাশি ও কোনও আপত্তি করেনি। কিন্তু এখন...

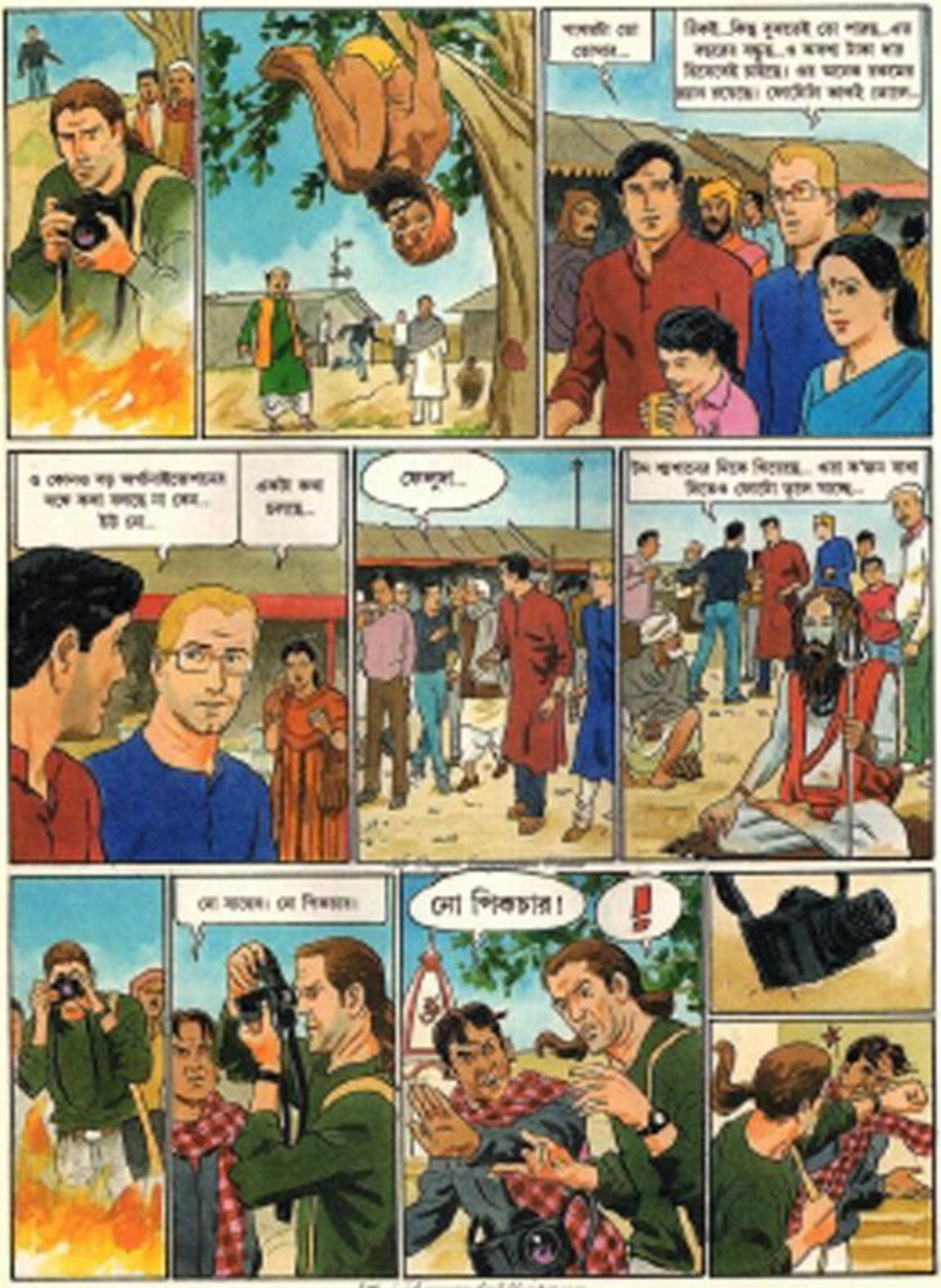
আপনারা তো ফোনার...
কিন্তু বুঝতেই তো পারছ...এর পরের মানুষ...এ অবশ্য টাকা ধার হিসেবেই চাইছে। এর আগের ফরমের প্রমাণ রয়েছে। সেটাইটা আপনি ফোনার...
এ ফোনার বড় অর্গানাইজেশনের সঙ্গে কথা বলছে না কেন... হয় তো...
একটা কথা চলছে...
ফোনুন...
টাকা পাশাপাশের দিকে দিয়েছে... এরা কাউকে কাজ দিয়েও সেটাটা ফুরাল যাচ্ছে...
তো যাচ্ছেন। তো দিশায়।
নো পিকচার!
!

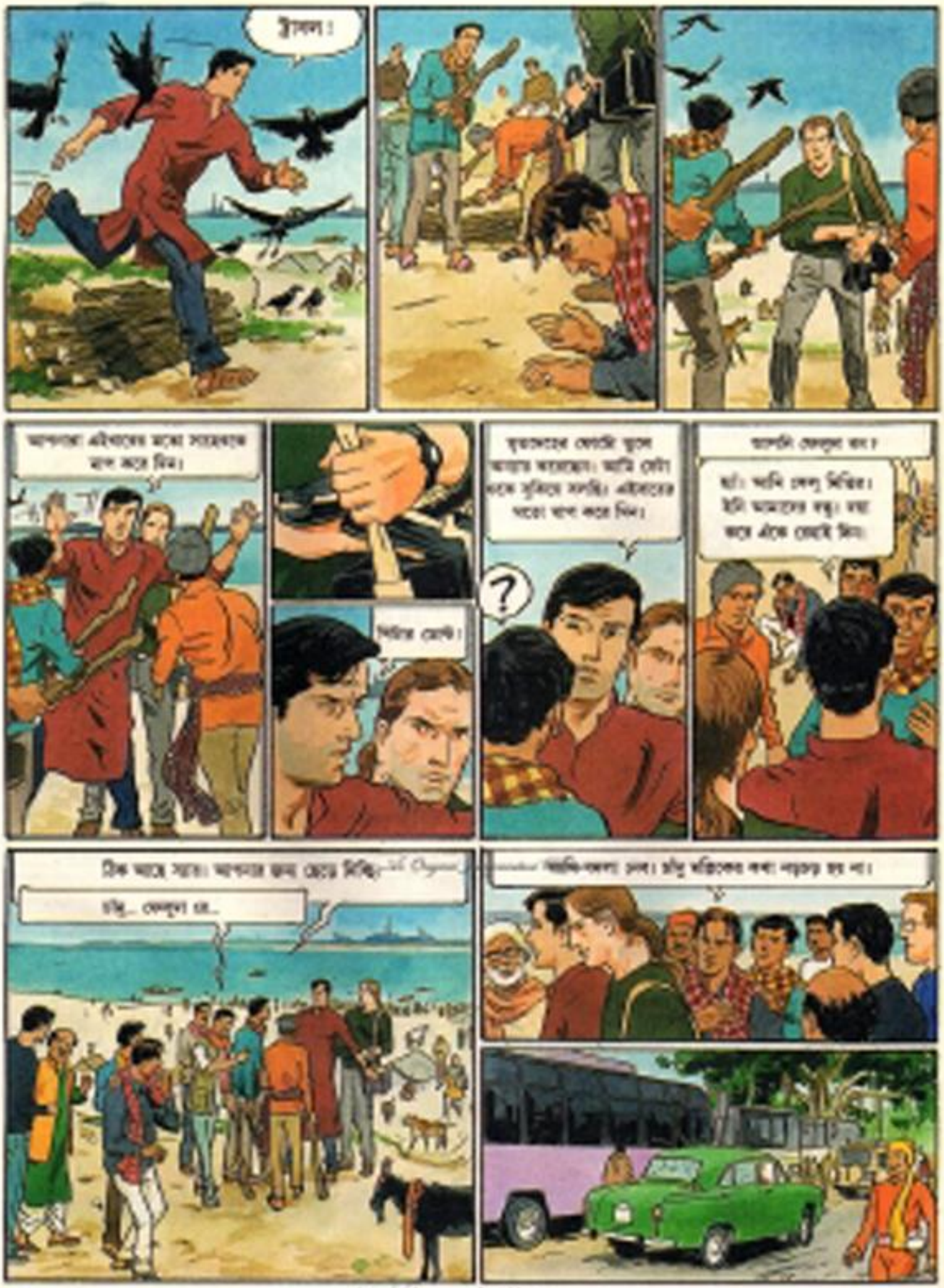
টাকল!
আপনারা এইখানের মতো সাহসকে মান করে দিন।
দুর্ঘটনাতে কোনটি ভুল আমার মনেছান। আমি সেটা করে বুঝিয়ে সরছি। এইখানের মতো মান করে দিন।
?
আপনি কেমন আছ?
হ্যাঁ। আমি কেমন ঠিকিছ। ইনি আমাদের বন্ধু। যার জন্যে এখে কোথাই ঠিক।
ঠিক আছে স্যার। আপনার জন্য ছেড়ে দিচ্ছি
টাবু... কেমন আছ...
আজি-পাকনা চলে। টাবু ঘটিকের কথা পাড়তে হয় না।

এর মধ্যেই ফিরে এলেন।
আপনি না আশঙ্কা করেছিলেন। চাঁদু ঘড়িক পাগলি কোথা হাত হাত?
বিলকুল ঠিক। হেডকোয়ার্টারে আছে। কার্যালয়ের কোনও নিয়মেই।
তিন বৃদ্ধলোকের কোটি ডুবাবে বিয়ে কোনোরকম বাচ। তিন একটি ঘুটিও খাবে চাঁদুরাক। ও পাগলের মতো কোনো
ঠিক কথাটাই ইয়োর গ্রেসেস টেম্পার। ৬৯ নম্বর হবে কোন ডাকার অধীন। কোটা ও কোন ডুবে না যায়...
তুমিই কাজে মতো না। আমার মাথায় পাগল কথাটি-পাগলটি হবে গাছের। আমি এই টাকাকে চিনি না।
আমি পাগলি। কিন্তু পাগলটি কি কোনোরকম কাজে রাখা যায় না...
আমার ডুবেছে মন। এর কিছুর পাগল আমি, ও আমাকে না জানিয়ে কিছু করবে না।
চাঁদু
চাঁদু
চাঁদু
চাঁদু
কাজ চিন।
চাঁদু
চাঁদু

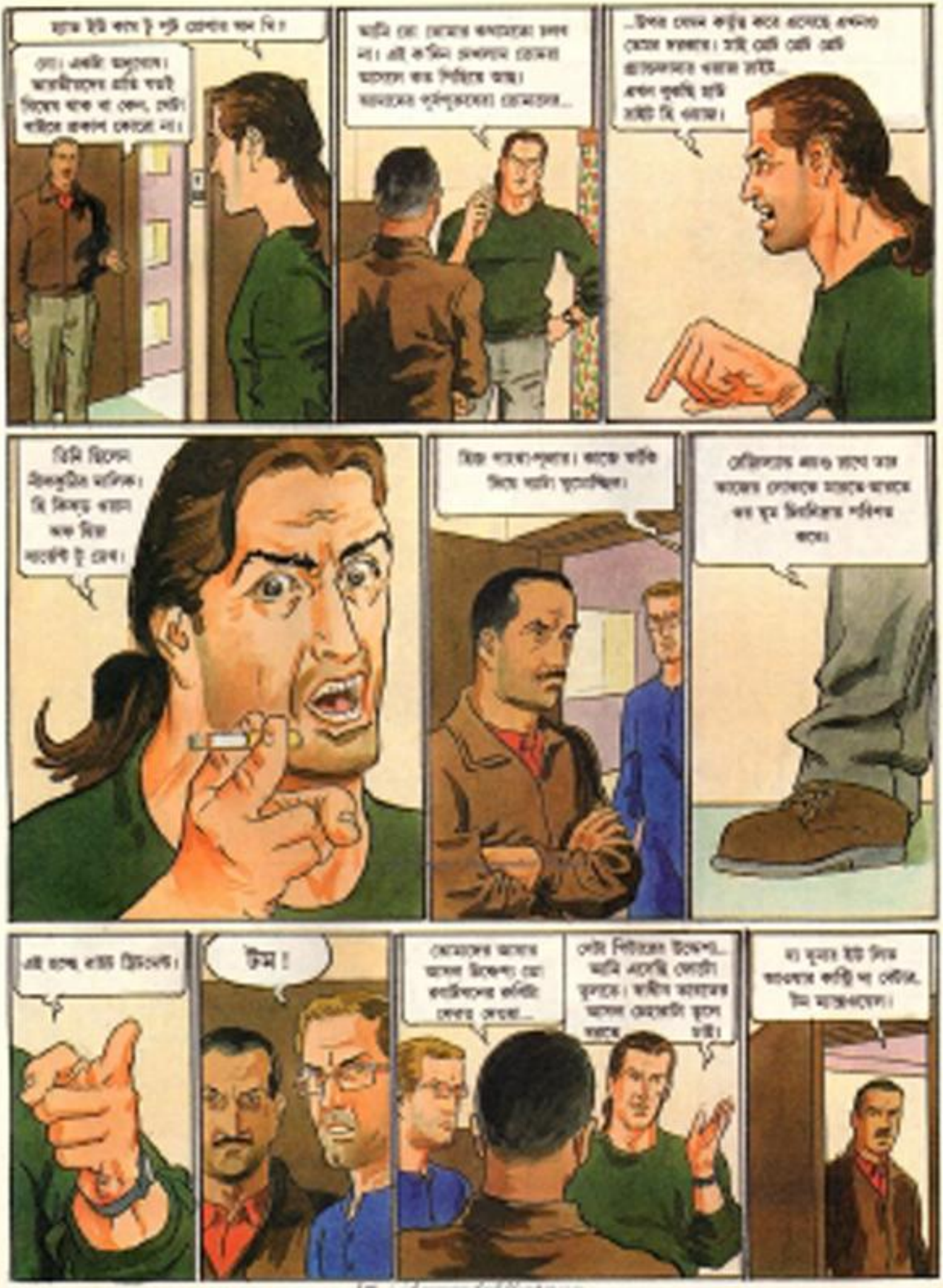
হ্যাঁ। একটি অনুরোধ। আমাদের প্রতি খারাপ বিয়ের আচরণ না কোন, সেটা বাইরে প্রকাশ কোরো না।
আমি তো তোমার কথামতো চলব না। এই কদিন দেখলাম তোমরা আমাদের কত পিটিয়ে মারছ। আমাদের পুরুষত্বকেও তোমরা...
...উপর থেকে কড়ির কাছে এসেছে, এখনও তোমরা ভয়ঙ্কর। তাই তোমরা তোমরা প্রতিদিনের খবরের মতো... এখন বুঝছি তাই আমরা কি খারাপ।
তিনি ছিলেন নীলকুঠির মালিক। যে নিজের খারাপ অক্ষ নিয়ে আমাদের দু ভেবে।
ঠিক পাহারা-পুলিশ। কাছে কাউকে নিয়ে খালি ঘুরাফিরা।
তোমিলাকে আরও ভাবে তার কাজের তোমাকে আমাদের কত দূর নিয়ন্ত্রিত পরিণত করে।
এই হাত, ধরুন টিকেটে।
টম!
তোমাদের আমার আমার উদ্দেশ্য তো কার্টিলের কর্মীরা তোমার দেখছ...
সেই পিটিয়ের উদ্দেশ্য... আমি এসেছি তোমাদের ভুলতে। কাউকে আমাদের আমার তোমাদের ভুলে যাচ্ছে যাই।
না ভুলবে যাই নিয়ে আমাদের কাছে না পৌঁছে। টম মাস্তারোলো।

এই পাহাড় পুরাতন কথাই জানায় যেমনটা ক্রিস্টার দেখা নাইটিং।

অভিজ্ঞতাদের কোনও শান্তি হয়নি।

গেল সাহ। যেমনটা ক্রিস্টার হিসাবেলে ১১ আবার আবার জোন আমাদ্ব পাহাড়ানের অবলাপাশাপের আর গ্রহণ করে। জোনটিকে ক্রিস্টান করে একটি টিপলাটি ফুলে আটি করে দেন।

ঝি ঝি ঝি ঝি

!

পাখরা ঝিঁঝি আসল আটি জোনার?

কারণ, পাখরটা আমার নয়...

খরকম লাগিয়ে উঠেন কেন!

উনাদিশ পাহাড়ীদের হলো সিয়াইলান ক্ষা... আই জোনের এক পাখরা...

আর সিন্ধু দেখা দেই?

আর!

এ পাখ্ব পাহাড়ি... সেই জোনটির বী হল আমাদের মন উনাদ্রীন হয়ে আছে।

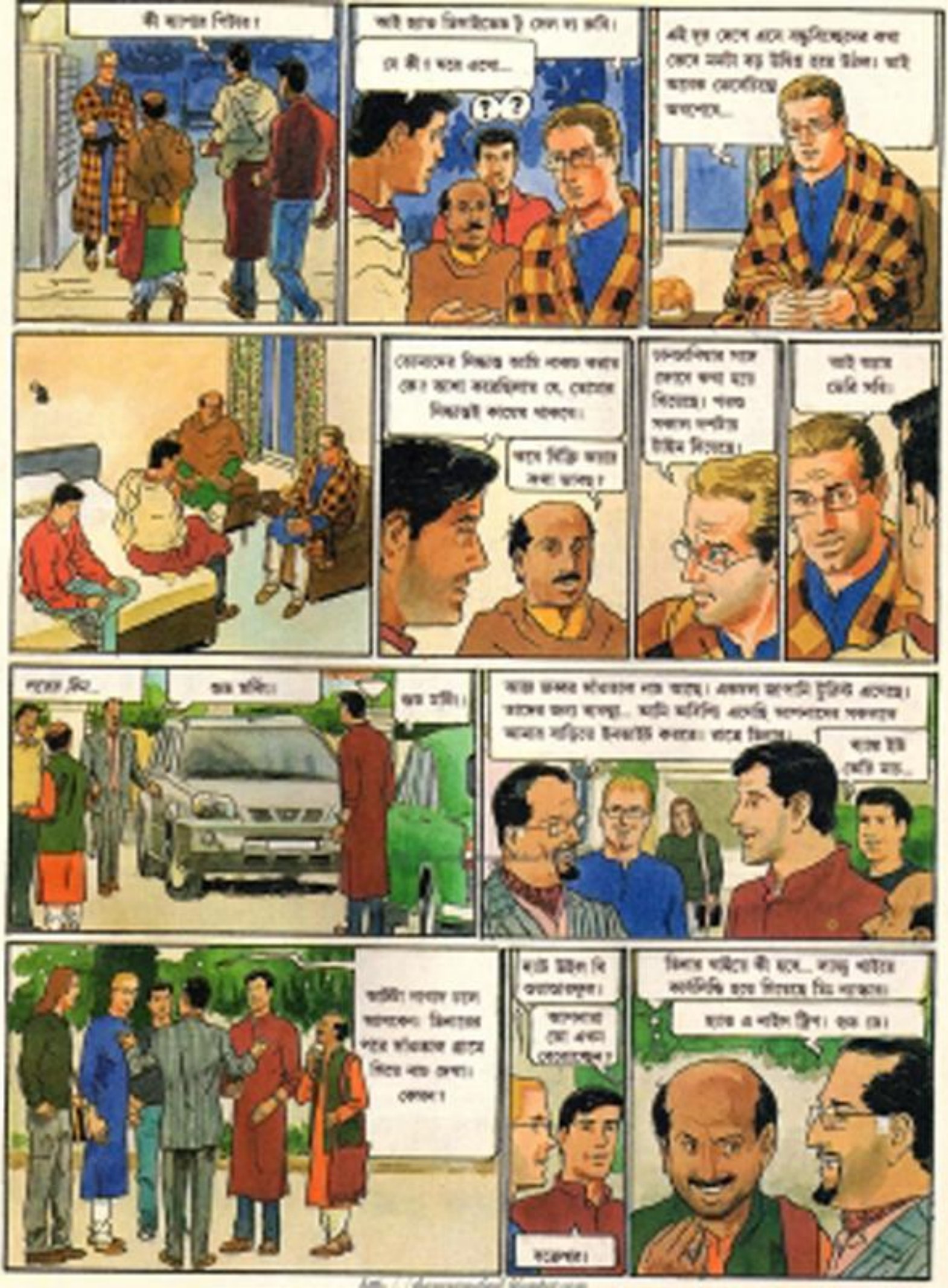
কী ব্যাপার পিসির!
আই হ্যাভ ডিসকাইডেড টু গো দ্য ডার্বি।
হে কী! হঠাৎ এলো...
এই দুই ছেলে এসে নকুলিয়াদের কথা শোনে মনটা বড় উতলা হয়ে উঠল। তাই আমার ভোটারদের জানালাম...
ভোটারদের সিদ্ধান্ত আমি পাকা করার জন্য। আশা করেছিলাম যে, ভোটারা সিদ্ধান্তই কাজের থাকবে।
আমি বিড়ি আমার কথা ভাবছ।
ডেপুটিপ্যাক পাক ছেলের কথা মতো দিয়েছে। পাকা সকাল সমীরের উইন দিয়েছে।
আই আমার ভোটি দাবি।
পাকের দিন...
ক্ষত মাটি।
ক্ষত মাটি।
আজ ডমর মাঠিয়ালে পাক আছে। একদল জাপানি টুরিস্ট এসেছে। তাদের জন্য আমরা... আমি মাটিপি এসেছি আপনাদের পাকদের আমার গাড়িতে উনবাউট করতে। বাবে ফিরব।
আমার ইচ্ছে ছোটি মাত...
আমিরা পাকার ডাকে আসলেন। ফিরোজের পরে মাঠিয়ালে প্রাণে নিয়ে নাও কথা। কোথায়?
বাউ ইউ দি ডেভাইডেন্ড।
আপনারা তো একা ভোটেছেন?
বাড়েছেন।
ফিরে গাড়িতে কী হবে... আমরা গাড়িতে আরেকটি হাত নিয়েছে যিনি গাড়িতে।
হাতে এ পাইন ট্রিপ। ওর ক্ষ।

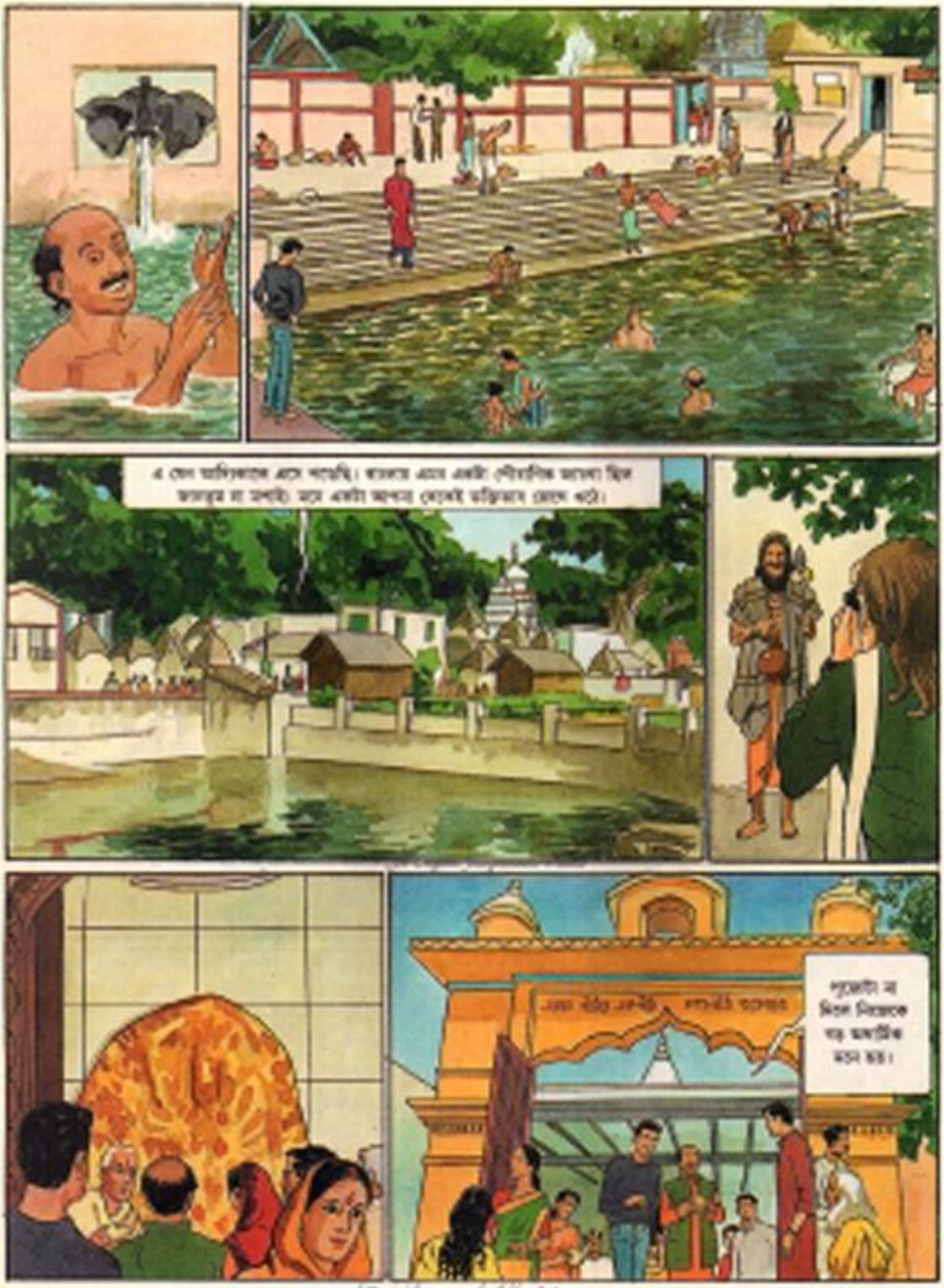
এ যেন ঘটনাচক্রে এসে পড়েছি। কারণ এসে একটি পৌরাণিক জায়গা ছিল
জায়গায় যা জানাই। তবে একটা জায়গা যেখানে ভক্তিভরে প্রণাম করি।
পুরোহিত যা
কিছু নিয়মকে
বড় অমাত্রিক
মনে হয়।

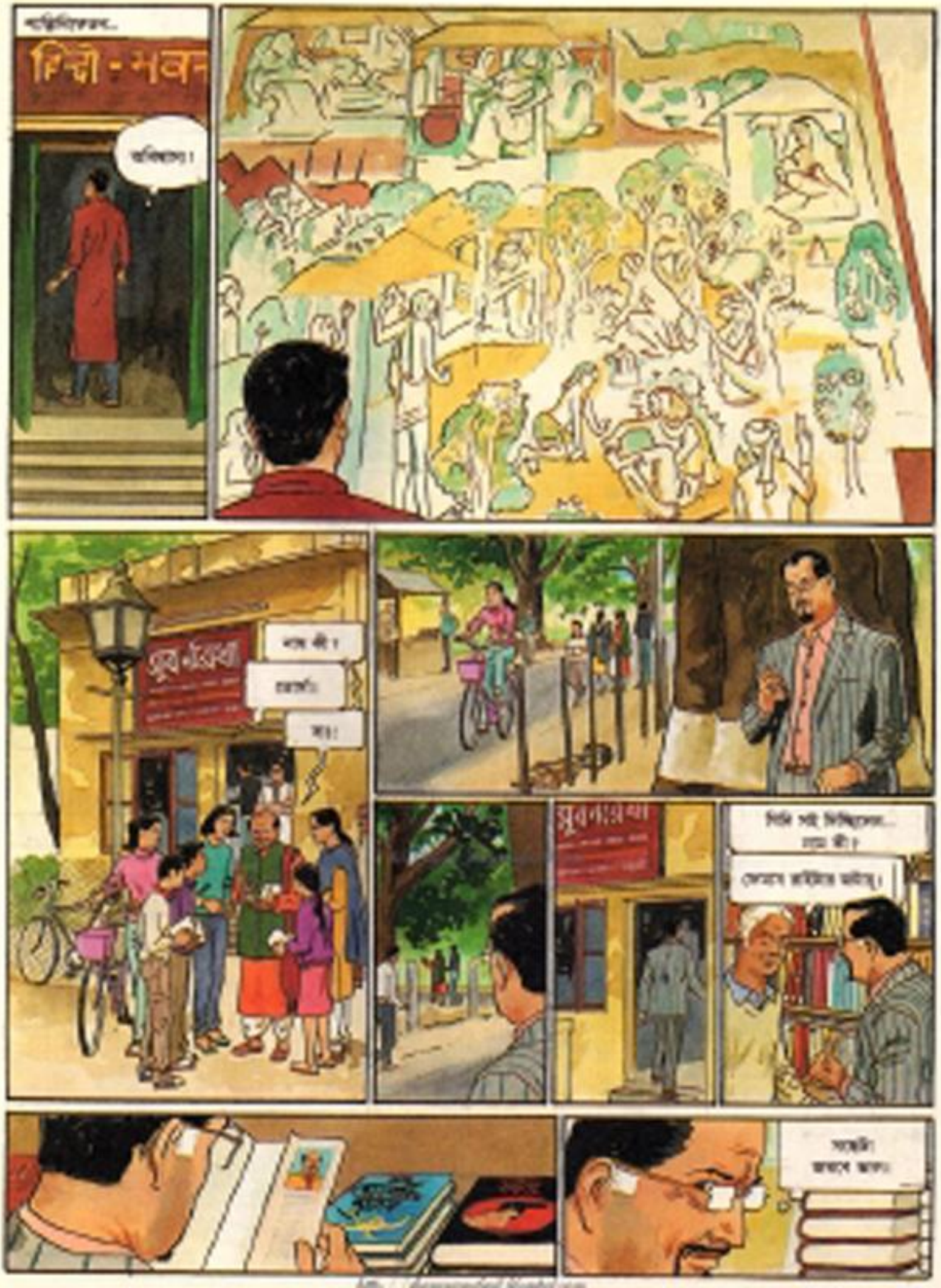
দিল্লী - ভবন
ভবনের।
ভবন কী।
ভবনের।
হ্যাঁ।
ভুবনেশ্বর
দিল্লি গেট টিকিটের... ভবন কী।
তোমার জন্যেই ভাইয়া।
সাহেব! জানবে জান।

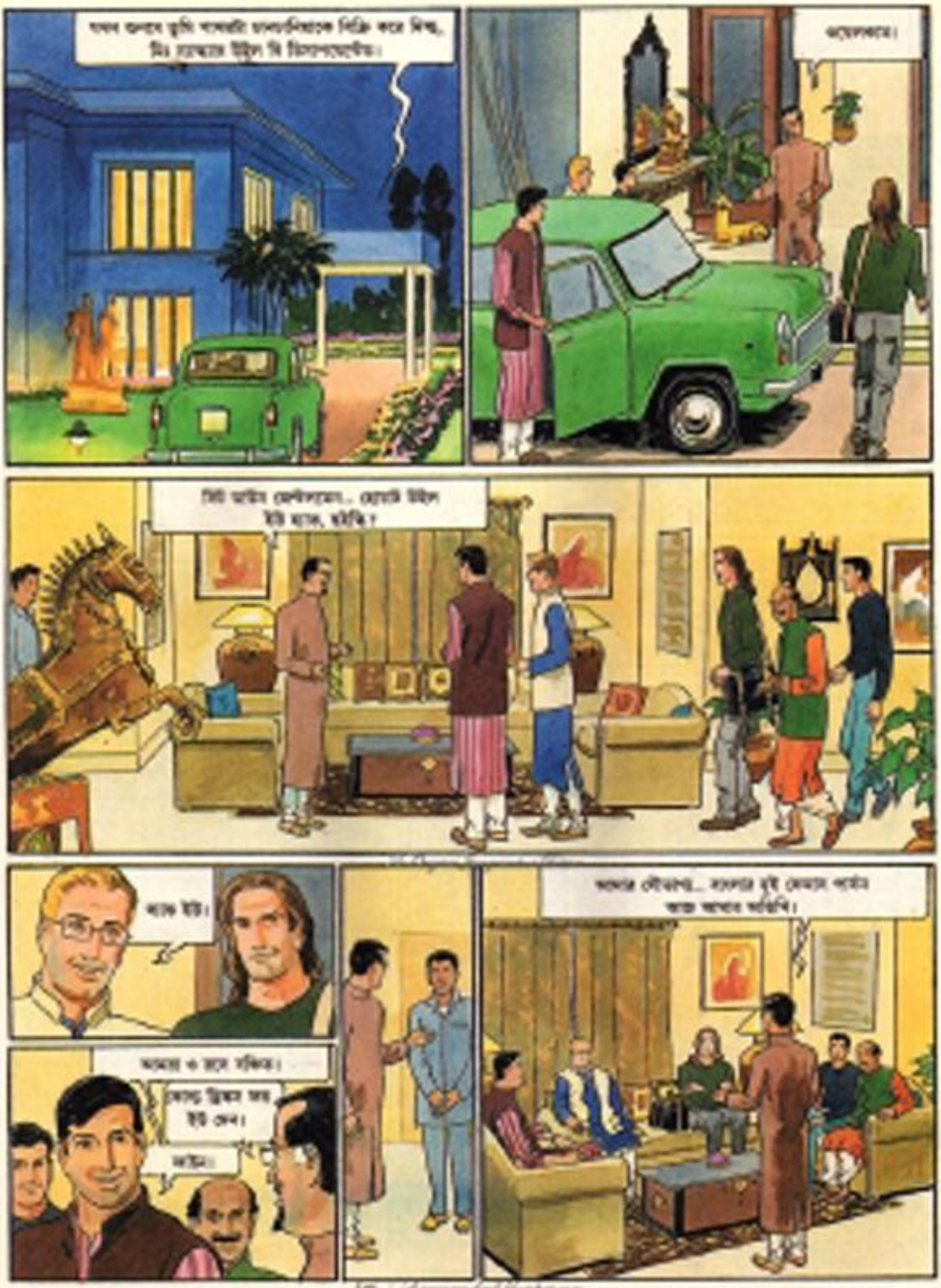
এখন আমার তুমি পাসওয়ার্ড ডাটাবেসকে সিঙ্ক করে দিন, মিঃ হাফাজ উইথ দি ডিসপ্যাচেবল।
আচ্ছা।
সিট আউট ডেপেন্ডেন্সে... তোমরা উইথ ইউ থাক, ধরেছি।
থাক ইউ।
আমার ও ছাড়ে সবিনয়।
কোড ট্রিকার অব ইউ এন।
আচ্ছা।
আমার সৌভাগ্য... সরলার দুই মেয়ের পার্সন কাজ আমার করিনি।

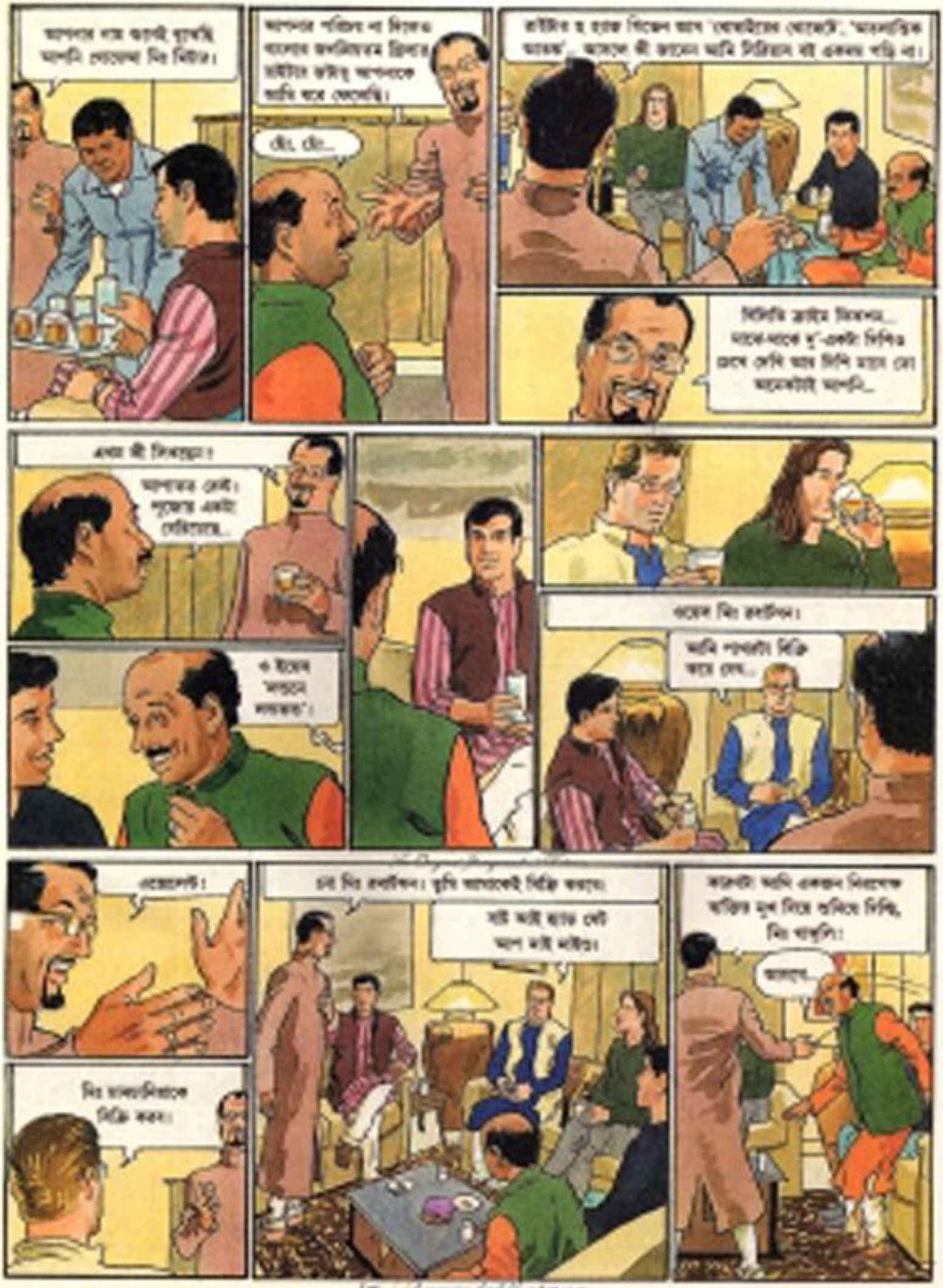
আপনার নাম আমাই দুর্ভাগ্য আপনি সেরেনা মি মিয়ার।
আপনার পরিচয় না দিয়েও আপনার জন্মদিনের ডিনারে চলে এসেছি আপনাকে আমি খুব ভোলাই।
জী, জী...
ইদানীং ২ হাজার বিক্রেন আর 'ভোকাবুলারে ভোকাবুলি', 'মনোলিটিক আরক', আমাদের কী জন্যেও আমি নিজেরাও বই একদম পড়ি না।
বিলেতি ক্লাইম রিমার্কস... মাঝে-মাঝে দু'-একটা বিশির জন্যে সেটি আর লিখি মজার জো অনেকটাই আপনি...
এবার কী লিখছেন?
আপনার জেনে। পুরোনো একটা থেকেরাজ...
এ হচ্ছে 'মাস্টার লাভার'।
এরেন মি: রুবাইদ।
আমি পাঁচটা বিক্রি করে দেব...
এক্সেলেন্ট!
মি: মাসাডনিয়াকে বিক্রি করব।
চল মি: রুবাইদ। তুমি আমাকেই বিক্রি করবে।
সাই আই হ্যাভ দেই আল আই নাইট।
আমাদের কাজটা আমি একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তির মুখ দিয়ে শুনিতে দিচ্ছি, মি: বাসুলি।
আমাদের...

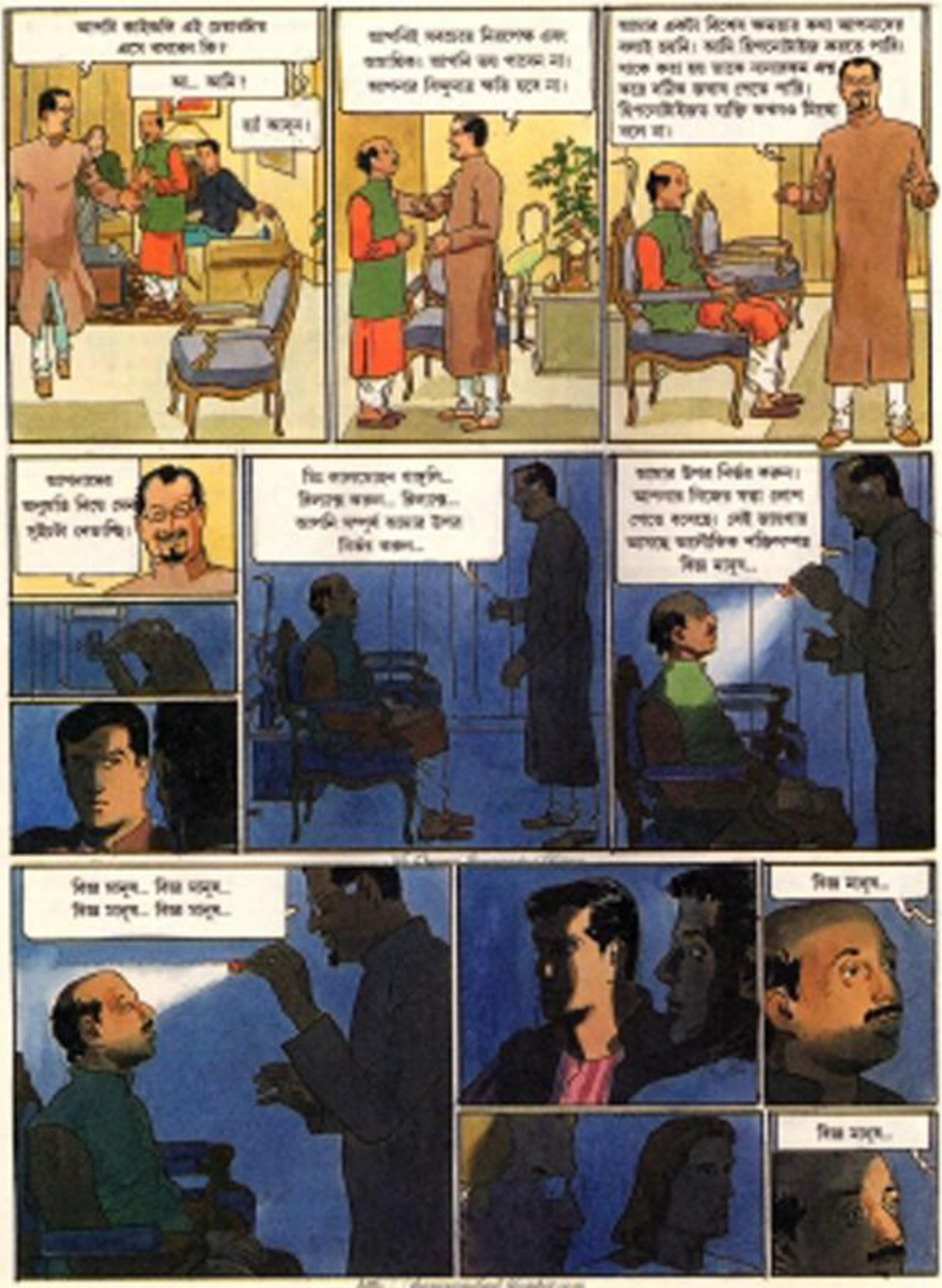
আপনি কাইয়ুমি এই ঢাকাকীর এসে বাধাকে কি?
মা... আমি!
হাঁ আমুন।
আপনাকে নিরপেক্ষ এবং আন্তরিক। আপনি ভয় পাবেন না। আপনার বিশ্বাসের ঘাটতি হবে না।
আমার একটি বিশেষ অনুরোধ ছিল আপনাদের কাছে। আমি হিপনোটাইজ করতে পারি। পাঁচ কথা হয় তাহলে নেগেটিভ এনার্জি অল্প অল্প করে ইনজেক্ট করে পারি। হিপনোটাইজের মাধ্যমে অবশ্যই নিরাপদ হবে না।
আপনাদের অনুমতি নিয়ে সেন্ট্রাল স্টুডিও দেখতাম।
যি কাজেরোজন বাবুটি... হিপনোটাইজ করুন... হিপনোটাইজ... আপনি সম্পূর্ণ আমার উপর নির্ভর করুন...
আমার উপর নির্ভর করুন। আপনার নিজের সত্তা লোপ পেয়ে যাবে। সেই জায়গায় আমার আত্মিক শক্তিগুলোর নিয়ন্ত্রণ আসুন...
নিয়ন্ত্রণ আসুন... নিয়ন্ত্রণ আসুন... নিয়ন্ত্রণ আসুন... নিয়ন্ত্রণ আসুন...
নিয়ন্ত্রণ আসুন...
নিয়ন্ত্রণ আসুন...

আপনার নাম কী?
এ ঘরে কজন উপস্থিত আছেন?
দুজন।
এদের একজনই কি গাড়ি?
দুজন নারকন।
এদের নাম কী?
দেবাশিস।
এদের আসবাবপত্র আনার উদ্দেশ্য কী?
পিটারের উদ্দেশ্য কর্মচারীদের ভারি কোনো কোনো
এই শব্দের অর্থ কী?
হ্যাঁ।

কে জিজ্ঞেস?
সাদাত।
কার বন্ধু?
...
আমি ইউ নয়।
কার সাথে?
জিনাতের টিলিফোন।
?
এলেন মিঃ ফারুকীর।
সাড়ি এবাক ফ্রেন্ডি ইয়াসমীন। আই মেনি দে ফ্রেন্ডি ট্রু বিজ।
এখন আসতে হবে না। আমার অবস্থা বেশ খারাপ।
আমার ফ্রেন্ডিকাল, ডিনার ইজ পার্টিড।
আমার সেবাকাজ হয়েছে।
ইন্ডিয়ান খাবিক...

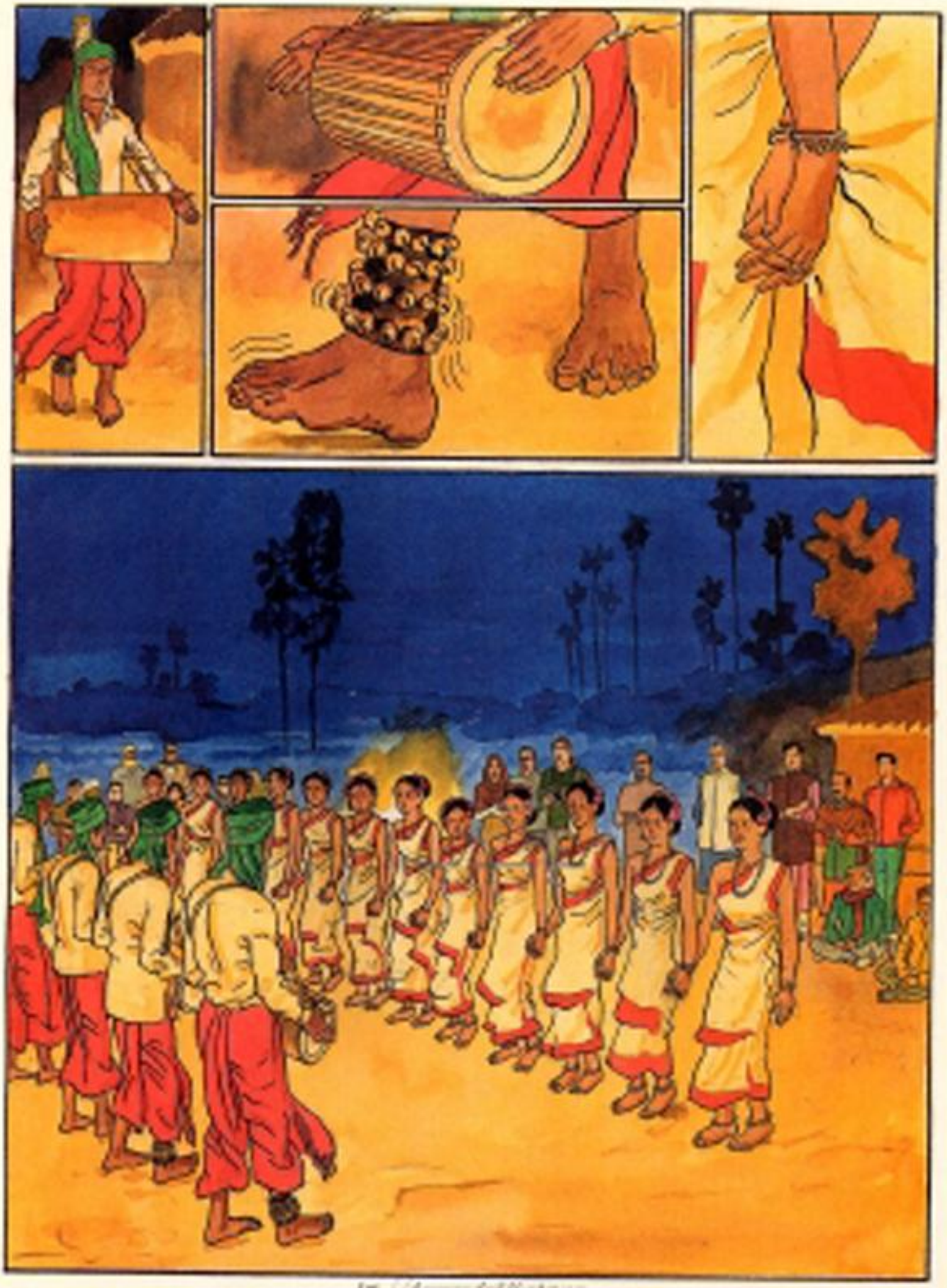

তোর বন্ধু এসে গিয়েছে মাঁচু।
ওর ইয়ানি। মিঃ কার্টিশন
আমিও তোমে পড়ি।
ইয়ানি।
তো আমেরিক।
নয়ের মালপত্রে একটু পাশে।
ও তো।
কেমন লাগছে?
ভাল।
আশপাশের পরিচিত অনেকেই এসেছে... চাঁদুক মালপত্র নিয়ে চলে এসেছে... আমার ছেলেরা হয়েছে... এখানে ও ইয়াকে কিছু করতে পারবে না।
না... দেখুন।

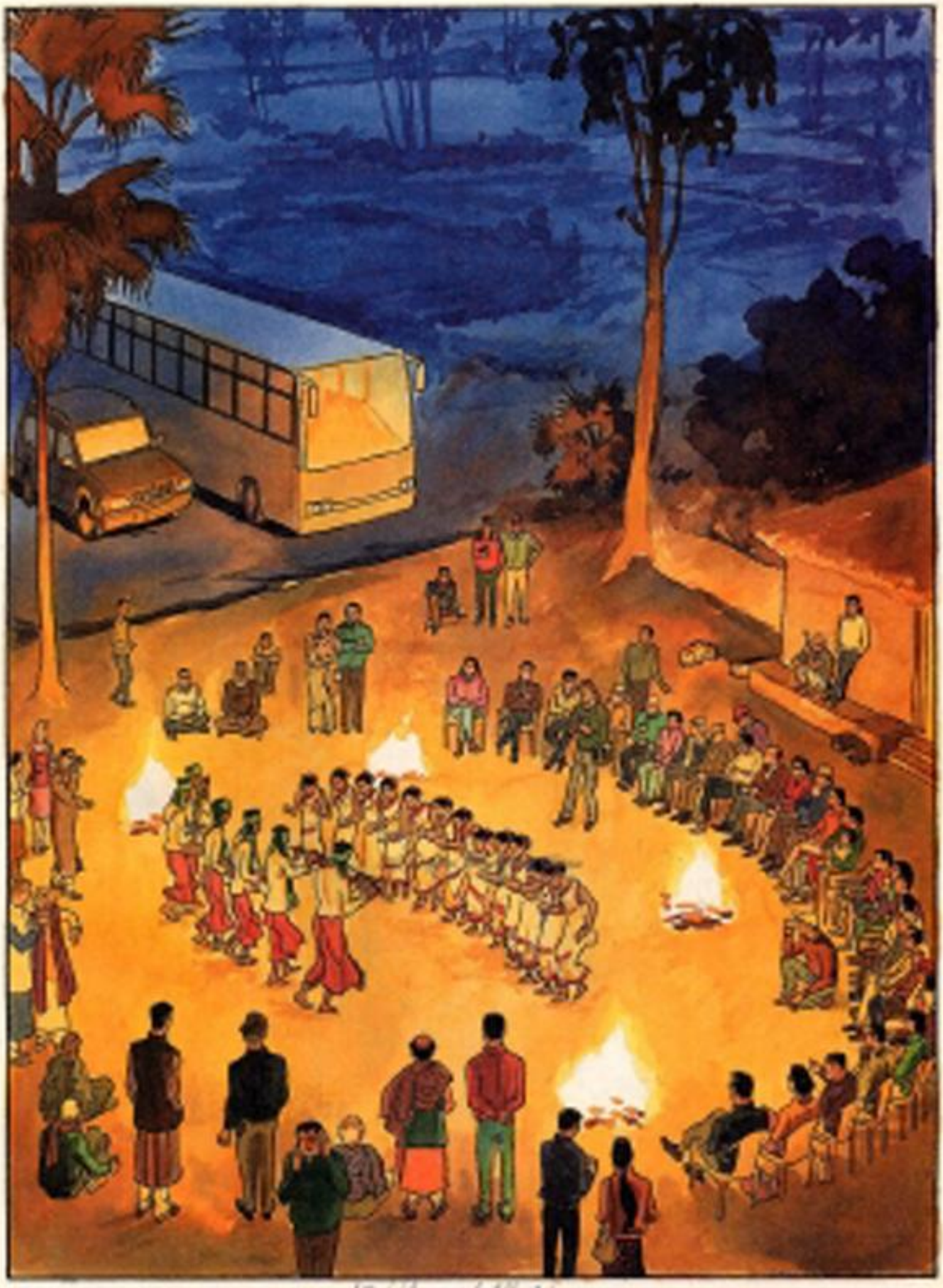

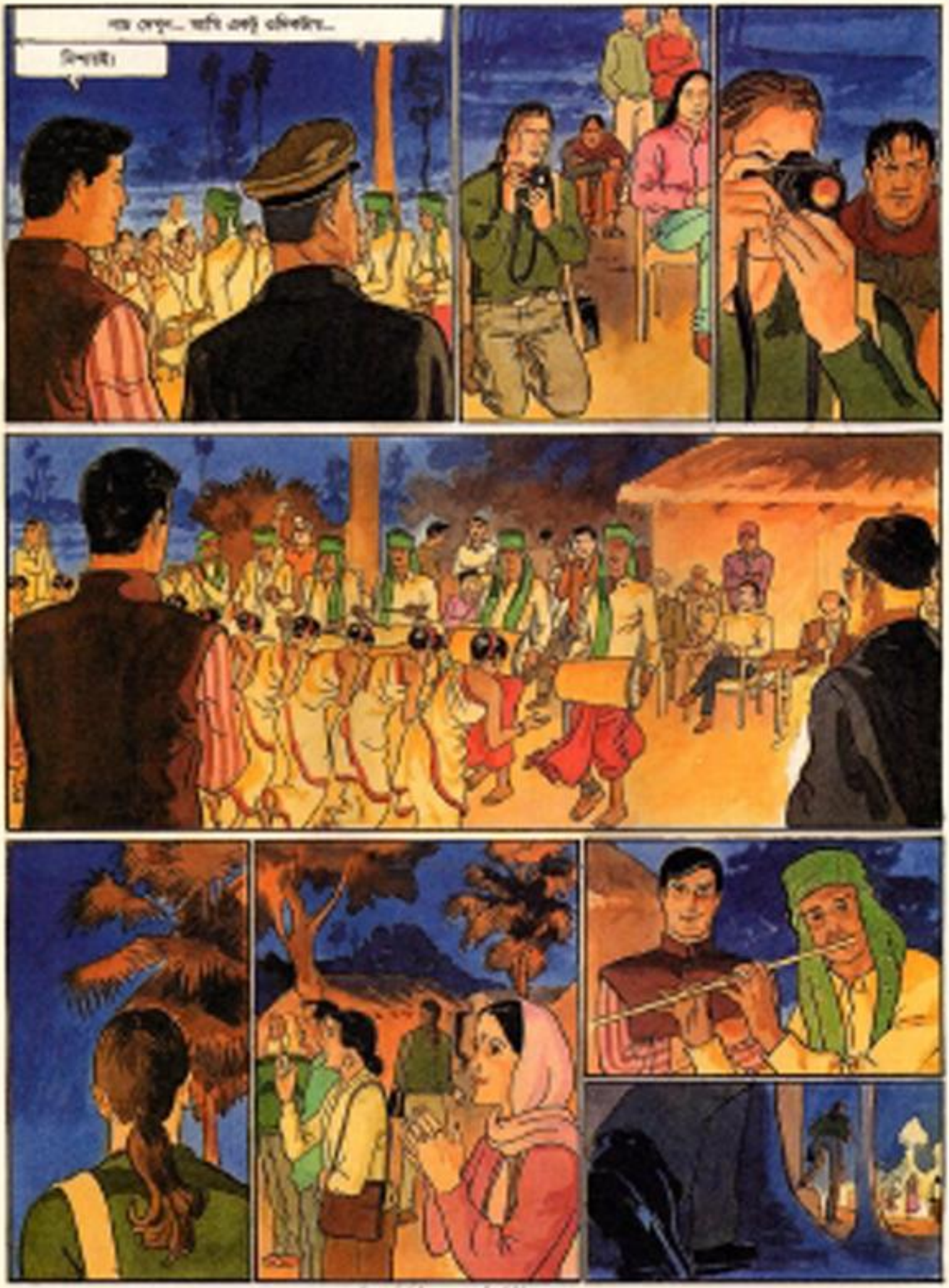
শাহ দেখুন... আমি একটু ব্যস্তিশাহ...
সিপাহী।

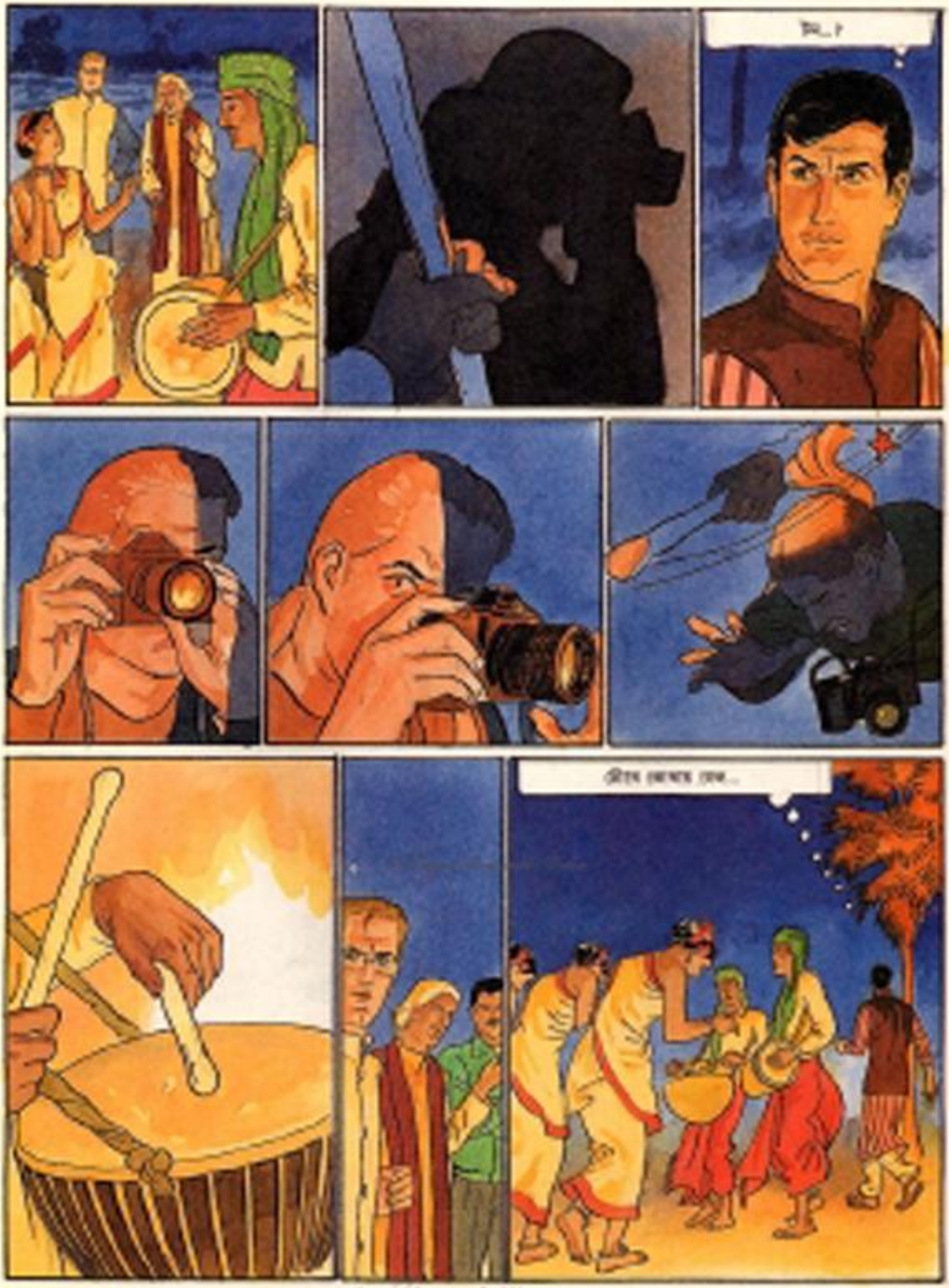
কি...?
এটাও আমার দেশ...

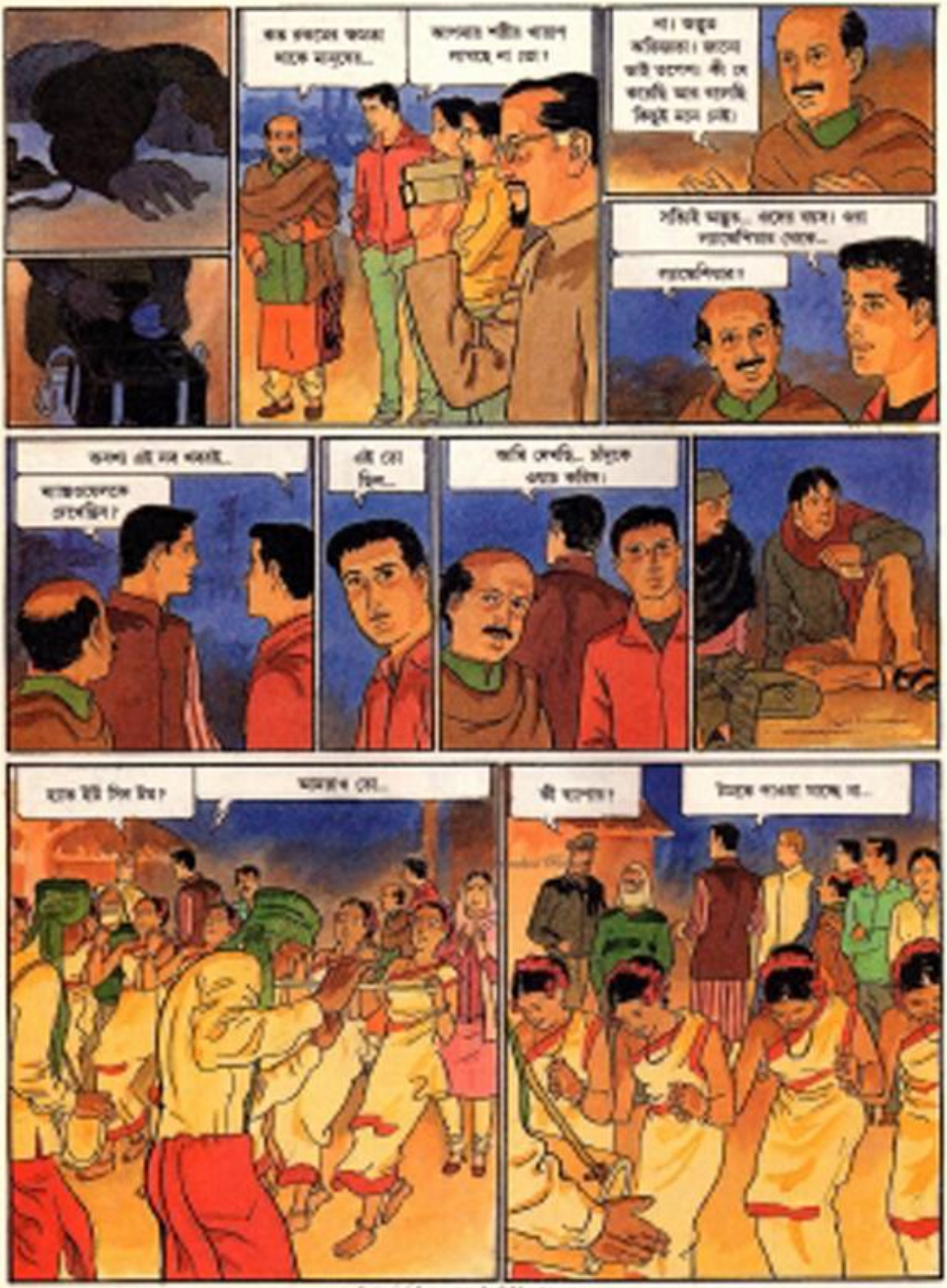
না। অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। জানো ভাই তপেশ, কী যে করেছি আর বলেছি কিছুই মনে নেই।
সত্যিই অদ্ভুত... এদের হাত। কার লাগেজপিয়ার থেকে...
লাগেজপিয়ার!
এই যে ছিল...
আমি দেখছি... চাঁদুকে ওষুধ করিব।
হাত ইট সিল ইয়ু?
আমারও তো...
কী ব্যাপার!
ইয়ুকে পাওয়া যাচ্ছে না...

টমকে দেখেছ?
এখানেই তো ছিল...
কারিনা কোথায়!
টমকে দেখেছ?
আমরা যখন কথা বলছিলাম তখন এদিকে এসে...
টম...টম...
টম!
আর উই আসবাবটা?
টমের... বা কনি...
বা কনি ইজ গন!

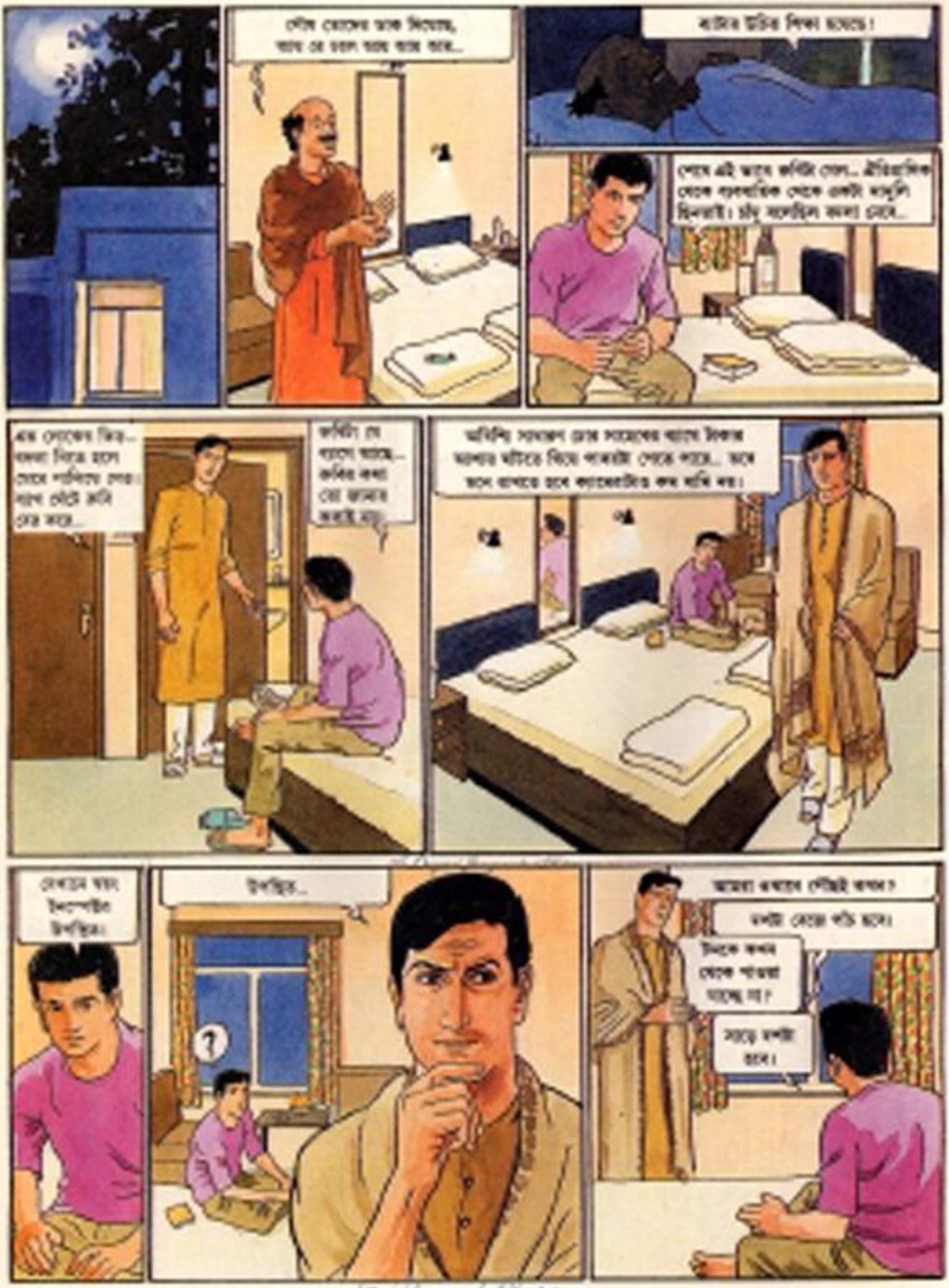
পৌঁছে গেছেন ডাক দিয়েছে, আর যে হয়ত আর আসে না...
বাড়ির ছাদের দিকে তাকাচ্ছে!
শেষে এই ভাবে জানতে হলো... ঐতিহাসিক থেকে পারমাণবিক থেকে একটা বাস্তুটি হিসেবেই। এই সালটিকে আমরা চেনে...
এবার সেখানের কিছু... কথা বিয়ে হলো তাদের পরিবারে সেরা। আমার চেয়ে এটি এর মতো...
জানিনা সে বাড়ানো আছে... কবির কথা যেন জানাবে আমাই বাড়ি।
অধিবিশি সমাজের প্রের সাহেবের আমার উপকার আমার বাঁচাতে দিয়ে পাকাটা পেতে পারে... তবে আমে আমাতে হলে কাজেরটির কথা বাদি নয়।
সেখানে আমি উপস্থিত উপস্থিত।
উপস্থিত...
আমরা কথাটা পৌঁছেই কথা?
কথাটা বেরোয় পাঁচ আমে।
উনাকে কখন থেকে পাওয়া যাচ্ছে না?
সাড়ে কথাটা আমে।

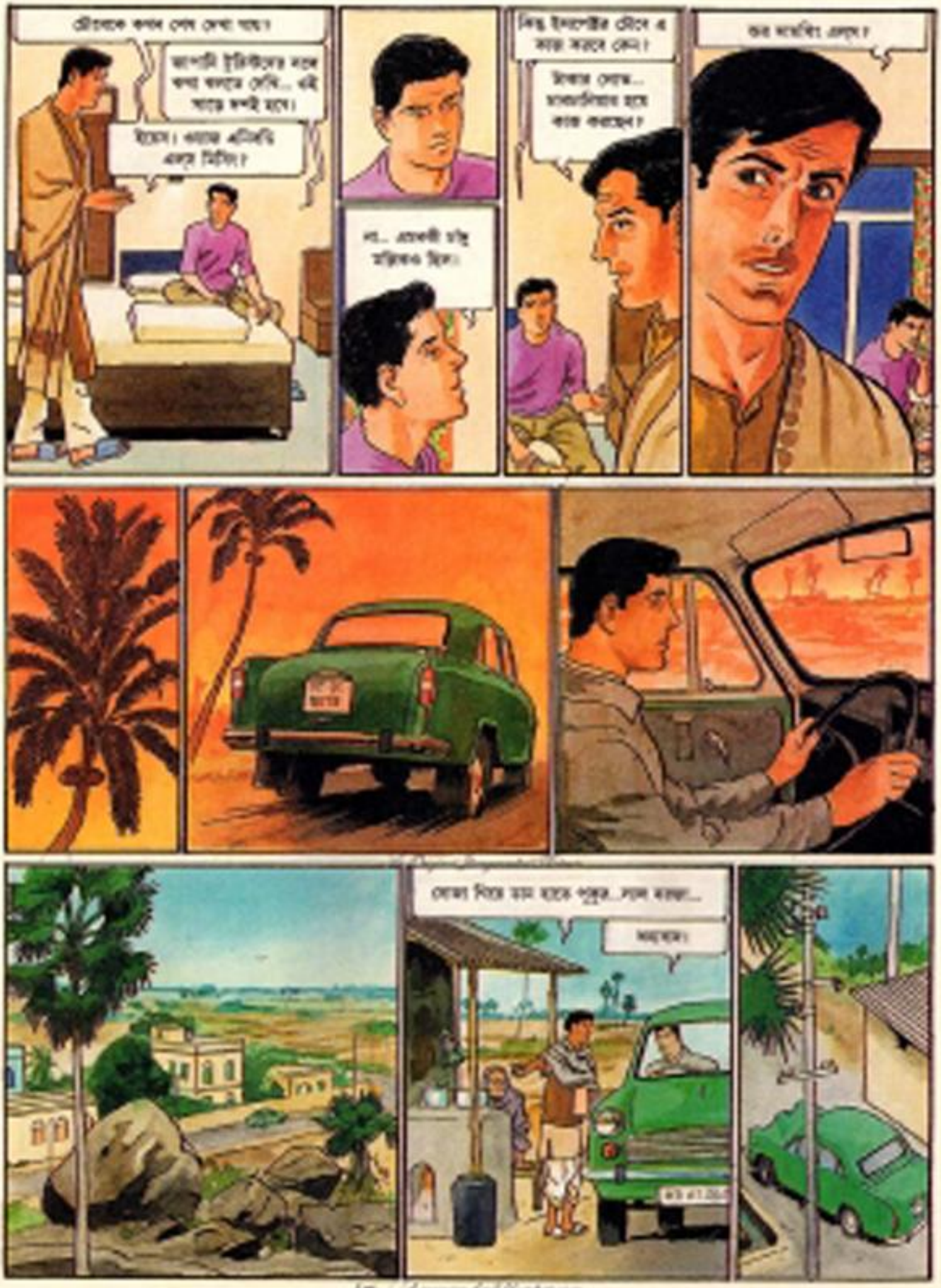
প্রীতাকে কখন শেষ দেখা যায়?
জাপানী টুরিস্টদের সঙ্গে কথা বলতে দেখি... এই সময়ে কলকাতা হবে।
হ্যাঁ। ওরা এসেছিল এখানে বিদায়।
না... প্রাণপণে মাটি মাড়িয়েও হ্যাঁ।
নিছু ইন্ডাস্ট্রির ট্রেনে এ সময় কলকাতা যেতে।
ঠিকানা দেবেন... ফ্যাক্টরিতে হয়ে কাজ করছেন?
ওর মোটরটা এলো?

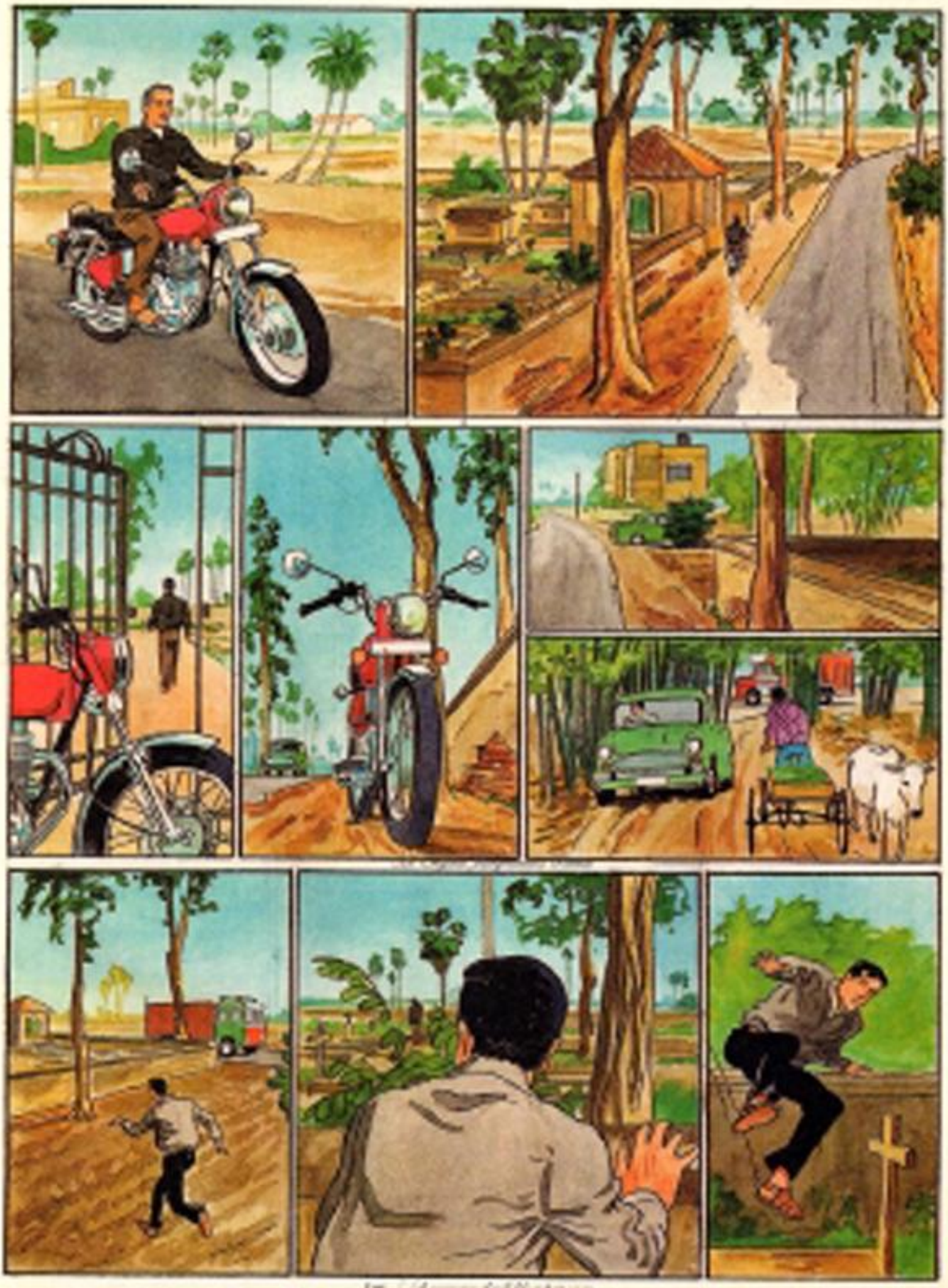

তুমি কেমন আছ?
আমাদের খুব খারাপ লাগছে...
আমি পাখিটাই উদ্ধার হয় সেটা নিয়ে কী করবে আমরা!

মি: বক্সারের কথা বলছেন?
ডিপার্টমেন্টের কারো কাছ থেকে মেন্টিয়ার মতো কাজ পাবার জন্য দেরিতে আসবে...
ছোট সমিতি বেরিয়ে এল
খুঁজে বেড়াই কাজকে বেরিয়েছে। ডিনারের মাঝখানে এবং আপনি পাত্র বিবাহ স্থানে থাকবেন।
তাই তুমি?
ইনোশ পাত্র। আর যদি না হয়েছের দেরী সে সিদ্ধান্ত সে তো প্রস্তুতই হয়ে গেল।
এটি বিশ্ব সমিতি... বী কার্টিসি ইন্টারপ্রিন্স। একশো বছরের ইতিহাসে দুই ক্রোমোসোম বিশ্ব এক সমন্বিতকরণ। আজকে ক্রোমোসোম রিসার্চ যা বিশেষ নিয়েছেন।
এবার আমরা এক আমি আমাদের ক্রোমোসোম। সমস্যাগুলো এই সব আমাদের কথা পড়লে রক্ত গরম হয়ে যায় কথাটা। আর কিছুই দেখুন...
বন্ধী হয়ে গিয়েছে?
আজ সকালেই আপনাকে...
বী দিকের কুয়াশাটাল আছে।
আপনার ঘুম আসুন।
আপনি।
'আইক ওয়ার্ক' ওয়ার্ক ইন হিয়ুন।

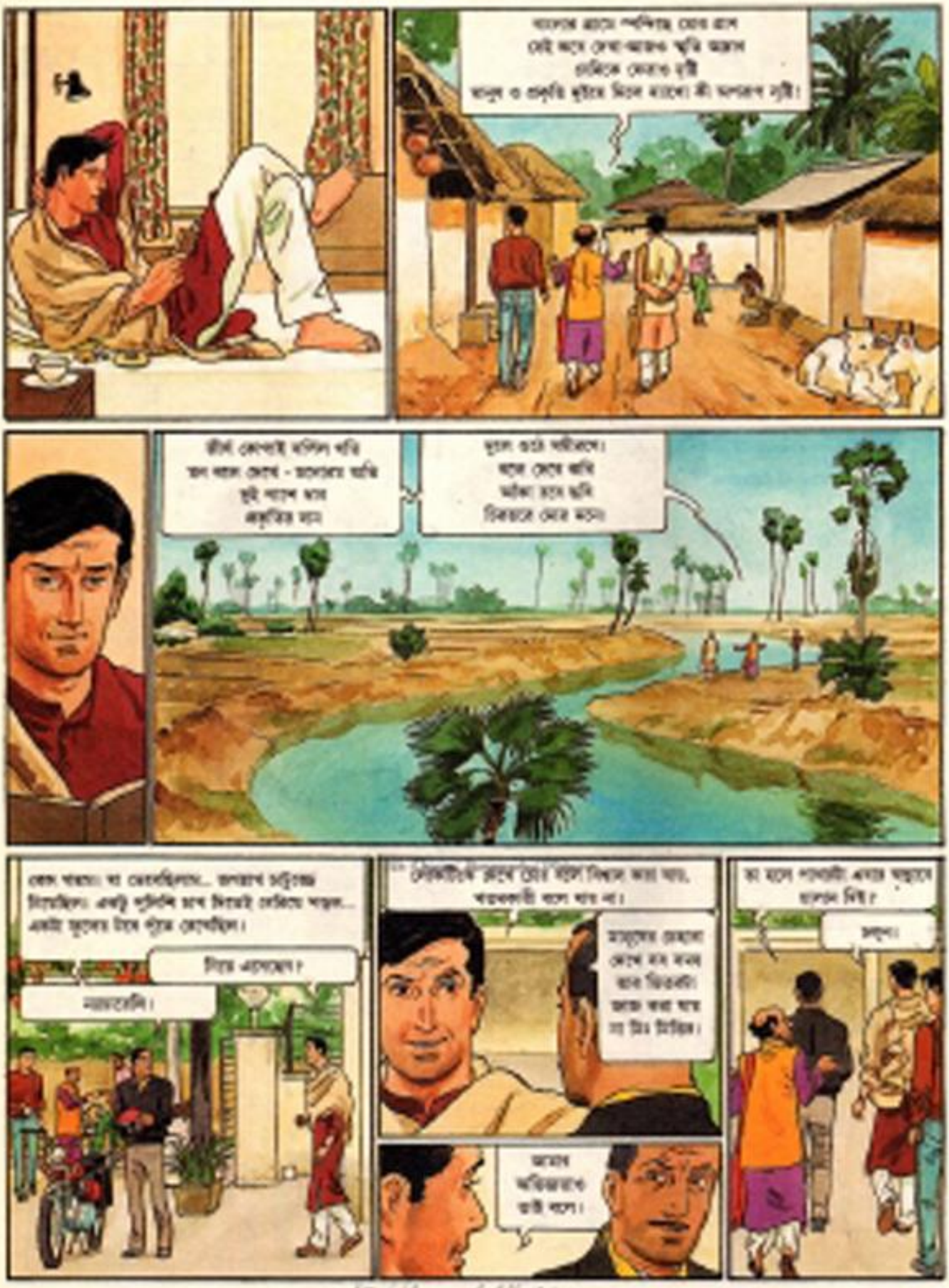
ভালো করে ছাড়ো পাঁচিল তোর হাল
সেই আছে দেখা-আছাড় খুঁজি আকাশ
চলিতে দেখাও দৃষ্টি
বাসনা ও তাকুটি দুটির মিলন বাহনো কী ভালোবাসা দৃষ্টি।
ঠাঁই দেখাই বসিল খুঁজি
ভাল আছে দেখে - ভালোবাসা খুঁজি
দুই পাশে মাত্র
একটির মাত্র
দুটো গুরু খাটিয়েছে।
ছাড়া দেখে ছবি
ভাঙা হয়ে ছবি
নিবারণে দেখে মতো
দেখে খাবার। যা দেখেছিলাম... ভালোবাসা চরিত্রটি
নিয়েছিল। একটি পুলিশি মাথা নিয়েই দেখিয়ে পাঠাল...
একটা ছুতোর নিয়ে পুরো দেখেছিল।
নিয়ে এসেছেন?
নমস্কারেলি।
সেকেন্ডটেক ক্রমে তোর বাড়ি নিশান করা যায়,
খাবারকাটা বাদে যায় না।
মাতৃত্বের দেখানো
দেখে মন মনে
ছাড়ে ভিতরটা।
ভালো কথা যায়
না ঠিক নিশ্চিন্ত।
আমার
অভিজ্ঞতাও
তাই বলে।
তা হলে পাখাটা এবার খাবারে
ঢালাও দিই?
চলুন।

কাকা ইনি
ইয়ংস্টার গ্রীন...
ওরেন সিং বলেছিলেন। আই হ্যাভ এ মিউচুয়াল ফ্রেন্ড ইন।
আই... তোমার!
তোমি যা হয় যাই আসলাম। মনের ভেতর আর কিছু বাকেছে।
আমার মিঃ মাহাত্মাদের সিদ্ধান্তই স্বীকার করবে, ভারতীয় পুলিশ দেশ করিয়েছেন।
আই জোনি দে বাট ? হ্যাভ ইট।
জোনি। তোমার মনে যে কখনও দেখবার প্রশ্নটা তোমার, সেটাই সব কথা।
বাড়ীওয়ালা দেখিয়ে দিয়ে...
বাবার দেখি... ইট ইজ বাইবিলস কমি মনোরাইট।
আসুন... তোমরা একটু বাকি বস তো।
মিঃ গ্রীন, আপনাকে কটা প্রশ্ন করতে চাই।
বলুন।
আপনি কি ক্রিশ্চান।
হ্যাঁ, এ প্রশ্ন ?
বলুন না।
ইয়েস, আই অ্যাম এ ক্রিশ্চান।
আপনার ফ্যামিলিতে এমন কে ক্রিশ্চান হয় ছিলেন ?

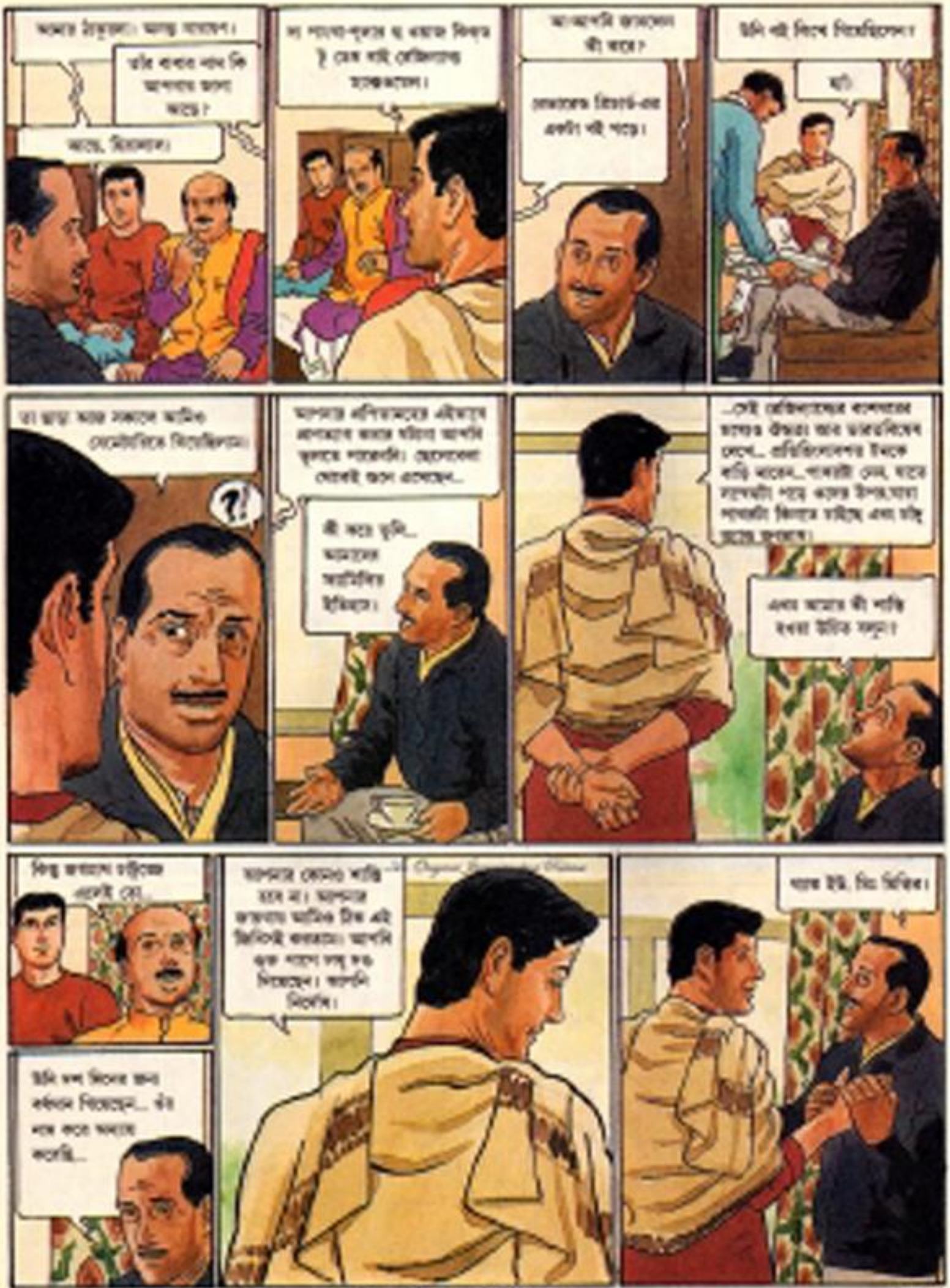
আমার ঠাকুরদা। আমার বাবাকে।
তাঁর বাবার নাম কি আপনার জানা আছে?
আছে, ঈশানচন্দ্র।
না পারো-পুরুষ ছ বছরের নিবাস ছ মেল গাই রেজিস্টারে মাস্তুরাল।
আপনারা জানেন কী ঘটে?
ডাক্তারের রিপোর্ট-এর একটা কপি পাবে।
উনি পাই নিয়ে গিয়েছিলেন।
হাঁ
তা ছাড়া আজ সকালে আমিও সেনেটরিকে লিখেছিলাম।
?!
আমার বলিষ্ঠমনের এইভাবে প্রাণহানি আমার মতো ঘটিয়ে আপনি ভুলবেন পারবেন। আমাদের সেবাই জন্য এসেছেন...
জী আমি তুমি... আমাদের আত্মীয়ের ইচ্ছায়।
...সেই রেজিস্টারের কাগজপত্র হাতের উপর। তার ডাক্তারিতের সেখে... প্রতিবিশেষণের উপরে পড়ি আছেন...পাশাপাশি সেন, যাদের সহধর্মী পাবে আমার উপর্যুপরি পাশাপাশি কিনারে ঘটিয়ে এবং চাঁদ ছাড়ে জানাবে।
এবার আমার কী শাস্তি হবার উচিত বলুন।
কিন্তু জানাবে ঘটিয়েছে এসেই তো...
উনি বন্ধ নিজের জন্য কর্তব্যের নিয়েছেন... কী নাম করে আমাকে আসছি...
আমার কোনো শাস্তি হবে না। আমার জন্যবাদ আমিও ঠিক এই জিনিসই করতাম। আপনি খুব সাহস দান্ত হও দিয়েছেন। আপনি নির্ভীক।
থাক ইউ, মিঃ মিত্তির।

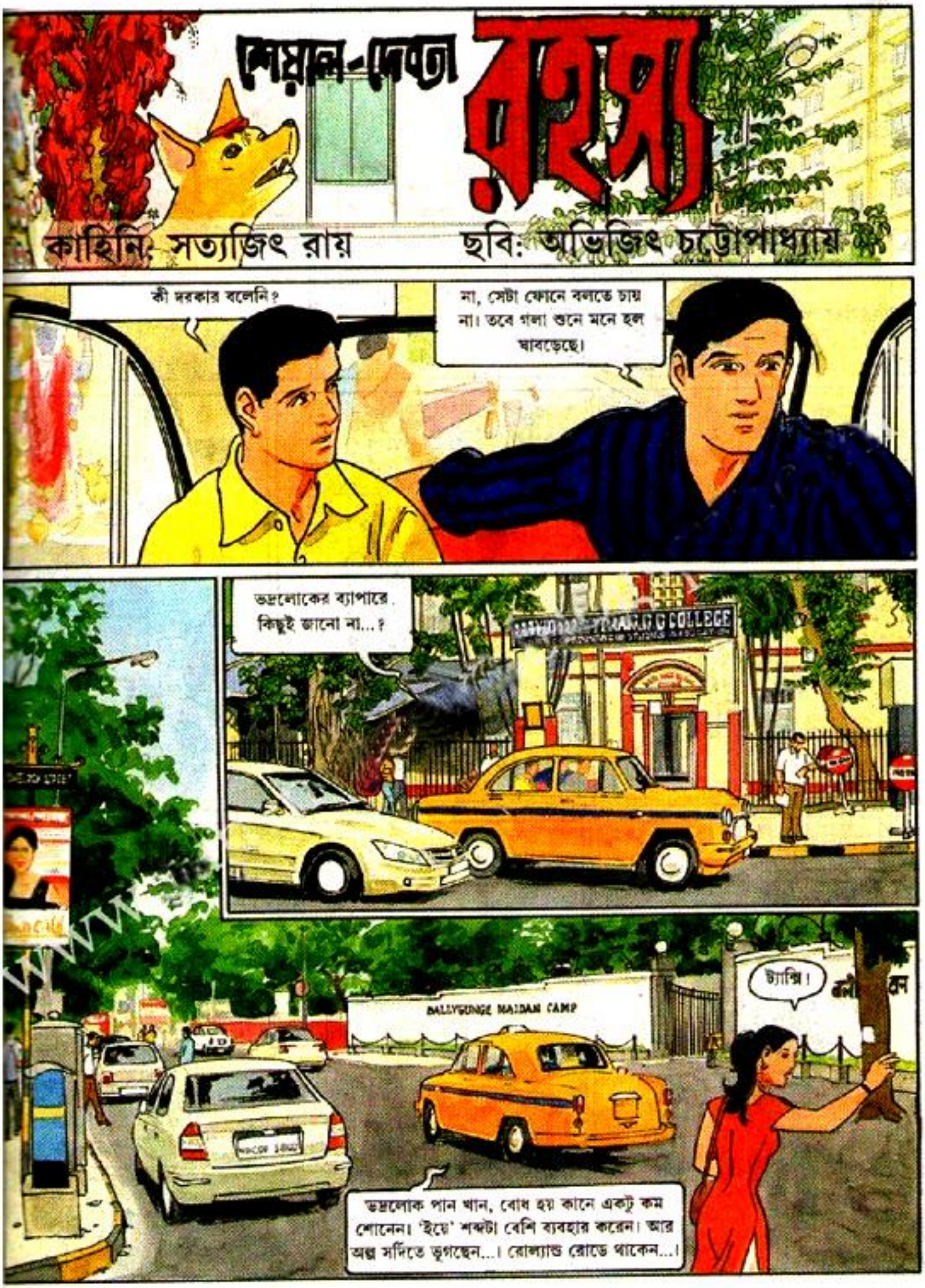
শেয়াল-দেবতা রহস্য
কাহিনি: সত্যজিৎ রায়
ছবি: অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়
কী দরকার বলেনি?
না, সেটা ফোনে বলতে চায় না। তবে গলা শুনে মনে হল ঘাবড়েছে।
ভদ্রলোকের ব্যাপারে কিছুই জানো না...?
COLLEGE
ট্যাক্সি!
BALLYGUNGE MAIDAN CAMP
ভদ্রলোক পান খান, বোধ হয় কানে একটু কম শোনেন। 'ইয়ে' শব্দটা বেশি ব্যবহার করেন। আর অল্প সর্দিতে ভুগছেন...। রোল্যান্ড রোডে থাকেন...।

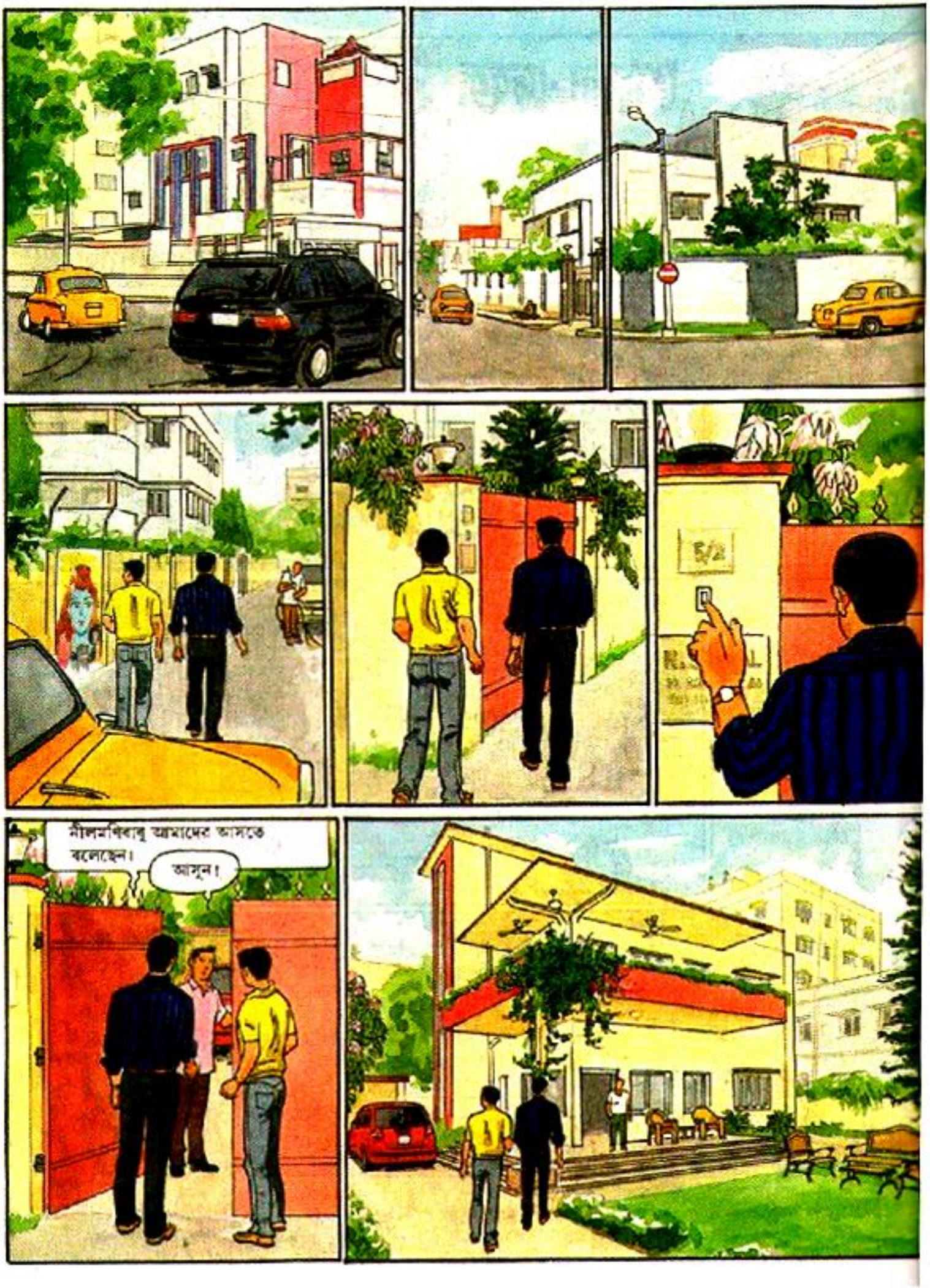
নীলমণিবাবু আমাদের আসতে বলেছেন।
আসুন।

আপনারা বসুন!
শৌখিন লোক।
আপনি এত ইয়ং সেটা জানা ছিল না।
আমার খুড়তুতো ভাই তপেশ মিত্র।
বসুন, আপনারা কিছু খাবেন-টাবেন? চা, কফি?
নাঃ। এই সবে চা খেয়ে বেরিয়েছি।
বেশ, তা হলে আর সময় নষ্ট না করে কেন ডেকেছি সেটাই বলি।
তবে তার আগে আমার পরিচয়টা একটু দিই। বুঝতেই পারছেন, আমি একজন শৌখিন লোক। পয়সাকড়িও আছে সেটা নিশ্চয়ই অনুমান করেছেন। তবে বললে বিশ্বাস করবেন না, আমি চাকরিও করি না। ব্যবসাও করি না বা বাপের সম্পত্তিও এক পয়সা পাইনি।
আজ্ঞে?
তা হলে কি লটারি?

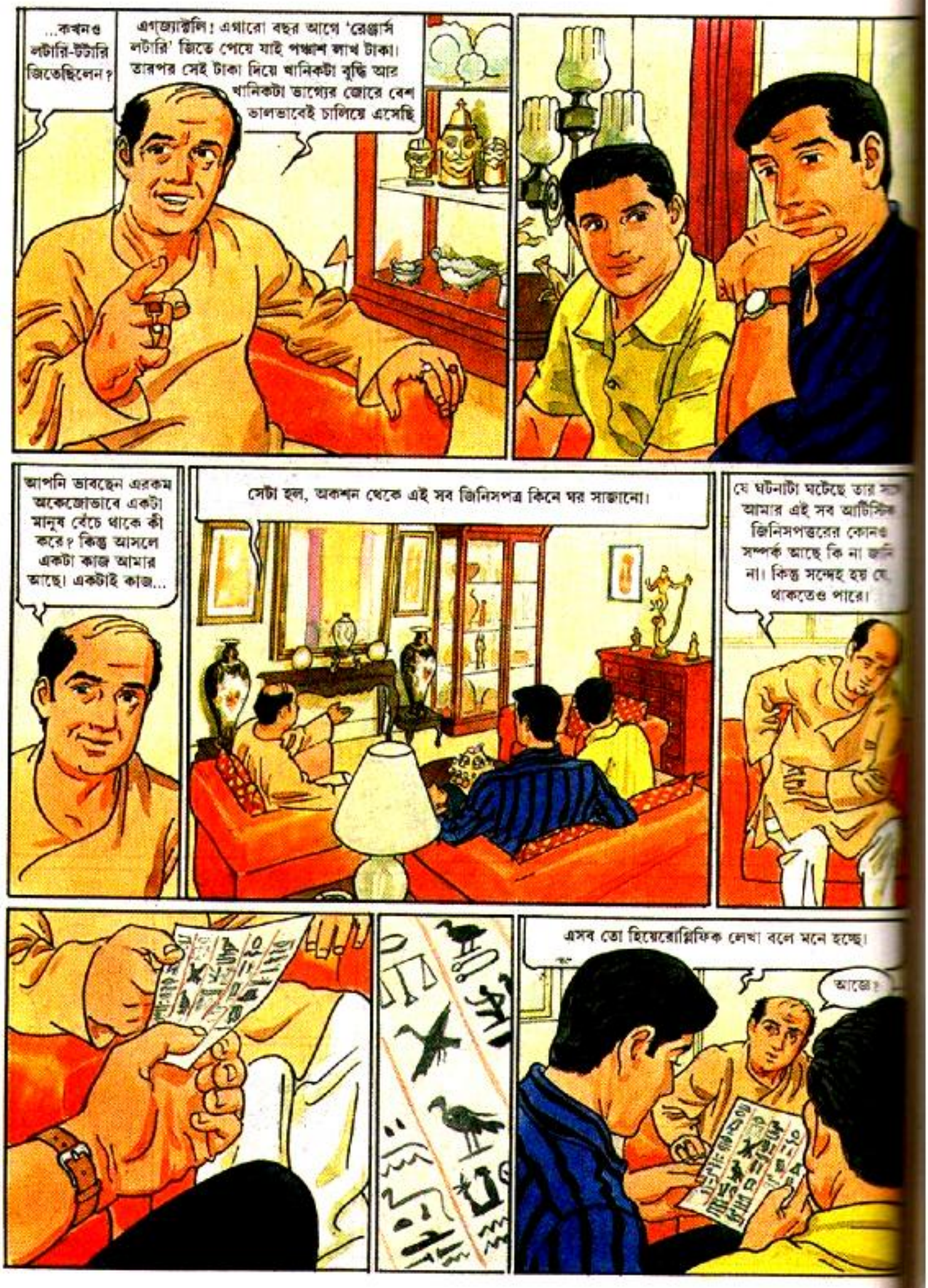
...কখনও লটারি-টটারি জিতেছিলেন?
এগজ্যাক্টলি! এগারো বছর আগে 'রেজার্স লটারি' জিতে পেয়ে যাই পঞ্চাশ লাখ টাকা। তারপর সেই টাকা দিয়ে খানিকটা বুদ্ধি আর খানিকটা ভাগ্যের জোরে বেশ ভালভাবেই চালিয়ে এসেছি
আপনি ভাবছেন এরকম অকেজোভাবে একটা মানুষ বেঁচে থাকে কী করে? কিন্তু আসলে একটা কাজ আমার আছে। একটাই কাজ...
সেটা হল, অকশন থেকে এই সব জিনিসপত্র কিনে ঘর সাজানো।
যে ঘটনাটা ঘটেছে তার সঙ্গে আমার এই সব আর্টিস্টিক জিনিসপত্তরের কোনও সম্পর্ক আছে কি না জানি না। কিন্তু সন্দেহ হয় যে থাকতেও পারে।
এসব তো হিয়েরোগ্লিফিক লেখা বলে মনে হচ্ছে।
আজ্ঞে?

প্রাচীনকালে ইজিপ্সিয়ানরা যে লেখা বের করেছিল, এটা সেই জিনিস বলে মনে হচ্ছে।
তাই বুঝি?
হুঁ। তবে এ লেখা পড়তে পারে এমন লোক কলকাতায় আছে কি না সন্দেহ।
তা হলে? এর মানে না করতে পারলে তো ভারী অস্বস্তিকর ব্যাপার হবে! ধরুন, যদি এগুলো সাংকেতিক হুমকি হয়, কেউ হয়তো আমাকে খুন করবে বলে শাসাচ্ছে!
আপনার এখানে ইজিপ্সিয়ান কিছু নেই?
দেখুন, আমার কোন জিনিস যে কোথাকার আমি নিজেই ভালভাবে জানি না। আমি কিনি, কারণ, আমার পয়সা আছে এবং আর পাঁচজন শৌখিন লোককে এসব কিনতে দেখেছি, তাই।
...কিন্তু এই সব জিনিসের মধ্যে একটিকেও তো খেলো বলে মনে হচ্ছে না। যারা শুধু এগুলো দেখবে, তারা তো আপনাকে রীতিমতো সমঝদার লোক বলে মনে করবে।
ওটা কী জানেন? এসব ব্যাপারে সচরাচর জিনিস ভাল হলেই তার দাম বেশি হয়। টাকা যখন আছে তখন সেরা জিনিসটা কিনব না কেন?
...অনেক ভারী-ভারী খদ্দেরের উপর টেক্কা দিয়ে কিনেছি!

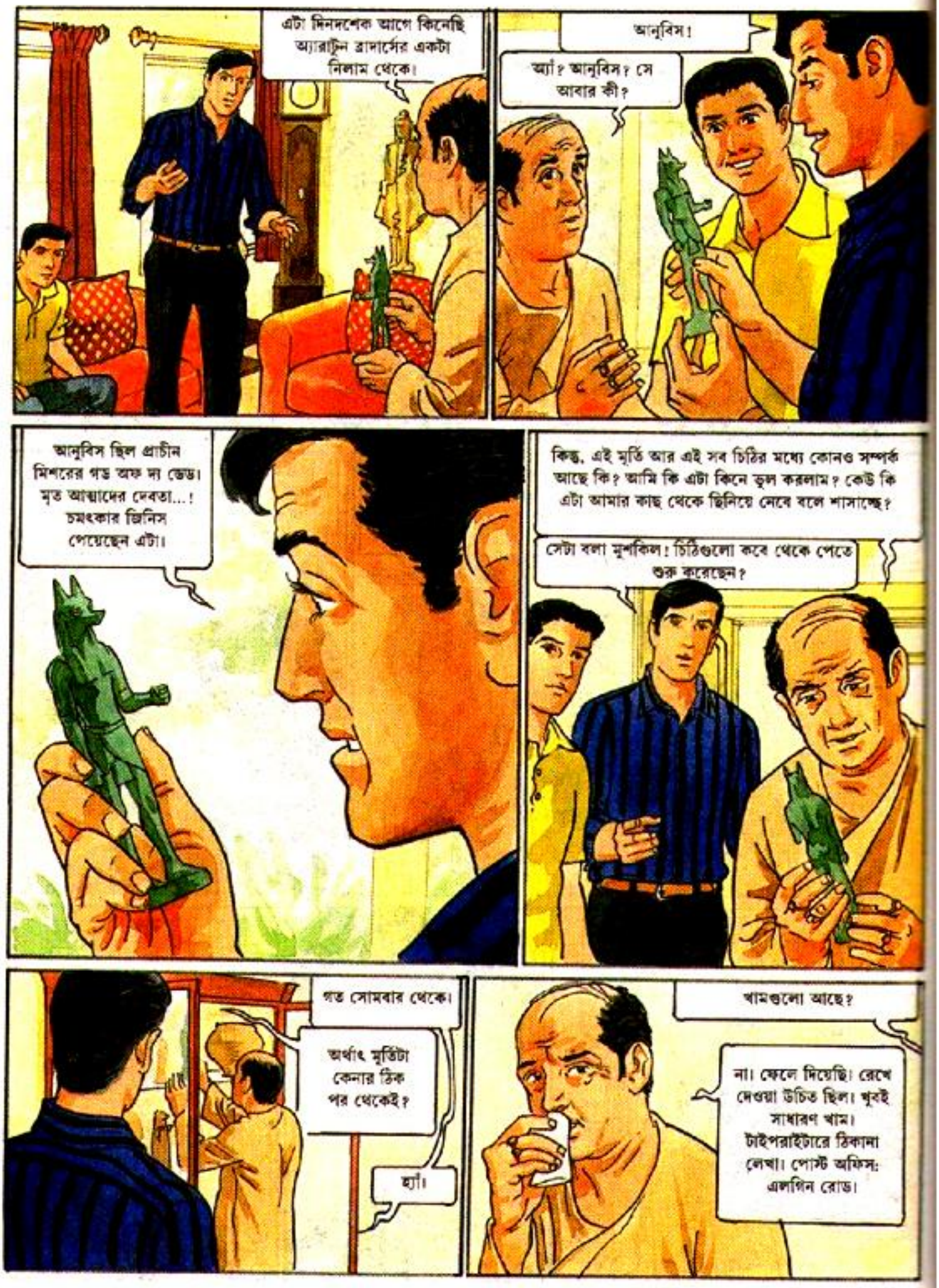
এটা দিনদশেক আগে কিনেছি অ্যারাটুন ব্রাদার্সের একটা নিলাম থেকে।
আনুবিস!
অ্যাঁ? আনুবিস? সে আবার কী?
আনুবিস ছিল প্রাচীন মিশরের গড অফ দ্য ডেড। মৃত আত্মাদের দেবতা...! চমৎকার জিনিস পেয়েছেন এটা।
কিন্তু, এই মূর্তি আর এই সব চিঠির মধ্যে কোনও সম্পর্ক আছে কি? আমি কি এটা কিনে ভুল করলাম? কেউ কি এটা আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে বলে শাসাচ্ছে?
সেটা বলা মুশকিল! চিঠিগুলো কবে থেকে পেতে শুরু করেছেন?
গত সোমবার থেকে।
অর্থাৎ মূর্তিটা কেনার ঠিক পর থেকেই?
হ্যাঁ।
খামগুলো আছে?
না। ফেলে দিয়েছি। রেখে দেওয়া উচিত ছিল। খুবই সাধারণ খাম। টাইপরাইটারে ঠিকানা লেখা। পোস্ট অফিস: এলগিন রোড।

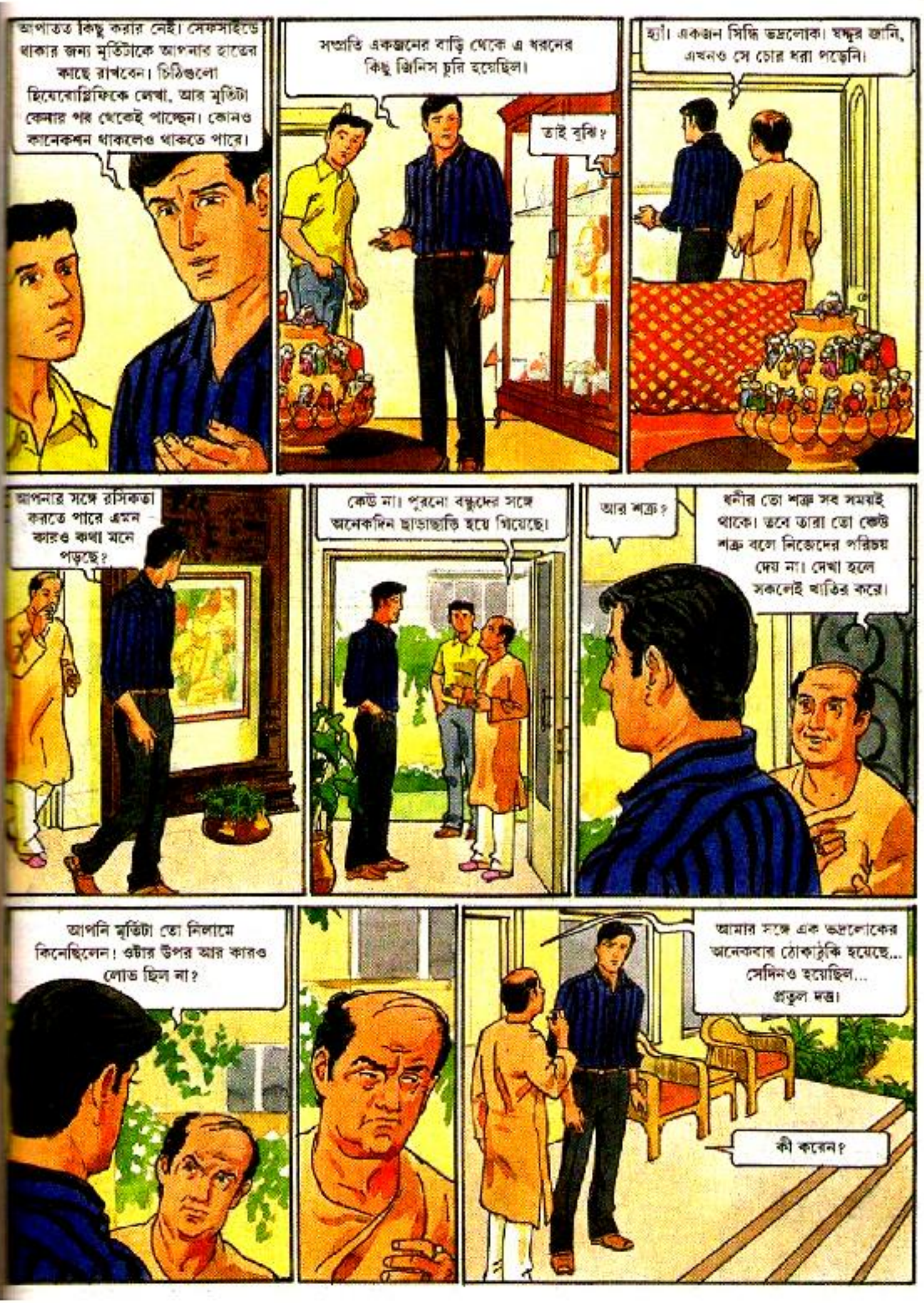
আপাতত কিছু করার নেই। সেফসাইডে থাকার জন্য মূর্তিটাকে আপনার হাতের কাছে রাখবেন। চিঠিগুলো ছিয়োগ্রাফিকে লেখা, আর মূর্তিটা কেনার পর থেকেই পাচ্ছেন। কোনও কানেকশন থাকলেও থাকতে পারে।
সম্প্রতি একজনের বাড়ি থেকে এ ধরনের কিছু জিনিস চুরি হয়েছিল।
তাই বুঝি?
হ্যাঁ। একজন সিদ্ধি ভদ্রলোক। যদ্দুর জানি, এখনও সে চোর ধরা পড়েনি।
আপনার সঙ্গে রসিকতা করতে পারে এমন কারও কথা মনে পড়ছে?
কেউ না। পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে অনেকদিন ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছে।
আর শত্রু?
ধনীর তো শত্রু সব সময়ই থাকে। তবে তারা তো কেউ শত্রু বলে নিজেদের পরিচয় দেয় না। দেখা হলে সকলেই খাতির করে।
আপনি মূর্তিটা তো নিলামে কিনেছিলেন! ওটার উপর আর কারও লোভ ছিল না?
আমার সঙ্গে এক ভদ্রলোকের অনেকবার ঠোকাঠুকি হয়েছে... সেদিনও হয়েছিল... প্রতুল দত্ত।
কী করেন?

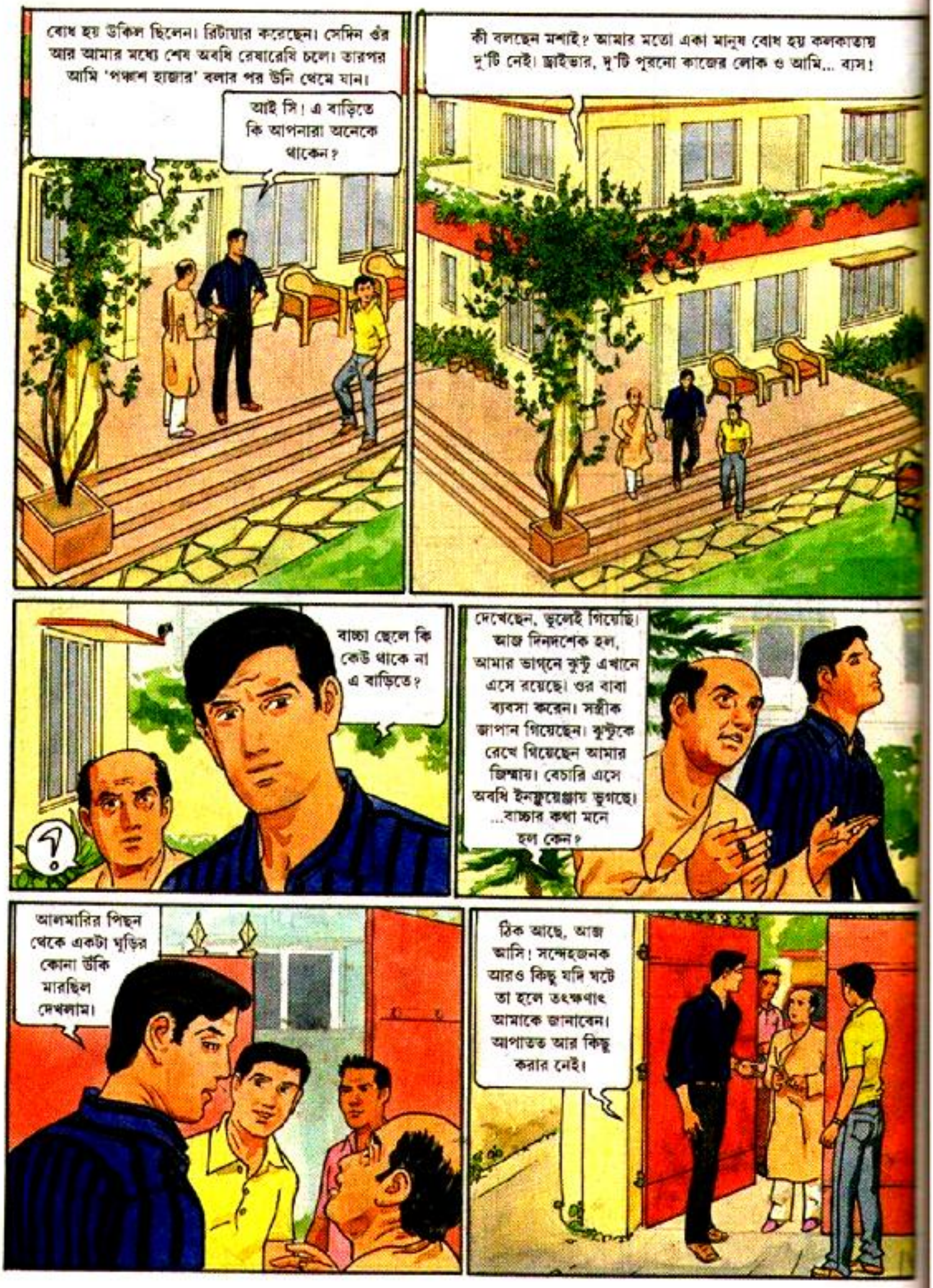
বোধ হয় উকিল ছিলেন। রিটায়ার করেছেন। সেদিন ওঁর আর আমার মধ্যে শেষ অবধি রেষারেষি চলে। তারপর আমি 'পঞ্চাশ হাজার' বলার পর উনি থেমে যান।
আই সি! এ বাড়িতে কি আপনারা অনেকে থাকেন?
কী বলছেন মশাই? আমার মতো একা মানুষ বোধ হয় কলকাতায় দু'টি নেই। ড্রাইভার, দু'টি পুরনো কাজের লোক ও আমি... ব্যস!
বাচ্চা ছেলে কি কেউ থাকে না এ বাড়িতে?
?
দেখেছেন, ভুলেই গিয়েছি। আজ দিনদশেক হল, আমার ভাগ্নে ঝুন্টু এখানে এসে রয়েছে। ওর বাবা ব্যবসা করেন। সস্ত্রীক জাপান গিয়েছেন। ঝুন্টুকে রেখে গিয়েছেন আমার জিম্মায়। বেচারি এসে অবধি ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভুগছে। ...বাচ্চার কথা মনে হল কেন?
আলমারির পিছন থেকে একটা ঘুড়ির কোনা উঁকি মারছিল দেখলাম।
ঠিক আছে, আজ আসি! সন্দেহজনক আরও কিছু যদি ঘটে তা হলে তৎক্ষণাৎ আমাকে জানাবেন। আপাতত আর কিছু করার নেই।

চেহারাটা দেখে কীরকম ভয় করে...!
মানুষের ধড়ে অন্য যে-কোনও জিনিসের মাথা জুড়ে দিলেই ভয় করে...!
ইজিপ্সিয়ান দেবদেবীর মূর্তি ঘরে রাখা তো বেশ বিপজ্জনক!
যে প্রত্নতাত্ত্বিকরা মাটি খুঁড়ে ইজিপ্সিয়ান মূর্তি-টুর্তি... মমি বের করেছেন তাঁদের কয়েকজনকে নাজেহাল হতে হয়েছে!
লর্ড কারনারভন আর তাঁর কুকুর?
কুকুর ছিল বিলেতে। সাহেব ছিলেন ইজিপ্টে। তুতানখামেনের কবর খুঁড়ে বের করার কিছু দিনের মধ্যেই কারনারভন হঠাৎ ভীষণ অসুখে পড়ে মারা যান। ঠিক একই সময় বিনা অসুখে রহস্যজনকভাবে তাঁর কুকুরটিও মারা যায়।
হুঁ... ও... ও! আচ্ছা ঠিক আছে।
আনুবিস গায়েব। এক্ষুনি যেতে হবে।
SALEYGUNGE MAIDAN CAMP

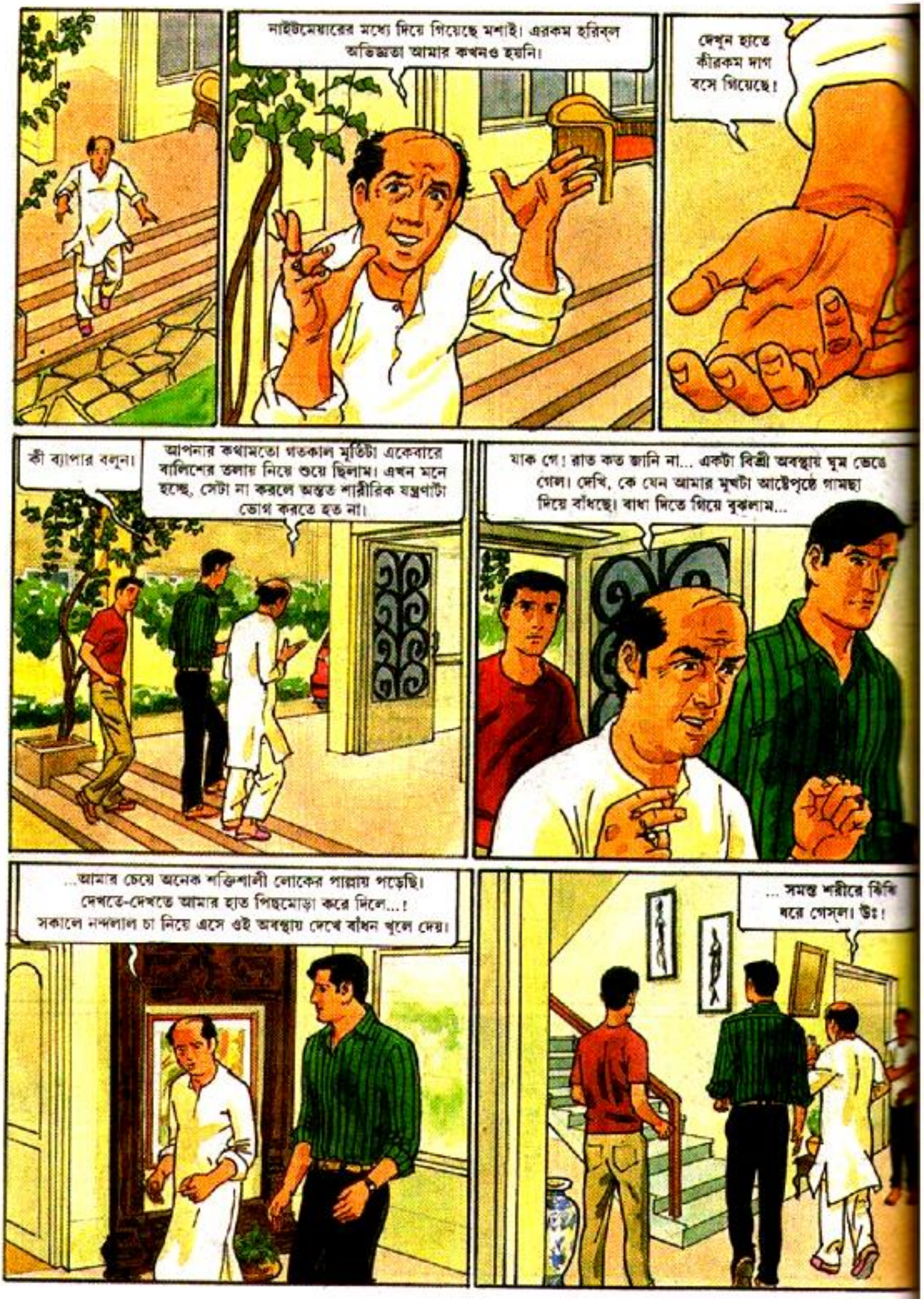
নাইটমেয়ারের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে মশাই। এরকম হরিবল অভিজ্ঞতা আমার কখনও হয়নি।
দেখুন হাতে কীরকম দাগ বসে গিয়েছে!
কী ব্যাপার বলুন।
আপনার কথামতো গতকাল মূর্তিটা একেবারে বালিশের তলায় নিয়ে শুয়ে ছিলাম। এখন মনে হচ্ছে, সেটা না করলে অন্তত শারীরিক যন্ত্রণাটা ভোগ করতে হত না।
যাক গে! রাত কত জানি না... একটা বিশ্রী অবস্থায় ঘুম ভেঙে গেল। দেখি, কে যেন আমার মুখটা আষ্টেপৃষ্ঠে গামছা দিয়ে বাঁধছে। বাধা দিতে গিয়ে বুঝলাম...
...আমার চেয়ে অনেক শক্তিশালী লোকের পাল্লায় পড়েছি। দেখতে-দেখতে আমার হাত পিছমোড়া করে দিলে...! সকালে নন্দলাল চা নিয়ে এসে ওই অবস্থায় দেখে বাঁধন খুলে দেয়।
... সমস্ত শরীরে ঝিঁঝি ধরে গেস্‌ল। উঃ!

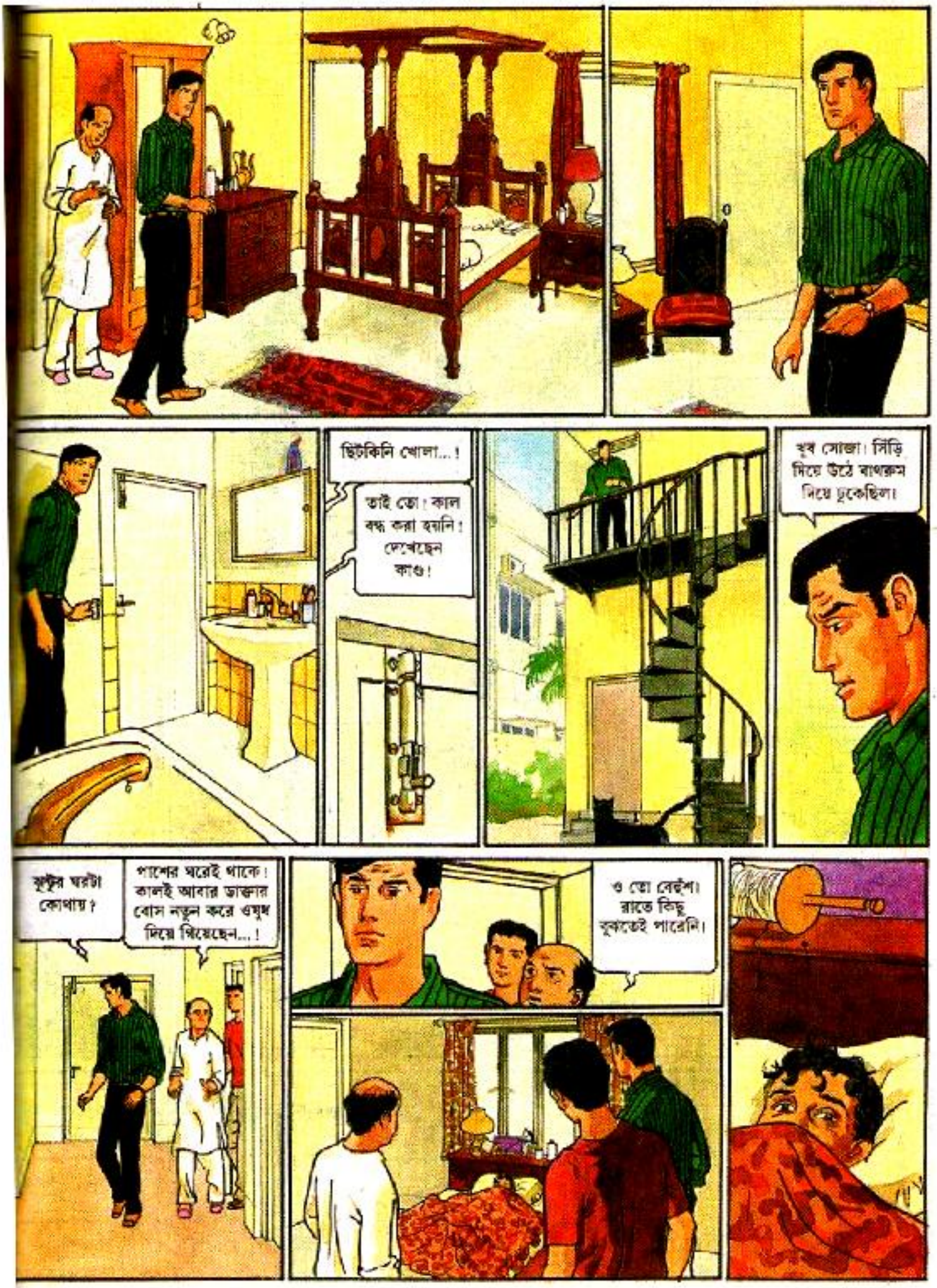
ছিটকিনি খোলা...!
তাই তো! কাল বন্ধ করা হয়নি! দেখেছেন কাণ্ড!
খুব সোজা। সিঁড়ি দিয়ে উঠে বাথরুম দিয়ে ঢুকেছিল।
ঝুন্টুর ঘরটা কোথায়?
পাশের ঘরেই থাকে। কালই আবার ডাক্তার বোস নতুন করে ওষুধ দিয়ে গিয়েছেন...!
ও তো বেহুঁশ। রাতে কিছু বুঝতেই পারেনি।

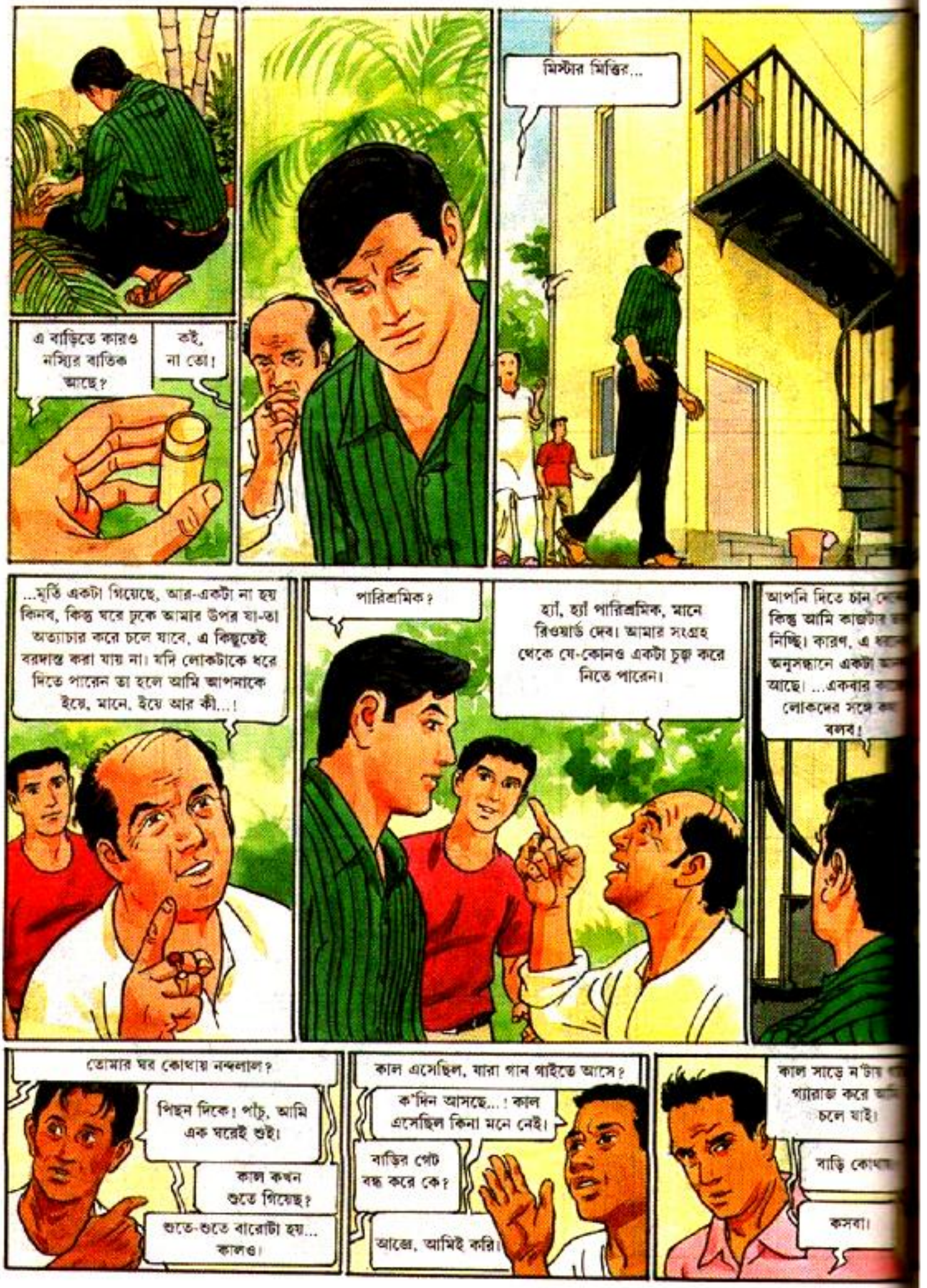
এ বাড়িতে কারও নস্যির বাতিক আছে?
কই, না তো!
মিস্টার মিত্তির...
...মূর্তি একটা গিয়েছে, আর-একটা না হয় কিনব, কিন্তু ঘরে ঢুকে আমার উপর যা-তা অত্যাচার করে চলে যাবে, এ কিছুতেই বরদাস্ত করা যায় না। যদি লোকটাকে ধরে দিতে পারেন তা হলে আমি আপনাকে ইয়ে, মানে, ইয়ে আর কী...!
পারিশ্রমিক?
হ্যাঁ, হ্যাঁ পারিশ্রমিক, মানে রিওয়ার্ড দেব। আমার সংগ্রহ থেকে যে-কোনও একটা চুক্ত করে নিতে পারেন।
আপনি দিতে চান
কিন্তু আমি কাজটা
নিচ্ছি। কারণ, এ
অনুসন্ধানে একটা
আছে। ...একবার
লোকদের সঙ্গে
বলব!
তোমার ঘর কোথায় নন্দলাল?
পিছন দিকে! পাঁচু, আমি এক ঘরেই শুই।
কাল কখন শুতে গিয়েছ?
শুতে-শুতে বারোটা হয়... কালও।
কাল এসেছিল, যারা গান গাইতে আসে?
ক'দিন আসছে...! কাল এসেছিল কিনা মনে নেই।
বাড়ির গেট বন্ধ করে কে?
আজ্ঞে, আমিই করি।
কাল সাড়ে ন'টায়
প্যারাজ করে
চলে যাই।
বাড়ি কোথা
কসবা।

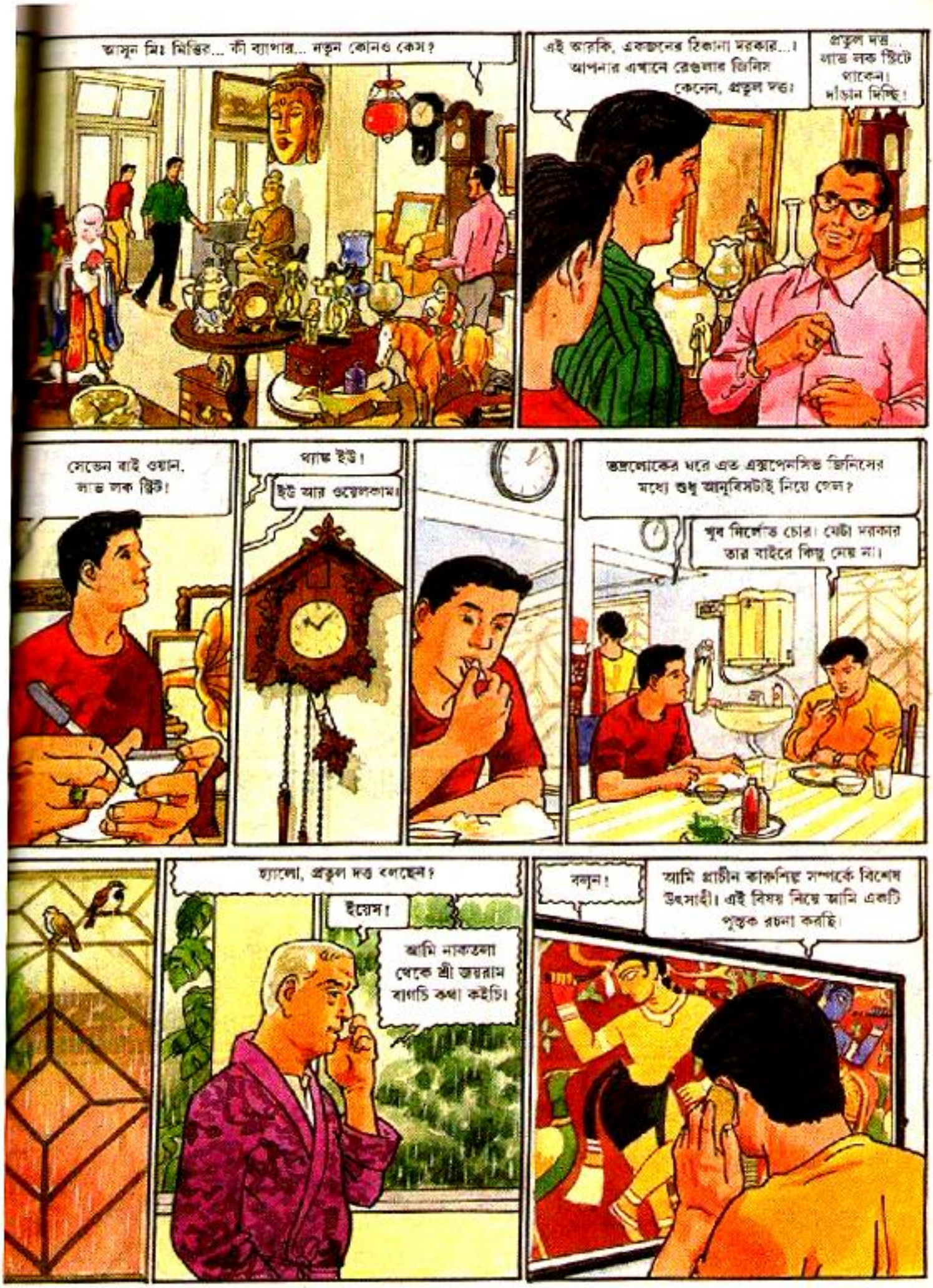
আসুন মিঃ মিত্তির... কী ব্যাপার... নতুন কোনও কেস?
এই আরকি, একজনের ঠিকানা দরকার...। আপনার এখানে রেগুলার জিনিস কেনেন, প্রতুল দত্ত।
প্রতুল দত্ত... লাভ লক স্ট্রিটে থাকেন। দাঁড়ান দিচ্ছি!
সেভেন বাই ওয়ান, লাভ লক স্ট্রিট।
থ্যাঙ্ক ইউ।
ইউ আর ওয়েলকাম।
ভদ্রলোকের ঘরে এত এক্সপেনসিভ জিনিসের মধ্যে শুধু অ্যানুবিসটাই নিয়ে গেল?
খুব নির্লোভ চোর। যেটা দরকার তার বাইরে কিছু নেয় না।
হ্যালো, প্রতুল দত্ত বলছেন?
ইয়েস।
আমি নাকতলা থেকে শ্রী জয়রাম বাগচি কথা কইচি।
বলুন।
আমি প্রাচীন কারুশিল্প সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহী। এই বিষয় নিয়ে আমি একটি পুস্তক রচনা করছি।

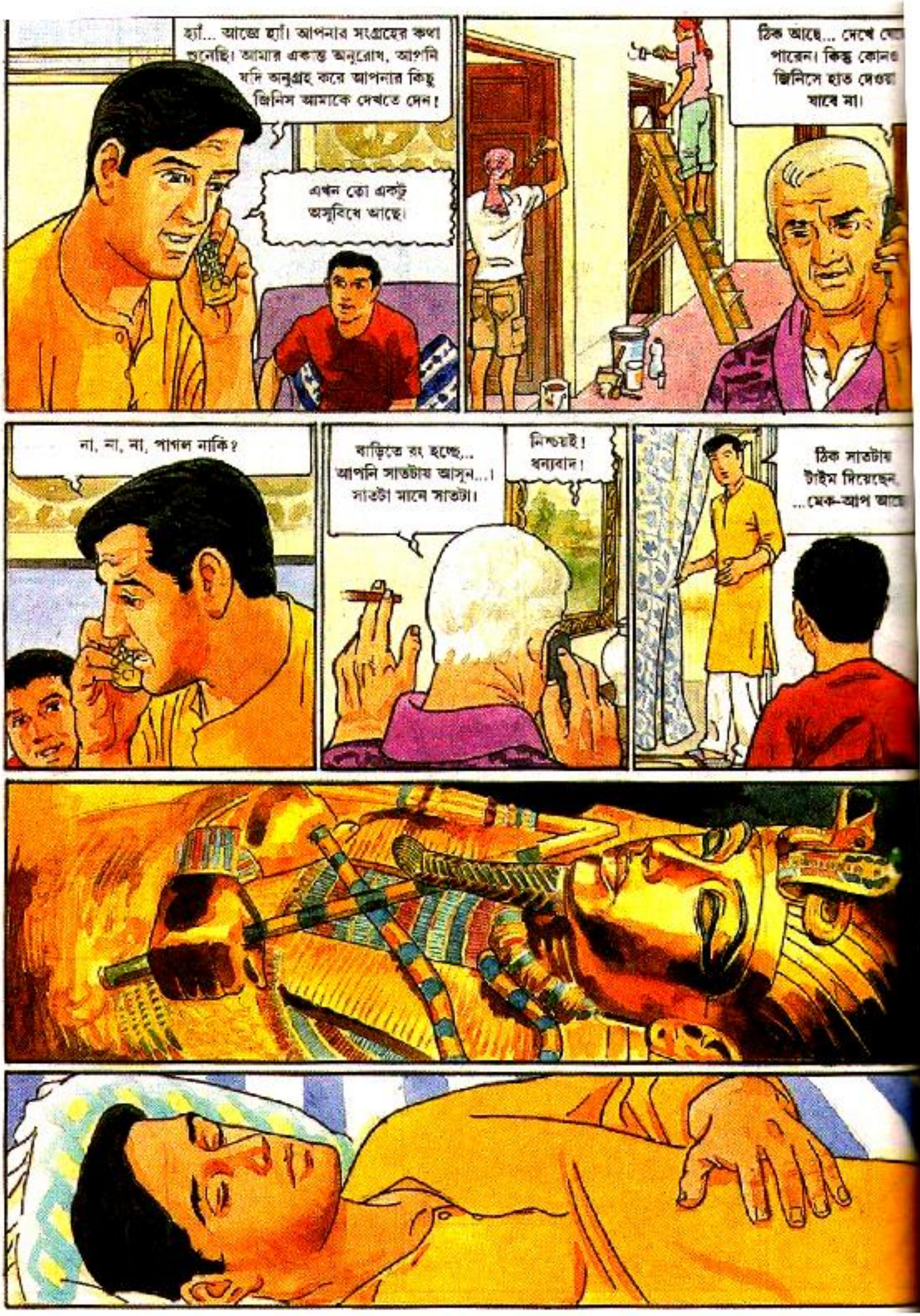
হ্যাঁ... আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার সংগ্রহের কথা শুনেছি। আমার একান্ত অনুরোধ, আপনি যদি অনুগ্রহ করে আপনার কিছু জিনিস আমাকে দেখতে দেন!
এখন তো একটু অসুবিধে আছে।
ঠিক আছে... দেখে যেতে পারেন। কিন্তু কোনও জিনিসে হাত দেওয়া যাবে না।
না, না, না, পাগল নাকি?
বাড়িতে রং হচ্ছে... আপনি সাতটায় আসুন...। সাতটা মানে সাতটা।
নিশ্চয়ই! ধন্যবাদ!
ঠিক সাতটায় টাইম দিয়েছেন, ...মেক-আপ আছে

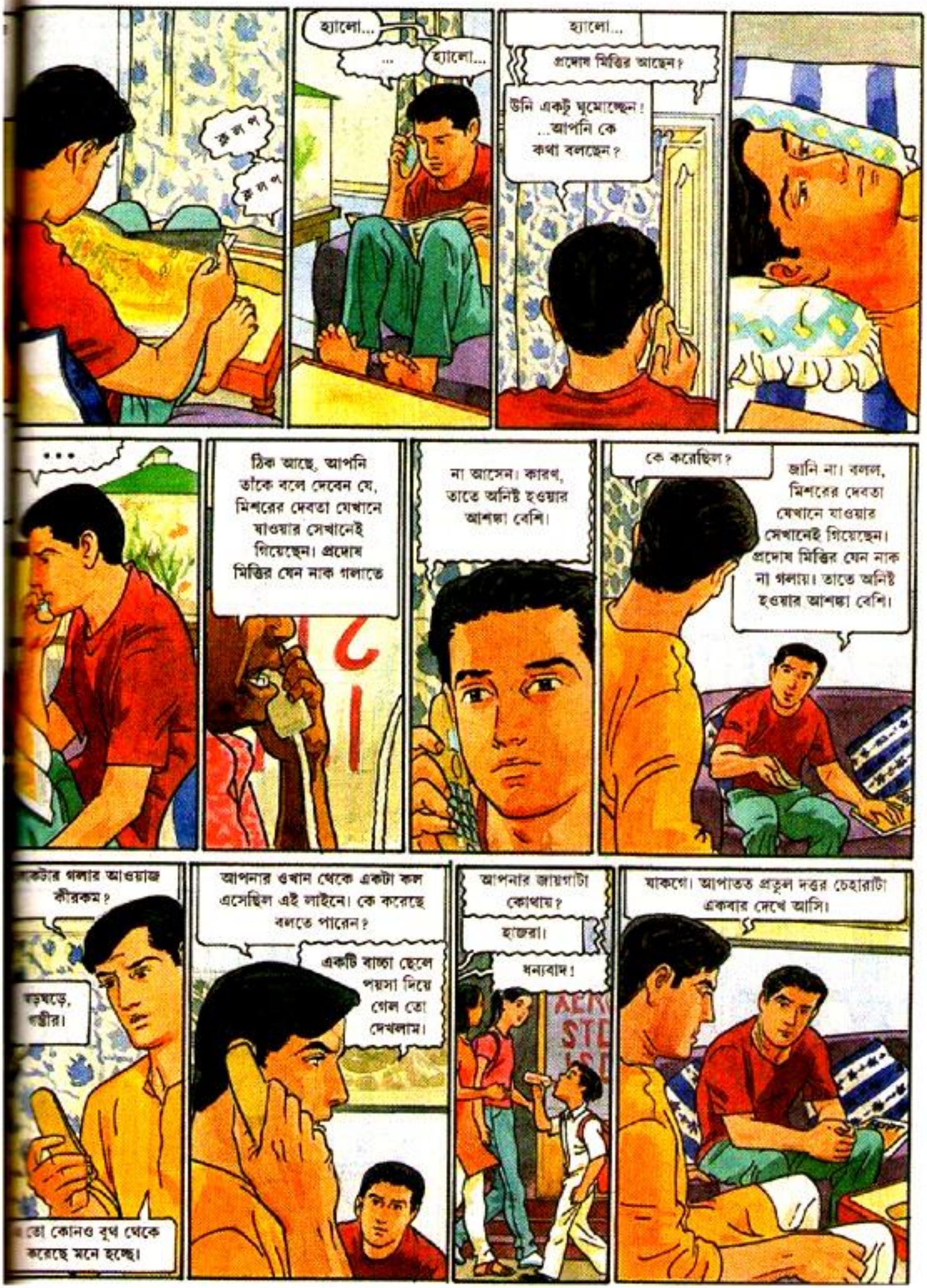
হ্যালো...
...
হ্যালো...
হ্যালো...
প্রদোষ মিত্তির আছেন?
উনি একটু ঘুমোচ্ছেন! ...আপনি কে কথা বলছেন?
...
ঠিক আছে, আপনি তাঁকে বলে দেবেন যে, মিশরের দেবতা যেখানে যাওয়ার সেখানেই গিয়েছেন। প্রদোষ মিত্তির যেন নাক গলাতে
না আসেন। কারণ, তাতে অনিষ্ট হওয়ার আশঙ্কা বেশি।
কে করেছিল?
জানি না। বলল, মিশরের দেবতা যেখানে যাওয়ার সেখানেই গিয়েছেন। প্রদোষ মিত্তির যেন নাক না গলায়। তাতে অনিষ্ট হওয়ার আশঙ্কা বেশি।
কটার গলার আওয়াজ কীরকম?
তড়বড়ে, গম্ভীর।
তো কোনও বুথ থেকে করেছে মনে হচ্ছে।
আপনার ওখান থেকে একটা কল এসেছিল এই লাইনে। কে করেছে বলতে পারেন?
একটি বাচ্চা ছেলে পয়সা দিয়ে গেল তো দেখলাম।
আপনার জায়গাটা কোথায়?
হাজরা।
ধন্যবাদ!
যাকগে। আপাতত প্রতুল দত্তর চেহারাটা একবার দেখে আসি।

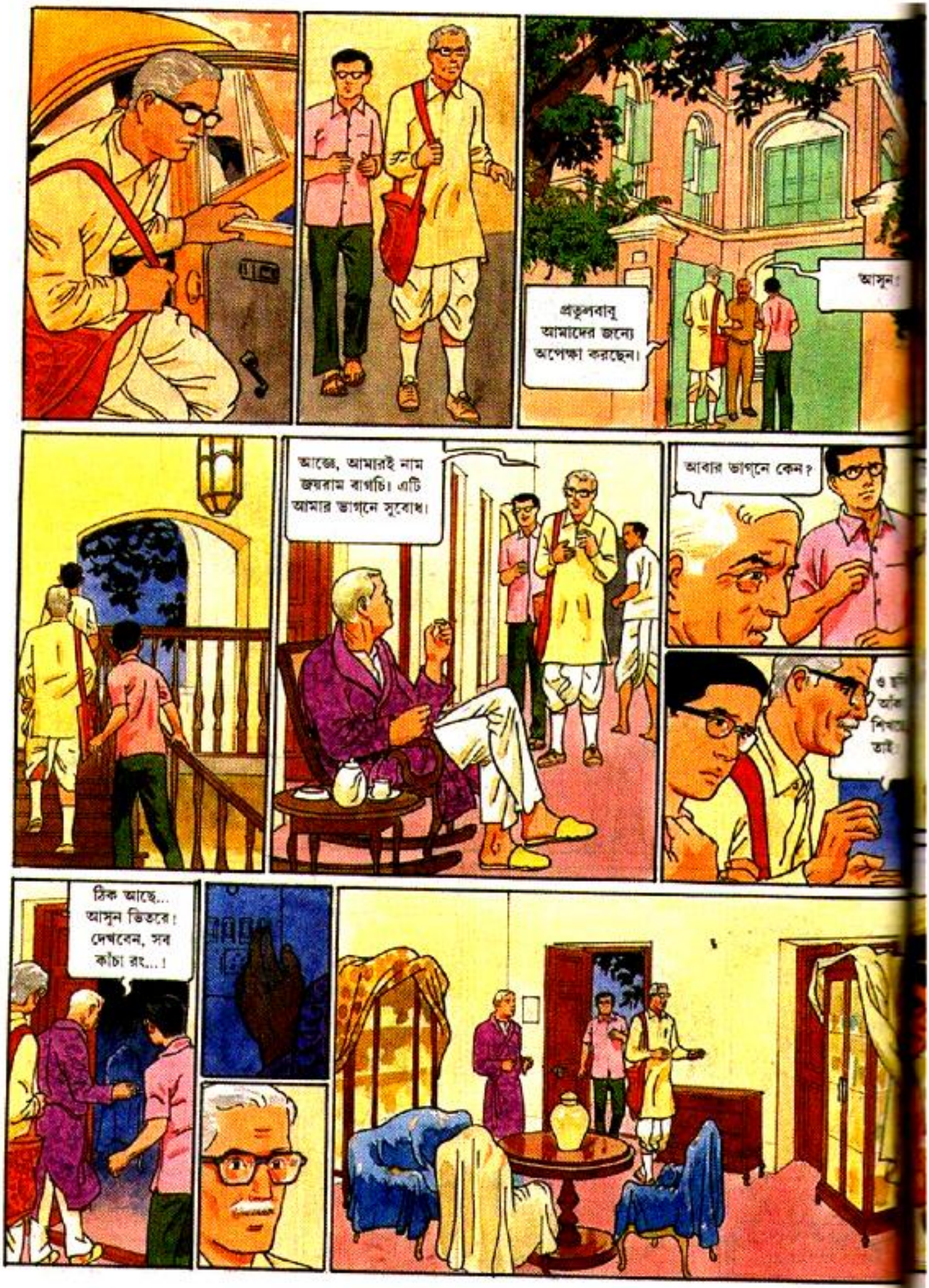
প্রতুলবাবু আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন।
আসুন।
আজ্ঞে, আমারই নাম জয়রাম বাগচি। এটি আমার ভাগ্নে সুবোধ।
আবার ভাগ্নে কেন?
ও ভাই আঁকা শিখছে তাই।
ঠিক আছে... আসুন ভিতরে। দেখবেন, সব কাঁচা রং...!

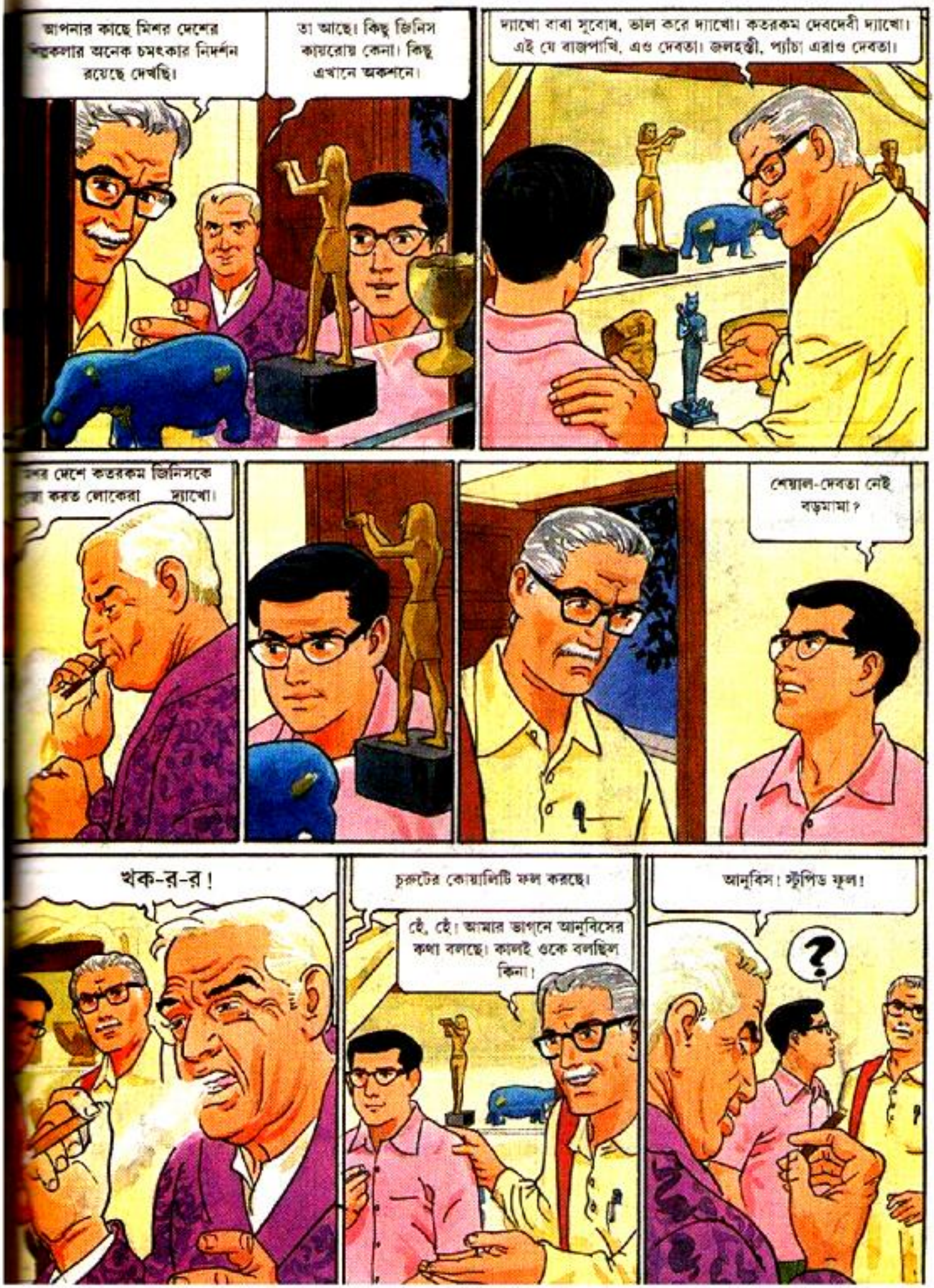
আপনার কাছে মিশর দেশের স্থাপত্যকলার অনেক চমৎকার নিদর্শন রয়েছে দেখছি।
তা আছে। কিছু জিনিস কায়রোয় কেনা। কিছু এখানে অকশনে।
দ্যাখো বাবা সুবোধ, ভাল করে দ্যাখো। কতরকম দেবদেবী দ্যাখো। এই যে বাজপাখি, এও দেবতা। জলহস্তী, প্যাঁচা এরাও দেবতা।
মিশর দেশে কতরকম জিনিসকে পূজা করত লোকেরা দ্যাখো।
শেয়াল-দেবতা নেই বড়মামা?
খক-র-র!
চুরুটের কোয়ালিটি ফল করছে।
হেঁ, হেঁ! আমার ভাগ্নে আনুবিসের কথা বলছে। কালই ওকে বলছিল কিনা!
আনুবিস! স্টুপিড ফুল!
?

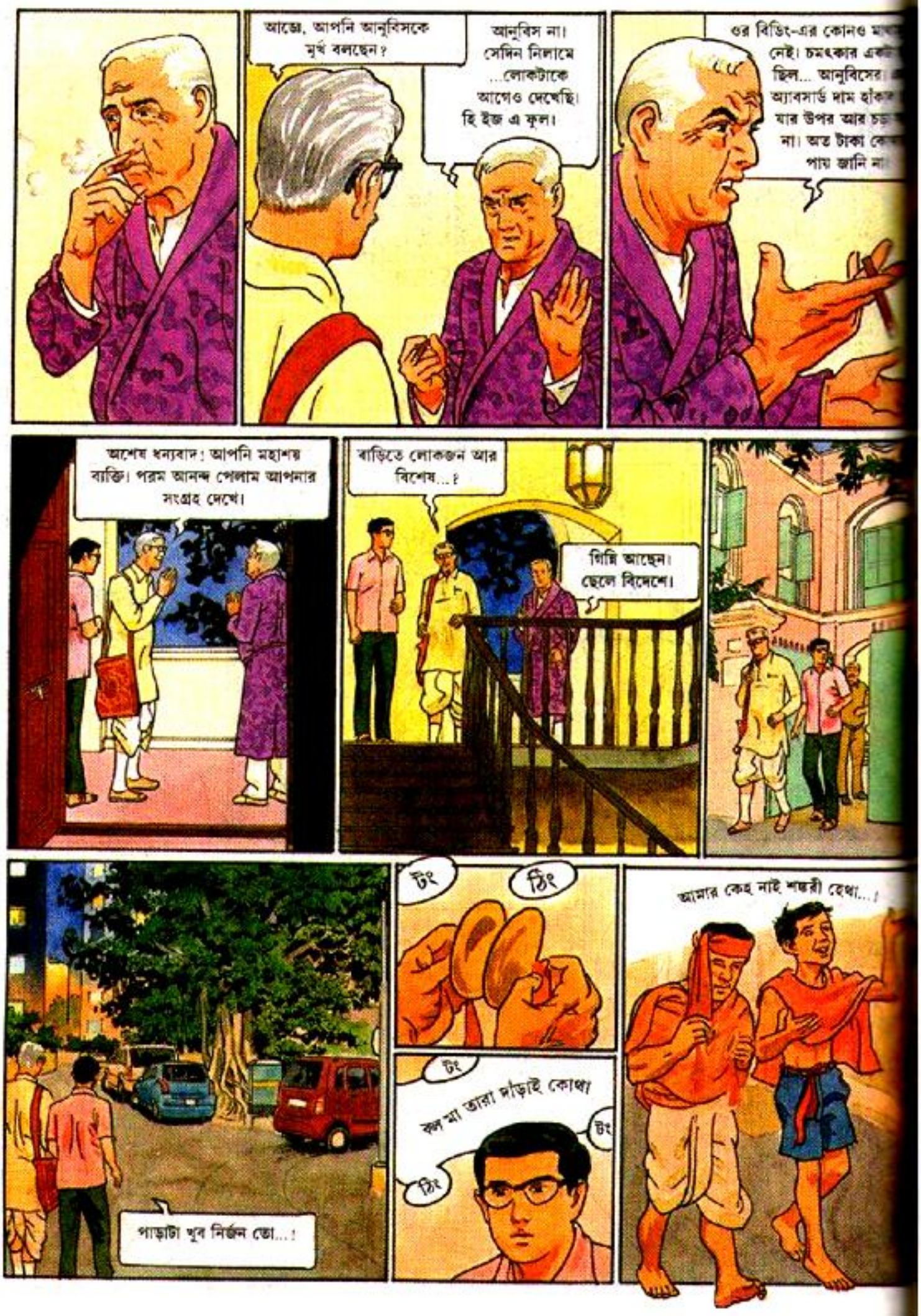
আজ্ঞে, আপনি আনুবিসকে মূর্খ বলছেন?
আনুবিস না। সেদিন নিলামে ...লোকটাকে আগেও দেখেছি। হি ইজ এ ফুল।
ওর বিডিং-এর কোনও মা নেই। চমৎকার একটা ছিল... আনুবিসের অ্যাবসার্ড দাম হাঁকা যার উপর আর চড়া না। অত টাকা কো পায় জানি না
অশেষ ধন্যবাদ! আপনি মহাশয় ব্যক্তি। পরম আনন্দ পেলাম আপনার সংগ্রহ দেখে।
বাড়িতে লোকজন আর বিশেষ...?
গিন্নি আছেন। ছেলে বিদেশে।
পাড়াটা খুব নির্জন তো...!
টং
ঠিং
টং
ফল মা তারা দাঁড়াই কোথা
টং
ঠিং
আমার কেহ নাই শঙ্করী হেথা...!

বল মা তারা দাঁড়াই কোথা
আমার কেহ নাই শঙ্করী হেথা...!
ট্যাক্সি!
এর সোহাগে বাপের আদর
এ দৃষ্টান্ত যথা তথা
বাপ বিমাতারে শিরে ধরে,
এমন বাপের ভরসা বৃথা
তুমি না করিলে কৃপা যাব কি বিমাতা যেথা
যদি বিমাতা কারেন কোরে দূরে যারে মনের ব্যথা
প্রসাদ বলে এই কথা মা,
বেলাগেছে আছে গাঁথা
যে তোমার নাম করে
বংশলোচন।
যা, টাকা দিয়ে আয়।

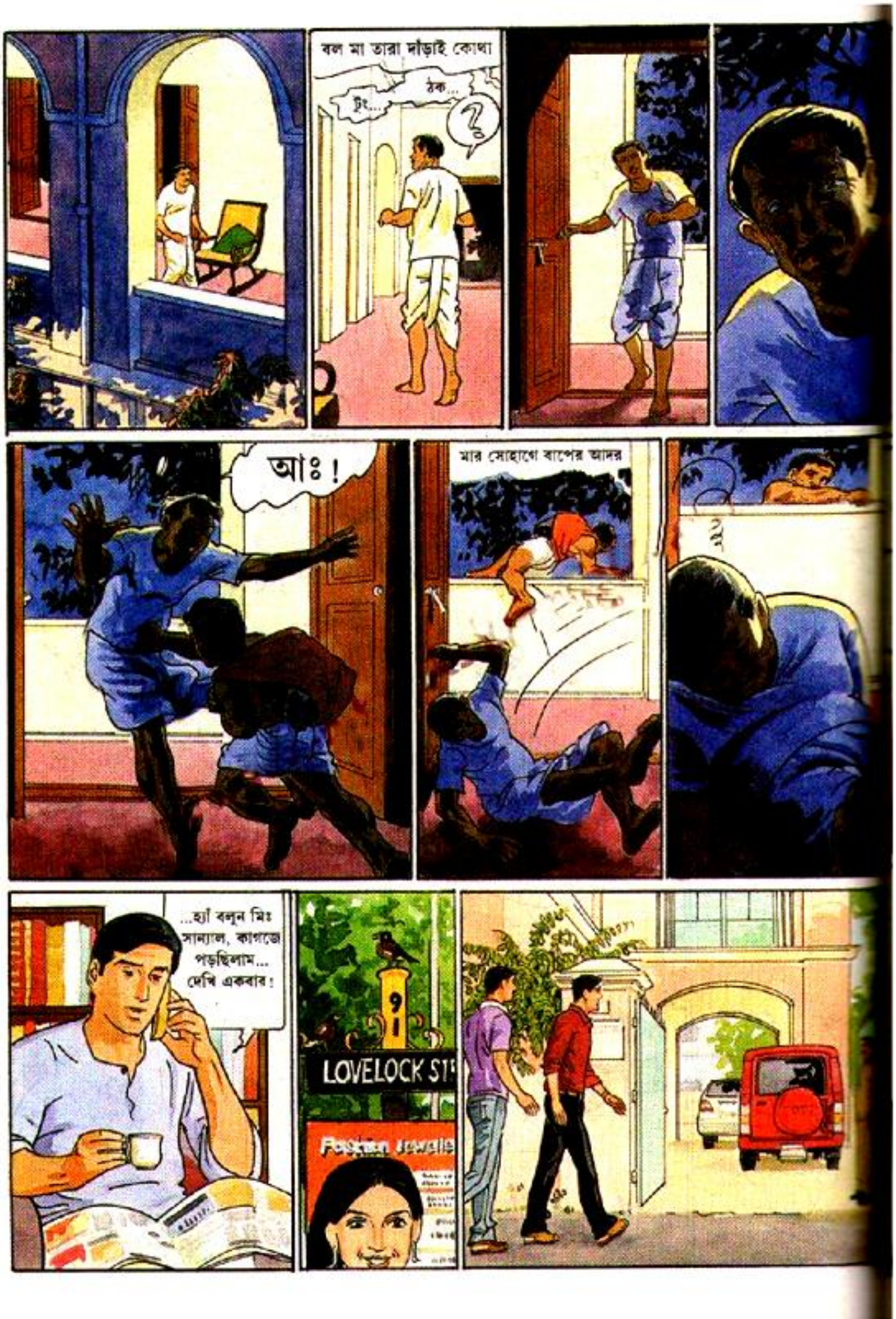
বল মা তারা দাঁড়াই কোথা
উঃ...
ঠক...
?
আঃ!
মার সোহাগে বাপের আদর
...হ্যাঁ বলুন মিঃ সান্যাল, কাগজে পড়ছিলাম... দেখি একবার!
LOVELOCK ST
Fashion Jewelle

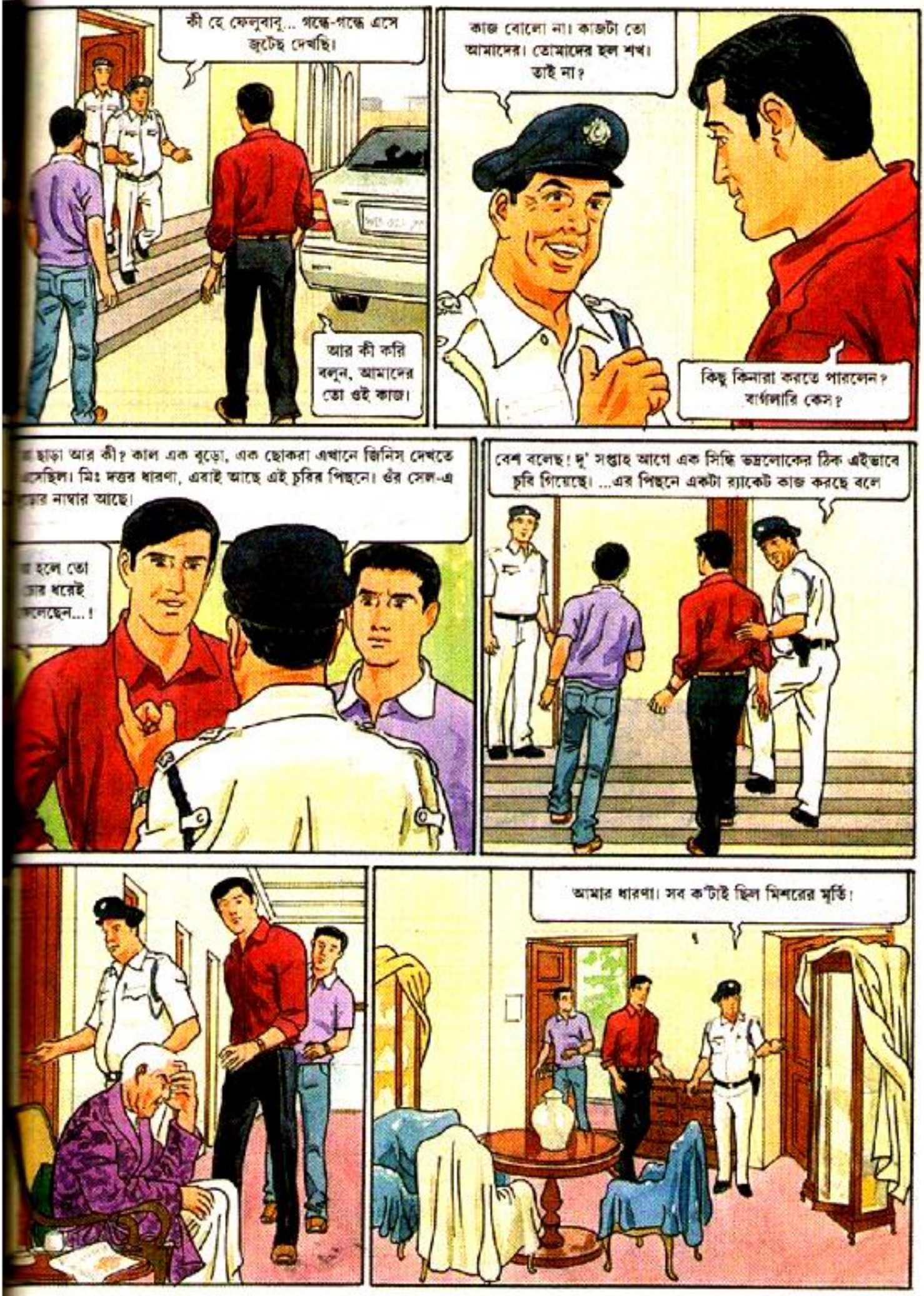
কী হে ফেলুবাবু... গন্ধে-গন্ধে এসে জুটেছ দেখছি।
আর কী করি বলুন, আমাদের তো ওই কাজ।
কাজ বোলো না। কাজটা তো আমাদের। তোমাদের হল শখ। তাই না?
কিছু কিনারা করতে পারলেন? বাগলারি কেস?
ছাড়া আর কী? কাল এক বুড়ো, এক ছোকরা এখানে জিনিস দেখতে এসেছিল। মিঃ দত্তর ধারণা, এরাই আছে এই চুরির পিছনে। ওঁর সেল-এ ...র নাম্বার আছে।
হলে তো ...র ধরেই ...লেছেন...!
বেশ বলেছ! দু' সপ্তাহ আগে এক সিন্ধি ভদ্রলোকের ঠিক এইভাবে চুরি গিয়েছে। ...এর পিছনে একটা র‍্যাকেট কাজ করছে বলে
আমার ধারণা। সব ক'টাই ছিল মিশরের মূর্তি!

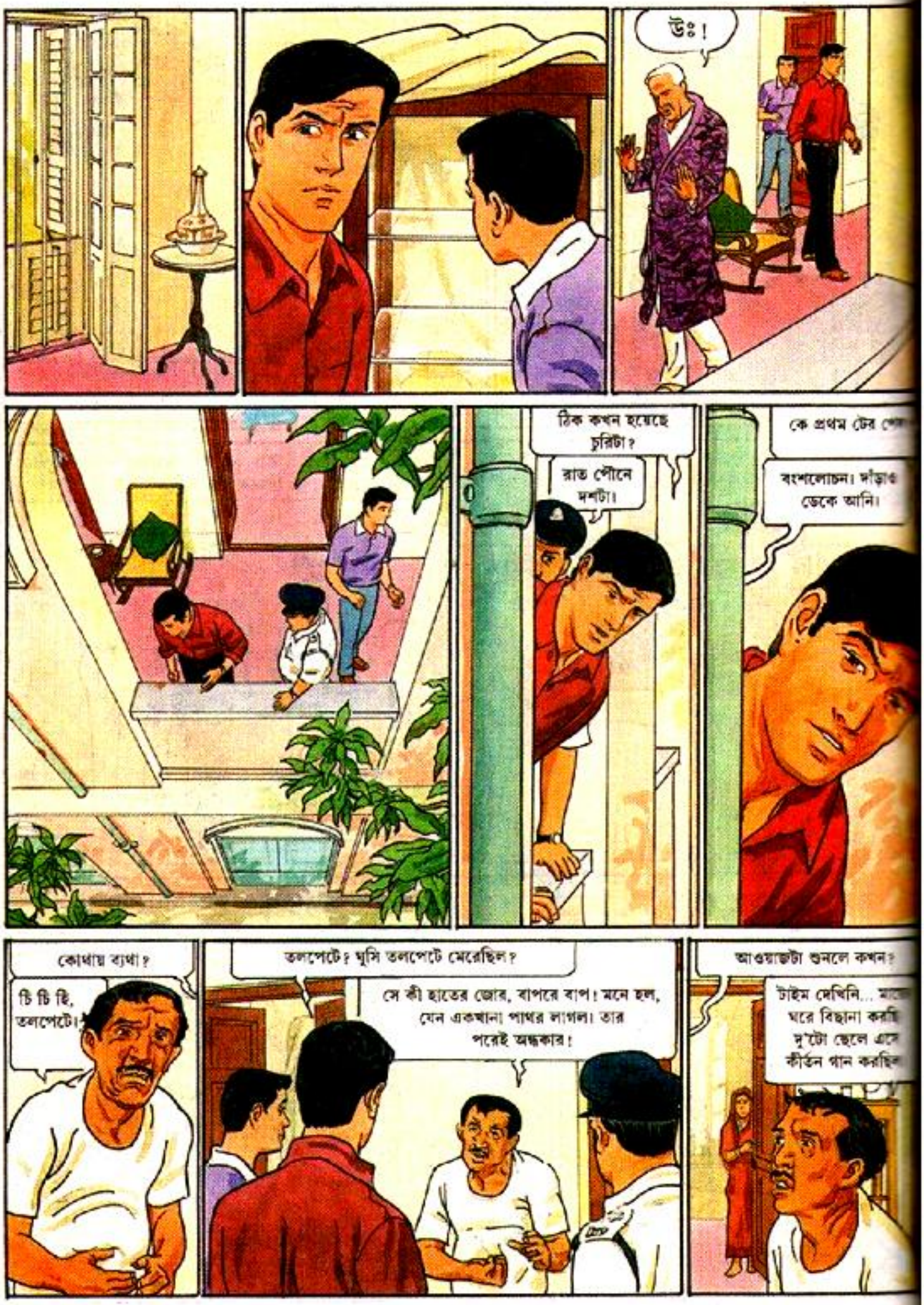
উঃ!
ঠিক কখন হয়েছে চুরিটা?
রাত পৌনে দশটা।
কে প্রথম টের পে
বংশলোচন। দাঁড়াও ডেকে আনি।
কোথায় ব্যথা?
ছি ছি ছি, তলপেটে।
তলপেটে? ঘুসি তলপেটে মেরেছিল?
সে কী হাতের জোর, বাপরে বাপ! মনে হল, যেন একখানা পাথর লাগল। তার পরেই অন্ধকার!
আওয়াজটা শুনলে কখন?
টাইম দেখিনি... মা ঘরে বিছানা করছি দু'টো ছেলে এসে কীর্তন গান করছিল

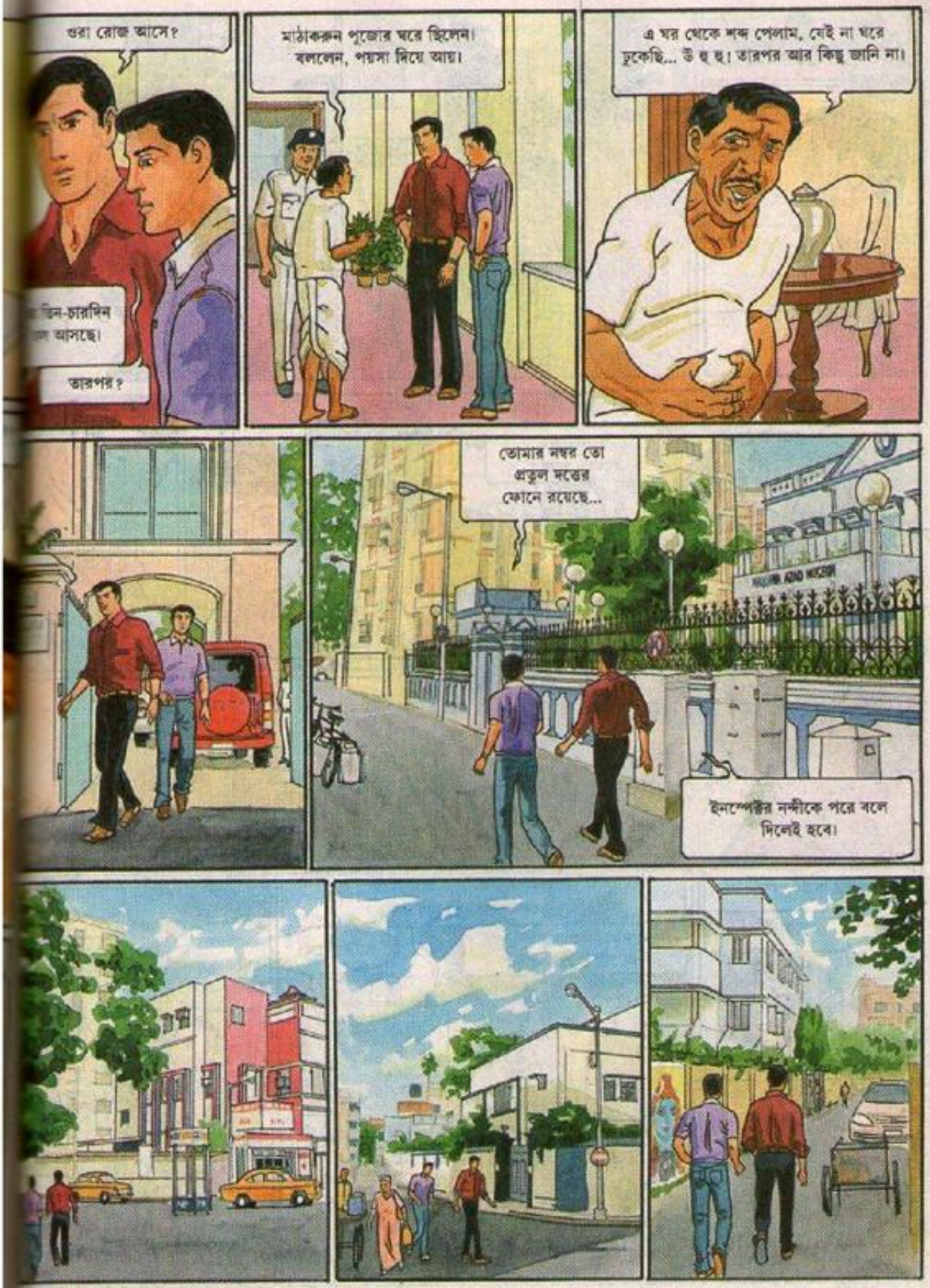
ওরা রোজ আসে?
তিন-চারদিন আসছে।
তারপর?
মাঠাকরুন পুজোর ঘরে ছিলেন। বললেন, পয়সা দিয়ে আয়।
এ ঘর থেকে শব্দ পেলাম, যেই না ঘরে ঢুকেছি... উ হু হু! তারপর আর কিছু জানি না।
তোমার নম্বর তো প্রতুল দত্তের ফোনে রয়েছে...
ইনস্পেক্টর নন্দীকে পরে বলে দিলেই হবে।

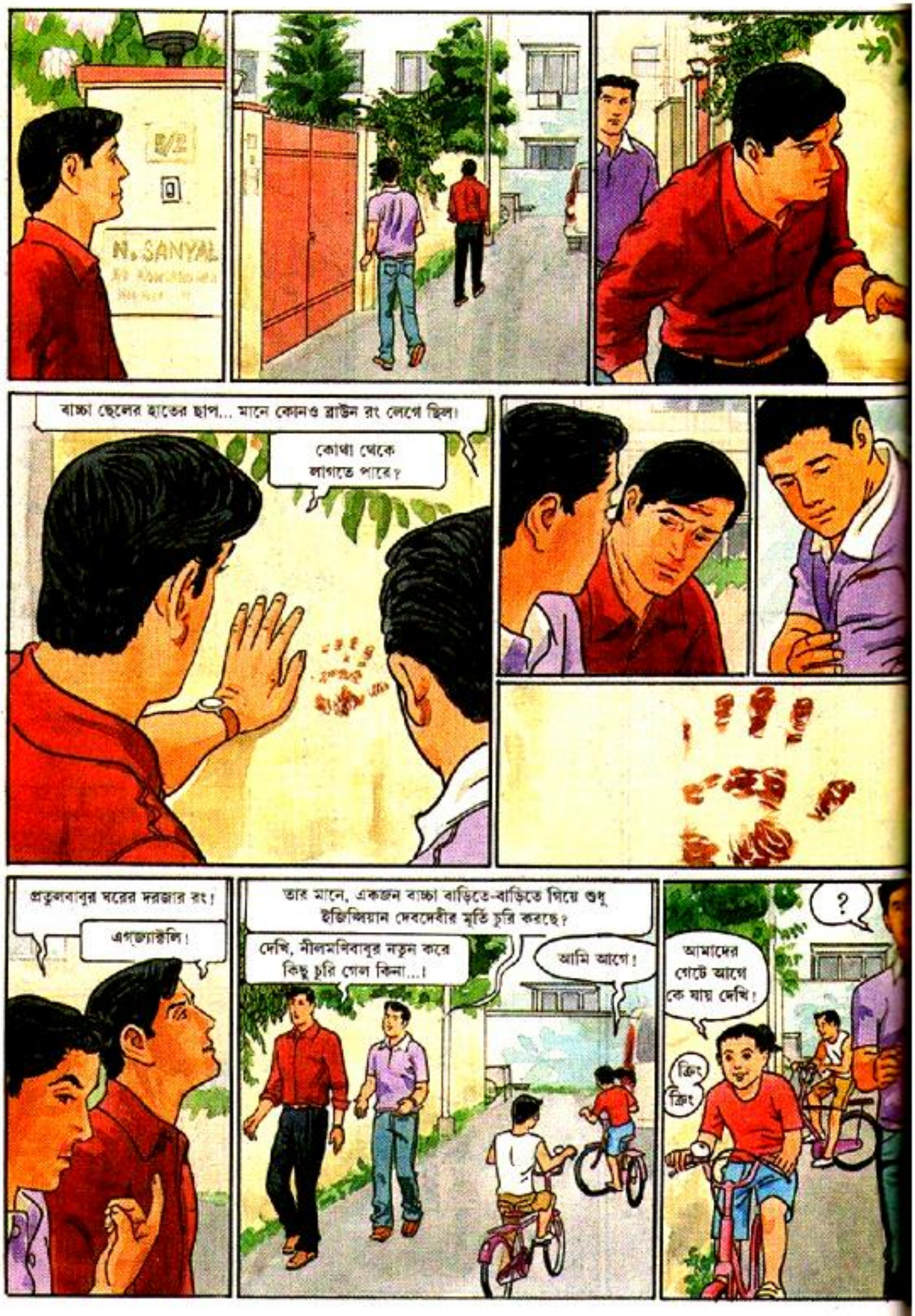
N. SANYAL
বাচ্চা ছেলের হাতের ছাপ... মানে কোনও ব্রাউন রং লেগে ছিল।
কোথা থেকে লাগতে পারে?
প্রতুলবাবুর ঘরের দরজার রং!
এগজ্যাক্টলি!
তার মানে, একজন বাচ্চা বাড়িতে-বাড়িতে গিয়ে শুধু ইজিপ্সিয়ান দেবদেবীর মূর্তি চুরি করছে?
দেখি, নীলমণিবাবুর নতুন করে কিছু চুরি গেল কিনা...!
আমি আগে!
?
আমাদের গেটে আগে কে যায় দেখি!
ক্রিং ক্রিং

আসুন, আপনি শুনলে কী বলবেন জানি না...
তবে আমার মনটা আজ কালকের চেয়ে কিছুটা হাল্‌কা। আমার মতো দুর্দশা যে আর-একজনেরও হয়েছে, সেটা ভেবে খানিকটা কষ্ট লাঘব হচ্ছে।
আর একটা প্রশ্নের উত্তর না পাওয়া অবধি কষ্ট যাবে না... কোথায় গেল আমার আনুবিস?
চা নিয়ে আয়।
... বলুন? আপনি এত বড় ডিটেকটিভ, দু'-দু'টো ডাকাতি উপরি-উপরি হয়ে গেল, আর আপনি এখনও যেই তিমিরে সেই তিমিরে?
আপনার ভাগ্নেটি কেমন আছে?
কে, ঝুন্টু? ও আজ অনেকটা ভাল। ওষুধে কাজ দিয়েছে... জ্বরটা অনেক কম।
আচ্ছা, বাইরের কোনও ছেলেটেলে কি পাঁচিল টপকে এখানে আসে?
পাঁচিল টপকে? কেন বলুন তো?

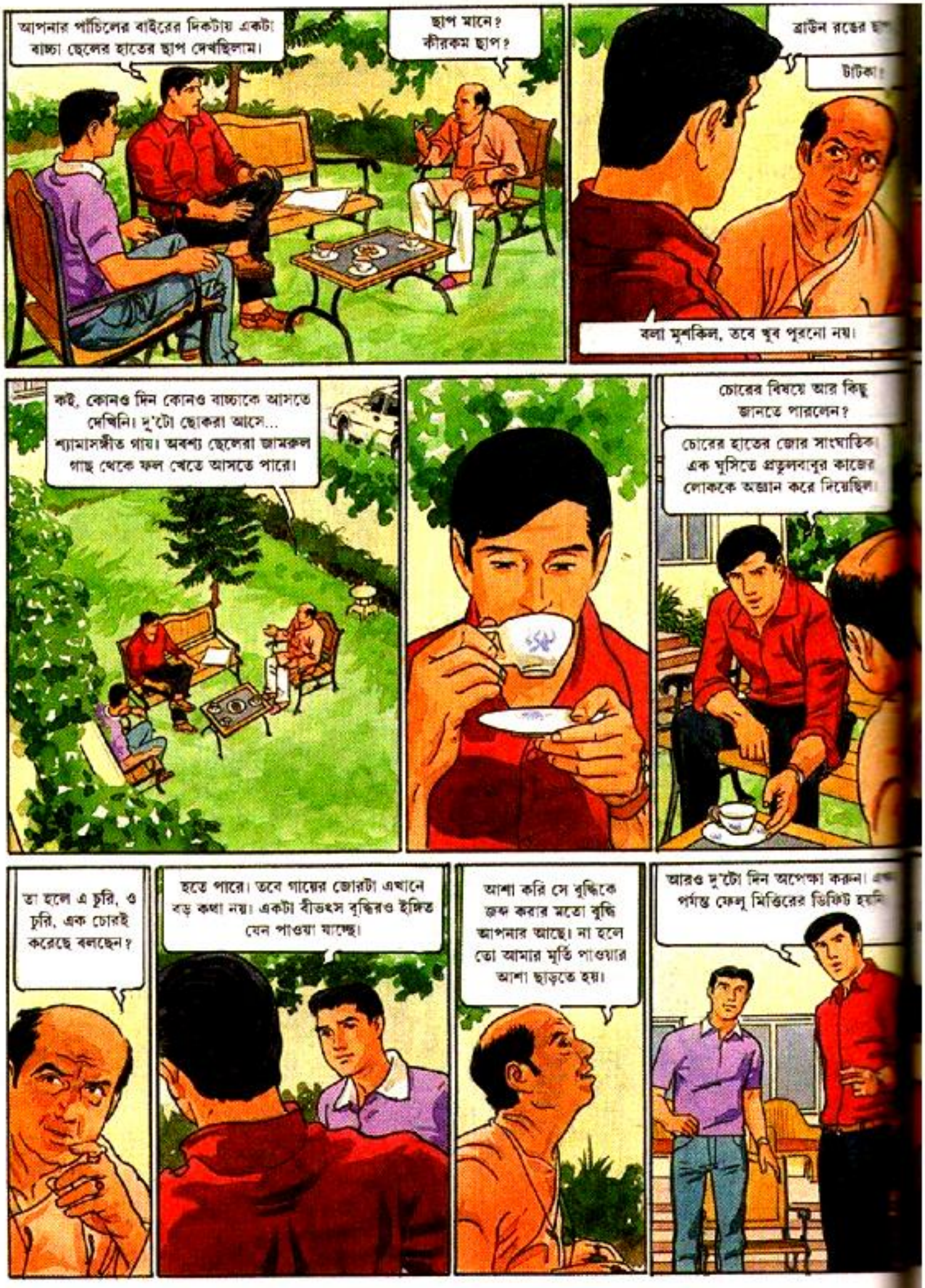
আপনার পাঁচিলের বাইরের দিকটায় একটা বাচ্চা ছেলের হাতের ছাপ দেখছিলাম।
ছাপ মানে? কীরকম ছাপ?
ব্রাউন রঙের ছা
টাটকা।
বলা মুশকিল, তবে খুব পুরনো নয়।
কই, কোনও দিন কোনও বাচ্চাকে আসতে দেখিনি। দু'টো ছোকরা আসে... শ্যামাসঙ্গীত গায়। অবশ্য ছেলেরা জামরুল গাছ থেকে ফল খেতে আসতে পারে।
চোরের বিষয়ে আর কিছু জানতে পারলেন?
চোরের হাতের জোর সাংঘাতিক। এক ঘুসিতে প্রতুলবাবুর কাজের লোককে অজ্ঞান করে দিয়েছিল।
তা হলে এ চুরি, ও চুরি, এক চোরই করেছে বলছেন?
হতে পারে। তবে গায়ের জোরটা এখানে বড় কথা নয়। একটা বীভৎস বুদ্ধিরও ইঙ্গিত যেন পাওয়া যাচ্ছে।
আশা করি সে বুদ্ধিকে জব্দ করার মতো বুদ্ধি আপনার আছে। না হলে তো আমার মূর্তি পাওয়ার আশা ছাড়তে হয়।
আরও দু'টো দিন অপেক্ষা করুন। এ পর্যন্ত ফেলু মিত্তিরের ডিফিট হয়নি

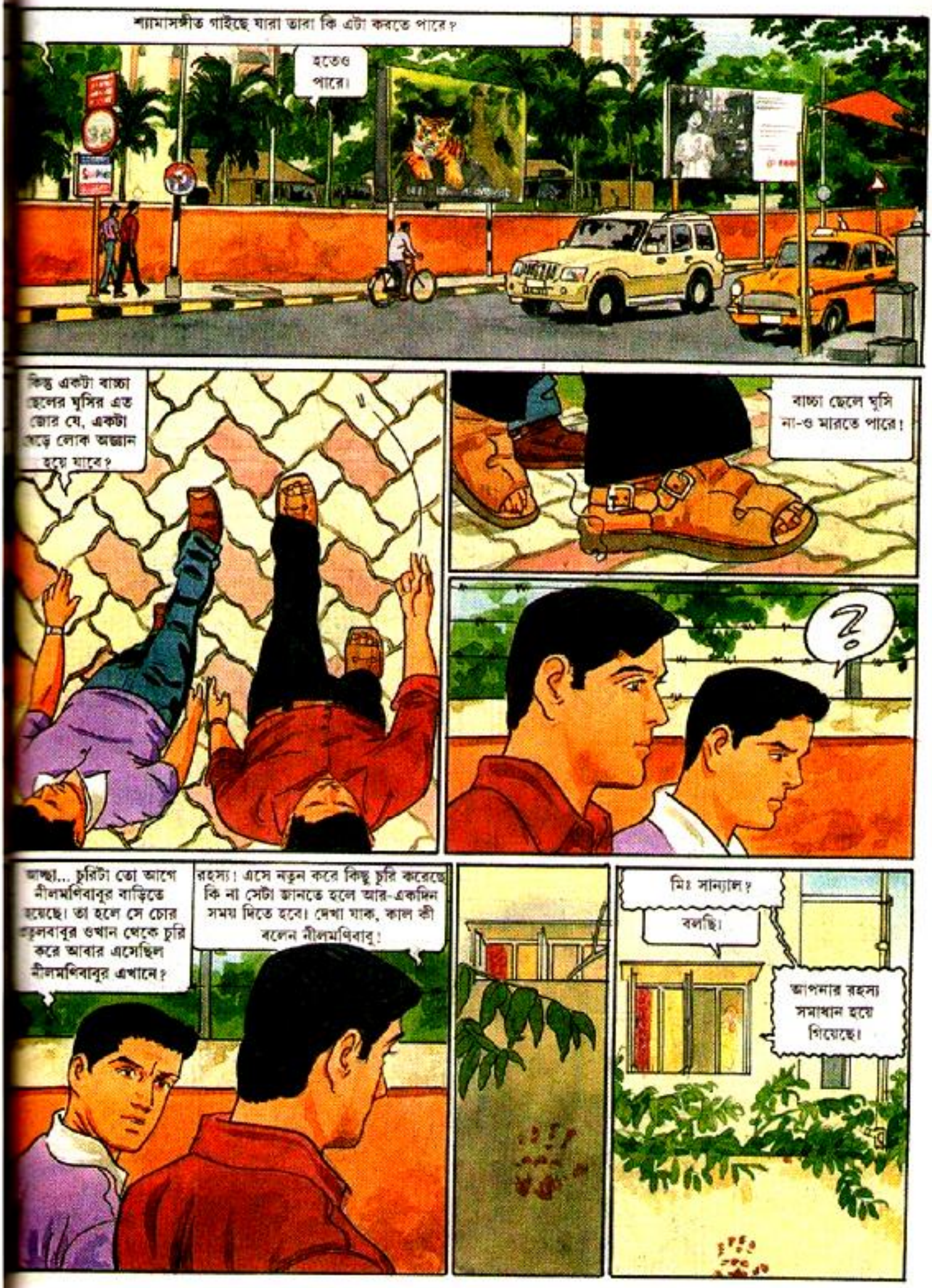
শ্যামাসঙ্গীত গাইছে যারা তারা কি এটা করতে পারে?
হতেও পারে।
কিন্তু একটা বাচ্চা ছেলের ঘুসির এত জোর যে, একটা বড়ো লোক অজ্ঞান হয়ে যাবে?
বাচ্চা ছেলে ঘুসি না-ও মারতে পারে!
?
আচ্ছা... চুরিটা তো আগে নীলমণিবাবুর বাড়িতে হয়েছে। তা হলে সে চোর প্রতুলবাবুর ওখান থেকে চুরি করে আবার এসেছিল নীলমণিবাবুর এখানে?
রহস্য! এসে নতুন করে কিছু চুরি করেছে কি না সেটা জানতে হলে আর-একদিন সময় দিতে হবে। দেখা যাক, কাল কী বলেন নীলমণিবাবু!
মিঃ সান্যাল?
বলছি।
আপনার রহস্য সমাধান হয়ে গিয়েছে।

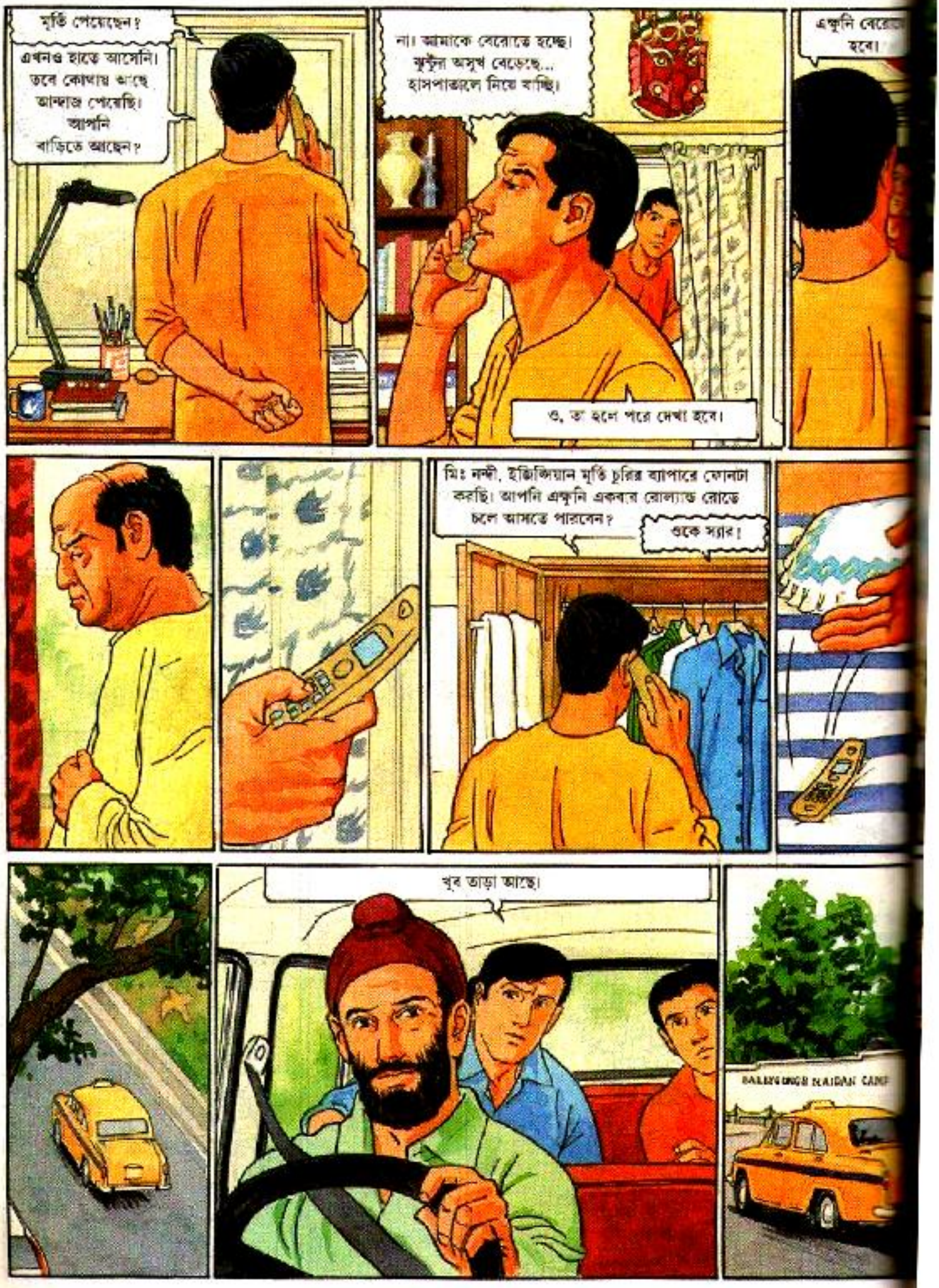
মূর্তি পেয়েছেন?
এখনও হাতে আসেনি। তবে কোথায় আছে আন্দাজ পেয়েছি। আপনি বাড়িতে আছেন?
না। আমাকে বেরোতে হচ্ছে। মুকুলের অসুখ বেড়েছে... হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি।
এক্ষুনি বেরো হবে।
ও, তা হলে পরে দেখা হবে।
মিঃ নন্দী, ইন্ডিজিয়ান মূর্তি চুরির ব্যাপারে ফোনটা করছি। আপনি এক্ষুনি একবার রোল্যান্ড রোডে চলে আসতে পারবেন?
ওকে স্যার!
খুব তাড়া আছে।

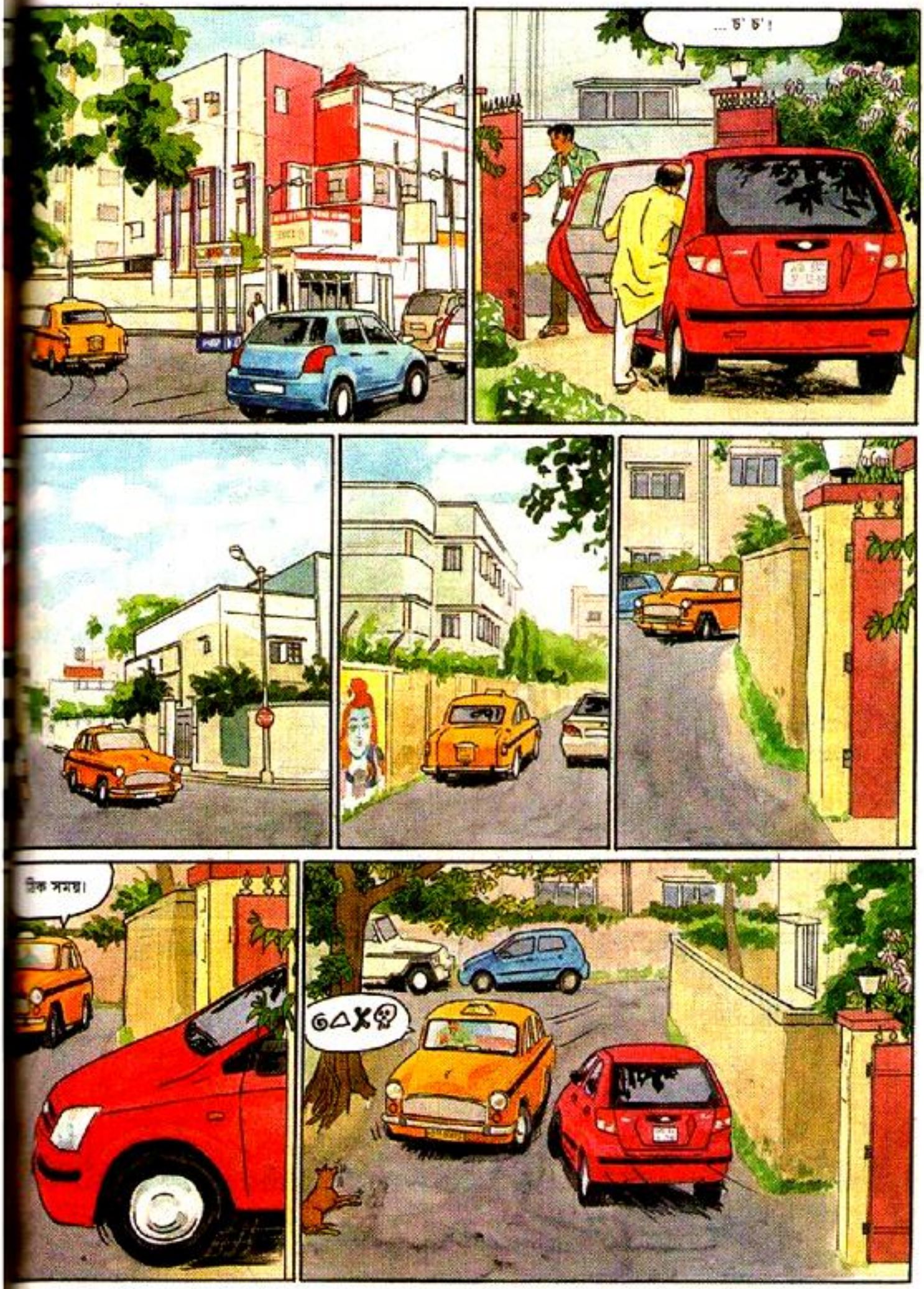
...চ' চ'!
ঠিক সময়।

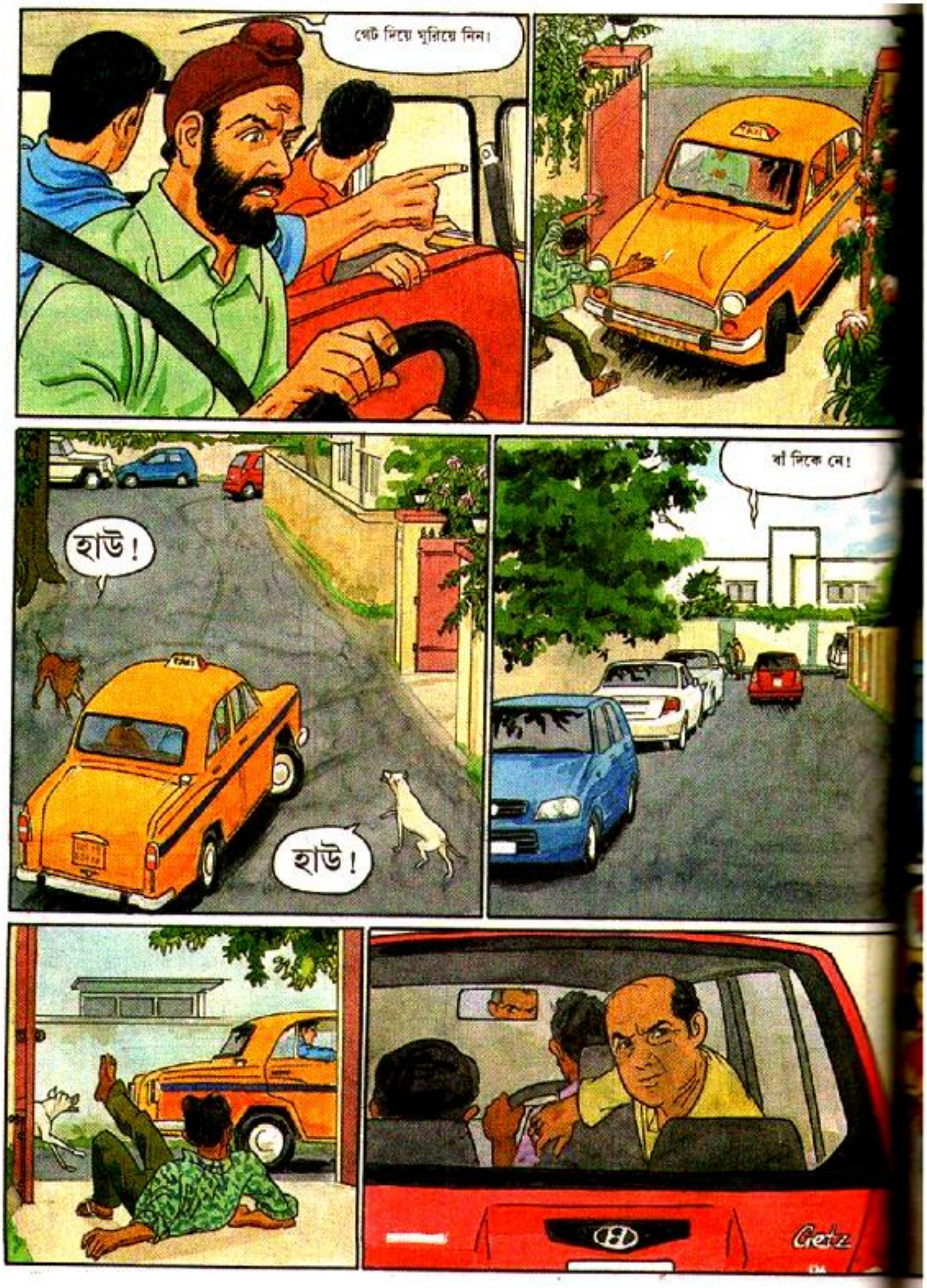
গেট দিয়ে ঘুরিয়ে নিন।
বাঁ দিকে নে।
হাউ!
হাউ!
Getz

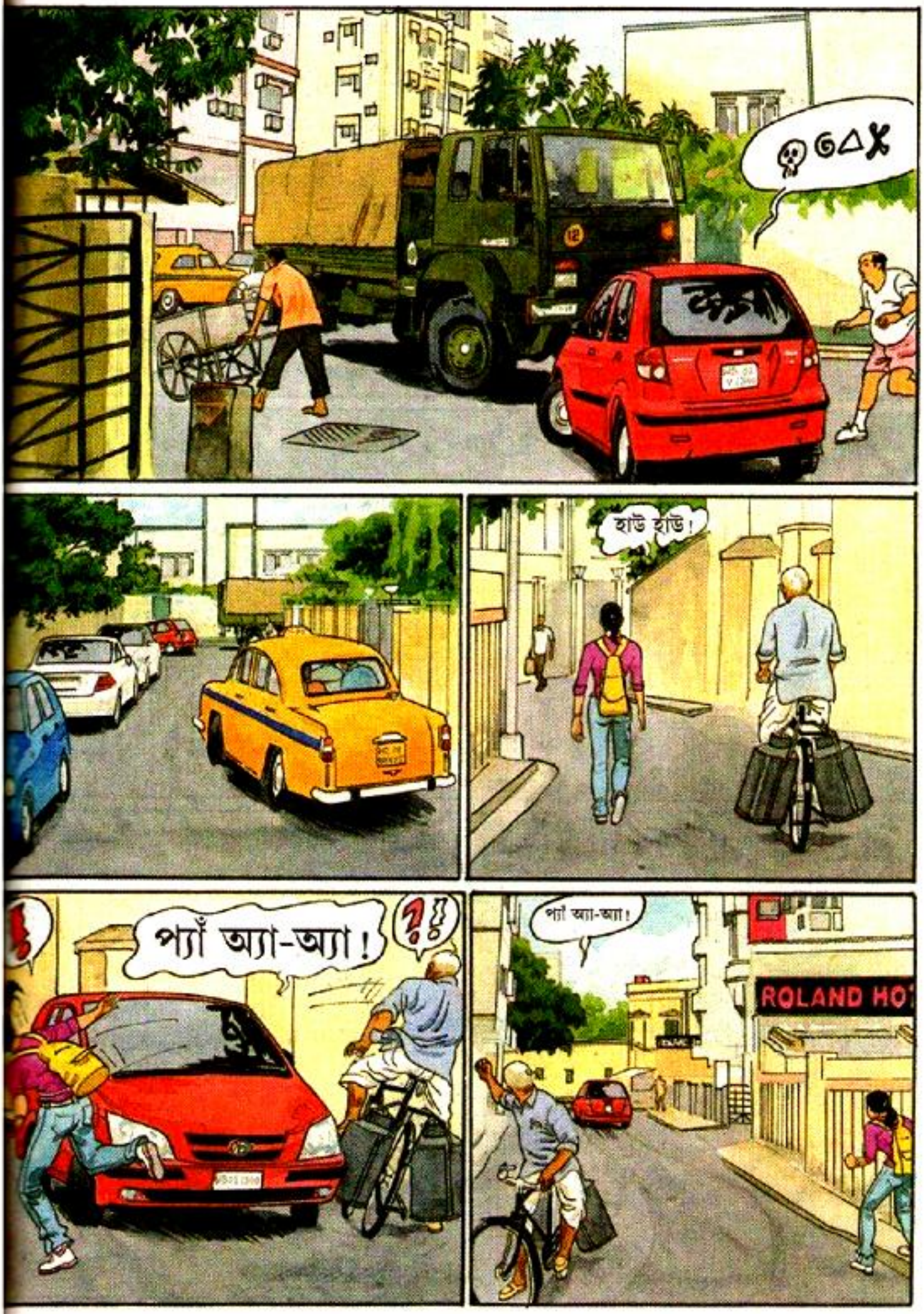
হাউ হাউ!
প্যাঁ অ্যা-অ্যা!
প্যাঁ অ্যা-অ্যা!
ROLAND HO

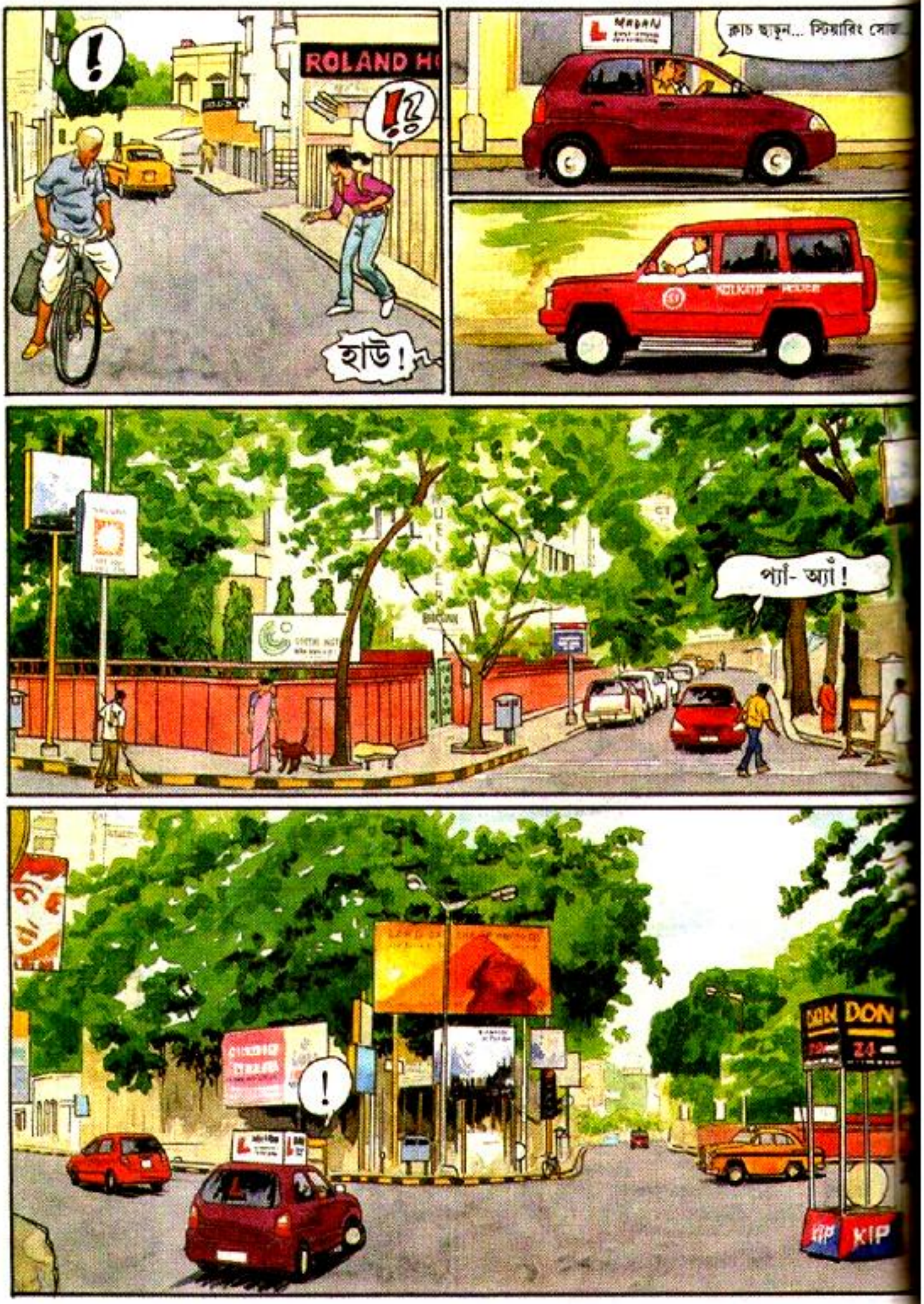
!
ROLAND H
!?
হাউ!
ক্লাচ ছাড়ুন... স্টিয়ারিং সোজা
প্যাঁ- অ্যাঁ!
!
DON
DON
KIP
KIP

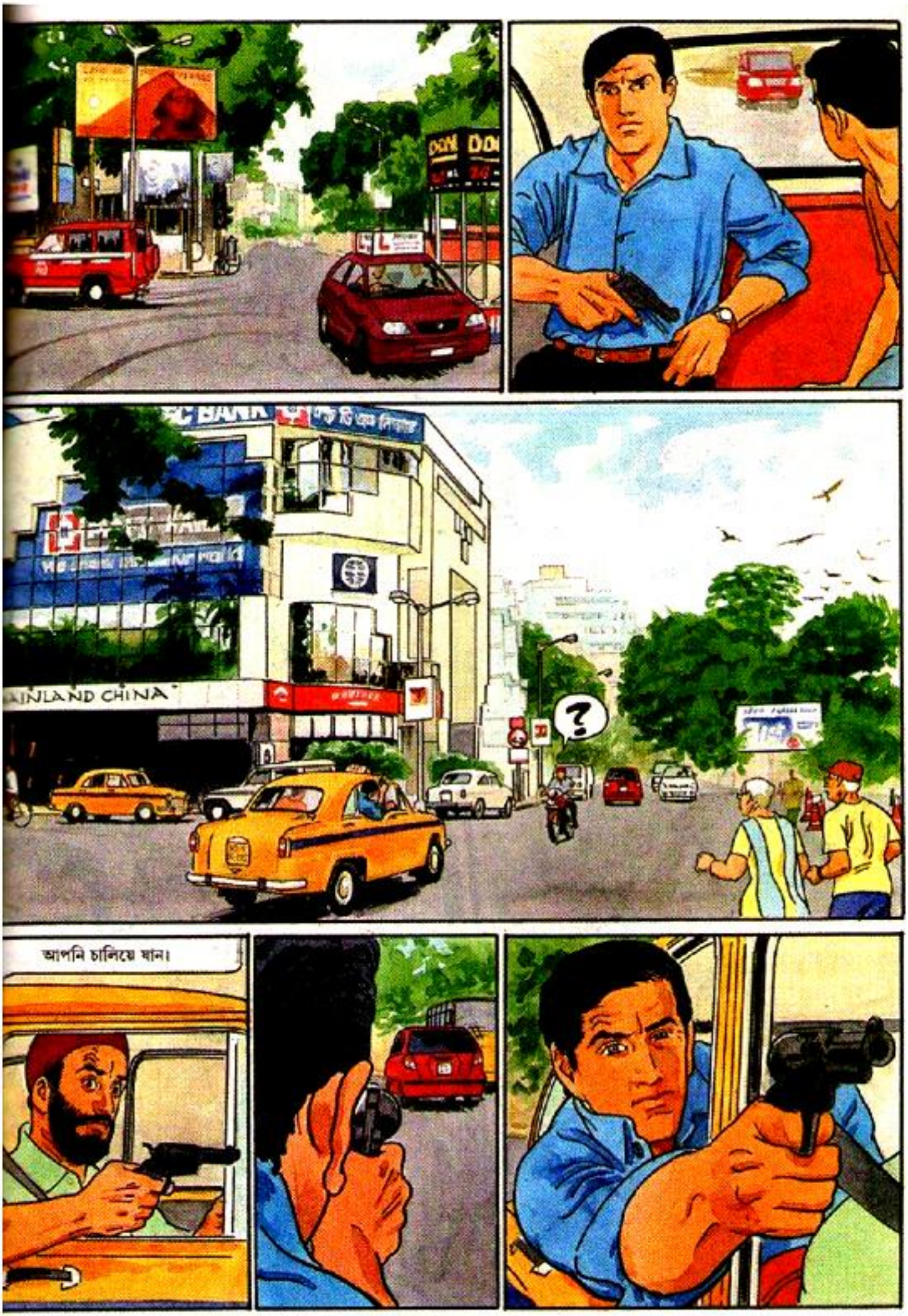
BANK
INLAND CHINA
?
আপনি চালিয়ে যান।

বুম !
হাউ, হাউ?
এসব হচ্ছে কী?
গাড়িতে ড্রাইভার ছাড়া আর কে আছে জানতে পারি কি?
কে আবার থাকবে? বললাম তো ভাগ্নেকে নিয়ে হাসপাতালে যাচ্ছি।

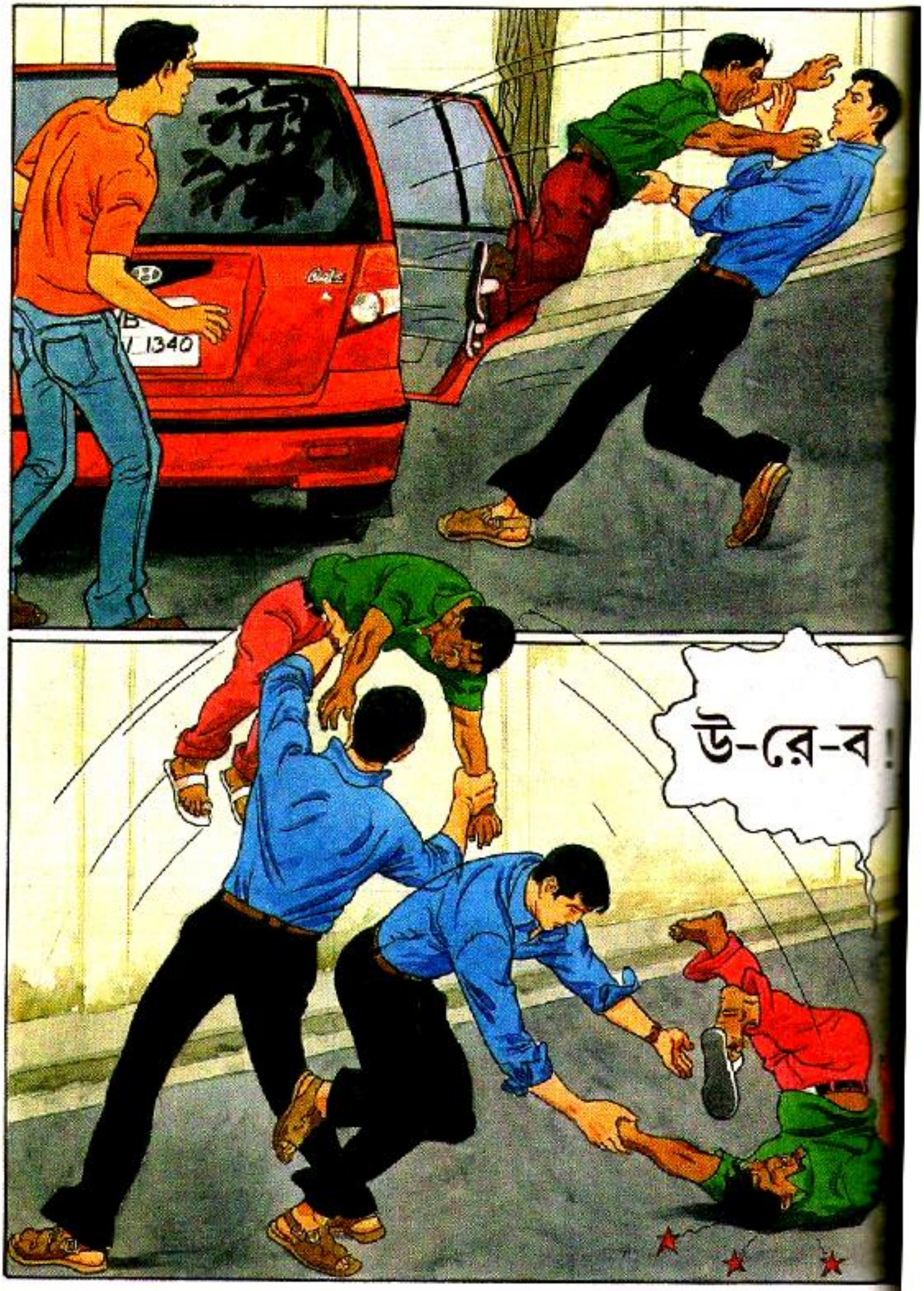
1340
উ-রে-ব !

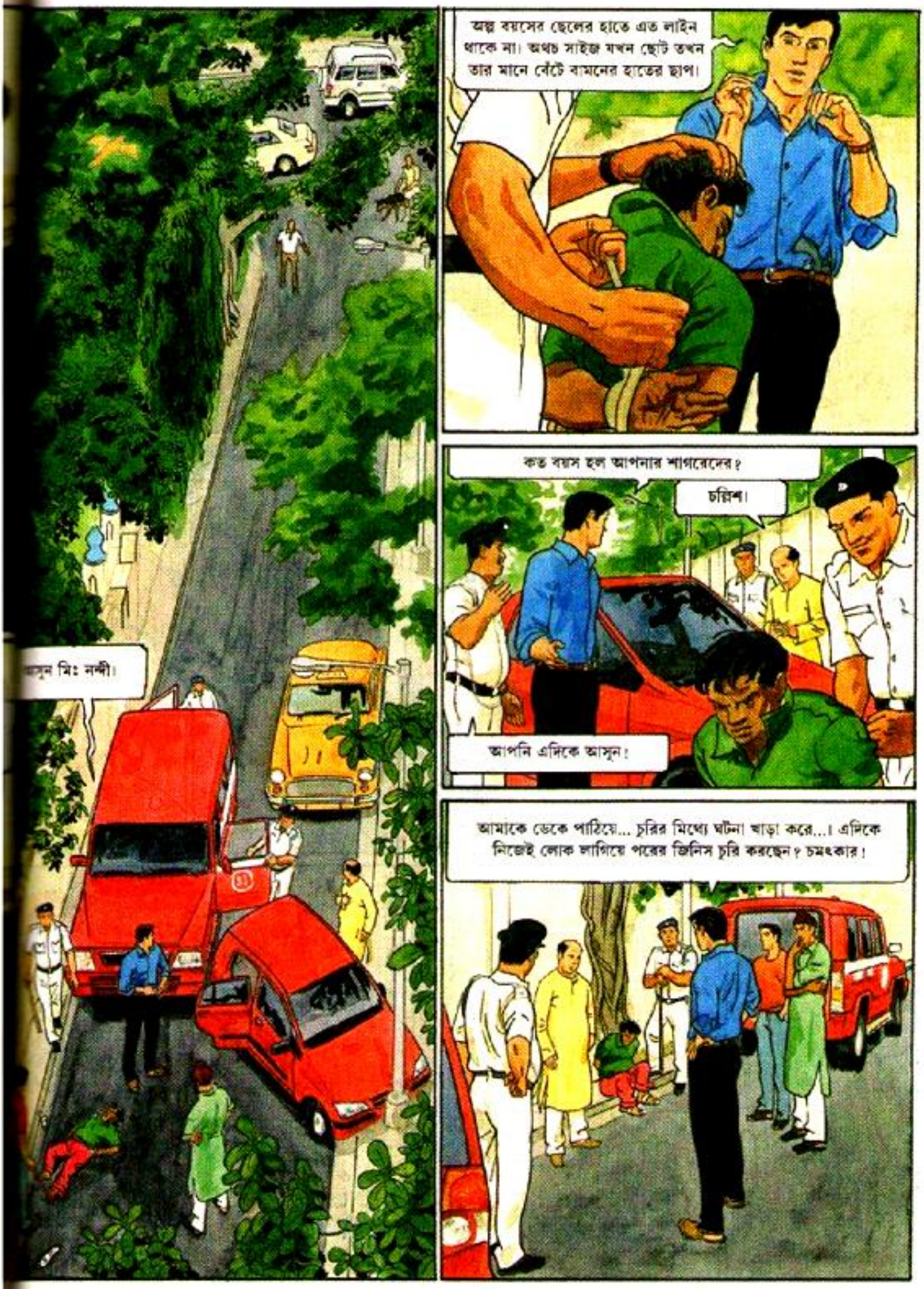
আসুন মিঃ নন্দী।
অল্প বয়সের ছেলের হাতে এত লাইন থাকে না। অথচ সাইজ যখন ছোট তখন তার মানে বেঁটে বামনের হাতের ছাপ।
কত বয়স হল আপনার শাগরেদের?
চল্লিশ।
আপনি এদিকে আসুন।
আমাকে ডেকে পাঠিয়ে... চুরির মিথ্যে ঘটনা খাড়া করে...। এদিকে নিজেই লোক লাগিয়ে পরের জিনিস চুরি করছেন? চমৎকার!

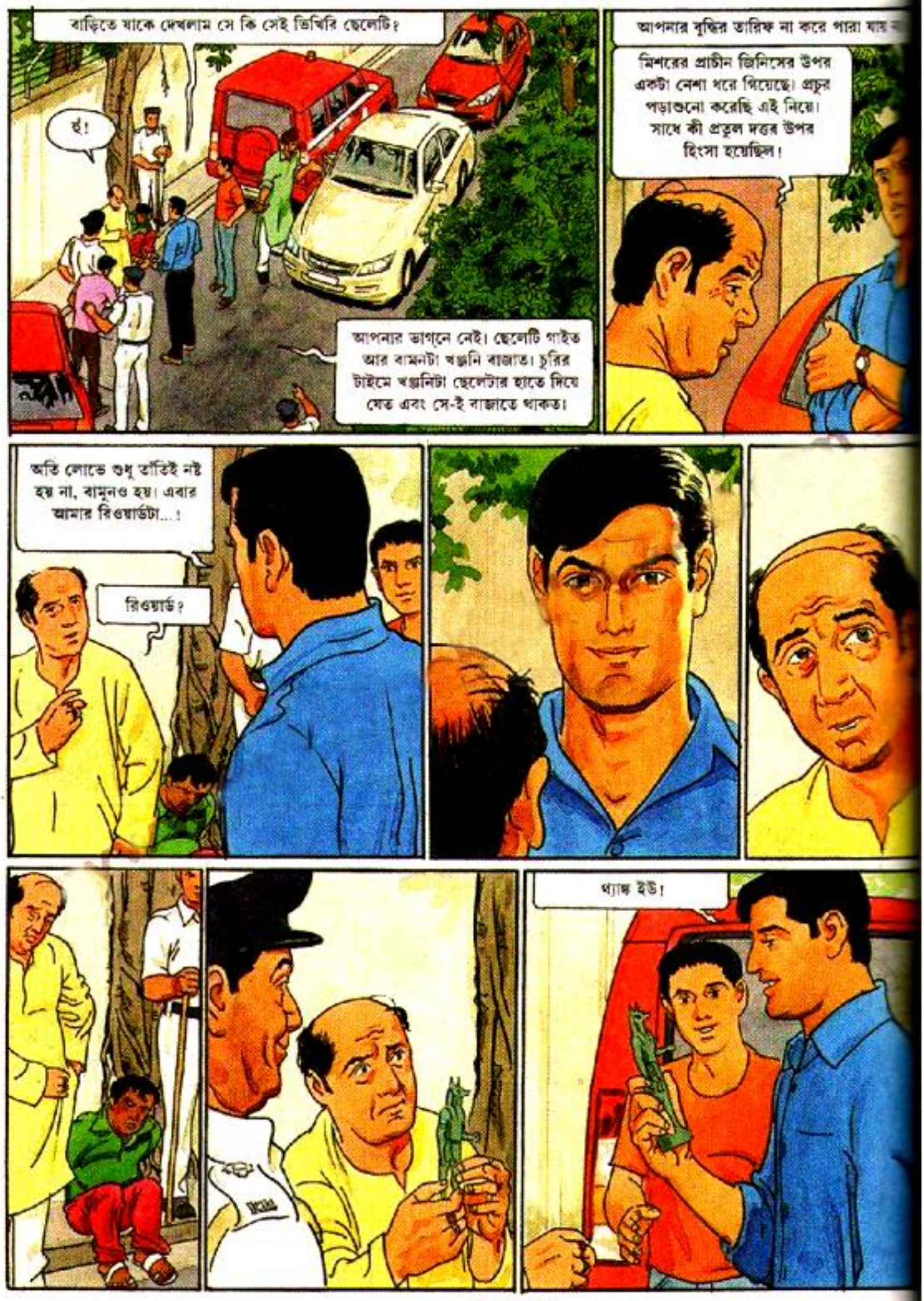
বাড়িতে যাকে দেখলাম সে কি সেই ভিখিরি ছেলেটি?
হুঁ!
আপনার ভাগ্যে নেই। ছেলেটি গাইত আর বামনটা খঞ্জনি বাজাত। চুরির টাইমে খঞ্জনিটা ছেলেটার হাতে দিয়ে যেত এবং সে-ই বাজাতে থাকত।
আপনার বুদ্ধির তারিফ না করে পারা যায় না
মিশরের প্রাচীন জিনিসের উপর একটা নেশা ধরে গিয়েছে। প্রচুর পড়াশুনো করেছি এই নিয়ে। সাধে কী প্রতুল দত্তর উপর হিংসা হয়েছিল!
অতি লোভে শুধু তাঁতিই নষ্ট হয় না, বামুনও হয়। এবার আমার রিওয়ার্ডটা...!
রিওয়ার্ড?
থ্যাঙ্ক ইউ!

(সমাপ্ত)

সত্যজিৎ রায়

গোয়েন্দা ফেলুদার রহস্য অ্যাডভেঞ্চার

নেপোলিয়নের চিঠি

আনন্দ

বেঙ্গালিয়ানের চিঠি

ছবি : অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়

নেপোলিয়নের চিঠি

কালি কলম মন, লেখে তিনজন। পুজোর লেখার ধকলের পর শীতকালটা এলে লেখার চিন্তাটা থাউজ্যান্ড মাইল দূরে চলে যায়।
আপনার অমনিবাসও পুজোয় বেরিয়ে গেল... বুক ফেয়ারে বেরোবার কথা ছিল না...
তাতেও কিছু যায় আসে না, ইট্‌স সেলিং লাইক হট কচুরিজ।
হট কচুরিজের আজকাল তেমন ডিমান্ড আছে কি?
কী বলছেন মশাই, বাগবাজারে মোহন ময়রার দোকানে কচুরির জন্য কিউ দেখলে বুঝতেন উপমাটা কত অ্যাপ্রোপ্রিয়েট

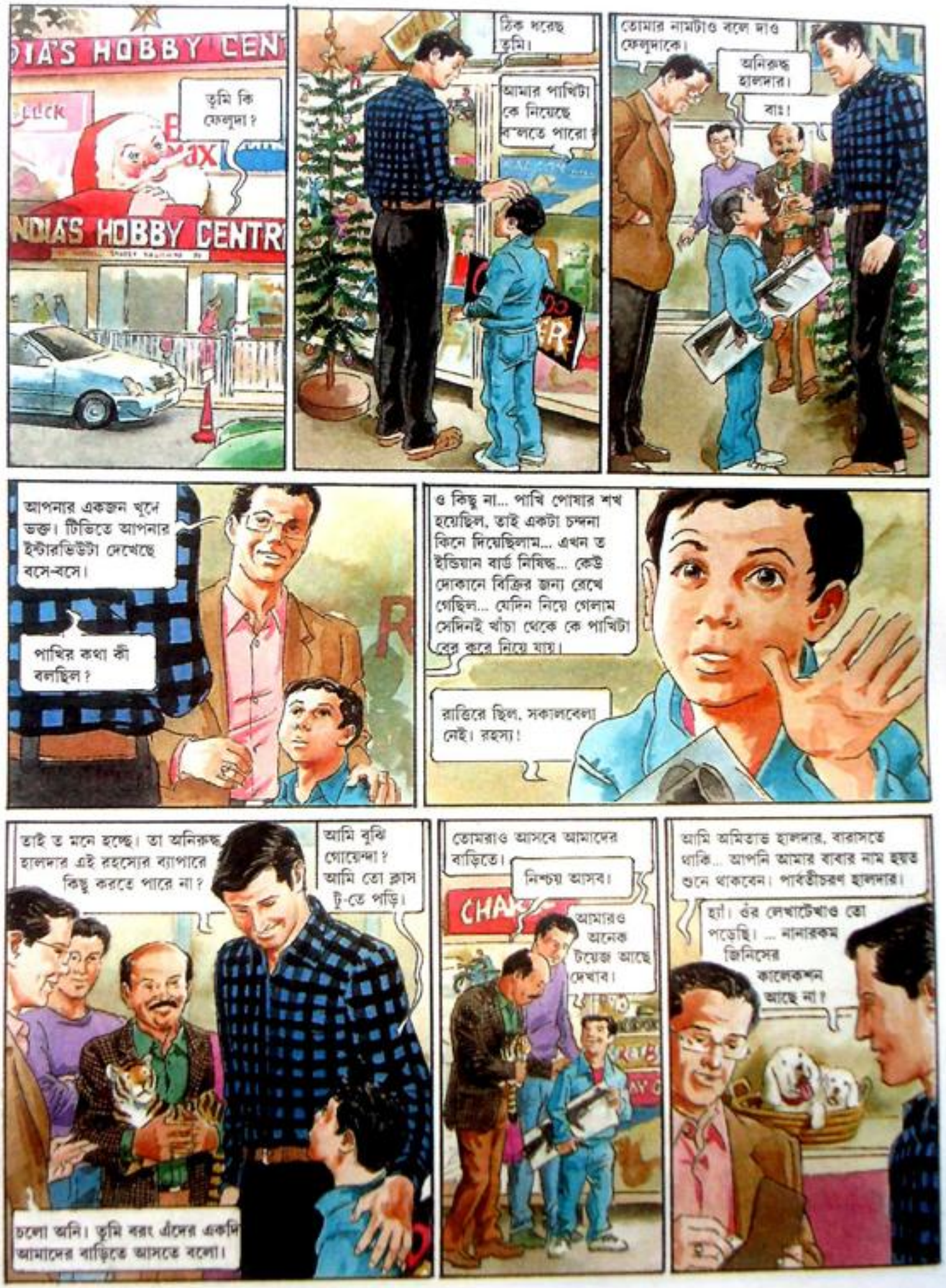
তুমি কি ফেলুদা?
ঠিক ধরেছ তুমি।
আমার পাখিটা কে নিয়েছে বলতে পারো?
তোমার নামটাও বলে দাও ফেলুদাকে।
অনিরুদ্ধ হালদার।
বাঃ!
আপনার একজন খুদে ভক্ত। টিভিতে আপনার ইন্টারভিউটা দেখেছে বসে-বসে।
পাখির কথা কী বলছিল?
ও কিছু না... পাখি পোষার শখ হয়েছিল, তাই একটা চন্দনা কিনে দিয়েছিলাম... এখন ত ইন্ডিয়ান বার্ড নিষিদ্ধ... কেউ দোকানে বিক্রির জন্য রেখে গেছিল... যেদিন নিয়ে গেলাম সেদিনই খাঁচা থেকে কে পাখিটা বের করে নিয়ে যায়।
রাত্তিরে ছিল, সকালবেলা নেই। রহস্য!
তাই ত মনে হচ্ছে। তা অনিরুদ্ধ হালদার এই রহস্যের ব্যাপারে কিছু করতে পারে না?
আমি বুঝি গোয়েন্দা? আমি তো ক্লাস টু-তে পড়ি।
চলো অনি। তুমি বরং এঁদের একদি আমাদের বাড়িতে আসতে বলো।
তোমরাও আসবে আমাদের বাড়িতে।
নিশ্চয় আসব।
আমারও অনেক টয়েজ আছে দেখাব।
আমি অমিতাভ হালদার, বারাসতে থাকি... আপনি আমার বাবার নাম হয়ত শুনে থাকবেন। পার্বতীচরণ হালদার।
হ্যাঁ। ওঁর লেখাটেখাও তো পড়েছি। ... নানারকম জিনিসের কালেকশন আছে না?

ওটা বাবার নেশা। ব্যারিস্টারি ছেড়ে এখন ওসবই করেন। সারা পৃথিবী ঘুরেছেন। গ্রামোফোন, মুঘল আমলের দাবা বোড়ে। ওয়ারেন হেস্টিংসের নস্যির কৌটো। নেপোলিয়নের চিঠি...

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট!

আমাদের বাড়িটাও দেড়শো বছরের... খুব ইন্টারেস্টিং লাগবে... কোনও রোববার-টোববার... আমি বরং একটা ফোন করে দেব...

নিশ্চয়ই...এই যে।

STREET KOLK

ইয়েস!

পরিচয় করিয়ে দিই, জনপ্রিয় লেখক লালমোহন গাঙ্গুলি... আমার খুড়তুতো ভাই তপেশরঞ্জন মিত্র।

নমস্কার। আমার স্ত্রী আপনার লেখার খুব ভক্ত।

হেঁ হেঁ...

ঠিক আসবে।

খাঁচা থেকে পাখি চুরি যায় শুনেছ ভাই তপেশ?

এর মধ্যেও রহস্যের গন্ধ পাচ্ছেন নাকি?

ব্যাপারটা ঠিক দৈনন্দিন ঘটনার মধ্যে পড়ে না। চন্দনা তো আর বার্ড অফ প্যারাডাইজ নয়।

এক, যদি না কারও নেগলিজেন্সে দরজাটা খুলে গিয়ে থাকে। একবার গিয়ে দেখতে পারলে...

গ্রেট ম্যান, বোনাপার্ট!

মিঃ মিত্তির?
বলুন কী খবর।
আমার ছেলে ত মাথা খেয়ে ফেলল। কবে আসছেন?
পাখির সন্ধান পেলেন?
নাঃ... সে আর পাওয়া যাবে না।
ভয় হয়, পাখি উদ্ধার করতে না পারলে ত বেইজ্জতের ব্যাপার হবে...
ও নিয়ে ভাববেন না। ছেলেকে একটু সময় দিলেই ও খুশি হয়ে যাবে। আসলে আমার বাবার সঙ্গে আলাপটা করিয়ে দিতে চাই। আজ ত শনি, আজকে যদি...
রটি-রটি-রটি-রটি
এসে গেছেন।
দশটা নাগাদ হলে হবে?
নিশ্চয়ই।
হট কচুরিজ সার্ভড হট।
লালমোহনবাবু, মিঃ হালদার এক্ষুনি ফোন করেছিলেন... আমি বলেছি দশটায় পৌঁছচ্ছি বারাসতে।
চলুন, চলুন, বেরিয়ে পড়ি... গাড়িতেই খাওয়া যাবে।
আরও সকালে ফোন করলে আমরাই গড়পার যেতাম, ওখান থেকে বেরনো যেত।
একই ব্যাপার... ঘরে বসে আড্ডার মুডটাই ছিল না আজ। চলুন!

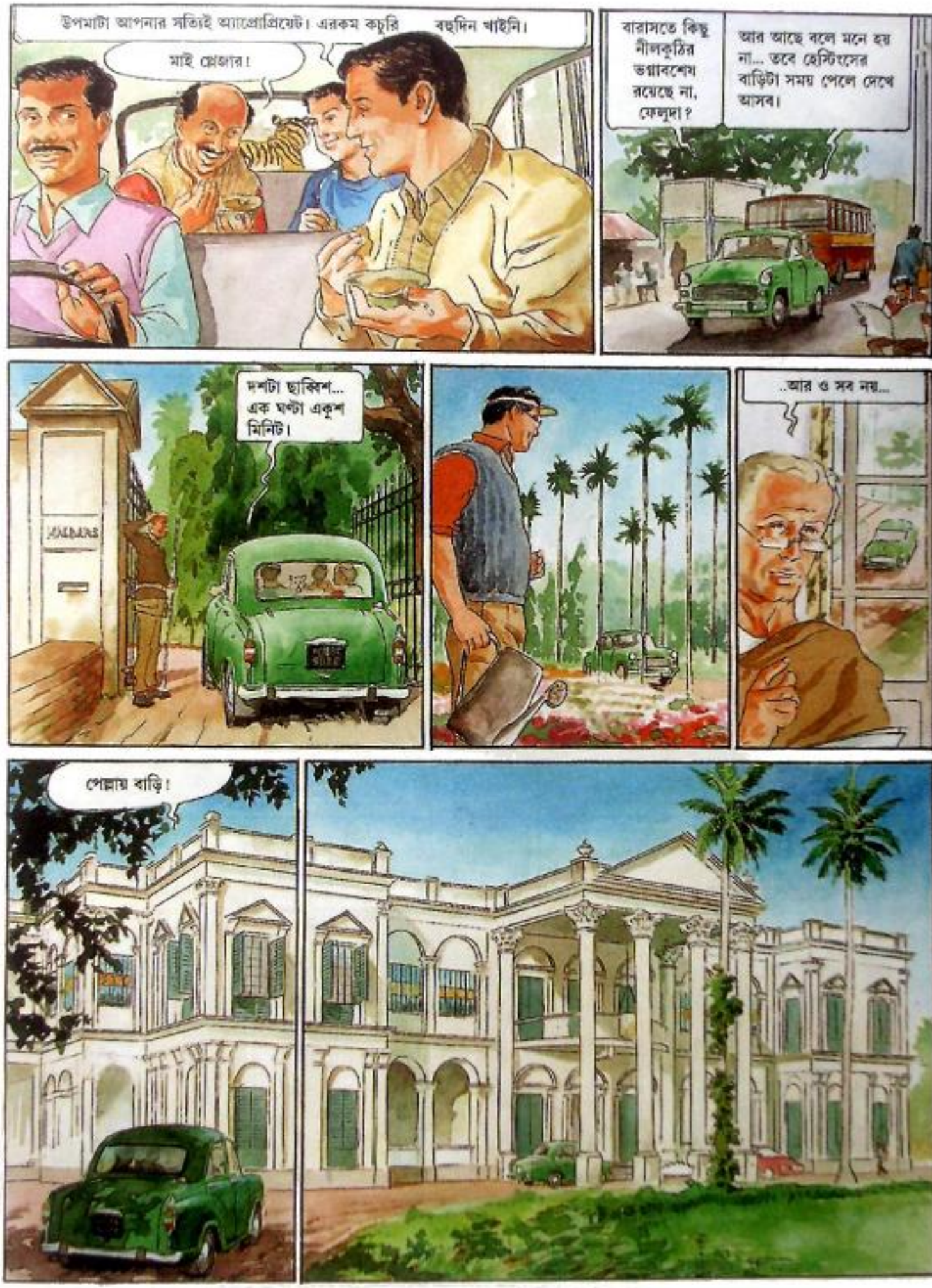
উপমাটা আপনার সত্যিই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। এরকম কচুরি বহুদিন খাইনি।
মাই প্লেজার!
বারাসতে কিছু নীলকুঠির ভগ্নাবশেষ রয়েছে না, ফেলুদা?
আর আছে বলে মনে হয় না... তবে হেস্টিংসের বাড়িটা সময় পেলে দেখে আসব।
দশটা ছাব্বিশ... এক ঘণ্টা একুশ মিনিট।
..আর ও সব নয়...
পেল্লায় বাড়ি!

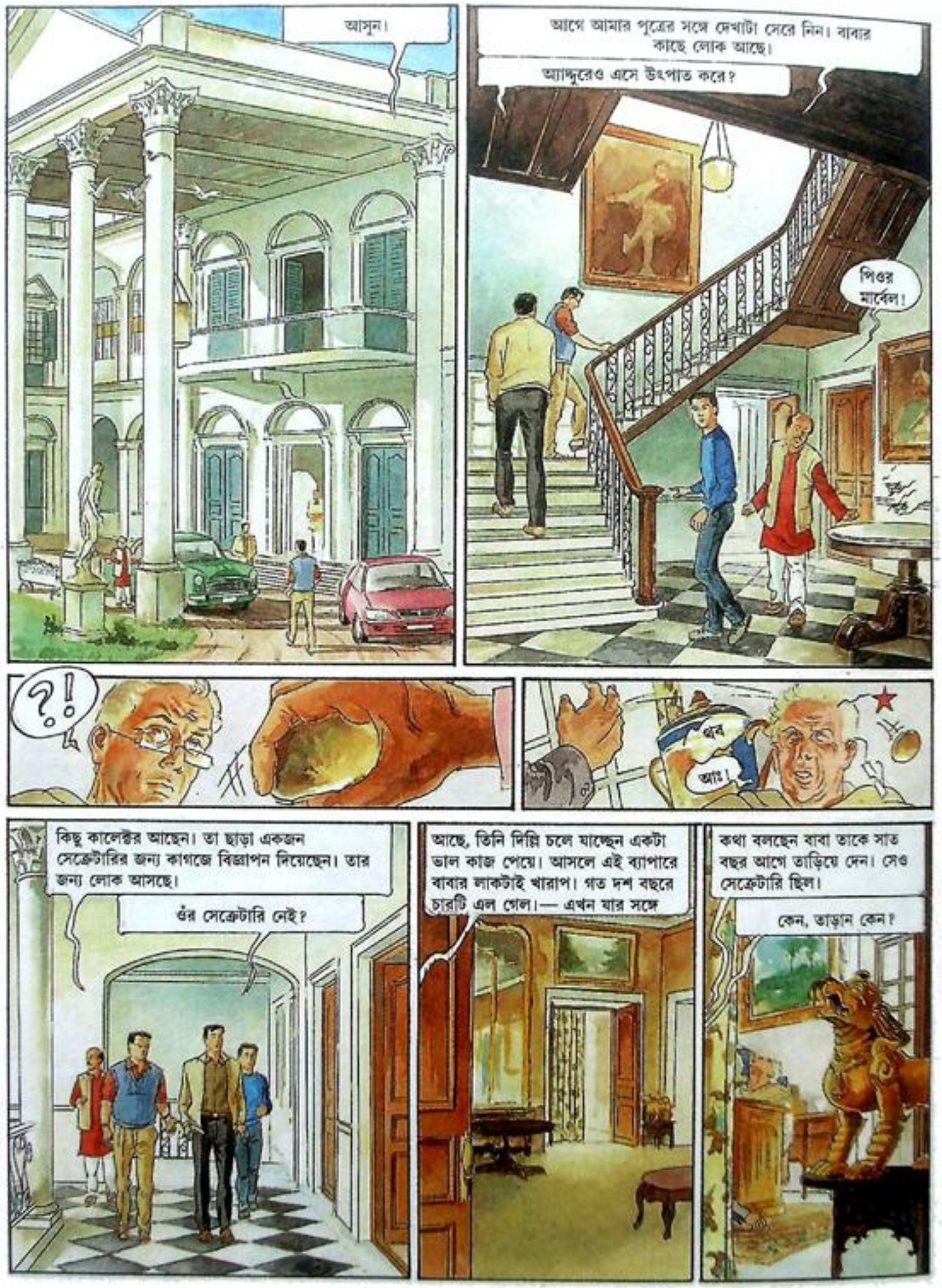
আসুন।
আগে আমার পুত্রের সঙ্গে দেখাটা সেরে নিন। বাবার কাছে লোক আছে।
অ্যান্দুরেও এসে উৎপাত করে?
পিওর মার্বেল!
?!
ধুব
আঃ!
কিছু কালেক্টর আছেন। তা ছাড়া একজন সেক্রেটারির জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। তার জন্য লোক আসছে।
ওঁর সেক্রেটারি নেই?
আছে, তিনি দিল্লি চলে যাচ্ছেন একটা ভাল কাজ পেয়ে। আসলে এই ব্যাপারে বাবার লাকটাই খারাপ। গত দশ বছরে চারটি এল গেল।— এখন যার সঙ্গে
কথা বলছেন বাবা তাকে সাত বছর আগে তাড়িয়ে দেন। সেও সেক্রেটারি ছিল।
কেন, তাড়ান কেন?

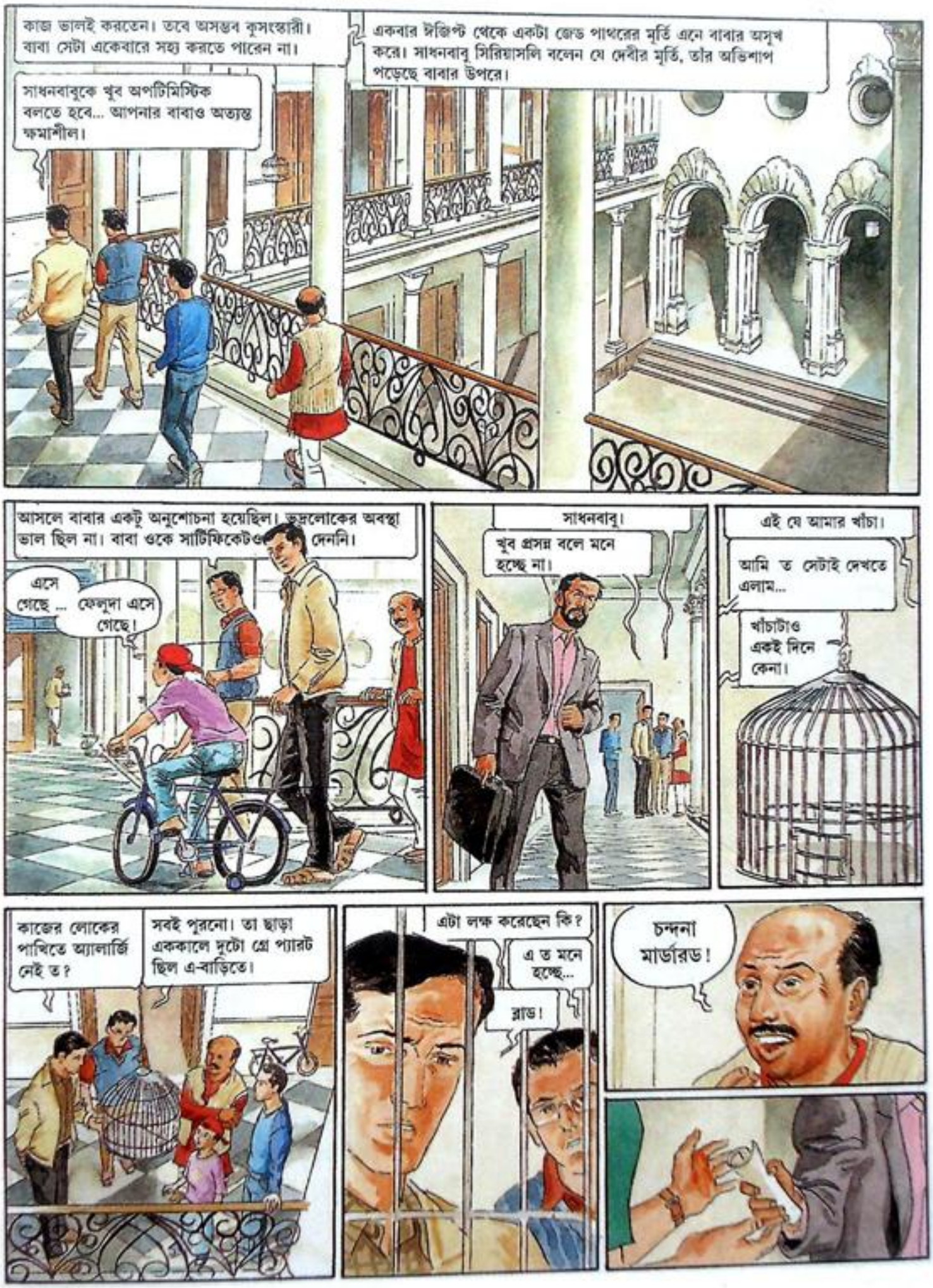
কাজ ভালই করতেন। তবে অসম্ভব কুসংস্কারী। বাবা সেটা একেবারে সহ্য করতে পারেন না।
একবার ঈজিপ্ট থেকে একটা জেড পাথরের মূর্তি এনে বাবার অসুখ করে। সাধনবাবু সিরিয়াসলি বলেন যে দেবীর মূর্তি, তার অভিশাপ পড়েছে বাবার উপরে।
সাধনবাবুকে খুব অপটিমিস্টিক বলতে হবে... আপনার বাবাও অত্যন্ত ক্ষমাশীল।
আসলে বাবার একটু অনুশোচনা হয়েছিল। ভদ্রলোকের অবস্থা ভাল ছিল না। বাবা ওকে সার্টিফিকেটও দেননি।
এসে গেছে ... ফেলুদা এসে গেছে!
সাধনবাবু।
খুব প্রসন্ন বলে মনে হচ্ছে না।
এই যে আমার খাঁচা।
আমি ত সেটাই দেখতে এলাম...
খাঁচাটাও একই দিনে কেনা।
কাজের লোকের পাখিতে অ্যালার্জি নেই ত?
সবই পুরনো। তা ছাড়া এককালে দুটো গ্রে প্যারট ছিল এ-বাড়িতে।
এটা লক্ষ করেছেন কি?
এ ত মনে হচ্ছে...
ব্লাড!
চন্দনা মার্ডারড!

রক্তটা মানুষের না পাখির, কেমিক্যাল অ্যানালিসিস না করে বোঝা যাবে না। তবে একটা স্ট্রাগল হয়েছে।
তার মানে দরজা খোলা পেয়ে পাখি পালায়নি।
পাখিকে বের করে নেওয়া হয়েছে।
কোত্থেকে কিনেছিলেন?
নিউ মার্কেট।
তিনকড়িবাবুর দোকান খুব পুরনো।
আমার মেশিনগানটা দেখবে না?
দেখবেন বাবা। আগে তোমার দাদুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, কেমন?
এই যে বাবার স্টাডি।
আসুন!
গিয়ে দ্যাখ লোকটা আছে কি না...
বাবা!

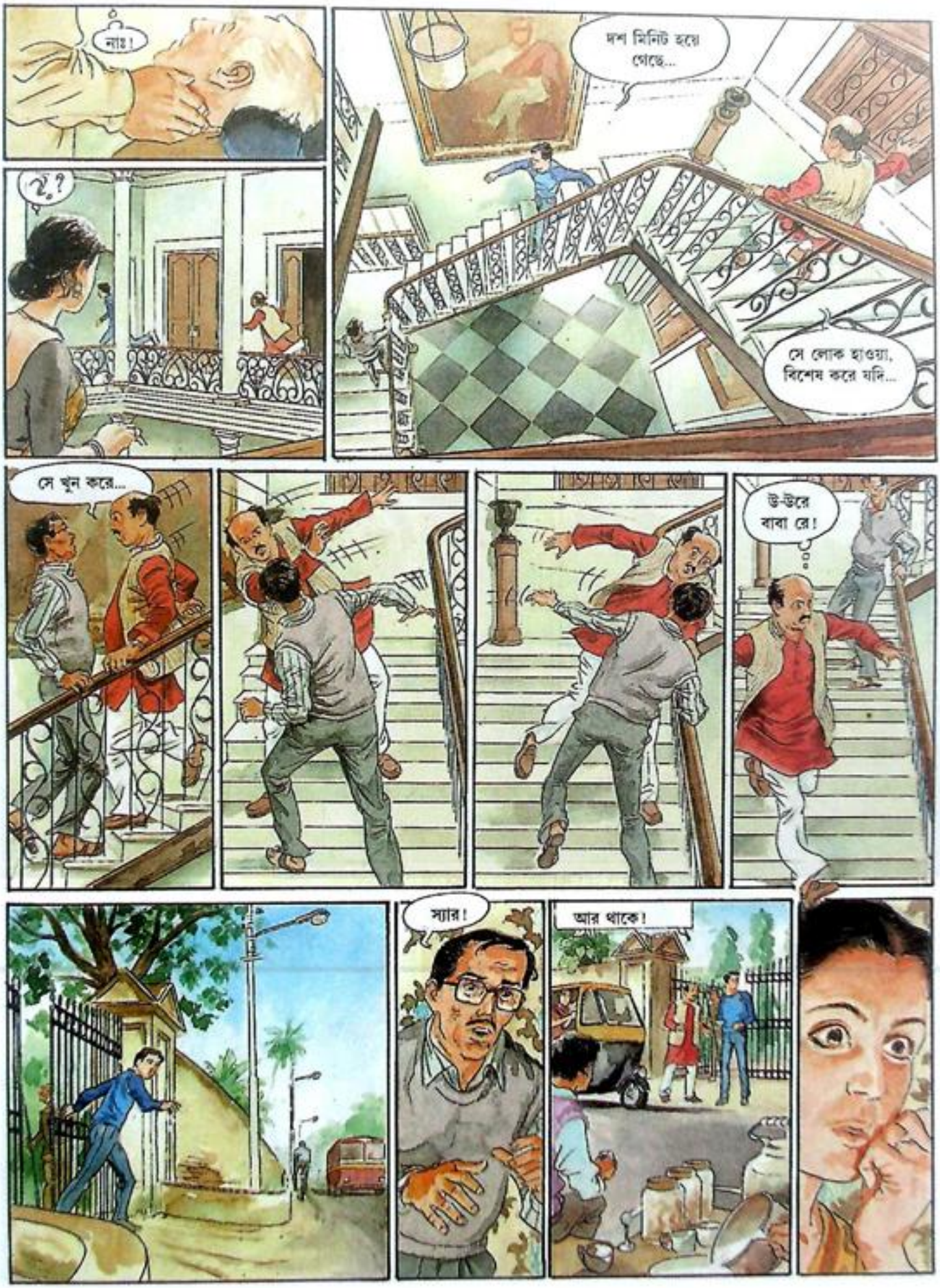
নাঃ!
দশ মিনিট হয়ে গেছে...
হুঁ?
সে লোক হাওয়া, বিশেষ করে যদি...
সে খুন করে...
উ-উরে বাবা রে!
স্যার!
আর থাকে!

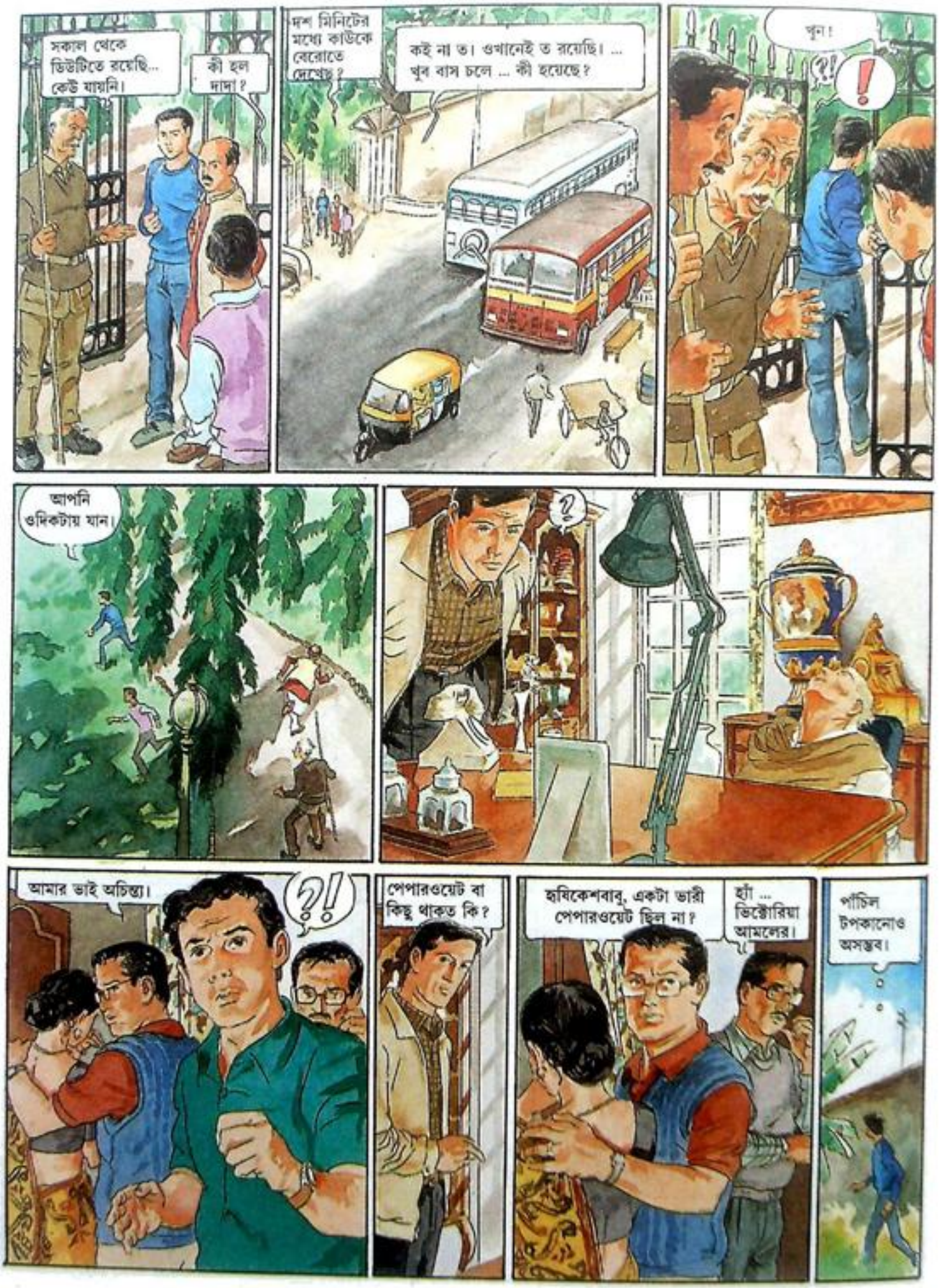
সকাল থেকে ডিউটিতে রয়েছি... কেউ যায়নি।
কী হল দাদা?
দশ মিনিটের মধ্যে কাউকে বেরোতে দেখেছ?
কই না ত। ওখানেই ত রয়েছি। ... খুব বাস চলে ... কী হয়েছে?
খুন!
?!
!
আপনি ওদিকটায় যান।
?
আমার ভাই অচিন্ত্য।
?!
পেপারওয়েট বা কিছু থাকত কি?
হৃষিকেশবাবু, একটা ভারী পেপারওয়েট ছিল না?
হ্যাঁ ... ভিক্টোরিয়া আমলের।
পাঁচিল টপকানোও অসম্ভব।

এই বাগানে খুঁজে পাওয়াও মুশকিল...
মাথায় ভারী জিনিস দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। মৃত্যুটা হয়েছে মারার সঙ্গে-সঙ্গেই। হাই প্রেশার। হার্টেও গোলমাল...
মিঃ হালদারকে এইভাবে.... ভেরি শকিং!
একটা পেপারওয়েট ছিল...
নেই। দরোয়ান বলছে কেউ বেরোয়নি....হরিপদবাবু বাইরে ছিলেন... কাউকে দ্যাখেননি বেরোতে।
...ব্যাটা এইভাবে পালাল!
নাম ডেসক্রিপশন রয়েছে, খুঁজে বের করতে অসুবিধে হবে না। অবিশ্যি সাধনবাবুর আগে যিনি এসেছিলেন খুনটা তিনিও করতে পারেন।
ওকে মৃত দেখলে সাধনবাবু কি আর ঘরে থাকতেন?
এ ত কিউরিওর দোকান। কোনও অসৎ লোক ঘরে ঢুকে মালিককে মৃত দেখলে তার ত গোয়াবারো।
আপনি বুঝতে পারবেন কোনও জিনিস গেছে কি না?
তা হয়ত পারব... সব জিনিসের একটা তালিকা করিয়েছিলেন আমাকে দিয়ে...
আপনিও এগোন... আমাদের রুটিন কাজ করতে থাকি।

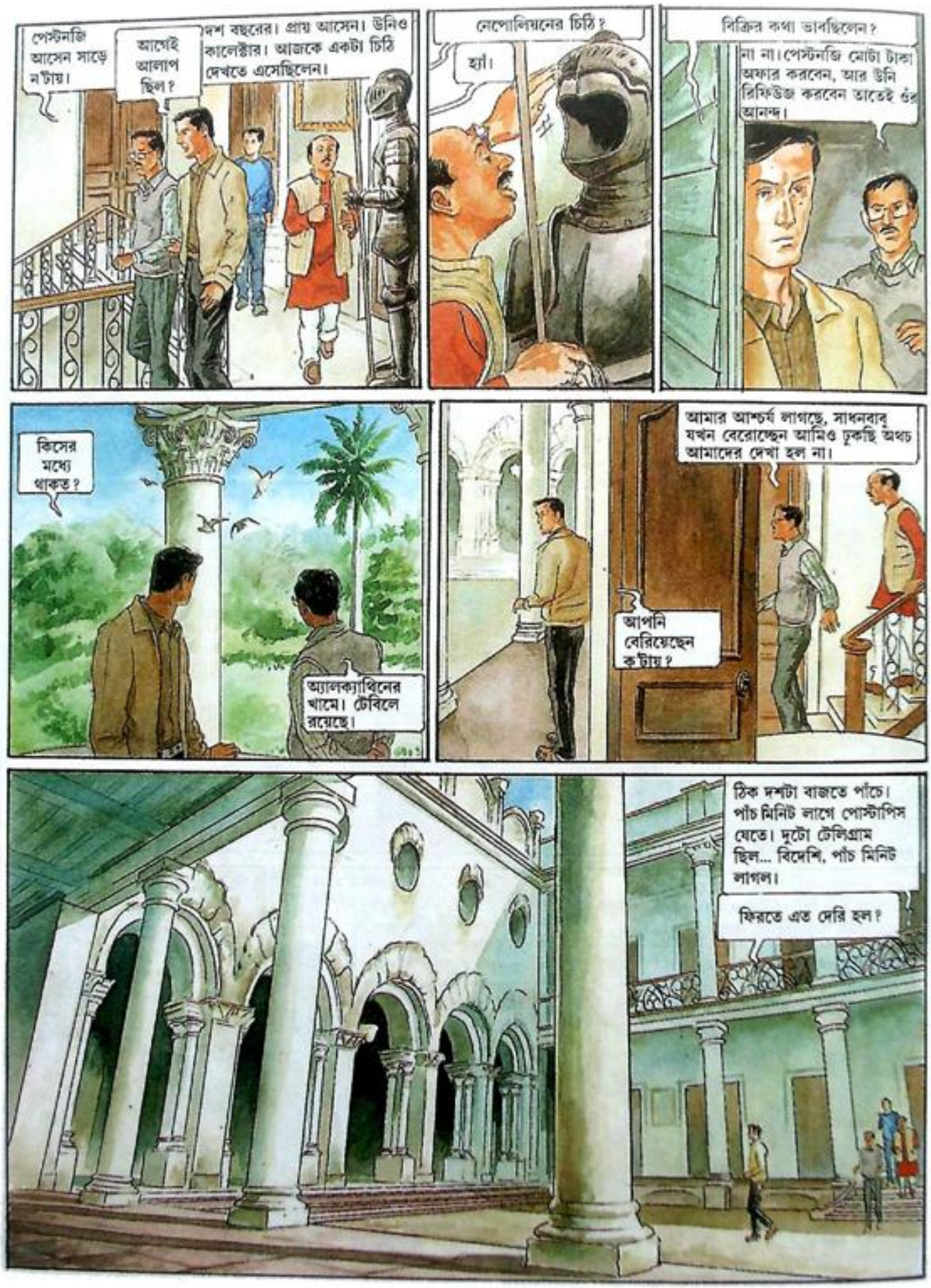
পেস্টনজি আসেন সাড়ে ন'টায়।
আগেই আলাপ ছিল?
দশ বছরের। প্রায় আসেন। উনিও কালেক্টার। আজকে একটা চিঠি দেখতে এসেছিলেন।
নেপোলিয়নের চিঠি?
হ্যাঁ।
বিক্রির কথা ভাবছিলেন?
না না। পেস্টনজি মোটা টাকা অফার করবেন, আর উনি রিফিউজ করবেন তাতেই ওঁর আনন্দ।
কিসের মধ্যে থাকত?
অ্যালক্যাথিনের খামে। টেবিলে রয়েছে।
আমার আশ্চর্য লাগছে, সাধনবাবু যখন বেরোচ্ছেন আমিও ঢুকছি অথচ আমাদের দেখা হল না।
আপনি বেরিয়েছেন ক'টায়?
ঠিক দশটা বাজতে পাঁচে। পাঁচ মিনিট লাগে পোস্টাপিস যেতে। দুটো টেলিগ্রাম ছিল... বিদেশি, পাঁচ মিনিট লাগল।
ফিরতে এত দেরি হল?

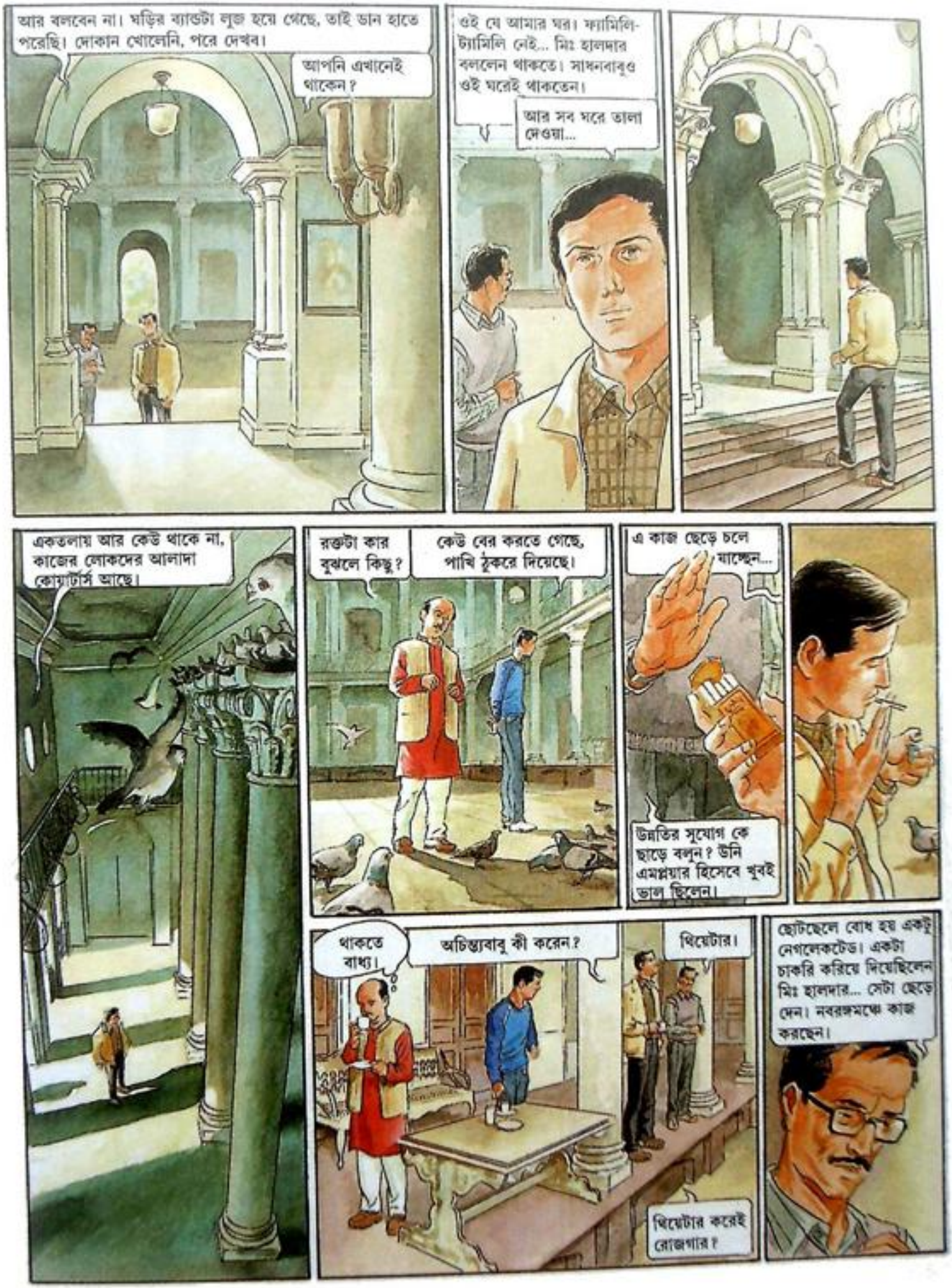
আর বলবেন না। ঘড়ির ব্যান্ডটা লুজ হয়ে গেছে, তাই ডান হাতে পরেছি। দোকান খোলেনি, পরে দেখব।
আপনি এখানেই থাকেন?
ওই যে আমার ঘর। ফ্যামিলি-ট্যামিলি নেই... মিঃ হালদার বললেন থাকতে। সাধনবাবুও ওই ঘরেই থাকতেন।
আর সব ঘরে তালা দেওয়া...
একতলায় আর কেউ থাকে না, কাজের লোকদের আলাদা কোয়ার্টার্স আছে।
রক্তটা কার বুঝলে কিছু?
কেউ বের করতে গেছে, পাখি ঠুকরে দিয়েছে।
এ কাজ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন...
উন্নতির সুযোগ কে ছাড়ে বলুন? উনি এমপ্লয়ার হিসেবে খুবই ভাল ছিলেন।
থাকতে বাধ্য।
অচিন্ত্যবাবু কী করেন?
থিয়েটার।
থিয়েটার করেই রোজগার?
ছোটছেলে বোধ হয় একটু নেগলেকটেড। একটা চাকরি করিয়ে দিয়েছিলেন মিঃ হালদার... সেটা ছেড়ে দেন। নবরঙ্গমঞ্চে কাজ করছেন।

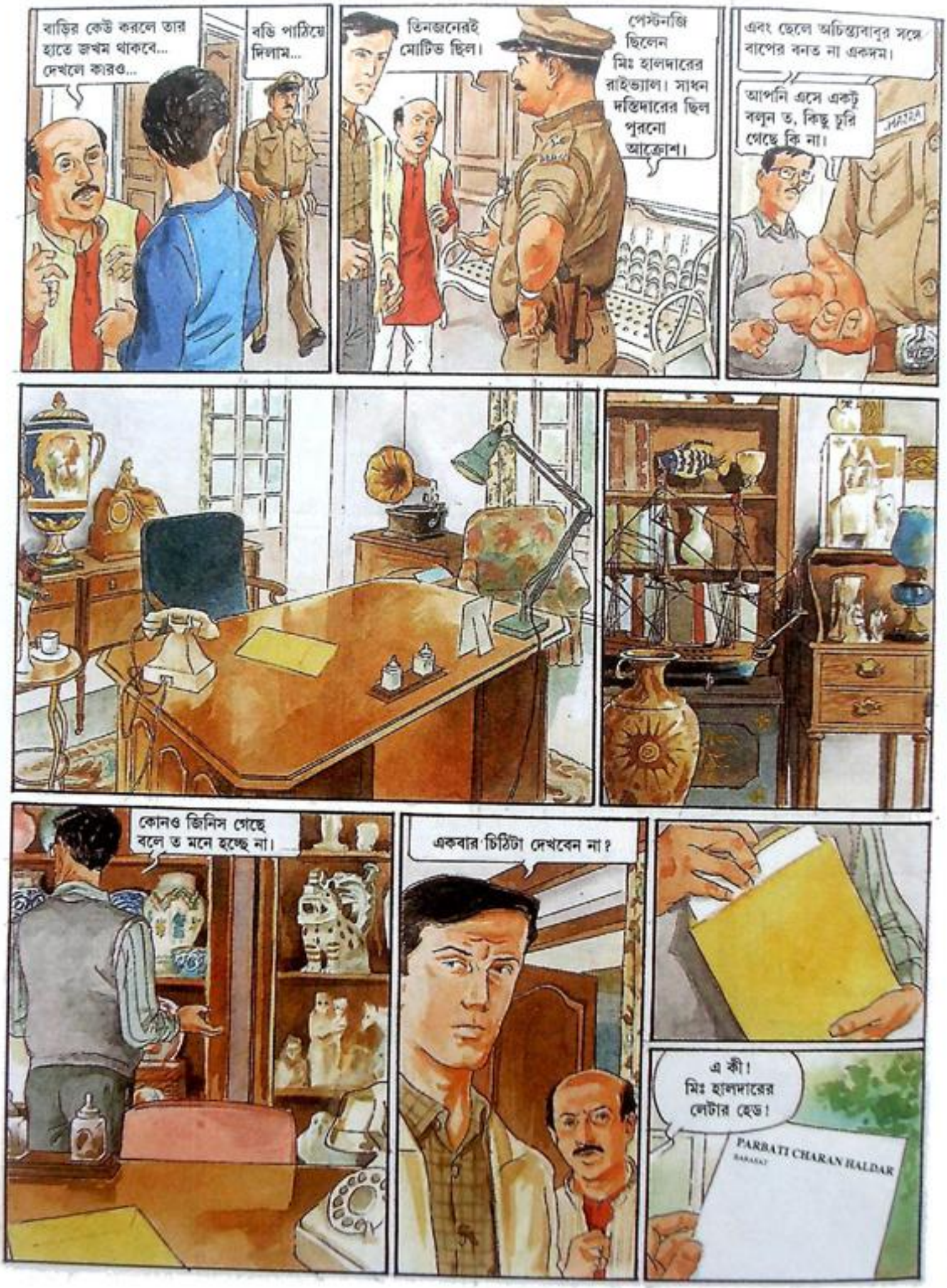
বাড়ির কেউ করলে তার হাতে জখম থাকবে... দেখলে কারও...
বডি পাঠিয়ে দিলাম...
তিনজনেরই মোটিভ ছিল।
পেস্টনজি ছিলেন মিঃ হালদারের রাইভ্যাল। সাধন দস্তিদারের ছিল পুরনো আক্রোশ।
এবং ছেলে অচিন্ত্যবাবুর সঙ্গে বাপের বনত না একদম।
আপনি এসে একটু বলুন ত, কিছু চুরি গেছে কি না।
কোনও জিনিস গেছে বলে ত মনে হচ্ছে না।
একবার চিঠিটা দেখবেন না?
এ কী! মিঃ হালদারের লেটার হেড!
PARBATI CHARAN HALDAR

কোথাও ঘাপটি মেরে বসে আছে...
?
বাবু সাবধান!
চন্দনা!
চন্দনা!
টিয়া নয় ত?
নিজে চোখে দেখলুন... বললে...
বাবু সাবধান!
?
টিঁয়া টিঁয়া
টিঁয়া
টিঁয়া
কে?

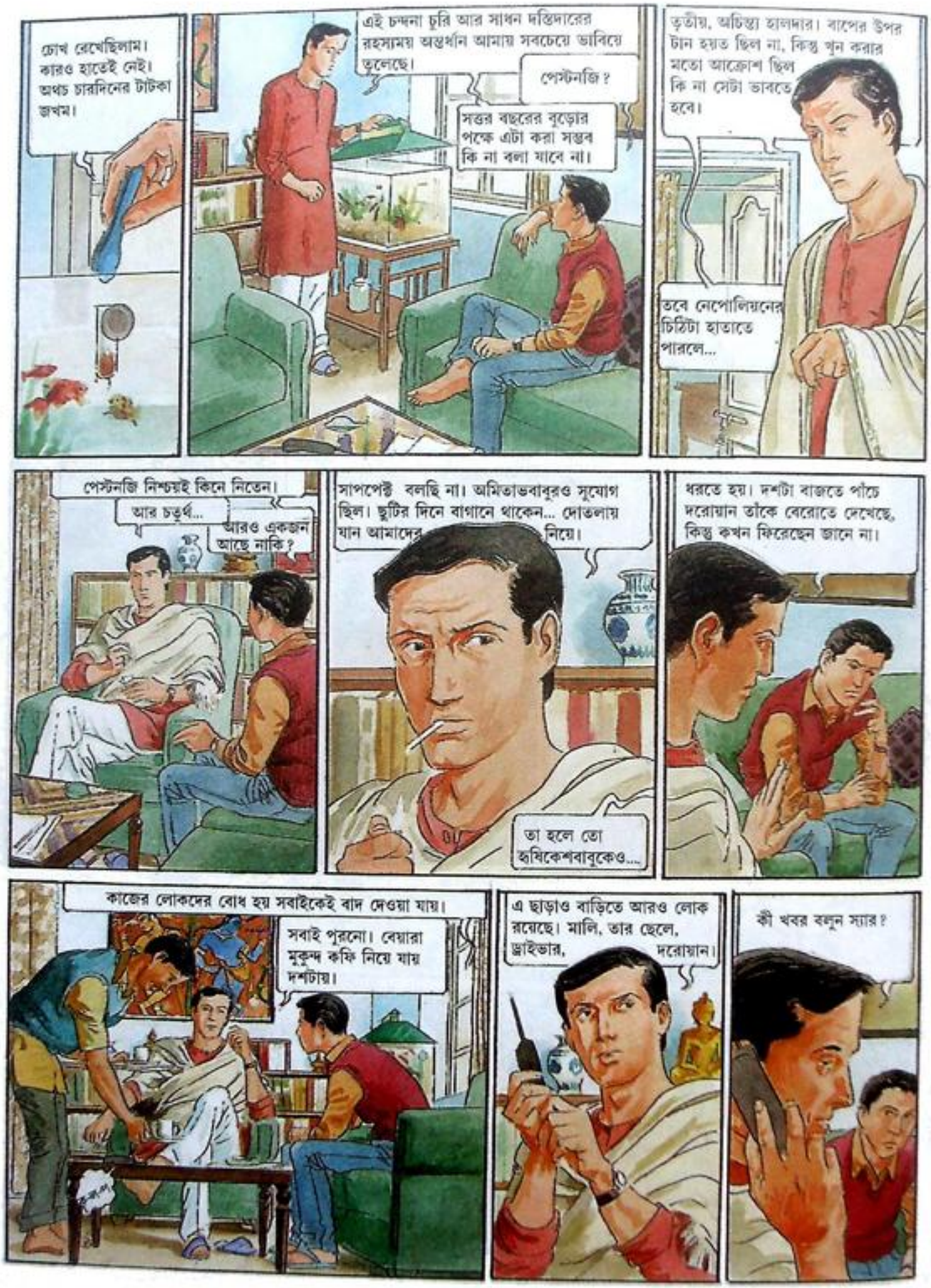
চোখ রেখেছিলাম। কারও হাতেই নেই। অথচ চারদিনের টাটকা জখম।
এই চন্দনা চুরি আর সাধন দস্তিদারের রহস্যময় অন্তর্ধান আমায় সবচেয়ে ভাবিয়ে তুলেছে।
পেস্টনজি?
সত্তর বছরের বুড়োর পক্ষে এটা করা সম্ভব কি না বলা যাবে না।
তৃতীয়, অচিন্ত্য হালদার। বাপের উপর টান হয়ত ছিল না, কিন্তু খুন করার মতো আক্রোশ ছিল কি না সেটা ভাবতে হবে।
তবে নেপোলিয়নের চিঠিটা হাতাতে পারলে...
পেস্টনজি নিশ্চয়ই কিনে নিতেন।
আর চতুর্থ...
আরও একজন আছে নাকি?
সাপপেক্ট বলছি না। অমিতাভবাবুরও সুযোগ ছিল। ছুটির দিনে বাগানে থাকেন... দোতলায় যান আমাদের নিয়ে।
তা হলে তো হৃষিকেশবাবুকেও....
ধরতে হয়। দশটা বাজতে পাঁচে দরোয়ান তাঁকে বেরোতে দেখেছে, কিন্তু কখন ফিরেছেন জানে না।
কাজের লোকদের বোধ হয় সবাইকেই বাদ দেওয়া যায়।
সবাই পুরনো। বেয়ারা মুকুন্দ কফি নিয়ে যায় দশটায়।
এ ছাড়াও বাড়িতে আরও লোক রয়েছে। মালি, তার ছেলে, ড্রাইভার, দরোয়ান।
কী খবর বলুন স্যার?

ভেরি স্যাড। সাধন দস্তিদারের দেওয়া ঠিকানায় ওই নামে কেউ থাকে না এবং কোনওদিন ছিলও না।
আর হৃষিকেশবাবুর অ্যালিবাই?
পোস্টাপিসে গেছিলেন...টেলিগ্রামও করেছেন। তারপর কী করেছেন জানা যাচ্ছে না।
আর পেস্টনজি?
তিরিক্ষি মেজাজের লোক। প্রচণ্ড ধনী। এমনিতে শক্ত সমর্থ, তবে আরথ্রাইটিসে কাবু। ডানহাত কাঁধের উপর ওঠে না। ফিজিওথেরাপি করান, চেক করেছি। সত্যি।
তা হলে সেই সাধন দস্তিদারের সন্ধানেই লেগে থাকতে হয়।
অ্যাপ্লিকেশনের খামেও বারাসতের পোস্টমার্ক রয়েছে। অথচ...
ইন্টারেস্টিং!
ও, ভাল কথা, খোকার ঘরে চোর এসেছিল।
আবার?
আবার মানে?
না। একটা চুরি ত হল বাড়িতে, আবার চোর?
যাই হোক, কিছু নেয়নি। বাবা-মায়ের পাশের ঘরে শোয়। বিলিতি কায়দা! একটা শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। 'কে' বলে চেঁচাতে চোর পালায়।
ভয় করল না?
বললে, দাদু খুন হবার পর থেকে বালিশের নীচে মেশিনগান নিয়ে শোয়।
সে কী মশাই, আপনি এখনও অন্ধকারে নাকি?
কী করি বলুন—রোজ যদি একটা নতুন রহস্যের উদ্ভব হয়...খোকার ঘরে চোর ঢুকেছে কাল রাত্তিরে।

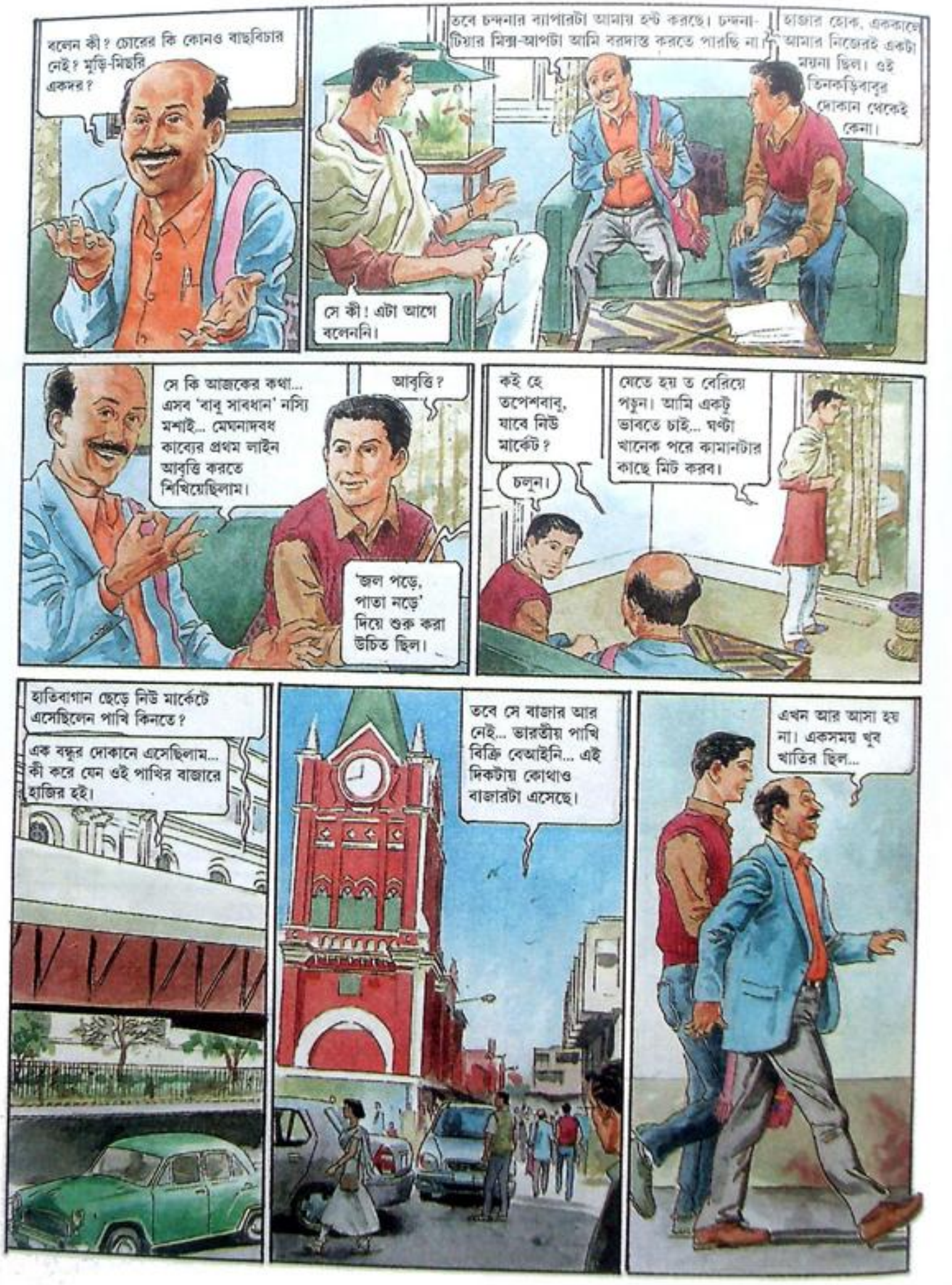
বলেন কী? চোরের কি কোনও বাছবিচার নেই? মুড়ি-মিছরি একদর?
তবে চন্দনার ব্যাপারটা আমায় হন্ট করছে। চন্দনা-টিয়ার মিস্ত্রি-আপটা আমি বরদাস্ত করতে পারছি না।
হাজার হোক, এককালে আমার নিজেরই একটা ময়না ছিল। ওই তিনকড়িবাবুর দোকান থেকেই কেনা।
সে কী! এটা আগে বলেননি।
সে কি আজকের কথা... এসব 'বাবু সাবধান' নস্যি মশাই... মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম লাইন আবৃত্তি করতে শিখিয়েছিলাম।
আবৃত্তি?
'জল পড়ে, পাতা নড়ে' দিয়ে শুরু করা উচিত ছিল।
কই হে তপেশবাবু, যাবে নিউ মার্কেট?
চলুন।
যেতে হয় ত বেরিয়ে পড়ুন। আমি একটু ভাবতে চাই... ঘণ্টা খানেক পরে কামানটার কাছে মিট করব।
হাতিবাগান ছেড়ে নিউ মার্কেটে এসেছিলেন পাখি কিনতে?
এক বন্ধুর দোকানে এসেছিলাম... কী করে যেন ওই পাখির বাজারে হাজির হই।
তবে সে বাজার আর নেই... ভারতীয় পাখি বিক্রি বেআইনি... এই দিকটায় কোথাও বাজারটা এসেছে।
এখন আর আসা হয় না। একসময় খুব খাতির ছিল...

এ যে সব মুরগির দোকান।
ওই যে... তিনকড়িবাবু
চিনতে পারছেন?
চেনা মুখ তো ভুলি না চট করে।
নাকুবাবু তো? কারবালা ট্যাঙ্ক লেনে থাকেন না?
আপনার এখান থেকে পাঁচ-ছ' দিন আগে একজন একটা চন্দনা কিনে নিয়ে গেছেন... বারাসতের এক ভদ্রলোক?
কেন মশাই, অত ইনফরমেশন কী দরকার?
সেই পাখিটা খাঁচা থেকে চুরি গেছে রহস্যজনকভাবে।
অত্যন্ত রহস্যজনকভাবে।
ফিরে পেতে চান ত কাগজে অ্যাডভারটাইজ দিন।
তা না হয় দেব। কিন্তু আপনার দোকানে কোত্থেকে...
বললুম ত অতশত বলা যাবে না।
পাখিটা কথা বলত কি?
তা বলতে পারে... এরাও কথা বলে।
এবার এসো!
!?!!
নিউ মার্কেটে এলেই দেখেছি কিছু একটা কিনতে ইচ্ছে করে।
কিনতে ইচ্ছে করে?
একটা হিস্টোরিক্যাল ল্যান্ডমার্ক ত!
AVIS
TREND
FAS

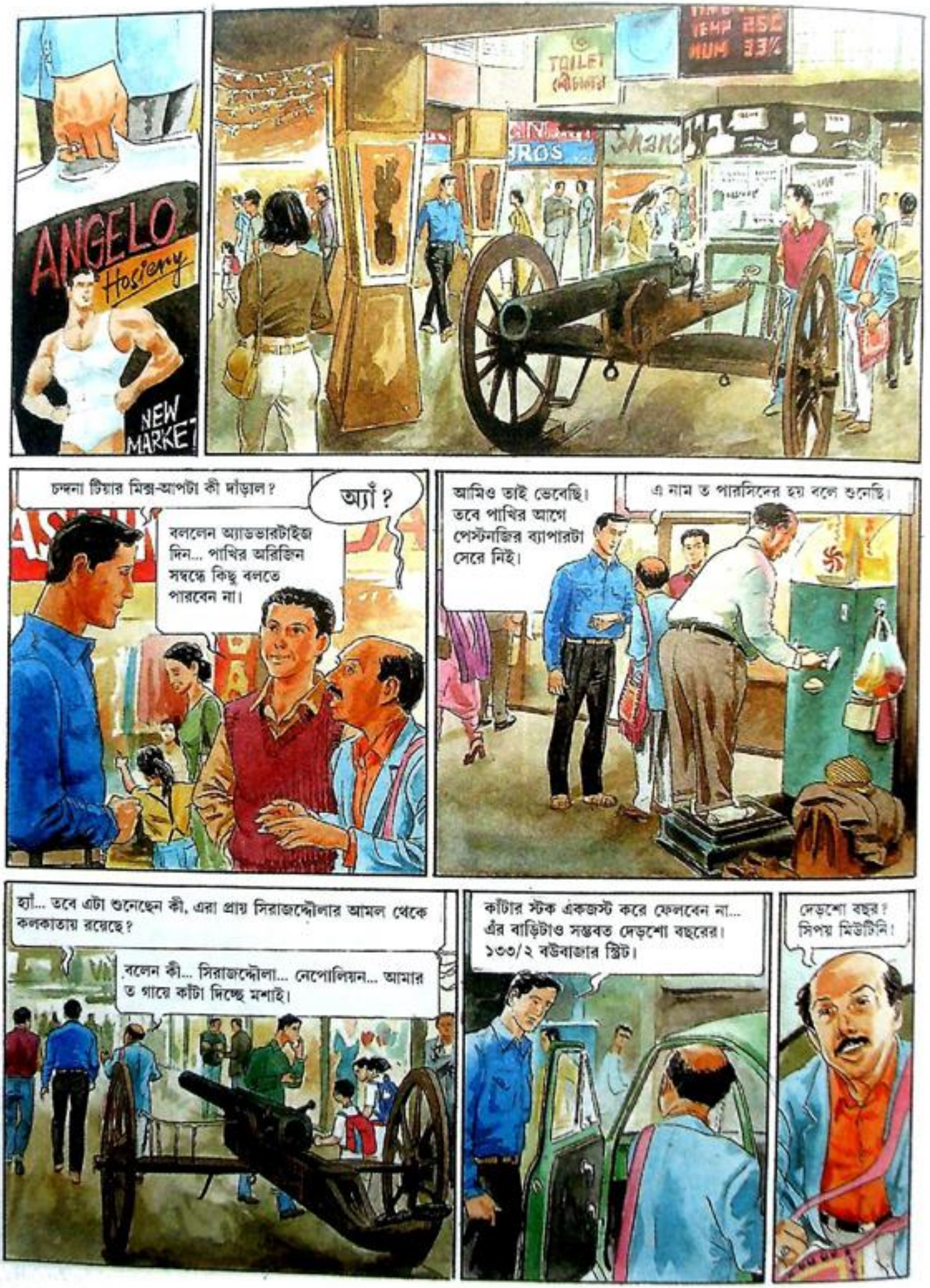
ANGELO
Hosiery
NEW MARKET
TOILET
TEMP 25C
HUM 33%
BROS
চন্দনা টিয়ার মিক্স-আপটা কী দাঁড়াল?
অ্যাঁ?
বললেন অ্যাডভারটাইজ দিন... পাখির অরিজিন সম্বন্ধে কিছু বলতে পারবেন না।
আমিও তাই ভেবেছি। তবে পাখির আগে পেস্টনজির ব্যাপারটা সেরে নিই।
এ নাম ত পারসিদের হয় বলে শুনেছি।
হ্যাঁ... তবে এটা শুনেছেন কী, এরা প্রায় সিরাজদ্দৌলার আমল থেকে কলকাতায় রয়েছে?
বলেন কী... সিরাজদ্দৌলা... নেপোলিয়ন... আমার ত গায়ে কাঁটা দিচ্ছে মশাই।
কাঁটার স্টক একজস্ট করে ফেলবেন না... এঁর বাড়িটাও সম্ভবত দেড়শো বছরের। ১৩৩/২ বউবাজার স্ট্রিট।
দেড়শো বছর? সিপয় মিউটিনি!

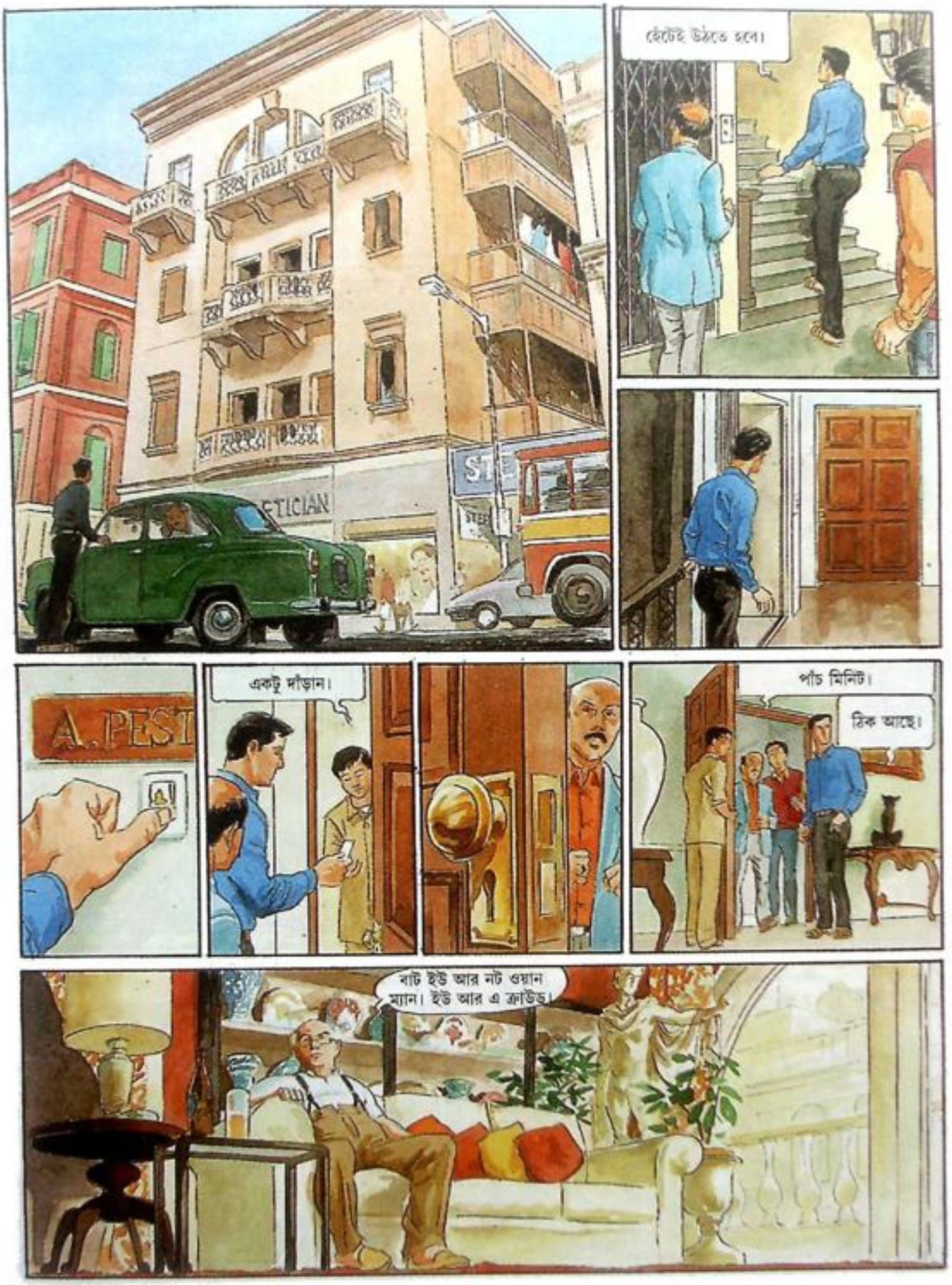
হেঁটেই উঠতে হবে।
একটু দাঁড়ান।
পাঁচ মিনিট।
ঠিক আছে।
বাট ইউ আর নট ওয়ান ম্যান। ইউ আর এ ক্রাউড।

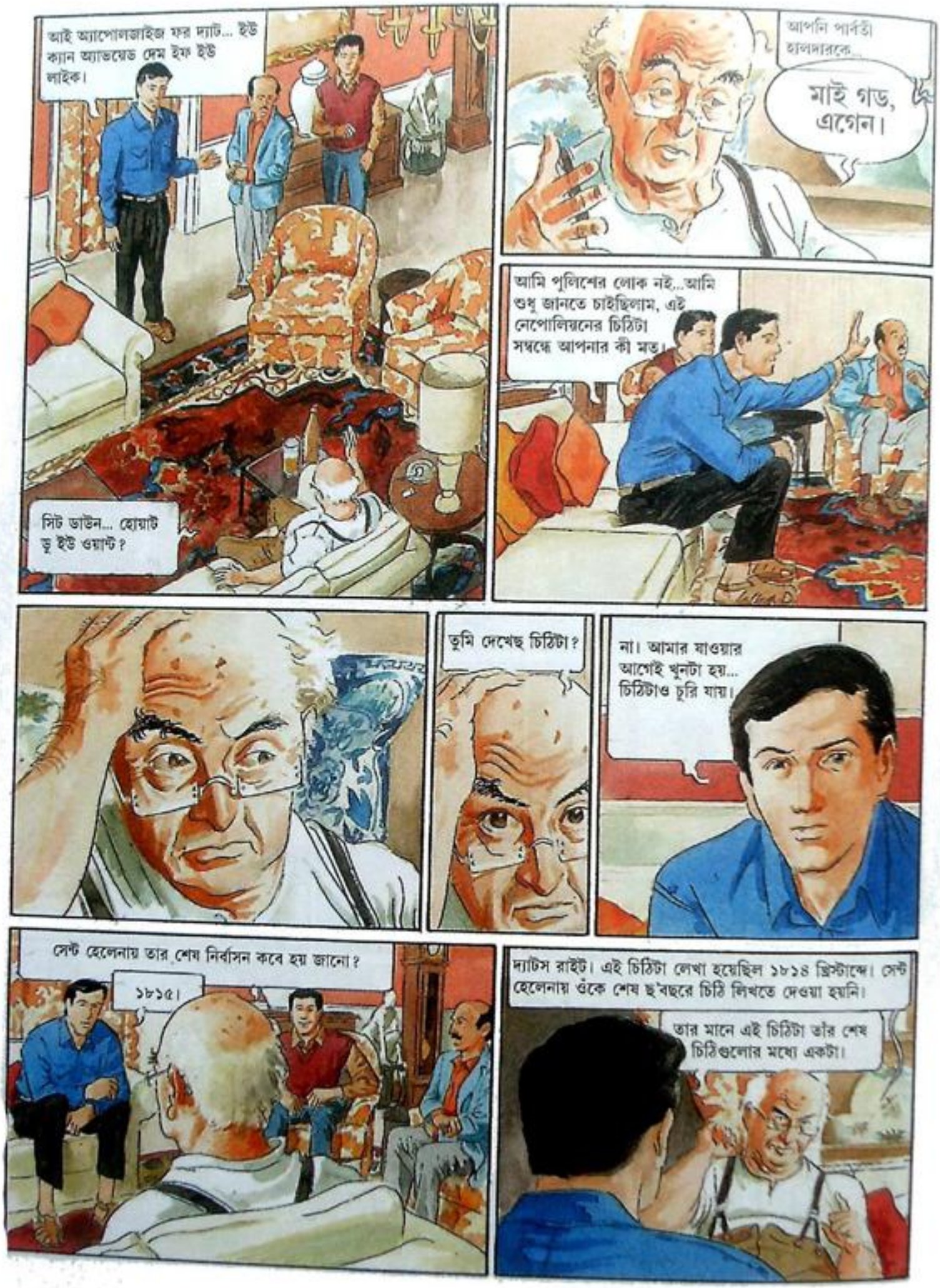
আই অ্যাপোলজাইজ ফর দ্যাট... ইউ ক্যান অ্যাভয়েড দেম ইফ ইউ লাইক।
সিট ডাউন... হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট?
আপনি পার্বতী হালদারকে...
মাই গড, এগেন।
আমি পুলিশের লোক নই...আমি শুধু জানতে চাইছিলাম, এই নেপোলিয়নের চিঠিটা সম্বন্ধে আপনার কী মত।
তুমি দেখেছ চিঠিটা?
না। আমার যাওয়ার আগেই খুনটা হয়... চিঠিটাও চুরি যায়।
সেন্ট হেলেনায় তার শেষ নির্বাসন কবে হয় জানো?
১৮১৫।
দ্যাটস রাইট। এই চিঠিটা লেখা হয়েছিল ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে। সেন্ট হেলেনায় ওঁকে শেষ ছ'বছরে চিঠি লিখতে দেওয়া হয়নি।
তার মানে এই চিঠিটা তাঁর শেষ চিঠিগুলোর মধ্যে একটা।

শুধু 'মঁ শেরামি'—অর্থাৎ 'আমার প্রিয় বন্ধু' দিয়ে চিঠি শুরু। ভাব ও ভাষা অপূর্ব। সব হারিয়েছেন কিন্তু এক বিন্দু আদর্শচ্যুত হননি।
এ চিঠি লাখে এক। জুরিখে এক সর্বস্বান্ত মাতালের কাছ থেকে জলের দরে মিঃ হালদার কিনে ছিলেন... সে জিনিস আমার হাতে চলে আসত এক লক্ষ টাকায়।
মাত্র এক লক্ষ টাকায় বিক্রি করতে রাজি ছিলেন মিঃ হালদার?
নেভার।
নো নো— হালদারের গোঁ ছিল সাঙ্ঘাতিক। ওঁর এদিকটা আমি শ্রদ্ধা করতাম।
এটা আমি পুলিশকে বলিনি। জেরায় প্রেশার চড়ে গেছিল। ইউ লুক লাইক এ জেন্টলম্যান, তাই বলছি। কাল সকালে একটা ফোন এল। নাম বলল না। বলল নেপোলিয়নের চিঠিটা কিনতে রাজি কি না?
রাত্রে আসতে বলি। বললে, লোক পাঠাবে। আরও বললে, পুলিশে খবর দিলে আমারও দশা হবে হালদারের মতো।
তোমাদের কিছু অফার করতে পারি? চা, বিয়ার?
ধন্যবাদ। আমরা এখুনি উঠব।
এসেছিল সে লোক?
নো। নোবডি কেম।
ওটা মিং যুগের পোর্সিলিন বলে মনে হচ্ছে?
বাঃ তুমি ত সব জানো-টানো দেখছি। এক্সকুইজিট জিনিস।
একবার যদি...
নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। হাতে না নিয়ে দেখলে বুঝতে পারবে না।

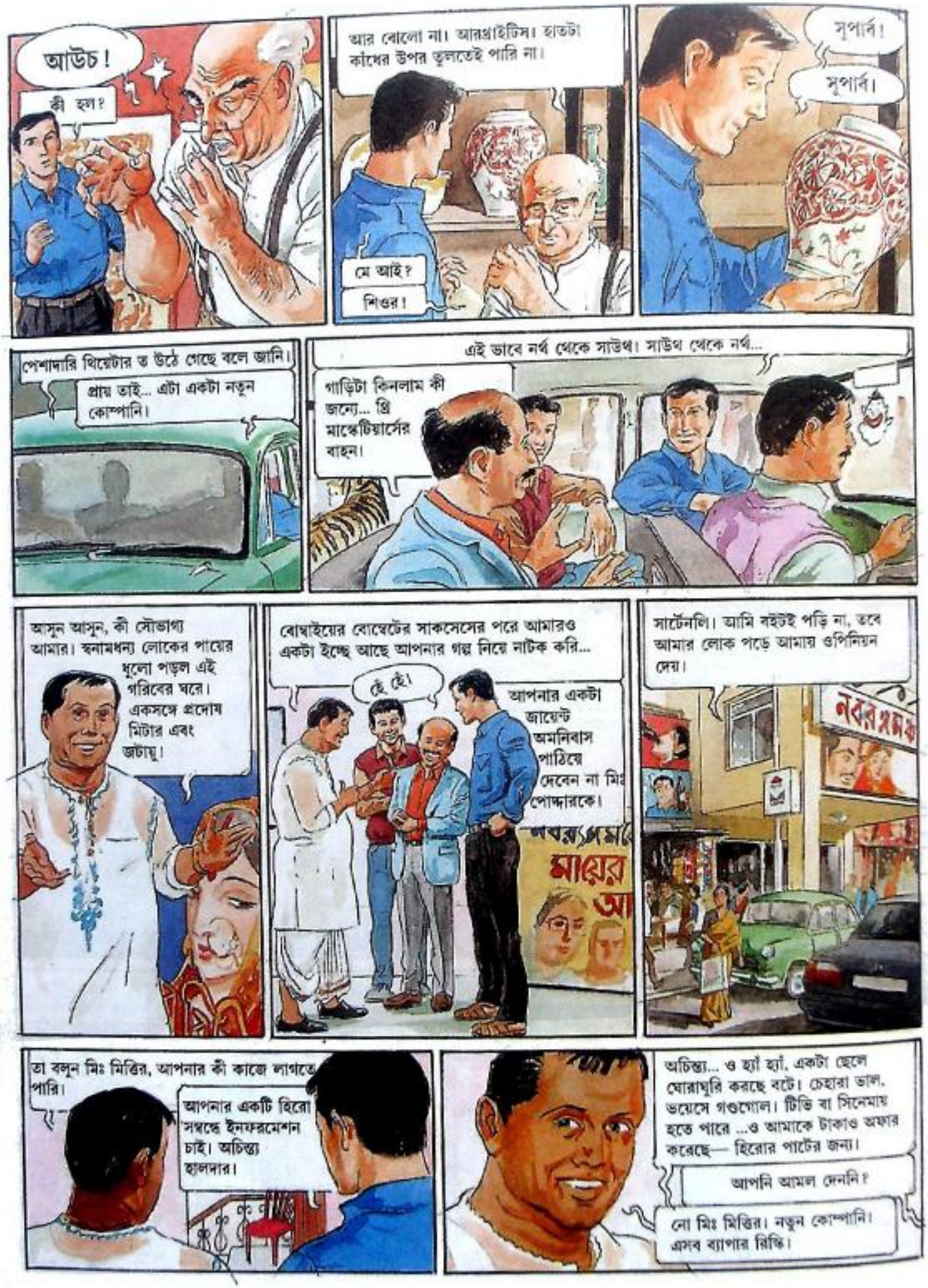
আউচ!
কী হল?
আর বোলো না। আরথ্রাইটিস। হাতটা কাঁধের উপর তুলতেই পারি না।
মে আই?
শিওর!
সুপার্ব!
সুপার্ব।
পেশাদারি থিয়েটার ত উঠে গেছে বলে জানি।
প্রায় তাই... এটা একটা নতুন কোম্পানি।
এই ভাবে নর্থ থেকে সাউথ। সাউথ থেকে নর্থ...
গাড়িটা কিনলাম কী জন্যে... থ্রি মাস্কেটিয়ার্সের বাহন।
আসুন আসুন, কী সৌভাগ্য আমার। স্বনামধন্য লোকের পায়ের ধুলো পড়ল এই গরিবের ঘরে। একসঙ্গে প্রদোষ মিটার এবং জটায়ু!
বোম্বাইয়ের বোম্বেটের সাকসেসের পরে আমারও একটা ইচ্ছে আছে আপনার গল্প নিয়ে নাটক করি...
হুঁ হুঁ।
আপনার একটা জায়েন্ট অমনিবাস পাঠিয়ে দেবেন না মিঃ পোদ্দারকে।
সার্টেনলি। আমি বইটই পড়ি না, তবে আমার লোক পড়ে আমায় ওপিনিয়ন দেয়।
তা বলুন মিঃ মিত্তির, আপনার কী কাজে লাগতে পারি।
আপনার একটি হিরো সম্বন্ধে ইনফরমেশন চাই। অচিন্ত্য হালদার।
অচিন্ত্য... ও হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা ছেলে ঘোরাঘুরি করছে বটে। চেহারা ভাল, ভয়েসে গণ্ডগোল। টিভি বা সিনেমায় হতে পারে ...ও আমাকে টাকাও অফার করেছে— হিরোর পার্টের জন্য।
আপনি আমল দেননি?
নো মিঃ মিত্তির। নতুন কোম্পানি। এসব ব্যাপার রিস্কি।

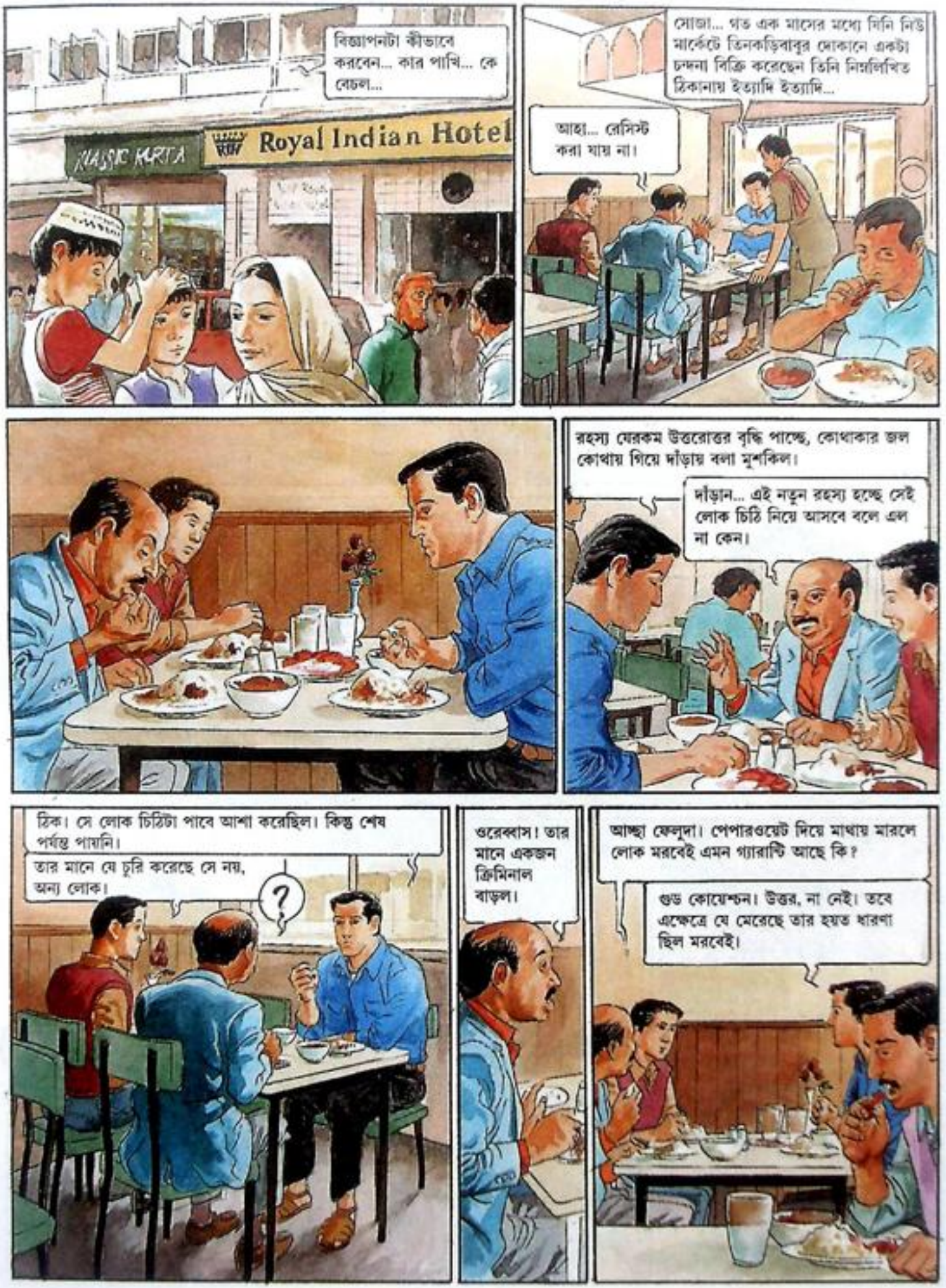
বিজ্ঞাপনটা কীভাবে করবেন... কার পাখি... কে বেচল...
KLASSIC KURTA
Royal Indian Hotel
সোজা... গত এক মাসের মধ্যে যিনি নিউ মার্কেটে তিনকড়িবাবুর দোকানে একটা চন্দনা বিক্রি করেছেন তিনি নিম্নলিখিত ঠিকানায় ইত্যাদি ইত্যাদি...
আহা... রেসিস্ট করা যায় না।
রহস্য যেরকম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় বলা মুশকিল।
দাঁড়ান... এই নতুন রহস্য হচ্ছে সেই লোক চিঠি নিয়ে আসবে বলে এল না কেন।
ঠিক। সে লোক চিঠিটা পাবে আশা করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পায়নি।
তার মানে যে চুরি করেছে সে নয়, অন্য লোক।
?
ওরেব্বাস! তার মানে একজন ক্রিমিনাল বাড়ল।
আচ্ছা ফেলুদা। পেপারওয়েট দিয়ে মাথায় মারলে লোক মরবেই এমন গ্যারান্টি আছে কি?
গুড কোয়েশ্চন। উত্তর, না নেই। তবে এক্ষেত্রে যে মেরেছে তার হয়ত ধারণা ছিল মরবেই।

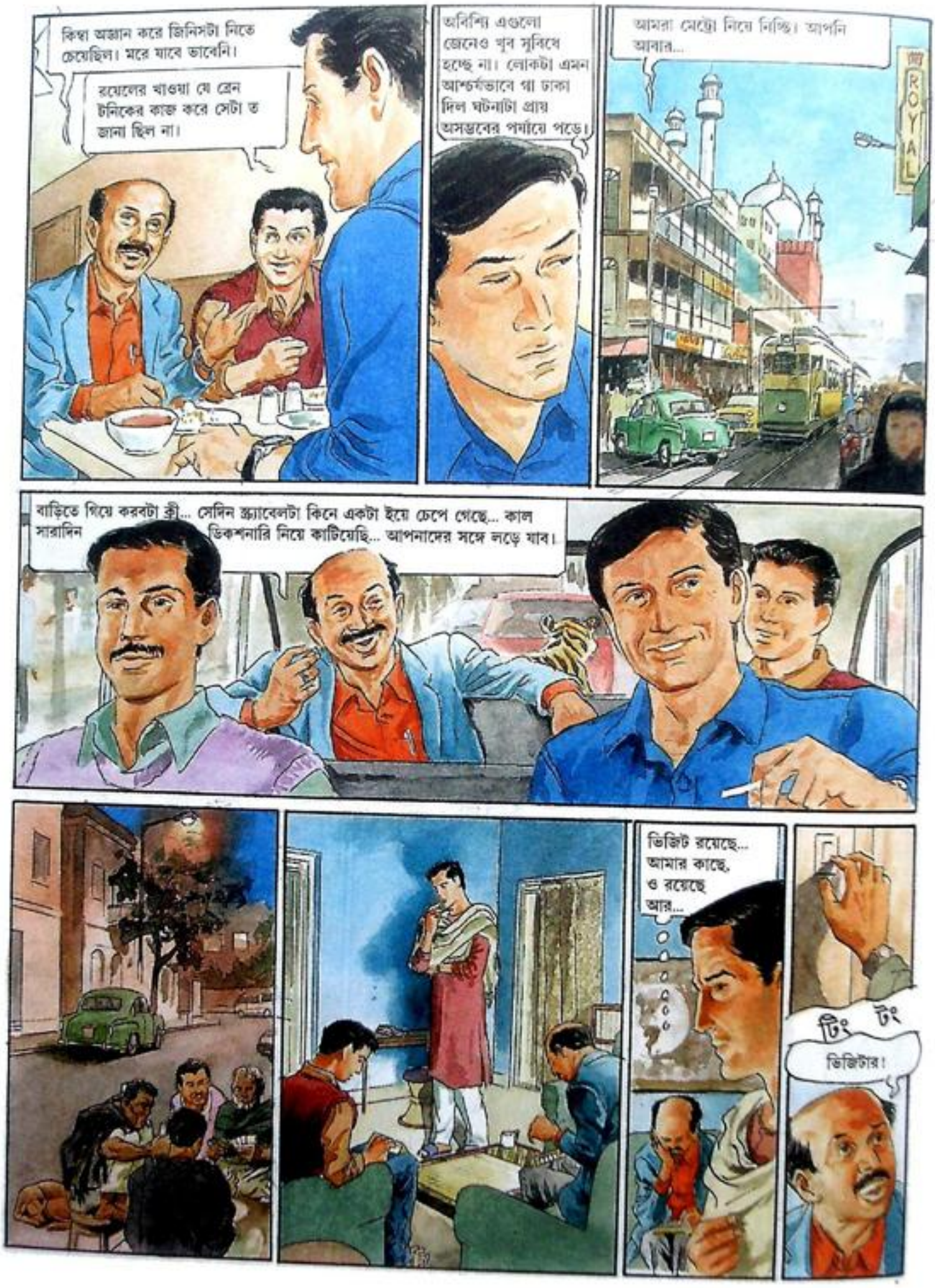
কিম্বা অজ্ঞান করে জিনিসটা নিতে চেয়েছিল। মরে যাবে ভাবেনি।
রয়েলের খাওয়া যে ব্রেন টনিকের কাজ করে সেটা ত জানা ছিল না।
অবিশ্যি এগুলো জেনেও খুব সুবিধে হচ্ছে না। লোকটা এমন আশ্চর্যভাবে গা ঢাকা দিল ঘটনাটা প্রায় অসম্ভবের পর্যায়ে পড়ে।
আমরা মেট্রো নিয়ে নিচ্ছি। আপনি আবার...
ROYAL
বাড়িতে গিয়ে করবটা কী... সেদিন স্ক্র্যাবেলটা কিনে একটা ইয়ে চেপে গেছে... কাল সারাদিন ডিকশনারি নিয়ে কাটিয়েছি... আপনাদের সঙ্গে লড়ে যাব।
ভিজিট রয়েছে... আমার কাছে, ও রয়েছে আর...
টিং টং
ভিজিটার!

কিছু মনে করবেন না! অসময়ে খবর না দিয়ে...
হৃষিকেশ বাবু!
বসুন। ঠাণ্ডা হয়ে কী ঘটনা বলুন।
একতলায় একা থাকতে বেশ সাহসের দরকার।কাল রাত দশটা নাগাদ দরজায় টোকা পড়ল। জিজ্ঞেস করাতে আবার টোকা।
ভাবলুম খুলব না। কিন্তু সারারাত এইভাবে চললে... যা থাকে কপালে ভেবে খুললুম। খোলামাত্র একটা লোক ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল।
চাপদাড়ি... ডান হাতের ছোরাটা পয়েন্ট করা।
কী বললেন সাধন দস্তিদার?
বললেন বাহাদুর শাহ্‌র যে পান্না বসানো সোনার জর্দার কৌটোটা মিঃ হালদারের সংগ্রহে আছে সেটা তার চাই। আমি যেন আজ রাত্তিরে এগারোটার সময় মধুমরলির দিঘির ধারে শ্যাওড়া গাছটার নীচে ওয়েট করি।
আপনার পারিশ্রমিক?
কচুপোড়া। বললে, পুলিশে খবর দিলে নির্ঘাৎ মৃত্যু।
রাতে দরোয়ান থাকে না?
আমার ধারণা সাধু পাঁচিল টপকে আসে। ওই ঘরেই থাকত, তাই চিনতে...

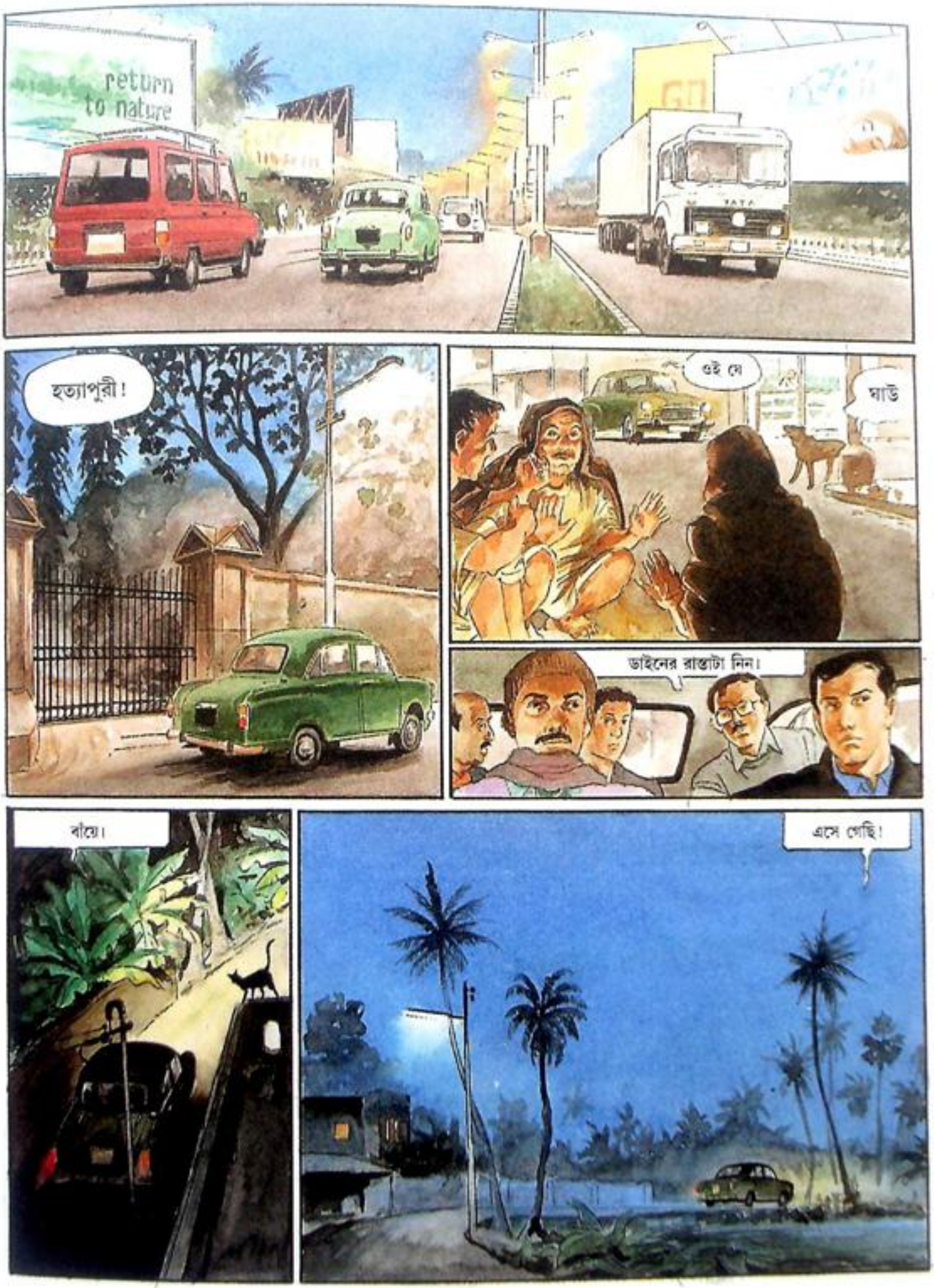
return to nature
হত্যাপুরী!
ওই যে
ঘাউ
ডাইনের রাস্তাটা নিন।
বাঁয়ে।
এসে গেছি!

গাড়িটা এখানেই থাক। আপনাদের জায়গাটা দেখিয়ে আসি। ইনি আমাকে বড় রাস্তায় ছেড়ে আসবেন।
আমি সাইকেল রিকশা করে ঠিক এগারোটায় চলে আসব।
এই যে মধুসূদনের ভিটে।
শীতকাল বলে রক্ষে, না হলে এতক্ষণে নির্ঘাৎ সাপের পেটে...
এ-এ-এ
লালমোহনবাবু!
ঠিক আছেন?
পা ভ... পারফেক্টলি সেফ রাইট।
ওই যে শ্যাওড়া গাছ... আমি এখন আসি।
আসুন।
চলুন হরিপদবাবু।

ইটের চৌকি মোড়া, বসতে কোনও অসুবিধে...
চটাস
ওঃ! মশা বসে থাকতে দেবে না।
ওডোমসটা লাগিয়ে নিন।
যা বলেছেন মশাই।
Shankar
STD•ISD•PCO
XEROX
পুঁওও
ঘাউ উ উ
উ উ উ উ উ
ব র র, শহরের চেয়ে অ্যাটলিস্ট দশ ডিগ্রি কম...
টুপিটা খুলুন না...
দেখেছ ভুলেই গেছিলাম।

শ্যা ... শ্যা ...
কিছু বললেন?
শ্যাওড়া গাছেই বোধ হয় পেত্নি না শাকচুন্নি কী যেন থাকে...
শ ... শ ....
হৃষিকেশবাবু....
হৃষিকেশবাবু
হৃষিকেশবা...
আরও লোক!
!?

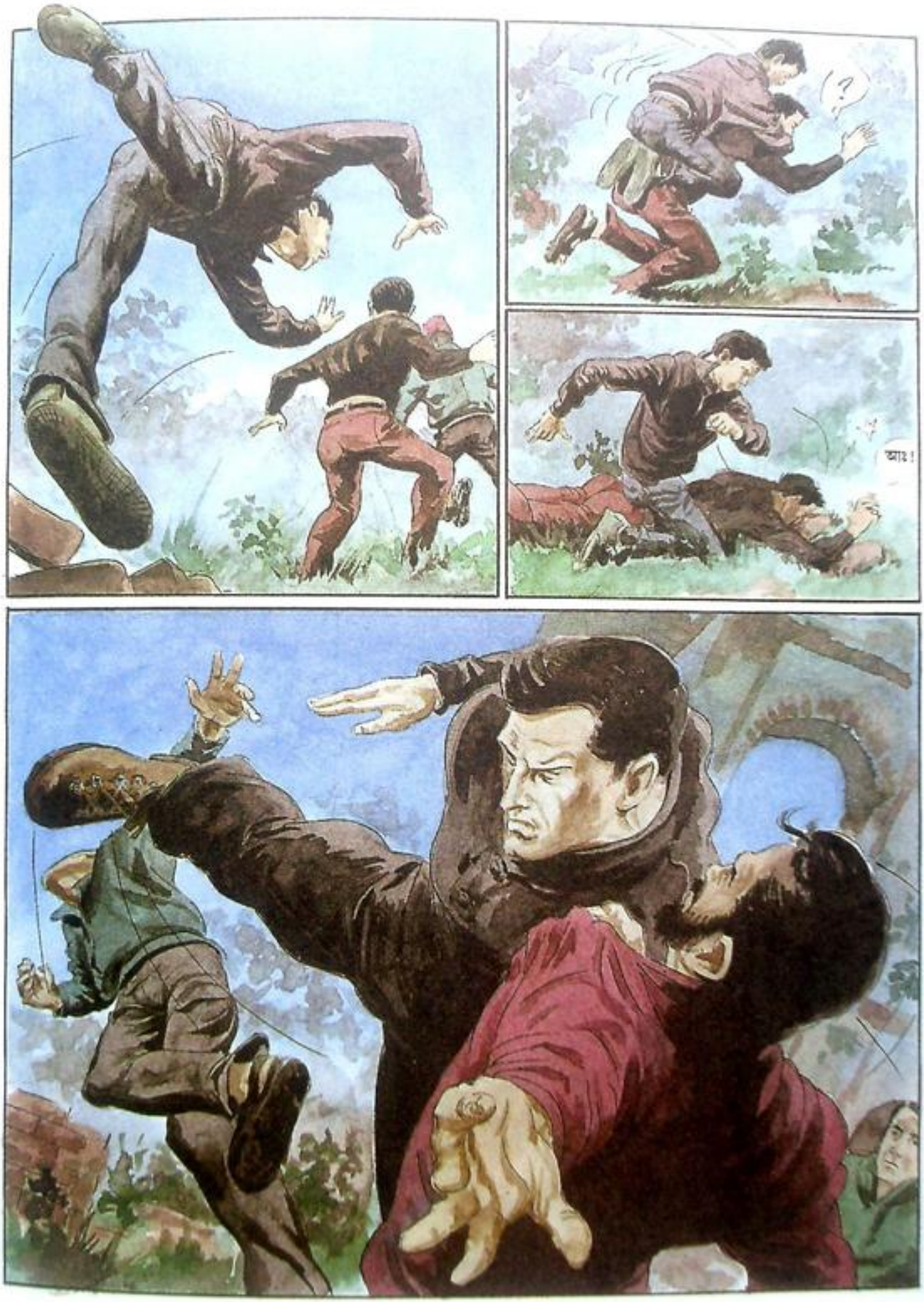
?
আহ!

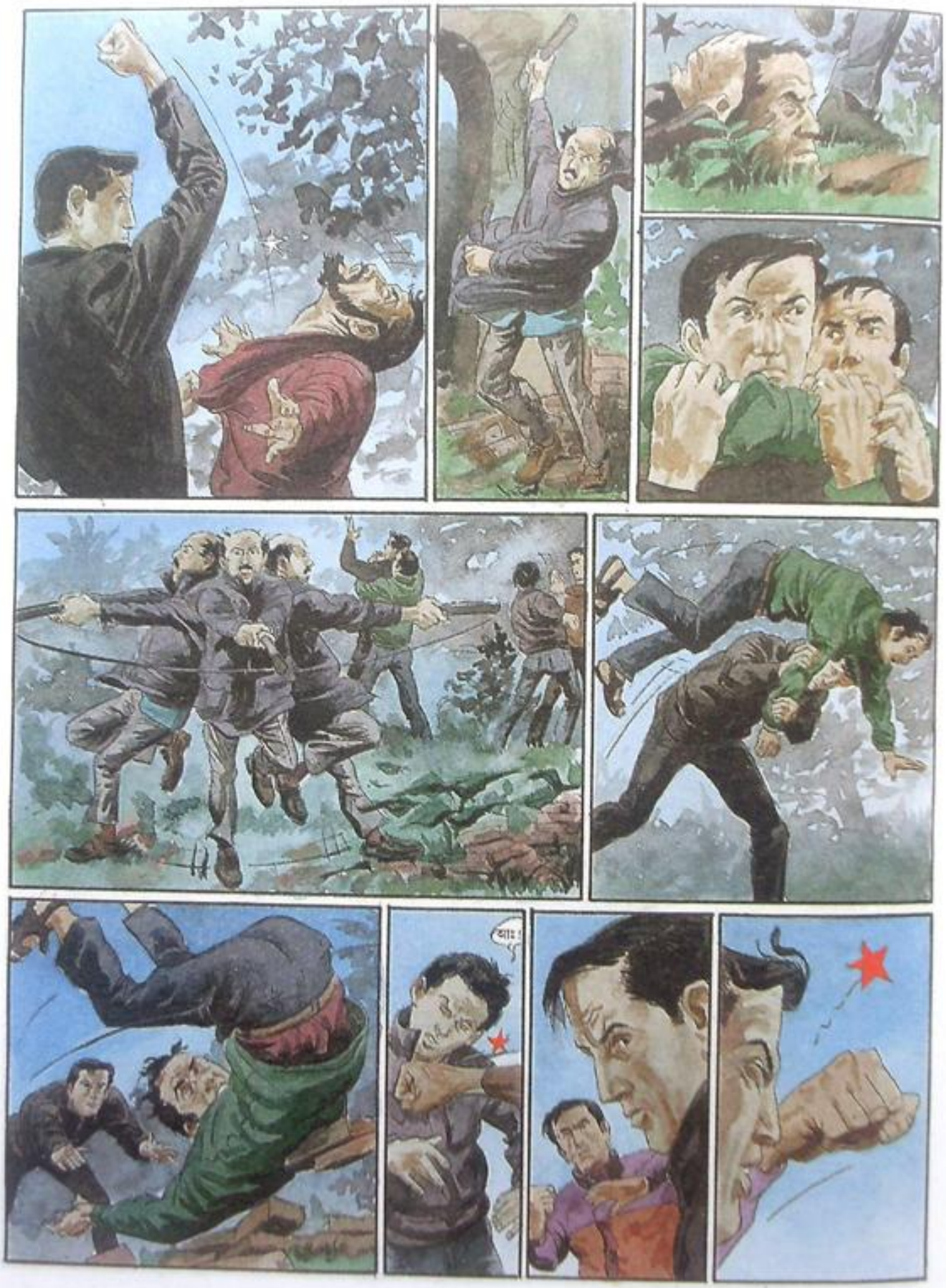
আঃ!

লালমোহন বাবু
ঠিক আছিস... শুধু লালমোহনবাবুই অক্ষত।
একটাও ভেড়েনি!
আপনার ভয়ের জন্যই এই গোলমালটা হল, পুলিশকে বলা থাকলে সাধুসমেত গুণ্ডাগুলো এতক্ষণে হাজতে।
ও যে এতটা করবে..
যা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে .... আপনারা আর এখন বেরোবেন না ... কোনও অসুবিধে হবে না। আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

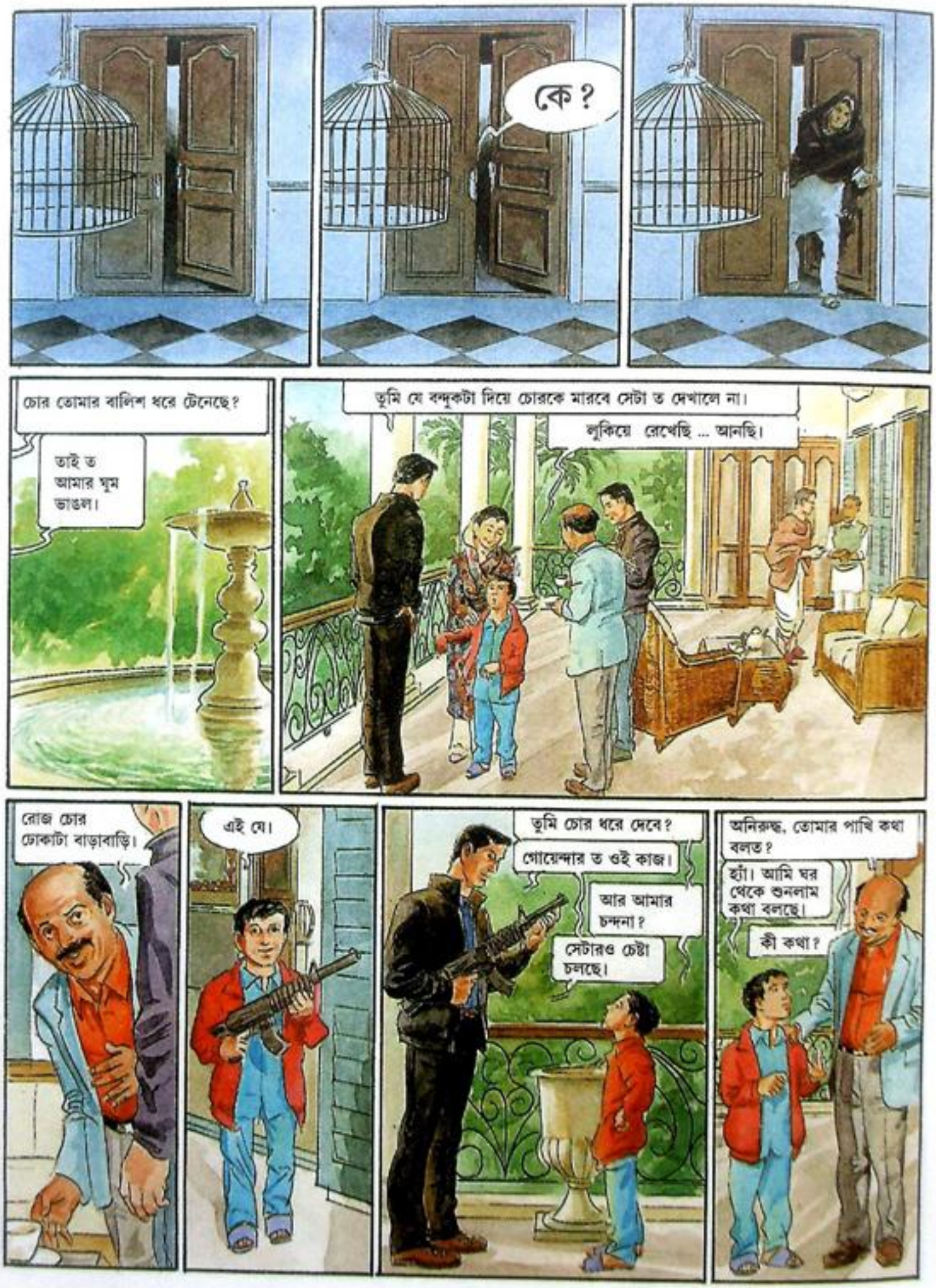
কে?
চোর তোমার বালিশ ধরে টেনেছে?
তাই ত আমার ঘুম ভাঙল।
তুমি যে বন্দুকটা দিয়ে চোরকে মারবে সেটা ত দেখালে না।
লুকিয়ে রেখেছি ... আনছি।
রোজ চোর ঢোকাটা বাড়াবাড়ি।
এই যে।
তুমি চোর ধরে দেবে?
গোয়েন্দার ত ওই কাজ।
আর আমার চন্দনা?
সেটারও চেষ্টা চলছে।
অনিরুদ্ধ, তোমার পাখি কথা বলত?
হ্যাঁ। আমি ঘর থেকে শুনলাম কথা বলছে।
কী কথা?

বলল, দাদু-ভাত খান। যখন বেরিয়ে এলাম আর কিছু বলল না।
ও শুনেছে, দাদু ভাত খান... আমি শুনেছি, বাবু সাবধান!
এখানে পাখি ধরতে পারে এমন কেউ আছে?
আমাদের মালির ছেলে শঙ্কর ... ধরেছে দু'-একবার।
বলবেন একটু চোখ রাখতে। সম্ভবত পাখিটা বাগানেই রয়েছে।
গত একমাসে নিউমার্কেটে তিনকড়িবাবুর দোকানে কেউ যদি একটা চন্দনা
কী রেসপন্স...
বসুন।
আজ একটা ইন্টারভিউ আছে। ওটা আমার দাদুর পাখি ছিল। উনি মারা গেলেন লাস্ট মান্থ। আমাদের কারও সময় নেই ওটাকে দেখার।
দাদুই দেখাশোনা করত। অনেক কিছু শিখিয়েছিল বলতে। 'কচে বারো'... পাশা খেলতেন দাদু। তাসও খেলতেন... পার্টনারকে একটা কথা খুব বলত, সেটাও ভুলে নিয়েছিল মিঠু...
কী?
সাধু সাবধান!
ঠিক আছে। ভালভাবে ইন্টারভিউ দিন।
আপনার ঠিকানা দেখেই এলাম ... মিট করে খুব ইয়ে হলাম।

DECEMBER 20
কী ব্যাপার, রহস্য আরও বৃদ্ধি পেল নাকি?
না। সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত। কাল সকালে ওদের থাকতে বলেছি। আমরা আটটায় আপনার বাড়িতে আসছি...ন'টায় হাজির।
এ ব্যাপারটা কতক্ষণ চলবে?
খুব বেশি ত আধ ঘণ্টা।
...বড় পার্ট...কাল প্রথম শো...
এ ঘিলুতে ভেজাল অনেক। তোমার দাদারটা পিওর। নিজের তৈরি রহস্যের সমাধান এক জিনিস। অ্যাকচুয়াল লাইফে আর-এক।

পার্বতীচরণের খুনের ব্যাপারে যেটা সবচেয়ে অবাক করেছে, সেটা হল সাধন দস্তিদারের অন্তর্ধান। খুনটা হয় দশটা থেকে সাড়ে দশটার মধ্যে। সাধনবাবু ওই ঘরে ছিলেন সোয়া দশটা থেকে সাড়ে দশটা পর্যন্ত। উনি বেরিয়ে যাওয়ার পাঁচ মিনিট পরে ঘরে ঢুকে দেখতে পাই, পার্বতীবাবুকে খুন করা হয়েছে। গেট দিয়ে বেরোতে দেখা যায়নি... কম্পাউন্ড খোঁজা হয়। আট ফুটের পাঁচিল টপকানোও সহজ নয়।
সাধনবাবুর আগে যিনি এসেছিলেন তাঁকে কি বাদ দিচ্ছেন?
একজন আরথ্রাইটিসের রুগির পক্ষে এ খুন করা সম্ভব নয়।
অবিশ্যি একজন তৃতীয় ব্যক্তি পেস্টনজি ও সাধনবাবুর ফাঁকে ওই ঘরে ঢুকতে পারে।
কে?
আপনি।
আ-আপনার কী ধারণা আমি...
আপনার সুযোগ ছিল, খুন করেছেন বলিনি।
তাও ভাল।

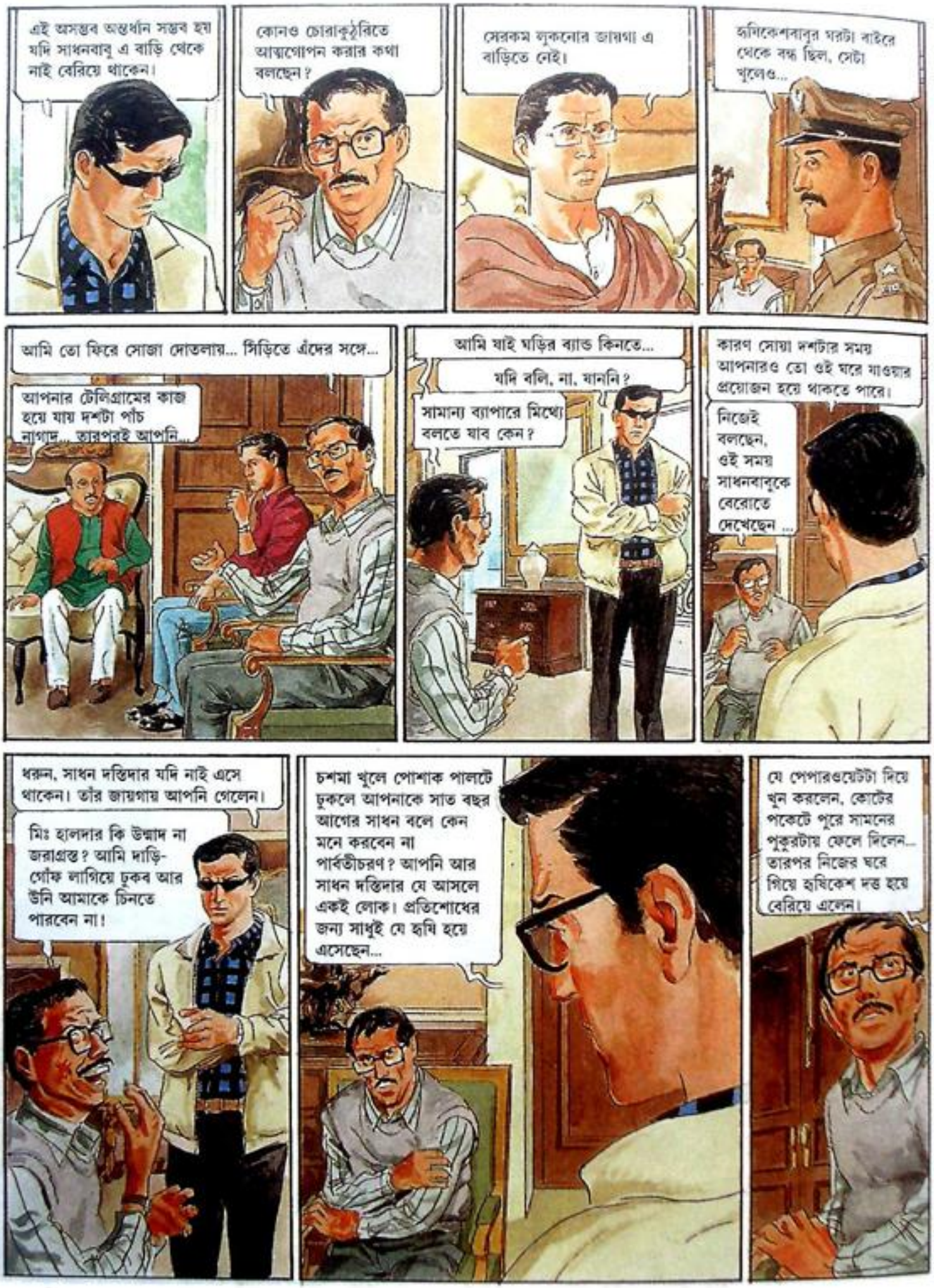
এই অসম্ভব অন্তর্ধান সম্ভব হয় যদি সাধনবাবু এ বাড়ি থেকে নাই বেরিয়ে থাকেন।
কোনও চোরাকুঠুরিতে আত্মগোপন করার কথা বলছেন?
সেরকম লুকনোর জায়গা এ বাড়িতে নেই।
হৃষিকেশবাবুর ঘরটা বাইরে থেকে বন্ধ ছিল, সেটা খুলেও...
আমি তো ফিরে সোজা দোতলায়... সিঁড়িতে এঁদের সঙ্গে...
আপনার টেলিগ্রামের কাজ হয়ে যায় দশটা পাঁচ নাগাদ... তারপরই আপনি...
আমি যাই ঘড়ির ব্যান্ড কিনতে...
যদি বলি, না, যাননি?
সামান্য ব্যাপারে মিথ্যে বলতে যাব কেন?
কারণ সোয়া দশটার সময় আপনারও তো ওই ঘরে যাওয়ার প্রয়োজন হয়ে থাকতে পারে।
নিজেই বলছেন, ওই সময় সাধনবাবুকে বেরোতে দেখেছেন ...
ধরুন, সাধন দস্তিদার যদি নাই এসে থাকেন। তাঁর জায়গায় আপনি গেলেন।
মিঃ হালদার কি উন্মাদ না জরাগ্রস্ত? আমি দাড়ি-গোঁফ লাগিয়ে ঢুকব আর উনি আমাকে চিনতে পারবেন না!
চশমা খুলে পোশাক পালটে ঢুকলে আপনাকে সাত বছর আগের সাধন বলে কেন মনে করবেন না পার্বতীচরণ? আপনি আর সাধন দস্তিদার যে আসলে একই লোক। প্রতিশোধের জন্য সাধুই যে হৃষি হয়ে এসেছেন...
যে পেপারওয়েটটা দিয়ে খুন করলেন, কোটের পকেটে পুরে সামনের পুকুরটায় ফেলে দিলেন... তারপর নিজের ঘরে গিয়ে হৃষিকেশ দত্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন।

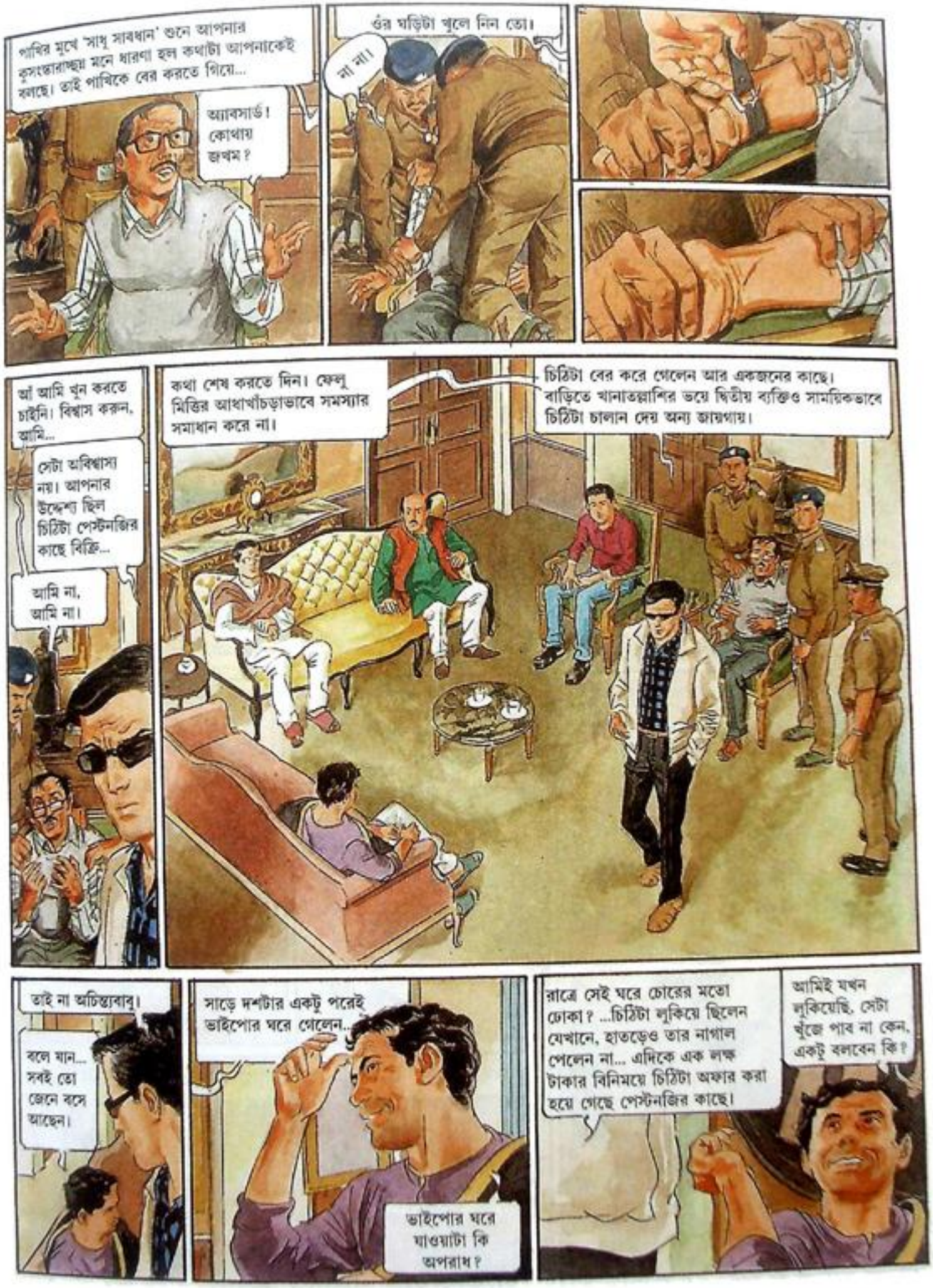
পাখির মুখে 'সাধু সাবধান' শুনে আপনার কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনে ধারণা হল কথাটা আপনাকেই বলছে। তাই পাখিকে বের করতে গিয়ে...
অ্যাবসার্ড! কোথায় জখম?
ওঁর ঘড়িটা খুলে নিন তো।
না না।
আঁ আমি খুন করতে চাইনি। বিশ্বাস করুন, আমি...
সেটা অবিশ্বাস্য নয়। আপনার উদ্দেশ্য ছিল চিঠিটা পেস্টনজির কাছে বিক্রি...
আমি না, আমি না।
কথা শেষ করতে দিন। ফেলু মিত্তির আধাখাঁচড়াভাবে সমস্যার সমাধান করে না।
চিঠিটা বের করে গেলেন আর একজনের কাছে। বাড়িতে খানাতল্লাশির ভয়ে দ্বিতীয় ব্যক্তিও সাময়িকভাবে চিঠিটা চালান দেয় অন্য জায়গায়।
তাই না অচিন্ত্যবাবু।
বলে যান... সবই তো জেনে বসে আছেন।
সাড়ে দশটার একটু পরেই ভাইপোর ঘরে গেলেন...
ভাইপোর ঘরে যাওয়াটা কি অপরাধ?
রাত্রে সেই ঘরে চোরের মতো ঢোকা? ...চিঠিটা লুকিয়ে ছিলেন যেখানে, হাতড়েও তার নাগাল পেলেন না... এদিকে এক লক্ষ টাকার বিনিময়ে চিঠিটা অফার করা হয়ে গেছে পেস্টনজির কাছে।
আমিই যখন লুকিয়েছি, সেটা খুঁজে পাব না কেন, একটু বলবেন কি?

কারণ, সেটা ছিল ওর বালিশের তলায়।
এই নে,আজ সকালে চেয়ে এনেছি।
১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে লেখা সম্রাট নেপোলিয়নের চিঠি।
সাধু সাবধান!
আমার বন্ধুদের বলব, তুমি আমার চন্দনাটা খুঁজে দিয়েছ।
তোমার শঙ্করদা ধরে দিয়েছে।
আমি চাই আমার বাবার কালেকশন থেকে কোনও একটা জিনিস আপনি বেছে নিন।
তা হয় না। আমি এসেছিলাম অনিরুদ্ধর ডাকে। তার কাছ থেকে ত আর ফি নেওয়া যায় না।
জলের তল পাওয়া যায়। মনের তল পাওয়া দায়। আপনার অতলস্পর্শী চিন্তাশক্তির জন্য আপনাকে একটা অনারারি টাইটেলে ভূষিত করলাম। এ বি সি ডি।
এ বি সি ডি?
এ বি সি ডি!
এসিয়াজ বেস্ট ক্রাইম ডিটেক্টর!
এ বি সি ডি।
(সমাপ্ত)

ফেলুদা কমিকস্

এবার কাণ্ড কেদারনাথে

কাহিনি: সত্যজিৎ রায়

ছবি: অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়

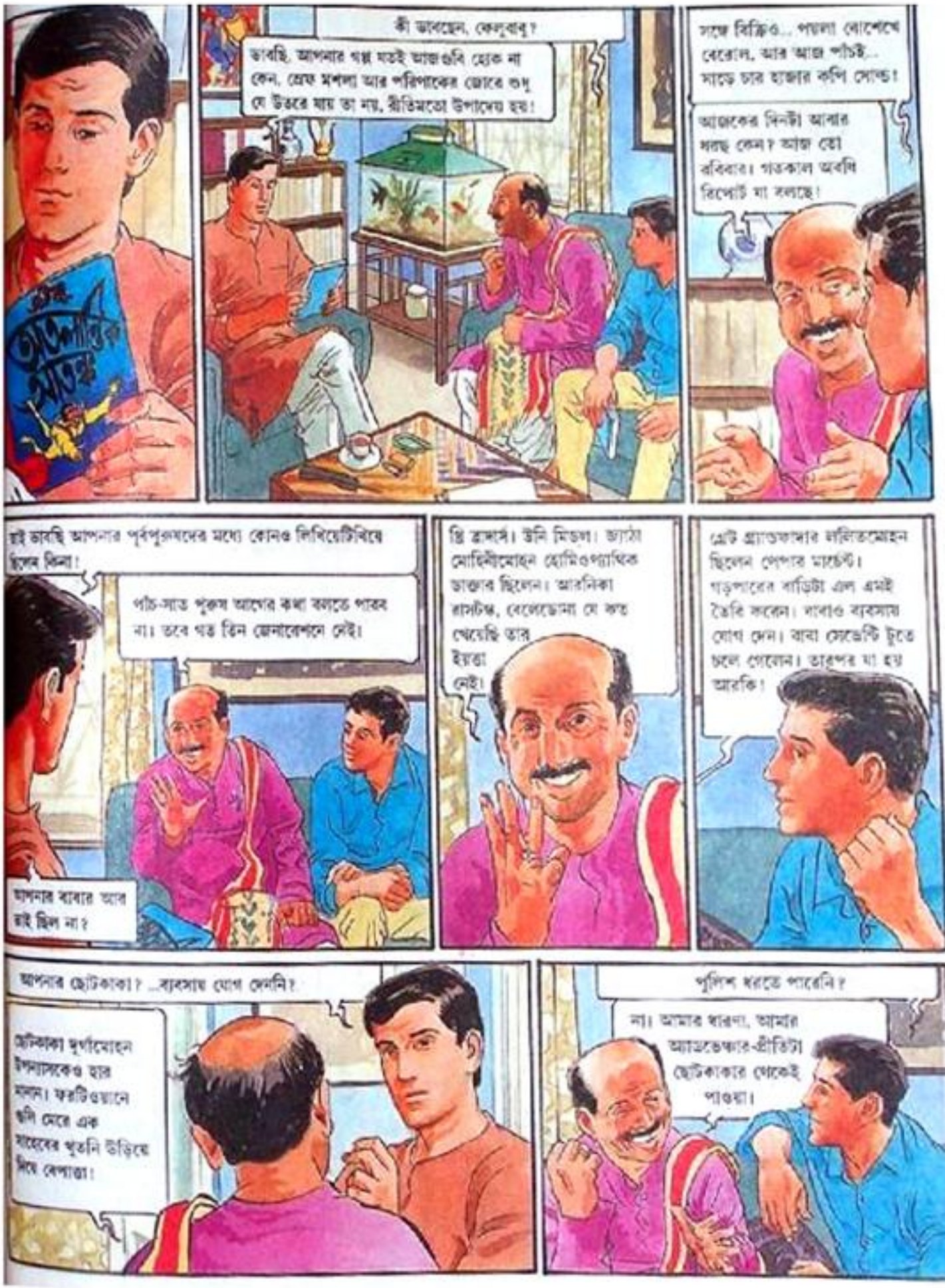
কী ভাবছেন, কেলুবাবু?
ভাবছি, আপনার গল্প যতই আজগুবি হোক না কেন, স্রেফ মশলা আর পরিপাকের জোরে শুধু যে উতরে যায় তা নয়, রীতিমতো উপাদেয় হয়!
সঙ্গে বিস্কিও... পড়লা বোশেখে বেরোল, আর আজ পাঁচই... সাড়ে চার হাজার কপি সোল্ড!
আজকের দিনটা আবার খারাপ কেন? আজ তো রবিবার। গতকাল অবধি রিপোর্ট যা বলছে!
তাই ভাবছি আপনার পূর্বপুরুষদের মধ্যে কোনও লিখিয়েটিখিয়ে ছিলেন কিনা!
পাঁচ-সাত পুরুষ আগের কথা বলতে পারব না। তবে খত্তি তিন জেনারেশনে নেই।
আপনার বাবার আর ভাই ছিল না?
স্ট্রি ব্রাদার্স। উনি মিডল। জ্যাঠা মোহিনীমোহন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ছিলেন। আর্নিকা রাসটক্স, বেলেডোনা যে কত খেয়েছি তার ইয়ত্তা নেই!
গ্রেট গ্র্যান্ডফাদার ললিতমোহন ছিলেন পেপার মার্চেন্ট। গড়পারের বাড়িটা এল এমই তৈরি করেন। দাদাও ব্যবসায় যোগ দেন। বাবা সেভেন্টি টুতে চলে গেলেন। তারপর যা হয় আরকি!
আপনার ছোটকাকা? ...ব্যবসায় যোগ দেননি?
ছোটকাকা দুর্গামোহন উপন্যাসকেও হার মানান। ফরটিওয়ানে গুলি মেরে এক সাহেবের খুতনি উড়িয়ে দিয়ে কেপাত্তা!
পুলিশ ধরতে পারেনি?
না। আমার ধারণা, আমার অ্যাডভেঞ্চার-প্রীতিটা ছোটকাকার থেকেই পাওয়া।

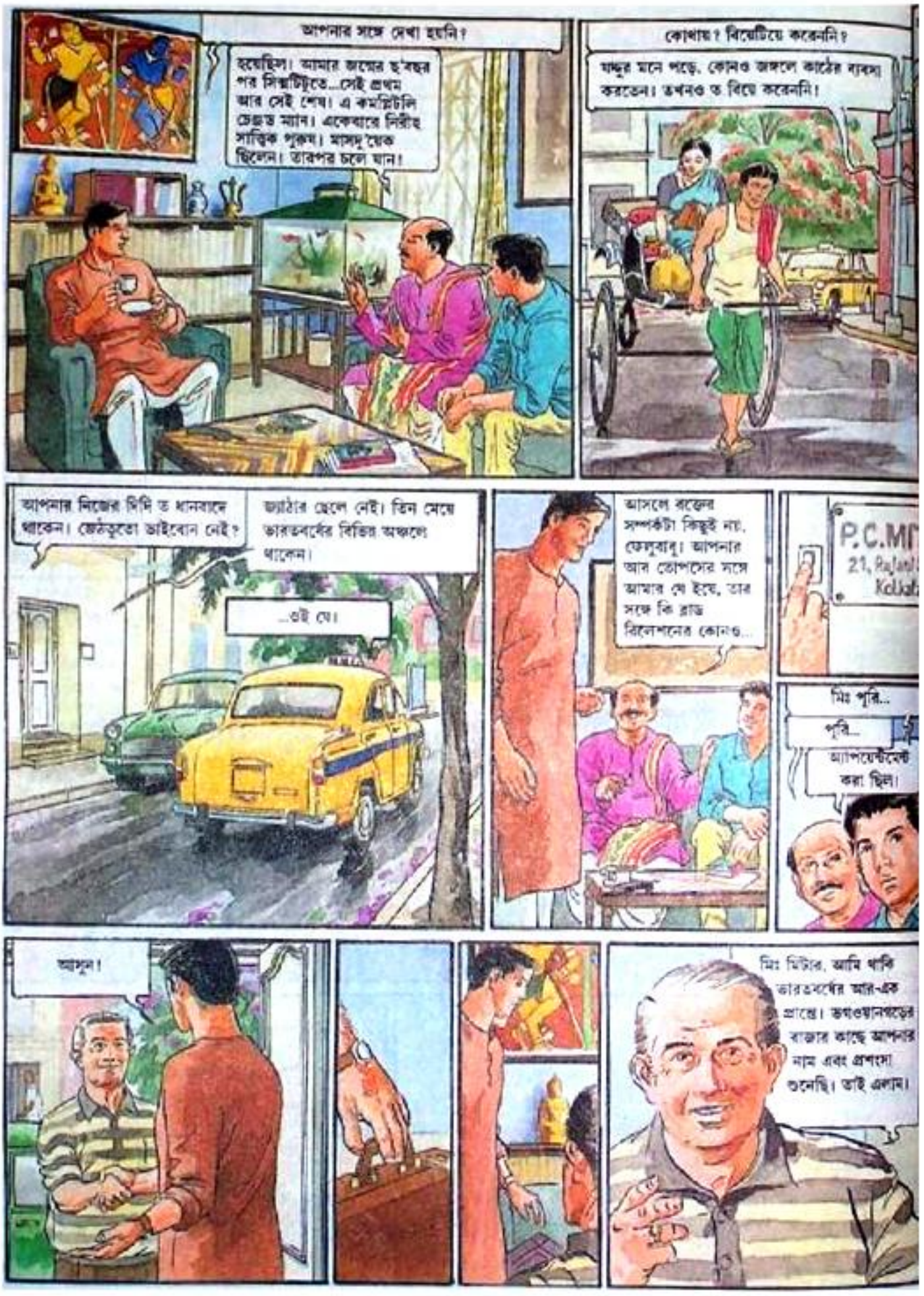
আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি?
হয়েছিল। আমার জন্মের ছ'বছর পর সিমলাটিতে...সেই প্রথম আর সেই শেষ। এ কমপ্লিটলি ডেজড ম্যান। একেবারে নিরীহ সাত্ত্বিক পুরুষ। মাসদু'য়েক ছিলেন। তারপর চলে যান।
কোথায়? বিয়েটিয়ে করেননি?
যদ্দুর মনে পড়ে, কোনও জঙ্গলে কাঠের ব্যবসা করতেন। তখনও ত বিয়ে করেননি।
আপনার নিজের দিদি ত ধানবাদে থাকেন। জেঠতুতো ভাইবোন নেই?
জ্যাঠার ছেলে নেই। তিন মেয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে থাকেন।
...ওই যে।
আসলে রক্তের সম্পর্কটা কিছুই নয়, ফেলুবাবু। আপনার আর তোপসের সঙ্গে আমার যে হয়ে, তার সঙ্গে কি ব্লাড রিলেশনের কোনও...
P.C.M
21, Rafi
Kolkat
মিঃ পুরি...
পুরি...
অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা ছিল।
আসুন!
মিঃ মিটার, আমি থাকি ভারতবর্ষের আর-এক প্রান্তে। ভগওয়ানগড়ের রাজার কাছে আপনার নাম এবং প্রশংসা শুনেছি। তাই এলাম।

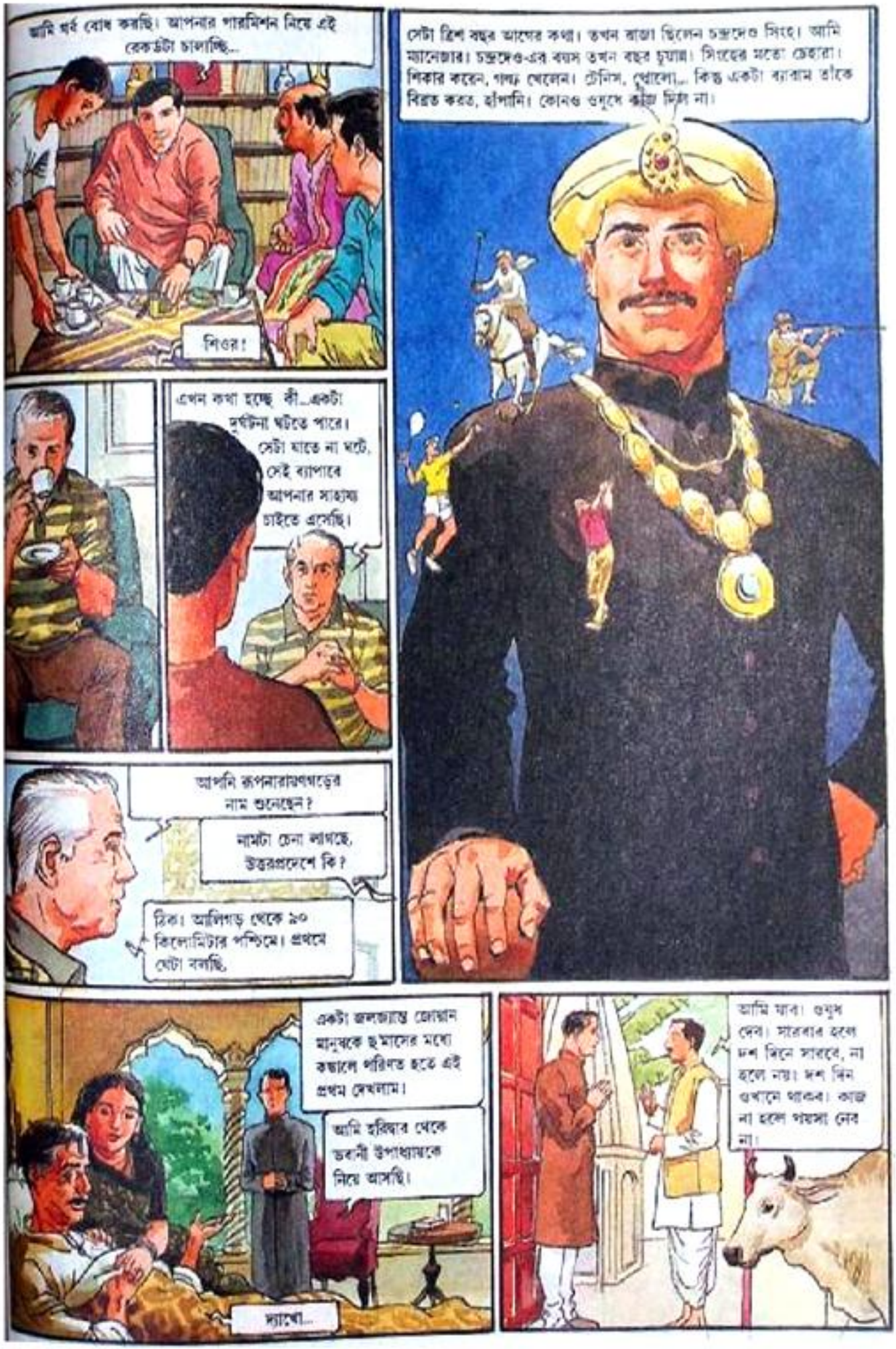
আমি গর্ব বোধ করছি। আপনার পারমিশন নিয়ে এই রেকর্ডটা চালাচ্ছি...
শিওর!
এখন কথা হচ্ছে কী...একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। সেটা যাতে না ঘটে, সেই ব্যাপারে আপনার সাহায্য চাইতে এসেছি।
আপনি রূপনারায়ণগড়ের নাম শুনেছেন?
নামটা চেনা লাগছে, উত্তরপ্রদেশে কি?
ঠিক। আলিগড় থেকে ৯০ কিলোমিটার পশ্চিমে। প্রথমে যেটা বলছি,
সেটা ত্রিশ বছর আগের কথা। তখন রাজা ছিলেন চন্দ্রদেও সিংহ। আমি ম্যানেজার। চন্দ্রদেও-এর বয়স তখন বছর চুয়াল্ল। সিংহের মতো চেহারা। শিকার করেন, গল্ফ খেলেন। টেনিস, পোলো... কিন্তু একটা ব্যারাম তাঁকে বিব্রত করত, হাঁপানি। কোনও ওষুধে কাজ দিত না।
একটা জলজ্যান্ত জোয়ান মানুষকে ছ'মাসের মধ্যে কঙ্কালে পরিণত হতে এই প্রথম দেখলাম।
আমি হরিদ্বার থেকে ভবানী উপাধ্যায়কে নিয়ে আসছি।
দ্যাখো...
আমি যাব। ওষুধ দেব। সারবার হলে দশ দিনে সারবে, না হলে নয়। দশ দিন ওখানে থাকব। কাজ না হলে পয়সা নেব না।

দশ দিন নয়...তিন দিনে হাঁপানি উধাও!

আমার ওষুধের দাম পঞ্চাশ টাকা ইয়োর হাইনেস।

আমি মরতে বসেছিলাম। আপনি আমার জীবন দান করলেন। আর তার দাম পঞ্চাশ টাকা।

এই তোমার প্রাপ্য!

এর দাম কত হবে ইয়োর হাইনেস?

কত হবে উমাশঙ্কর?

সাত-আট লাখ টাকা তো হবেই!

আমি সাধারণ মানুষ। এত দামি একটা জিনিস...সবাই ভাববে আমি চুরি করেছি।

আমি সিলমোহর দিয়ে লিখে দিচ্ছি যে, এটা আমি তোমাকে পারিতোষিক হিসেবে দিলাম।

তাই যদি হয়, আমি মাথা পেতে নিচ্ছি।

এই ব্যাপারটা আর কে জানত?

রাজা, রানি, দুই রাজকুমার সুরজ ও পবন। বড়কুমার তখন বাইশ-তেইশ। ছোটকুমার পনেরো। এ ছাড়া আমার স্ত্রী, ছেলে দেবীশঙ্কর তখন পাঁচ কি ছয়। এ-খবর গত ত্রিশ বছর গোপনই রয়েছে।

এবার এগিয়ে আসছি বর্তমানের দিকে। রাজা বেঁচেছিলেন আরও বছর বারো। ওঁর পর সুরজদেও হলেন কর্তা।

আপনি ম্যানেজার?

আজ্ঞে হ্যাঁ। এখনও আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি, যাতে ব্যবসার সাহায্যে এস্টেটের ভবিষ্যৎ মজবুত করা যায়। কিন্তু বড়কুমারের নেশা হচ্ছে বই। আমি একা আর কী করব?

আপনার নিজের ছেলেও ত বড় হয়েছে।

দেবীকে আমি আগেই আলিগড়ে স্কুলে পাঠিয়ে দিই, সে এখন নিজেই দিল্লিতে ব্যবসা শুরু করেছে।

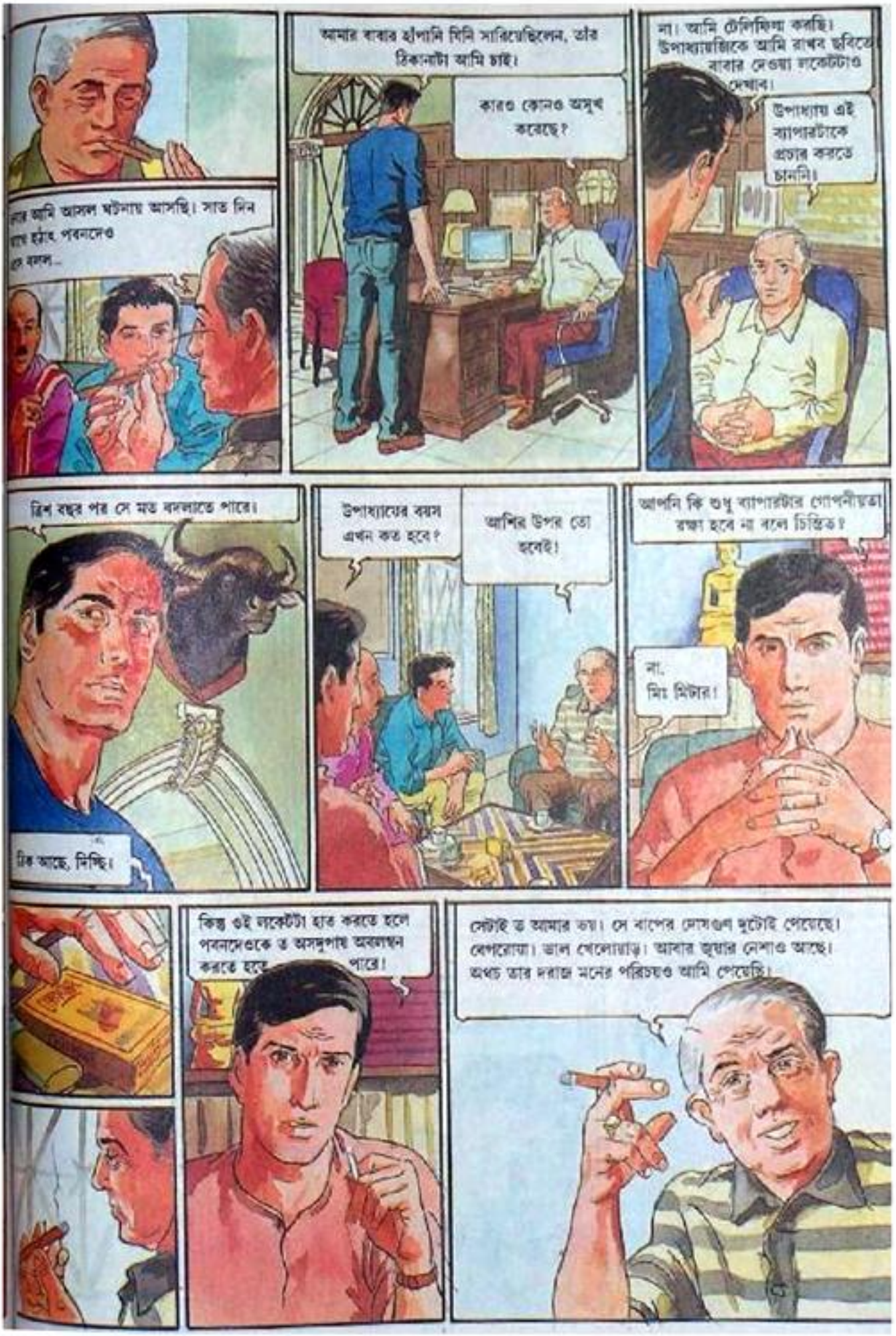
আমার বাবার হাঁপানি যিনি সারিয়েছিলেন, তাঁর ঠিকানাটা আমি চাই।
কারও কোনও অসুখ করেছে?
না। আমি টেলিফিল্ম করছি। উপাধ্যায়জিকে আমি রাখব ছবিতে। বাবার দেওয়া লকেটটাও দেখাব।
উপাধ্যায় এই ব্যাপারটাকে প্রচার করতে চাননি।
আসল ঘটনায় আসছি। সাত দিন হঠাৎ পবনদেও বলল...
ত্রিশ বছর পর সে মত বদলাতে পারে।
ঠিক আছে, দিচ্ছি।
উপাধ্যায়ের বয়স এখন কত হবে?
আশির উপর তো হবেই!
আপনি কি শুধু ব্যাপারটার গোপনীয়তা রক্ষা হবে না বলে চিন্তিত?
না, মিঃ মিটার।
কিন্তু ওই লকেটটা হাত করতে হলে পবনদেওকে ত অসদুপায় অবলম্বন করতে হবে পারে।
সেটাই ত আমার ভয়। সে বাপের দোষগুণ দুটোই পেয়েছে। বেপরোয়া। ভাল খেলোয়াড়। আবার জুয়ার নেশাও আছে। অথচ তার দরাজ মনের পরিচয়ও আমি পেয়েছি।

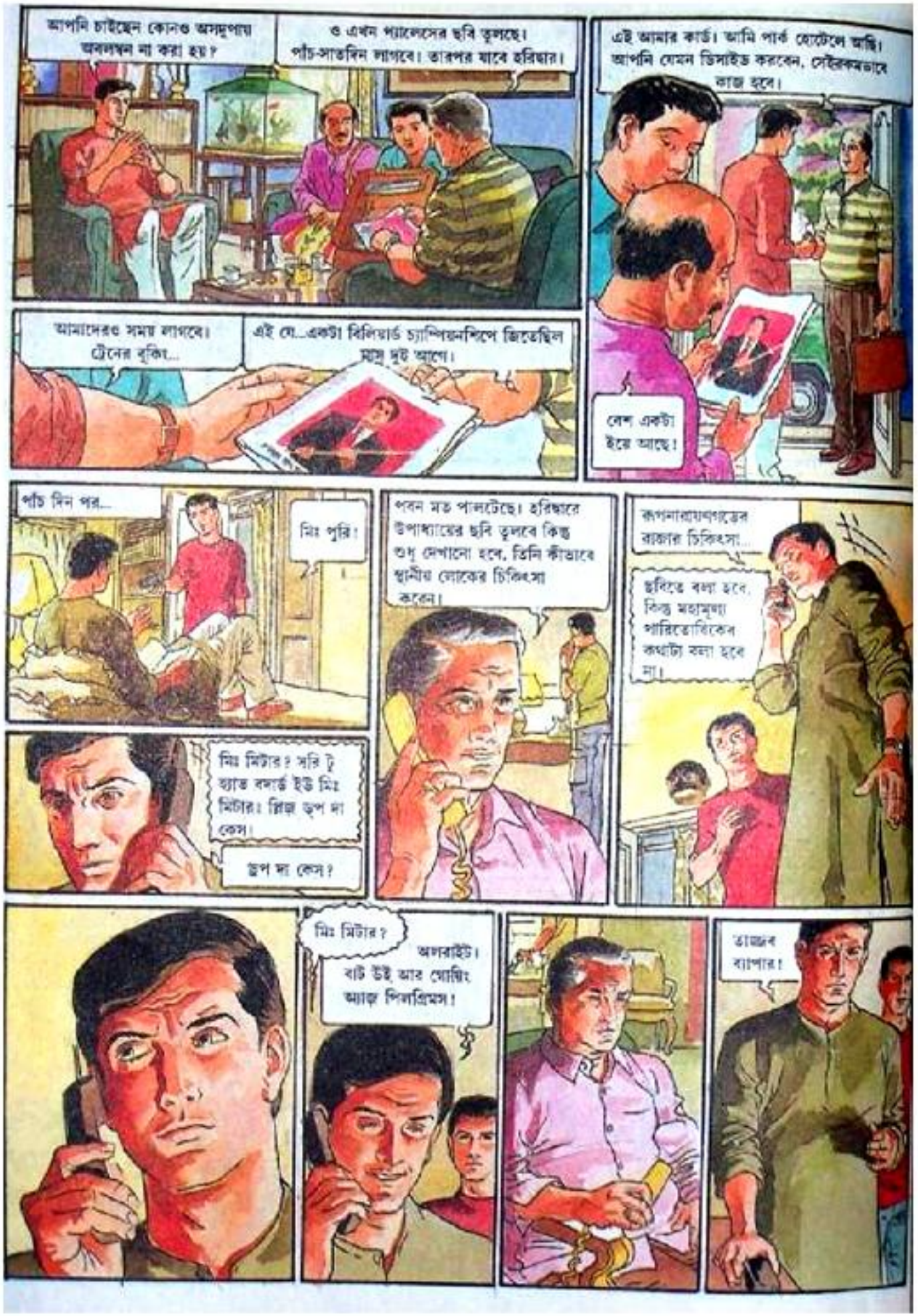
আপনি চাইছেন কোনও অসদুপায় অবলম্বন না করা হয়?
ও এখন প্যালেসের ছবি তুলছে। পাঁচ-সাতদিন লাগবে। তারপর যাবে হরিদ্বার।
এই আমার কার্ড। আমি পার্ক হোটেলে আছি। আপনি যেমন ডিসাইড করবেন, সেইরকমভাবে কাজ হবে।
আমাদেরও সময় লাগবে। ট্রেনের বুকিং...
এই যে...একটা বিলিয়ার্ড চ্যাম্পিয়নশিপে জিতেছিল মাত্র দুই আগে।
বেশ একটা ইয়ে আছে!
পাঁচ দিন পর...
মিঃ পুরি!
পবন মত পালটেছে। হরিদ্বারে উপাধ্যায়ের ছবি তুলবে কিন্তু শুধু দেখানো হবে, তিনি কীভাবে স্থানীয় লোকের চিকিৎসা করেন।
রুগনারায়ণগঞ্জের রাজার চিকিৎসা...
ছবিতে বলা হবে, কিন্তু মহামূল্য পারিতোষিকের কথাটা বলা হবে না।
মিঃ মিটার? সরি টু হ্যাভ বদার্ড ইউ মিঃ মিটার। প্লিজ ড্রপ দা কেস।
ড্রপ দা কেস?
মিঃ মিটার?
অলরাইট। বাট উই আর গোয়িং অ্যাক্রস পিলগ্রিমস!
ডাঙ্গর ব্যাপার!

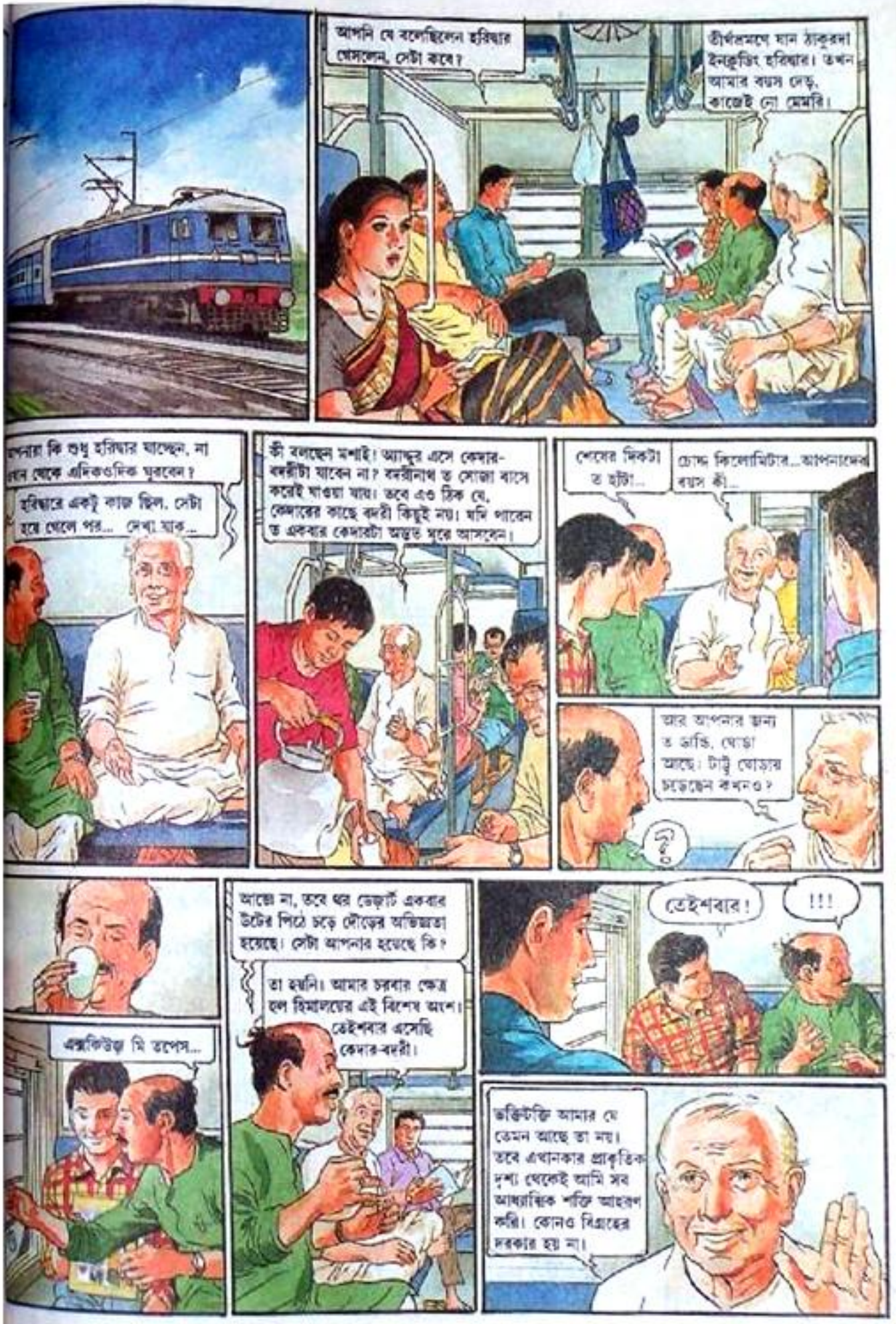
আপনি যে বলেছিলেন হরিদ্বার গেসলেন, সেটা কবে?
তীর্থভ্রমণে যান ঠাকুরদা ইনক্লুডিং হরিদ্বার। তখন আমার বয়স দেড়, কাজেই নো মেমরি।
আপনারা কি শুধু হরিদ্বার যাচ্ছেন, না এখন থেকে এদিকওদিক ঘুরবেন?
হরিদ্বারে একটু কাজ ছিল, সেটা হয়ে গেলে পর... দেখা যাক...
কী বলছেন মশাই! অ্যাদ্দুর এসে কেদার-বদরীটা যাবেন না? বদরীনাথ ত সোজা বাসে করেই যাওয়া যায়। তবে এও ঠিক যে, কেদারের কাছে বদরী কিছুই নয়। যদি পারেন ত একবার কেদারটা অন্তত ঘুরে আসবেন।
শেষের দিকটা ত হাঁটা...
চোদ্দ কিলোমিটার...আপনাদের বয়স কী...
আর আপনার জন্য ত জিপ, ঘোড়া আছে। টাট্টু ঘোড়ায় চড়েছেন কখনও?
?
আজ্ঞে না, তবে ওর ভেড়াটি একবার উটের পিঠে চড়ে দৌড়ের অভিজ্ঞতা হয়েছে। সেটা আপনার হয়েছে কি?
তা হয়নি। আমার চরবার ক্ষেত্র হল হিমালয়ের এই বিশেষ অংশ। তেইশবার এসেছি কেদার-বদরী।
তেইশবার!
!!!
এক্সকিউজ মি তপেস...
ভক্তিটক্তি আমার যে তেমন আছে তা নয়। তবে এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য থেকেই আমি সব আধ্যাত্মিক শক্তি আহরণ করি। কোনও বিগ্রহের দরকার হয় না।

এ-অঞ্চলে ত আরও সব অসাধারণ জায়গা রয়েছে...
তা ত রয়েছেই—যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, গোমুখ, পঞ্চকেদার, বাসুকিতাল... এসবও আমার মোরা...
আপনাকে ত কালটিভেট করতে হচ্ছে, মশাই...
আজকের বাস-ট্যাক্সিতে যাওয়া আর আগেকার দিনে পায়ে হেঁটে যাওয়ার অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই এক নয়...
নিশ্চয়ই... সেকথা বলতে গেলে একটা গোটা উপন্যাস হয়ে যাবে।
আপনার নামটা যদি...
মাখনলাল মজুমদার।
আজকাল ত আর কেউ পিলগ্রিম নয়, সব পিকনিকারস। তবে হ্যাঁ, গাড়ির রাস্তা তৈরি করে ত আর হিমালয়ের দৃশ্য পালটানো যায় না। নয়নাভিরাম বলতে গেলে যা বোঝায়...এখনও অফুরন্ত।
আমি লালমোহন গাঙ্গুলি।
প্রদোষচন্দ্র মিত্র।
তপেশরঞ্জন মিত্র।
নমস্কার।
এঁকেই একবার জিজ্ঞেস করে দেখুন না...
ভবানী উপাধ্যায়ের নাম আপনি শুনেছেন?
এখানে অনেকেই শুনেছে...
উনি কোথায় থাকেন বলতে পারেন?
STD
এখন ত এখানে থাকেন না...তিন-চার মাস হল কানপুরে চলে গেছেন।
ওঁর বিষয়ে লেটেস্ট খবর কে দিতে পারে জানেন?
যান!
কান্তিভাই পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা করুন। লক্ষন মহল্লাতে সবাই চেনে।

ধন্যবাদ।
কান্তিভাই পণ্ডিত?
হ্যাঁ আমি...বলুন।
নমস্কার। আমরা ভবানী উপাধ্যায়ের খোঁজে...
আশ্চর্য! কী ব্যাপার বলুন ত? আর-একজন ত এই তিন-চারদিন আগে খোঁজ করে গেলেন।
হ্যাঁ, হ্যাঁ, এঁকেই ত রুদ্রপ্রয়াগের ঠিকানাটা দিলাম।
সে ঠিকানা আমারও চাই। আমার কার্ড।
প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর! ...বসুন, বসুন।
সেটা কি উনি নিয়ে গেছেন?
হবেন প্যারে। আপনি ডিটেকটিভ, তাই বলছি। পাঁচ-ছ' প্রাইভেট আগে দু'জন লোক— একজন মিঃ সিংহানিয়া, এ ডেফি রিচ ম্যান... আর-একজন... সে ত্যাড এ লাং টক... এক ঘণ্টার উপর।
!
কেয়া কুছ গড়বড় হুয়া কি মিস্তর?
বড় দুঃখ মনে হয় এখনও হয়নি... হবে হতে পারে...একটা প্রশ্নের সঠিক উত্তর পেলে খুব উপকার হত...উপাধ্যায়জির সংগ্রহে কি কোনও একটা মূল্যবান জিনিস ছিল?
এ-প্রশ্নটাও দ্বিতীয়বার করা হচ্ছে। সিংহকে যা বলেছি আপনাকেও বলছি...একটা খুঁদি উপাধ্যায়জি আমার সিন্দুকে রেখেছিলেন। তাতে কী আছে আমি দেখিওনি বা জিজ্ঞেসও করিনি।

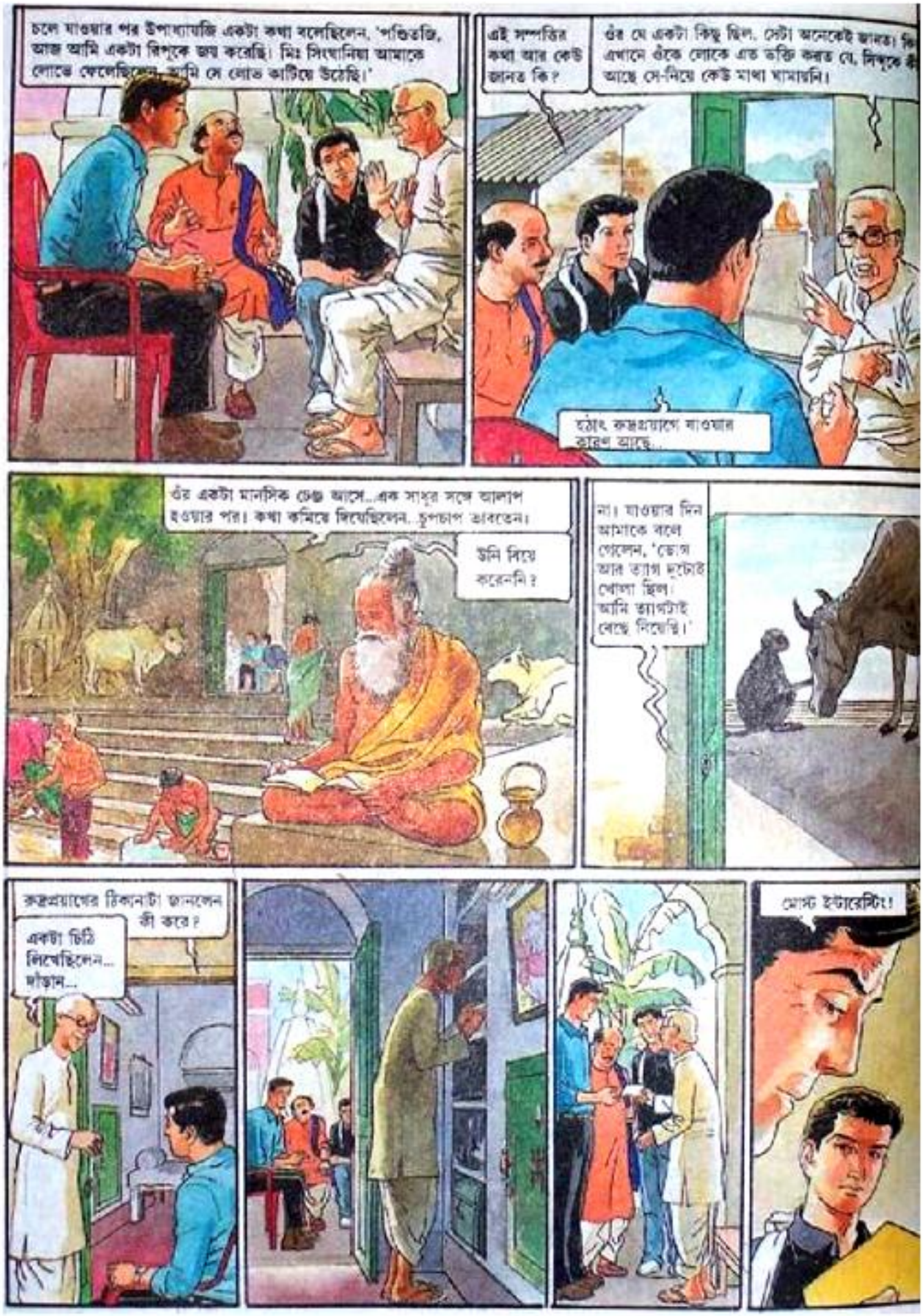
চলে যাওয়ার পর উপাধ্যায়জি একটা কথা বলেছিলেন, 'পণ্ডিতজি, আজ আমি একটা রিপুকে জয় করেছি। মিঃ সিংঘানিয়া আমাকে লোভে ফেলেছিলেন, আমি সে লোভ কাটিয়ে উঠেছি।'
এই সম্পত্তির কথা আর কেউ জানত কি?
ওঁর যে একটা কিছু ছিল, সেটা অনেকেই জানত। কি এখানে ওঁকে লোকে এত ভক্তি করত যে, নিধুকে কী আছে সে-নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি।
হঠাৎ কন্যাপ্রয়াগে যাওয়ার কারণ আছে...
ওঁর একটা মানসিক ঢেঙ্গ আসে...এক সাধুর সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর। কথা কমিয়ে দিয়েছিলেন...চুপচাপ ভাবতেন।
উনি বিয়ে করেননি?
না। যাওয়ার দিন আমাকে বলে গেলেন, 'ভোগ আর ত্যাগ দুটোই খোলা ছিল। আমি ত্যাগটাই বেছে নিয়েছি।'
কন্যাপ্রয়াগের ঠিকানাটা জানলেন কী করে?
একটা চিঠি লিখেছিলেন... দাঁড়ান...
মোস্ট ইন্টারেস্টিং!

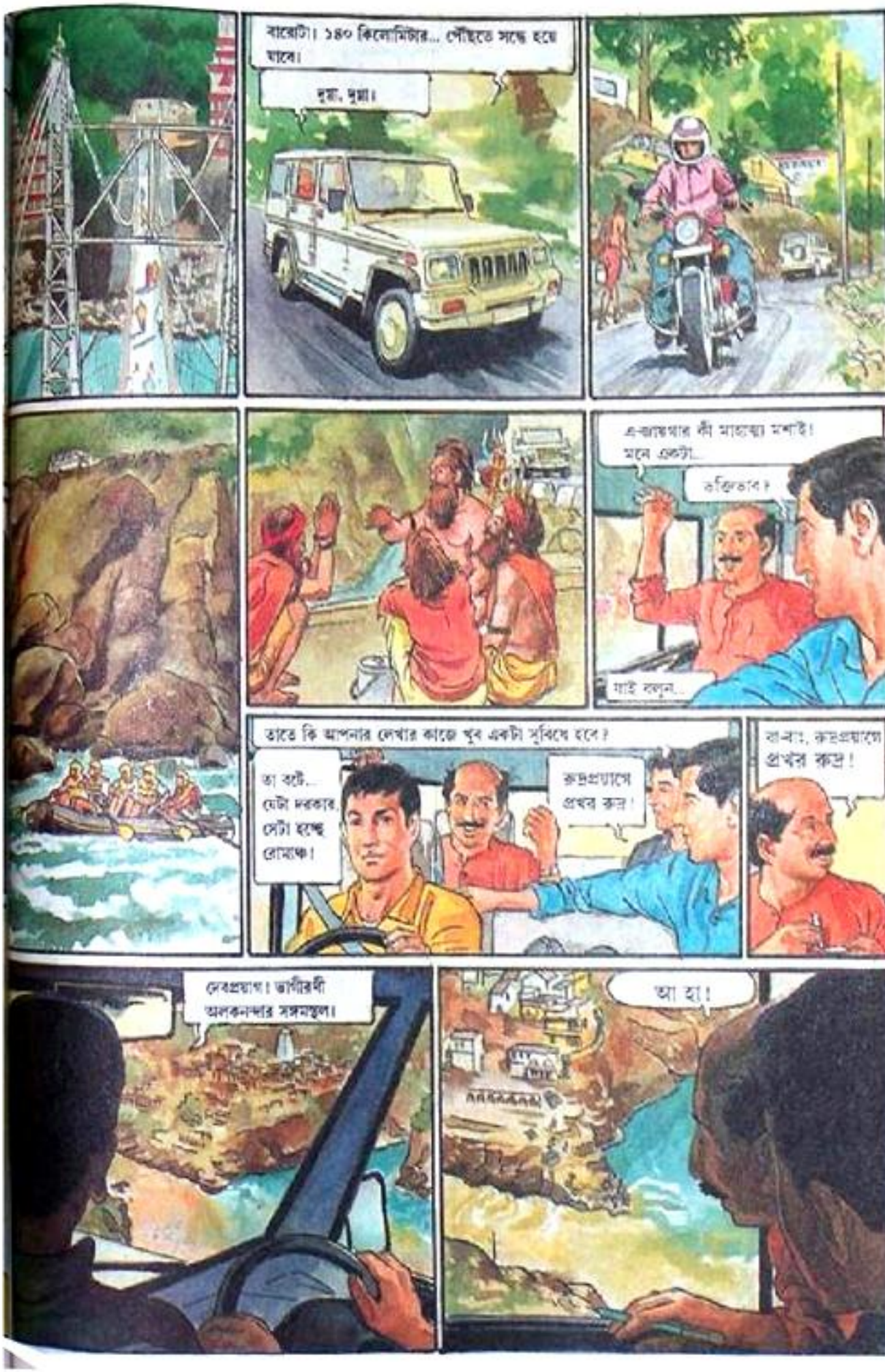
বারোটা। ১৪০ কিলোমিটার... পৌঁছতে সন্ধে হয়ে যাবে।
দুর্গা, দুর্গা।
এ-জায়গার কী মাহাত্ম্য মশাই! মনে একটা...
ভক্তিভাব?
যাই বলুন...
তাতে কি আপনার লেখার কাজে খুব একটা সুবিধে হবে?
তা বটে... যেটা দরকার, সেটা হচ্ছে রোমাঞ্চ!
রুদ্রপ্রয়াগে প্রখর রুদ্র!
বাবা, রুদ্রপ্রয়াগে প্রখর রুদ্র!
দেবপ্রয়াগ। ভাগীরথী অলকনন্দার সঙ্গমস্থল।
আ হা!

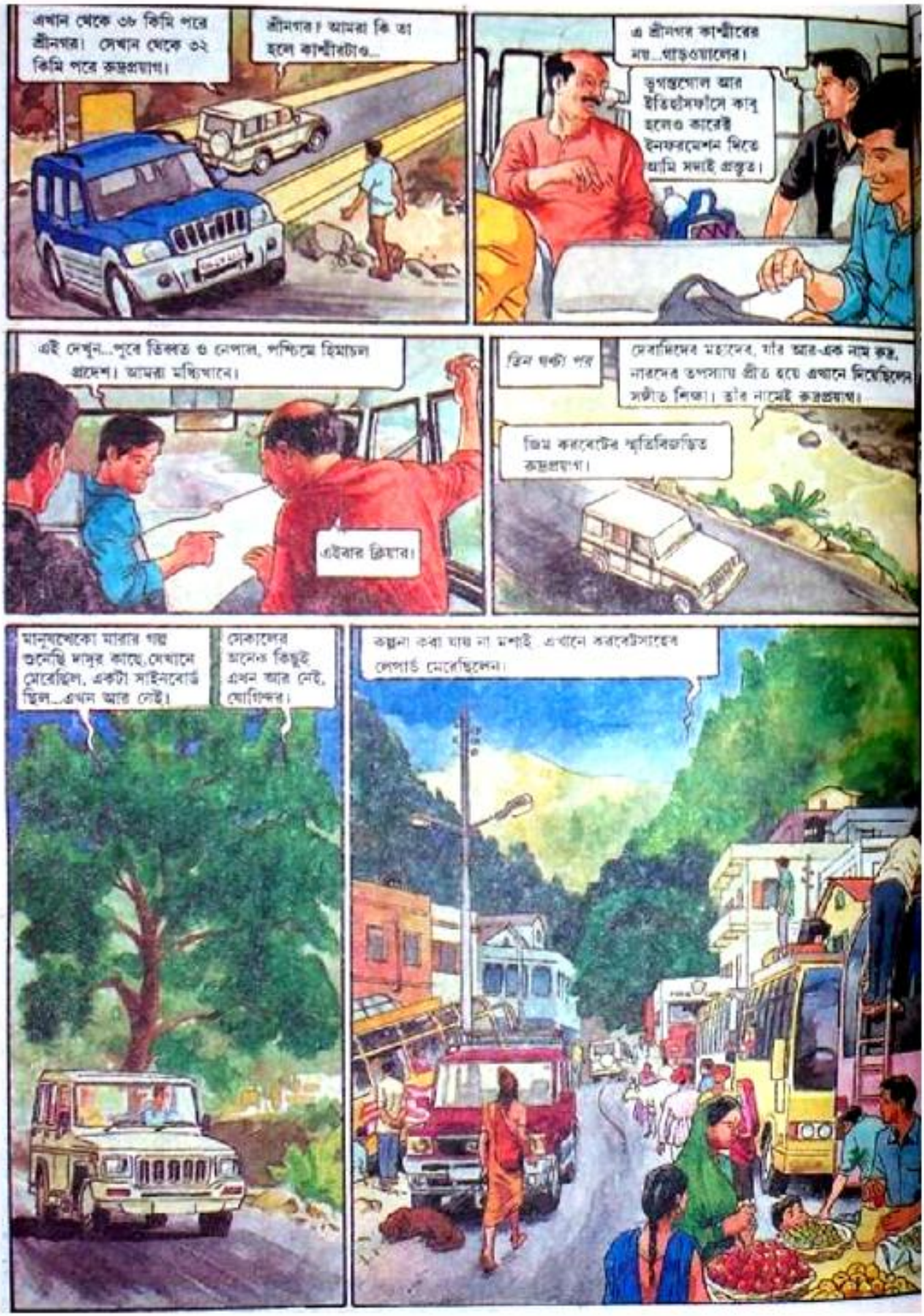
এখান থেকে ৩৮ কিমি পরে শ্রীনগর। সেখান থেকে ৩২ কিমি পরে রুদ্রপ্রয়াগ।
শ্রীনগর? আমরা কি তা হলে কাশ্মীরটাও...
এ শ্রীনগর কাশ্মীরের নয়...গাড়ওয়ালের।
ভূগন্তগোল আর ইতিহাসফাঁসে কাবু হলেও কারেক্ট ইনফরমেশন দিতে আমি সদাই প্রস্তুত।
এই দেখুন...পুবে তিব্বত ও নেপাল, পশ্চিমে হিমাচল প্রদেশ। আমরা মধ্যিখানে।
এইবার ড্রাইভার।
তিন ঘণ্টা পর
দেবাদিদেব মহাদেব, যাঁর আর-এক নাম রুদ্র, নারদের তপস্যায় প্রীত হয়ে এখানে দিয়েছিলেন সঙ্গীত শিক্ষা। তাঁর নামেই রুদ্রপ্রয়াগ।
জিম করবেটের স্মৃতিবিজড়িত রুদ্রপ্রয়াগ।
মানুষখেকো মারার গল্প শুনেছি দাদুর কাছে,যেখানে মেরেছিল, একটা সাইনবোর্ড ছিল...এখন আর নেই।
সেকালের অনেক কিছুই এখন আর নেই, যোগিন্দর।
কল্পনা করা যায় না মশাই. এখানে করবেটসাহেব লেপার্ড মেরেছিলেন।

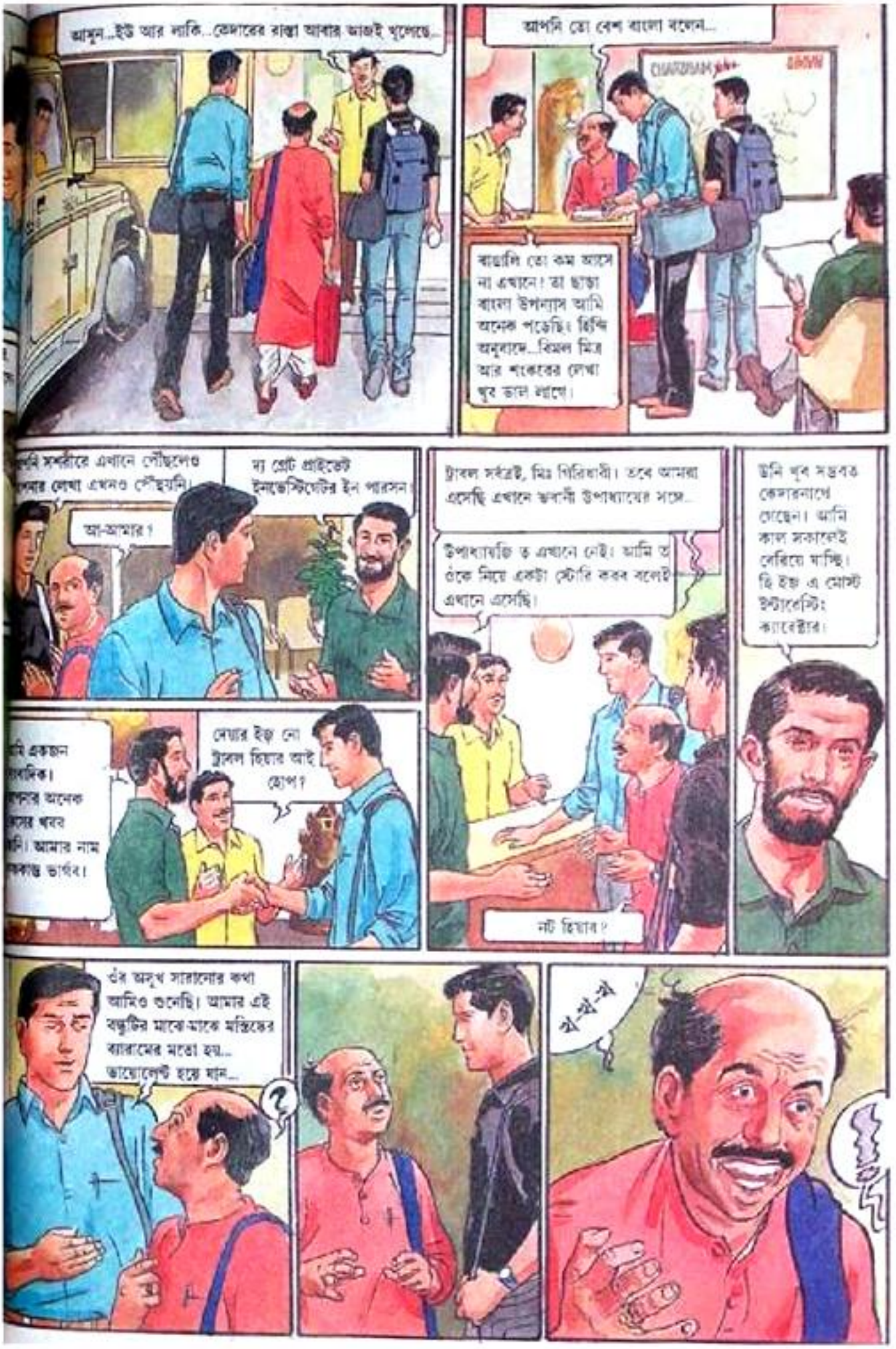
আসুন...ইউ আর লাকি...ভেদারের রাস্তা আবার আজই খুলেছে...
আপনি তো বেশ বাংলা বলেন...
বাঙালি তো কম আসে না এখানে! তা ছাড়া বাংলা উপন্যাস আমি অনেক পড়েছি। হিন্দি অনুবাদে...বিমল মিত্র আর শংকরের লেখা খুব ভাল লাগে।
দ্য গ্রেট প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর ইন পারসন।
আ-আমার?
ট্রাবল সর্বত্রই, মিঃ গিরিধারী। তবে আমরা এসেছি এখানে জ্বালানী উপাধ্যায়ের সঙ্গে...
উপাধ্যায়জি ত এখানে নেই। আমি ত ওঁকে নিয়ে একটা স্টোরি করব বলেই এখানে এসেছি।
নট হিয়ার?
উনি খুব সম্ভবত কেদারনাথে গেছেন। আমি কাল সকালেই বেরিয়ে যাচ্ছি। হি ইজ এ মোস্ট ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার।
আমি একজন সাংবাদিক। আপনার অনেক কাজের খবর জানি। আমার নাম কমলাকান্ত ভার্গব।
নেভার ইজ নো ট্রাবল হিয়ার আই হোপ?
ওঁর অসুখ সারানোর কথা আমিও শুনেছি। আমার এই বন্ধুটির মাঝে-মাঝে মস্তিষ্কের ব্যারামের মতো হয়... ভায়োলেন্ট হয়ে যান...
?
ঝ ঝ ঝ

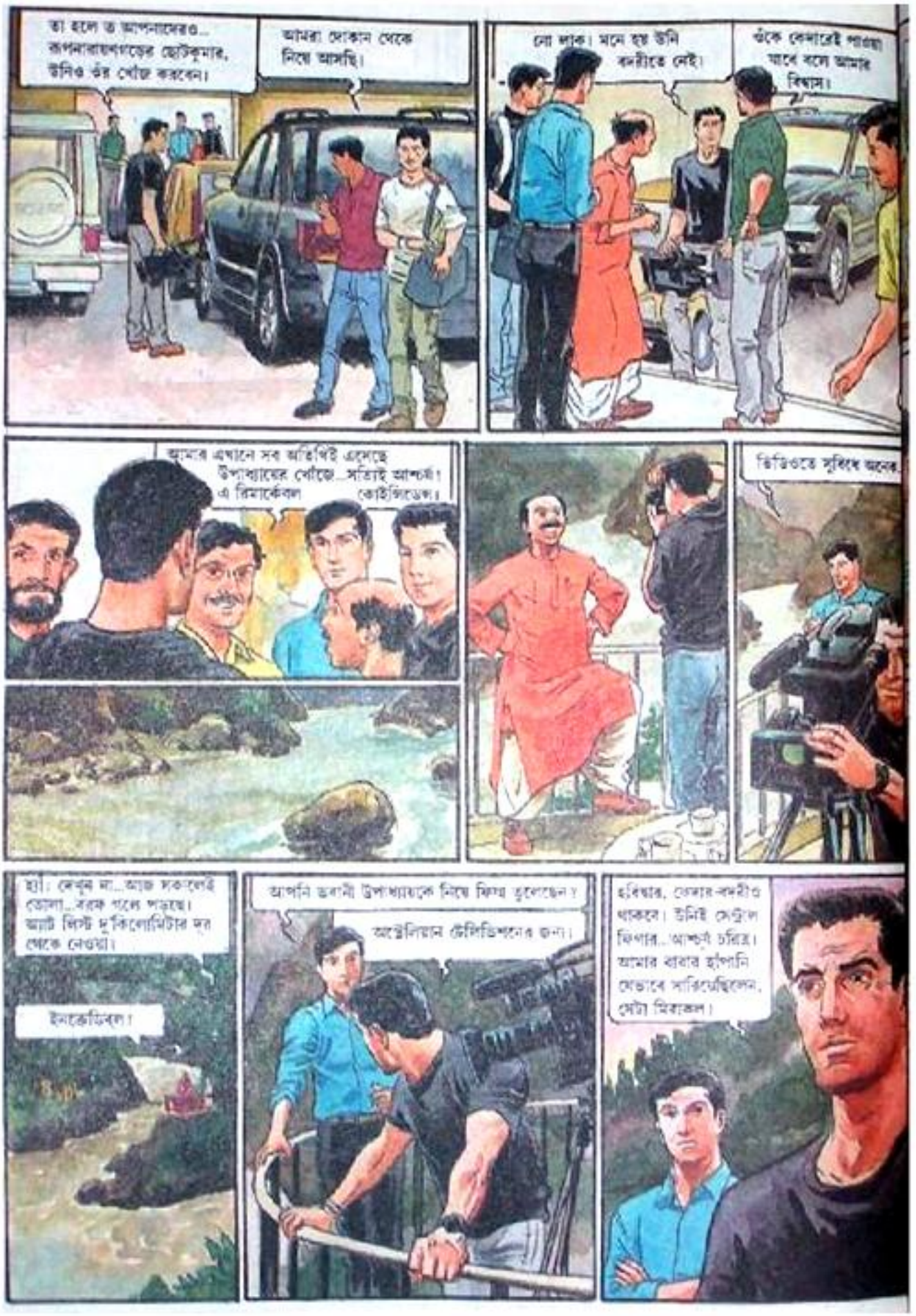
তা হলে ত আপনাদেরও... জগন্নারায়ণগড়ের ছোটকুমার, উনিও ওঁর খোঁজ করবেন।
আমরা দোকান থেকে নিয়ে আসছি।
নো লাক। মনে হয় উনি বন্দীত্বে নেই।
ওঁকে কেন্দ্রেই পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস।
আমার এখানে সব অতিথিই এসেছে উপাধ্যায়ের খোঁজে...সত্যিই আশ্চর্য! এ রিমার্কেবল কোইনসিডেন্স।
ক্রিকেটের সুবিধে অনেক
হ্যাঁ। দেখুন না...আজ সকালেই তোলা...বরফ গলে পড়ছে। অ্যাট লিস্ট দু'কিলোমিটার দূর থেকে নেওয়া।
ইনক্রেডিবল!
আপনি ভবানী উপাধ্যায়কে নিয়ে ফিল্ম তুলেছেন?
অস্ট্রেলিয়ান টেলিভিশনের জন্য।
হবিষ্যর, তোমার বন্দীত্ব থাকবে। উনিই সেন্ট্রাল ফিগার...আশ্চর্য চরিত্র। আমার বাবার হাঁপানি যেভাবে সারিয়েছিলেন, সেটা মিরাকল।

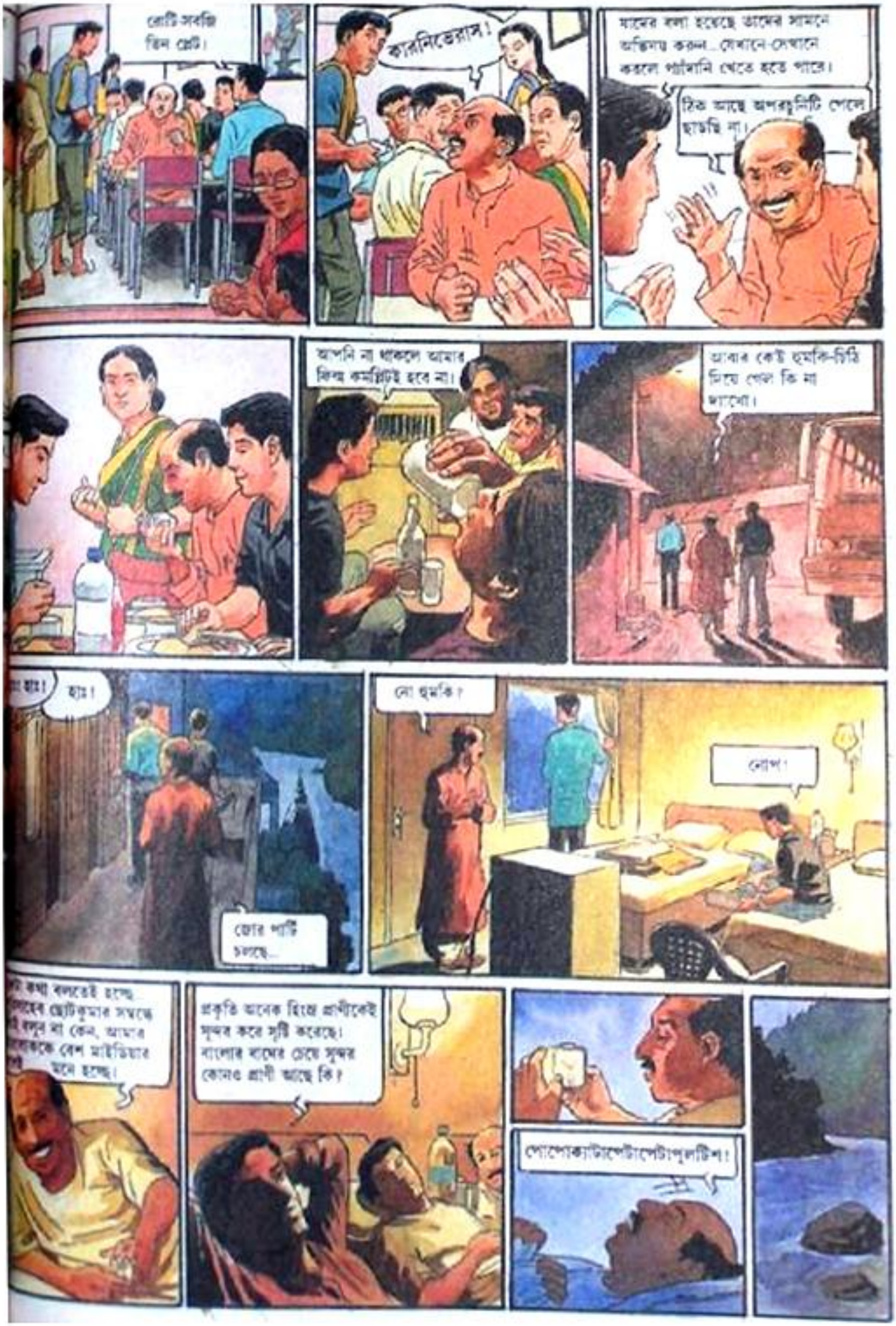
প্রোটি-সবজি ফিন প্রোট।
কারনিভেরাস!
মানের বলা হয়েছে তাদের সামনে অভিনয় করুন...যেখানে-সেখানে করলে পাঁচখানি খেতে হতে পারে।
ঠিক আছে অপরচুনিটি পেলে ছাড়ছি না।
আপনি না থাকলে আমার কিন্তু কমফিটই হবে না।
আবার কেউ হুমকি-চিঠি দিয়ে গেল কি না দ্যাখো।
হ্যাঁ!
ডোর পার্টি চলছে...
নো হুমকি?
নোপ।
কথা বলতেই হচ্ছে... ছোটকুমার সম্বন্ধে বলুন না কেন, আমার মনে হচ্ছে।
প্রকৃতি অনেক হিংস্র প্রাণীকেই সুন্দর করে সৃষ্টি করেছে। বাঘের বাঘের চেয়ে সুন্দর কোনও প্রাণী আছে কি?
পোপোকাটাপেটাপেটাপুলটিশ!

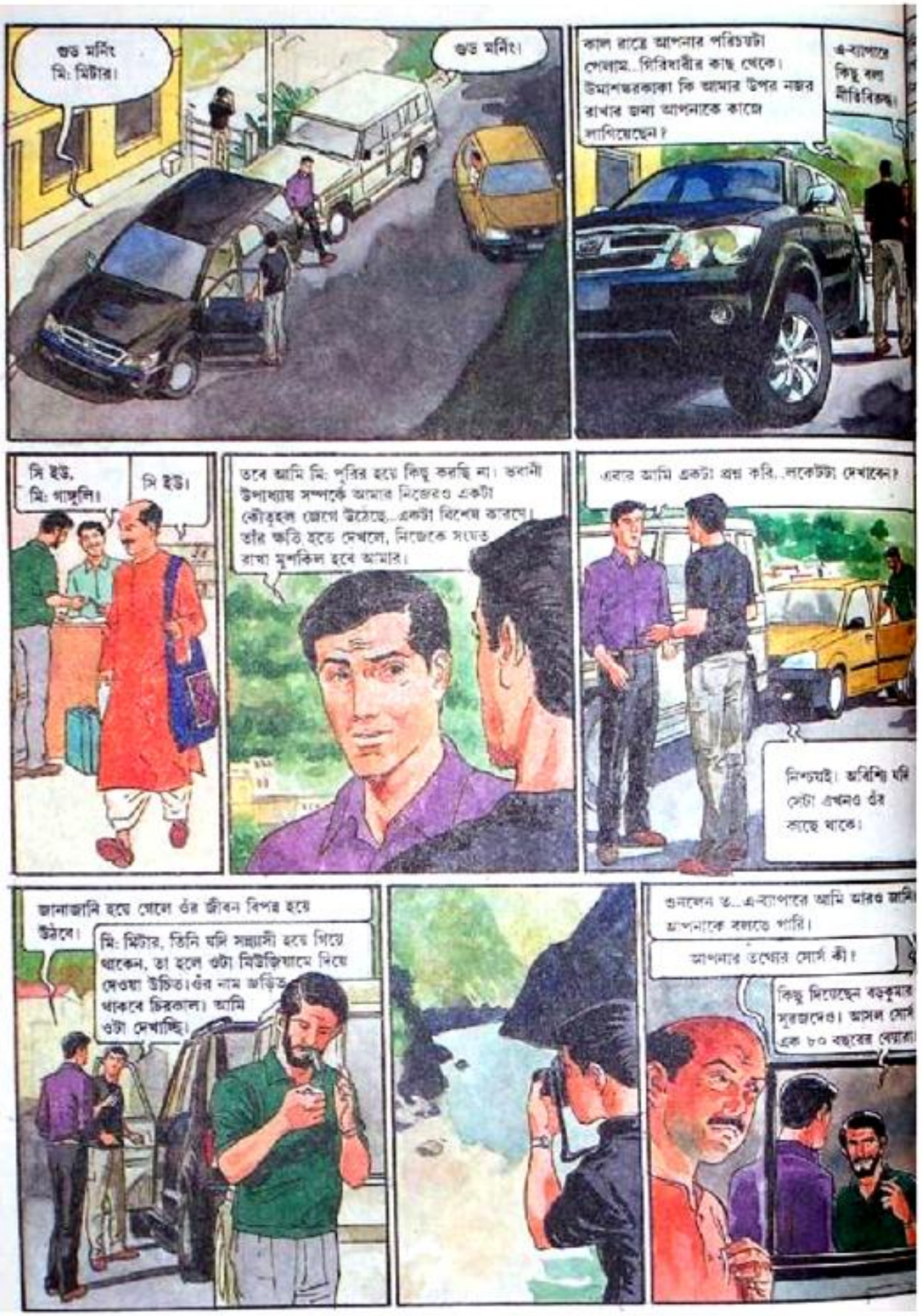
গুড মর্নিং মি: মিটার।
গুড মর্নিং।
কাল রাত্রে আপনার পরিচয়টা পেলাম...গিরিধারীর কাছ থেকে। উমাশঙ্করকাকা কি আমার উপর নজর রাখার জন্য আপনাকে কাজে লাগিয়েছেন?
এ-ব্যাপারে কিছু বলা নীতিবিরুদ্ধ।
সি ইউ, মি: গাঙ্গুলি।
সি ইউ।
তবে আমি মি: পুরির হয়ে কিছু করছি না। ভবানী উপাধ্যায় সম্পর্কে আমার নিজেরও একটা কৌতূহল জেগে উঠেছে...একটা বিশেষ কারণে। তাঁর জড়ি হতে দেখলে, নিজেকে সংযত রাখা মুশকিল হবে আমার।
এবার আমি একটা প্রশ্ন করি...লকেটটা দেখাবেন?
নিশ্চয়ই। জরিশি যদি সেটা এখনও ওঁর কাছে থাকে।
জানাজানি হয়ে গেলে ওঁর জীবন বিপন্ন হয়ে উঠবে।
মি: মিটার, তিনি যদি সন্ন্যাসী হয়ে গিয়ে থাকেন, তা হলে ওটা মিউজিয়ামে দিয়ে দেওয়া উচিত। ওঁর নাম জড়িত থাকবে চিরকাল। আমি ওটা দেখাচ্ছি।
শুনলেন ত...এ-ব্যাপারে আমি আরও জানি। আপনাকে বলতে পারি।
আপনার তথ্যের সোর্স কী?
কিছু দিয়েছেন বড়কুমার সুরজদেও। আসল সোর্স এক ৮০ বছরের বেয়ারা।

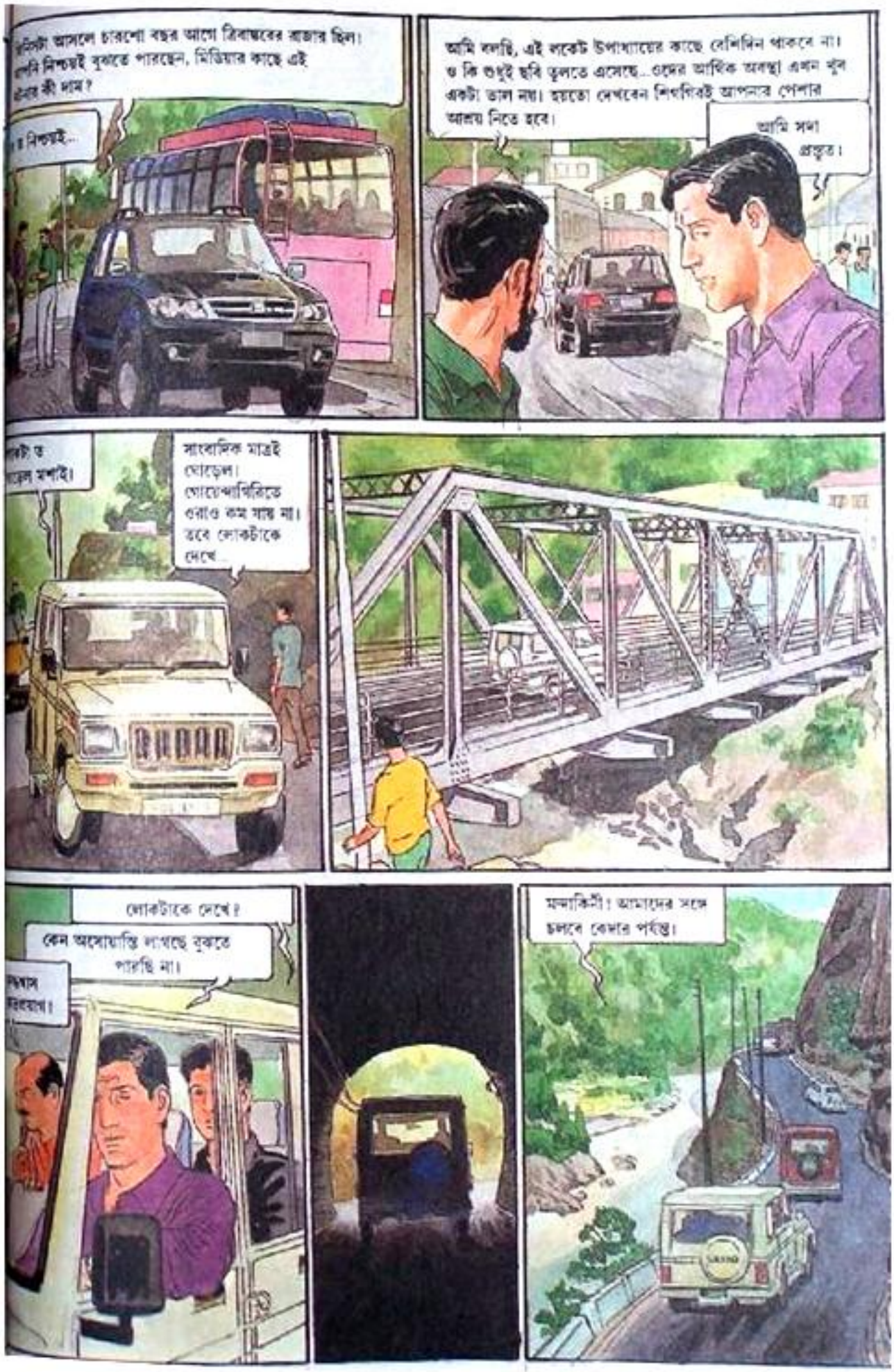
জিনিসটা আসলে চারশো বছর আগে ত্রিবাঙ্কুরের রাজার ছিল। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, মিডিয়ার কাছে এই জিনিসের কী দাম?
নিশ্চয়ই...
আমি বলছি, এই লকেট উপাধ্যায়ের কাছে বেশিদিন থাকবে না। ও কি শুধুই ছবি তুলতে এসেছে...ওদের আর্থিক অবস্থা এখন খুব একটা ভাল নয়। হয়তো দেখবেন শিগগিরই আপনার পেশার আশ্রয় নিতে হবে।
আমি সদা প্রস্তুত।
সাংবাদিক মাত্রই ঘোড়েল। গোয়েন্দাগিরিতে ওরাও কম যায় না। তবে লোকটাকে দেখে...
লোকটাকে দেখে?
কেন অস্বস্তি লাগছে বুঝতে পারছি না।
মন্দাকিনী! আমাদের সঙ্গে চলবে কেদার পর্যন্ত।

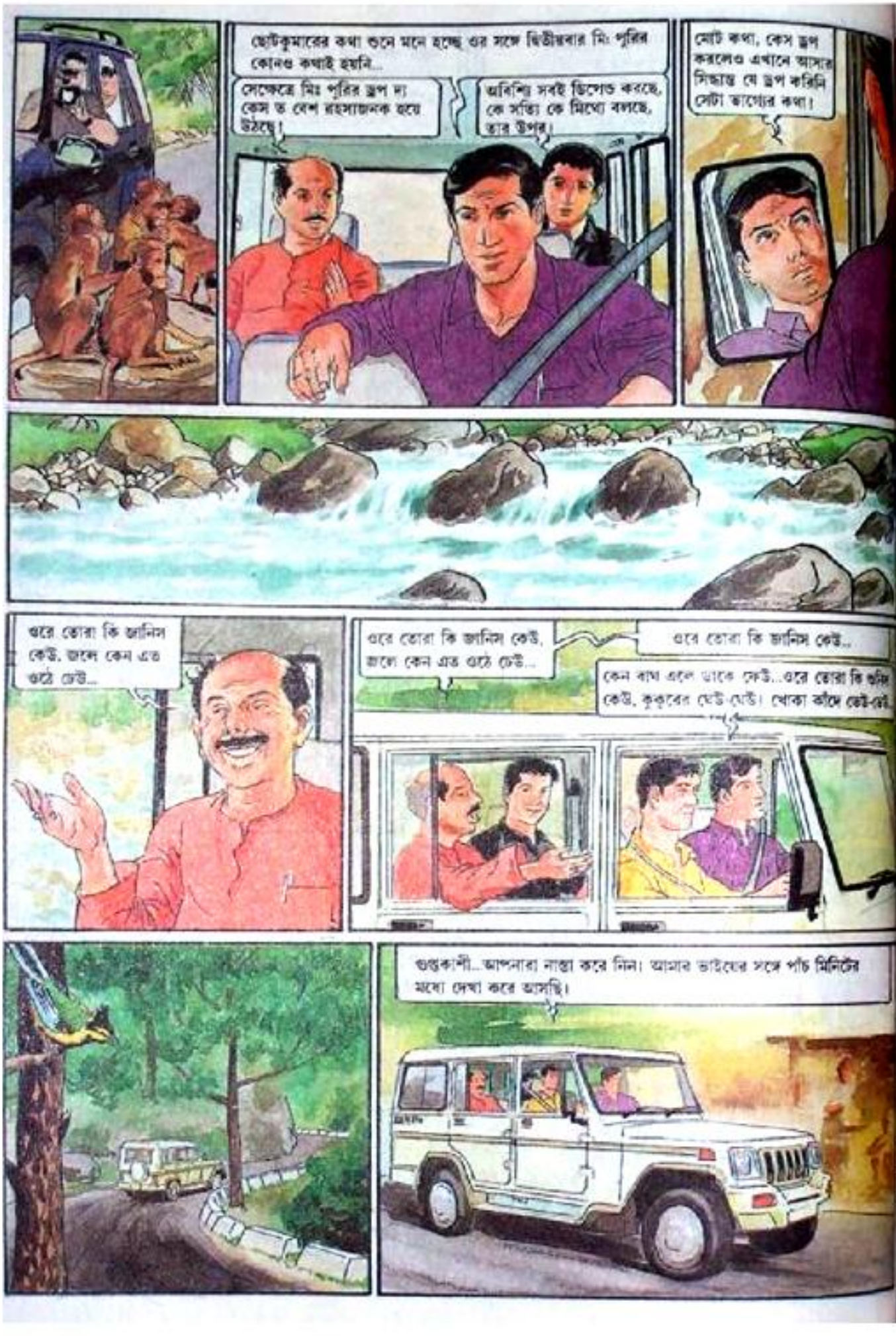
ছোটকুমারের কথা শুনে মনে হচ্ছে ওর সঙ্গে দ্বিতীয়বার মিঃ পুরির কোনও কথাই হয়নি...
সেক্ষেত্রে মিঃ পুরির ড্রপ দ্য কেস ত বেশ রহস্যজনক হয়ে উঠছে।
অবিশ্যি সবই ডিপেন্ড করছে, কে সত্যি কে মিথ্যে বলছে, তার উপর।
মোট কথা, কেস ড্রপ করলেও এখানে আসার সিদ্ধান্ত যে ড্রপ করিনি সেটা ভাগ্যের কথা।
ওরে তোরা কি জানিস কেউ, জলে কেন এত ওঠে ঢেউ...
ওরে তোরা কি জানিস কেউ, জলে কেন এত ওঠে ঢেউ...
ওরে তোরা কি জানিস কেউ...
কেন বাঘ এলে ডাকে ঢেউ...ওরে তোরা কি জানিস কেউ, কুকুরের ঘেউ-ঘেউ। খোকা কাঁদে ঢেউ-রাত
গুপ্তকাশী...আপনারা নাস্তা করে নিন। আমার ভাইয়ের সঙ্গে পাঁচ মিনিটের মধ্যে দেখা করে আসছি।

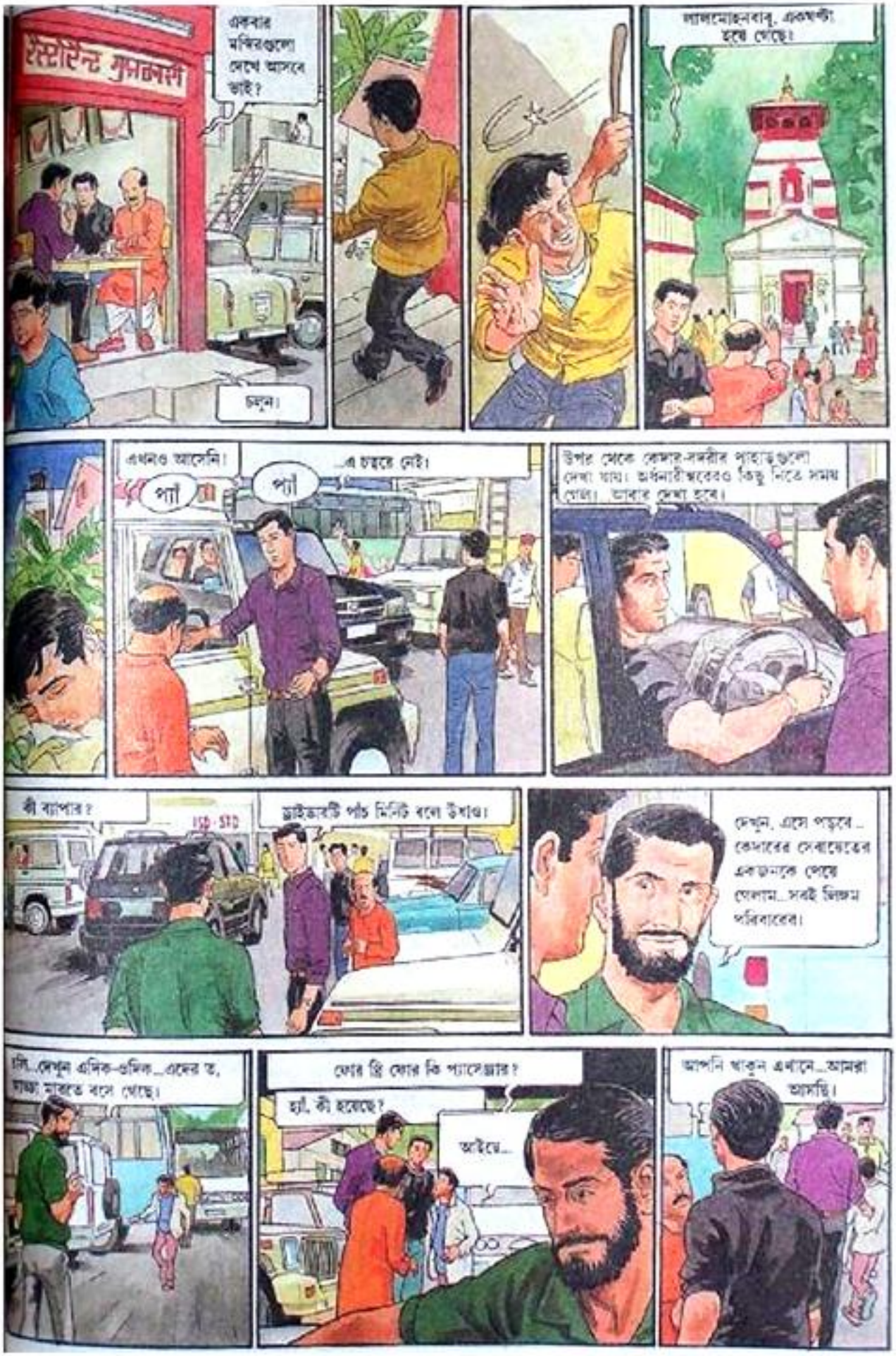
একবার মন্দিরগুলো দেখে আসবে ভাই?
চলুন।
লালমোহনবাবু, একঘণ্টা হয়ে গেছে।
এখনও আসেনি।
প্যা
প্যা
...এ চত্বরে নেই।
উপর থেকে কেদার-বদরীর পাহাড়গুলো দেখা যায়। অর্ধনারীশ্বরেরও কিছু নিতে সময় গেল। আবার দেখা হবে।
কী ব্যাপার?
ড্রাইভারটি পাঁচ মিনিট বলে উধাও।
দেখুন, এসে পড়বে... কেদারের সেবায়েতের একজনকে পেয়ে গেলাম...সবাই জিজম পরিবারের।
দেখুন এদিক-ওদিক...এদের ত, গাঞ্জা মারতে বসে গেছে।
ফোর থ্রি ফোর কি প্যাসেঞ্জার?
হ্যাঁ, কী হয়েছে?
অইয়ে...
আপনি থাকুন এখানে...আমরা আসছি।

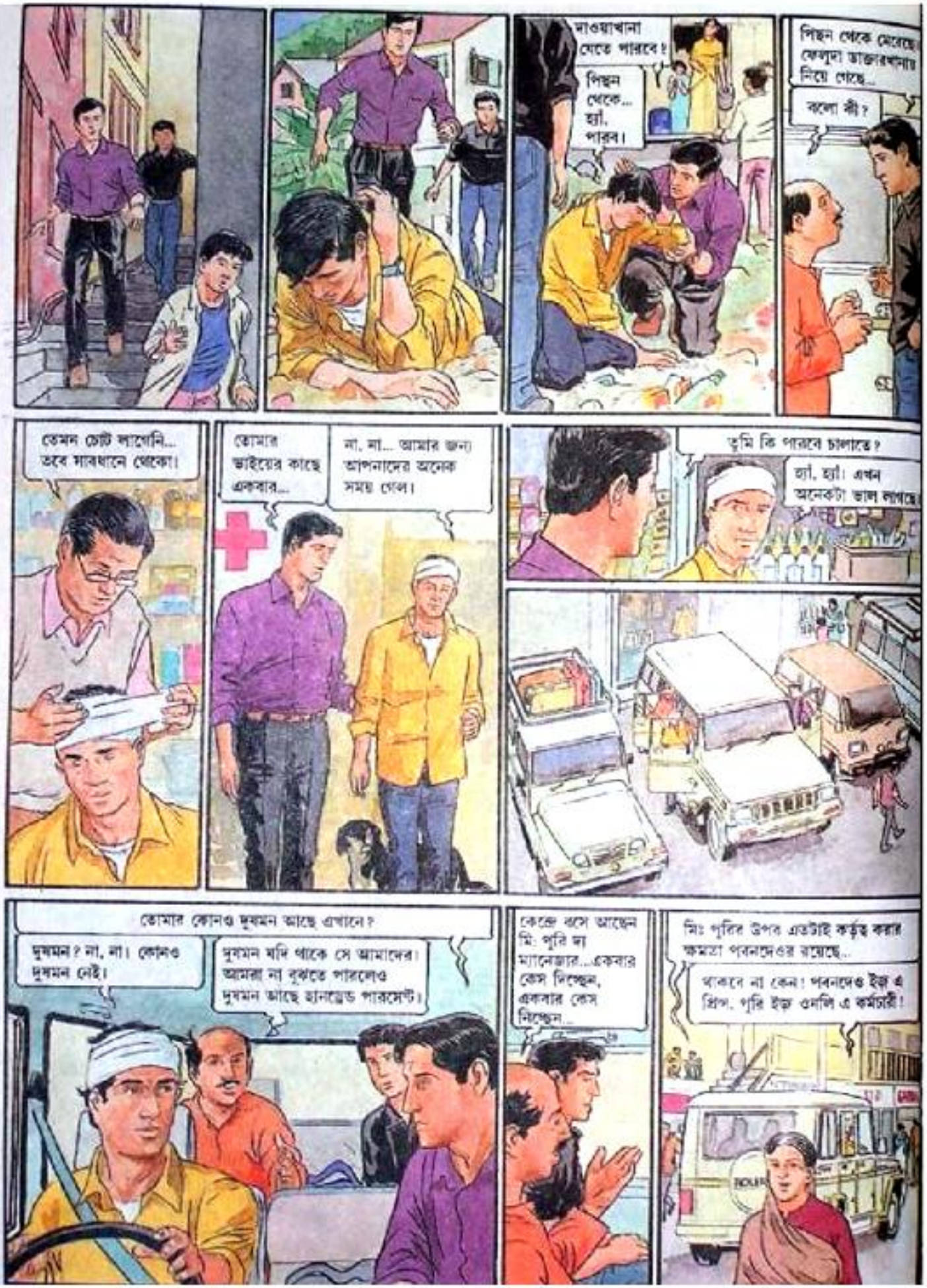
দাওয়াখানা যেতে পারবে?
পিছন থেকে... হ্যাঁ, পারব।
পিছন থেকে মেরেছে। ফেলুদা ডাক্তারখানায় নিয়ে গেছে...
বলো কী?
তেমন চোট লাগেনি... তবে সাবধানে থেকো।
তোমার ভাইয়ের কাছে একবার...
না, না... আমার জন্য আপনাদের অনেক সময় গেল।
তুমি কি পারবে চালাতে?
হ্যাঁ, হ্যাঁ। এখন অনেকটা ভাল লাগছে।
তোমার কোনও দুষমন আছে এখানে?
দুষমন? না, না। কোনও দুষমন নেই।
দুষমন যদি থাকে সে আমাদের। আমরা না বুঝতে পারলেও দুষমন আছে হ্যানড্রেড পারসেন্ট।
কেন্দ্রে বসে আছেন মি: পুরি দা ম্যানেজার...একবার কেস দিচ্ছেন, একবার কেস নিচ্ছেন...
মিঃ পুরির উপর এতটাই কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা পবনদেওর রয়েছে...
থাকবে না কেন! পবনদেও ইজ এ প্রিন্স, পুরি ইজ ওনলি এ কর্মচারী!

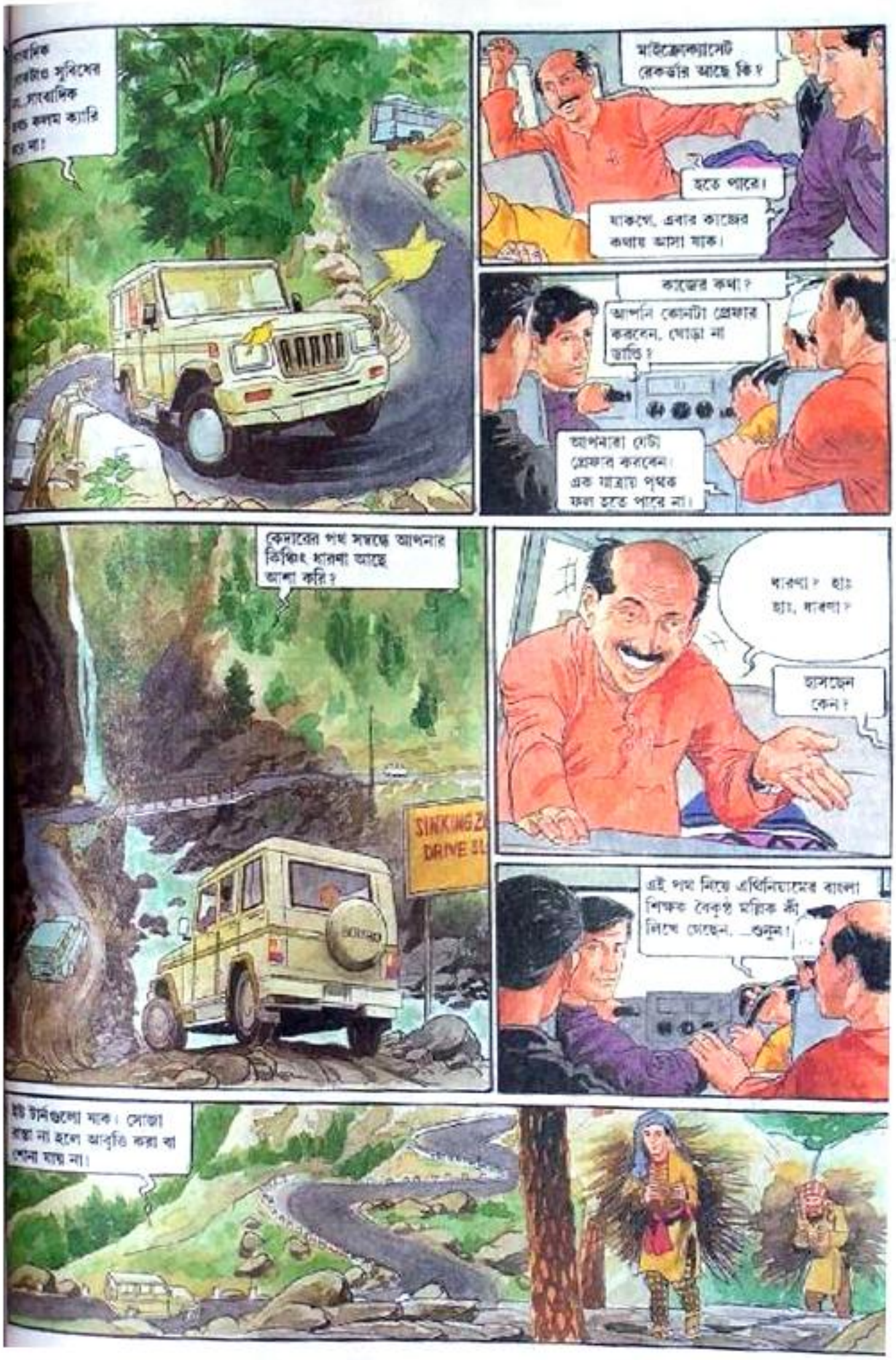
সাংবাদিক সুবিধের নয়, সাংবাদিক হতে কলম ক্যারি হয় না!
মাইক্রোক্যাসেট রেকর্ডার আছে কি?
হতে পারে।
যাকগে, এবার কাজের কথায় আসা যাক।
কাজের কথা?
আপনি কোনটা প্রেফার করবেন, ঘোড়া না ছাগি?
আপনারা যেটা প্রেফার করবেন। এক যাত্রায় পৃথক ফল হতে পারে না।
কেদারের পথ সম্বন্ধে আপনার কিঞ্চিৎ ধারণা আছে আশা করি?
SINKING ZONE
DRIVE SLOWLY
ধারণা? হাঃ হাঃ, ধারণা?
হাসছেন কেন?
এই পথ নিয়ে এথিনিয়ামের বাংলা শিক্ষক বৈকুণ্ঠ মল্লিক কী লিখে গেছেন, ...শুনুন!
হাই টার্নগুলো মাক। সোজা রাস্তা না হলে আবৃত্তি করা বা শোনা যায় না।

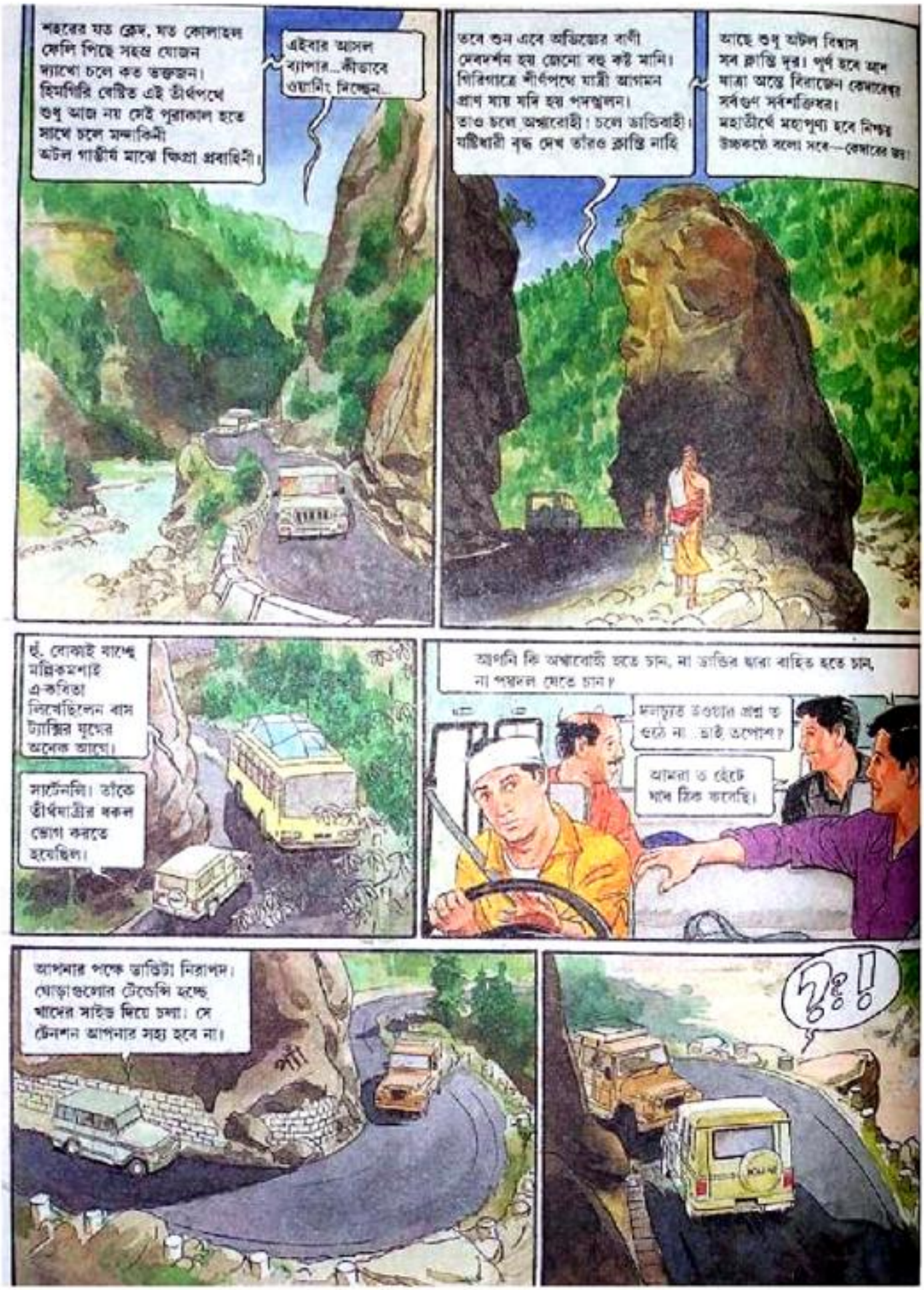
শহরের যত ক্লেদ, যত কোলাহল
ফেলি পিছে সহস্র যোজন
দ্যাখো চলে কত ভক্তজন।
হিমগিরি বেষ্টিত এই তীর্থপথে
শুধু আজ নয় সেই পুরাকাল হতে
সাথে চলে মন্দাকিনী
অটল গাম্ভীর্য মাঝে ক্ষিপ্রা প্রবাহিনী।
এইবার আসল ব্যাপার...কীভাবে ওয়ার্নিং দিচ্ছেন...
তবে শুন এবে অভিজ্ঞের বাণী
দেবদর্শন হয় জেনো বহু কষ্ট মানি।
গিরিগাত্রে শীর্ণপথে যাত্রী আগমন
প্রাণ যায় যদি হয় পদস্খলন।
তাও চলে অশ্বারোহী। চলে ডাণ্ডিবাহী।
যষ্টিধারী বৃদ্ধ দেখ তাঁরও ক্লান্তি নাহি
আছে শুধু অটল বিশ্বাস
সব ক্লান্তি দূর। পূর্ণ হবে সাধ
যাত্রা অন্তে বিরাজেন কেদারেশ্বর
সর্বগুণ সর্বশক্তিধর।
মহাতীর্থে মহাপুণ্য হবে নিশ্চয়
উচ্চকণ্ঠে বলো সবে—কেদারের জয়।
হুঁ, লোকাই বাবুর মল্লিকমশাই এ-কবিতা লিখেছিলেন বাস ট্যাক্সির যুগের অনেক আগে।
সার্টেনলি। তাঁকে তীর্থযাত্রীর ধকল ভোগ করতে হয়েছিল।
আপনি কি অশ্বারোহী হতে চান, না ডাণ্ডির দ্বারা বাহিত হতে চান, না পদব্রজে যেতে চান?
দলদুরস্ত ওওয়ার প্রশ্ন ত ওঠে না...তাই ভরোশা?
আমরা ত হেঁটে গাধ ঠিক করেছি।
আপনার পক্ষে ডাণ্ডিটা নিরাপদ। ঘোড়াগুলোর টেন্ডেন্সি হচ্ছে খাদের সাইড দিয়ে চলা। সে টেনশন আপনার সহ্য হবে না।
দুঃ!

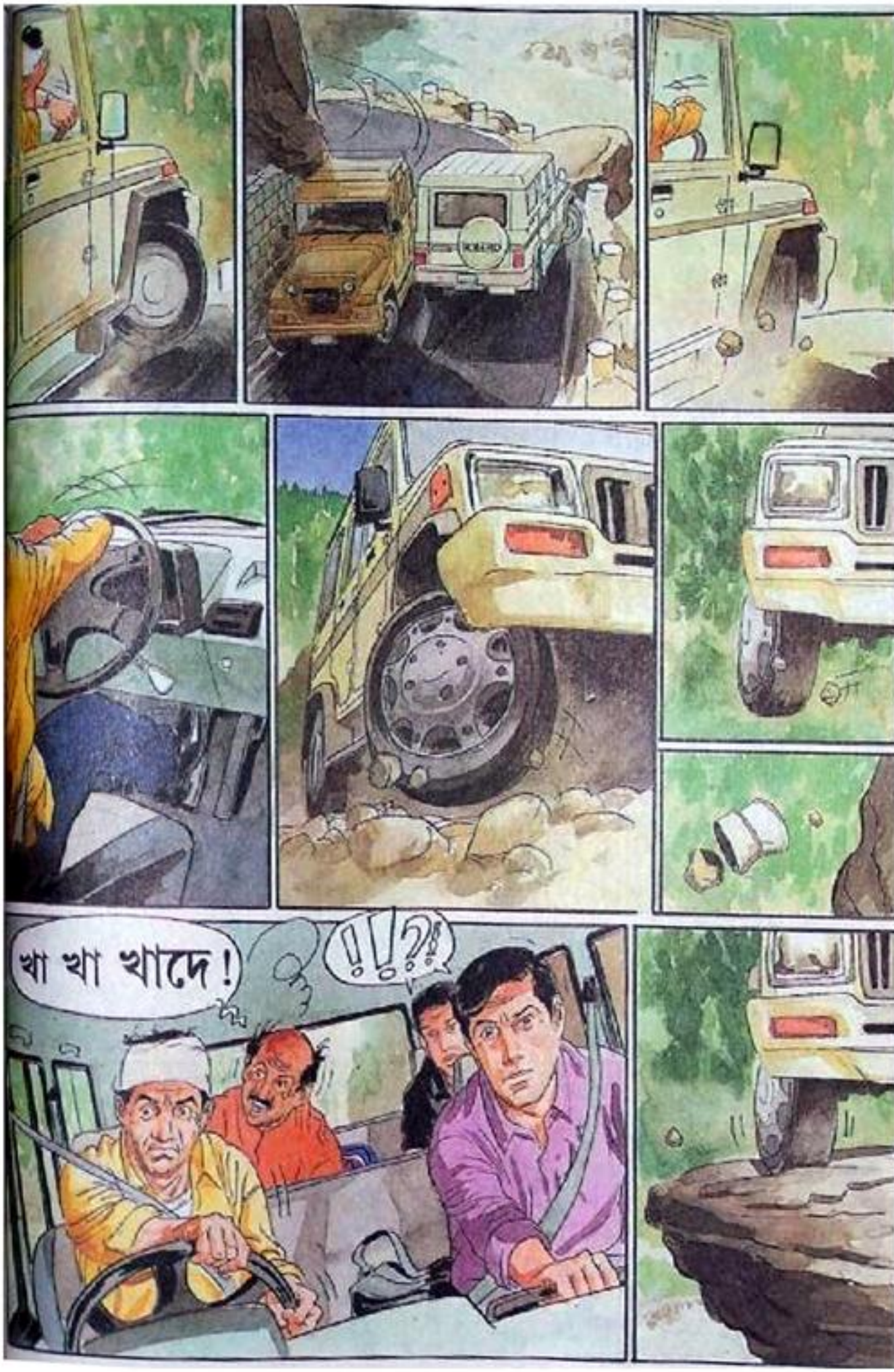
খা খা খাদে!
!!??

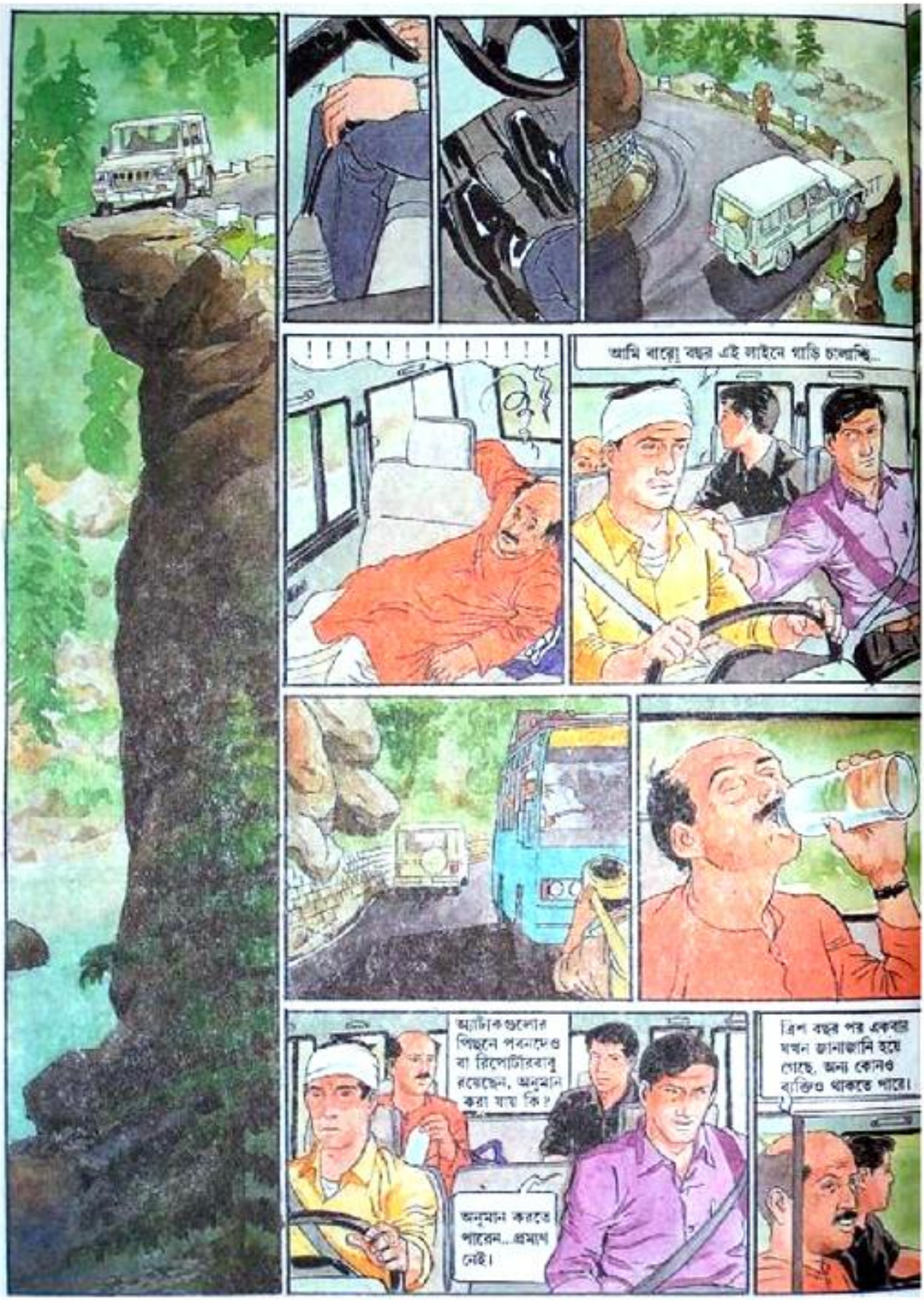
আমি বারো বছর এই লাইনে গাড়ি চালাচ্ছি...
অ্যাটাকগুলোর পিছনে পবনদেও বা রিপোর্টারবাবু রয়েছেন, অনুমান করা যায় কি?
অনুমান করতে পারেন...প্রমাণ নেই।
ত্রিশ বছর পর একবার যখন জানাজানি হয়ে গেছে, অন্য কোনও ব্যক্তিও থাকতে পারে।

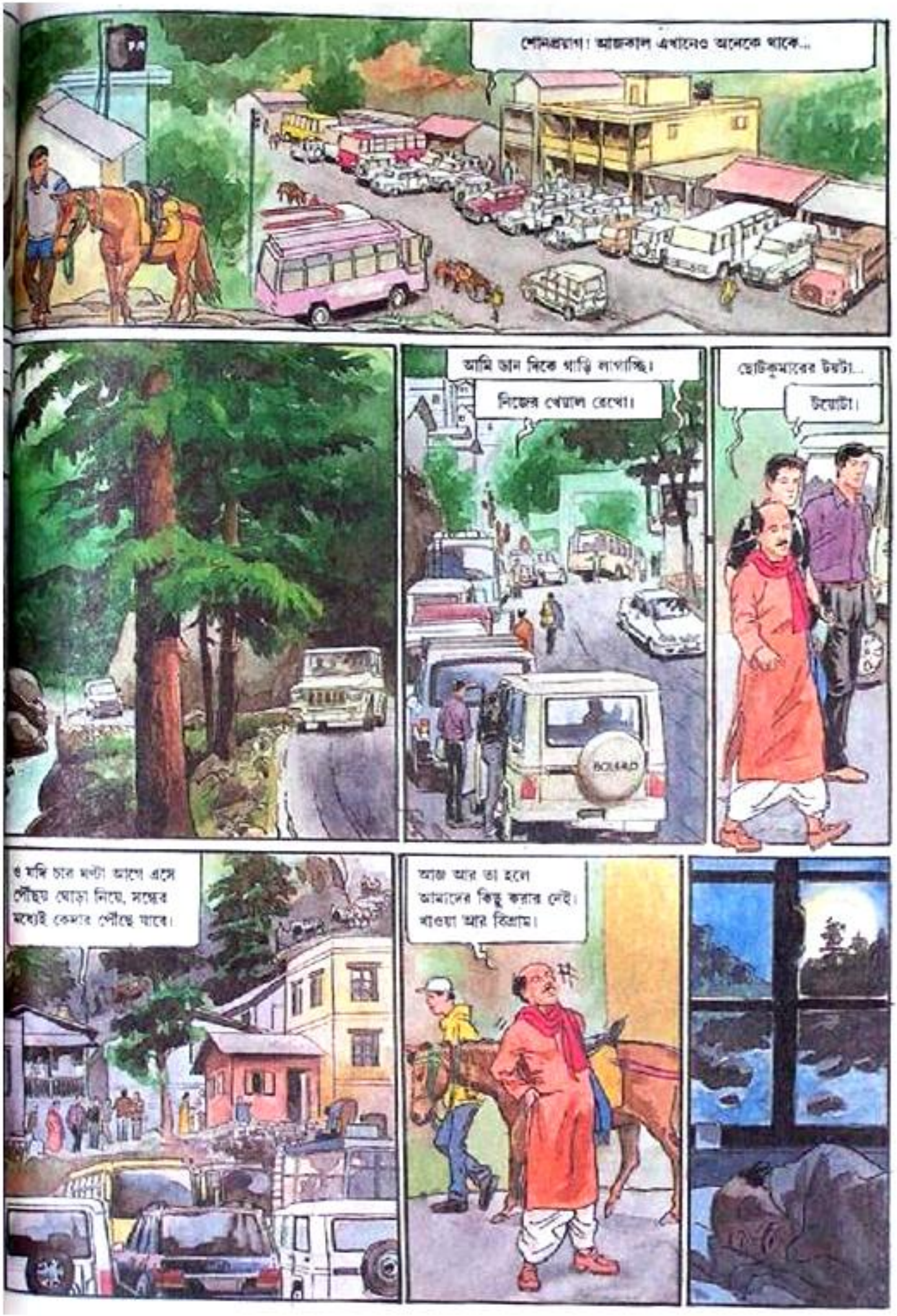
শৌনপ্রয়াগ। আজকাল এখানেও অনেকে থাকে...
আমি ডান দিকে গাড়ি লাগাচ্ছি।
নিজের খেয়াল রেখো।
ছোটকুমারের উষ্টা...
উষ্ট্রোটা।
ও যদি চার ঘণ্টা আগে এসে পৌঁছয় ঘোড়া নিয়ে, সন্ধের মধ্যেই কেদার পৌঁছে যাবে।
আজ আর তা হলে আমাদের কিছু করার নেই। খাওয়া আর বিশ্রাম।

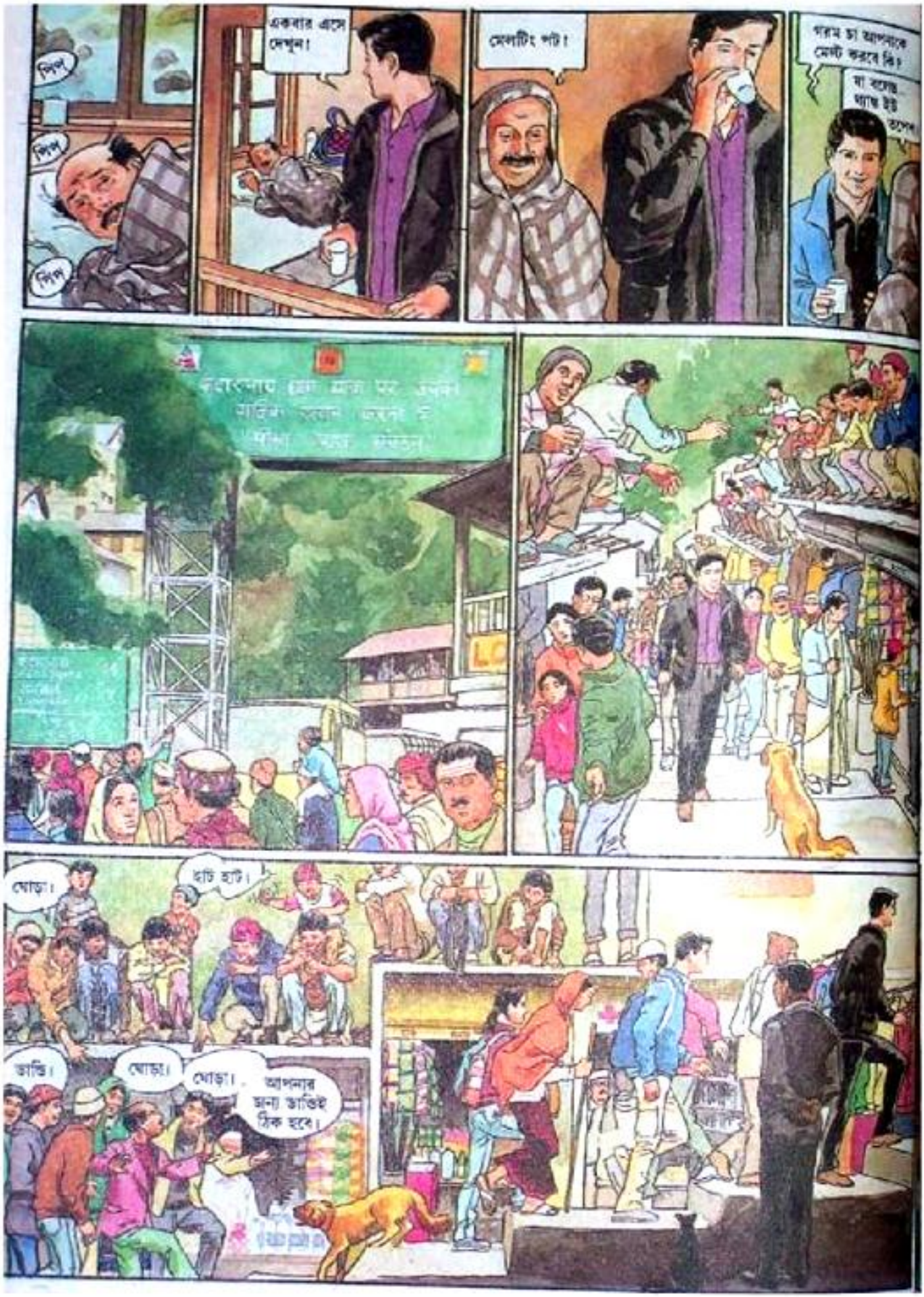
শিপ
শিপ
শিপ
একবার এসে দেখুন।
মেলাটিং পট।
গরম চা আপনাকে মেল্ট করবে কি।
না বলেছি গাছ ইট
ঘোড়া।
হাট হাট।
ভাড়ি।
ঘোড়া।
ঘোড়া।
আপনার জন্য ভাড়িই ঠিক হবে।

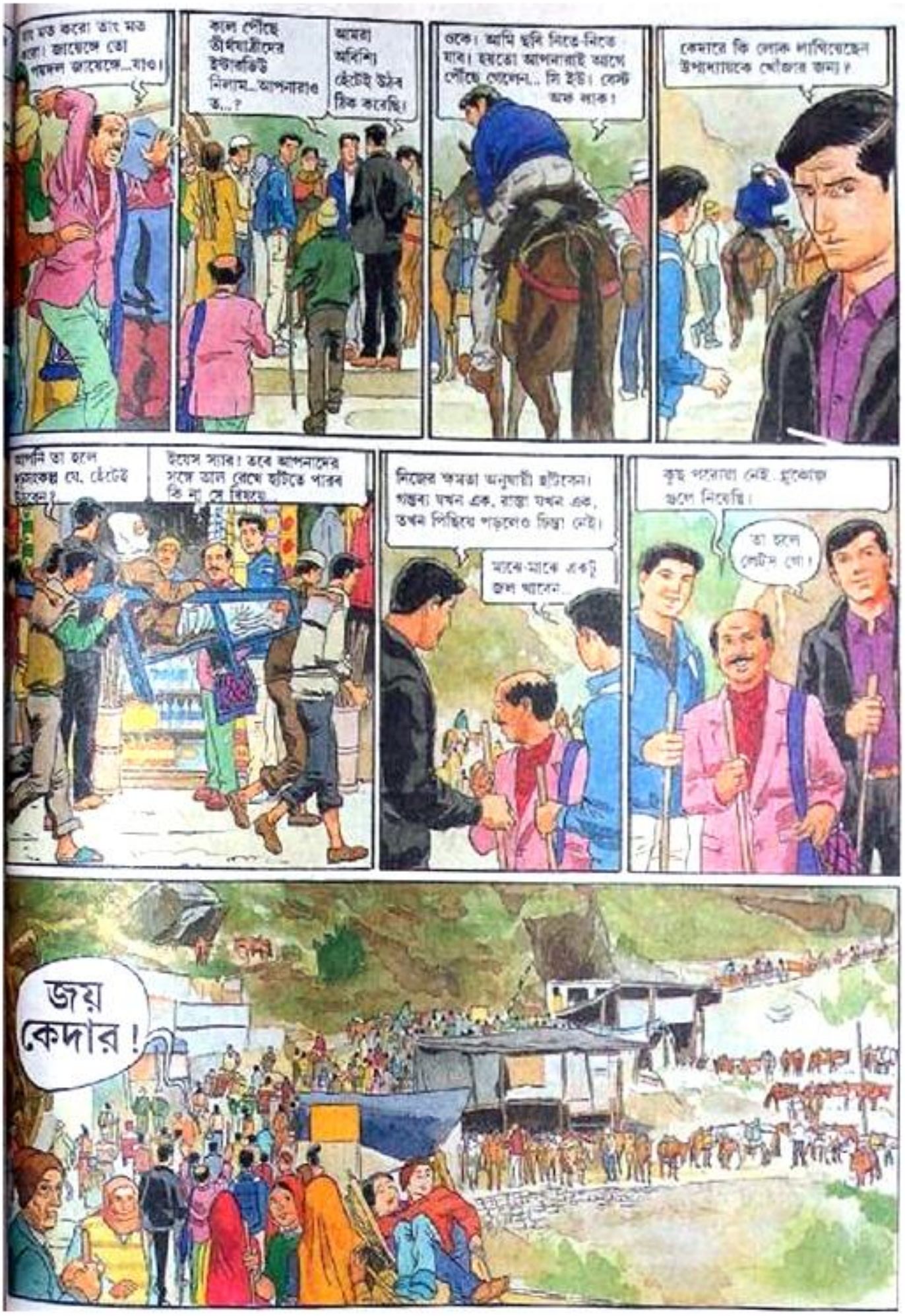
তাং মত করো তাং মত করো। জায়েঙ্গে তো পায়দল জায়েঙ্গে...যাও।
কাল পৌঁছে তীর্থযাত্রীদের ইন্তাজিট্ট নিলাম...আপনারাও ত...?
আমরা অবিশ্যি হেঁটেই উঠব ঠিক করেছি।
ওকে। আমি ছবি নিতে-নিতে যাব। হয়তো আপনারাই আগে পৌঁছে গেলেন... সি ইউ। কেপ্ট অফ লাক!
কেদারে কি লোক লাগিয়েছেন উপাধ্যায়কে খোঁজার জন্য?
আপনি তা হলে ধরেই নিচ্ছেন যে, হেঁটেই উঠবেন?
ইয়েস স্যার! তবে আপনাদের সঙ্গে তাল রেখে হাঁটতে পারব কি না সে নিয়ে...
নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী হাঁটবেন। গন্তব্য যখন এক, রাস্তা যখন এক, তখন পিছিয়ে পড়লেও চিন্তা নেই।
মাঝে-মাঝে একটু জল খাবেন...
কুছ পরোয়া নেই...ফ্লাস্কে জল নিয়েছি।
তা হলে লেটস গো!
জয় কেদার!

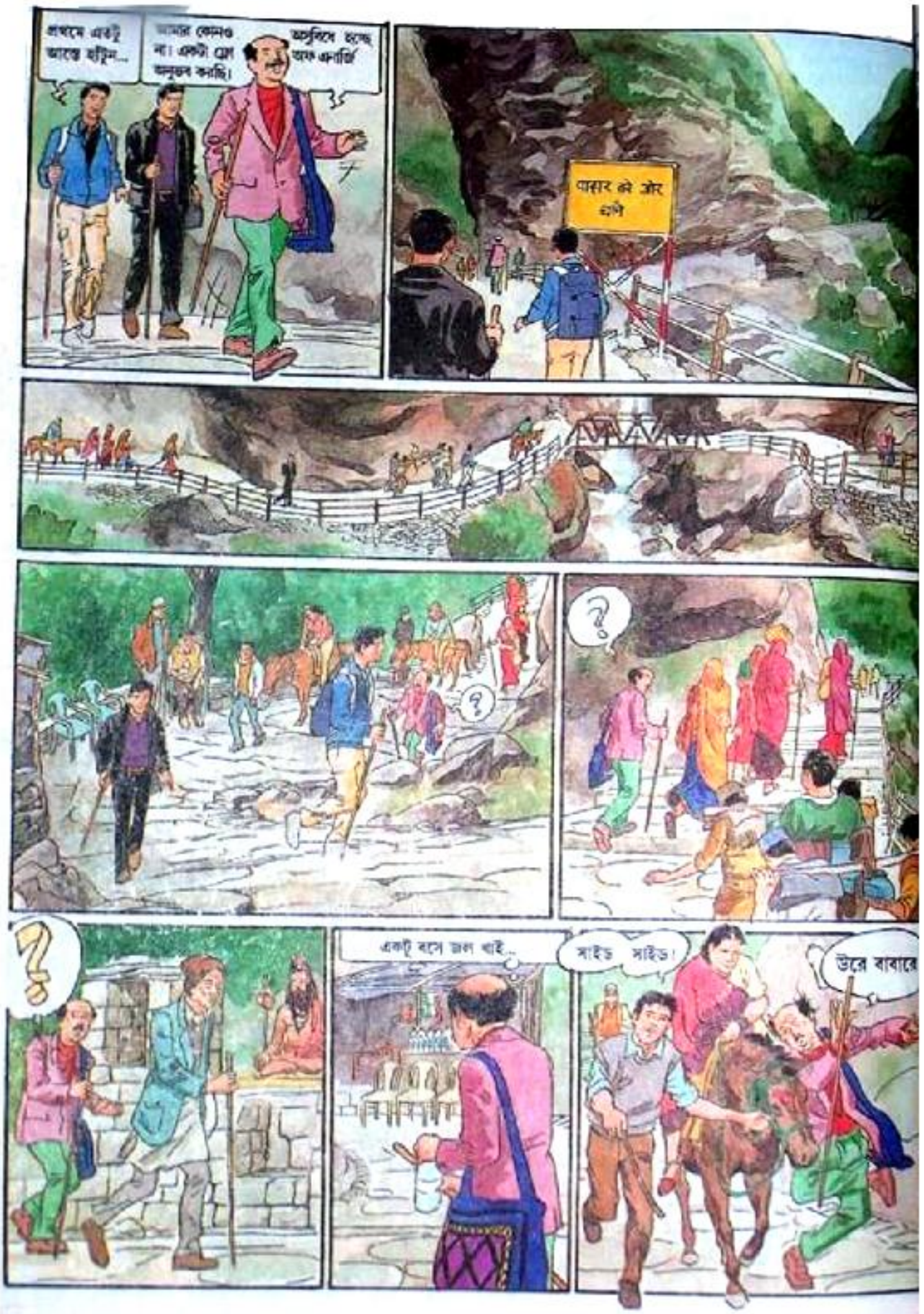
প্রথমে একটু আস্তে হাঁটুন...
আমার কোনও না। একটা ফ্লো অনুভব করছি।
অনুভবে হচ্ছে অফ এনার্জি
পাহার কে ওর ঘাঁ
?
?
?
একটু বসে জল খাই...
সাইড সাইড!
উরে বাবারে

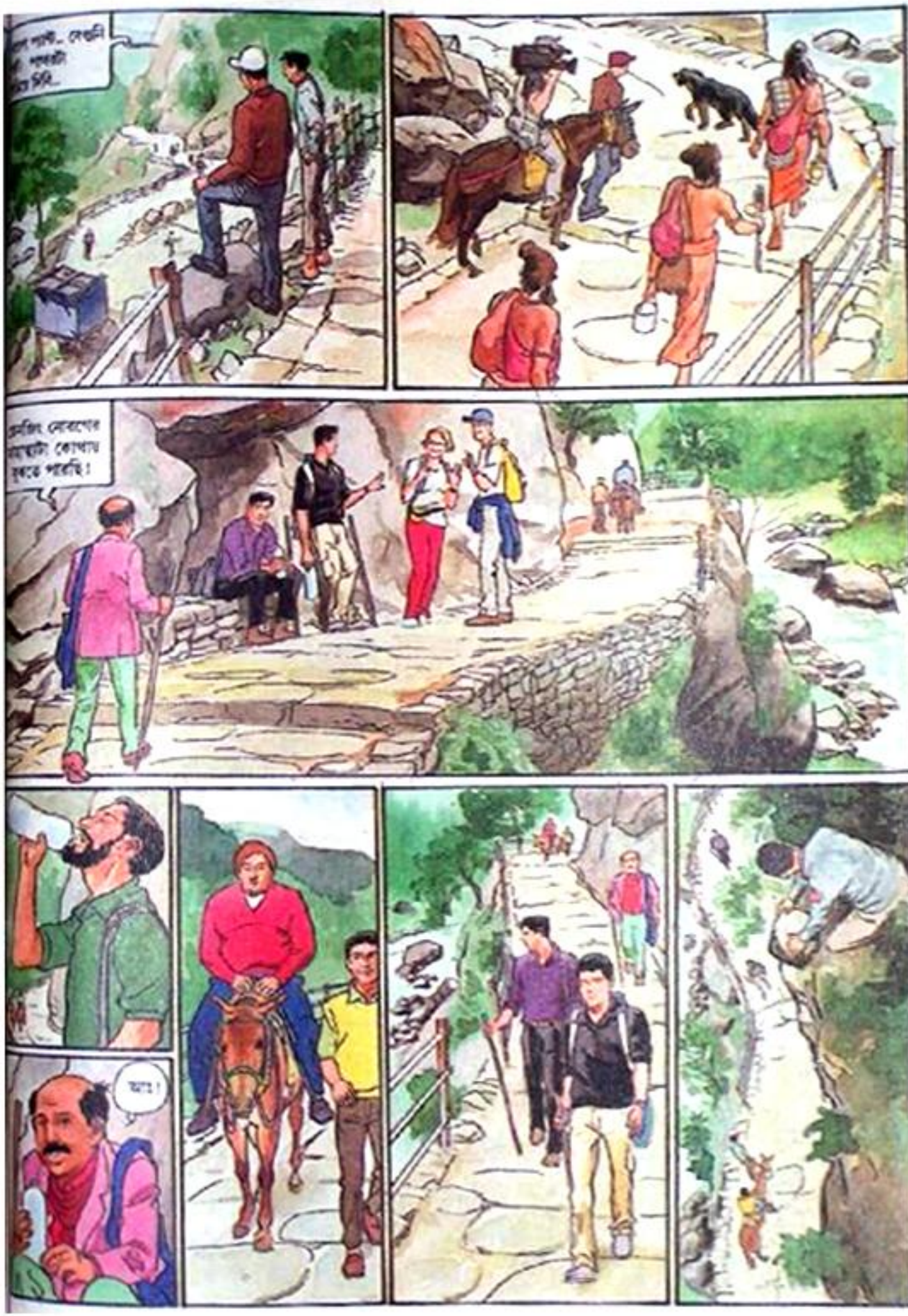
আমিও সেবাশ্রম
আস্তানা কোথায়
হবে পারছি!
আহ!

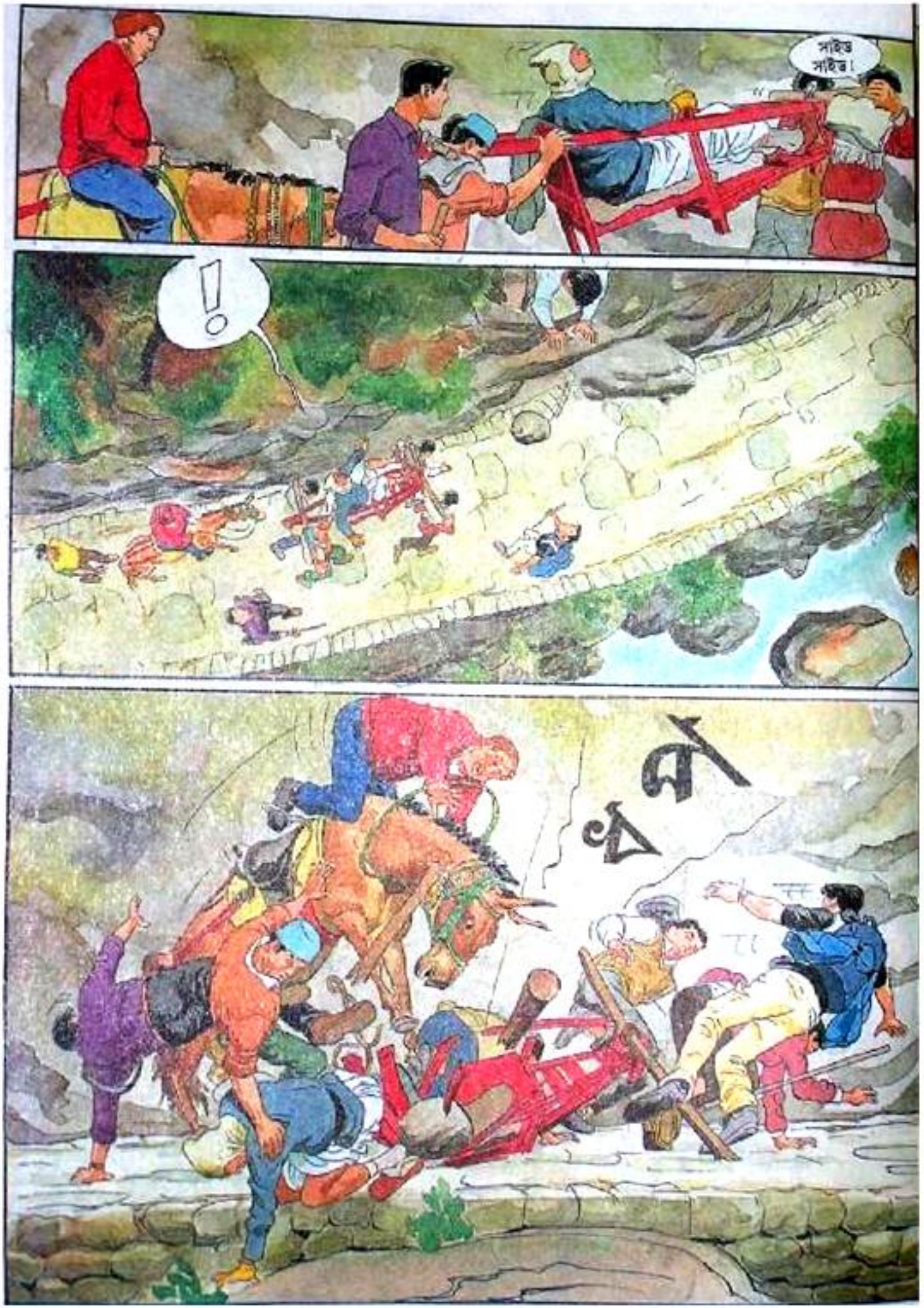
সাইব সাইব!
!
ধপ

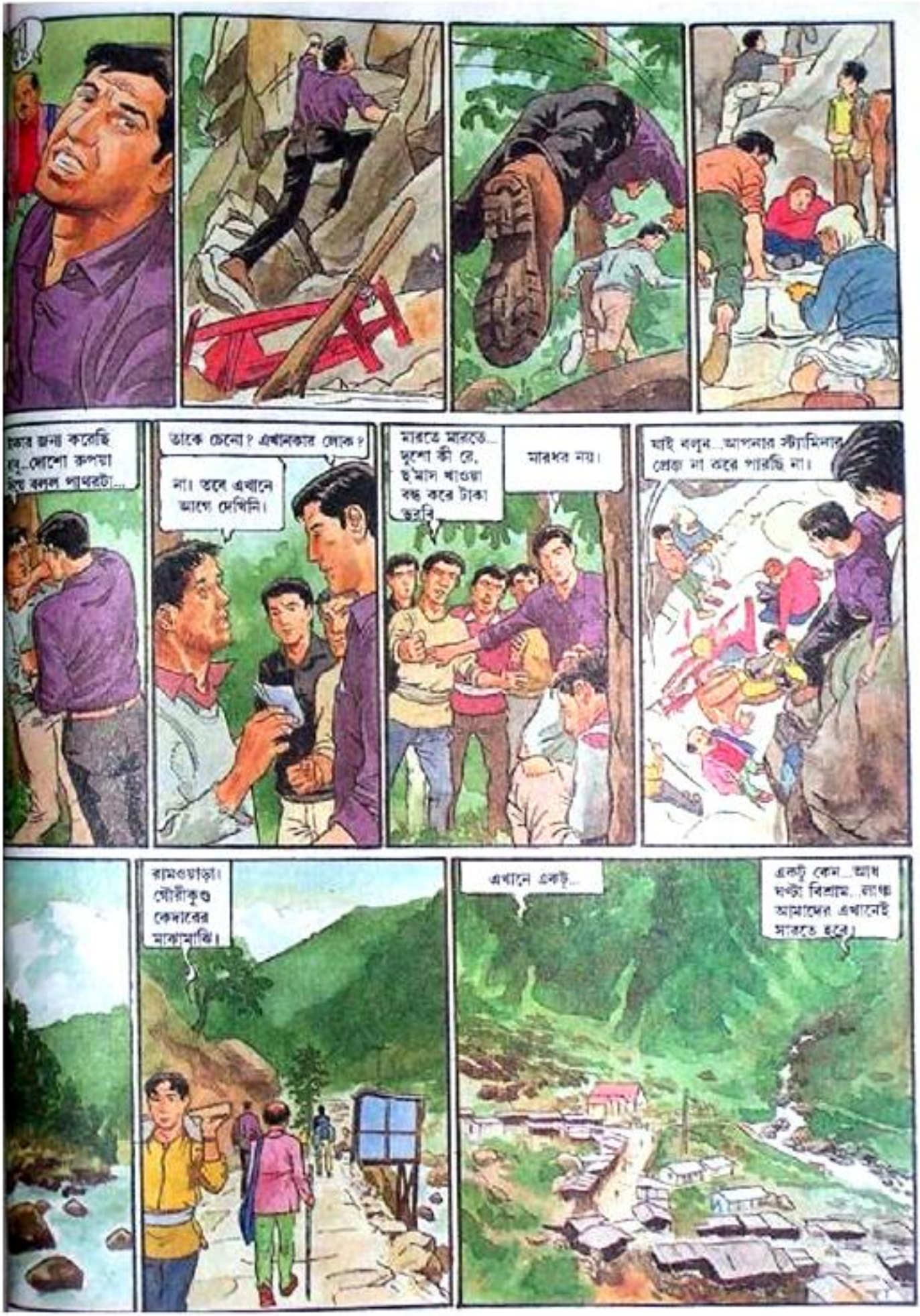
...জন্য করেছি
...শো রুপয়া
...বলল পাথরটা...
তাকে চেনো? এখানকার লোক?
না। তবে এখানে আগে দেখিনি।
মারতে মারতে... দুশো কী রে, ছ'মাস খাওয়া বন্ধ করে টাকা জমাবি
মারধর নয়।
যাই বলুন...আপনার স্ট্যামিনার প্রেজ না করে পারছি না।
রামওয়াড়া। গৌরীকুণ্ড কেদারের মাঝামাঝি।
এখানে একটু...
একটু কেন...আধ ঘণ্টা বিশ্রাম...লাঞ্চ আমাদের এখানেই সারতে হবে।

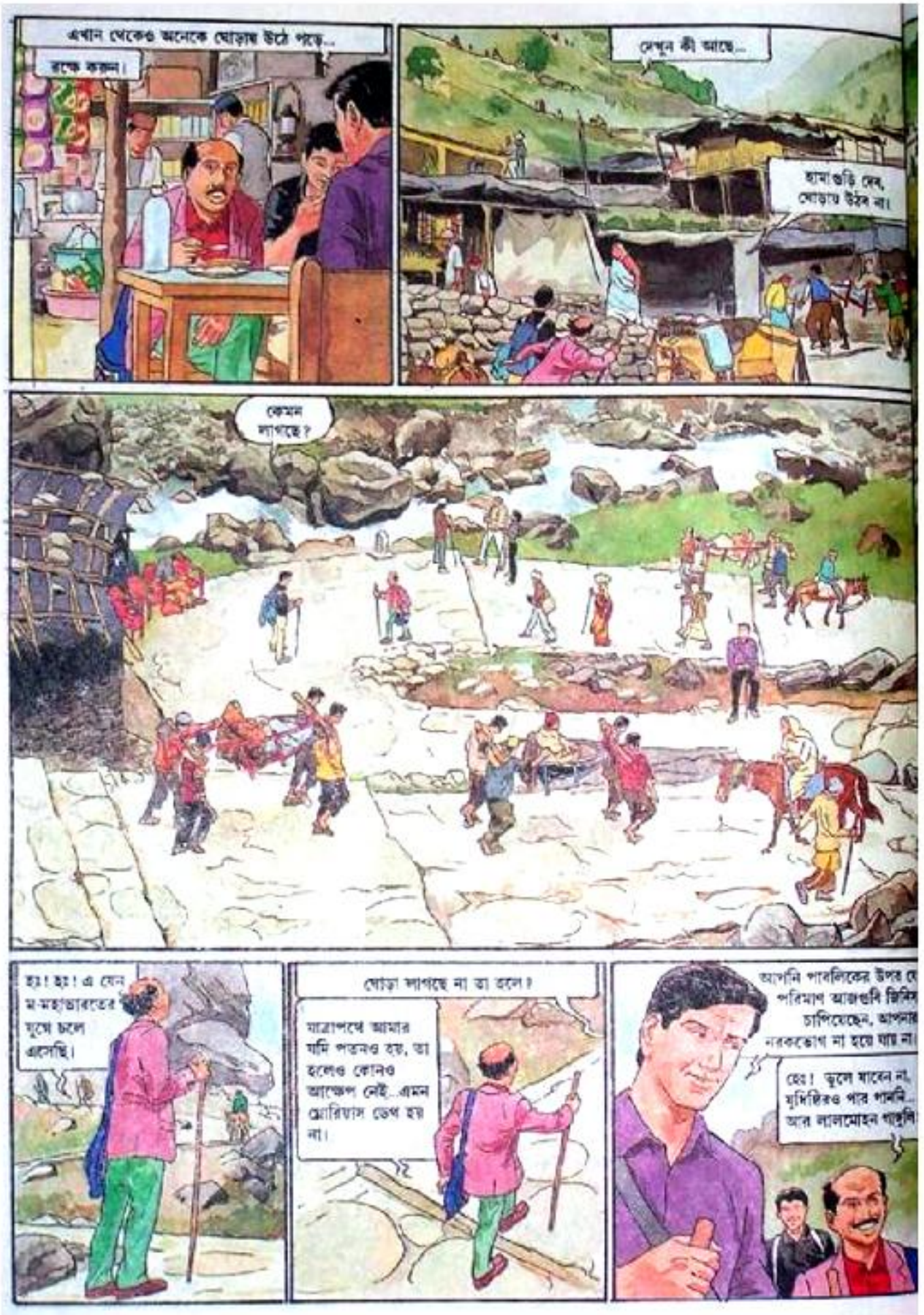
এখান থেকেও অনেকে ঘোড়ায় উঠে পড়ে...
রক্ষে করুন।
দেখুন কী আছে...
হামাগুড়ি দেব, ঘোড়ায় উঠব না।
কেমন লাগছে?
হুঃ! হুঃ! এ যেন মহাভারতের যুগে চলে এসেছি।
ঘোড়া লাগছে না তা হলে?
যাত্রাপথে আমার যদি পতনও হয়, তা হলেও কোনও আক্ষেপ নেই...এমন গ্লোরিয়াস ডেথ হয় না।
আপনি পাবলিকের উপর যে পরিমাণ আজগুবি জিনিস চাপিয়েছেন, আপনার নরকভোগ না হয়ে যায় না।
হেঃ! ভুলে যাবেন না, যুধিষ্ঠিরও পার পাননি... আর লালমোহন গাঙ্গুলি!

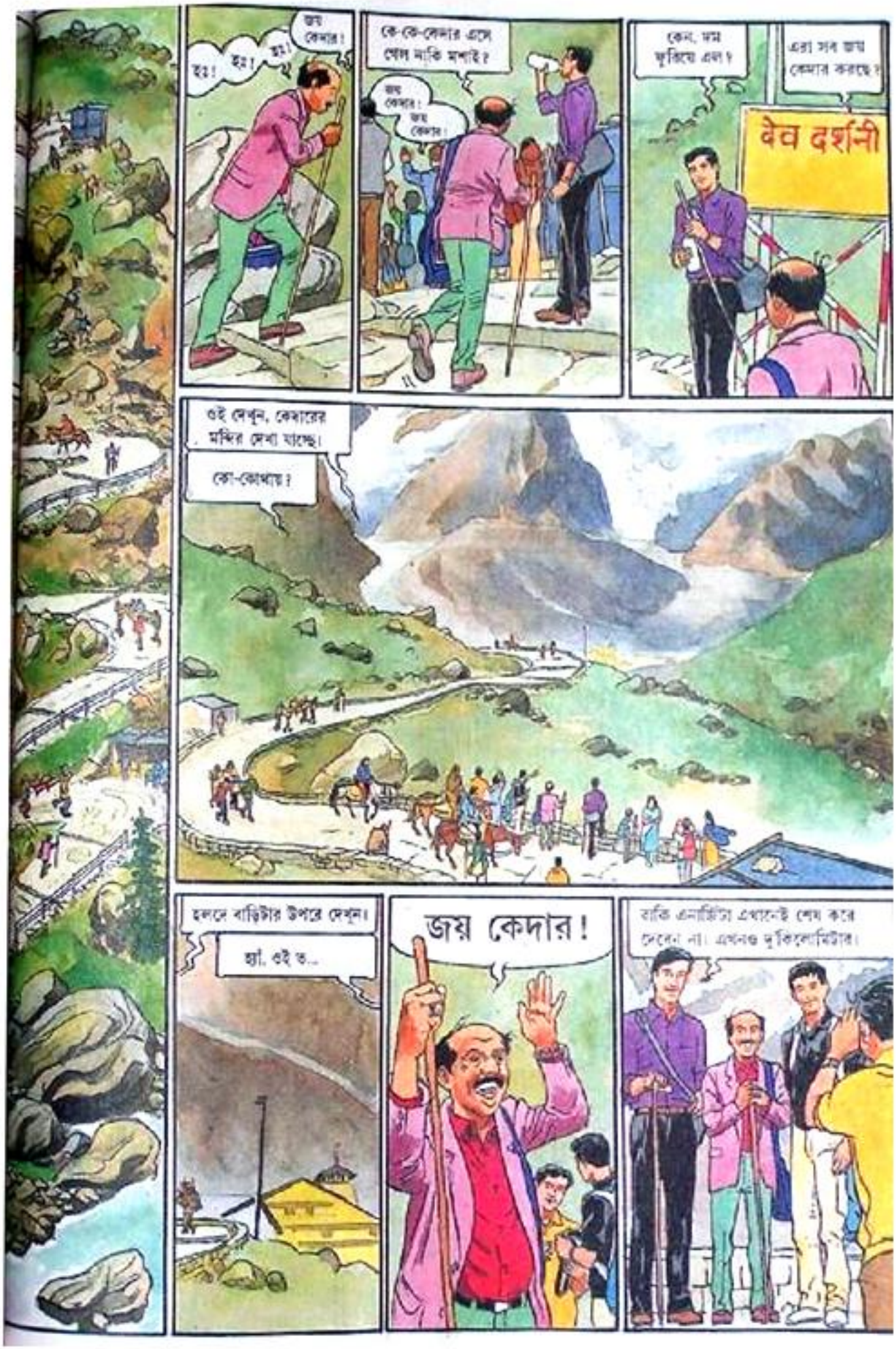
জয় কেদার!
হুঃ!
হুঃ!
হুঃ!
কে-কে-কেদার এসে গেল নাকি মশাই?
জয় কেদার!
জয় কেদার!
কেন, দম ফুরিয়ে এল?
এরা সব জয় কেদার করছে?
देव दर्शनी
ওই দেখুন, কেদারের মন্দির দেখা যাচ্ছে।
কো-কোথায়?
হলদে বাড়িটার উপরে দেখুন।
হ্যাঁ, ওই ত...
জয় কেদার!
বাকি এনার্জিটা এখানেই শেষ করে দেবেন না। এখনও দু'কিলোমিটার।

ওরা বোধ হয় পৌঁছে গেছে...

কই...মন্দির কই...?
আর-একটু আসুন...

আসুন...এই যে সামনে...

দিন, থোলাটা ধরে রেখে আসছি।

ওয়েলকাম টু কেদার, মি: গাঙ্গুলি।

জয় কেদার!

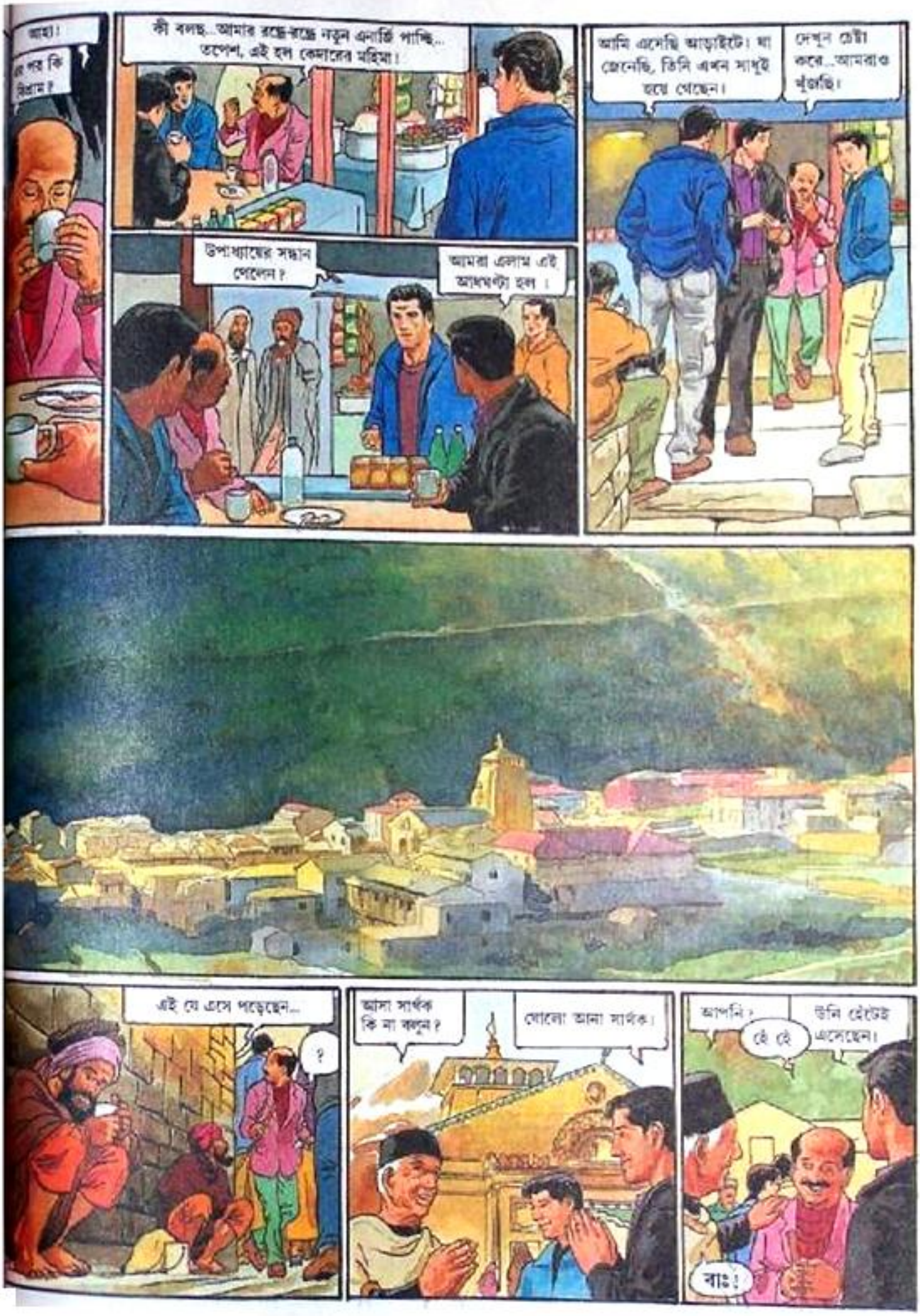
আহা!
এর পর কি বিশ্রাম?
কী বলছ...আমার রন্ধ্রে-রন্ধ্রে নতুন এনার্জি পাচ্ছি... তপেশ, এই হল কেদারের মহিমা!
উপাধ্যায়ের সন্ধান পেলেন?
আমরা এলাম এই আধঘণ্টা হল।
আমি এসেছি আড়াইটে। যা ভেবেছি, তিনি এখন সাধুই হয়ে গেছেন।
দেখুন চেষ্টা করে...আমরাও খুঁজছি।
এই যে এসে পড়েছেন...
?
আসা সার্থক কি না বলুন?
ষোলো আনা সার্থক।
আপনি?
হে হে
উনি হেঁটেই এসেছেন।
বাঃ!

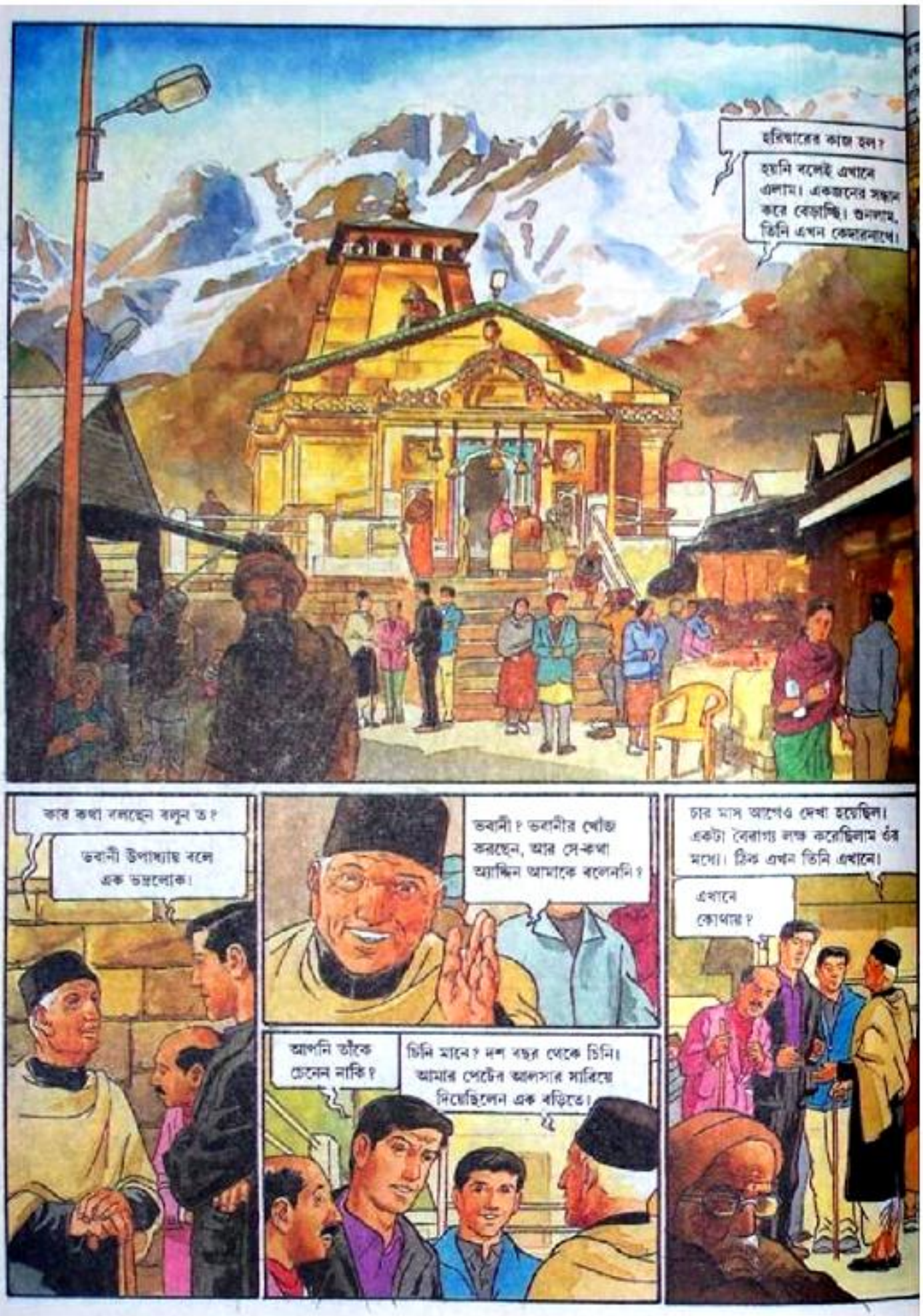
হরিদ্বারের কাজ হল?
হয়নি বলেই এখানে এলাম। একজনের সন্ধান করে বেড়াচ্ছি। শুনলাম, তিনি এখন কেদারনাথে।
কার কথা বলছেন বলুন ত?
ভবানী উপাধ্যায় বলে এক ভদ্রলোক।
ভবানী? ভবানীর খোঁজ করছেন, আর সে-কথা অ্যাদ্দিন আমাকে বলেননি?
আপনি তাঁকে চেনেন নাকি?
চিনি মানে? দশ বছর থেকে চিনি। আমার পেটের আলসার সারিয়ে দিয়েছিলেন এক বড়িতে।
চার মাস আগেও দেখা হয়েছিল। একটা বৈরাগ্য লক্ষ করেছিলাম তাঁর মধ্যে। ঠিক এখন তিনি এখানে।
এখানে কোথায়?

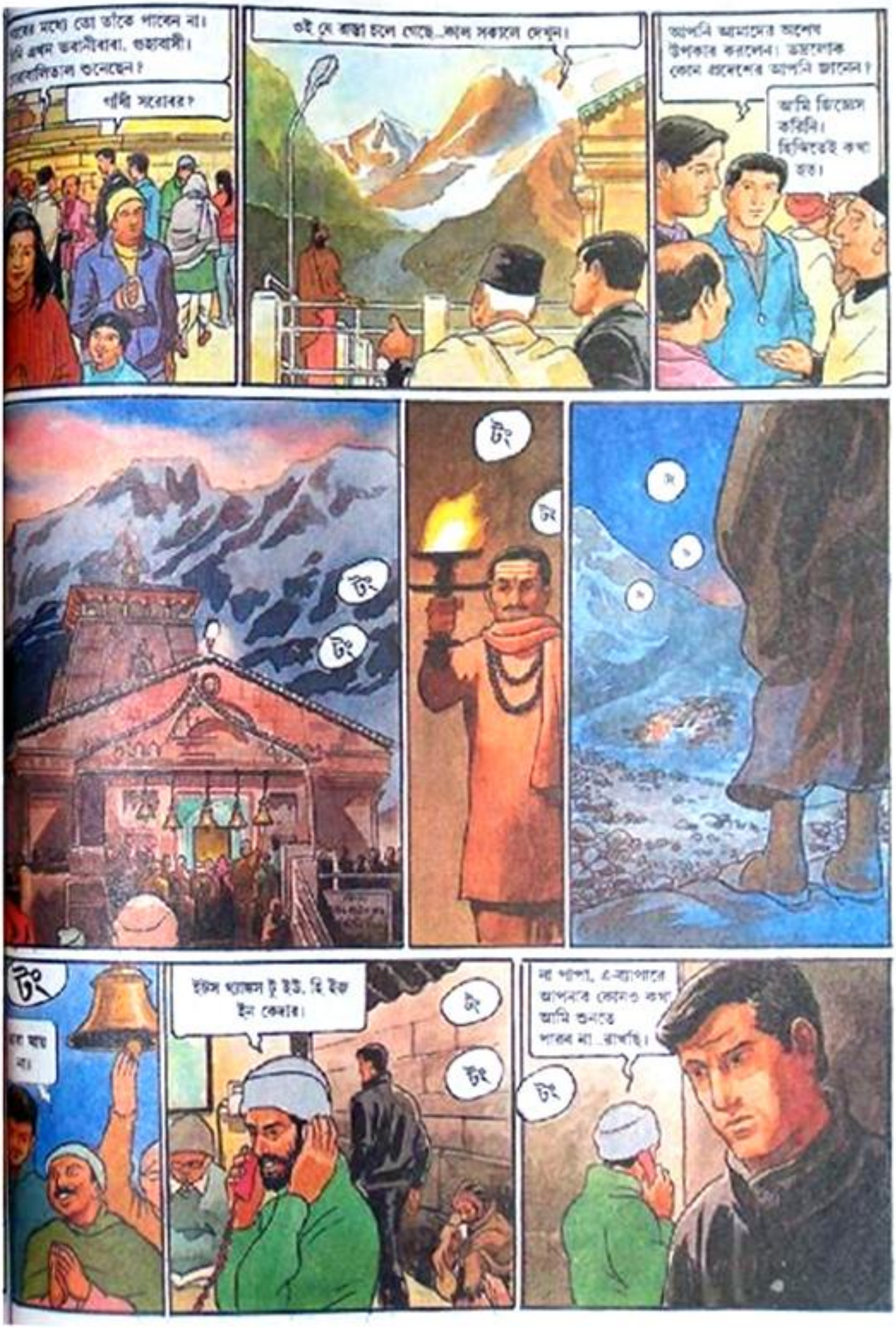
তাদের মধ্যে তো তাঁকে পাবেন না। তিনি এখন ভবানীবাবা, গুহাবাসী। মহাকালিতাল শুনেছেন?
গাঁধী সরোবর?
ওই যে রাস্তা চলে গেছে...কাল সকালে দেখুন।
আপনি আমাদের অশেষ উপকার করলেন। ভদ্রলোক কোন প্রদেশের আপনি জানেন?
আমি জিজ্ঞেস করিনি। ফিরিয়েই কথা হত।
টং
টং
টং
টং
টং
টং
ইটস থ্যাঙ্কস টু ইউ, দি ইজ ইন কেবাব।
টং
টং
না পাপা, এ-ব্যাপারে আপনার কোনও কথা আমি শুনতে পারব না...রাখছি।
টং

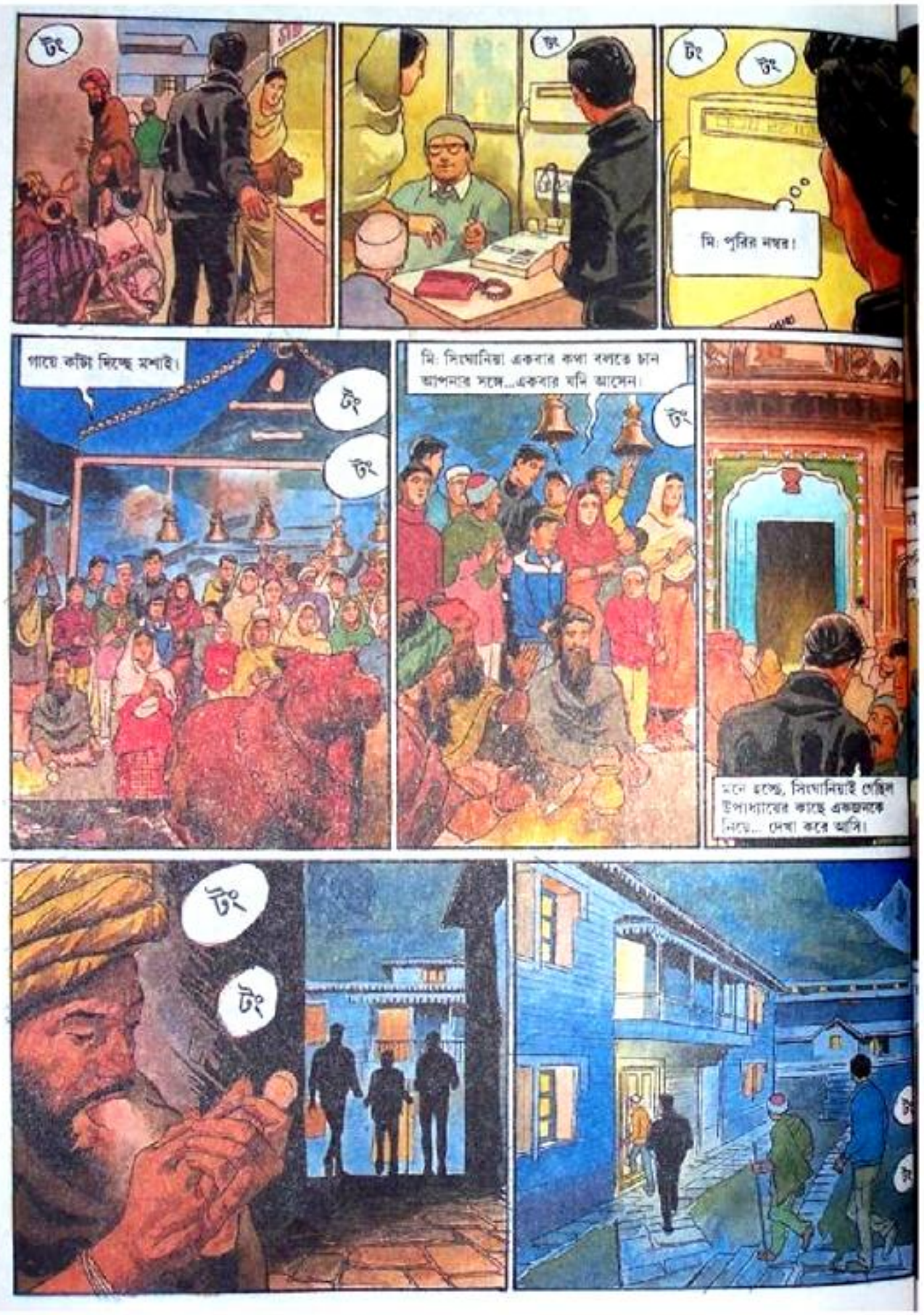
টং
টং
টং
টং
মি: পুরির নম্বর।
গায়ে কাঁটা দিচ্ছে মশাই।
টং
টং
মি: সিংঘানিয়া একবার কথা বলতে চান আপনার সঙ্গে...একবার যদি আসেন।
টং
মনে হচ্ছে, সিংঘানিয়াই গেছিল উপাধ্যায়ের কাছে একজনকে নিয়ে... দেখা করে আসি।
টং
টং

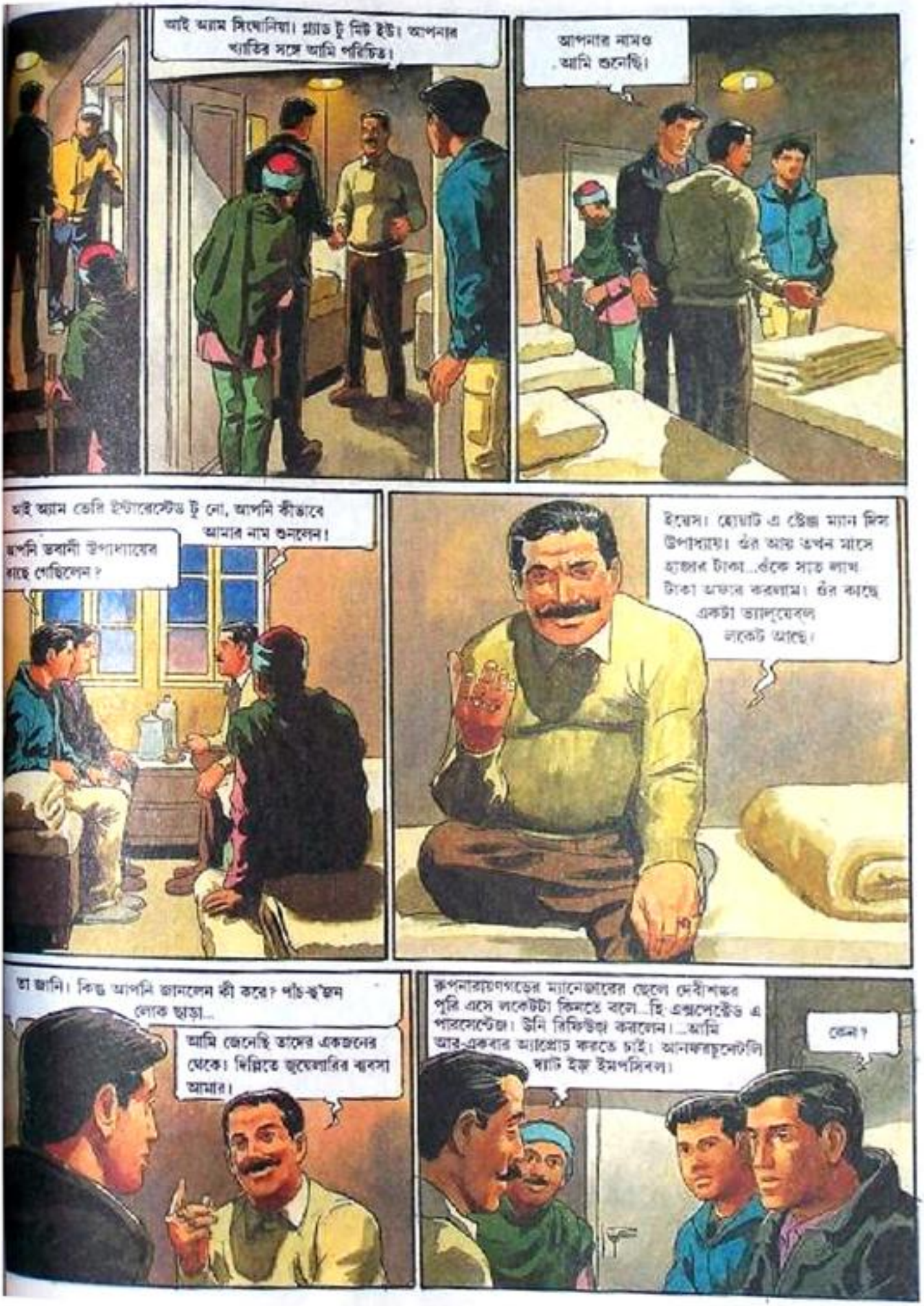
আই অ্যাম সিখোনিয়া। গ্ল্যাড টু মিট ইউ। আপনার খ্যাতির সঙ্গে আমি পরিচিত।
আপনার নামও আমি শুনেছি।
আই অ্যাম ভেরি ইন্টারেস্টেড টু নো, আপনি কীভাবে আমার নাম শুনলেন!
আপনি ভবানী উপাধ্যায়ের কাছে গেছিলেন?
ইয়েস। হোয়াট এ স্ট্রেঞ্জ ম্যান দিস উপাধ্যায়। ওঁর আয় তখন মাসে হাজার টাকা...ওঁকে সাত লাখ টাকা অফার করলাম। ওঁর কাছে একটা ভ্যালুয়েবল লকেট আছে।
তা জানি। কিন্তু আপনি জানলেন কী করে? পাঁচ-ছ'জন লোক ছাড়া...
আমি জেনেছি তাদের একজনের থেকে। দিল্লিতে জুয়েলারির ব্যবসা আমার।
রূপনারায়ণগড়ের ম্যানেজারের ছেলে দেবীশঙ্কর পুরি এসে লকেটটা কিনতে বলে...হি এক্সপেক্টেড এ পারসেন্টেজ। উনি রিফিউজ করলেন।...আমি আর-একবার অ্যাপ্রোচ করতে চাই। আনফরচুনেটলি দ্যাট ইজ ইমপসিবল।
কেন?

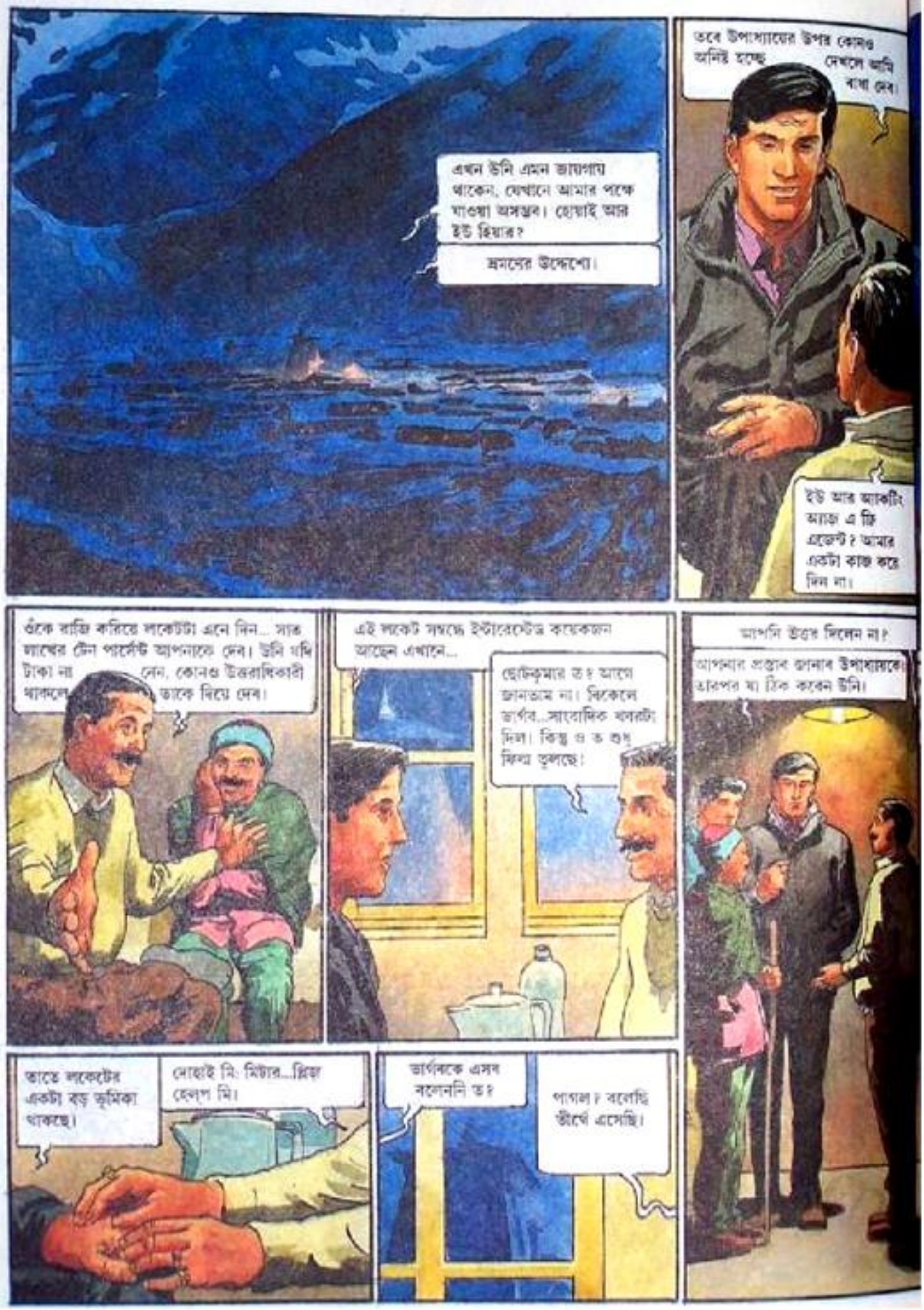
এখন উনি এমন জায়গায় থাকেন, যেখানে আমার পক্ষে যাওয়া অসম্ভব। হোয়াই আর ইউ হিয়ার?
ভ্রমণের উদ্দেশ্যে।
তবে উপাধ্যায়ের উপর কোনও অনিষ্ট হচ্ছে দেখলে আমি বাধা দেব।
ইউ আর অ্যাকটিং অ্যাজ এ থ্রি এজেন্ট? আমার একটা কাজ করে দিন না।
ওঁকে রাজি করিয়ে লকেটটা এনে দিন... সাত লাখের টোন পার্সেন্ট আপনাকে দেব। উনি যদি টাকা না নেন, কোনও উত্তরাধিকারী থাকলে তাকে দিয়ে দেব।
এই লকেট সম্বন্ধে ইন্টারেস্টেড কয়েকজন আছেন এখানে...
ছোটকুমার ডঃ আগে জানতাম না। বিকেলে জার্গব...সাংবাদিক খবরটা দিল। কিন্তু ও ত শুধু ফিল্ম তুলছে!
আপনি উত্তর দিলেন না?
আপনার প্রস্তাব জানাব উপাধ্যায়কে। তারপর যা ঠিক করেন উনি।
তাতে লকেটের একটা বড় ভূমিকা থাকছে।
মোহাই মি: মিস্টার...প্লিজ হেল্প মি।
জার্গবকে এসব বলেননি ডঃ
পাগল? বলেছি তীর্থে এসেছি।

আরতি শেষ হতে না-হতেই সব হাওয়া।
এই হাওয়ায় কে দাঁড়িয়ে থাকবে ভাই!
ছোটকুমার!
কোনও খবর পেলেন?
আপনি উঠেছেন কোথায়?
পাঙাদা ঘর ভাড়া দেয়। তারই একটা...ডান দিকের তিনটে বাড়ি পরে।
ঠিক আছে, আমি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করছি।
বেয়ে লেপের তলায় ঢুকতে পারলে বাঁচি...এপ্রিল-মে'তে ভারতবর্ষে কোথাও এমন ঠান্ডা থাকে জানতুম না মশাই।
ভুলে যাবেন না, আমরা এখন বারো হাজার ফুট উপরে...
একবার চিসোম্বর-ভানুগ্রাহিতে এলে হয়...
বকে করো। এখনই এই, আবার ভিসে...
!

হাউ হাউ হাউ!
অ্যাটেমপ্ট নাম্বার ফোর।
ফু!
মাথাটা বেঁচে গেছে, চল।
ওষুধটা খেয়ে নাও, না হলে ঘুমোতে পারবে না।
এখানে এসেও ডাক্তারি।
মা, ফেলুদা।
কেটেছে।
নাম্পি, ফাস্ট এড।
ভাবা যায়, কেদারেও গুন্ডামি ঢুকে পড়েছে।
আপনার উপর অ্যাটেমপ্ট হয়েছে শুনলাম।

আমাদের জীবনে এটা দৈনন্দিন ঘটনা, ভাই জার্গব।
ওঁর কোনও খোঁজ পেলেন?
আপনি পেয়েছেন?
ওই নামে কেউ কাউকে চেনে না
কেবলুনা, খাবার দিয়েছে।
এই গরম খিচুড়ি যেন অমৃত!
আমি ঘুরে আসছি। ছোটকুমারের সঙ্গে দেখা করা দরকার।
ঘুরে আসছ?
!
সোজা এসেছি ক্যাম্পে?
পবনদেও শত্রু না।
শত্রু ত হয়েছে!
চিন্তা করিস না, কালকের প্রোগ্রামে চেঞ্জ নেই। সাড়ে চারটেয় রওনা হচ্ছি। ঘাঁটি সাবোরের।
ভাই বলো...তোমার দাদার সাহসের জবাব নেই।

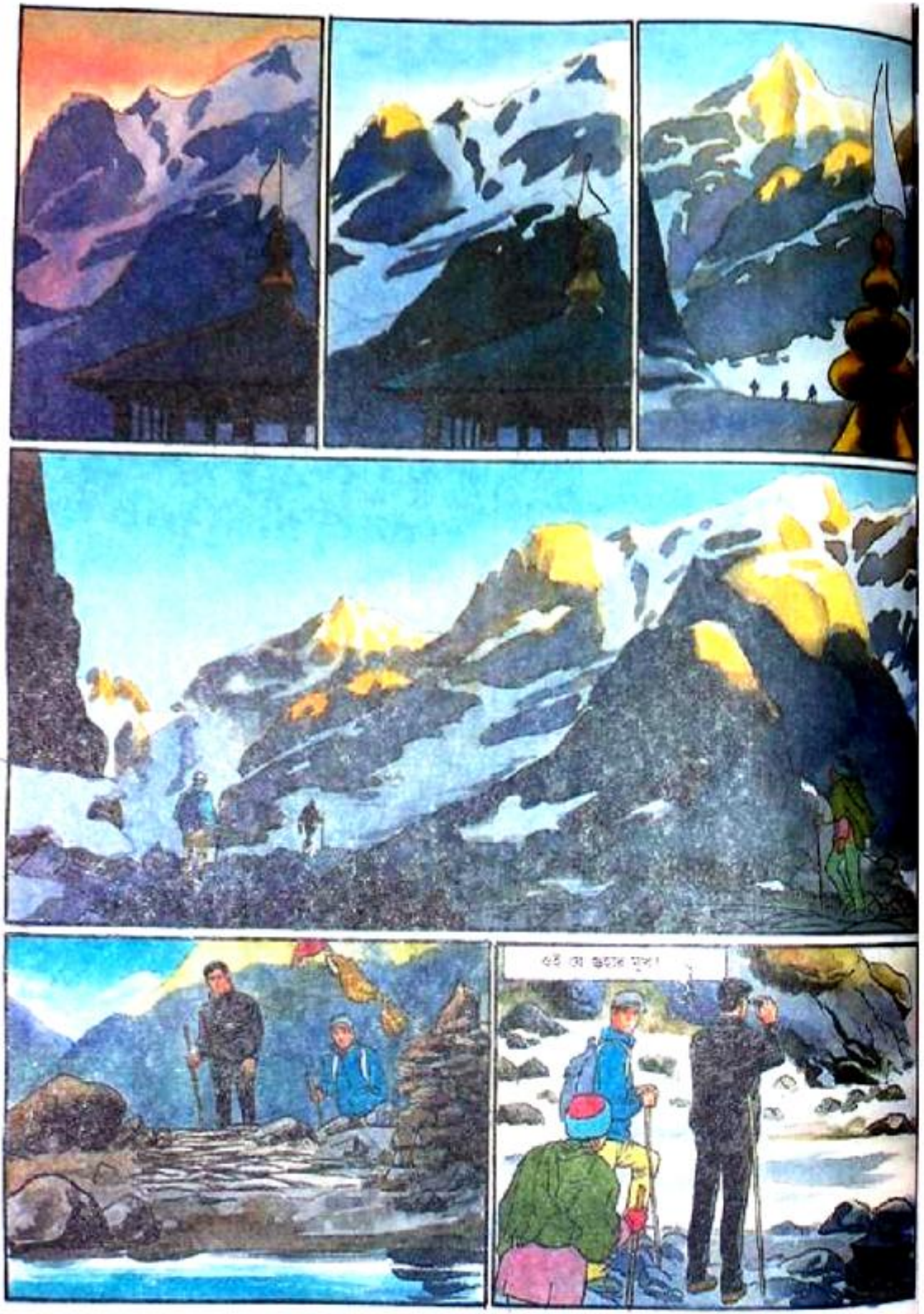
ওই যে ওদের দুর্গ।

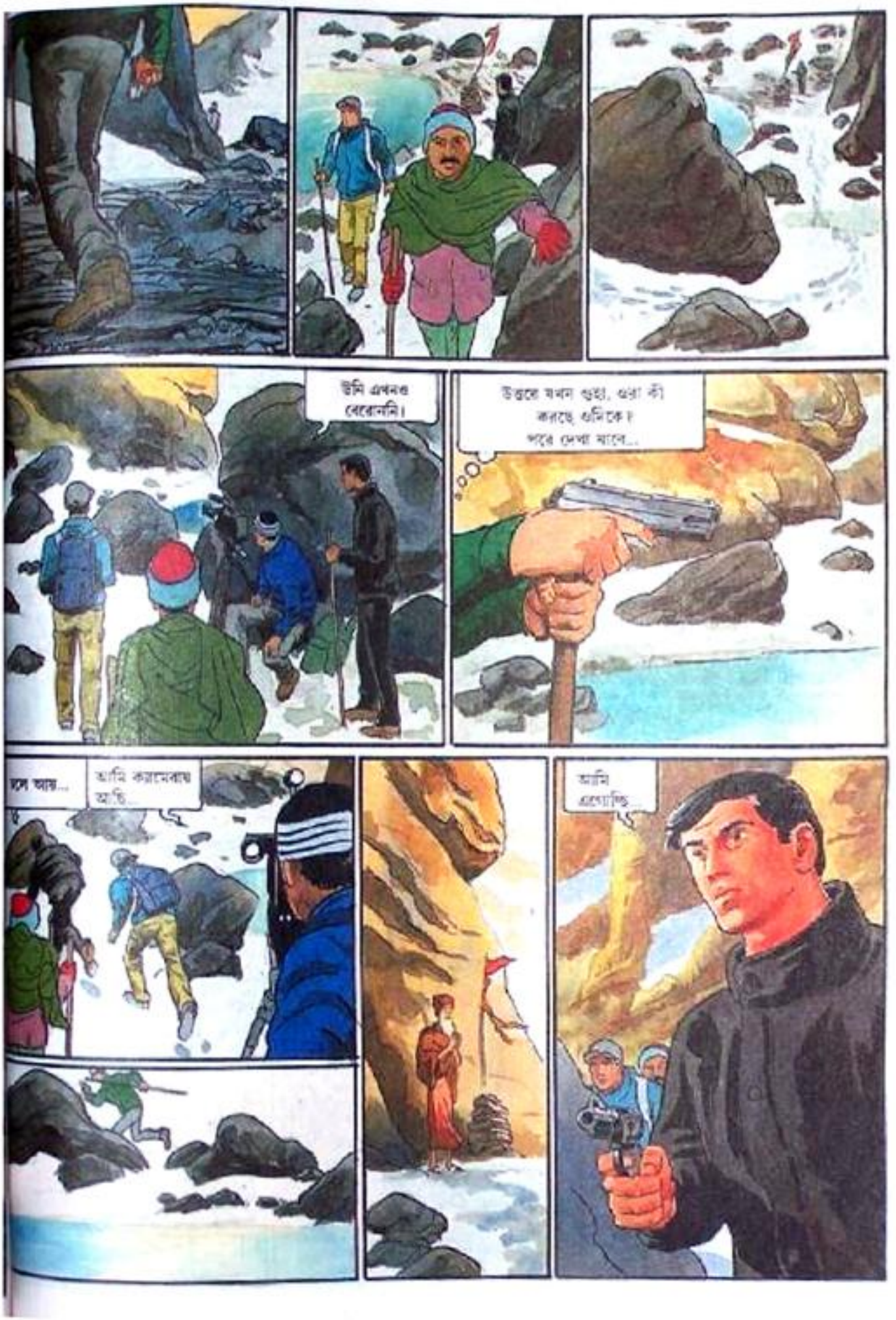
উনি এখনও বেরোননি।
উত্তরে যখন গুহা, ওরা কী করছে ওদিকে? পরে দেখা যাবে...
চলে আয়...
আমি কয়েকবার আছি...
আমি এগোচ্ছি...

আমি এসেছি আপনার রকেটের জন্য। নিজে হাতে দিয়ে দিলে...
তুমি?
চিনতে পারছ...আঁ?
না...
সিংখানিয়া?
সাংবাদিক ভার্গব!
এখানে অনেকে এসেছে. সময় নেই!
জেলুকাবু কী করছে?
নিজে হাতে না দিতে চান, সরে দাঁড়ান ... আই ওয়ান্ট ইউ! আই মিন ইউ।
উপাধ্যায়জি আমাকে গার্ড করছেন পাথরের গুম্বিক দিয়ে...
আমার আর কোনও হাত রাখলেন না...

গাম
জয়বাবা ফেলুনাথ!
এবার মি. পুরি ছুনিয়র!
পুরি!!
উমাশঙ্কর পুরির পুত্র দেবীশঙ্কর পুরি। STD-তে বাপের সঙ্গে ঝগড়া করলেন। তা ছাড়া আপনার ডান দিকে সিঁথি.. আপনার কান..বাপের সঙ্গে খুব মিল।
পিস্তলের শব্দে...মনটা কেমন... ওকে দেখেই চিনতে পেরেছিলাম... যদিও তখন দাড়ি ছিল না।
সিংহানিয়ার সঙ্গে গেছিল আপনার গোপালের লোকে।

এবার আপনার আসল পরিচয়টা দিলে আমাদের খুব সুবিধে হত।
আসল পরিচয়...?
আপনি দেবনাগরী অক্ষরে চিঠি লিখলেন কান্তিভাইকে দেখলাম। অথচ 'ল' আর 'বর্গীয় জ' বাংলার মতো।
আপনার বুদ্ধি ও আশ্চর্য তীক্ষ্ণ!
উপাধ্যায় কি গঙ্গোপাধ্যায়ের অংশ নয়? ভবানী দুর্গা আর-এক নাম নয়? আপনার আসল নাম দুর্গামোহন গঙ্গোপাধ্যায় যদি বলি তা হলে কি ভুল বলা হবে...
ছো... ছো...
ছোটকা... আমি যে লালু!
?
দেখেই মেজদার কথা মনে পড়ে গেল ...আহা।
ছোটকুমারের সঙ্গে আলাপটা...
দাঁড়ান। আপনার গল্প শেষ হোক...
আমার কাছে রাখা একটা বিরাট বিড়ম্বনা। এটা তোরই প্রাপ্য লালু রে।
আপনাদের আশীর্বাদে ছোটদের উপন্যাস লিখে বেশ টু পাইস করেছি।
তবে ফেলু মিত্তির না থাকলে যে কী হত... আমি এটা লিখছি, অন বিহ্যাফ অফ দ্য ত্রি মাস্কেটিয়ার্স..
প্রদোষ মিত্র। তপোধনরঞ্জন মিত্র অ্যান্ড লালমোহন গাঙ্গুলি।
সমাপ্ত

সত্যজিৎ রায়

গোয়েন্দা ফেলুদার রহস্য অ্যাডভেঞ্চার

রয়েল বেঙ্গল রহস্য

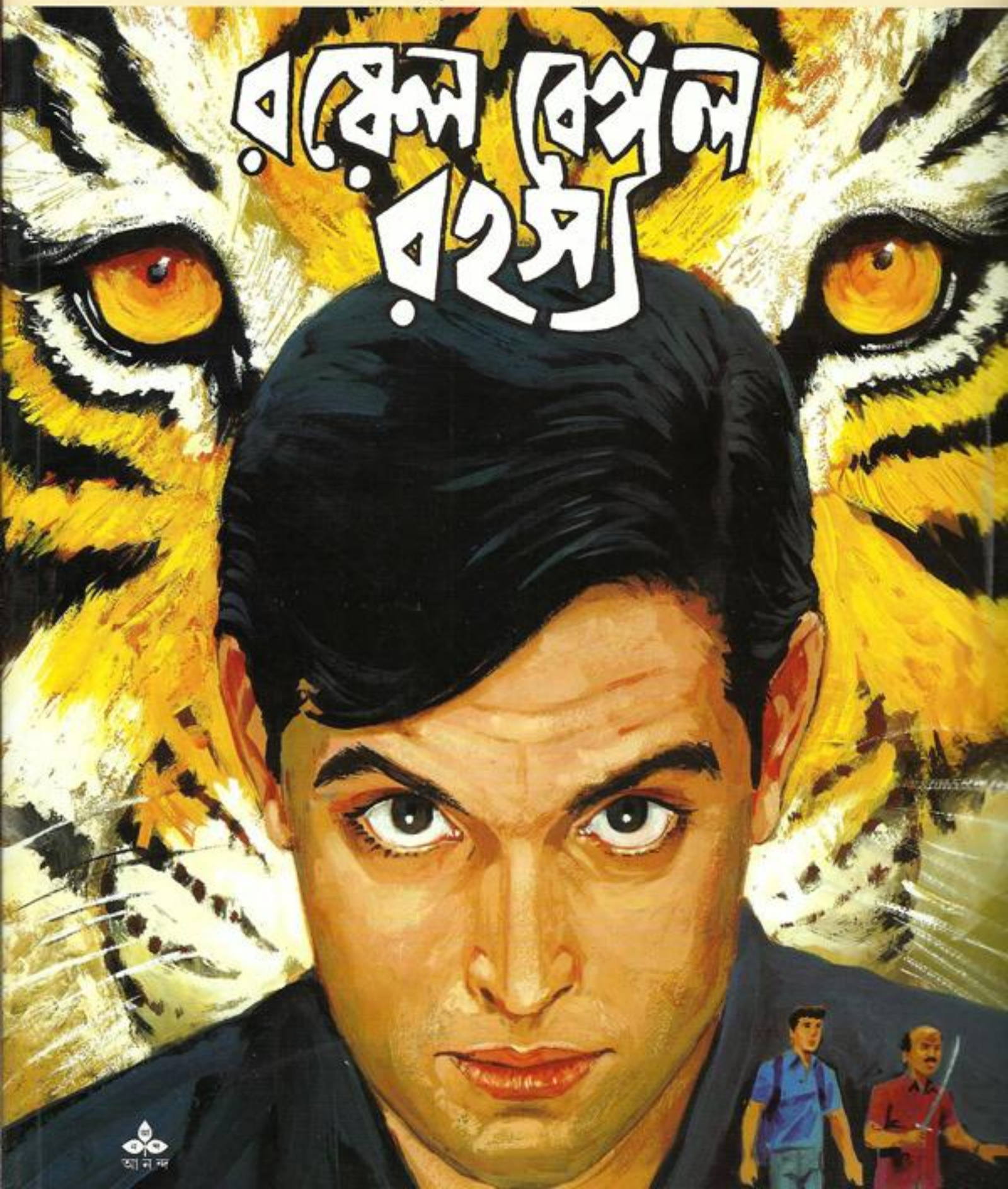

আনন্দ

সত্যজিৎ রায়

গোয়েন্দা ফেলুদার রহস্য অ্যাডভেঞ্চার

রয়েল বেঙ্গল রহস্য

ছবি : অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়

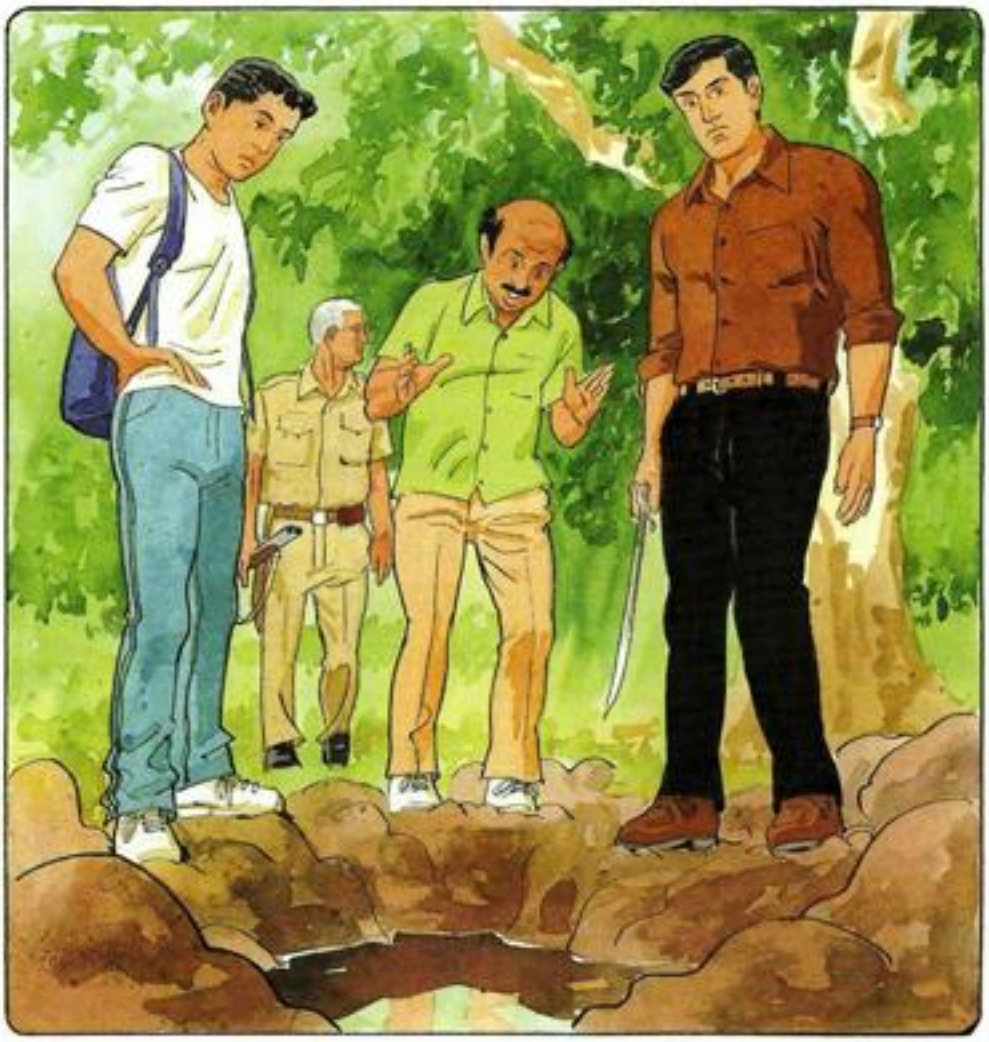

আনন্দ

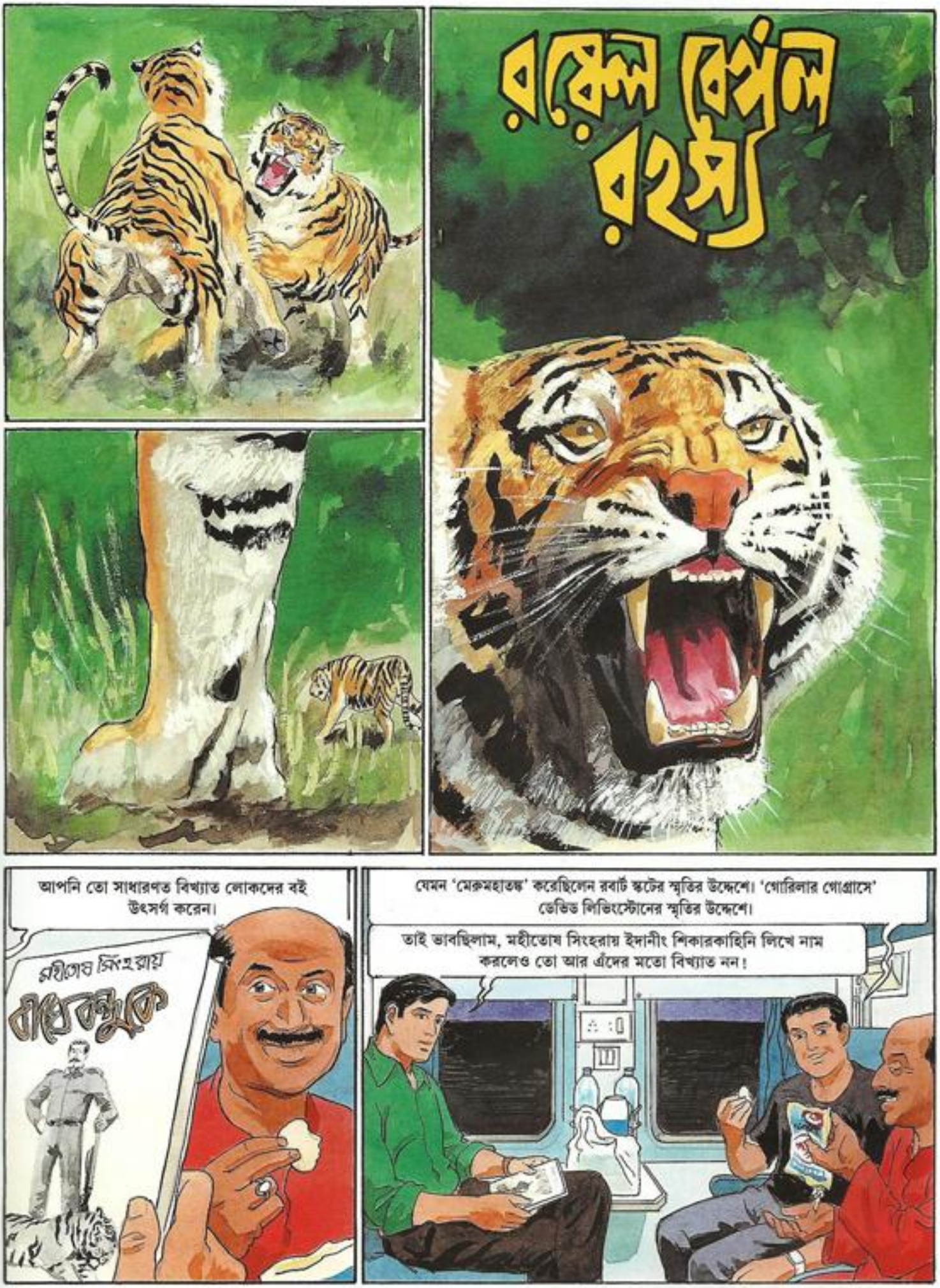
রয়েল বেঙ্গল রহস্য
আপনি তো সাধারণত বিখ্যাত লোকদের বই উৎসর্গ করেন।
মহীতোষ সিংহরায়
বাঘে বন্দুকে
যেমন 'মেরুমহাতঙ্ক' করেছিলেন রবার্ট স্কটের স্মৃতির উদ্দেশে। 'গোরিলার গোগ্রাসে' ডেভিড লিভিংস্টোনের স্মৃতির উদ্দেশে।
তাই ভাবছিলাম, মহীতোষ সিংহরায় ইদানীং শিকারকাহিনি লিখে নাম করলেও তো আর এঁদের মতো বিখ্যাত নন!

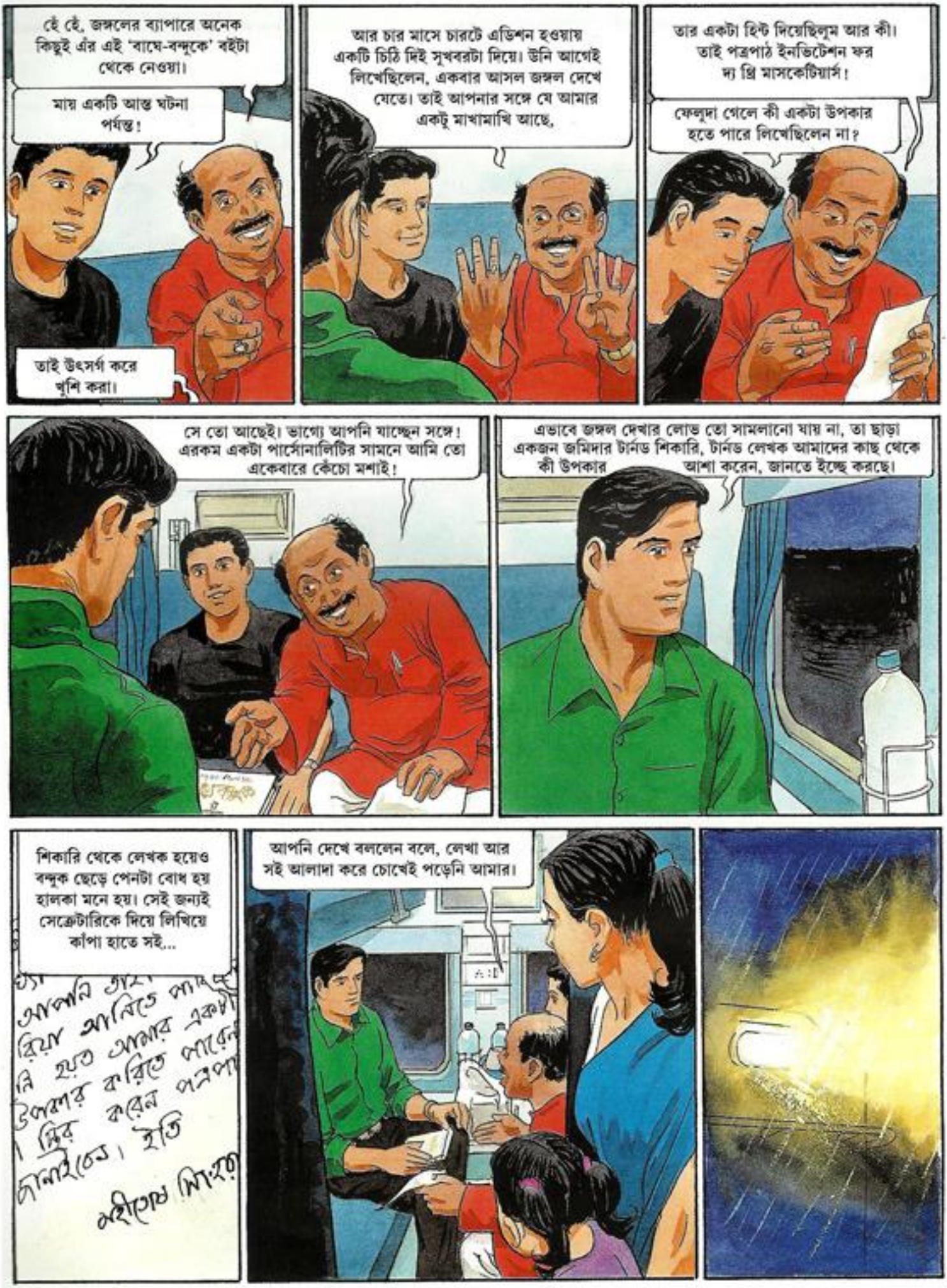
হেঁ হেঁ, জঙ্গলের ব্যাপারে অনেক কিছুই এঁর এই 'বাঘে-বন্দুকে' বইটা থেকে নেওয়া।
মায় একটি আস্ত ঘটনা পর্যন্ত!
তাই উৎসর্গ করে খুশি করা।
আর চার মাসে চারটে এডিশন হওয়ায় একটি চিঠি দিই সুখবরটা দিয়ে। উনি আগেই লিখেছিলেন, একবার আসল জঙ্গল দেখে যেতে। তাই আপনার সঙ্গে যে আমার একটু মাখামাখি আছে,
তার একটা হিন্ট দিয়েছিলুম আর কী। তাই পত্রপাঠ ইনভিটেশন ফর দ্য থ্রি মাসকেটিয়ার্স!
ফেলুদা গেলে কী একটা উপকার হতে পারে লিখেছিলেন না?
সে তো আছেই। ভাগ্যে আপনি যাচ্ছেন সঙ্গে! এরকম একটা পার্সোনালিটির সামনে আমি তো একেবারে কেঁচো মশাই!
এভাবে জঙ্গল দেখার লোভ তো সামলানো যায় না, তা ছাড়া একজন জমিদার টার্নড শিকারি, টার্নড লেখক আমাদের কাছ থেকে কী উপকার আশা করেন, জানতে ইচ্ছে করছে।
শিকারি থেকে লেখক হয়েও বন্দুক ছেড়ে পেনটা বোধ হয় হালকা মনে হয়। সেই জন্যই সেক্রেটারিকে দিয়ে লিখিয়ে কাঁপা হাতে সই...
আপনি দেখে বললেন বলে, লেখা আর সই আলাদা করে চোখেই পড়েনি আমার।

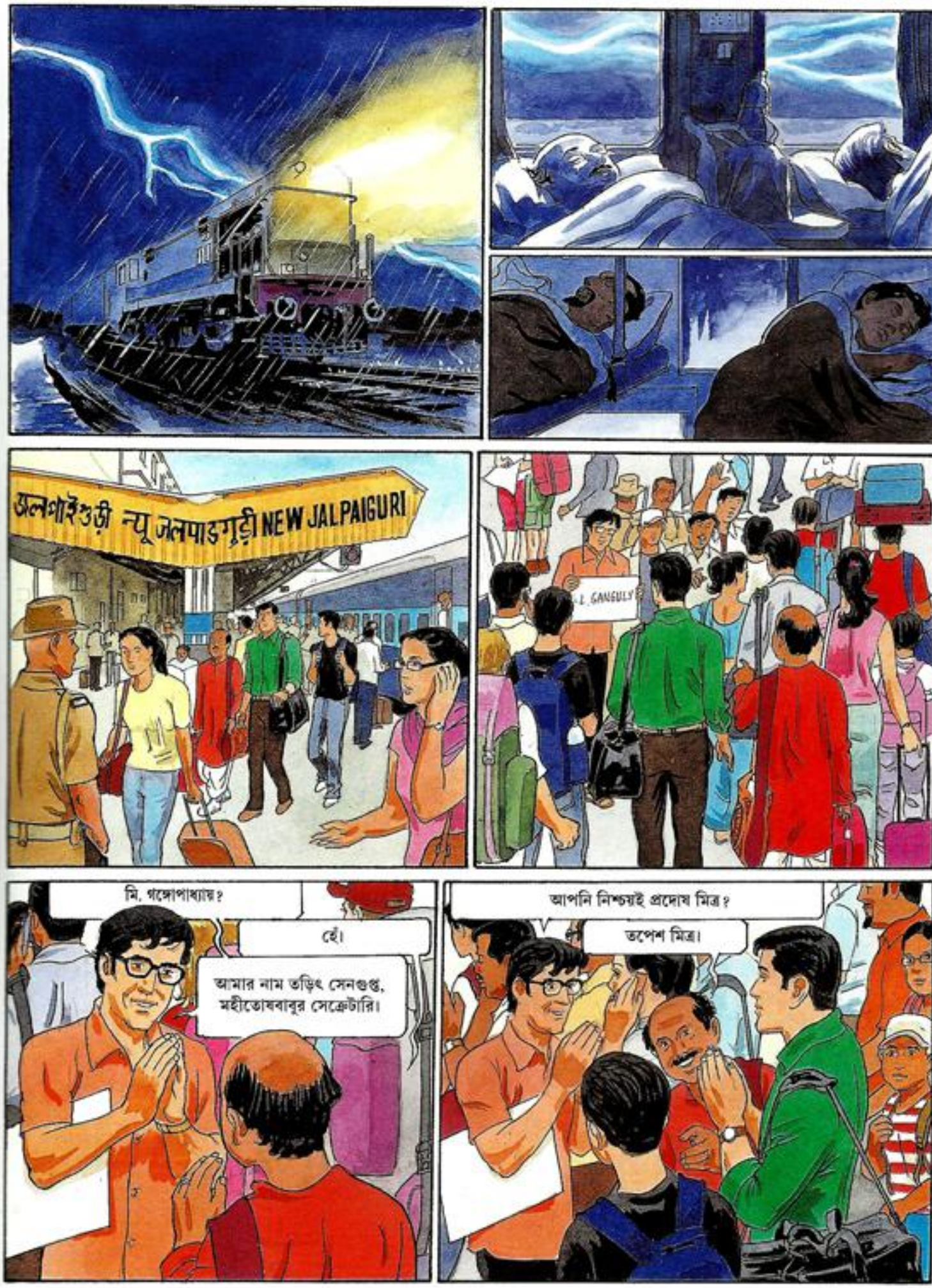
জলপাইগুড়ি নিউ জলপাইগুড়ি NEW JALPAIGURI
L. L. GANGULY
মি. গঙ্গোপাধ্যায়?
হেঁ।
আমার নাম তড়িৎ সেনগুপ্ত, মহীতোষবাবুর সেক্রেটারি।
আপনি নিশ্চয়ই প্রদোষ মিত্র?
তপেশ মিত্র।

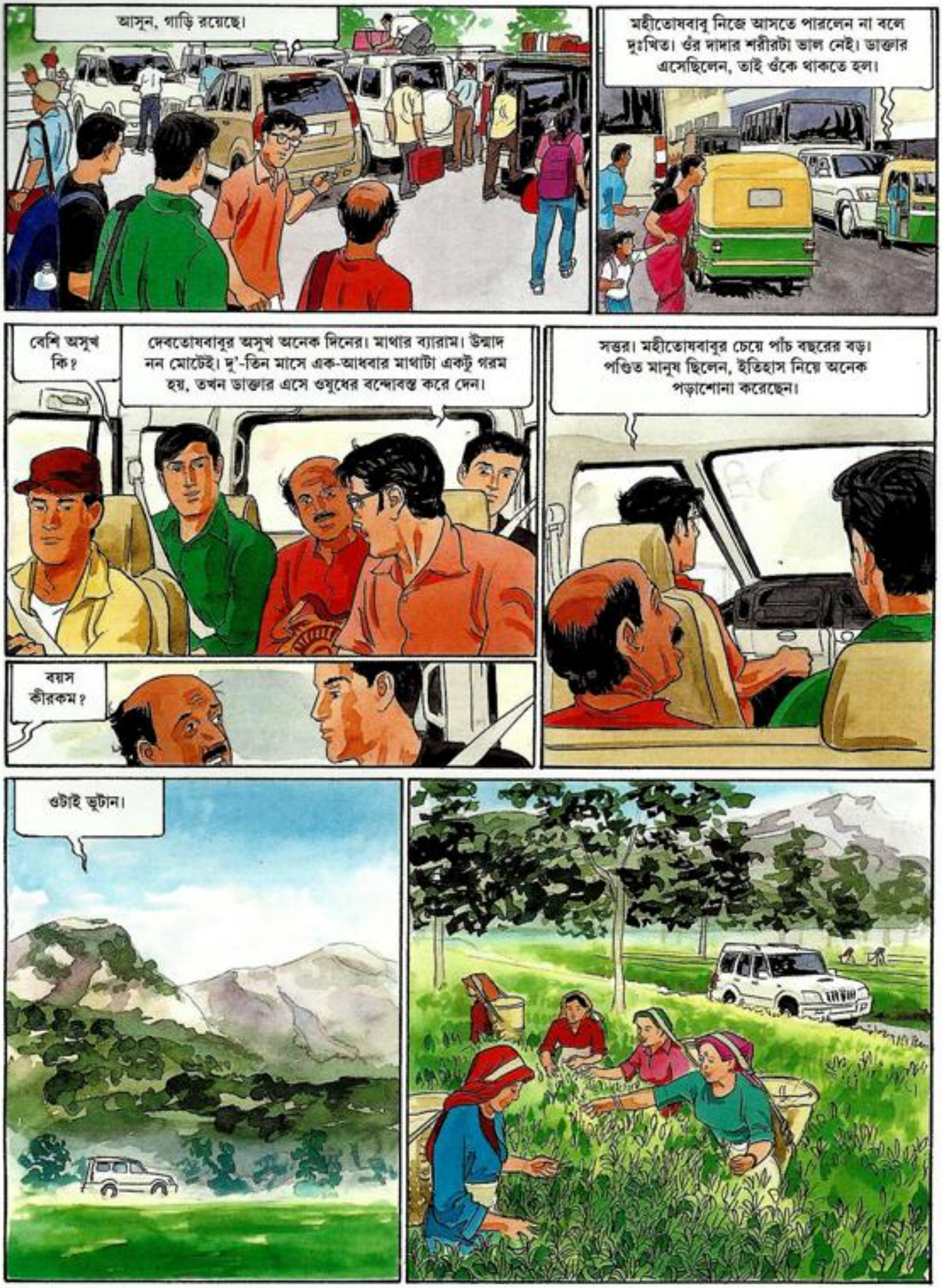
আসুন, গাড়ি রয়েছে।
মহীতোষবাবু নিজে আসতে পারলেন না বলে দুঃখিত। ওঁর দাদার শরীরটা ভাল নেই। ডাক্তার এসেছিলেন, তাই ওঁকে থাকতে হল।
বেশি অসুখ কি?
দেবতোষবাবুর অসুখ অনেক দিনের। মাথার ব্যারাম। উন্মাদ নন মোটেই। দু'-তিন মাসে এক-আধবার মাথাটা একটু গরম হয়, তখন ডাক্তার এসে ওষুধের বন্দোবস্ত করে দেন।
সত্তর। মহীতোষবাবুর চেয়ে পাঁচ বছরের বড়। পণ্ডিত মানুষ ছিলেন, ইতিহাস নিয়ে অনেক পড়াশোনা করেছেন।
বয়স কীরকম?
ওটাই ভুটান।

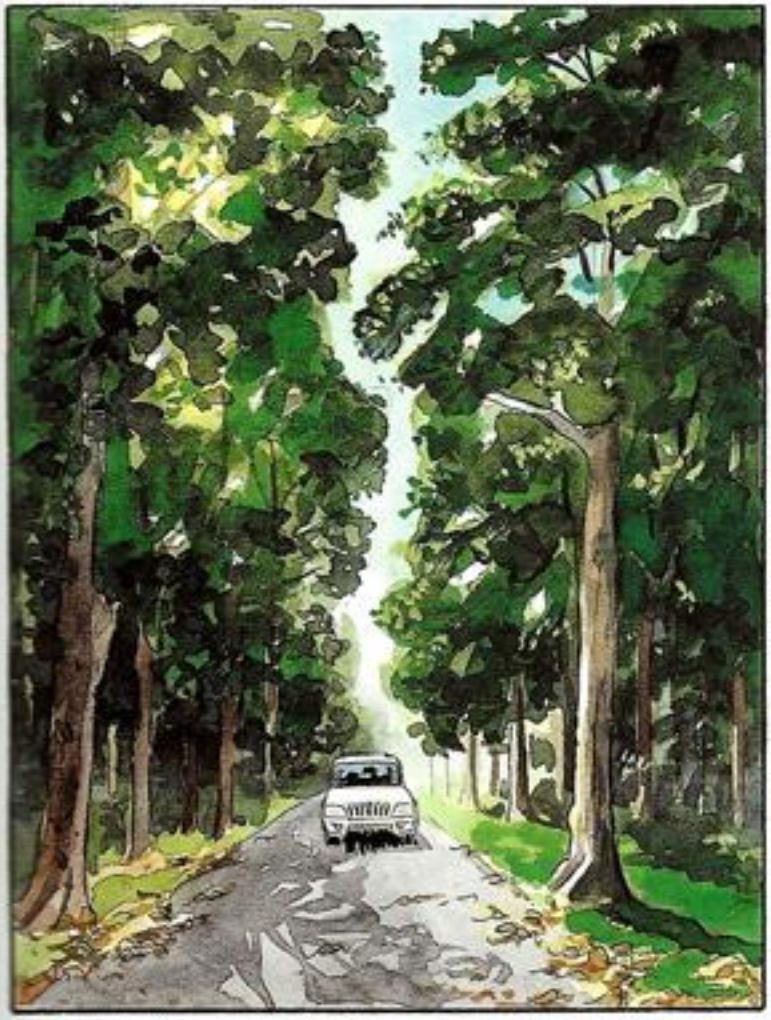

হরিণ! হরিণ!

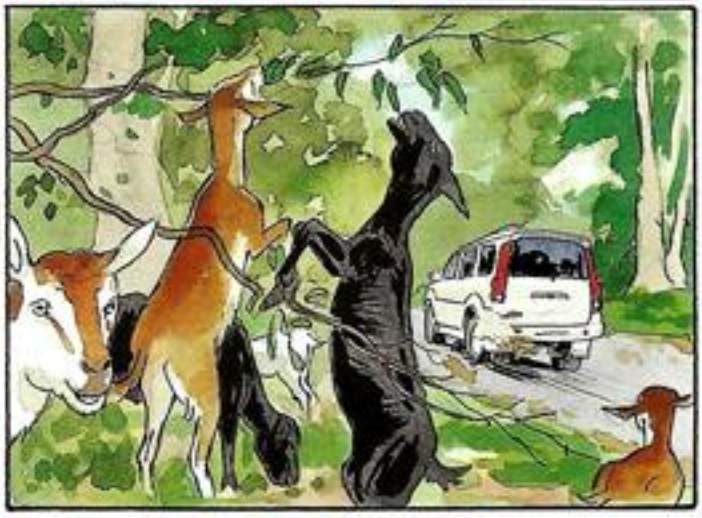

তাও ভাল, বাঘ বলেননি।
বাঘ এ অঞ্চলে আর আছে কি না সন্দেহ। তবে সিংহরায় বাড়ির পশ্চিমে কালবুনি জঙ্গল আছে। সেখানে অবিশ্যি হরিণটরিন এখনও দেখা যায়।

এখন তো নেওড়া ভ্যালিতেও বাঘ আছে বলে শুনছি, যা আগে কেউ ভাবতেও পারেনি। আট হাজার ফিট উঁচুতে রয়েল বেঙ্গল টাইগার!

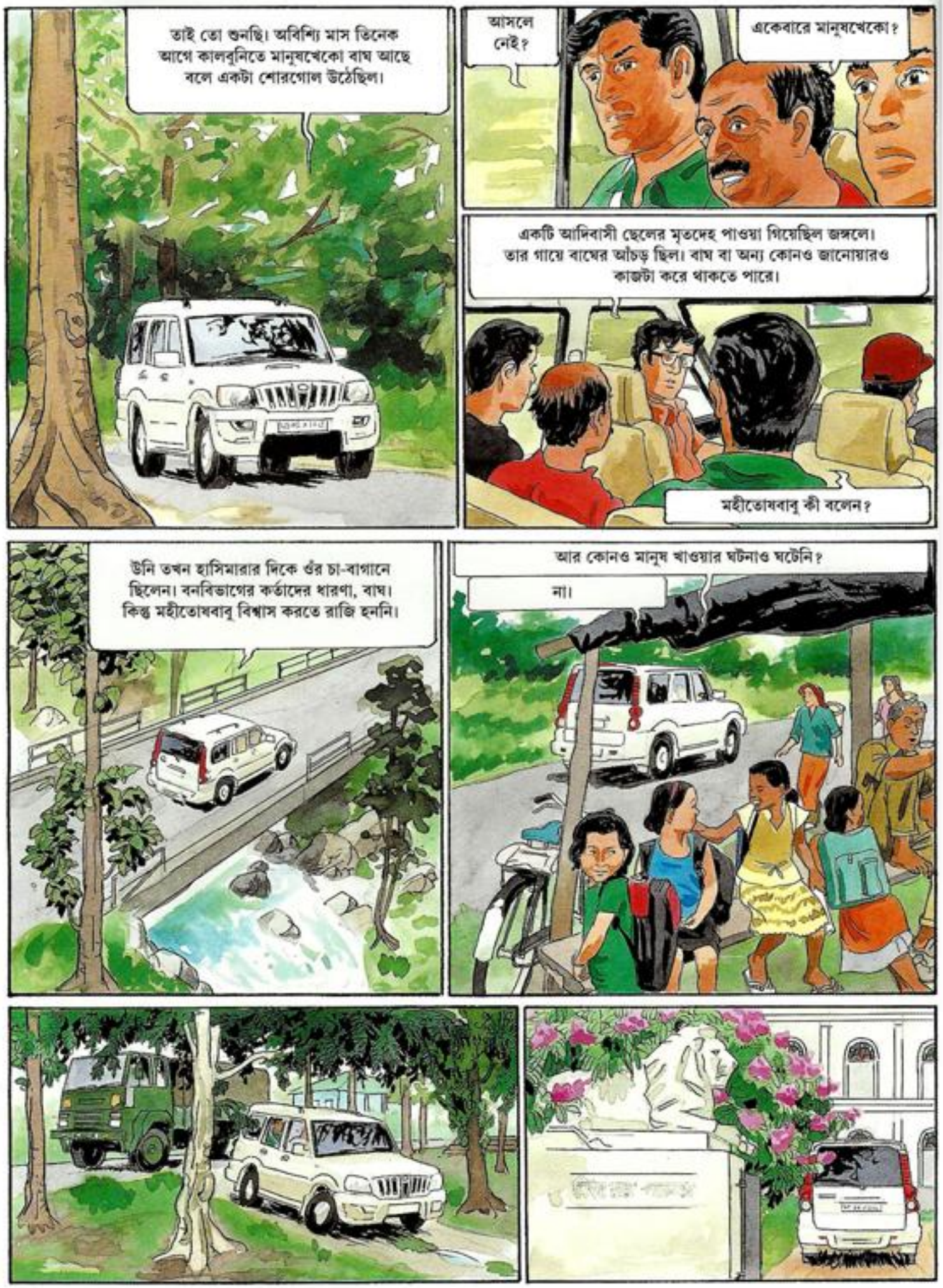
তাই তো শুনছি। অবিশ্যি মাস তিনেক আগে কালবুনিতে মানুষখেকো বাঘ আছে বলে একটা শোরগোল উঠেছিল।
আসলে নেই?
একেবারে মানুষখেকো?
একটি আদিবাসী ছেলের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল জঙ্গলে। তার গায়ে বাঘের আঁচড় ছিল। বাঘ বা অন্য কোনও জানোয়ারও কাজটা করে থাকতে পারে।
মহীতোষবাবু কী বলেন?
উনি তখন হাসিমারার দিকে ওঁর চা-বাগানে ছিলেন। বনবিভাগের কর্তাদের ধারণা, বাঘ। কিন্তু মহীতোষবাবু বিশ্বাস করতে রাজি হননি।
আর কোনও মানুষ খাওয়ার ঘটনাও ঘটেনি?
না।

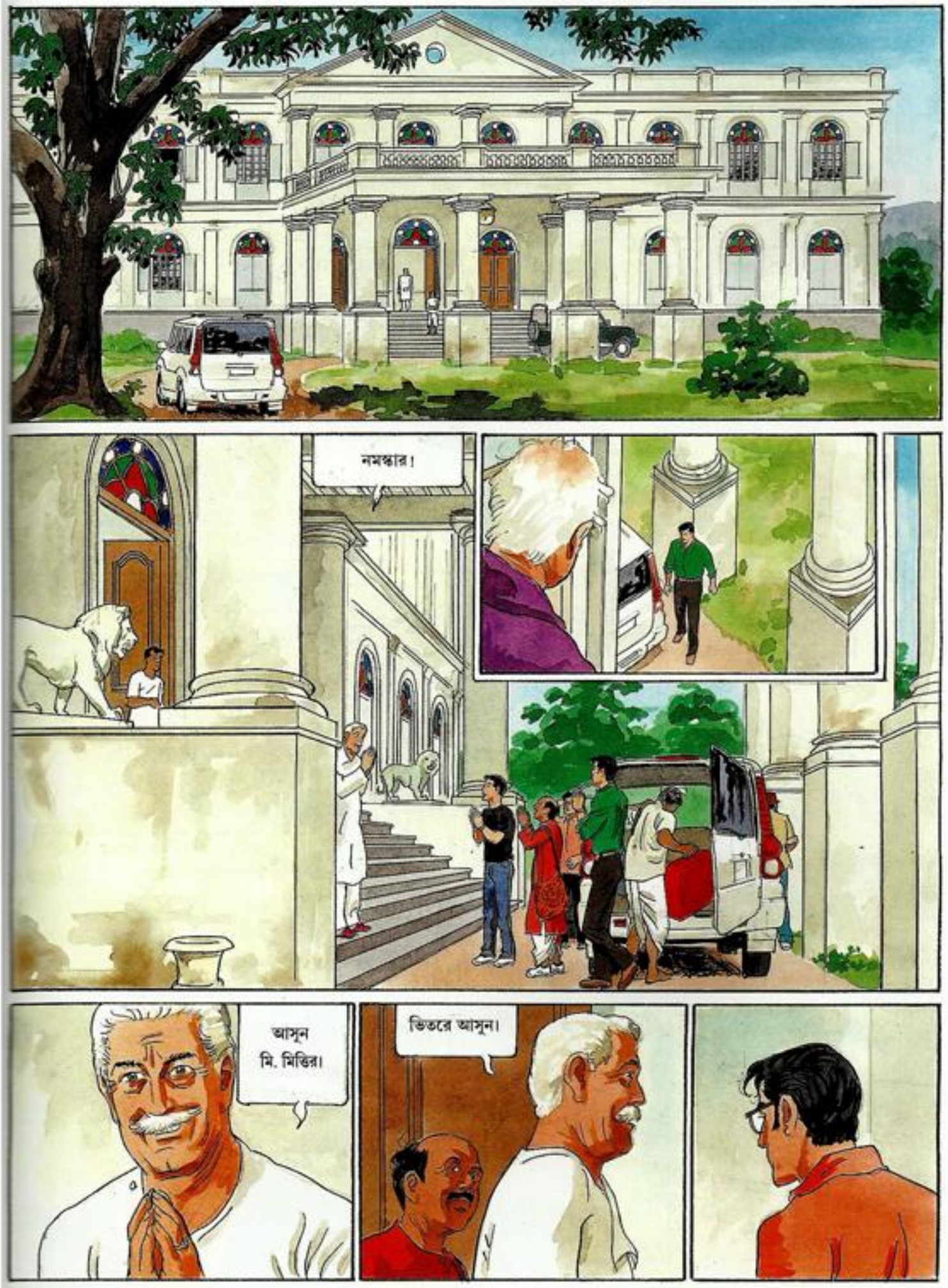
নমস্কার।
আসুন মি. মিত্তির।
ভিতরে আসুন।

আমি শুধু ঘটনারই কথা বলছি না। সেগুলো তো খুবই আশ্চর্যের। আমার মনে হয়, সাহিত্যের দিক দিয়েও আপনার লেখার আশ্চর্য মূল্য আছে।
অথচ জানেন, আমি সবে এই বছরপাঁচেক হল, কলম ধরেছি। আসলে লেখাটা বোধ হয় রক্তে ছিল। বাপ-ঠাকুরদা দু'জনেই সাহিত্যচর্চা করেছেন। আমরা রাজপুতানার মানুষ, জানেন তো? ক্ষত্রিয়।
এককালে মানুষের সঙ্গে লড়েছি। পরে মানুষ ছেড়ে জানোয়ার ধরেছি। এখন কলম।
থ্যাঙ্ক ইউ!
উনি কি আপনার ঠাকুরদা?
হ্যাঁ, উনিই আদিত্যনারায়ণ সিংহরায়।

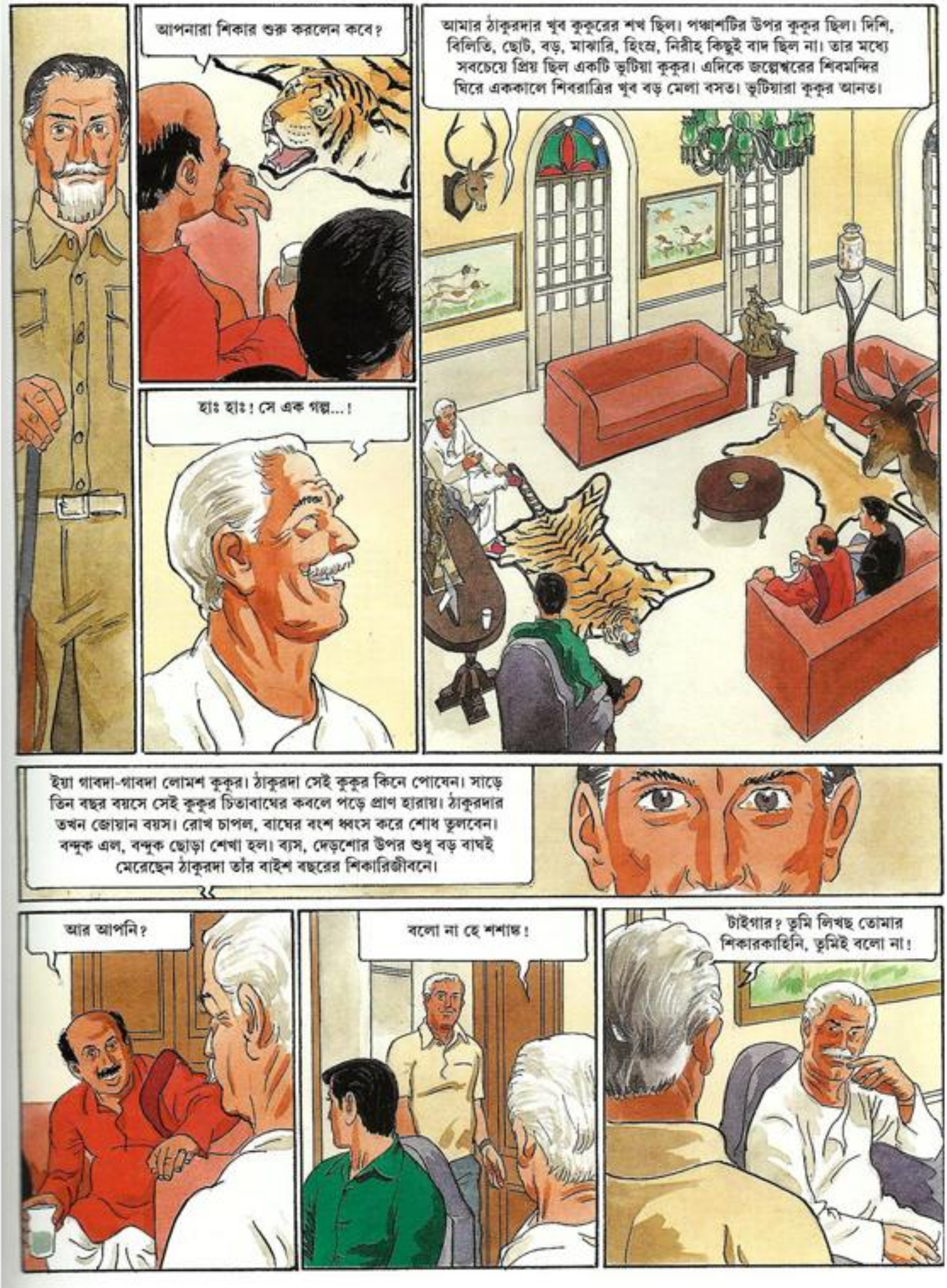
আপনারা শিকার শুরু করলেন কবে?
আমার ঠাকুরদার খুব কুকুরের শখ ছিল। পঞ্চাশটির উপর কুকুর ছিল। দিশি, বিলিতি, ছোট, বড়, মাঝারি, হিংস্র, নিরীহ কিছুই বাদ ছিল না। তার মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় ছিল একটি ভুটিয়া কুকুর। এদিকে জল্পেশ্বরের শিবমন্দির ঘিরে এককালে শিবরাত্রির খুব বড় মেলা বসত। ভুটিয়ারা কুকুর আনত।
হাঃ হাঃ! সে এক গল্প...!
ইয়া গাবদা-গাবদা লোমশ কুকুর। ঠাকুরদা সেই কুকুর কিনে পোষেন। সাড়ে তিন বছর বয়সে সেই কুকুর চিতাবাঘের কবলে পড়ে প্রাণ হারায়। ঠাকুরদার তখন জোয়ান বয়স। রোখ চাপল, বাঘের বংশ ধ্বংস করে শোধ তুলবেন। বন্দুক এল, বন্দুক ছোড়া শেখা হল। ব্যস, দেড়শোর উপর শুধু বড় বাঘই মেরেছেন ঠাকুরদা তাঁর বাইশ বছরের শিকারিজীবনে।
আর আপনি?
বলো না হে শশাঙ্ক!
টাইগার? তুমি লিখছ তোমার শিকারকাহিনি, তুমিই বলো না!

বাঘ মেরেছি ১৭ টা। লেপার্ড ১২ টা। তারপর তো সরকার আইন করে বাঘ মারা বন্ধ করে দিল।
আলাপ করিয়ে দিই। শশাঙ্ক সান্যাল, আমার বাল্যবন্ধু। আমার কাঠের কারবারটা ইনিই দেখাশোনা করেন।
প্রদোষ মিত্র।
তপেশ মিত্র।
লালমোহন গাঙ্গুলি।
তড়িৎবাবুর কাছে একটা ম্যানইটারের কথা শুনছিলাম। সেটার আর কোনও খবর আছে কি?
ম্যানইটার বললেই তো আর ম্যানইটার হয় না। আমি থাকলে দেখে ঠিক বুঝতে পারতাম। তবে যে জানোয়ারেই খেয়ে থাক, সে আর দ্বিতীয়বার নরমাংসের প্রতি লোভ প্রকাশ করেনি।
ম্যানইটার হলে আপনি সাময়িকভাবে কলম ছেড়ে বন্দুক ধরতেন...
এখন তো শিকার বন্ধ, তবে চিফ ওয়াইল্ড লাইফ ওয়ার্ডেন যদি মনে করেন, কোনও জানোয়ার মানুষের পক্ষে বিপজ্জনক, তাকে আর কোনও ভাবে কন্ট্রোল করা যাচ্ছে না, তখন উনি পারমিশন দিলে শিকার করা সম্ভব।
আপনারা ক্লান্ত হয়ে এসেছেন। আপনাদের ঘর দেখিয়ে দিচ্ছে। বিকেলে একবার জঙ্গলটা ঘুরে আসতে পারেন।
তড়িৎ, যাও তো, এঁদের ট্রোফিরুমটা একবার দেখিয়ে ঘরে নিয়ে যাও।
আসুন।

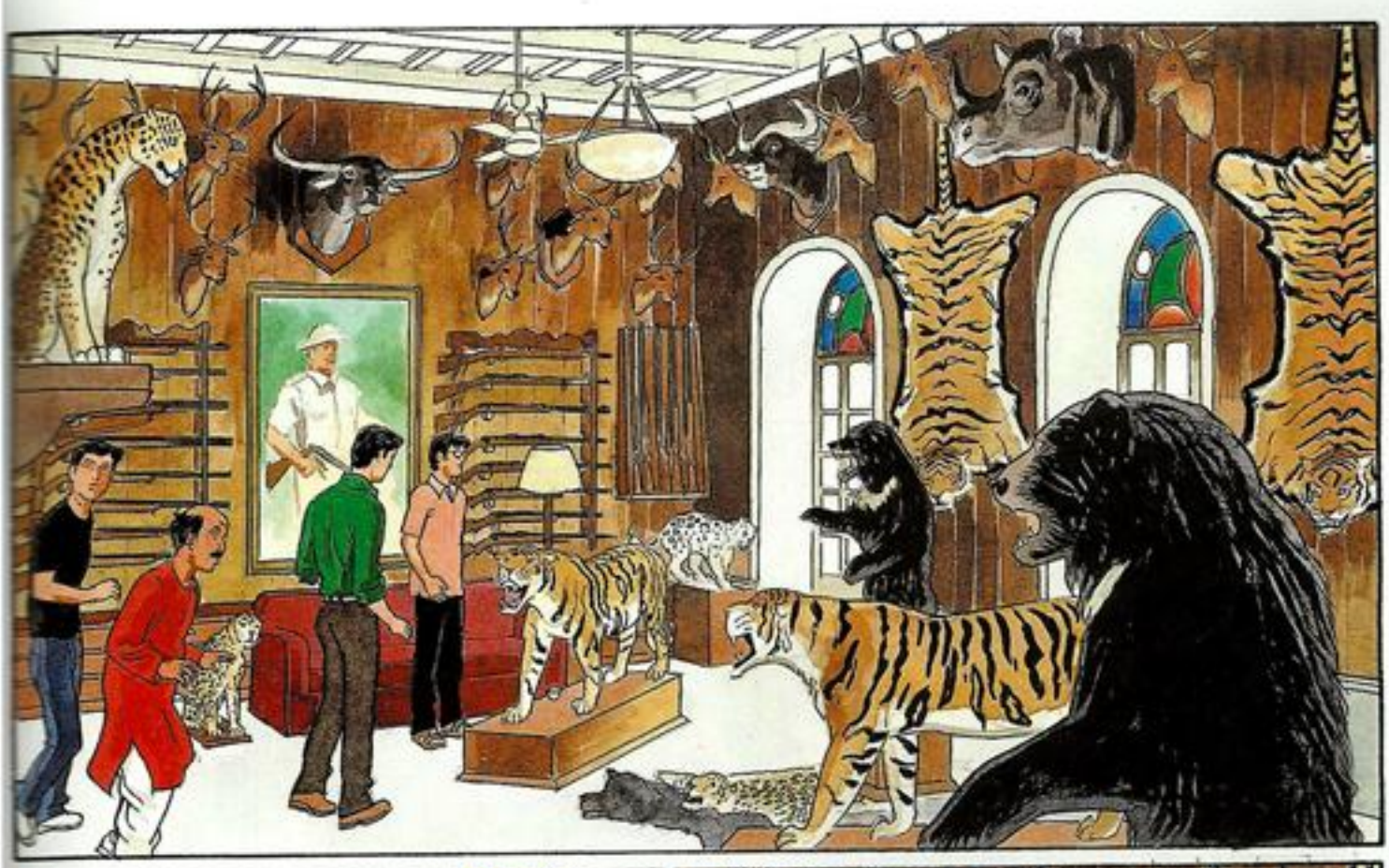

ট্রোফি? মানে কাপ, শিল্ড?
এগুলোই সেই কাপ, শিল্ড!

উঃ, কী মারাত্মক ব্যাপার! মানুষ কী না করেছে! শুধু মারেনি, সাজিয়ে রেখে তাদের ট্রোফি বলছে।

সাউথ আমেরিকার ইকোয়েডরে শুয়ারা উপজাতিরা এই সেদিন পর্যন্ত শত্রুদের মেরে তাদের মুন্ডু এক অভিনব প্রক্রিয়ায় সাইজে ছোট করে ঘরে ঝুলিয়ে রাখত। সভ্য মানুষ জন্তু মেরে সাজিয়ে রেখেছে! আদিম প্রকৃতি সহজে যায় না।

আপনারও কি এদিকে ন্যাক আছে নাকি?
আমি কলকাতার সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। বি এ পাশ করে বসে ছিলাম। কাগজে সেক্রেটারির জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, অ্যাপ্লাই করি। ইন্টারভিউয়ের ডাক পড়ে, আসি। চাকরিটা হয়ে যায়।
কদ্দিন আছেন?
পাঁচ বছর।
জঙ্গলে ঘোরাঘুরি করেন বোধ হয়?
?
আপনার ডান হাতে তিনটে আঁচড়ের দাগ রয়েছে।
আপনার দৃষ্টিশক্তির পরিচয় পাওয়া গেল। কালই লেগেছে। জঙ্গলে ঘোরা নেশা হয়ে গিয়েছে।
ভয় করে না?
ভয়ের কিছু নেই।
এক সাপ আর পাগলা হাতির জন্য দৃষ্টিটা সজাগ রেখে চললে জঙ্গলে কোনও ভয় নেই।
কিন্তু ম্যানইটার?
সেটার অস্তিত্ব প্রমাণ হলে জঙ্গলে যাওয়া ছাড়তে হবে বইকী?

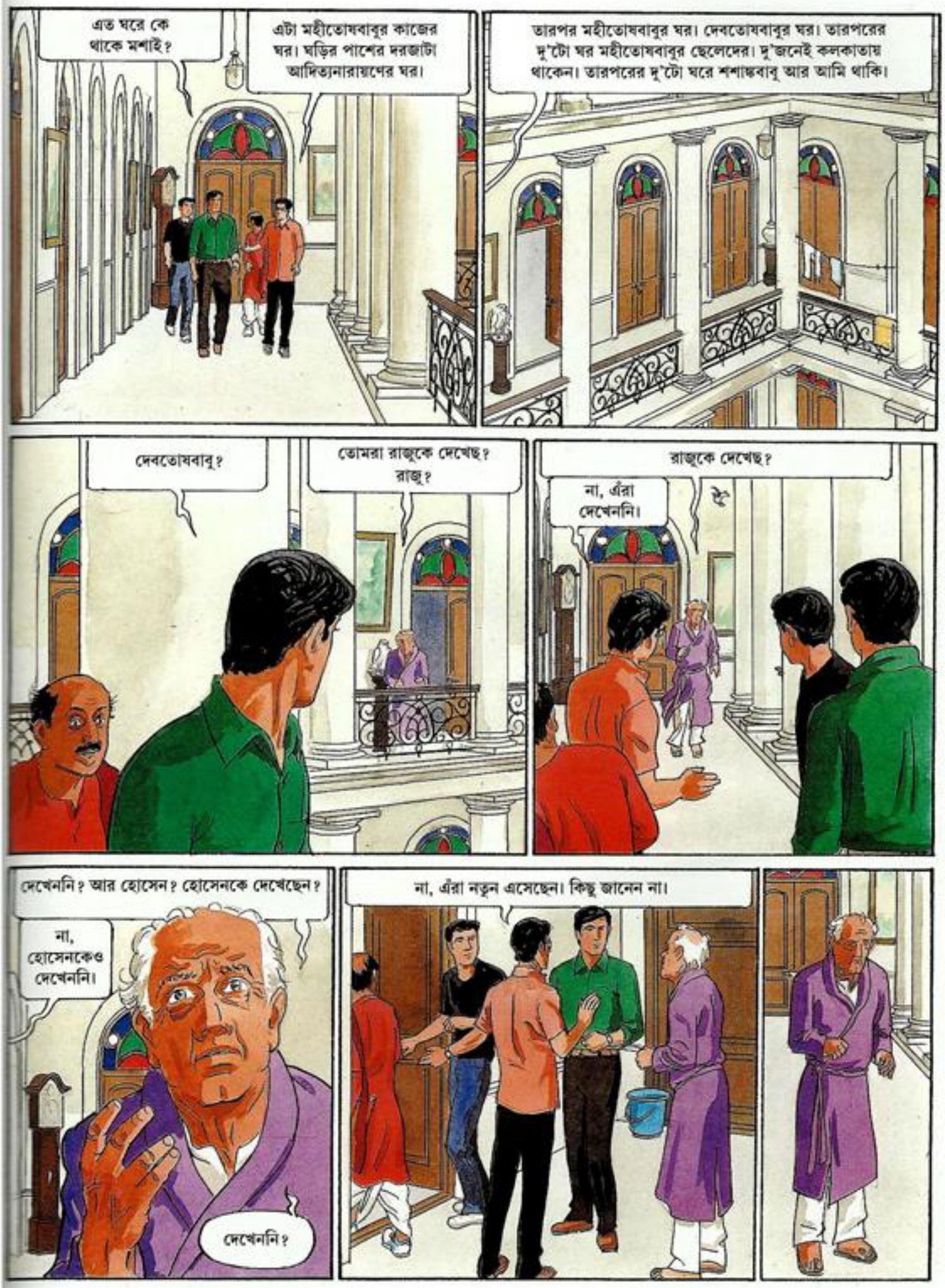
এত ঘরে কে থাকে মশাই?
এটা মহীতোষবাবুর কাজের ঘর। ঘড়ির পাশের দরজাটা আদিত্যনারায়ণের ঘর।
তারপর মহীতোষবাবুর ঘর। দেবতোষবাবুর ঘর। তারপরের দু'টো ঘর মহীতোষবাবুর ছেলেদের। দু'জনেই কলকাতায় থাকেন। তারপরের দু'টো ঘরে শশাঙ্কবাবু আর আমি থাকি।
দেবতোষবাবু?
তোমরা রাজুকে দেখেছ? রাজু?
রাজুকে দেখেছ?
না, এঁরা দেখেননি।
দেখেননি? আর হোসেন? হোসেনকে দেখেছেন?
না, হোসেনকেও দেখেননি।
দেখেননি?
না, এঁরা নতুন এসেছেন। কিছু জানেন না।

রাজু আর হোসেন কারা মশাই?
রাজু হল কালাপাহাড়ের আর-এক নাম। আর হোসেন হল হোসেন খাঁ। দু'জনেই বাংলাদেশের অনেক হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেছে। জল্পেশ্বরের মন্দিরের মাথা হোসেন খাঁ-ই ভাঙে।
আপনি কি ইতিহাসের ছাত্র ছিলেন?
না, সাহিত্য। মহীতোষবাবু জলপাইগুড়ির ইতিহাস লিখছেন। তাই সেক্রেটারি হিসেবে আমাকেও কিছুটা জেনে ফেলতে হচ্ছে।
বাঁ দিকে বাথরুম, আপনারা ফ্রেশ হয়ে নিন। বিকেলে একবার জঙ্গলে ঘুরে আসা যাবে।
তিনটে দিন দিব্যি আরামে কাটবে বলে মনে হচ্ছে। আশা করি, দাদাটি আর রাজুটাজুর খবর নিতে বেশি আসবেন না এদিকটায়। ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং, পাগলের সান্নিধ্যটা আমার কাছে রীতিমতো অস্বস্তিকর।
কালবুনির জঙ্গল!
তড়িৎ একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। চলুন, আমিই আপনাদের ঘুরিয়ে নিয়ে আসি।
আপনার বাড়ি কোথায়?
কলকাতায়। স্কুলে আর কলেজে মহীতোষের সঙ্গে পড়েছি। প্রায় কলেজ থেকে বেরিয়েই এখানে চলে আসি।
WB 02 1972

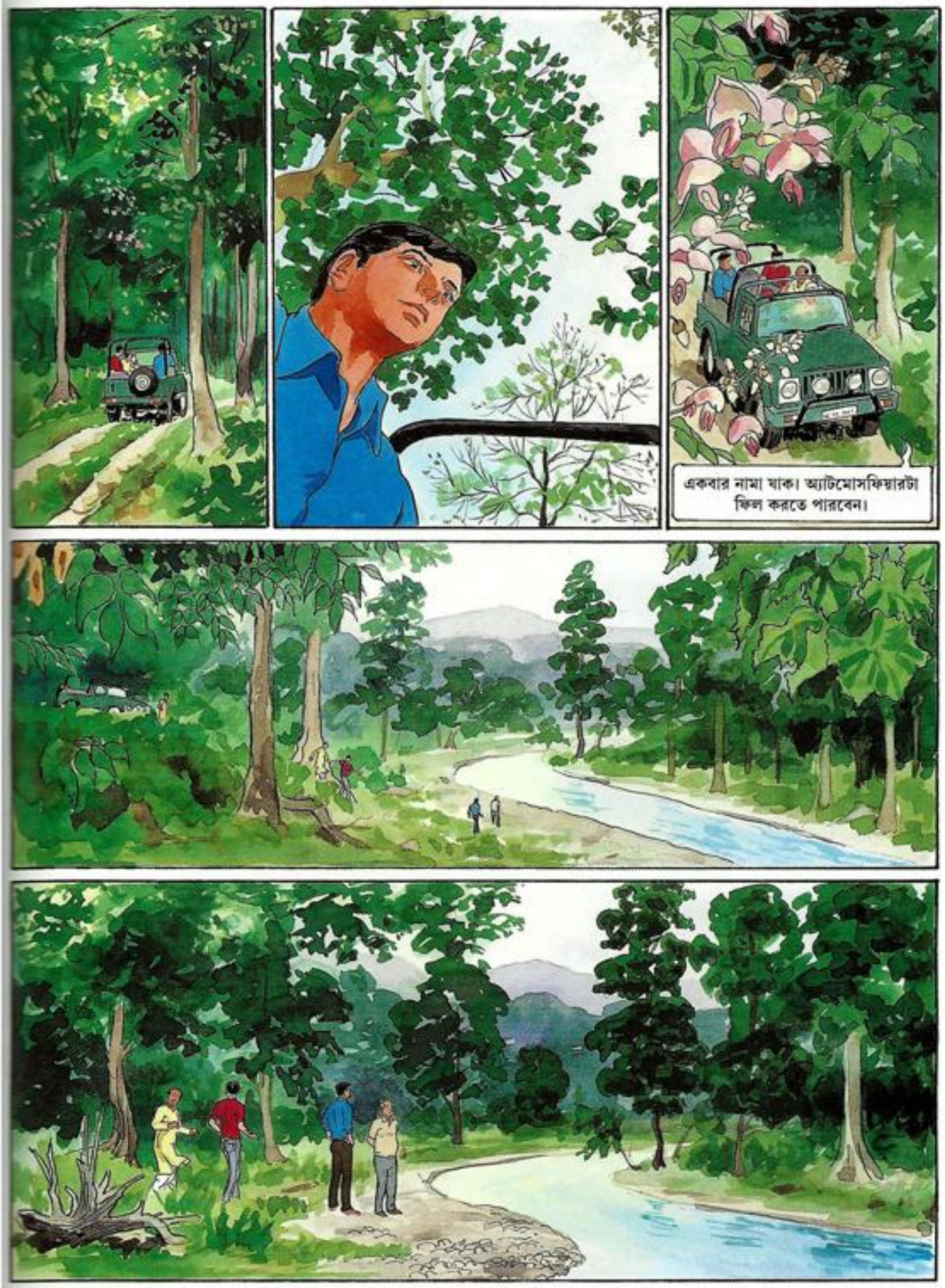
একবার নামা যাক। অ্যাটমোসফিয়ারটা ফিল করতে পারবেন।

দেবতোষবাবু পাগল হলেন কী করে?
এঁদের বংশে ইনিই প্রথম পাগল নন। মহীতোষের ঠাকুরদার শেষের দিকে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল।
তা হলে শিকারের ব্যাপারটা?
সব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। হাতের কাছ থেকে বন্দুক-টন্দুক সব সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। একদিন হঠাৎ বৈঠকখানার দেওয়াল থেকে একটা তলোয়ার খুলে সেটাই হাতে নিয়ে জঙ্গলে চলে গেলেন বাঘ মারতে।
শের শাহ?
সেই যে গেলেন, আর ফেরেননি। এক তলোয়ার ছাড়া আর প্রায় সব কিছুই বাঘের পেটে গিয়েছিল।
!?
আপনি এত অ্যাডভেঞ্চারের বই লেখেন আর শেয়ালের ডাক শুনেই এই অবস্থা?
না মানে, লেখক বলেই কল্পনাশক্তিটা একটু বেশি কিনা! আপনি বাঘের কথা বললেন আর আমিও দেখলুম হলদে মতো কী যেন একটা ওই ঝোপটার পিছন দিয়ে চলে গেল।
খ ক
এটাও কি শে-শেয়াল?
বার্কিং ডিয়ার!
মানে বাঘ কাছাকাছি রয়েছে?
হতে পারে। চলুন, জিপে বসি।

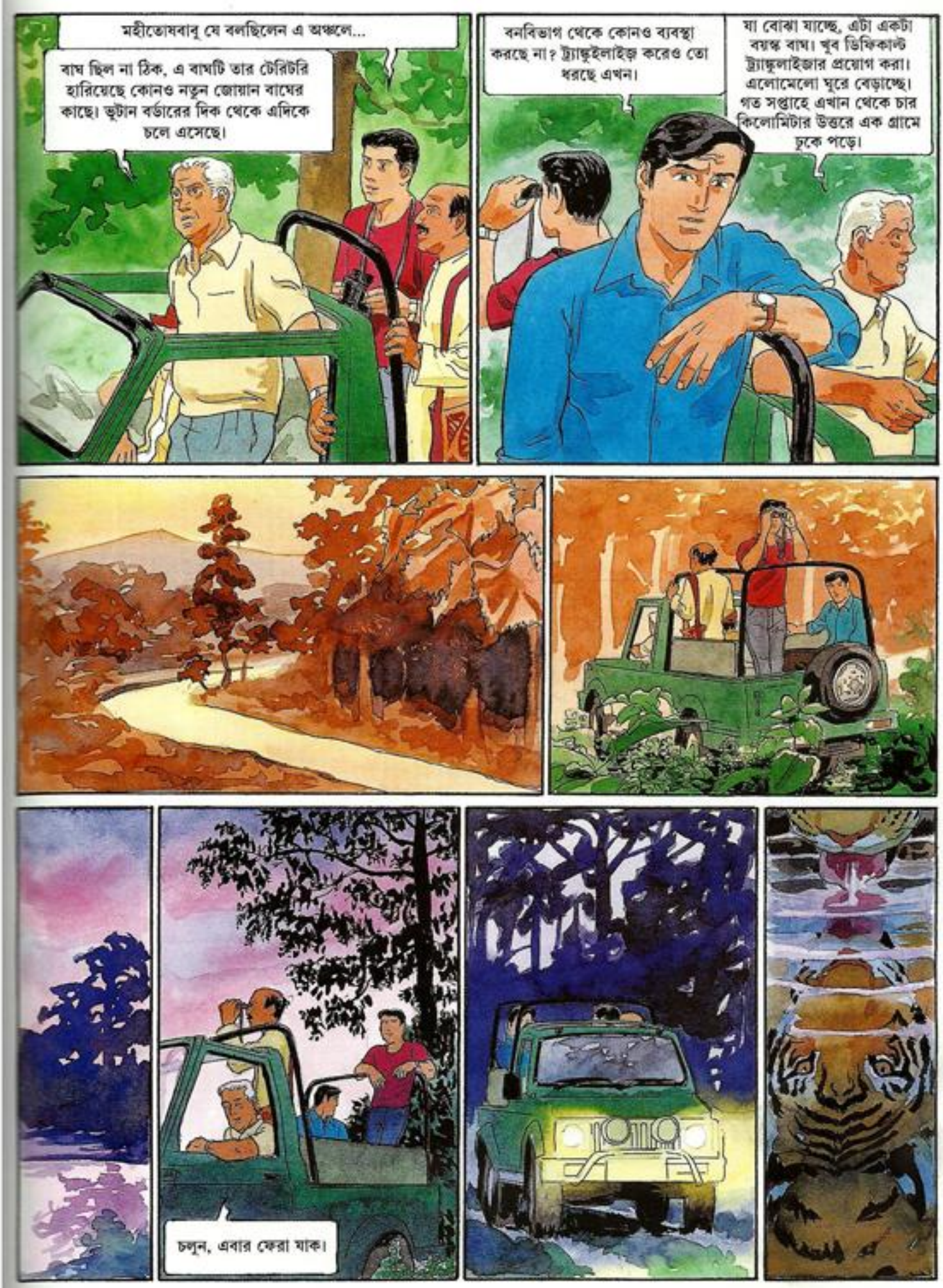
মহীতোষবাবু যে বলছিলেন এ অঞ্চলে...
বাঘ ছিল না ঠিক, এ বাঘটি তার টেরিটরি হারিয়েছে কোনও নতুন জোয়ান বাঘের কাছে। ভুটান বর্ডারের দিক থেকে এদিকে চলে এসেছে।
বনবিভাগ থেকে কোনও ব্যবস্থা করছে না? ট্র্যাঙ্কুইলাইজ় করেও তো ধরছে এখন।
যা বোঝা যাচ্ছে, এটা একটা বয়স্ক বাঘ। খুব ডিফিকাল্ট ট্র্যাঙ্কুলাইজার প্রয়োগ করা। এলোমেলো ঘুরে বেড়াচ্ছে। গত সপ্তাহে এখান থেকে চার কিলোমিটার উত্তরে এক গ্রামে ঢুকে পড়ে।
চলুন, এবার ফেরা যাক।

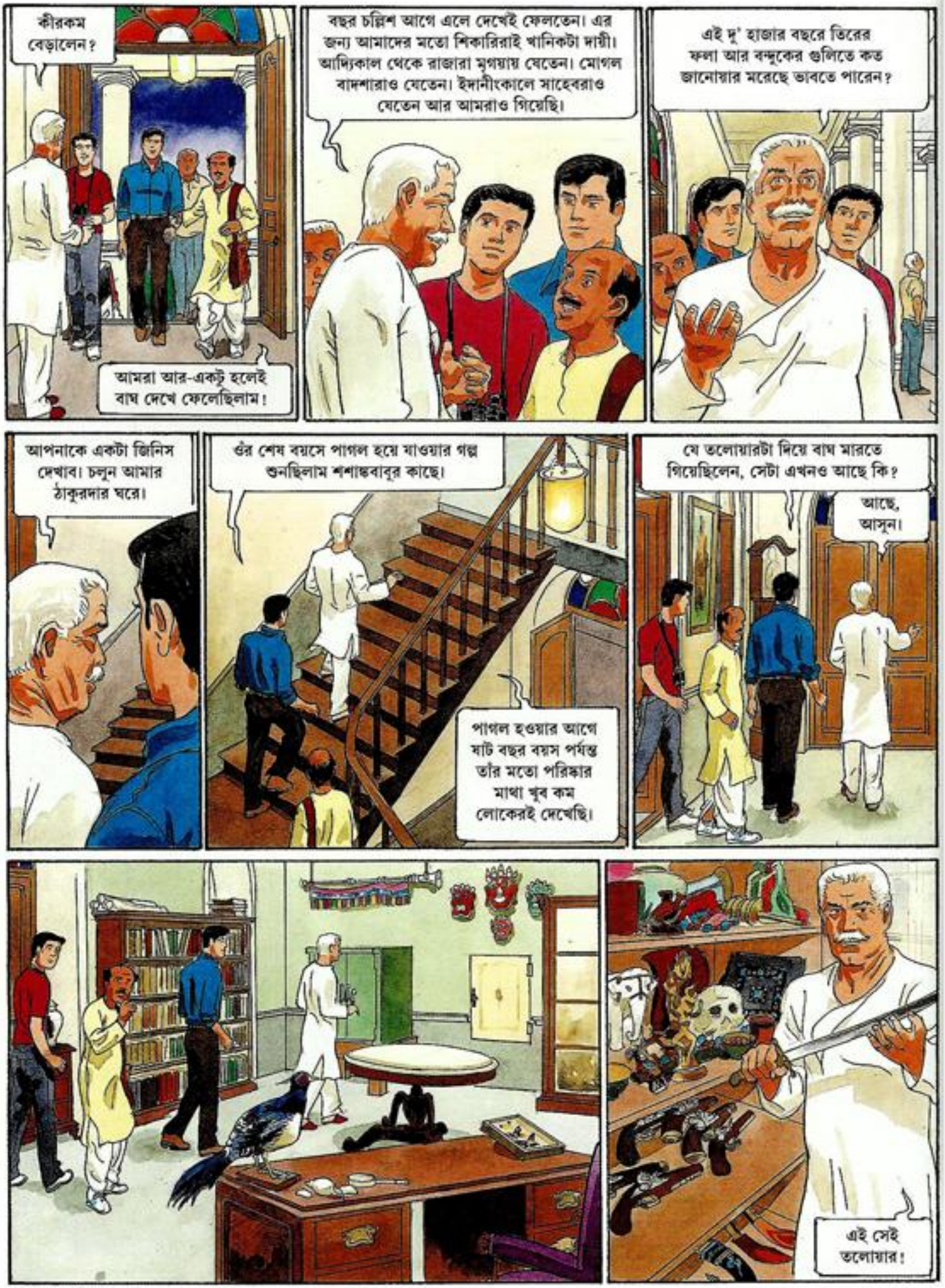
কীরকম বেড়ালেন?
আমরা আর-একটু হলেই বাঘ দেখে ফেলেছিলাম!
বছর চল্লিশ আগে এলে দেখেই ফেলতেন। এর জন্য আমাদের মতো শিকারিরাই খানিকটা দায়ী। আদ্যিকাল থেকে রাজারা মৃগয়ায় যেতেন। মোগল বাদশারাও যেতেন। ইদানীংকালে সাহেবরাও যেতেন আর আমরাও গিয়েছি।
এই দু' হাজার বছরে তিরের ফলা আর বন্দুকের গুলিতে কত জানোয়ার মরেছে ভাবতে পারেন?
আপনাকে একটা জিনিস দেখাব। চলুন আমার ঠাকুরদার ঘরে।
ওঁর শেষ বয়সে পাগল হয়ে যাওয়ার গল্প শুনছিলাম শশাঙ্কবাবুর কাছে।
পাগল হওয়ার আগে ষাট বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর মতো পরিষ্কার মাথা খুব কম লোকেরই দেখেছি।
যে তলোয়ারটা দিয়ে বাঘ মারতে গিয়েছিলেন, সেটা এখনও আছে কি?
আছে, আসুন।
এই সেই তলোয়ার!

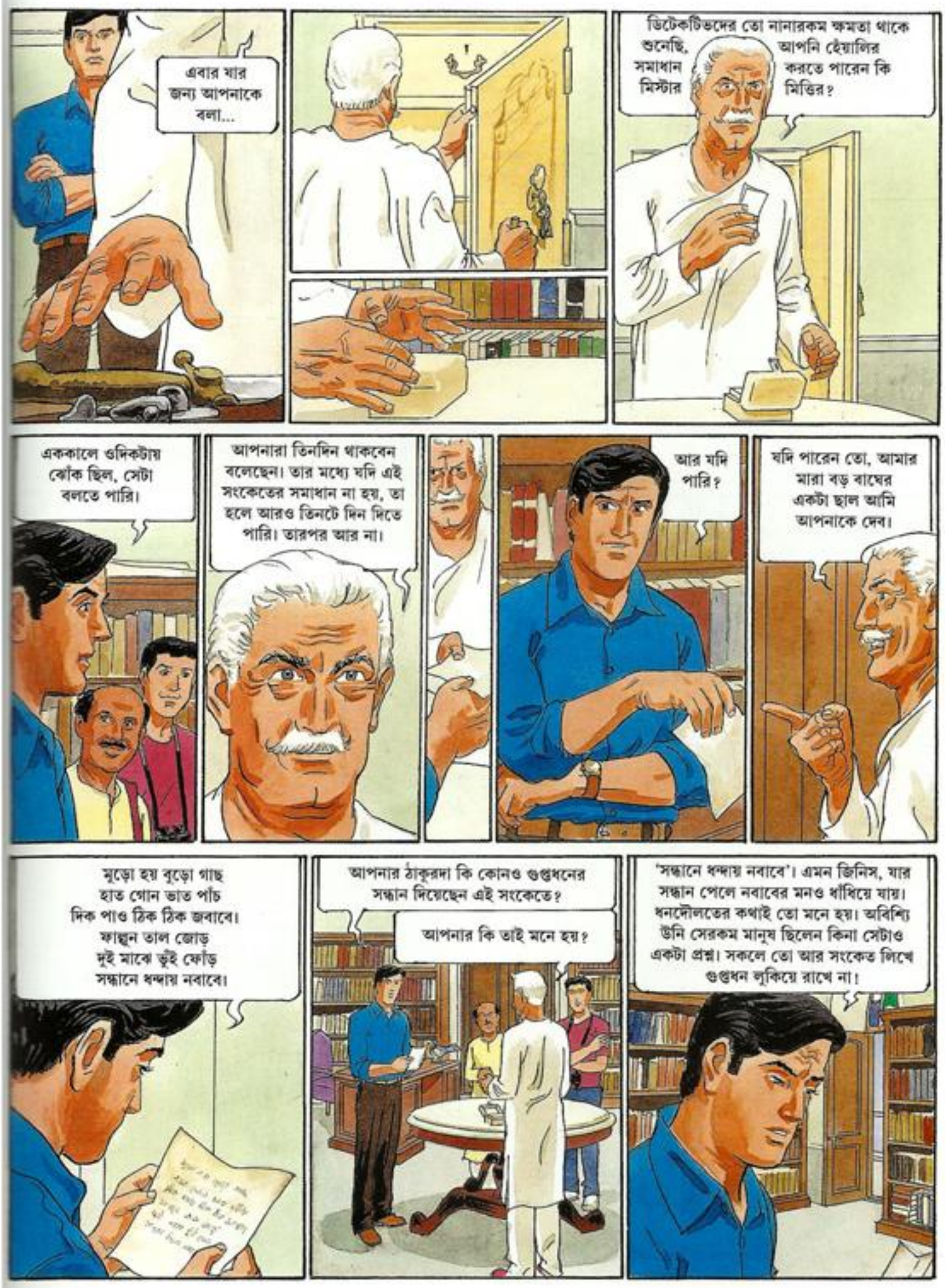
এবার যার জন্য আপনাকে বলা...
ডিটেকটিভদের তো নানারকম ক্ষমতা থাকে শুনেছি, আপনি হেঁয়ালির সমাধান করতে পারেন কি মিস্টার মিত্তির?
এককালে ওদিকটায় ঝোঁক ছিল, সেটা বলতে পারি।
আপনারা তিনদিন থাকবেন বলেছেন। তার মধ্যে যদি এই সংকেতের সমাধান না হয়, তা হলে আরও তিনটে দিন দিতে পারি। তারপর আর না।
আর যদি পারি?
যদি পারেন তো, আমার মারা বড় বাঘের একটা ছাল আমি আপনাকে দেব।
মুড়ো হয় বুড়ো গাছ
হাত গোন ভাত পাঁচ
দিক পাও ঠিক ঠিক জবাবে।
ফাল্গুন তাল জোড়
দুই মাঝে ভুঁই ফোঁড়
সন্ধানে ধন্দায় নবাবে।
আপনার ঠাকুরদা কি কোনও গুপ্তধনের সন্ধান দিয়েছেন এই সংকেতে?
আপনার কি তাই মনে হয়?
'সন্ধানে ধন্দায় নবাবে'। এমন জিনিস, যার সন্ধান পেলে নবাবের মনও ধাঁধিয়ে যায়। ধনদৌলতের কথাই তো মনে হয়। অবিশ্যি উনি সেরকম মানুষ ছিলেন কিনা সেটাও একটা প্রশ্ন। সকলে তো আর সংকেত লিখে গুপ্তধন লুকিয়ে রাখে না।

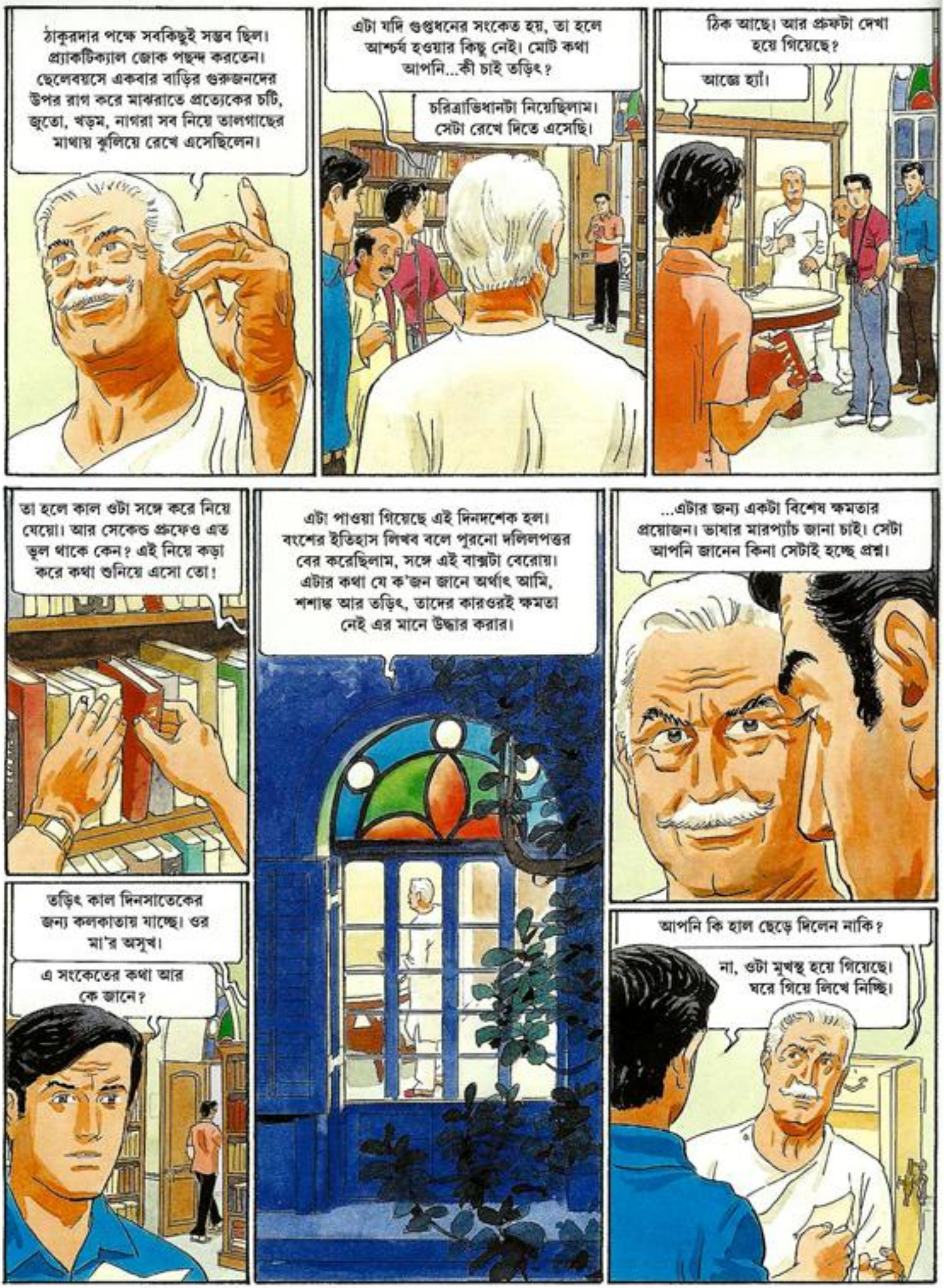
ঠাকুরদার পক্ষে সবকিছুই সম্ভব ছিল। প্র্যাকটিক্যাল জোক পছন্দ করতেন। ছেলেবয়সে একবার বাড়ির গুরুজনদের উপর রাগ করে মাঝরাতে প্রত্যেকের চটি, জুতো, খড়ম, নাগরা সব নিয়ে তালগাছের মাথায় ঝুলিয়ে রেখে এসেছিলেন।
এটা যদি গুপ্তধনের সংকেত হয়, তা হলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। মোট কথা আপনি...কী চাই তড়িৎ?
চরিত্রাভিধানটা নিয়েছিলাম। সেটা রেখে দিতে এসেছি।
ঠিক আছে। আর প্রুফটা দেখা হয়ে গিয়েছে?
আজ্ঞে হ্যাঁ।
তা হলে কাল ওটা সঙ্গে করে নিয়ে যেয়ো। আর সেকেন্ড প্রুফেও এত ভুল থাকে কেন? এই নিয়ে কড়া করে কথা শুনিয়ে এসো তো!
এটা পাওয়া গিয়েছে এই দিনদশেক হল। বংশের ইতিহাস লিখব বলে পুরনো দলিলপত্তর বের করেছিলাম, সঙ্গে এই বাক্সটা বেরোয়। এটার কথা যে ক'জন জানে অর্থাৎ আমি, শশাঙ্ক আর তড়িৎ, তাদের কারওরই ক্ষমতা নেই এর মানে উদ্ধার করার।
...এটার জন্য একটা বিশেষ ক্ষমতার প্রয়োজন। ভাষার মারপ্যাঁচ জানা চাই। সেটা আপনি জানেন কিনা সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন।
তড়িৎ কাল দিনসাতেকের জন্য কলকাতায় যাচ্ছে। ওর মা'র অসুখ।
এ সংকেতের কথা আর কে জানে?
আপনি কি হাল ছেড়ে দিলেন নাকি?
না, ওটা মুখস্থ হয়ে গিয়েছে। ঘরে গিয়ে লিখে নিচ্ছি।

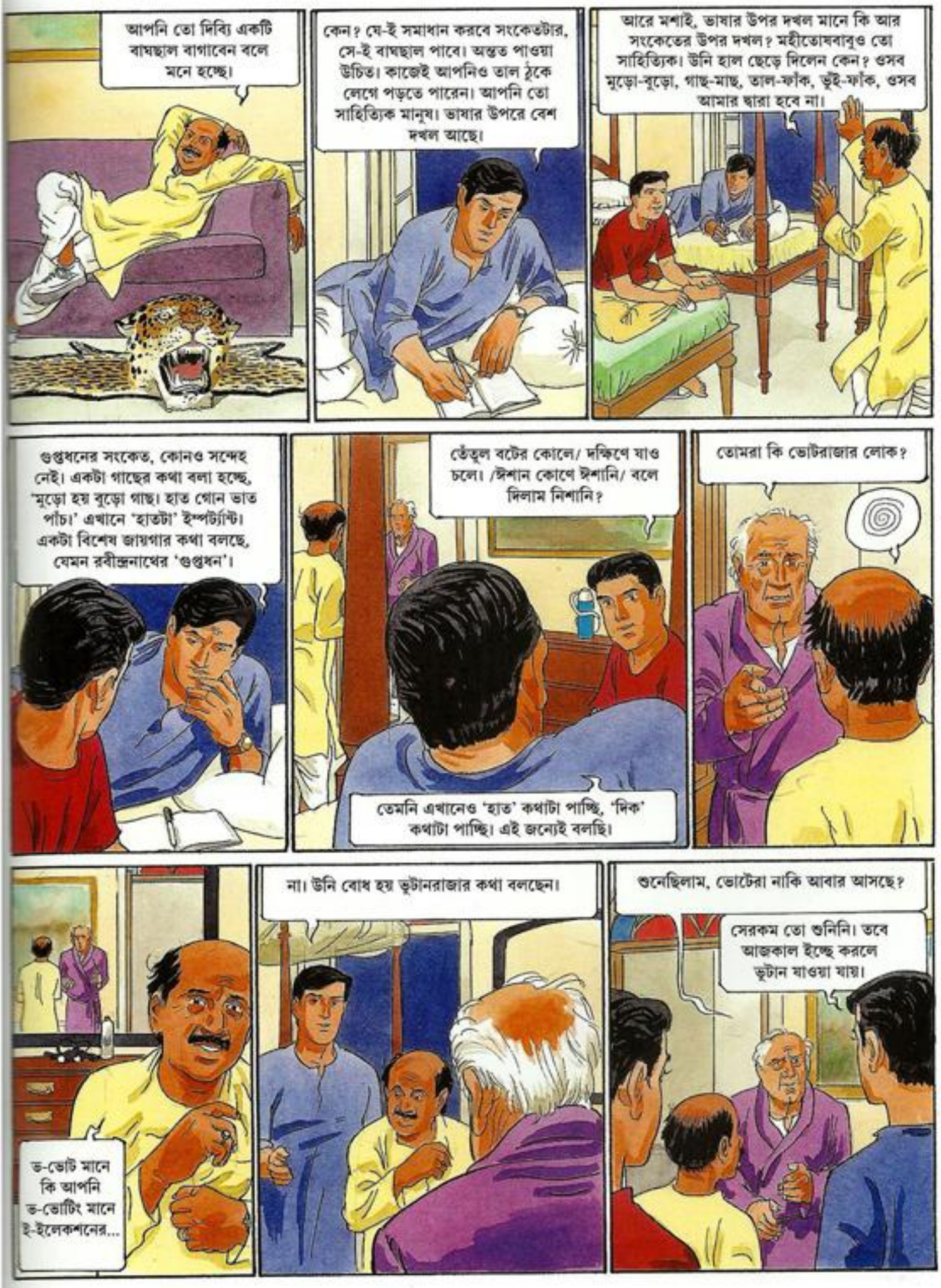
আপনি তো দিব্যি একটি বাঘছাল বাগাবেন বলে মনে হচ্ছে।
কেন? যে-ই সমাধান করবে সংকেতটার, সে-ই বাঘছাল পাবে। অন্তত পাওয়া উচিত। কাজেই আপনিও তাল ঠুকে লেগে পড়তে পারেন। আপনি তো সাহিত্যিক মানুষ। ভাষার উপরে বেশ দখল আছে।
আরে মশাই, ভাষার উপর দখল মানে কি আর সংকেতের উপর দখল? মহীতোষবাবুও তো সাহিত্যিক। উনি হাল ছেড়ে দিলেন কেন? ওসব মুড়ো-বুড়ো, গাছ-মাছ, তাল-ফাঁক, ভুঁই-ফাঁক, ওসব আমার দ্বারা হবে না।
গুপ্তধনের সংকেত, কোনও সন্দেহ নেই। একটা গাছের কথা বলা হচ্ছে, 'মুড়ো হয় বুড়ো গাছ। হাত গোন ভাত পাঁচ।' এখানে 'হাতটা' ইম্পর্ট্যান্ট। একটা বিশেষ জায়গার কথা বলছে, যেমন রবীন্দ্রনাথের 'গুপ্তধন'।
তেঁতুল বটের কোলে/ দক্ষিণে যাও চলে। /ঈশান কোণে ঈশানি/ বলে দিলাম নিশানি?
তেমনি এখানেও 'হাত' কথাটা পাচ্ছি, 'দিক' কথাটা পাচ্ছি। এই জন্যেই বলছি।
তোমরা কি ভোটরাজার লোক?
ভ-ভোট মানে কি আপনি ভ-ভোটিং মানে ই-ইলেকশনের...
না। উনি বোধ হয় ভুটানরাজার কথা বলছেন।
শুনেছিলাম, ভোটেরা নাকি আবার আসছে?
সেরকম তো শুনিনি। তবে আজকাল ইচ্ছে করলে ভুটান যাওয়া যায়।

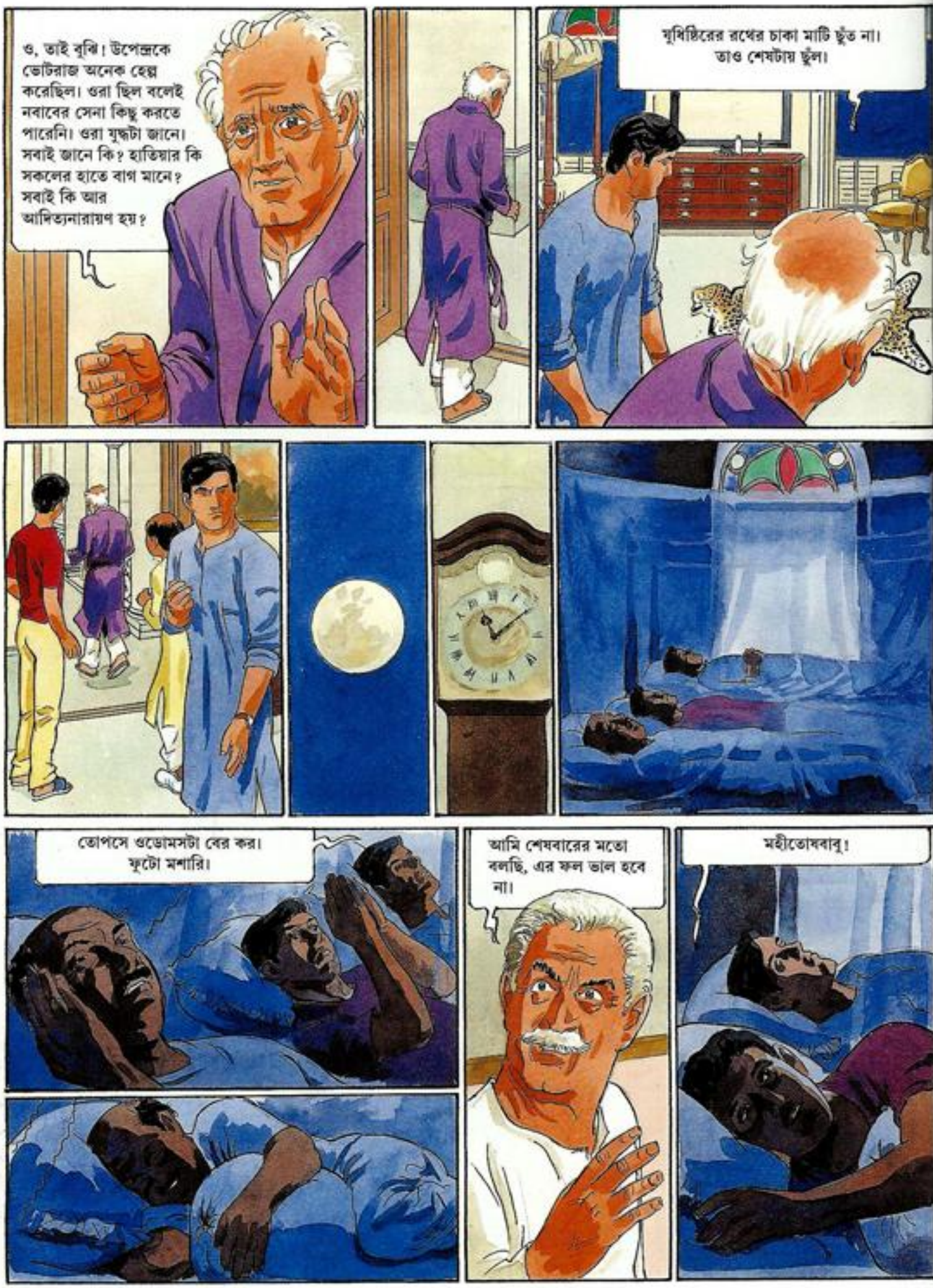
ও, তাই বুঝি! উপেন্দ্রকে ভোটরাজ অনেক হেল্প করেছিল। ওরা ছিল বলেই নবাবের সেনা কিছু করতে পারেনি। ওরা যুদ্ধটা জানে। সবাই জানে কি? হাতিয়ার কি সকলের হাতে বাগ মানে? সবাই কি আর আদিত্যনারায়ণ হয়?
যুধিষ্ঠিরের রথের চাকা মাটি ছুঁত না। তাও শেষটায় ছুঁল।
তোপসে ওডোমসটা বের কর। ফুটো মশারি।
আমি শেষবারের মতো বলছি, এর ফল ভাল হবে না।
মহীতোষবাবু!

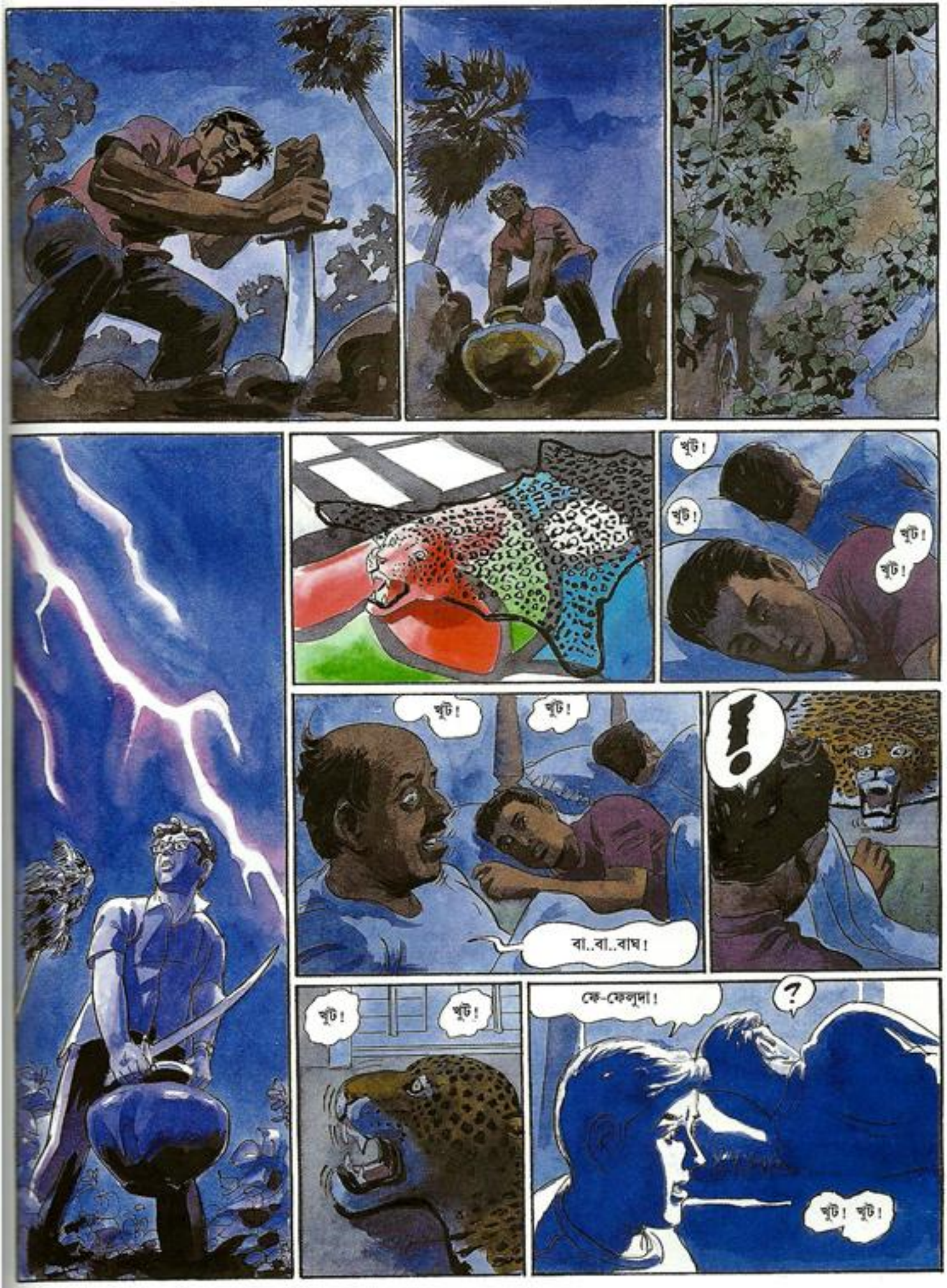
খুট!
খুট!
খুট!
খুট!
খুট!
খুট!
বা..বা..বাঘ!
!
খুট!
খুট!
ফে-ফেলুদা!
?
খুট! খুট!

কী ব্যাপার, চ্যাঁচাচ্ছিস কেন?
মেঝে...বাঘ!
গুবরের আসুরিক শক্তির কথাটা কি তোদের জানা নেই? একটা কাঁসার জামবাটি চাপা দিয়ে রাখলে সেটাকে সুদ্ধু টেনে নিয়ে সারা বাড়ি চক্কর দিতে পারে।

কালবুনির দিকেই যাচ্ছে।
হাইলি সাসপিশাস!
কী ডেসপারেট ছেলে! এত করে বলাতেও শুনল না?
ওদিকের জানলাটা বন্ধ করে দে।

তড়িৎ!
তড়িৎ!

সর্বনাশ!
গুম

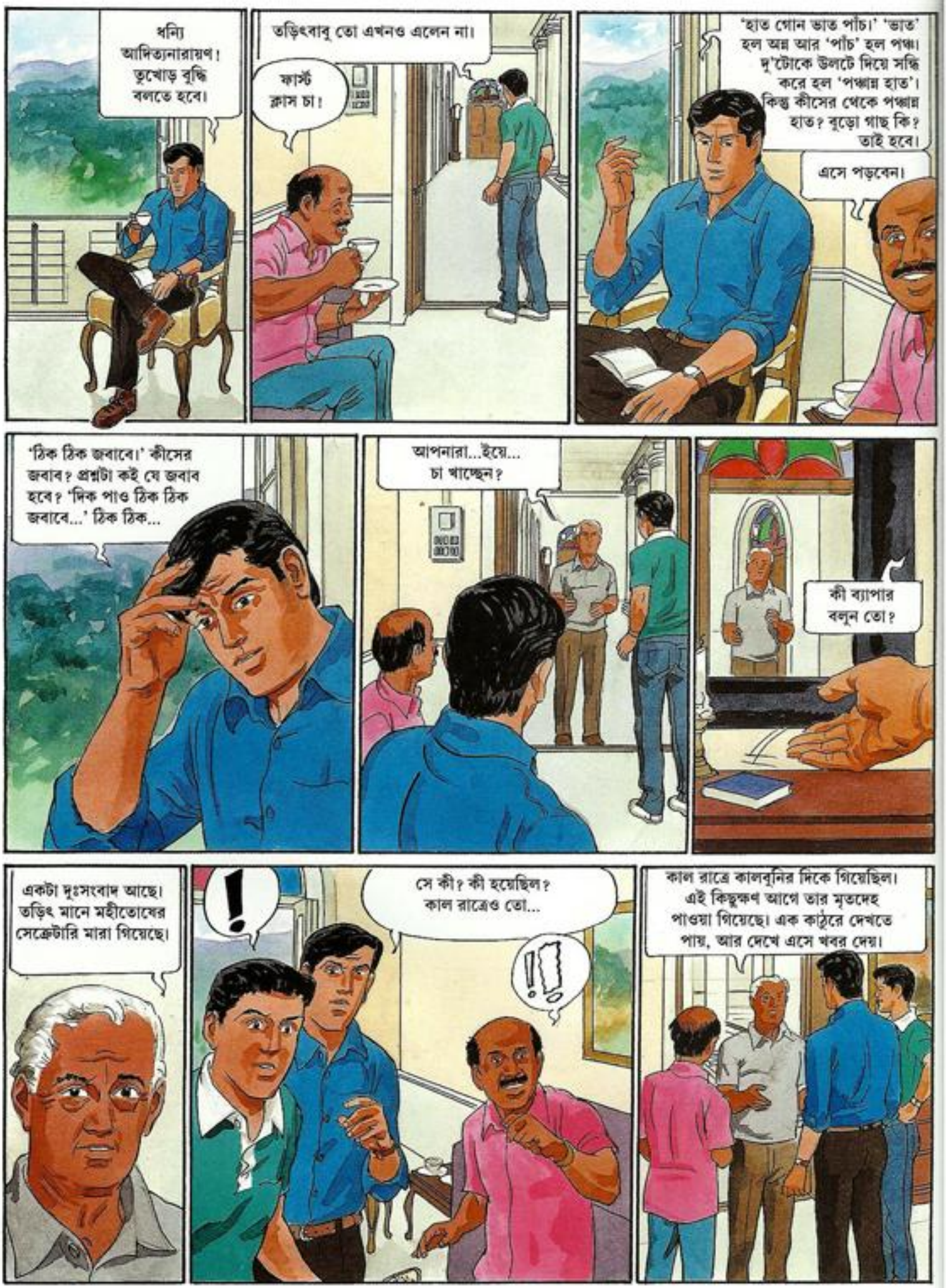
ধন্যি আদিত্যনারায়ণ! তুখোড় বুদ্ধি বলতে হবে।
তড়িৎবাবু তো এখনও এলেন না।
ফার্স্ট ক্লাস চা!
'হাত গোন ভাত পাঁচ।' 'ভাত' হল অন্ন আর 'পাঁচ' হল পঞ্চ। দু'টোকে উলটে দিয়ে সন্ধি করে হল 'পঞ্চান্ন হাত'। কিন্তু কীসের থেকে পঞ্চান্ন হাত? বুড়ো গাছ কি? তাই হবে।
এসে পড়বেন।
'ঠিক ঠিক জবাবে।' কীসের জবাব? প্রশ্নটা কই যে জবাব হবে? 'দিক পাও ঠিক ঠিক জবাবে...' ঠিক ঠিক...
আপনারা...ইয়ে... চা খাচ্ছেন?
কী ব্যাপার বলুন তো?
একটা দুঃসংবাদ আছে। তড়িৎ মানে মহীতোষের সেক্রেটারি মারা গিয়েছে।
!
সে কী? কী হয়েছিল? কাল রাত্রেও তো...
!!!
কাল রাত্রে কালবুনির দিকে গিয়েছিল। এই কিছুক্ষণ আগে তার মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে। এক কাঠুরে দেখতে পায়, আর দেখে এসে খবর দেয়।

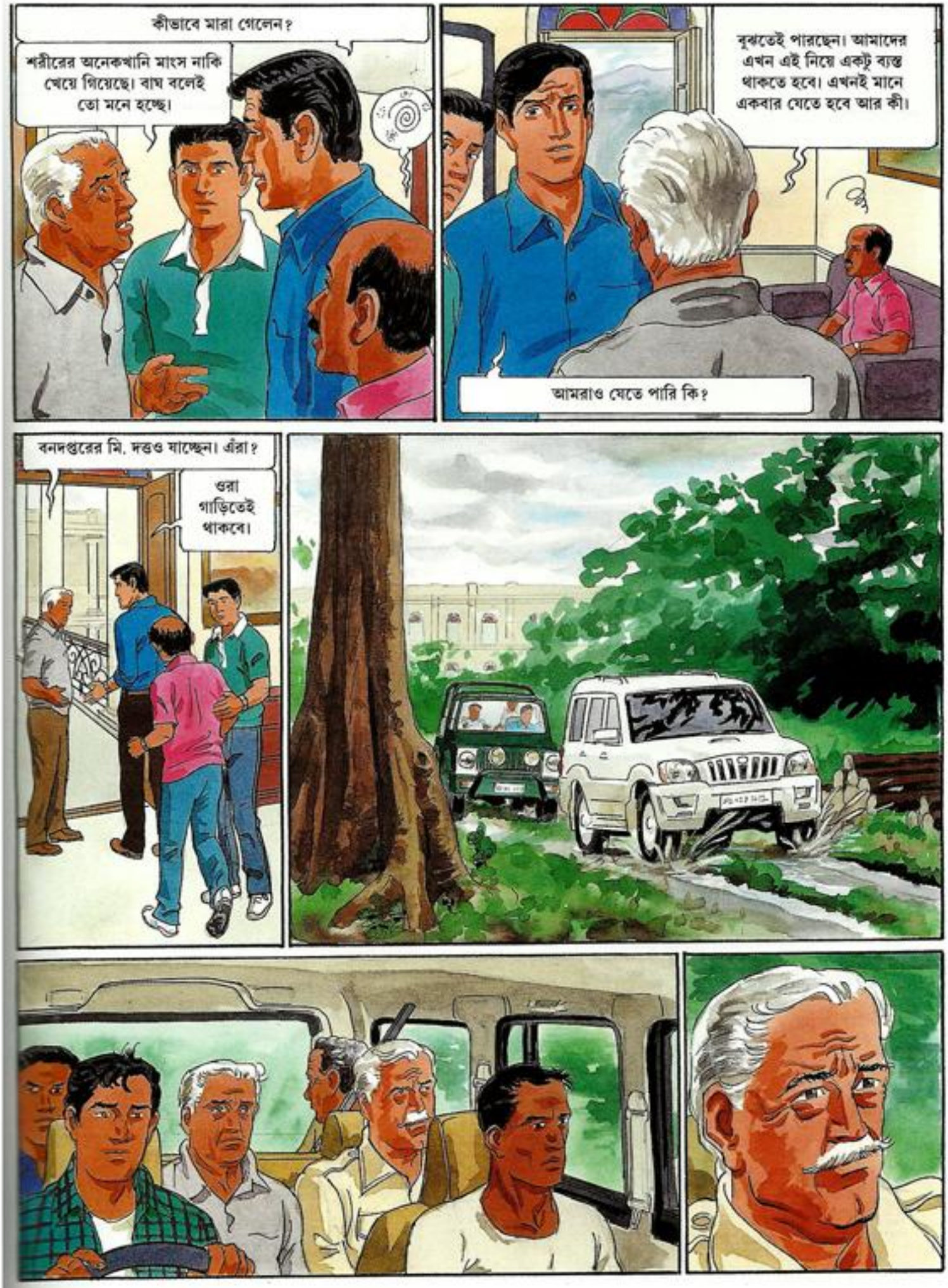
কীভাবে মারা গেলেন?
শরীরের অনেকখানি মাংস নাকি খেয়ে গিয়েছে। বাঘ বলেই তো মনে হচ্ছে।
বুঝতেই পারছেন। আমাদের এখন এই নিয়ে একটু ব্যস্ত থাকতে হবে। এখনই মানে একবার যেতে হবে আর কী।
আমরাও যেতে পারি কি?
বনদপ্তরের মি. দত্তও যাচ্ছেন। এঁরা?
ওরা গাড়িতেই থাকবে।

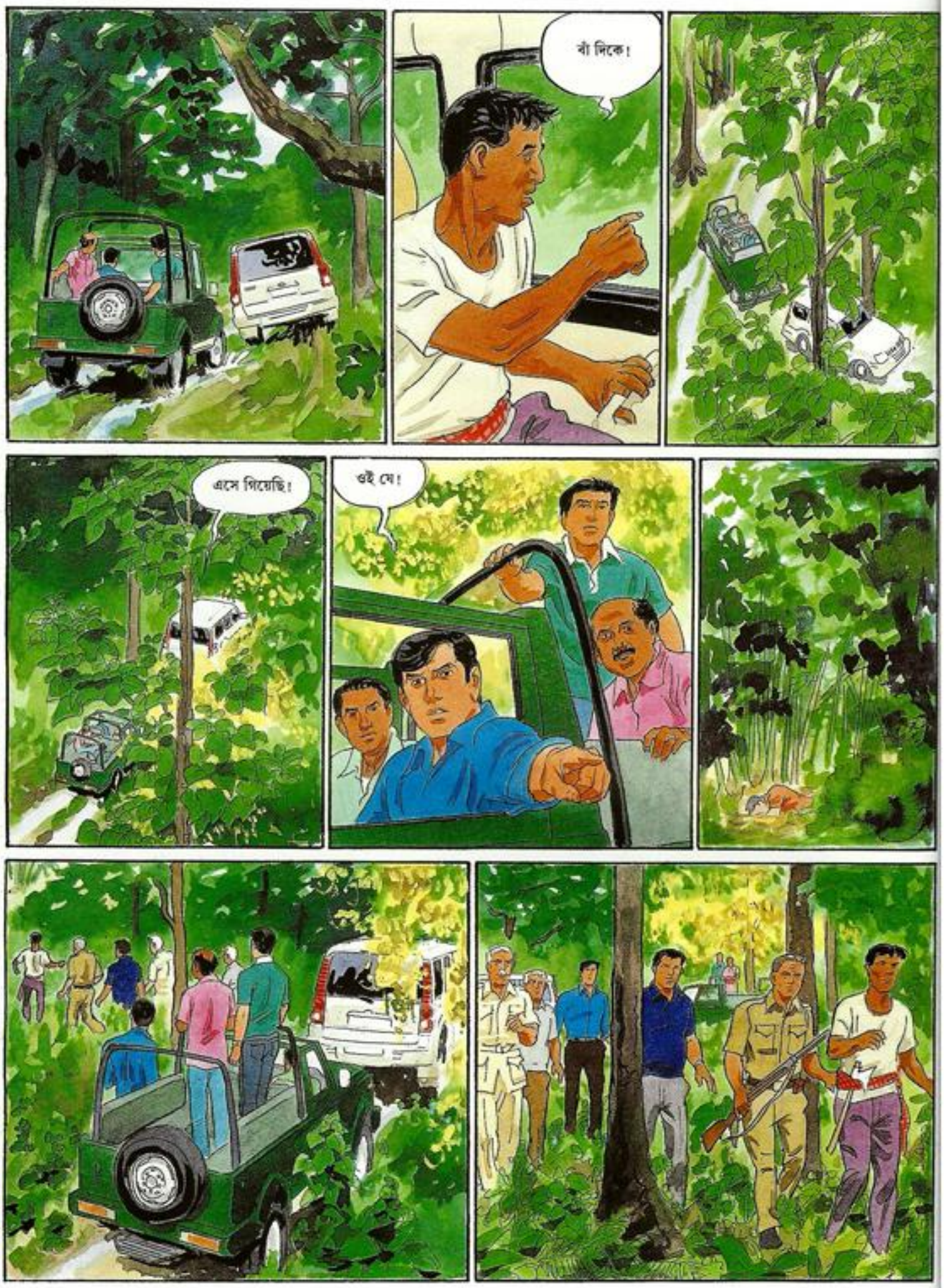
বাঁ দিকে!
এসে গিয়েছি!
ওই যে!

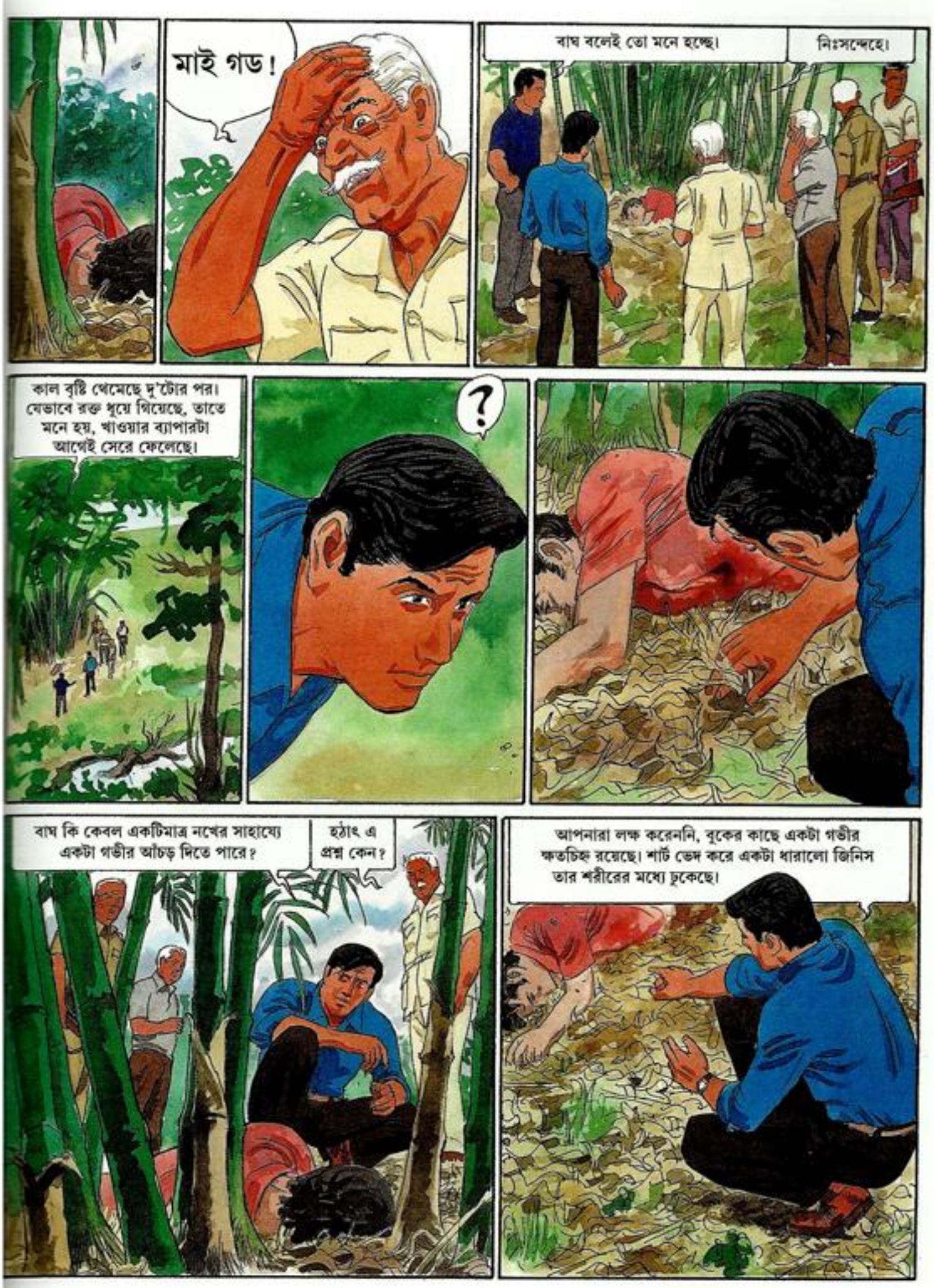
মাই গড!
বাঘ বলেই তো মনে হচ্ছে।
নিঃসন্দেহে।
কাল বৃষ্টি থেমেছে দু'টোর পর। যেভাবে রক্ত ধুয়ে গিয়েছে, তাতে মনে হয়, খাওয়ার ব্যাপারটা আগেই সেরে ফেলেছে।
?
বাঘ কি কেবল একটিমাত্র নখের সাহায্যে একটা গভীর আঁচড় দিতে পারে?
হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?
আপনারা লক্ষ করেননি, বুকের কাছে একটা গভীর ক্ষতচিহ্ন রয়েছে। শার্ট ভেদ করে একটা ধারালো জিনিস তার শরীরের মধ্যে ঢুকেছে।

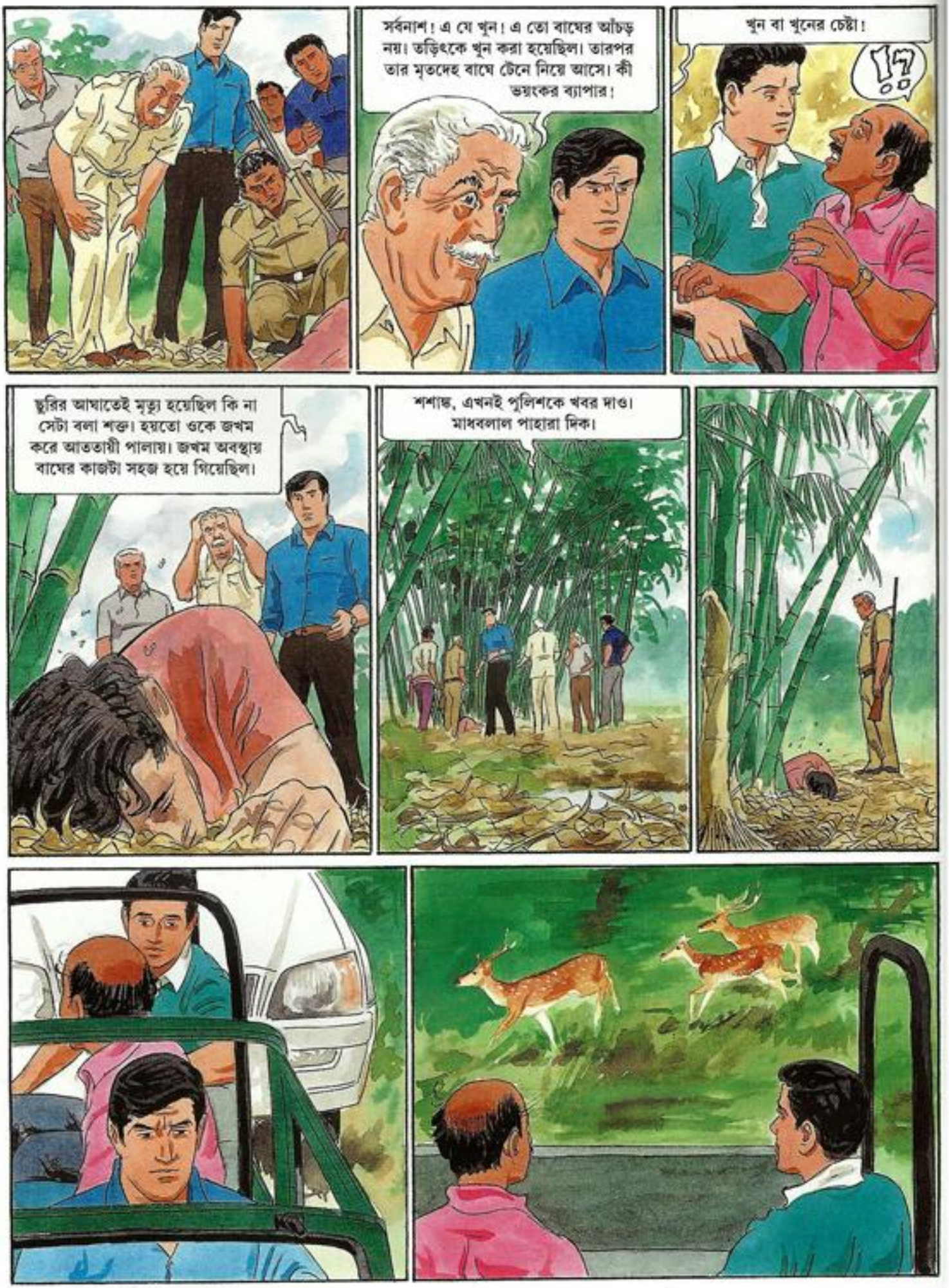
সর্বনাশ! এ যে খুন! এ তো বাঘের আঁচড় নয়। তড়িৎকে খুন করা হয়েছিল। তারপর তার মৃতদেহ বাঘে টেনে নিয়ে আসে। কী ভয়ংকর ব্যাপার!
খুন বা খুনের চেষ্টা!
!?
ছুরির আঘাতেই মৃত্যু হয়েছিল কি না সেটা বলা শক্ত। হয়তো ওকে জখম করে আততায়ী পালায়। জখম অবস্থায় বাঘের কাজটা সহজ হয়ে গিয়েছিল।
শশাঙ্ক, এখনই পুলিশকে খবর দাও। মাধবলাল পাহারা দিক।

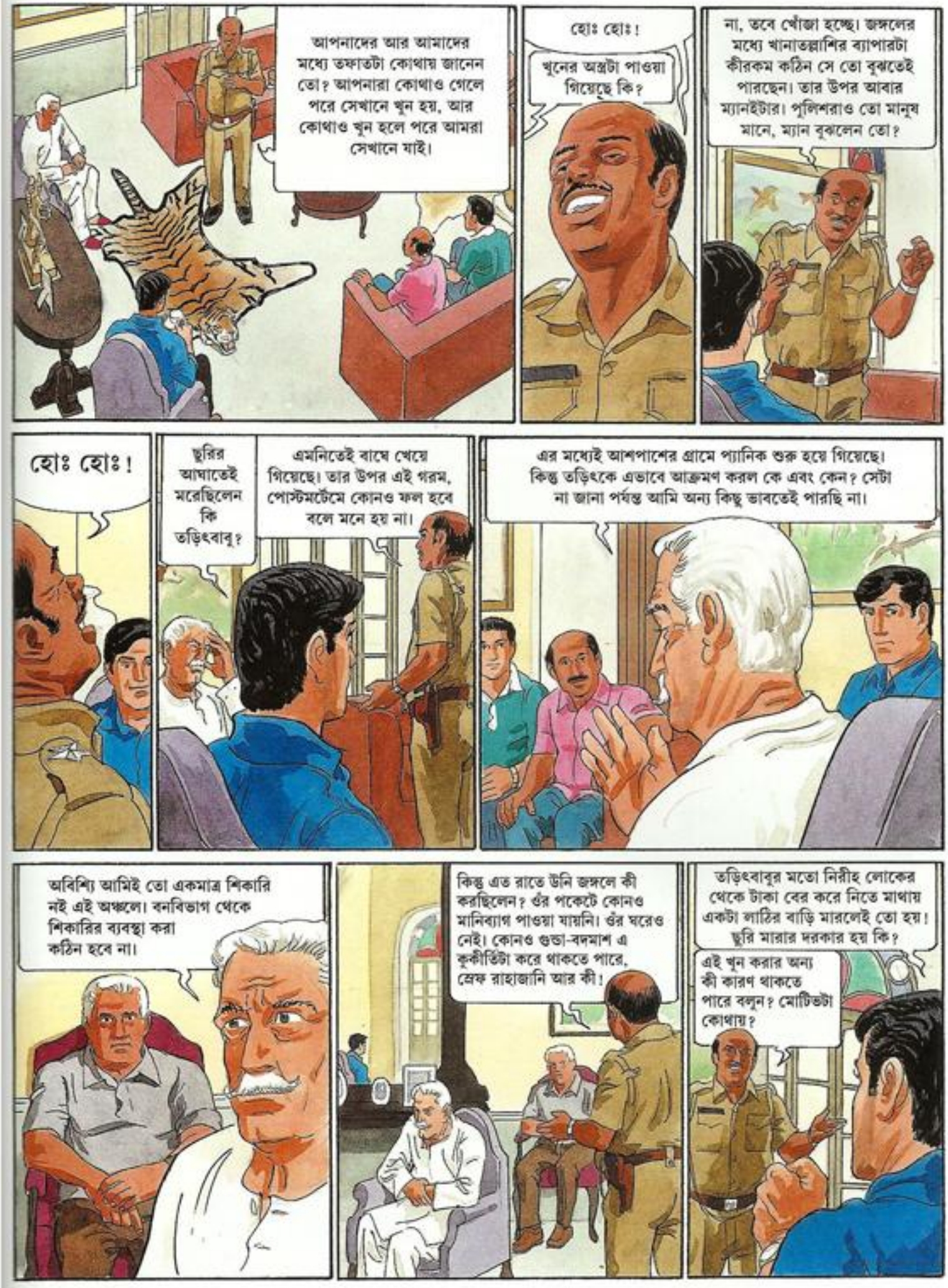
আপনাদের আর আমাদের মধ্যে তফাতটা কোথায় জানেন তো? আপনারা কোথাও গেলে পরে সেখানে খুন হয়, আর কোথাও খুন হলে পরে আমরা সেখানে যাই।
হোঃ হোঃ!
খুনের অস্ত্রটা পাওয়া গিয়েছে কি?
না, তবে খোঁজা হচ্ছে। জঙ্গলের মধ্যে খানাতল্লাশির ব্যাপারটা কীরকম কঠিন সে তো বুঝতেই পারছেন। তার উপর আবার ম্যানইটার। পুলিশরাও তো মানুষ মানে, ম্যান বুঝলেন তো?
হোঃ হোঃ!
ছুরির আঘাতেই মরেছিলেন কি তড়িৎবাবু?
এমনিতেই বাঘে খেয়ে গিয়েছে। তার উপর এই গরম, পোস্টমর্টেমে কোনও ফল হবে বলে মনে হয় না।
এর মধ্যেই আশপাশের গ্রামে প্যানিক শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তড়িৎকে এভাবে আক্রমণ করল কে এবং কেন? সেটা না জানা পর্যন্ত আমি অন্য কিছু ভাবতেই পারছি না।
অবিশ্যি আমিই তো একমাত্র শিকারি নই এই অঞ্চলে। বনবিভাগ থেকে শিকারির ব্যবস্থা করা কঠিন হবে না।
কিন্তু এত রাতে উনি জঙ্গলে কী করছিলেন? ওঁর পকেটে কোনও মানিব্যাগ পাওয়া যায়নি। ওঁর ঘরেও নেই। কোনও গুন্ডা-বদমাশ এ কুকীর্তিটা করে থাকতে পারে, স্রেফ রাহাজানি আর কী!
তড়িৎবাবুর মতো নিরীহ লোকের থেকে টাকা বের করে নিতে মাথায় একটা লাঠির বাড়ি মারলেই তো হয়! ছুরি মারার দরকার হয় কি?
এই খুন করার অন্য কী কারণ থাকতে পারে বলুন? মোটিভটা কোথায়?

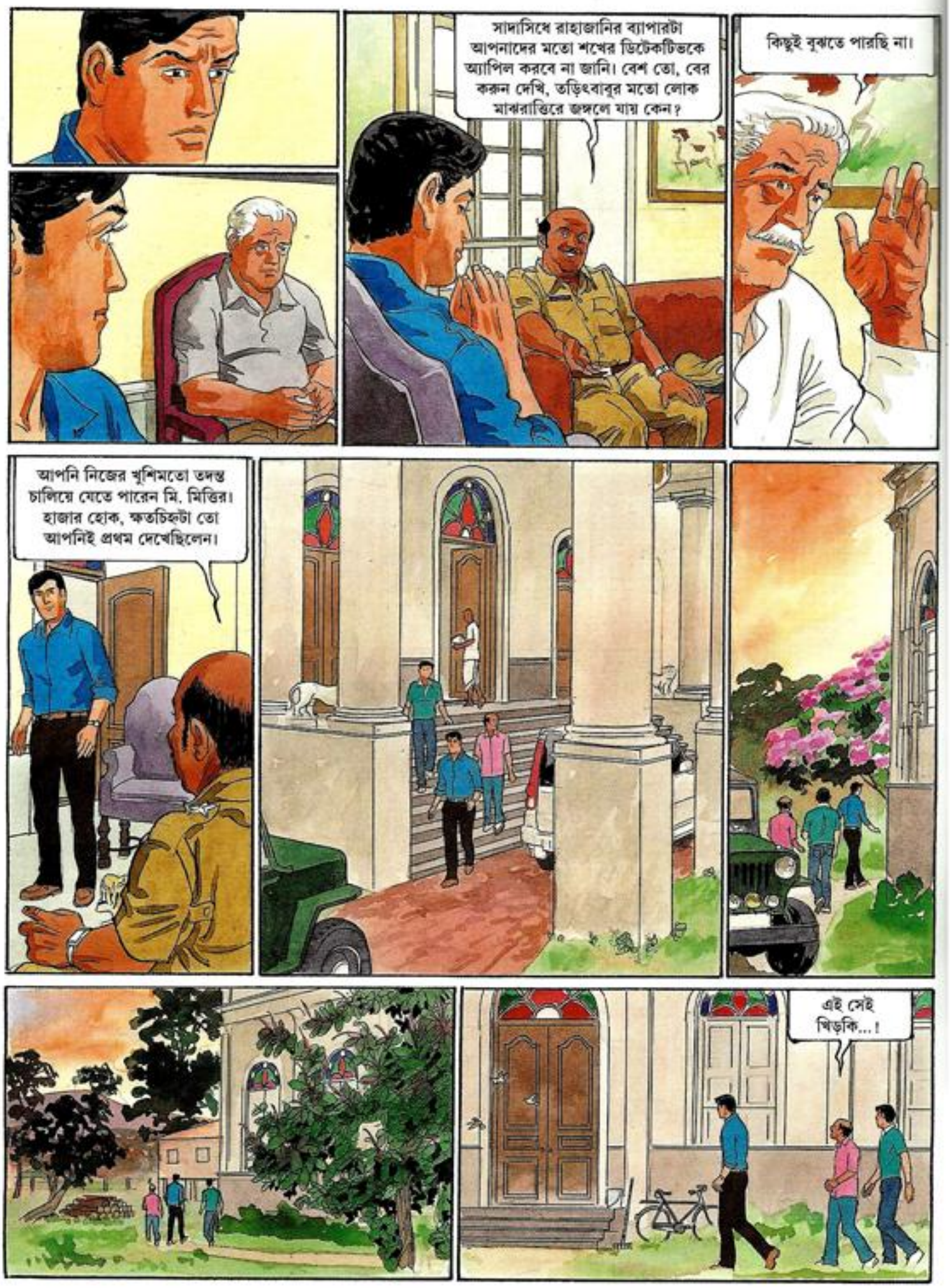
সাদাসিধে রাহাজানির ব্যাপারটা আপনাদের মতো শখের ডিটেকটিভকে অ্যাপিল করবে না জানি। বেশ তো, বের করুন দেখি, তড়িৎবাবুর মতো লোক মাঝরাত্তিরে জঙ্গলে যায় কেন?
কিছুই বুঝতে পারছি না।
আপনি নিজের খুশিমতো তদন্ত চালিয়ে যেতে পারেন মি. মিত্তির। হাজার হোক, ক্ষতচিহ্নটা তো আপনিই প্রথম দেখেছিলেন।
এই সেই খিড়কি...!

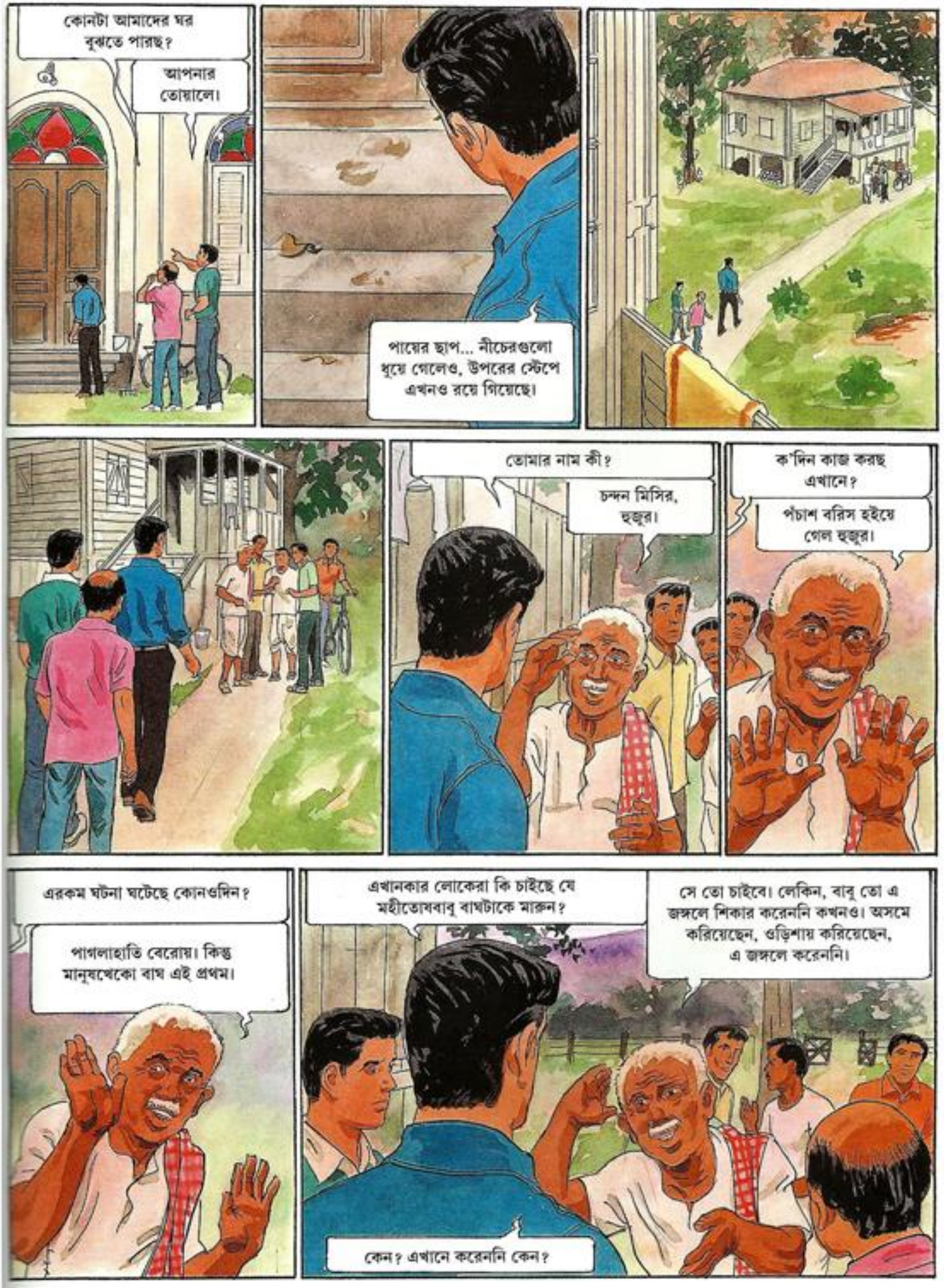
কোনটা আমাদের ঘর বুঝতে পারছ?
আপনার তোয়ালে।
পায়ের ছাপ... নীচেরগুলো ধুয়ে গেলেও, উপরের স্টেপে এখনও রয়ে গিয়েছে।
তোমার নাম কী?
চন্দন মিসির, হুজুর।
ক'দিন কাজ করছ এখানে?
পঁচাশ বরিস হইয়ে গেল হুজুর।
এরকম ঘটনা ঘটেছে কোনওদিন?
পাগলাহাতি বেরোয়। কিন্তু মানুষখেকো বাঘ এই প্রথম।
এখানকার লোকেরা কি চাইছে যে মহীতোষবাবু বাঘটাকে মারুন?
সে তো চাইবে। লেকিন, বাবু তো এ জঙ্গলে শিকার করেননি কখনও। অসমে করিয়েছেন, ওড়িশায় করিয়েছেন, এ জঙ্গলে করেননি।
কেন? এখানে করেননি কেন?

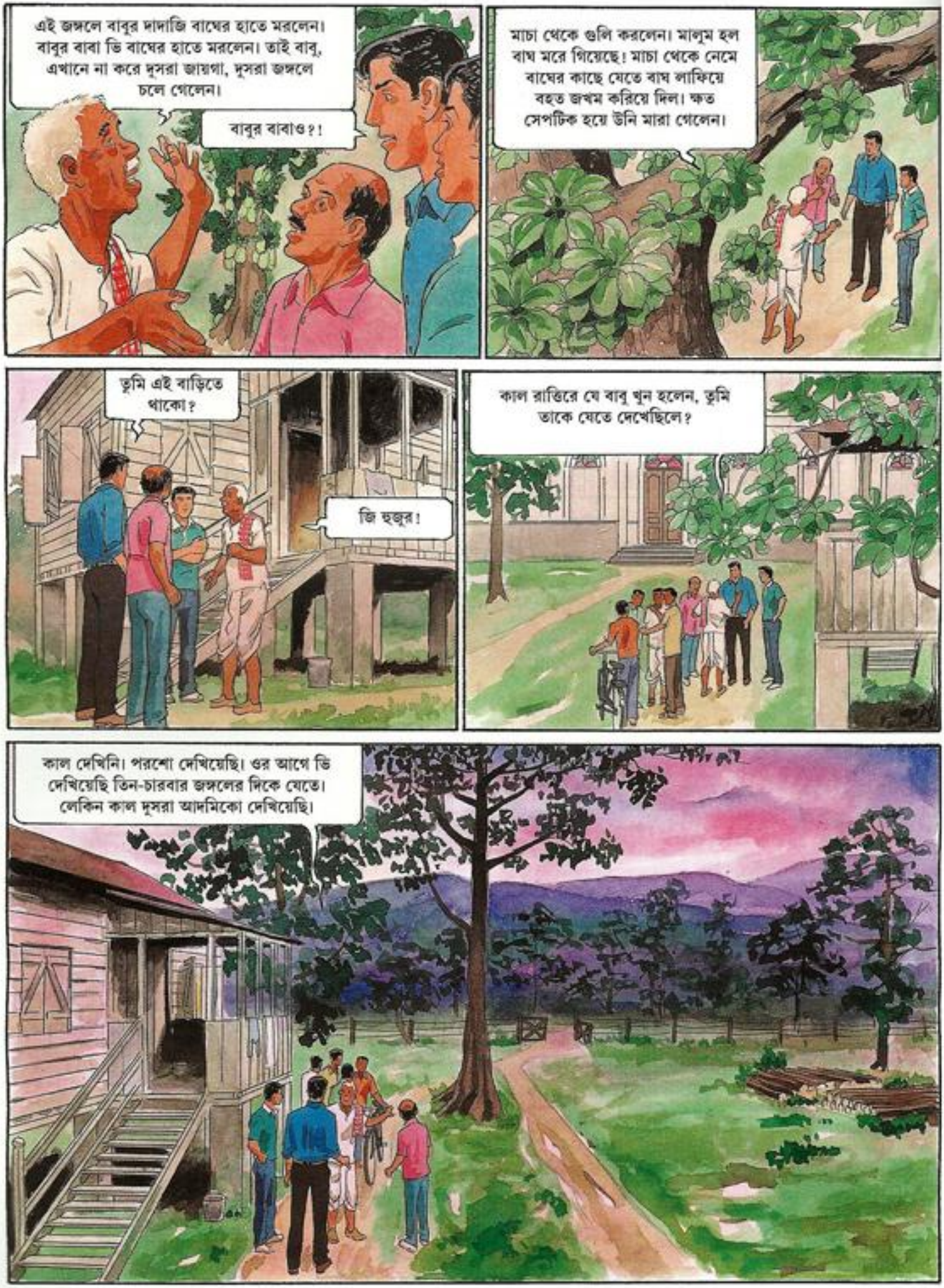
এই জঙ্গলে বাবুর দাদাজি বাঘের হাতে মরলেন। বাবুর বাবা ভি বাঘের হাতে মরলেন। তাই বাবু, এখানে না করে দুসরা জায়গা, দুসরা জঙ্গলে চলে গেলেন।
বাবুর বাবাও?!
মাচা থেকে গুলি করলেন। মালুম হল বাঘ মরে গিয়েছে! মাচা থেকে নেমে বাঘের কাছে যেতে বাঘ লাফিয়ে বহুত জখম করিয়ে দিল। ক্ষত সেপটিক হয়ে উনি মারা গেলেন।
তুমি এই বাড়িতে থাকো?
জি হুজুর!
কাল রাত্তিরে যে বাবু খুন হলেন, তুমি তাকে যেতে দেখেছিলে?
কাল দেখিনি। পরশো দেখিয়েছি। ওর আগে ভি দেখিয়েছি তিন-চারবার জঙ্গলের দিকে যেতে। লেকিন কাল দুসরা আদমিকো দেখিয়েছি।

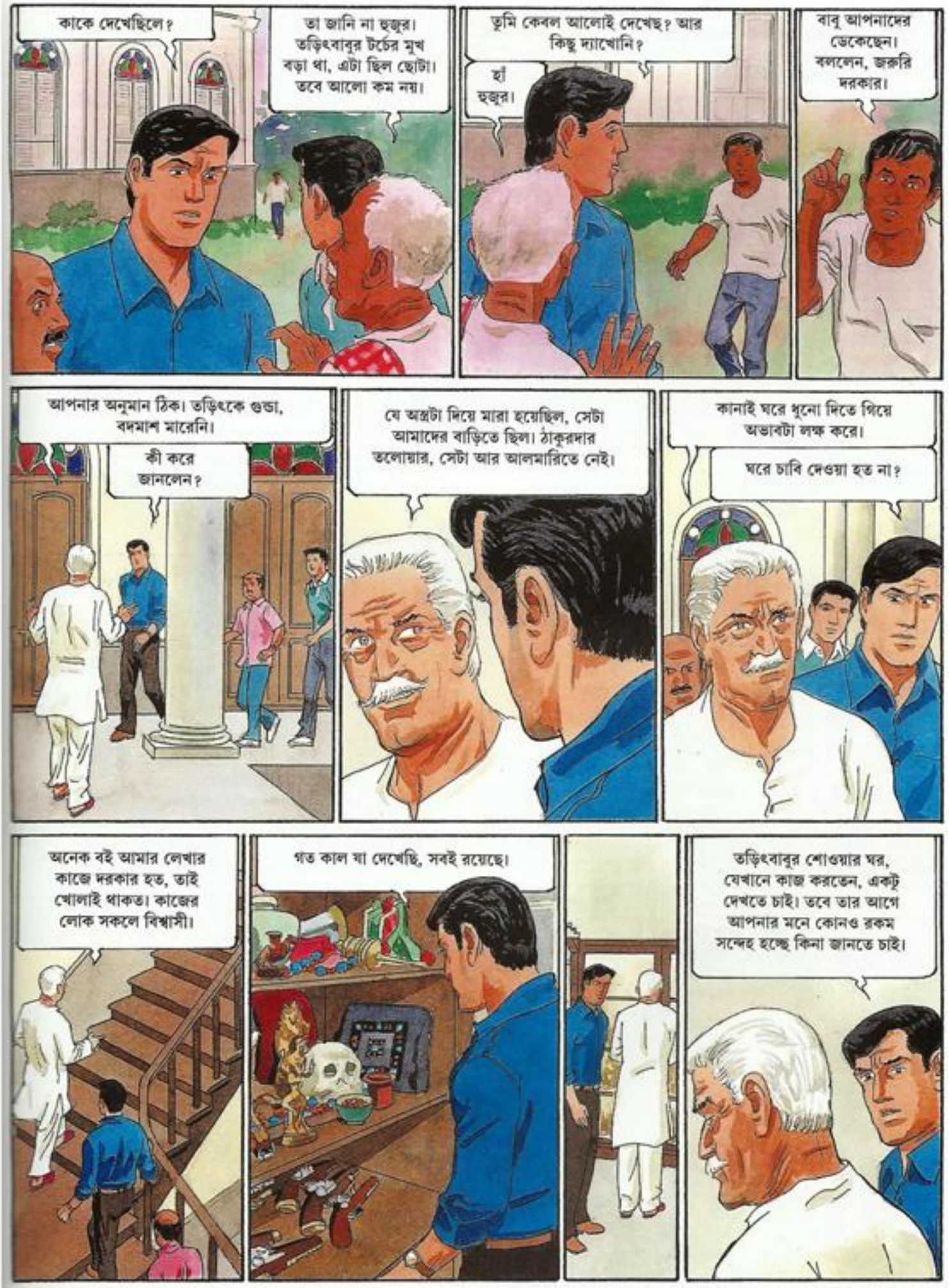
কাকে দেখেছিলে?
তা জানি না হুজুর। তড়িৎবাবুর টর্চের মুখ বড়া থা, এটা ছিল ছোটা। তবে আলো কম নয়।
তুমি কেবল আলোই দেখেছ? আর কিছু দ্যাখোনি?
হাঁ হুজুর।
বাবু আপনাদের ডেকেছেন। বললেন, জরুরি দরকার।
আপনার অনুমান ঠিক। তড়িৎকে গুন্ডা, বদমাশ মারেনি।
কী করে জানলেন?
যে অস্ত্রটা দিয়ে মারা হয়েছিল, সেটা আমাদের বাড়িতে ছিল। ঠাকুরদার তলোয়ার, সেটা আর আলমারিতে নেই।
কানাই ঘরে ধুনো দিতে গিয়ে অভাবটা লক্ষ করে।
ঘরে চাবি দেওয়া হত না?
অনেক বই আমার লেখার কাজে দরকার হত, তাই খোলাই থাকত। কাজের লোক সকলে বিশ্বাসী।
গত কাল যা দেখেছি, সবই রয়েছে।
তড়িৎবাবুর শোওয়ার ঘর, যেখানে কাজ করতেন, একটু দেখতে চাই। তবে তার আগে আপনার মনে কোনও রকম সন্দেহ হচ্ছে কিনা জানতে চাই।

...এমনিতে মেলামেশা খুব কম ছিল। কাজ নিয়ে থাকত। মাঝে-মাঝে হেঁটে বাইরে বেড়াতে যেত। যতদূর জানি, বদ অভ্যেস-টভ্যেসও কিছু ছিল না।
আর ঠাকুরদার তলোয়ার দিয়েই যদি তাকে মেরে থাকে, তা হলে তো আমাদের বাড়িরই লোক? আমি তো ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছি না।
কলকাতায় যাওয়ার জন্য তৈরিই হয়েছিলেন।
সেক্রেটারি বলতে ঠিক কী ধরনের কাজ করতেন?
চিঠিপত্র লেখার কাজ তো আছেই। তা ছাড়া, আমার হাতের লেখা ভাল নয় বলে, পাণ্ডুলিপি ও কপি করে দিত।
তারপর প্রুফ দেখত, পাবলিশারদের সঙ্গে দেখা করা, ইদানীং বংশের ইতিহাস লেখার ব্যাপারে ওকে অনেক পুরনো দলিল ইত্যাদি ঘাঁটতে হয়েছে। সেসব পড়ে তথ্য নোট করে রাখত।
এগুলো বুঝি সেই সব নোটের খাতা?
হ্যাঁ।

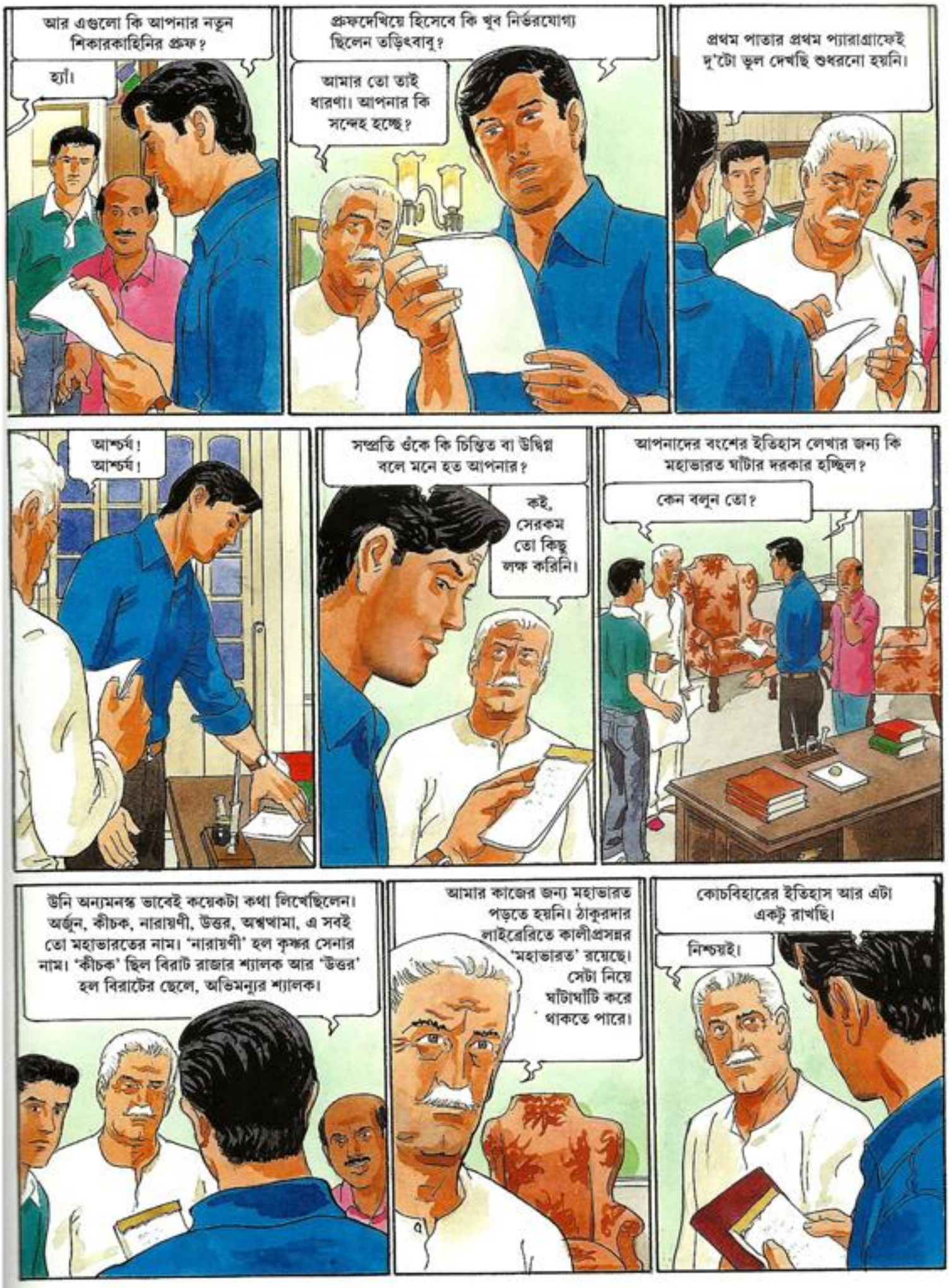
আর এগুলো কি আপনার নতুন শিকারকাহিনির প্রুফ?
হ্যাঁ।
প্রুফদেখিয়ে হিসেবে কি খুব নির্ভরযোগ্য ছিলেন তড়িৎবাবু?
আমার তো তাই ধারণা। আপনার কি সন্দেহ হচ্ছে?
প্রথম পাতার প্রথম প্যারাগ্রাফেই দু'টো ভুল দেখছি শুধরনো হয়নি।
আশ্চর্য! আশ্চর্য!
সম্প্রতি ওঁকে কি চিন্তিত বা উদ্বিগ্ন বলে মনে হত আপনার?
কই, সেরকম তো কিছু লক্ষ করিনি।
আপনাদের বংশের ইতিহাস লেখার জন্য কি মহাভারত ঘাঁটার দরকার হচ্ছিল?
কেন বলুন তো?
উনি অন্যমনস্ক ভাবেই কয়েকটা কথা লিখেছিলেন। অর্জুন, কীচক, নারায়ণী, উত্তর, অশ্বত্থামা, এ সবই তো মহাভারতের নাম। 'নারায়ণী' হল কৃষ্ণর সেনার নাম। 'কীচক' ছিল বিরাট রাজার শ্যালক আর 'উত্তর' হল বিরাটের ছেলে, অভিমন্যুর শ্যালক।
আমার কাজের জন্য মহাভারত পড়তে হয়নি। ঠাকুরদার লাইব্রেরিতে কালীপ্রসন্নর 'মহাভারত' রয়েছে। সেটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে থাকতে পারে।
কোচবিহারের ইতিহাস আর এটা একটু রাখছি।
নিশ্চয়ই।

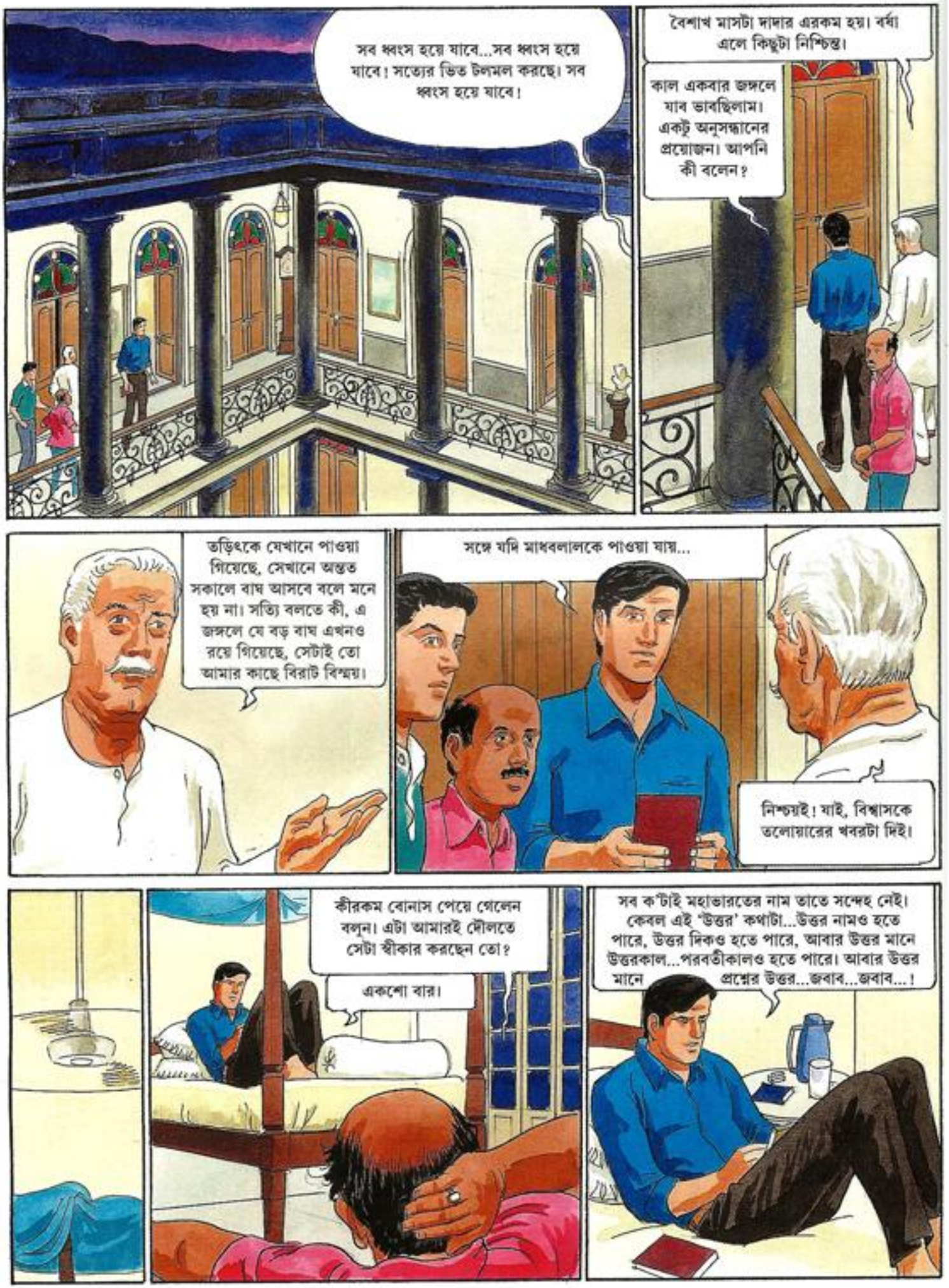
সব ধ্বংস হয়ে যাবে...সব ধ্বংস হয়ে যাবে! সত্যের ভিত টলমল করছে। সব ধ্বংস হয়ে যাবে!
বৈশাখ মাসটা দাদার এরকম হয়। বর্ষা এলে কিছুটা নিশ্চিন্ত।
কাল একবার জঙ্গলে যাব ভাবছিলাম। একটু অনুসন্ধানের প্রয়োজন। আপনি কী বলেন?
তড়িৎকে যেখানে পাওয়া গিয়েছে, সেখানে অন্তত সকালে বাঘ আসবে বলে মনে হয় না। সত্যি বলতে কী, এ জঙ্গলে যে বড় বাঘ এখনও রয়ে গিয়েছে, সেটাই তো আমার কাছে বিরাট বিস্ময়।
সঙ্গে যদি মাধবলালকে পাওয়া যায়...
নিশ্চয়ই! যাই, বিশ্বাসকে তলোয়ারের খবরটা দিই।
কীরকম বোনাস পেয়ে গেলেন বলুন। এটা আমারই দৌলতে সেটা স্বীকার করছেন তো?
একশো বার।
সব ক'টাই মহাভারতের নাম তাতে সন্দেহ নেই। কেবল এই 'উত্তর' কথাটা...উত্তর নামও হতে পারে, উত্তর দিকও হতে পারে, আবার উত্তর মানে উত্তরকাল...পরবর্তীকালও হতে পারে। আবার উত্তর মানে প্রশ্নের উত্তর...জবাব...জবাব...!

'দিক পাও ঠিক ঠিক জবাবে।' থ্যাঙ্ক ইউ তড়িৎবাবু। উত্তর বিরাটরাজার ছেলে...আমার উত্তর হল উত্তর দিক। 'দিক পাও ঠিক ঠিক উত্তরে।' তার মানে উত্তর দিকটাই হল ঠিক দিক।
'হাত গোন ভাত পাঁচ।' পঞ্চান্ন হাত। উত্তর দিকে পঞ্চান্ন হাত। কিন্তু তারপর? 'ফাল্গুন তাল জোড়, দুই মাঝে ভুঁই ফোঁড়।' ফাল্গুন...এই ফাল্গুনটা নিয়েই যত গন্ড...
টেবিলের উপর একটি বাংলা অভিধান ছিল না?
সংসদের, আমারও আছে।
ফাল্গুন হল অর্জুনের একটা নাম। অর্জুন শুধু পঞ্চপাণ্ডবের একজন নয়, অর্জুন গাছও বটে।
অর্জুন গাছ কালই দেখেছি।
তা হলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াচ্ছে?
'ফাল্গুন তাল জোড়, দুই মাঝে ভুঁই ফোঁড়।' একটা অর্জুন গাছ আর জোড়া তালগাছের মাঝখানের জমি খুঁড়তে হবে।
কিন্তু সেরকম গাছ কোথায় আছে, সেটা জানছেন কী করে?
আর-একটা কোনও বুড়ো গাছের উত্তরে পঞ্চান্ন হাত গেলেই পাওয়া যাবে।
কত গাছ তো কেটে ফেলেছে। এ সংকেত লেখা হয়েছে অন্তত সত্তর-পঁচাত্তর বছর আগে।

যা ভাবছি তা যদি সত্যি হয়, সংকেত সমাধানের ব্যাপারে তড়িৎ সেনগুপ্ত ফেলু মিত্তিরের চেয়ে কম যায় না, থুড়ি যেতেন না।
কীচক, অশ্বত্থামা, এদের সঙ্গে সংকেতের কী সম্পর্ক?
সেটাই ভাবছি। সব নাম পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত না-ও হতে পারে? 'কীচক' আর 'নারায়ণী' ভট পেনে লেখা, অন্যগুলো কালির পেনে লেখা।
তা হলে 'কীচক' আর 'নারায়ণী'র সঙ্গে সংকেতের...
কীচকদের নিয়ে কথা হচ্ছে কি?
!
আসুন দেবতোষবাবু, ভিতরে আসুন।
পৃথুরাজা দিঘির জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছিল। কেন জানো?
আপনিই বলুন। আমি জানি না।
কারণ, কীচকদের সংস্পর্শে এসে পাছে ধর্মনাশ হয়, এই ভয়ে!
কীচক একটা জাতির নাম।
যাযাবর জাতি। জঙ্গলে গেলে একবার একটু খোঁজ করে দেখো তো! বনমোরগ শিকার করত তির-ধনুক নিয়ে।
নিশ্চয়ই দেখব। আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?
জিজ্ঞেস করবে? আমাকে তো কেউ কিছু জিজ্ঞেস করে না!
আমি করছি। এখানে প্রাচীন গাছ বলতে কোনও বিশেষ গাছ আছে কি?
প্রাচীন গাছ?
হ্যাঁ, মানে এমন গাছ যাকে লোকে 'বুড়ো গাছ' বলে মানে।

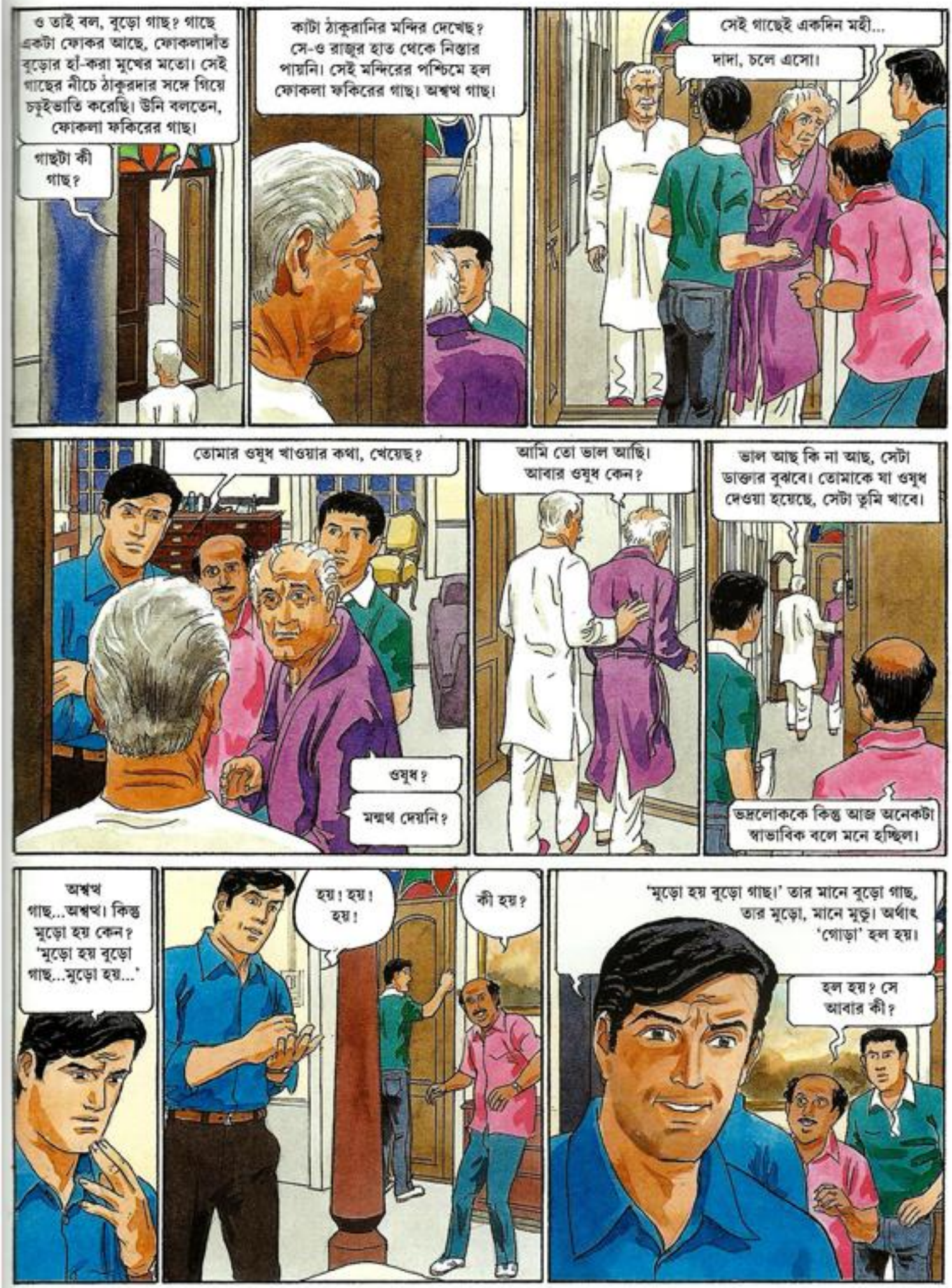
ও তাই বল, বুড়ো গাছ? গাছে একটা ফোকর আছে, ফোকলাদাঁত বুড়োর হাঁ-করা মুখের মতো। সেই গাছের নীচে ঠাকুরদার সঙ্গে গিয়ে চড়ুইভাতি করেছি। উনি বলতেন, ফোকলা ফকিরের গাছ।
গাছটা কী গাছ?
কাটা ঠাকুরানির মন্দির দেখেছ? সে-ও রাজুর হাত থেকে নিস্তার পায়নি। সেই মন্দিরের পশ্চিমে হল ফোকলা ফকিরের গাছ। অশ্বত্থ গাছ।
সেই গাছেই একদিন মহী...
দাদা, চলে এসো।
তোমার ওষুধ খাওয়ার কথা, খেয়েছ?
ওষুধ?
মন্মথ দেয়নি?
আমি তো ভাল আছি। আবার ওষুধ কেন?
ভাল আছ কি না আছ, সেটা ডাক্তার বুঝবে। তোমাকে যা ওষুধ দেওয়া হয়েছে, সেটা তুমি খাবে।
ভদ্রলোককে কিন্তু আজ অনেকটা স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছিল।
অশ্বত্থ গাছ...অশ্বত্থ। কিন্তু মুড়ো হয় কেন? 'মুড়ো হয় বুড়ো গাছ...মুড়ো হয়...'
হয়! হয়! হয়!
কী হয়?
'মুড়ো হয় বুড়ো গাছ।' তার মানে বুড়ো গাছ, তার মুড়ো, মানে মুড়ু। অর্থাৎ 'গোড়া' হল হয়।
হল হয়? সে আবার কী?

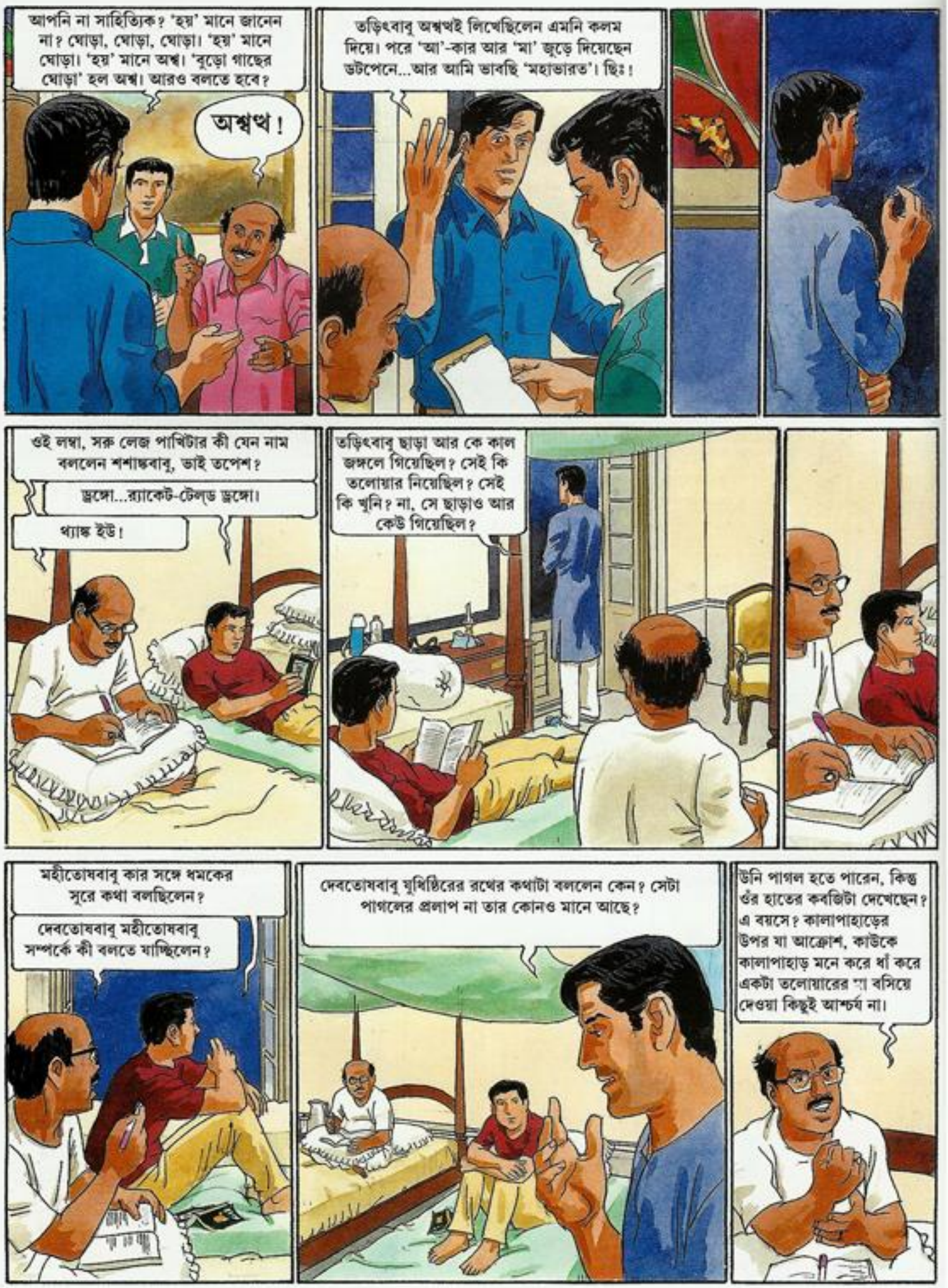
আপনি না সাহিত্যিক? 'হয়' মানে জানেন না? ঘোড়া, ঘোড়া, ঘোড়া। 'হয়' মানে ঘোড়া। 'হয়' মানে অশ্ব। 'বুড়ো গাছের ঘোড়া' হল অশ্ব। আরও বলতে হবে?
অশ্বত্থ!
তড়িৎবাবু অশ্বত্থই লিখেছিলেন এমনি কলম দিয়ে। পরে 'আ'-কার আর 'মা' জুড়ে দিয়েছেন উটপেনে...আর আমি ভাবছি 'মহাভারত'। ছিঃ!
ওই লম্বা, সরু লেজ পাখিটার কী যেন নাম বললেন শশাঙ্কবাবু, ভাই তপেশ?
ড্রঙ্গো...র‍্যাকেট-টেল্‌ড ড্রঙ্গো।
থ্যাঙ্ক ইউ!
তড়িৎবাবু ছাড়া আর কে কাল জঙ্গলে গিয়েছিল? সেই কি তলোয়ার নিয়েছিল? সেই কি খুনি? না, সে ছাড়াও আর কেউ গিয়েছিল?
মহীতোষবাবু কার সঙ্গে ধমকের সুরে কথা বলছিলেন?
দেবতোষবাবু মহীতোষবাবু সম্পর্কে কী বলতে যাচ্ছিলেন?
দেবতোষবাবু যুধিষ্ঠিরের রথের কথাটা বললেন কেন? সেটা পাগলের প্রলাপ না তার কোনও মানে আছে?
উনি পাগল হতে পারেন, কিন্তু ওঁর হাতের কবজিটা দেখেছেন? এ বয়সে? কালাপাহাড়ের উপর যা আক্রোশ, কাউকে কালাপাহাড় মনে করে ধাঁ করে একটা তলোয়ারের ঘা বসিয়ে দেওয়া কিছুই আশ্চর্য না।

আমার সঙ্গে মিশে আপনার কল্পনাশক্তি ও পর্যবেক্ষণক্ষমতা যে যুগপৎ বেড়ে চলেছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।
তবে এই খুন খুব হিসেব করে করা। আলমারি থেকে তলোয়ার নেওয়া, অনুসরণ করা।
দুর্যোগের রাতে!
এক হাতে টর্চ জ্বেলে অন্য হাতে তলোয়ার চালানো ...না সম্ভব নয়।
এটা ঠিক, তড়িৎবাবু সংকেতের সমাধান করে গুপ্তধনের সন্ধানেই গিয়েছিলেন। আর-একবার জঙ্গলে যেতে হবে...যা ঘটেছে সব তো ওইখানে।
আপনি খুশি তো?
কেন?
একটা রহস্য পেয়ে গেলেন। এই বাড়ির অস্ত্র দিয়েই খুনটা করা হয়েছে!
অস্ত্র নেই মানেই যে সেটা দিয়ে খুন করা হয়েছে, এটা নিশ্চয়ই আপনি মনে করেন না।
আমি করি না। আপনি তাই ভাবছেন নাকি?
আমি কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছইনি। আর খুনের ব্যাপারে আমি কোনও দিনই খুশি নই। বিশেষ করে তড়িৎবাবুর মতো একজন বুদ্ধিমান মানুষ এত অল্প বয়সে এভাবে প্রাণ হারালেন। এতে খুশি হওয়ার কী আছে?
বুদ্ধিমান মানুষ? রাতে জঙ্গলে ঘোরাঘুরি করার সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন মিস্টার মিত্তির?
পারি। তড়িৎবাবুর জঙ্গলে যাওয়ার একটা পরিষ্কার কারণ ছিল।

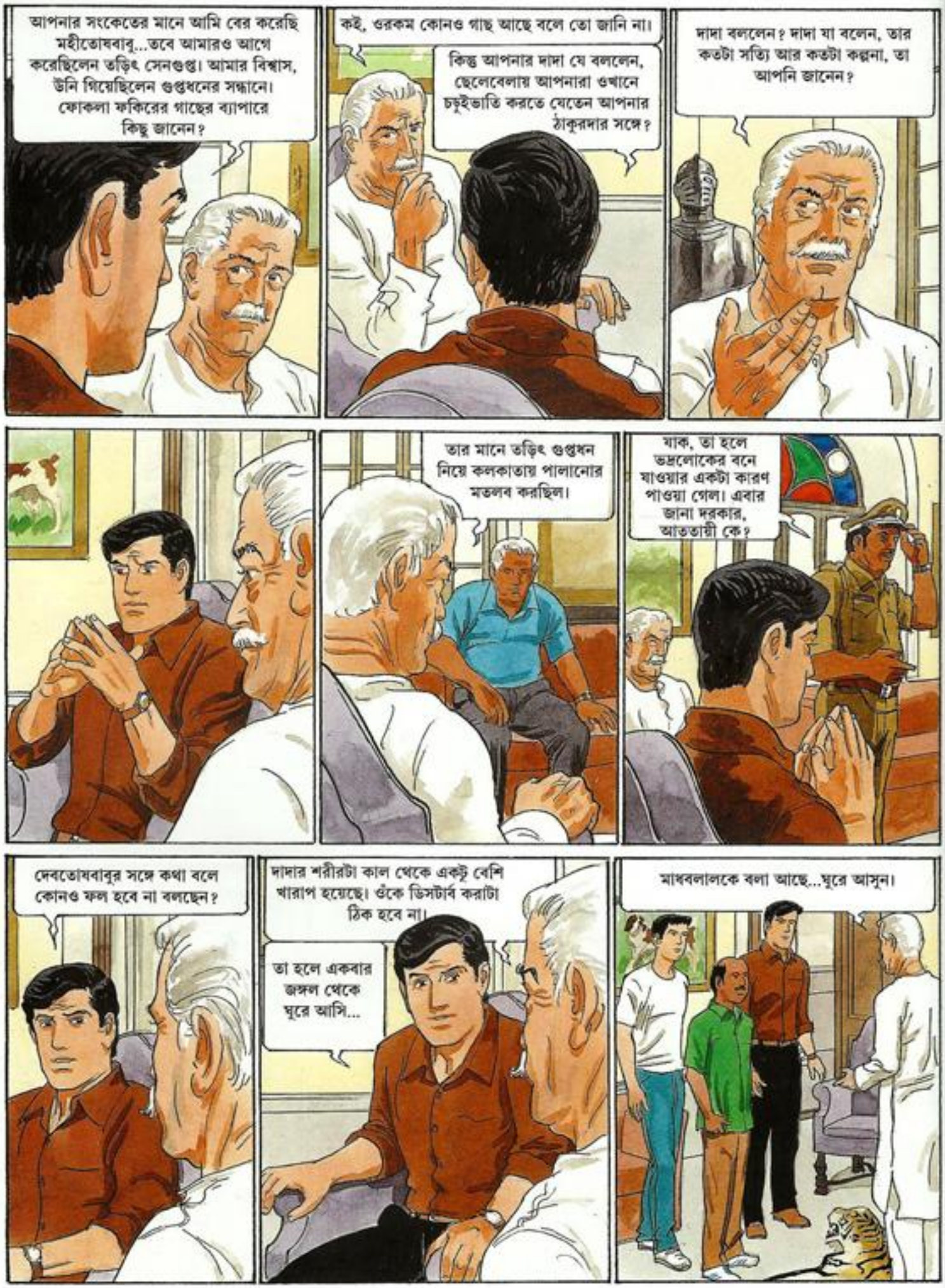
আপনার সংকেতের মানে আমি বের করেছি মহীতোষবাবু...তবে আমারও আগে করেছিলেন তড়িৎ সেনগুপ্ত। আমার বিশ্বাস, উনি গিয়েছিলেন গুপ্তধনের সন্ধানে। ফোকলা ফকিরের গাছের ব্যাপারে কিছু জানেন?
কই, ওরকম কোনও গাছ আছে বলে তো জানি না।
কিন্তু আপনার দাদা যে বললেন, ছেলেবেলায় আপনারা ওখানে চড়ুইভাতি করতে যেতেন আপনার ঠাকুরদার সঙ্গে?
দাদা বললেন? দাদা যা বলেন, তার কতটা সত্যি আর কতটা কল্পনা, তা আপনি জানেন?
তার মানে তড়িৎ গুপ্তধন নিয়ে কলকাতায় পালানোর মতলব করছিল।
যাক, তা হলে ভদ্রলোকের বনে যাওয়ার একটা কারণ পাওয়া গেল। এবার জানা দরকার, আততায়ী কে?
দেবতোষবাবুর সঙ্গে কথা বলে কোনও ফল হবে না বলছেন?
দাদার শরীরটা কাল থেকে একটু বেশি খারাপ হয়েছে। ওঁকে ডিসটার্ব করাটা ঠিক হবে না।
তা হলে একবার জঙ্গল থেকে ঘুরে আসি...
মাধবলালকে বলা আছে...ঘুরে আসুন।

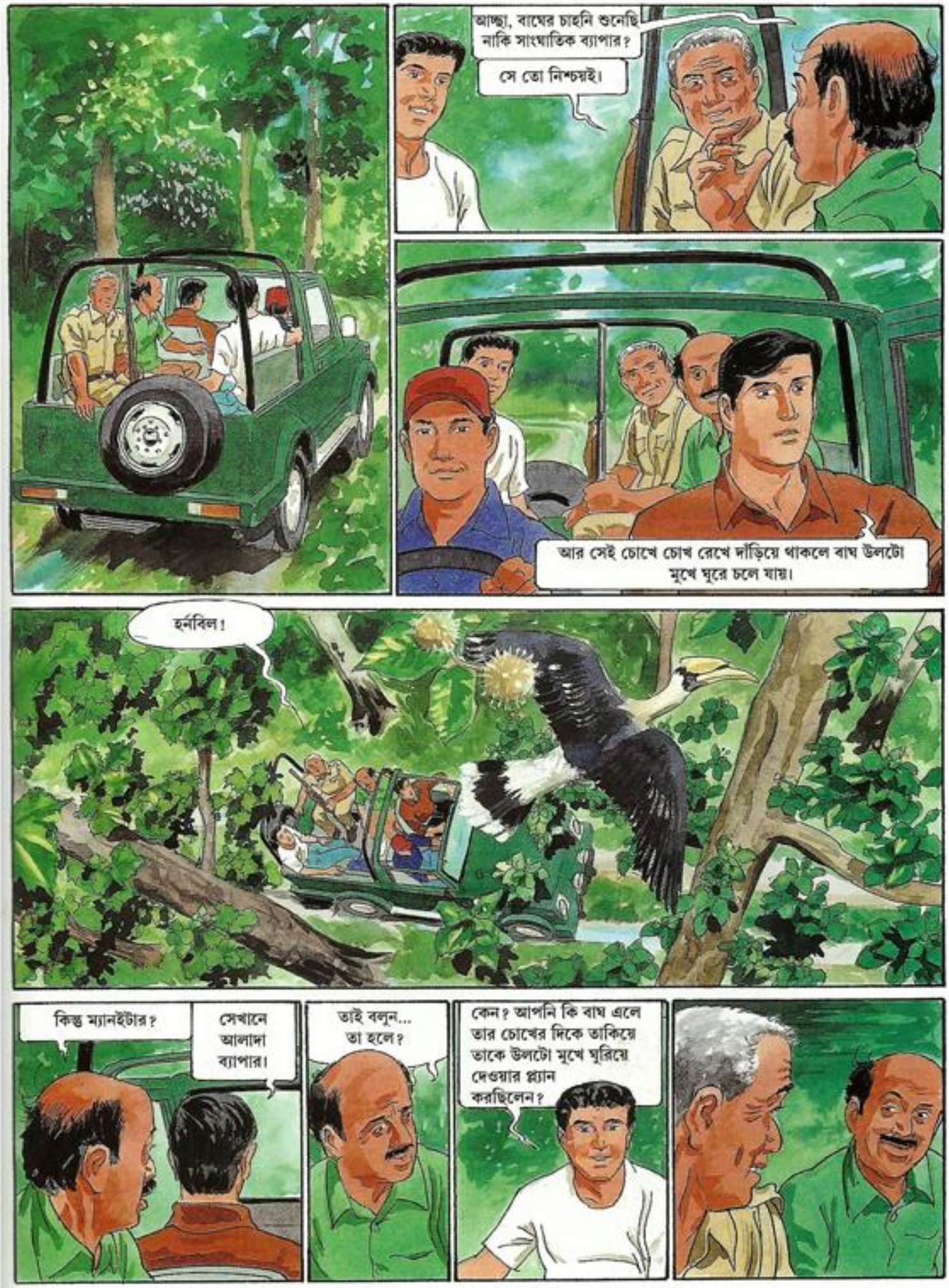
আচ্ছা, বাঘের চাহনি শুনেছি নাকি সাংঘাতিক ব্যাপার?
সে তো নিশ্চয়ই।
আর সেই চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে থাকলে বাঘ উলটো মুখে ঘুরে চলে যায়।
হর্নবিল!
কিন্তু ম্যানইটার?
সেখানে আলাদা ব্যাপার।
তাই বলুন... তা হলে?
কেন? আপনি কি বাঘ এলে তার চোখের দিকে তাকিয়ে তাকে উলটো মুখে ঘুরিয়ে দেওয়ার প্ল্যান করছিলেন?

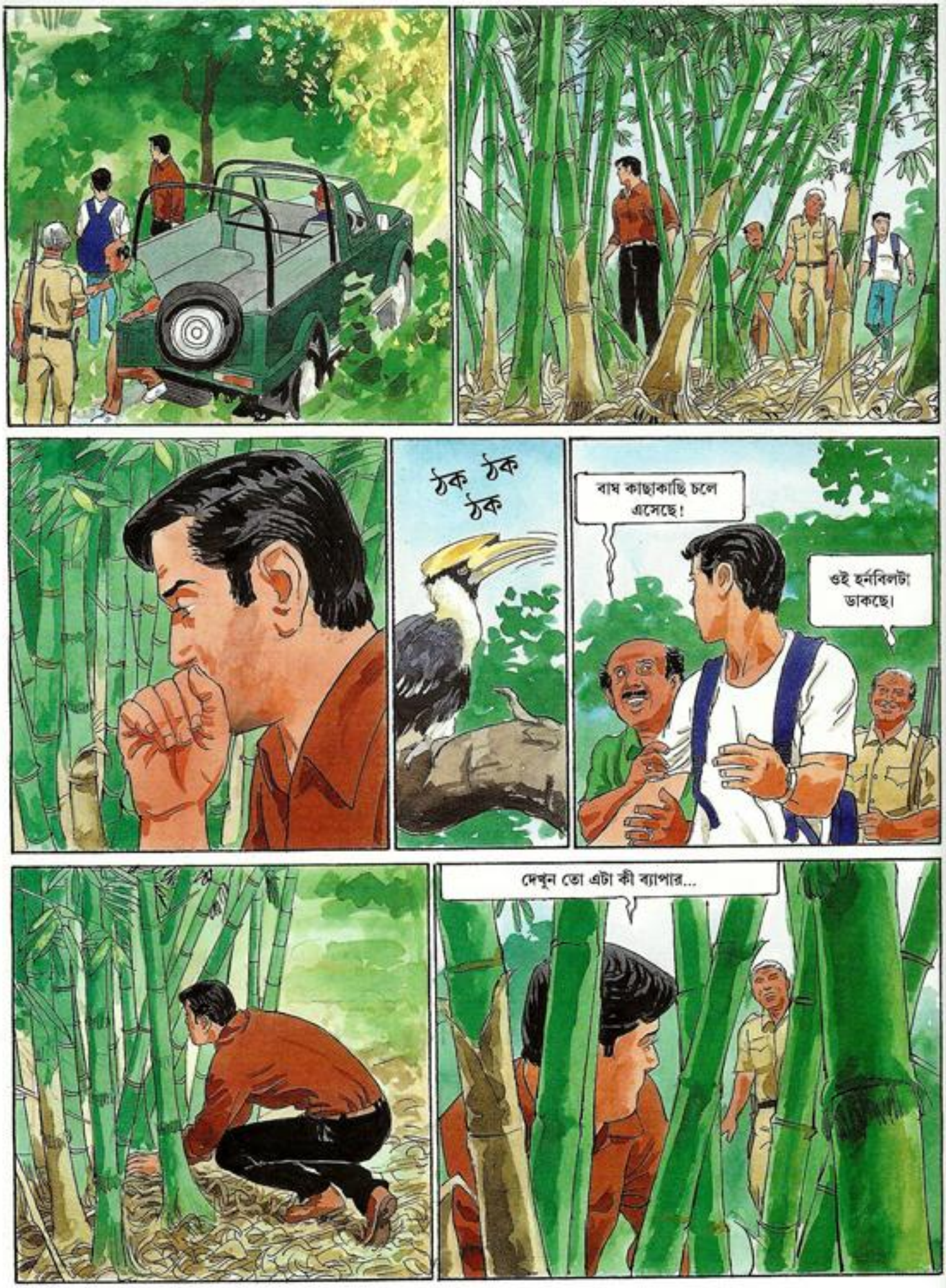
ঠক ঠক
ঠক
বাঘ কাছাকাছি চলে এসেছে!
ওই হর্নবিলটা ডাকছে।
দেখুন তো এটা কী ব্যাপার...

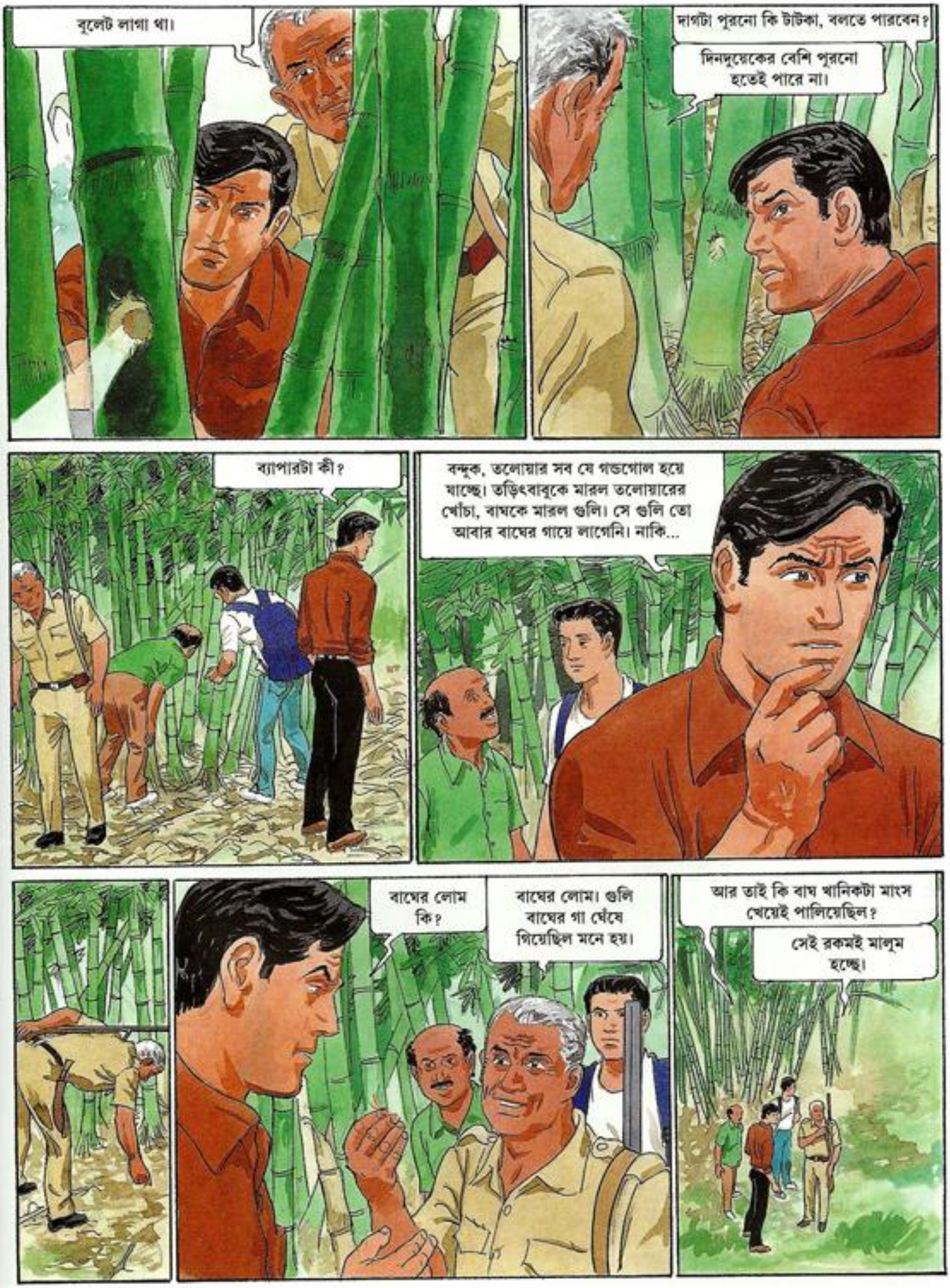
বুলেট লাগা থা।
দাগটা পুরনো কি টাটকা, বলতে পারবেন?
দিনদুয়েকের বেশি পুরনো হতেই পারে না।
ব্যাপারটা কী?
বন্দুক, তলোয়ার সব যে গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। তড়িৎবাবুকে মারল তলোয়ারের খোঁচা, বাঘকে মারল গুলি। সে গুলি তো আবার বাঘের গায়ে লাগেনি। নাকি...
বাঘের লোম কি?
বাঘের লোম। গুলি বাঘের গা ঘেঁষে গিয়েছিল মনে হয়।
আর তাই কি বাঘ খানিকটা মাংস খেয়েই পালিয়েছিল?
সেই রকমই মালুম হচ্ছে।

!?
তড়িৎবাবুর শার্টের অংশ!
এই দিক দিয়ে বাঘ তড়িৎবাবুকে টেনে নিয়ে এসেছিল।

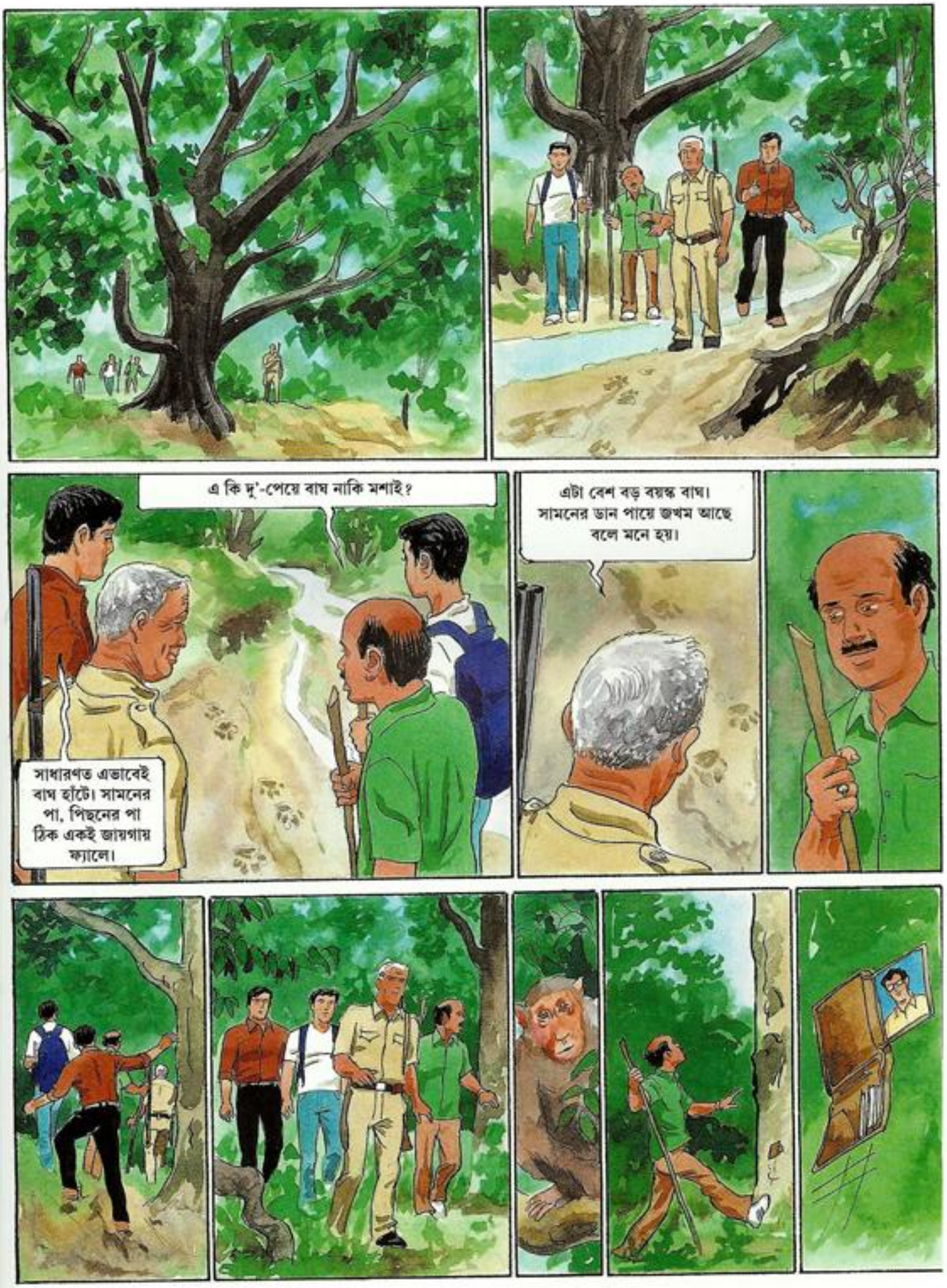
এ কি দু'-পেয়ে বাঘ নাকি মশাই?
সাধারণত এভাবেই বাঘ হাঁটে। সামনের পা, পিছনের পা ঠিক একই জায়গায় ফ্যালে।
এটা বেশ বড় বয়স্ক বাঘ। সামনের ডান পায়ে জখম আছে বলে মনে হয়।

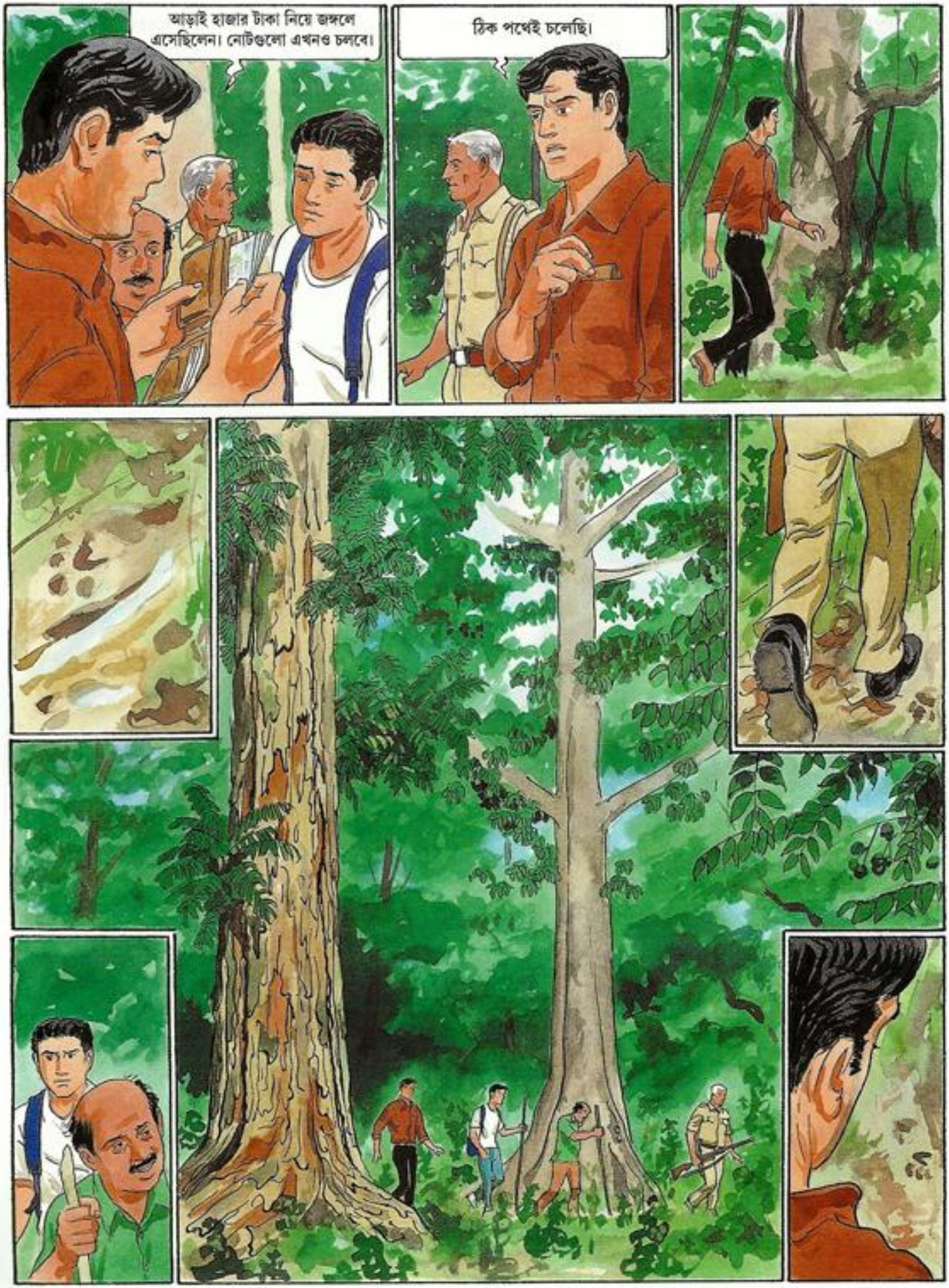
আড়াই হাজার টাকা নিয়ে জঙ্গলে এসেছিলেন। নোটগুলো এখনও চলবে।
ঠিক পথেই চলেছি।

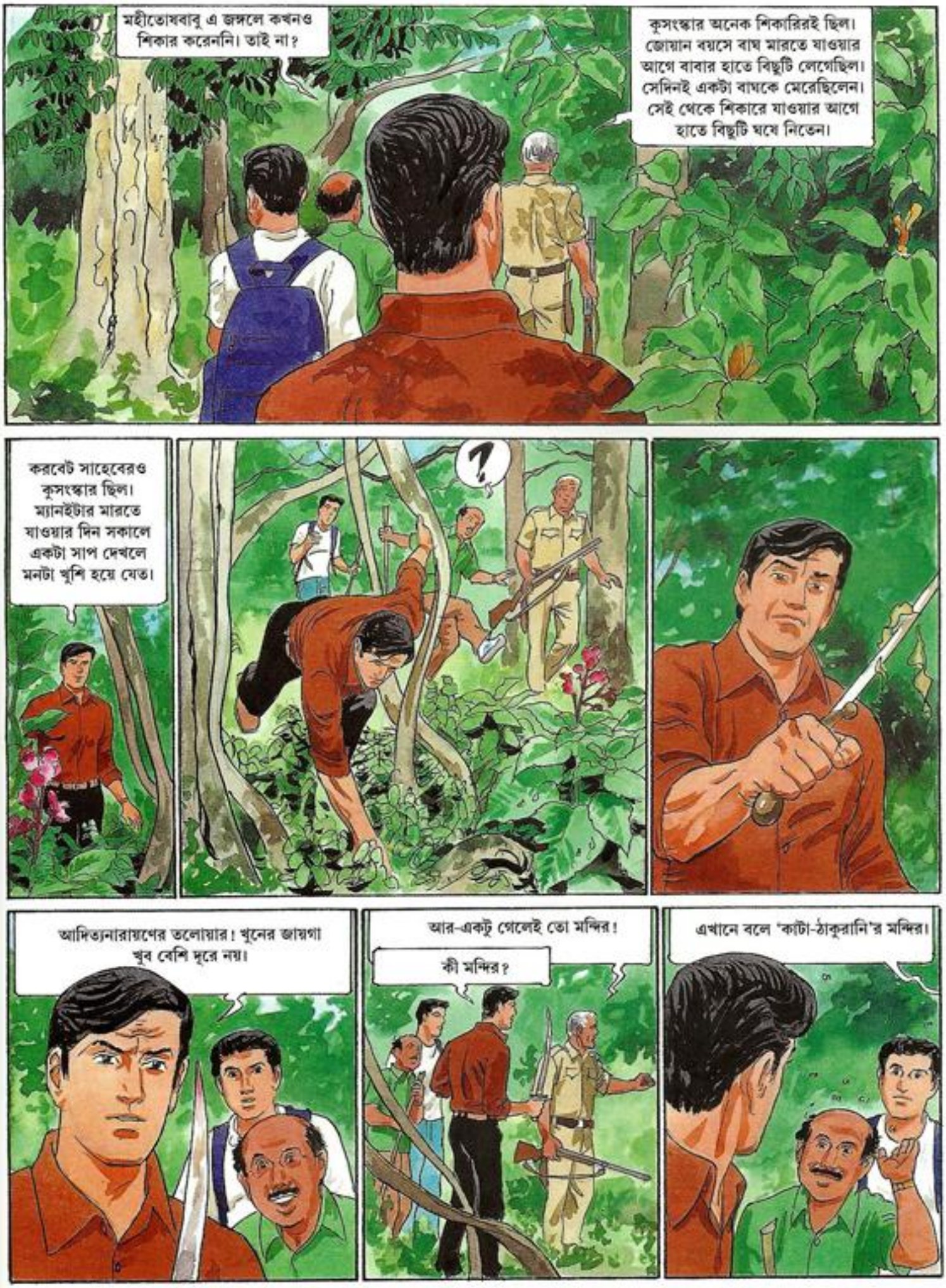
মহীতোষবাবু এ জঙ্গলে কখনও শিকার করেননি। তাই না?
কুসংস্কার অনেক শিকারিরই ছিল। জোয়ান বয়সে বাঘ মারতে যাওয়ার আগে বাবার হাতে বিছুটি লেগেছিল। সেদিনই একটা বাঘকে মেরেছিলেন। সেই থেকে শিকারে যাওয়ার আগে হাতে বিছুটি ঘষে নিতেন।
করবেট সাহেবেরও কুসংস্কার ছিল। ম্যানইটার মারতে যাওয়ার দিন সকালে একটা সাপ দেখলে মনটা খুশি হয়ে যেত।
?
আদিত্যনারায়ণের তলোয়ার! খুনের জায়গা খুব বেশি দূরে নয়।
আর-একটু গেলেই তো মন্দির!
কী মন্দির?
এখানে বলে 'কাটা-ঠাকুরানি'র মন্দির।

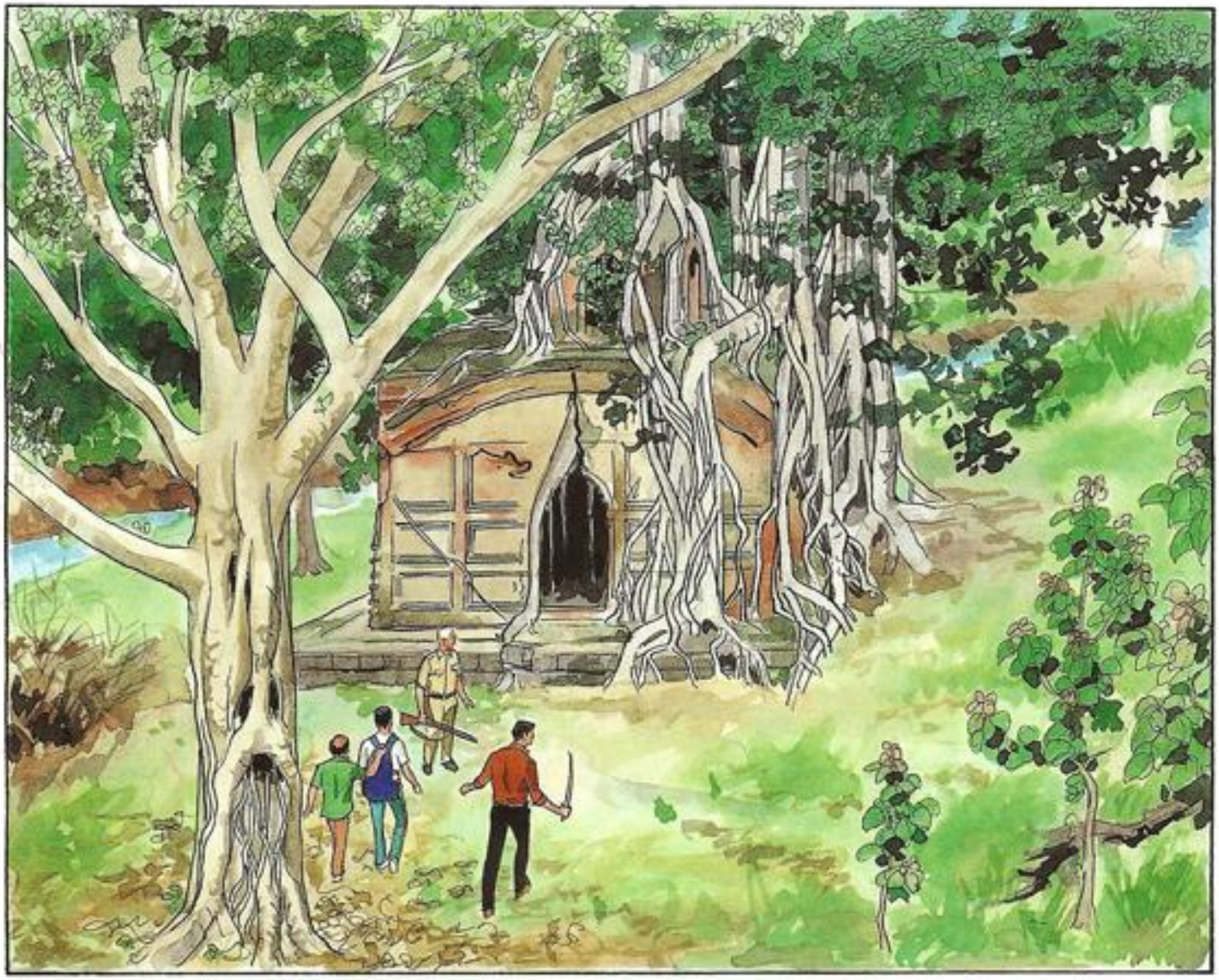

ওই দিকটা উত্তর কি?
হ্যাঁ, ওটাই উত্তর।

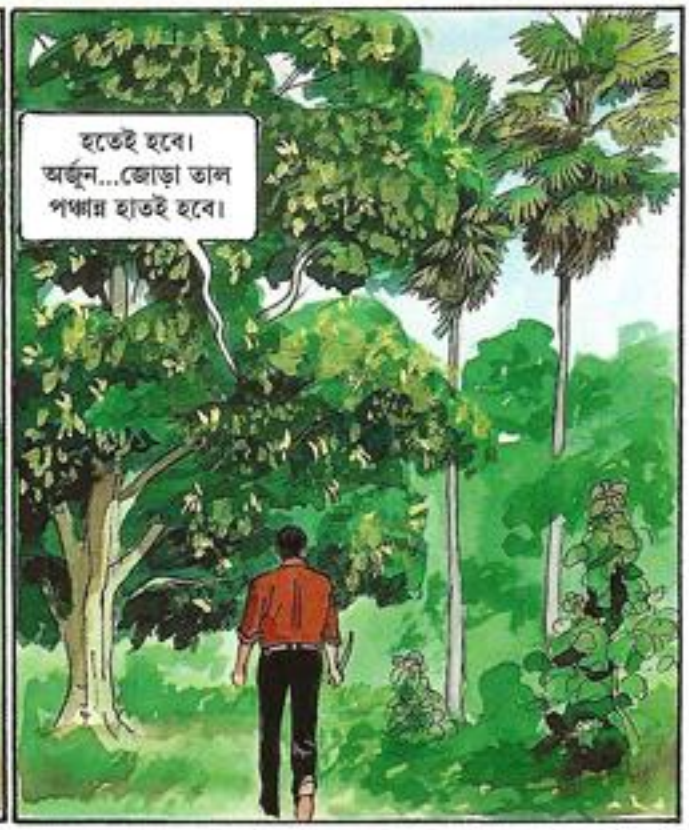
হতেই হবে। অর্জুন...জোড়া তাল পঞ্চায় হাতই হবে।

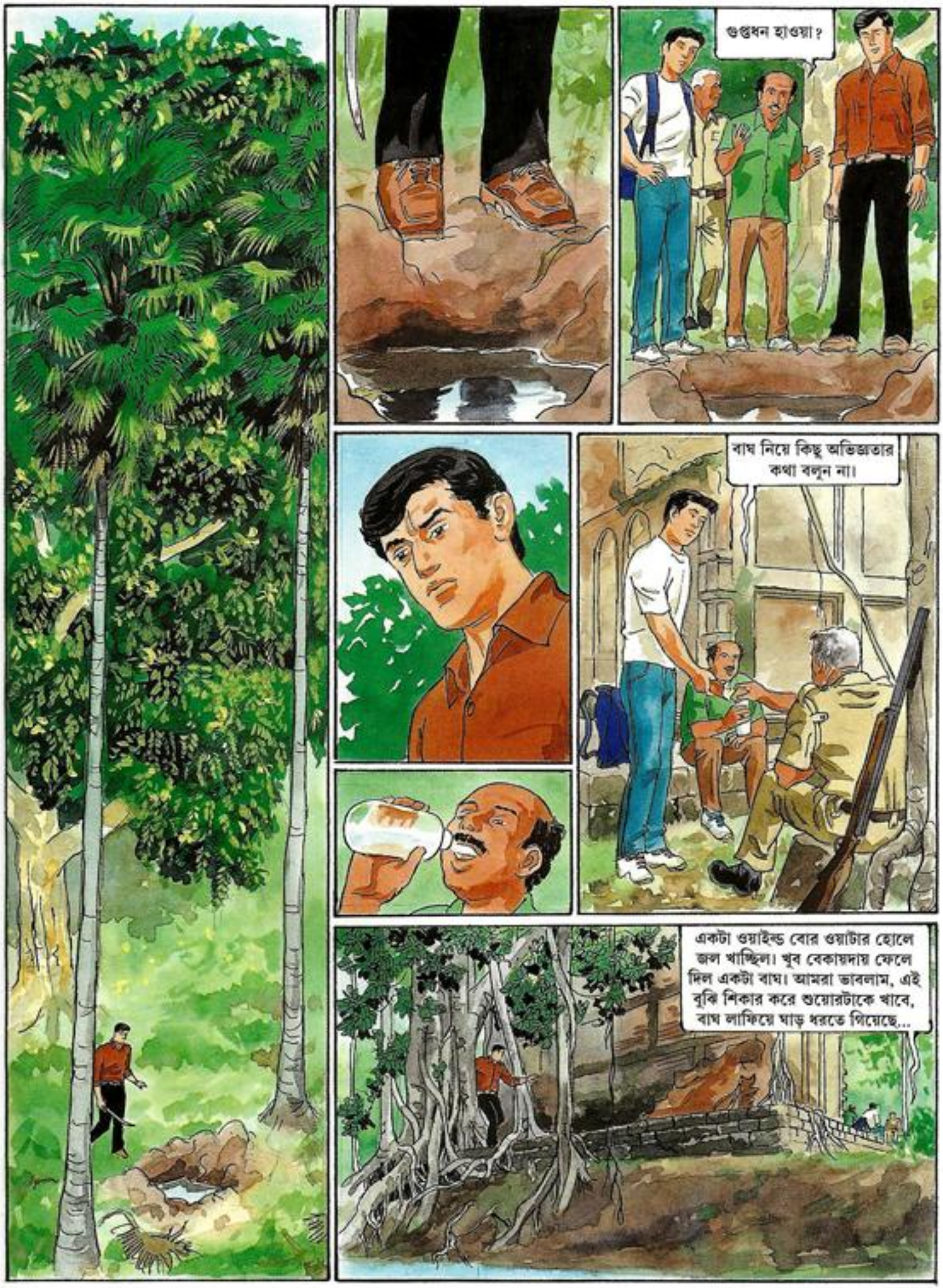
গুপ্তধন হাওয়া?
বাঘ নিয়ে কিছু অভিজ্ঞতার কথা বলুন না।
একটা ওয়াইল্ড বোর ওয়াটার হোলে জল খাচ্ছিল। খুব বেকায়দায় ফেলে দিল একটা বাঘ। আমরা ভাবলাম, এই বুঝি শিকার করে শুয়োরটাকে খাবে, বাঘ লাফিয়ে ঘাড় ধরতে গিয়েছে...

শুয়োরটা মাথা নিচু করে বাঘের পেট ফাঁক করে দিল। বাঘ কাঁটাঝোপের উপরে পড়ে মারা গেল।
ওই অন্ধকূপে ঢোকার সাহস ওঁরই আছে।
তাজ্জব ব্যাপার! আলো পেতে হলে যে অন্ধকারে প্রবেশ করতে হয়, তা এই প্রথম জানলাম।
কী মশাই, ডার্কনেস গন?
খানিকটা...অমাবস্যার পর প্রতিপদের চাঁদ বলতে পারেন!
তা হলে তো ষোলোকলা পুরতে এখনও অনেক দিন মশাই!
আপনি শুধু চাঁদের কথা ভাবছেন কেন? সূর্য বলেও তো একটা জিনিস আছে। রাতটা কেটে গেলেই তো দেখা পাওয়ার কথা।
কালই তার মানে ক্লাইম্যাক্স বলছেন?
আর কিছুই বলছি না, এই প্রথম একটা আলোর আভাস দেখতে পাচ্ছি।

বাবু, শশাঙ্কবাবু তো বেরিয়েছেন।
কোথায় গিয়েছেন, বলে গিয়েছেন?
কালবুনি ফরেস্ট বাংলোয় বনবিভাগের বড়কর্তা এসেছেন।
ট্রোফিরুম?
সে কী, দাদার ঘরে তালা কেন?
কেউ যখন নেই, এই ফাঁকে চোরা অনুসন্ধান চালালে বোধ হয় মন্দ হয় না।

সই... ১৯৫৭... ভেরি ইন্টারেস্টিং!
বাঁশের ভিতর বুলেট, রয়েল বেঙ্গলের পায়ের ছাপ, পোড়ো মন্দির, গুপ্তধন, জরাগ্রস্ত অশ্বত্থ...এখন একবারটি ম্যানইটারের মুখোমুখি পড়তে পারলেই অভিজ্ঞতা কমপ্লিট।
শেষেরটা কি সত্যি করেই চাইছেন?
কিছু পেলেন?
যা খুঁজছিলাম, তা পাইনি, আর সেটাই সিগনিফিক্যান্ট।
যুধিষ্ঠিরের রথের চাকা মাটিতে ঠেকল কেন, জানেন তো?
সেই 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ'র ব্যাপার তো?
হ্যাঁ। যুধিষ্ঠির পুরোপুরি সত্যি কথা বলেননি তাই।
কিন্তু আজকের দিনে মিথ্যে বললেই যে চাকা মাটিতে ঠেকে যাবে, এমন কোনও কথা নেই। এ যুগে মানুষের দোষের শাস্তি মানুষই দিতে পারে।
মিস্টার মিত্তির, সংকেতের ব্যাপারটা যখন চুকেই গিয়েছে, তখন তো আর আপনাদের এখানে ধরে রাখার কোনও মানে হয় না।

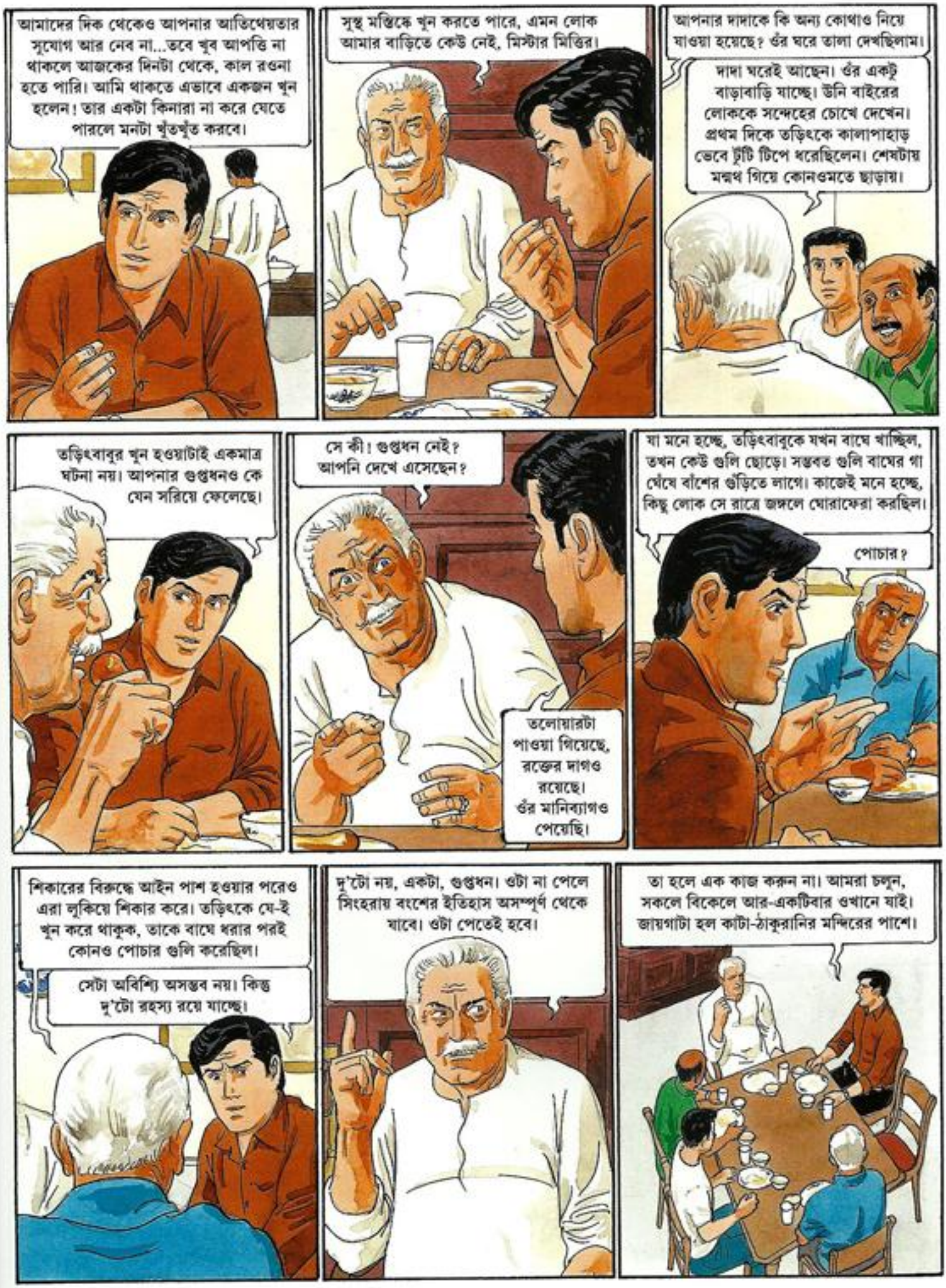
আমাদের দিক থেকেও আপনার আতিথেয়তার সুযোগ আর নেব না...তবে খুব আপত্তি না থাকলে আজকের দিনটা থেকে, কাল রওনা হতে পারি। আমি থাকতে এভাবে একজন খুন হলেন! তার একটা কিনারা না করে যেতে পারলে মনটা খুঁতখুঁত করবে।
সুস্থ মস্তিষ্কে খুন করতে পারে, এমন লোক আমার বাড়িতে কেউ নেই, মিস্টার মিত্তির।
আপনার দাদাকে কি অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়েছে? ওঁর ঘরে তালা দেখছিলাম।
দাদা ঘরেই আছেন। ওঁর একটু বাড়াবাড়ি যাচ্ছে। উনি বাইরের লোককে সন্দেহের চোখে দেখেন। প্রথম দিকে তড়িৎকে কালাপাহাড় ভেবে টুঁটি টিপে ধরেছিলেন। শেষটায় মন্মথ গিয়ে কোনওমতে ছাড়ায়।
তড়িৎবাবুর খুন হওয়াটাই একমাত্র ঘটনা নয়। আপনার গুপ্তধনও কে যেন সরিয়ে ফেলেছে।
সে কী! গুপ্তধন নেই? আপনি দেখে এসেছেন?
তলোয়ারটা পাওয়া গিয়েছে, রক্তের দাগও রয়েছে। ওঁর মানিব্যাগও পেয়েছি।
যা মনে হচ্ছে, তড়িৎবাবুকে যখন বাঘে খাচ্ছিল, তখন কেউ গুলি ছোড়ে। সম্ভবত গুলি বাঘের গা ঘেঁষে বাঁশের গুঁড়িতে লাগে। কাজেই মনে হচ্ছে, কিছু লোক সে রাত্রে জঙ্গলে ঘোরাফেরা করছিল।
পোচার?
শিকারের বিরুদ্ধে আইন পাশ হওয়ার পরেও এরা লুকিয়ে শিকার করে। তড়িৎকে যে-ই খুন করে থাকুক, তাকে বাঘে ধরার পরই কোনও পোচার গুলি করেছিল।
সেটা অবিশ্যি অসম্ভব নয়। কিন্তু দু'টো রহস্য রয়ে যাচ্ছে।
দু'টো নয়, একটা, গুপ্তধন। ওটা না পেলে সিংহরায় বংশের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ওটা পেতেই হবে।
তা হলে এক কাজ করুন না। আমরা চলুন, সকলে বিকেলে আর-একটিবার ওখানে যাই। জায়গাটা হল কাটা-ঠাকুরানির মন্দিরের পাশে।

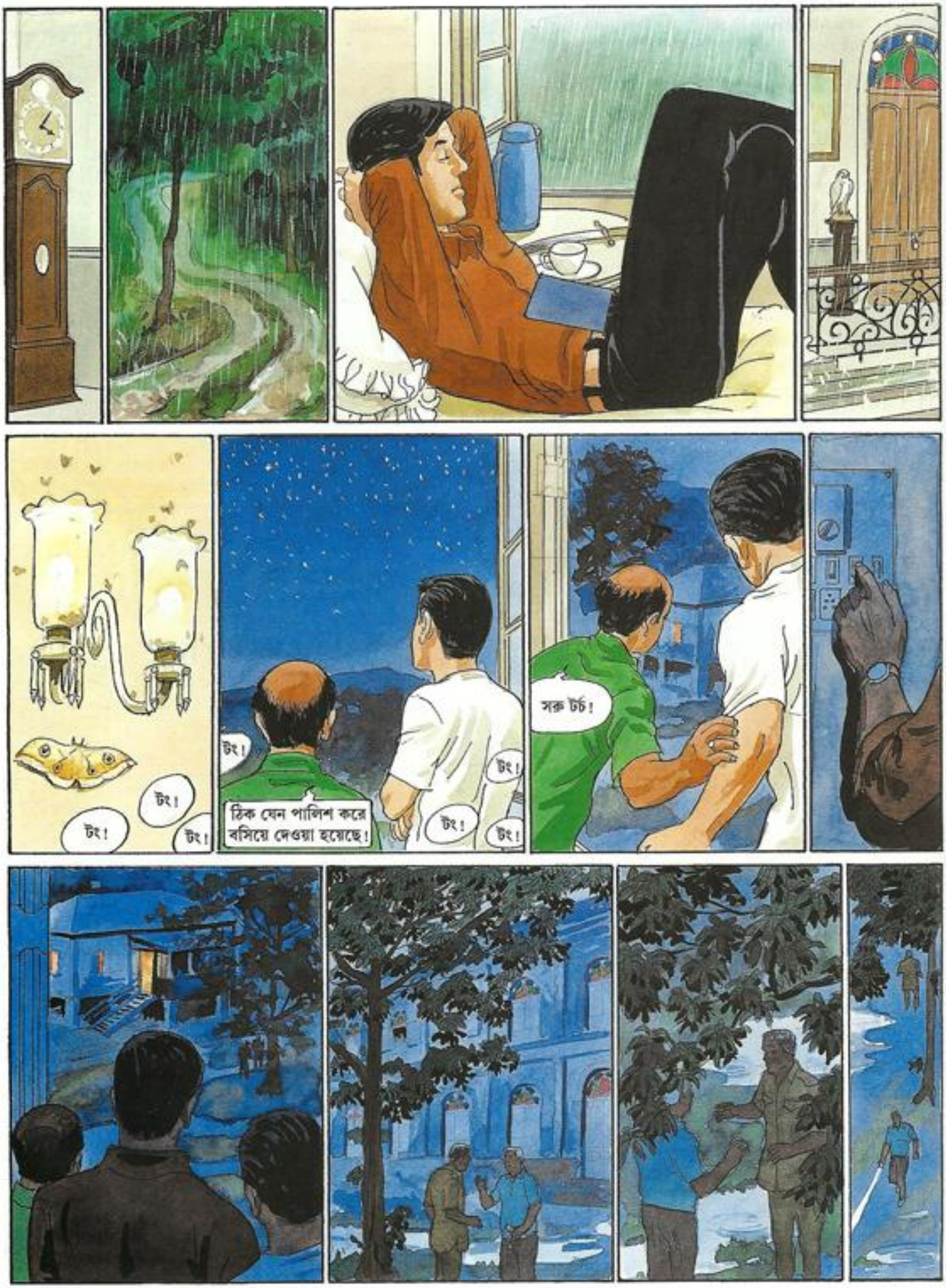
টং!
টং!
টং!
টং!
টং!
ঠিক যেন পালিশ করে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে!
টং!
টং!
সরু টর্চ!

আমি একটু আসছি।
শশাঙ্কবাবু, একটা কথা ছিল। চলুন, একবার কালবুনি ফরেস্ট গেস্ট হাউস থেকে ঘুরে আসি।
পারমিশনটা এসে গিয়েছে ঠিকই। একবার শেষ চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে মি. মিত্তির।
গঁ-র-র-র-র!
ইউরেকা!
ইউরেকা! পেয়েছি!

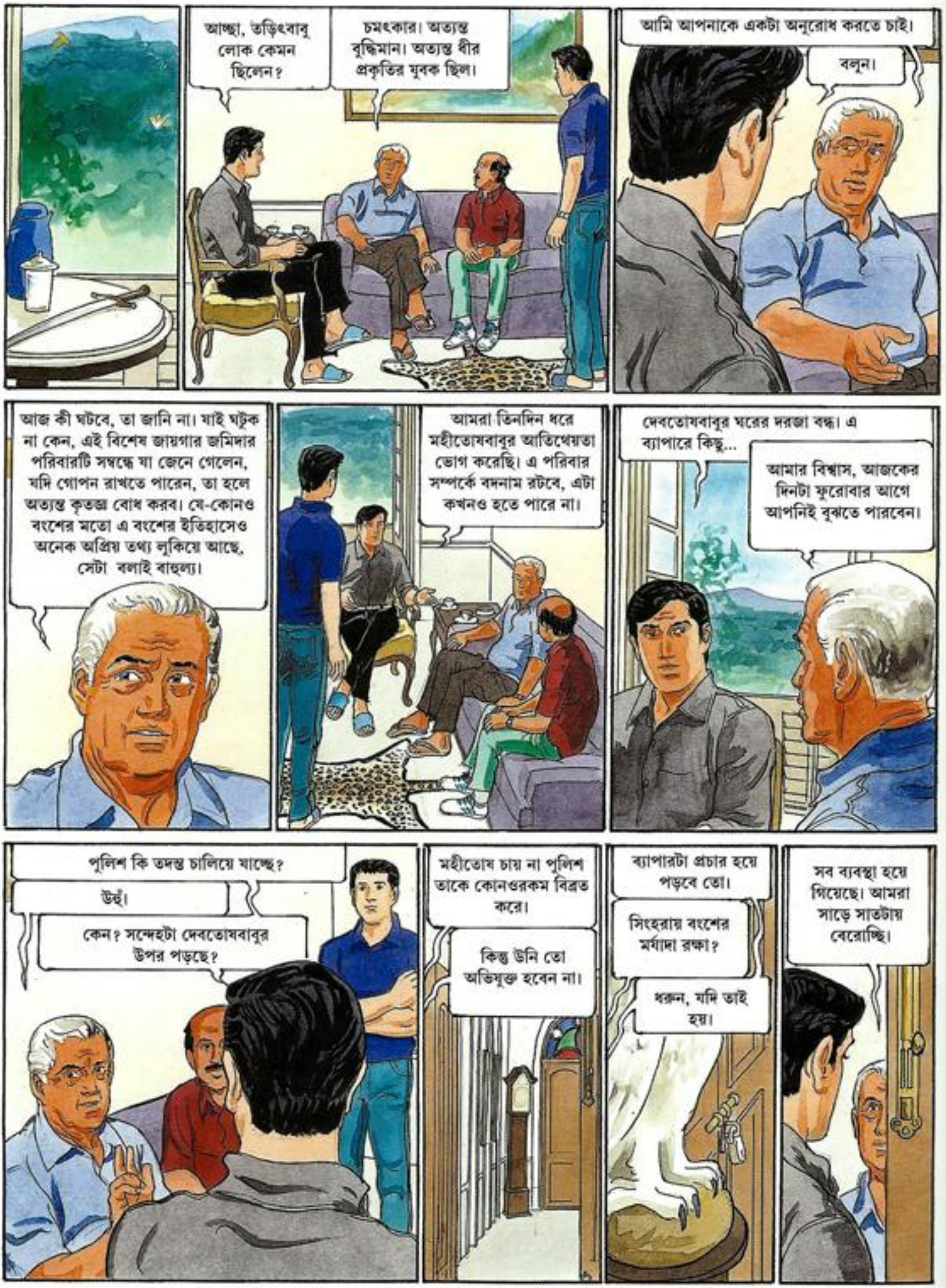
আচ্ছা, তড়িৎবাবু লোক কেমন ছিলেন?
চমৎকার। অত্যন্ত বুদ্ধিমান। অত্যন্ত ধীর প্রকৃতির যুবক ছিল।
আমি আপনাকে একটা অনুরোধ করতে চাই।
বলুন।
আজ কী ঘটবে, তা জানি না। যাই ঘটুক না কেন, এই বিশেষ জায়গার জমিদার পরিবারটি সম্বন্ধে যা জেনে গেলেন, যদি গোপন রাখতে পারেন, তা হলে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ বোধ করব। যে-কোনও বংশের মতো এ বংশের ইতিহাসেও অনেক অপ্রিয় তথ্য লুকিয়ে আছে, সেটা বলাই বাহুল্য।
আমরা তিনদিন ধরে মহীতোষবাবুর আতিথেয়তা ভোগ করেছি। এ পরিবার সম্পর্কে বদনাম রটবে, এটা কখনও হতে পারে না।
দেবতোষবাবুর ঘরের দরজা বন্ধ। এ ব্যাপারে কিছু...
আমার বিশ্বাস, আজকের দিনটা ফুরোবার আগে আপনিই বুঝতে পারবেন।
পুলিশ কি তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে?
উহুঁ।
কেন? সন্দেহটা দেবতোষবাবুর উপর পড়ছে?
মহীতোষ চায় না পুলিশ তাকে কোনওরকম বিব্রত করে।
কিন্তু উনি তো অভিযুক্ত হবেন না।
ব্যাপারটা প্রচার হয়ে পড়বে তো।
সিংহরায় বংশের মর্যাদা রক্ষা?
ধরুন, যদি তাই হয়।
সব ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। আমরা সাড়ে সাতটায় বেরোচ্ছি।

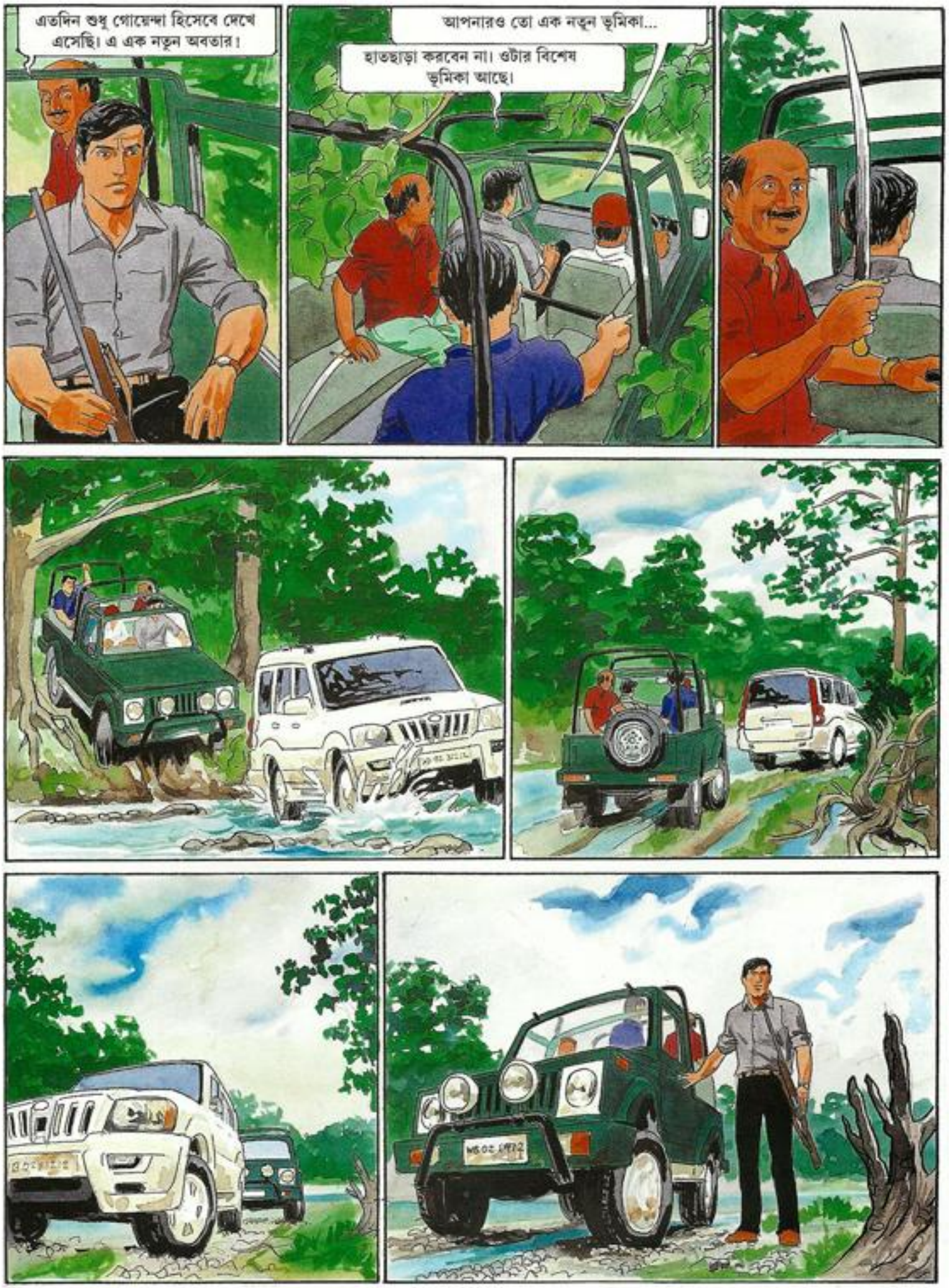
এতদিন শুধু গোয়েন্দা হিসেবে দেখে এসেছি। এ এক নতুন অবতার।
আপনারও তো এক নতুন ভূমিকা...
হাতছাড়া করবেন না। ওটার বিশেষ ভূমিকা আছে।

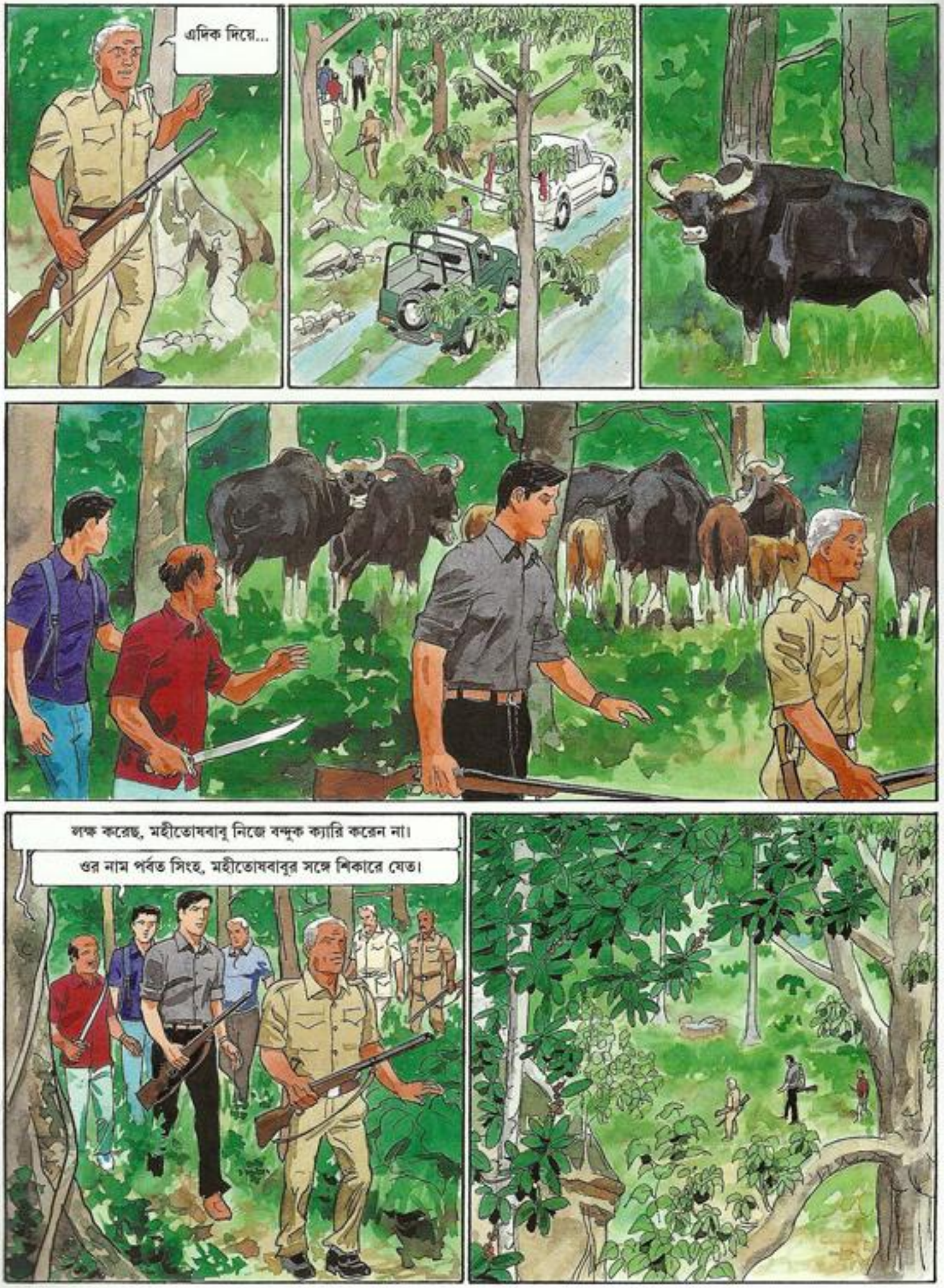
এদিক দিয়ে...
লক্ষ করেছ, মহীতোষবাবু নিজে বন্দুক ক্যারি করেন না।
ওর নাম পর্বত সিংহ, মহীতোষবাবুর সঙ্গে শিকারে যেত।

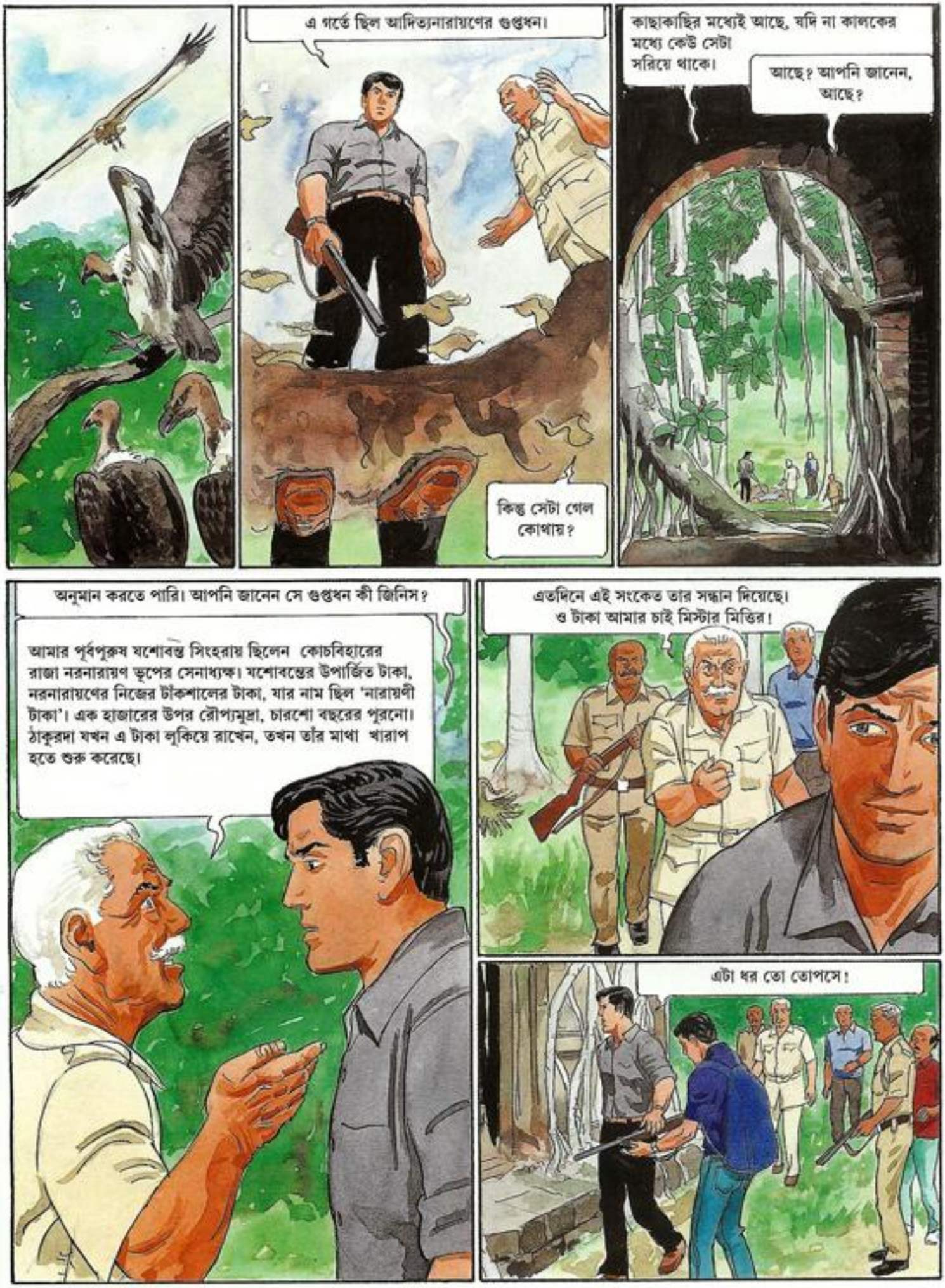
এ গর্তে ছিল আদিত্যনারায়ণের গুপ্তধন।
কিন্তু সেটা গেল কোথায়?
কাছাকাছির মধ্যেই আছে, যদি না কালকের মধ্যে কেউ সেটা সরিয়ে থাকে।
আছে? আপনি জানেন, আছে?
অনুমান করতে পারি। আপনি জানেন সে গুপ্তধন কী জিনিস?
আমার পূর্বপুরুষ যশোবন্ত সিংহরায় ছিলেন কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণ ভূপের সেনাধ্যক্ষ। যশোবন্তের উপার্জিত টাকা, নরনারায়ণের নিজের টাঁকশালের টাকা, যার নাম ছিল 'নারায়ণী টাকা'। এক হাজারের উপর রৌপ্যমুদ্রা, চারশো বছরের পুরনো। ঠাকুরদা যখন এ টাকা লুকিয়ে রাখেন, তখন তাঁর মাথা খারাপ হতে শুরু করেছে।
এতদিনে এই সংকেত তার সন্ধান দিয়েছে। ও টাকা আমার চাই মিস্টার মিত্তির!
এটা ধর তো তোপসে!

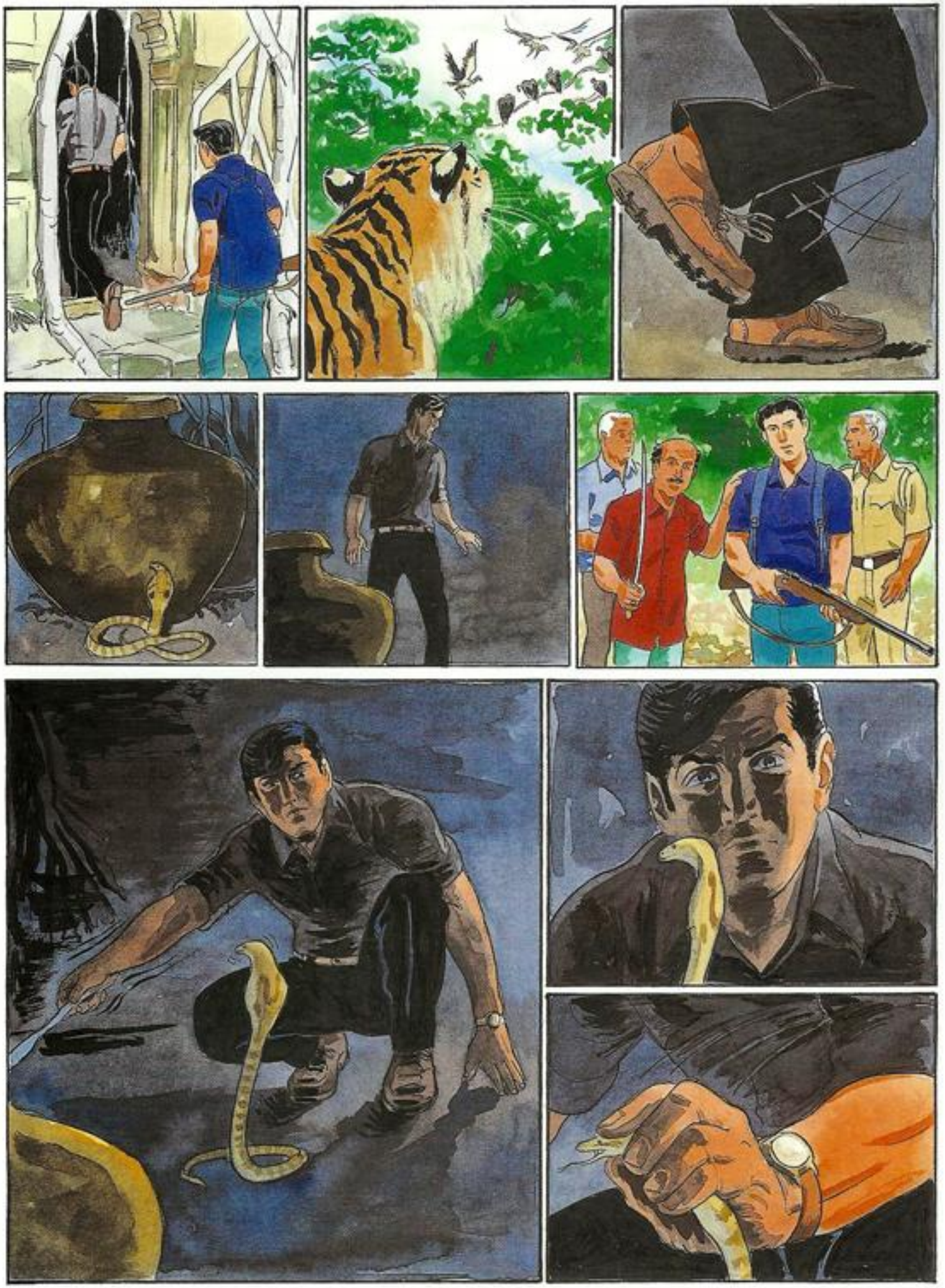

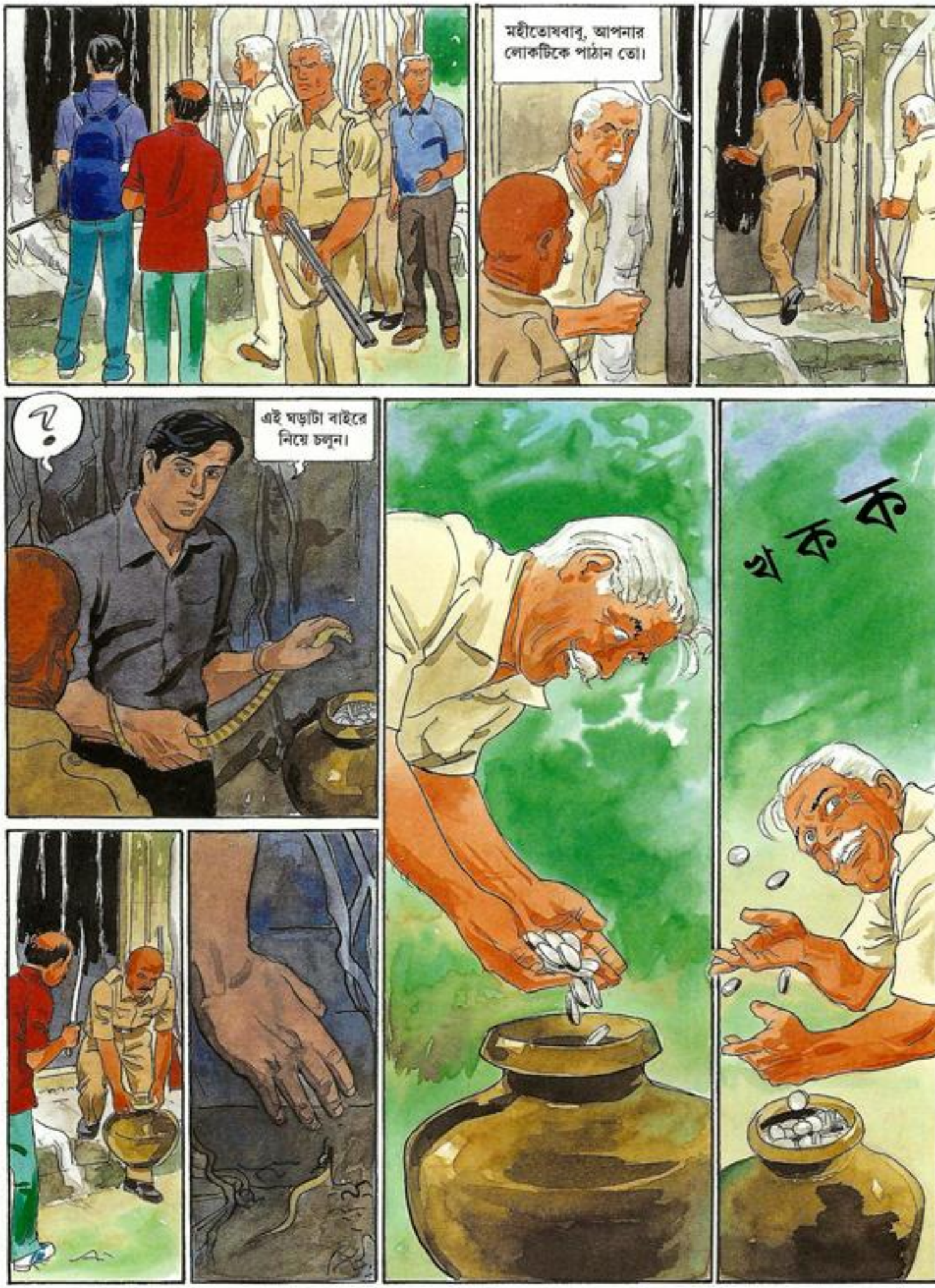
মহীতোষবাবু, আপনার লোকটিকে পাঠান তো।
?
এই ঘড়াটা বাইরে নিয়ে চলুন।
খ ক ক

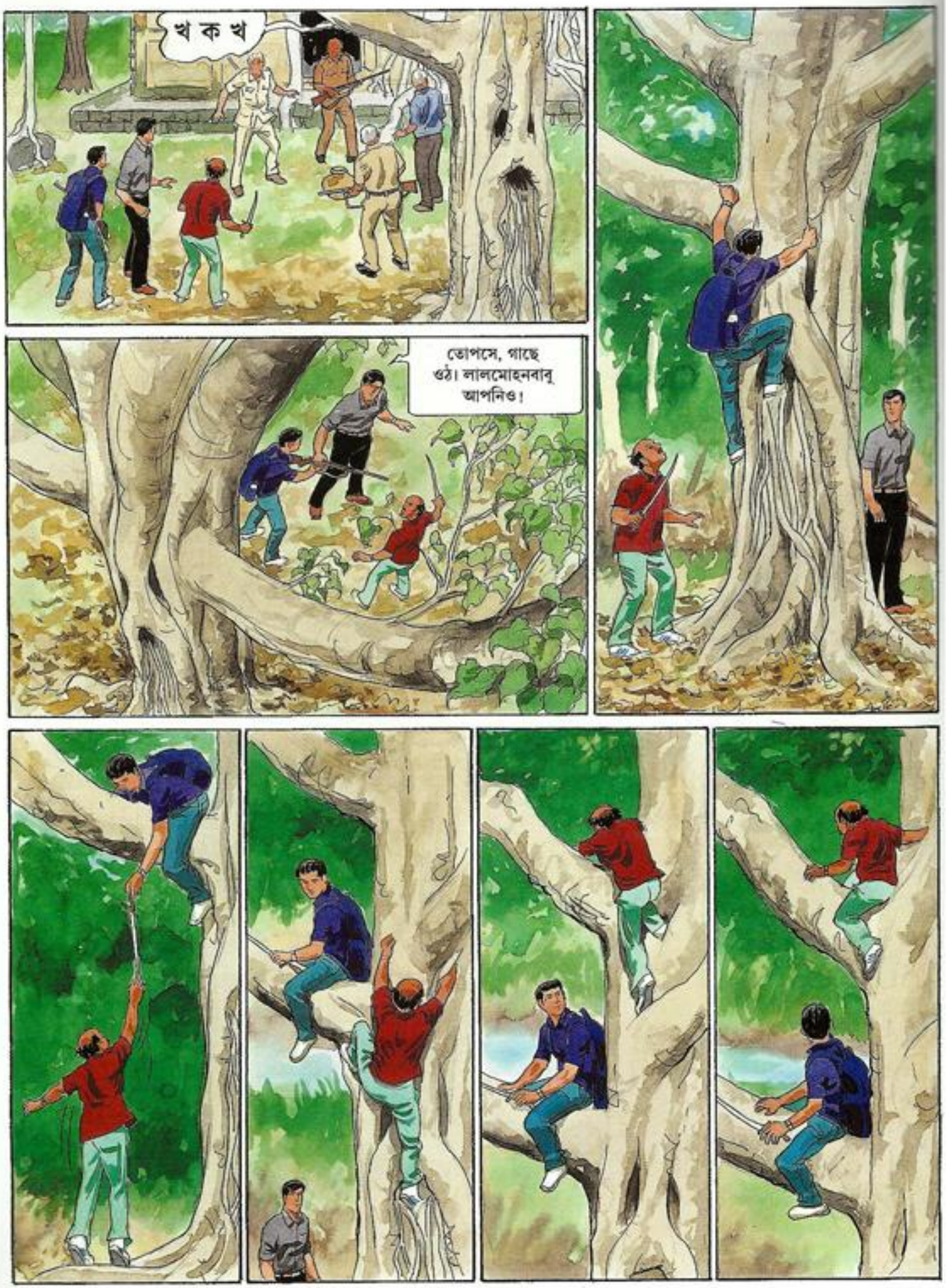
খ ক খ
তোপসে, গাছে ওঠ। লালমোহনবাবু আপনিও!

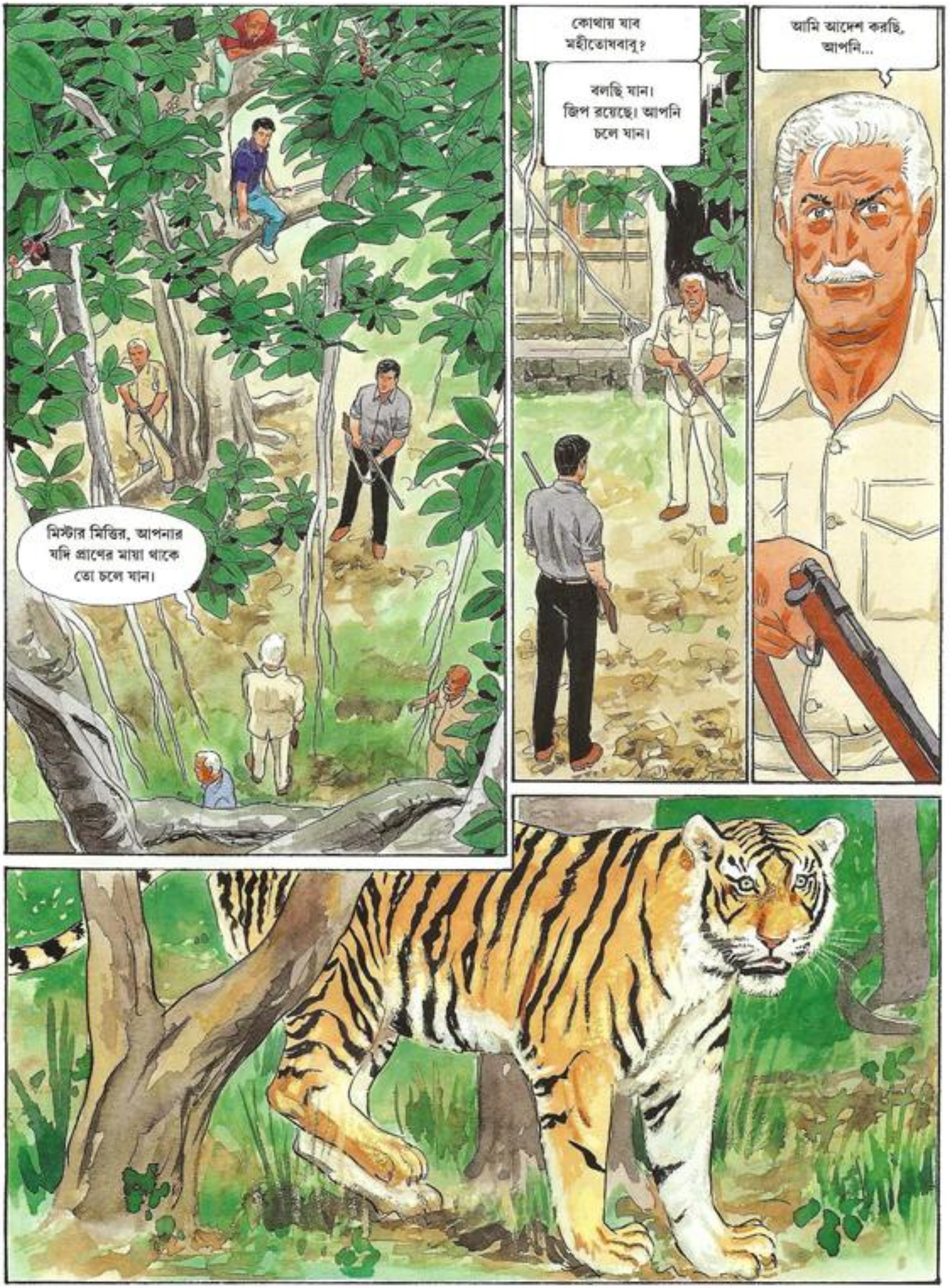
মিস্টার মিত্তির, আপনার যদি প্রাণের মায়া থাকে তো চলে যান।
কোথায় যাব মহীতোষবাবু?
বলছি যান। জিপ রয়েছে। আপনি চলে যান।
আমি আদেশ করছি, আপনি...

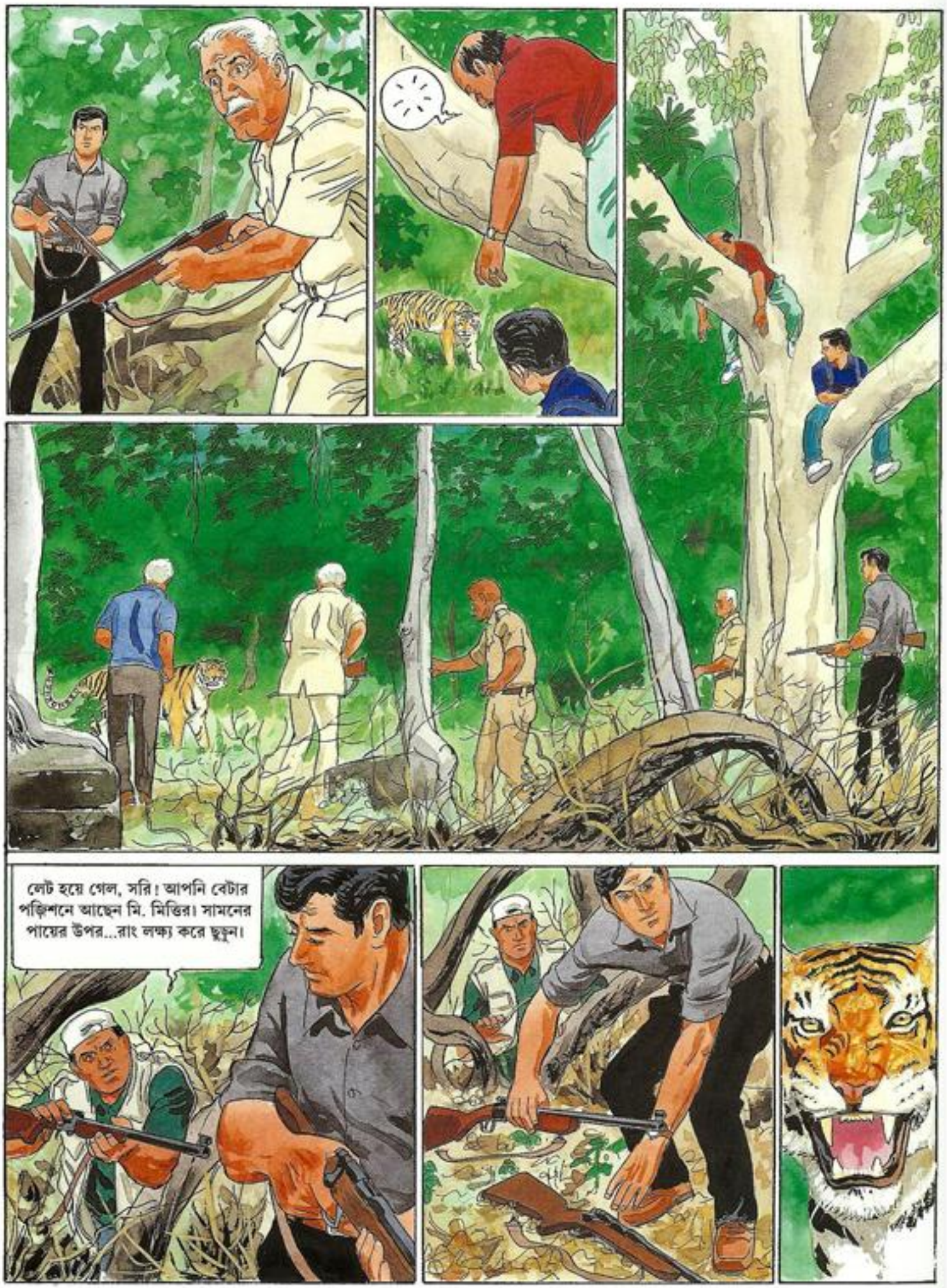
লেট হয়ে গেল, সরি! আপনি বেটার পজিশনে আছেন মি. মিত্তির। সামনের পায়ের উপর...রাং লক্ষ্য করে ছুড়ুন।

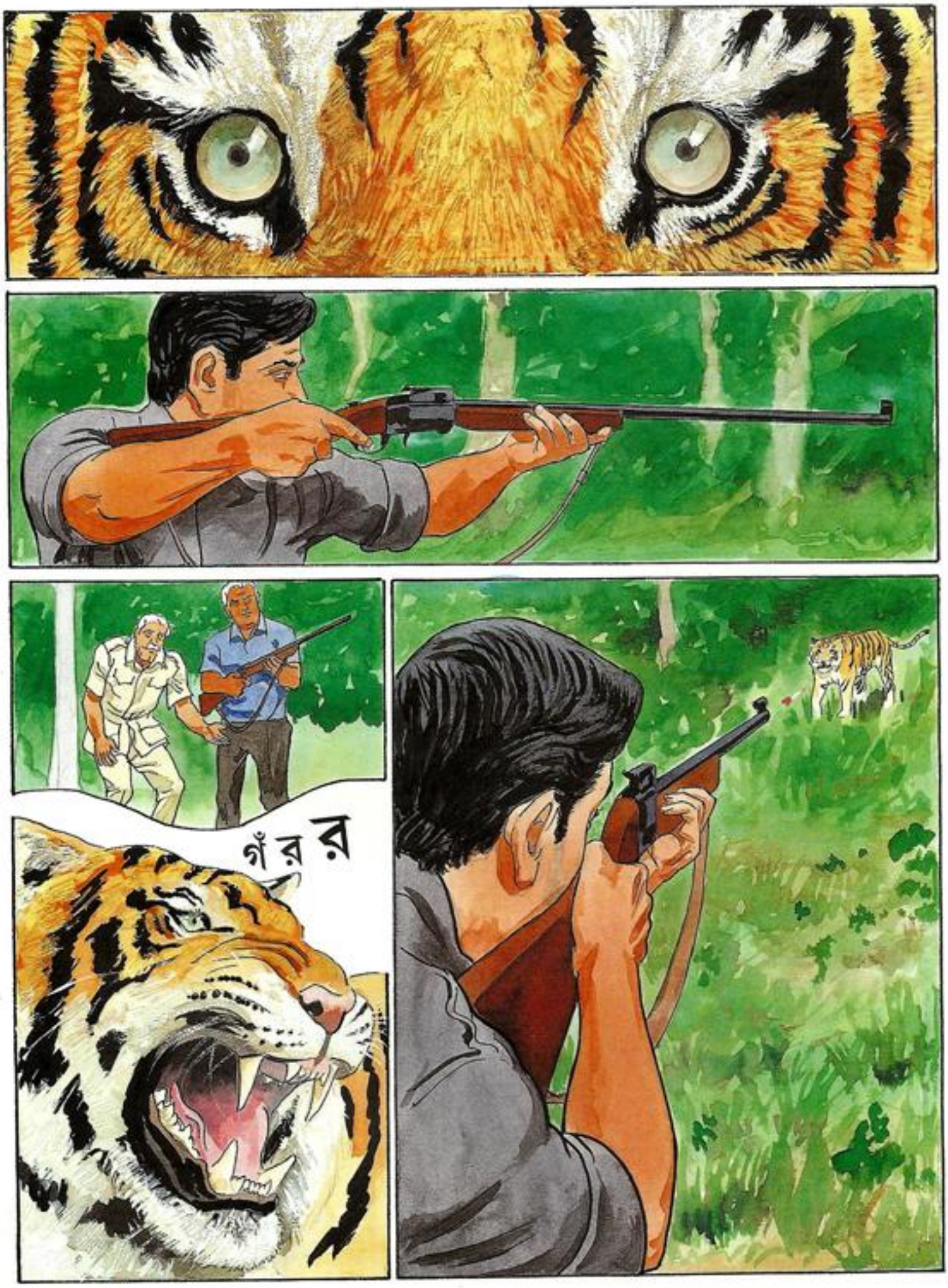
গঁ র র

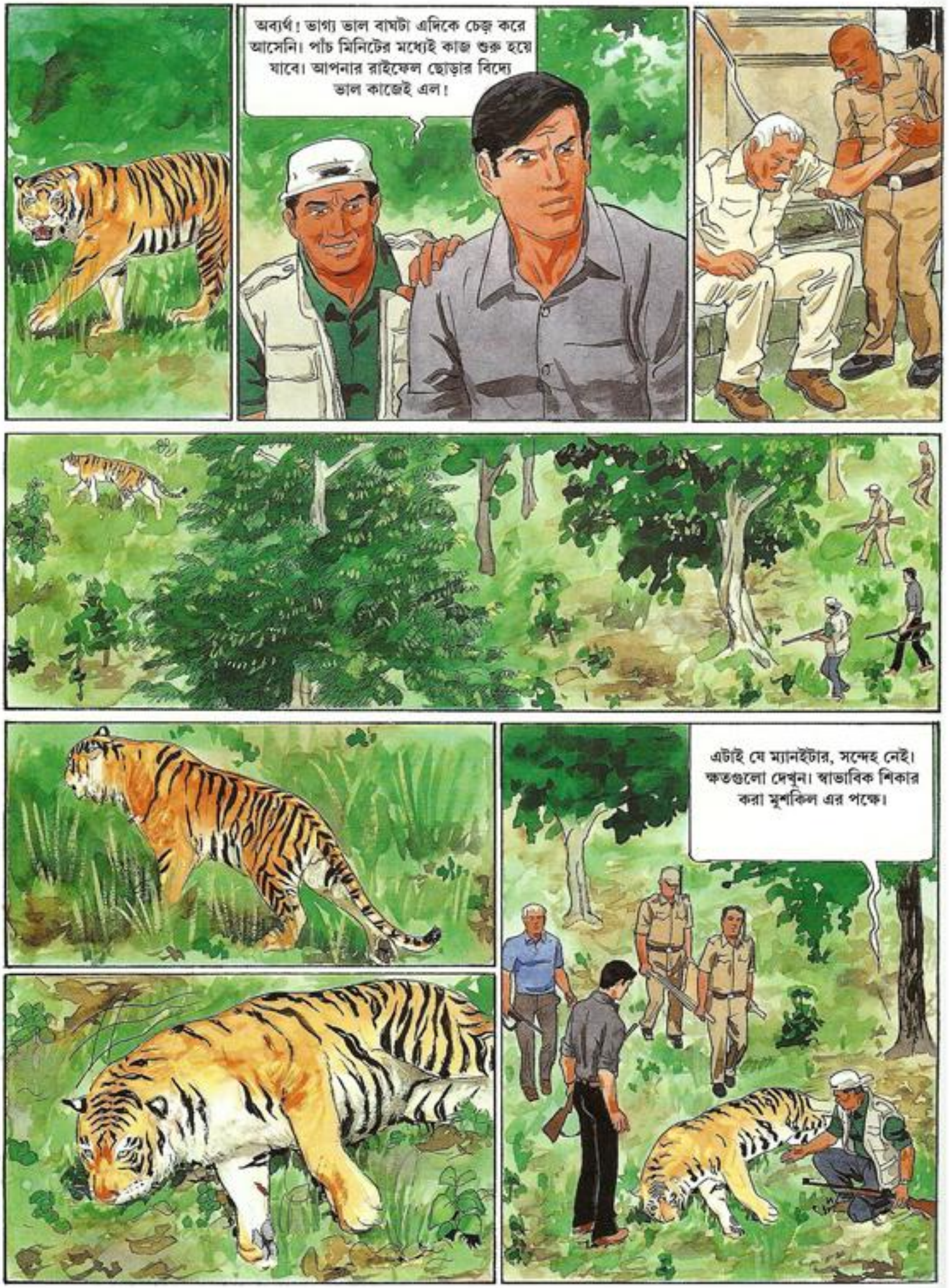
অব্যর্থ! ভাগ্য ভাল বাঘটা এদিকে চেক্ করে আসেনি। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই কাজ শুরু হয়ে যাবে। আপনার রাইফেল ছোড়ার বিদ্যে ভাল কাজেই এল!
এটাই যে ম্যানইটার, সন্দেহ নেই। ক্ষতগুলো দেখুন। স্বাভাবিক শিকার করা মুশকিল এর পক্ষে।

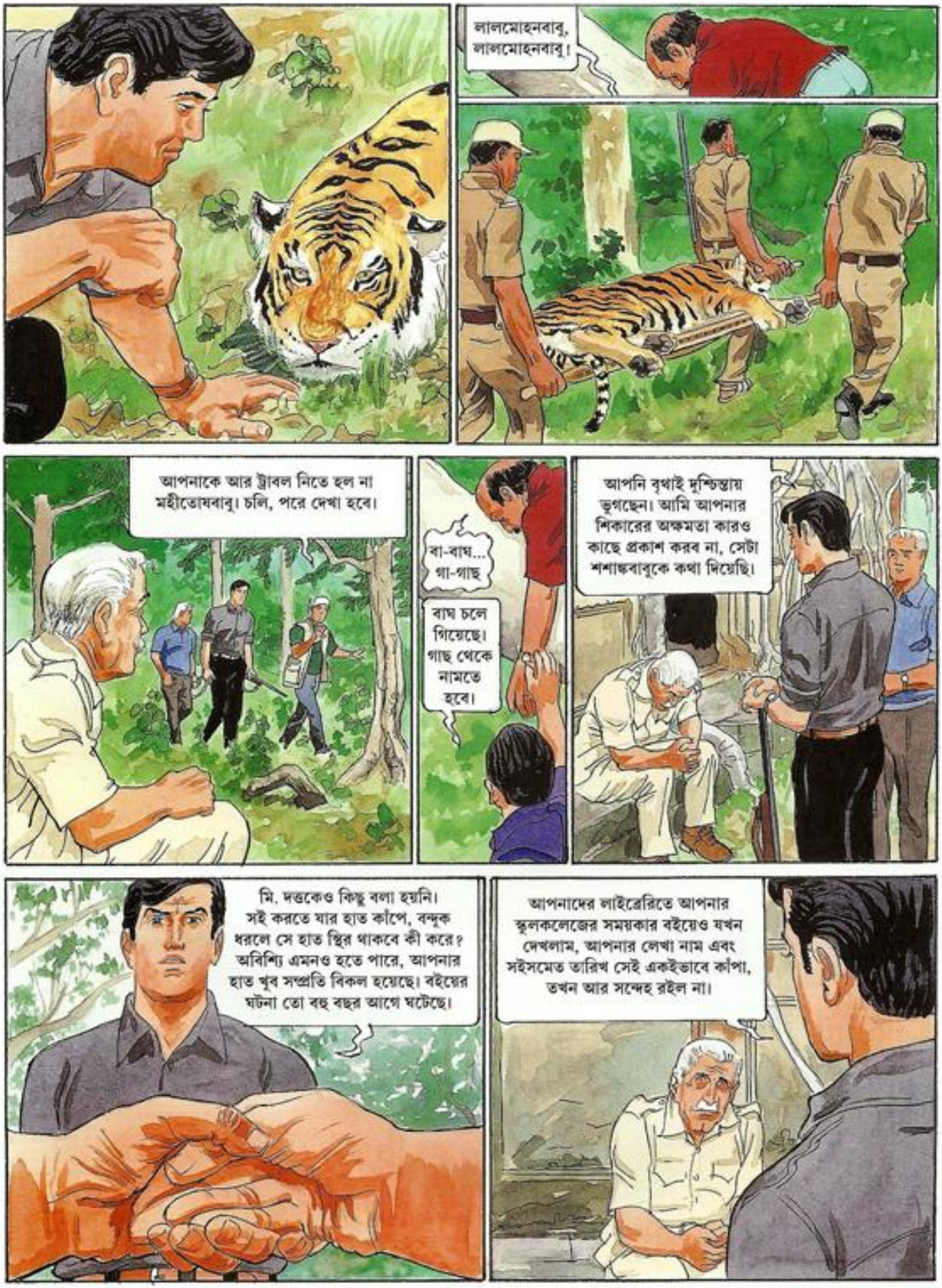
লালমোহনবাবু, লালমোহনবাবু!
আপনাকে আর ট্রাবল নিতে হল না মহীতোষবাবু। চলি, পরে দেখা হবে।
বা-বাঘ... গা-গাছ
বাঘ চলে গিয়েছে। গাছ থেকে নামতে হবে।
আপনি বৃথাই দুশ্চিন্তায় ভুগছেন। আমি আপনার শিকারের অক্ষমতা কারও কাছে প্রকাশ করব না, সেটা শশাঙ্কবাবুকে কথা দিয়েছি।
মি. দত্তকেও কিছু বলা হয়নি। সই করতে যার হাত কাঁপে, বন্দুক ধরলে সে হাত স্থির থাকবে কী করে? অবিশ্যি এমনও হতে পারে, আপনার হাত খুব সম্প্রতি বিকল হয়েছে। বইয়ের ঘটনা তো বহু বছর আগে ঘটেছে।
আপনাদের লাইব্রেরিতে আপনার স্কুলকলেজের সময়কার বইয়েও যখন দেখলাম, আপনার লেখা নাম এবং সইসমেত তারিখ সেই একইভাবে কাঁপা, তখন আর সন্দেহ রইল না।

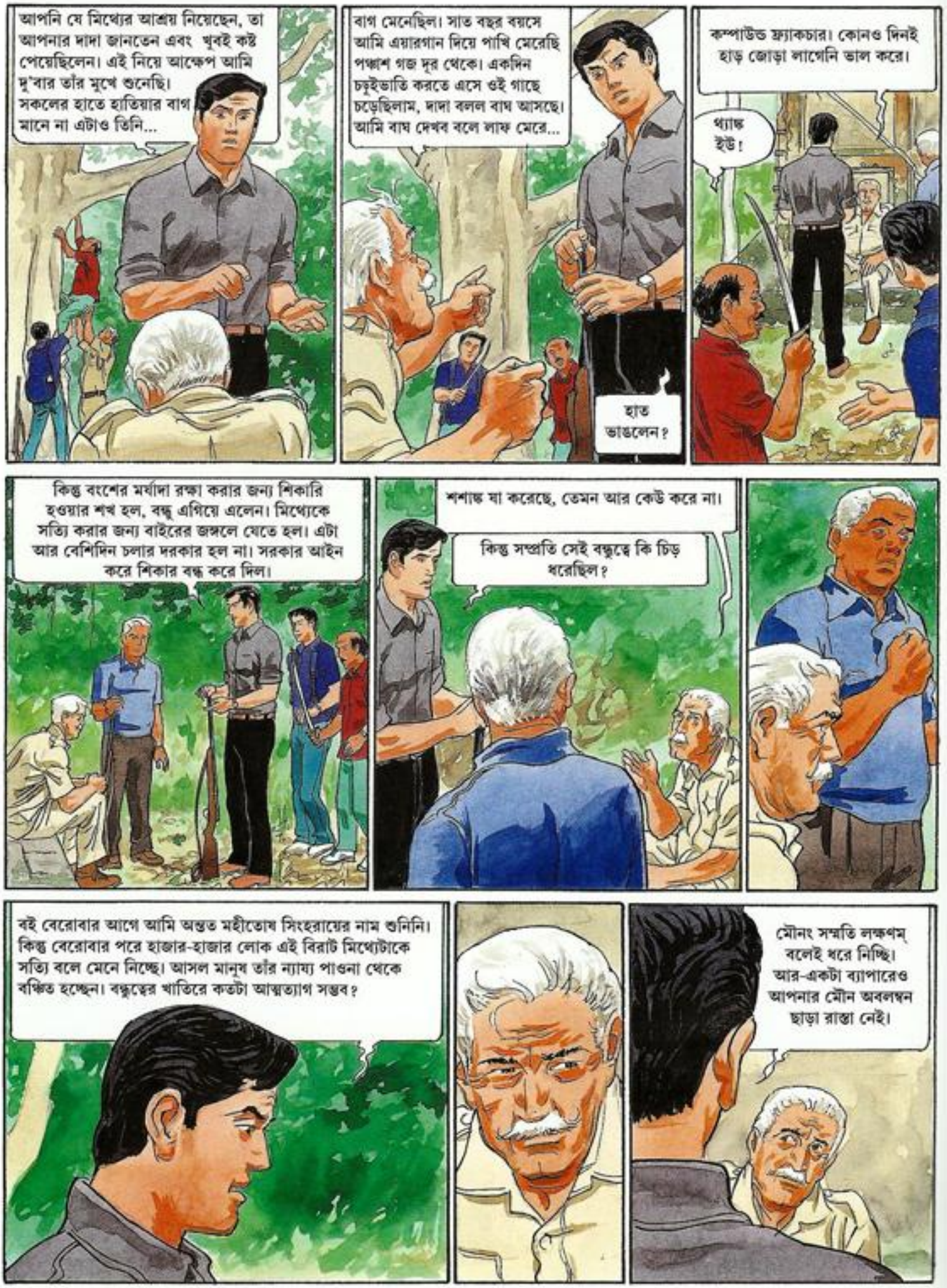
আপনি যে মিথ্যের আশ্রয় নিয়েছেন, তা আপনার দাদা জানতেন এবং খুবই কষ্ট পেয়েছিলেন। এই নিয়ে আক্ষেপ আমি দু'বার তাঁর মুখে শুনেছি। সকলের হাতে হাতিয়ার বাগ মানে না এটাও তিনি...
বাগ মেনেছিল। সাত বছর বয়সে আমি এয়ারগান দিয়ে পাখি মেরেছি পঞ্চাশ গজ দূর থেকে। একদিন চড়ুইভাতি করতে এসে ওই গাছে চড়েছিলাম, দাদা বলল বাঘ আসছে। আমি বাঘ দেখব বলে লাফ মেরে...
হাত ভাঙলেন?
কম্পাউন্ড ফ্র্যাকচার। কোনও দিনই হাড় জোড়া লাগেনি ভাল করে।
থ্যাঙ্ক ইউ!
কিন্তু বংশের মর্যাদা রক্ষা করার জন্য শিকারি হওয়ার শখ হল, বন্ধু এগিয়ে এলেন। মিথ্যেকে সত্যি করার জন্য বাইরের জঙ্গলে যেতে হল। এটা আর বেশিদিন চলার দরকার হল না। সরকার আইন করে শিকার বন্ধ করে দিল।
শশাঙ্ক যা করেছে, তেমন আর কেউ করে না।
কিন্তু সম্প্রতি সেই বন্ধুত্বে কি চিড় ধরেছিল?
বই বেরোবার আগে আমি অন্তত মহীতোষ সিংহরায়ের নাম শুনিনি। কিন্তু বেরোবার পরে হাজার-হাজার লোক এই বিরাট মিথ্যেটাকে সত্যি বলে মেনে নিচ্ছে। আসল মানুষ তাঁর ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। বন্ধুত্বের খাতিরে কতটা আত্মত্যাগ সম্ভব?
মৌনং সম্মতি লক্ষণম্ বলেই ধরে নিচ্ছি। আর-একটা ব্যাপারেও আপনার মৌন অবলম্বন ছাড়া রাস্তা নেই।

তড়িৎ সেনগুপ্তর সাহিত্যকীর্তির জন্যই যে আপনি প্রশংসা পাচ্ছেন, সেটাও বোধ হয় সত্যি। আপনার পাণ্ডুলিপির কথা বললেন, কিন্তু আমি তন্নতন্ন করে খুঁজেও আপনার লেখা একটি টুকরো কাগজও কোথাও পেলাম না। আপনি শুধু মুখে বলতেন, তড়িৎবাবু তাঁর আশ্চর্য
সাবলীল ভাষায় সাজিয়ে দিতেন। সেই লেখা প্রকাশিত হত আপনার নামে। আপনি তাকে যত তোয়াজেই রাখুন না কেন, একজন সত্যিকারের গুণী স্রষ্টার পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। সে চায় তার গুণের আদর। যেটা না পেয়ে ওঁর মন ক্রমে ভেঙে যায়।
সবই তো বুঝলাম মিস্টার মিত্তির। এর সবই ঠিক এবং কোনওটাই আমার শুনতে ভাল লাগছে না। কিন্তু তড়িৎকে এভাবে হত্যা করল কে?
এই বন্দুকটা নিয়েই সে রাতে বেরিয়েছিলেন তো?
?
তড়িৎবাবু যে সংকেতের সমাধান করে ফেলেছেন, আপনি জানতেন, তাই না?
শুধু তাই না...
...তড়িৎ গুপ্তধন পেলে তার অর্ধেক আমাকে অফার করেছিল। কিন্তু আমি প্রস্তাবে রাজি হইনি। আমি এখানে আসতে অনেকবার বারণ করেছিলাম। কারণ, ওই ম্যানইটার।

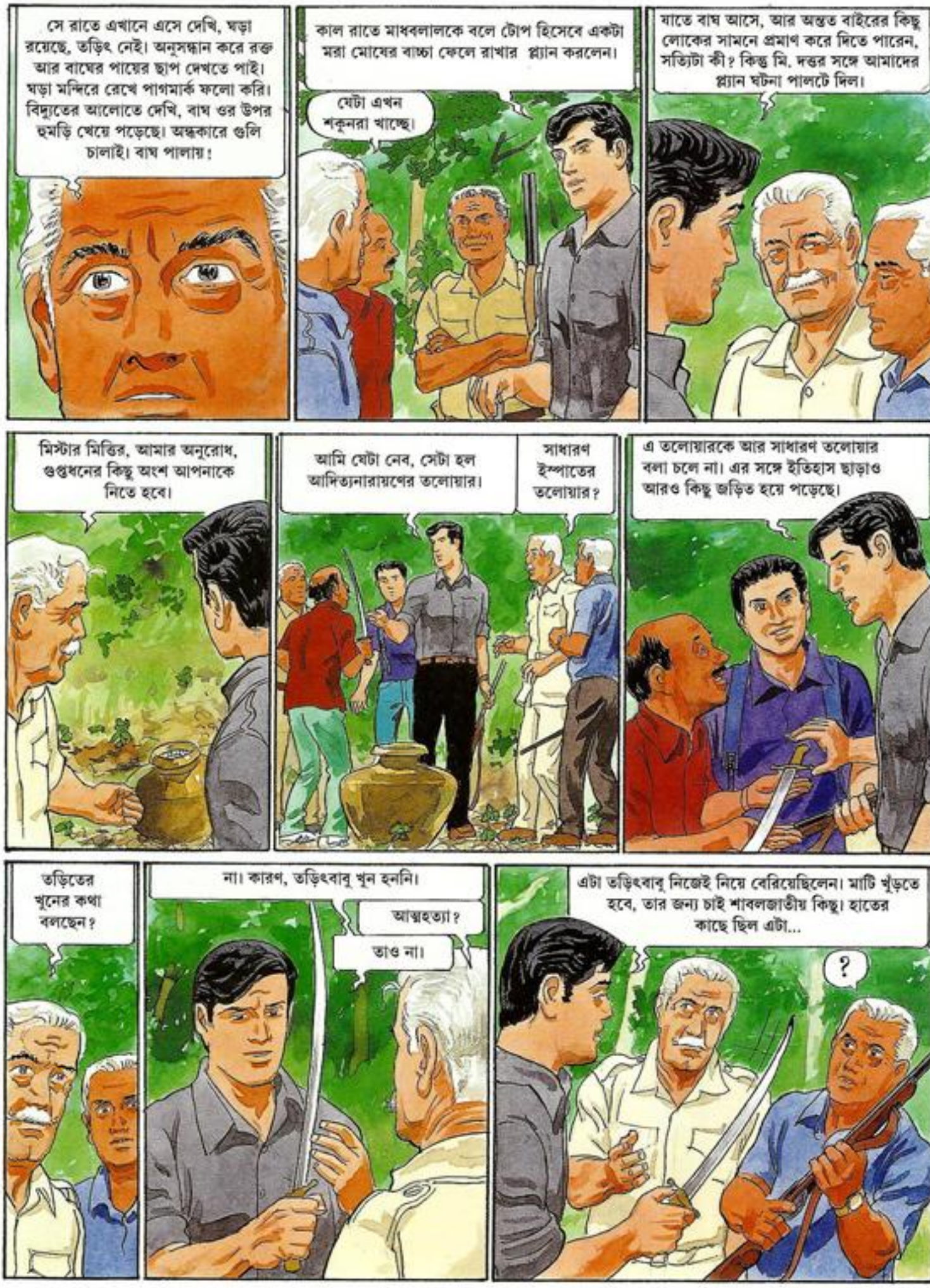
সে রাতে এখানে এসে দেখি, ঘড়া রয়েছে, তড়িৎ নেই। অনুসন্ধান করে রক্ত আর বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পাই। ঘড়া মন্দিরে রেখে পাগমার্ক ফলো করি। বিদ্যুতের আলোতে দেখি, বাঘ ওর উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। অন্ধকারে গুলি চালাই। বাঘ পালায়!
কাল রাতে মাধবলালকে বলে টোপ হিসেবে একটা মরা মোষের বাচ্চা ফেলে রাখার প্ল্যান করলেন।
যেটা এখন শকুনরা খাচ্ছে।
যাতে বাঘ আসে, আর অন্তত বাইরের কিছু লোকের সামনে প্রমাণ করে দিতে পারেন, সত্যিটা কী? কিন্তু মি. দত্তর সঙ্গে আমাদের প্ল্যান ঘটনা পালটে দিল।
মিস্টার মিত্তির, আমার অনুরোধ, গুপ্তধনের কিছু অংশ আপনাকে নিতে হবে।
আমি যেটা নেব, সেটা হল আদিত্যনারায়ণের তলোয়ার।
সাধারণ ইস্পাতের তলোয়ার?
এ তলোয়ারকে আর সাধারণ তলোয়ার বলা চলে না। এর সঙ্গে ইতিহাস ছাড়াও আরও কিছু জড়িত হয়ে পড়েছে।
তড়িতের খুনের কথা বলছেন?
না। কারণ, তড়িৎবাবু খুন হননি।
আত্মহত্যা?
তাও না।
এটা তড়িৎবাবু নিজেই নিয়ে বেরিয়েছিলেন। মাটি খুঁড়তে হবে, তার জন্য চাই শাবলজাতীয় কিছু। হাতের কাছে ছিল এটা...
?

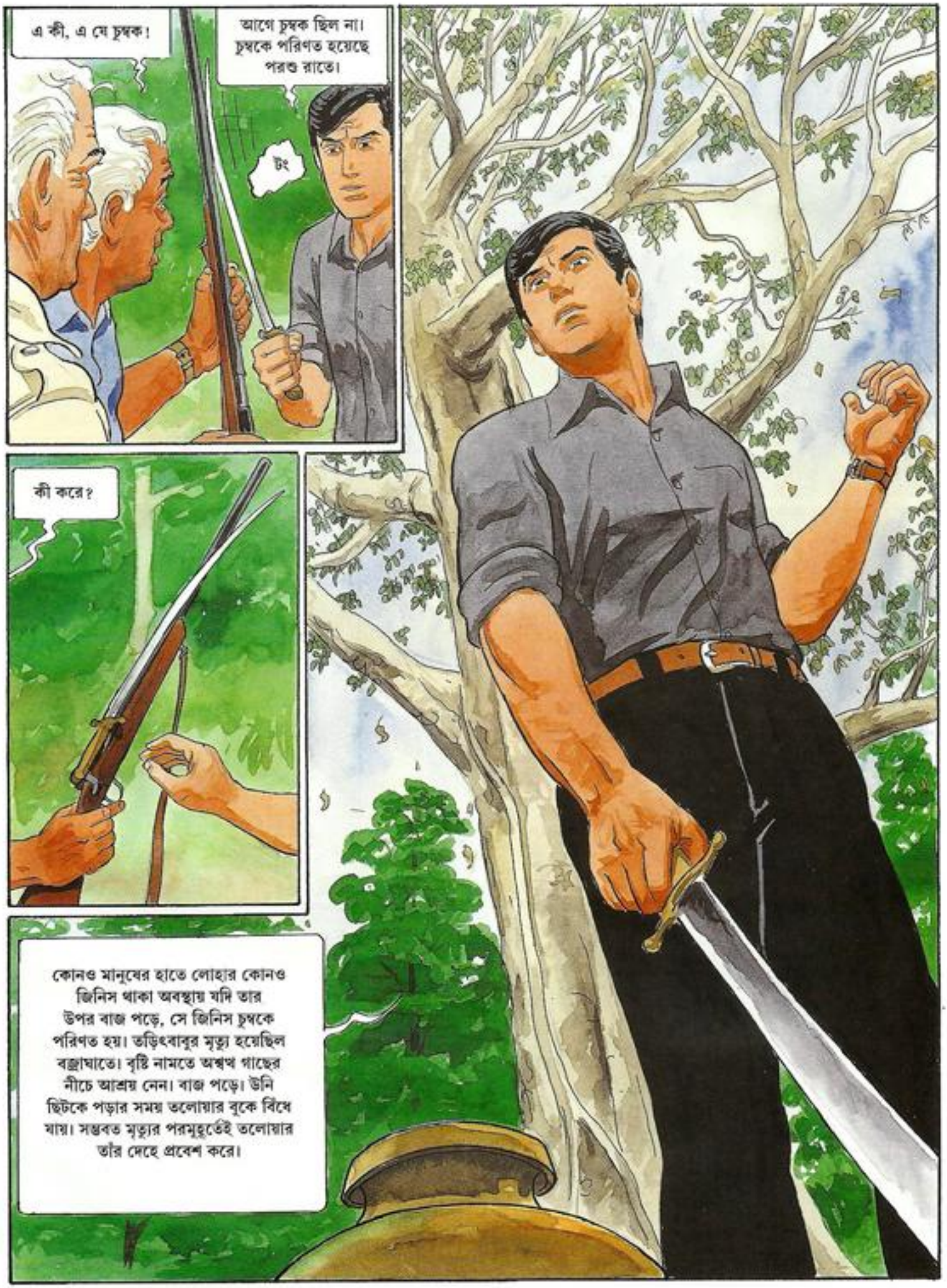
এ কী, এ যে চুম্বক!
আগে চুম্বক ছিল না। চুম্বকে পরিণত হয়েছে পরশু রাতে।
টং
কী করে?
কোনও মানুষের হাতে লোহার কোনও জিনিস থাকা অবস্থায় যদি তার উপর বাজ পড়ে, সে জিনিস চুম্বকে পরিণত হয়। তড়িৎবাবুর মৃত্যু হয়েছিল বজ্রাঘাতে। বৃষ্টি নামতে অশ্বত্থ গাছের নীচে আশ্রয় নেন। বাজ পড়ে। উনি ছিটকে পড়ার সময় তলোয়ার বুকে বিঁধে যায়। সম্ভবত মৃত্যুর পরমুহূর্তেই তলোয়ার তাঁর দেহে প্রবেশ করে।

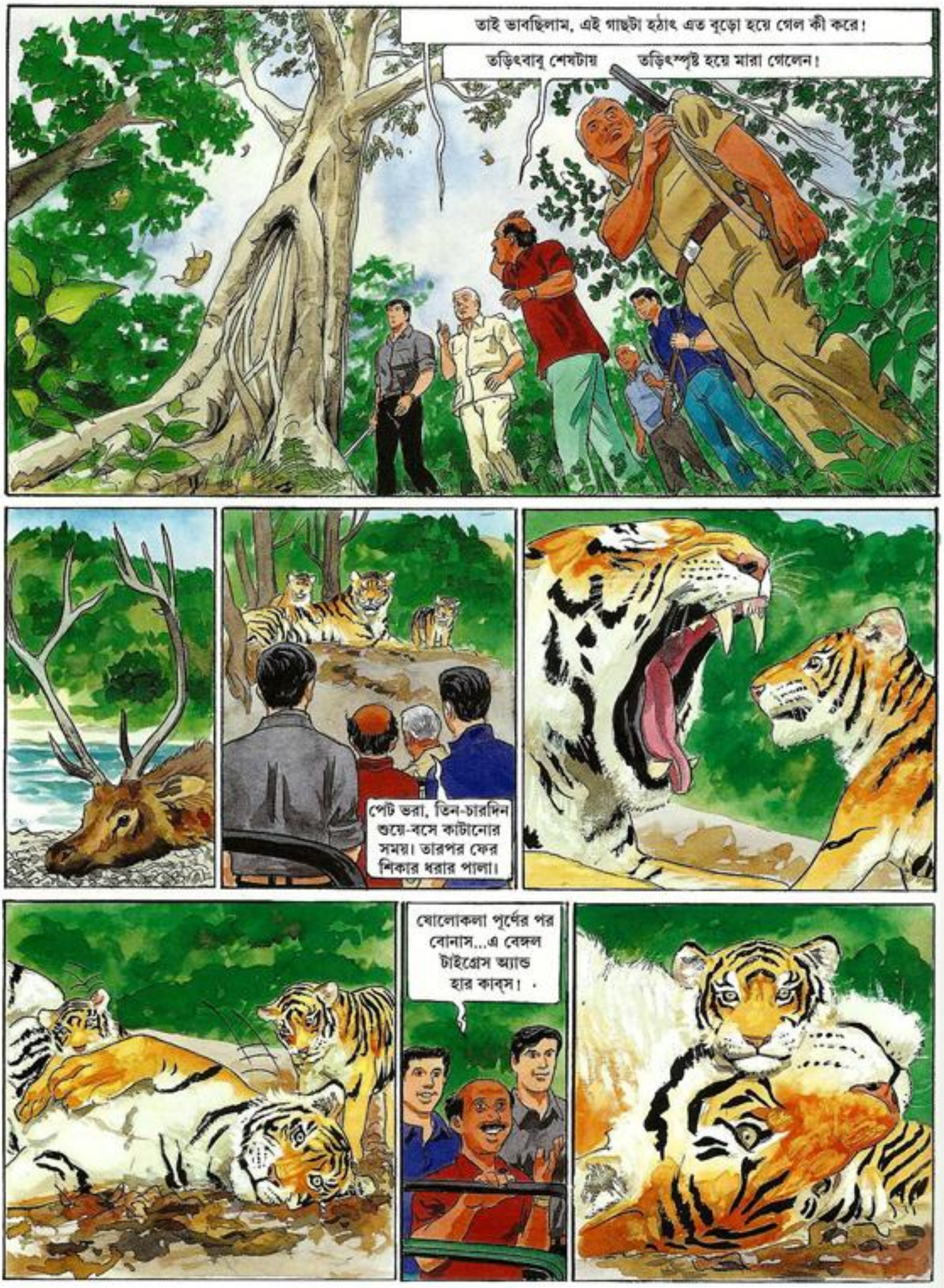
তাই ভাবছিলাম, এই গাছটা হঠাৎ এত বুড়ো হয়ে গেল কী করে!
তড়িৎবাবু শেষটায় তড়িৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গেলেন!
পেট ভরা, তিন-চারদিন শুয়ে-বসে কাটানোর সময়। তারপর ফের শিকার ধরার পালা।
ষোলোকলা পূর্ণের পর বোনাস...এ বেঙ্গল টাইগ্রেস অ্যান্ড হার কাব্‌স!

(সমাপ্ত)

প্রকাশিত হয়েছে

গোয়েন্দা ফেলুদার রহস্য অ্যাডভেঞ্চার

এবার কাণ্ড কেদারনাথে
গোসাঁইপুর সরগরম
গ্যাংটকে গণ্ডগোল
জাহাঙ্গীরের স্বর্ণমুদ্রা
দার্জিলিং জমজমাট
নেপোলিয়নের চিঠি
রবার্টসনের রুবি
শেয়াল-দেবতা রহস্য

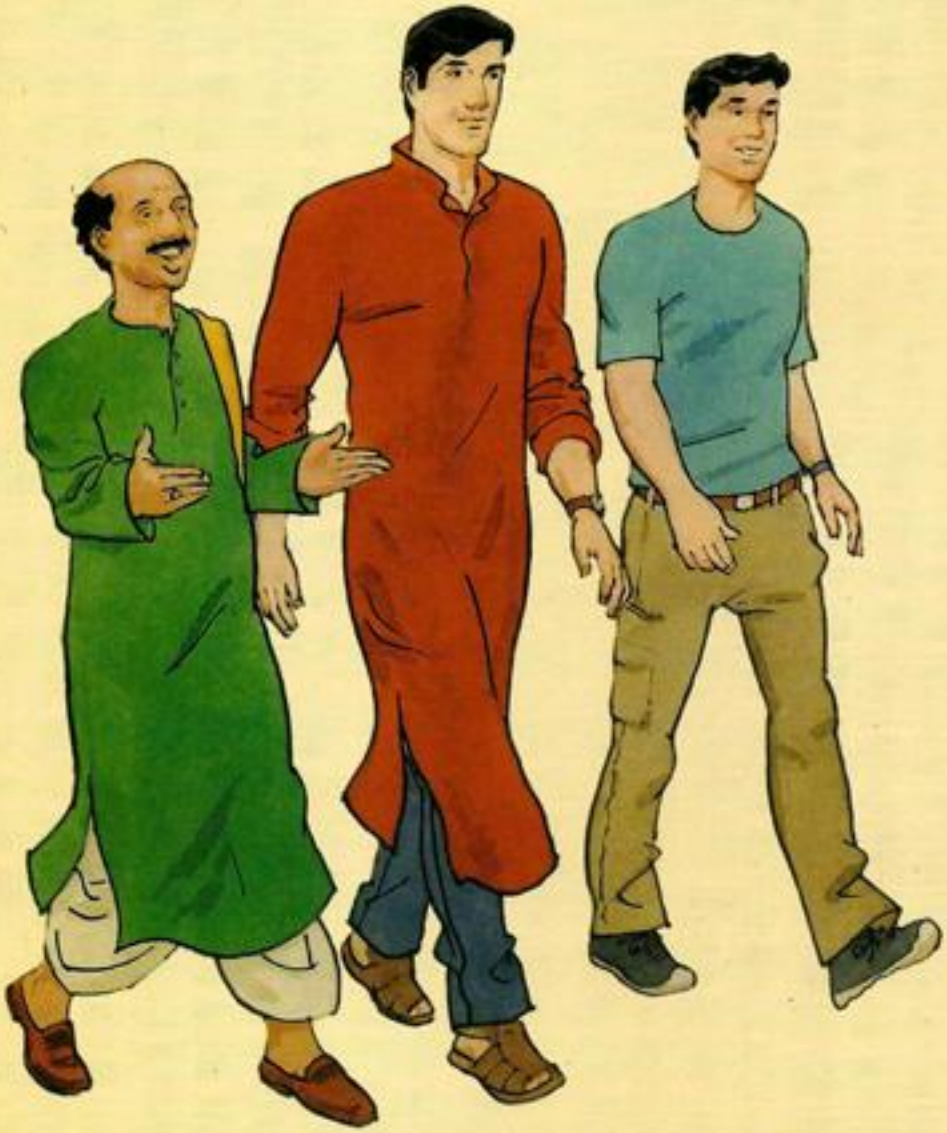

9 789350 401231

ফেলুদা কমিক্স

জাহাঙ্গীরের স্বর্ণমুদ্রা

কাহিনি: সত্যজিৎ রায় ছবি: অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়

সেই জন্যেই ত ডাকা...তবে সে বিষয়ে আপনি এলে বলব। আমার বাড়িটা ভালই লাগবে। তা ছাড়া আপনার মস্তিষ্ক খাটানোর খোরাকও জুটবে বলে মনে হয়।
এমনিতে কোনও এনগেজমেন্ট নেই...
তা হলে চলে আসুন... দ্বিধা করবেন না। তবে একটা কথা।
কী?
এখানে আমি ছাড়াও কয়েকজন থাকবেন। গোড়ায় আমি কাউকে আপনার আসল পরিচয়টা দিতে চাই না একটা বিশেষ কারণে।
ছদ্মবেশ নিয়ে আসতে বলছেন?
সেটার হয়তো প্রয়োজন নেই। যাঁরা এখানে থাকবেন, আমার বিশ্বাস তাঁরা আপনার চেহারার সঙ্গে পরিচিত নন। আপনি শুধু তিনজনের জন্য ভূমিকা বেছে নেবেন। কী ভূমিকা সেটাও আমি সাজেস্ট করতে পারি।
কীরকম?
আমার প্রপিতামহ বনোয়ারিলাল চৌধুরী ছিলেন এক বিচিত্র চরিত্র। তাঁর একটা জীবনী লেখা এমনিতেও দরকার। আপনি যদি, ধরুন, তাঁর সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে আসেন।
ভেরি গুড!
আর আমার বন্ধু মিঃ গাঙ্গুলি?
ওঁকে পক্ষীবিদ
দিতে পারেন। এ
অনেক পাখি আ
একটা বাইনোকু
তা আছে। আর আমার খুড়তুতো ভাইটি হবে পক্ষীবিদের ভাইপো।
ব্যস! তা হলে শনিবার সকাল দশটা। অমরাবতী।
অমরাবতী।
হরিপদবাবু ত ছুটিতে গিয়েছেন দেশে।
ওঁর জায়গা আমাকেই নিতে হবে
ক্লপ
ক্লপ

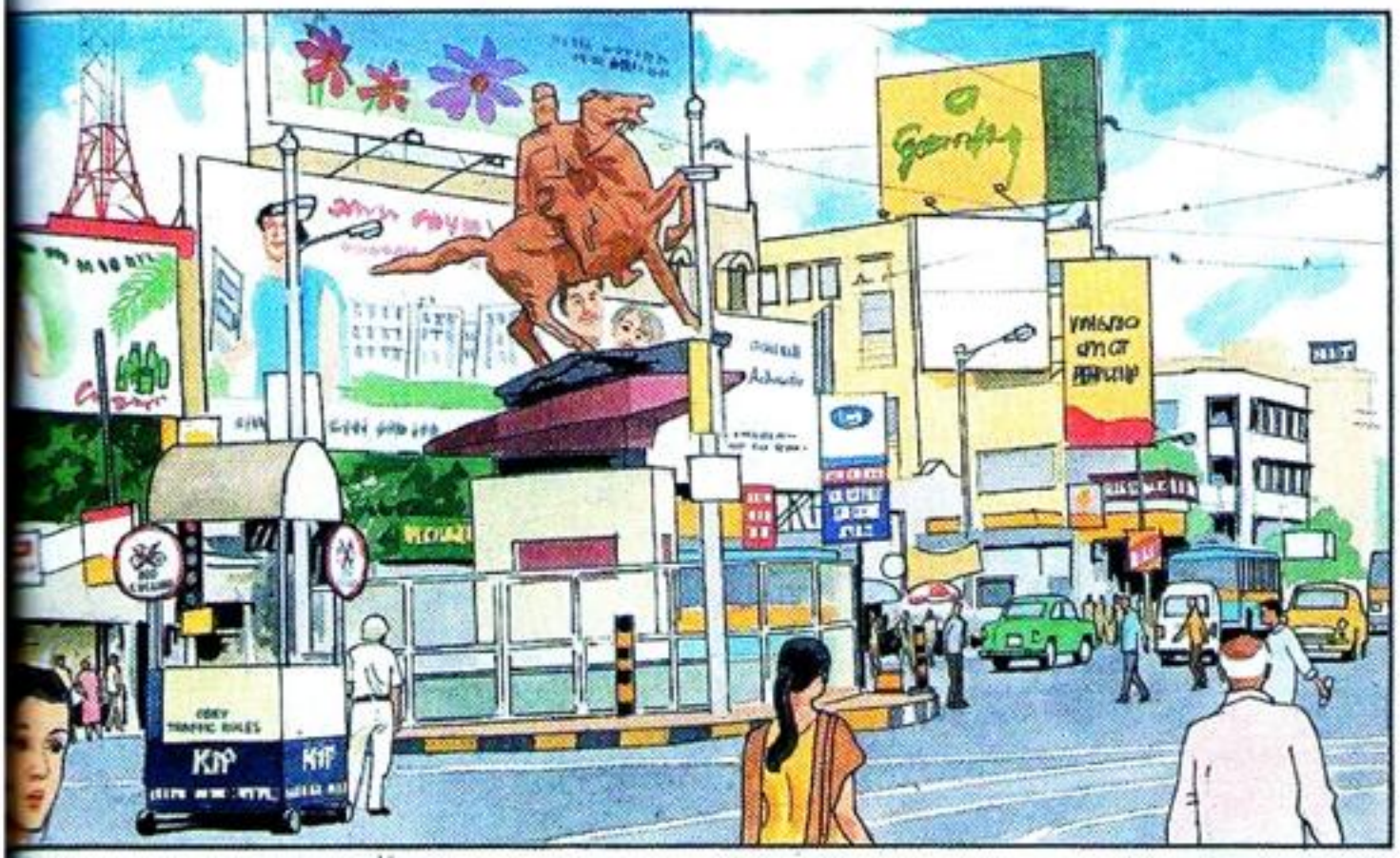
OBEY TRAFFIC RULES
KTC
KTC

ক'জন বাঙালিকে এত দাপটের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়তে দেখেছ ভাই তোপসে?
দাপটের সঙ্গে নয়...ঘোড়ায় চড়েও নয়, টাট্টুতে...! কেদার যেতে...

যা করতে আপনি অস্বীকার করেন।
রক্ষে করো!

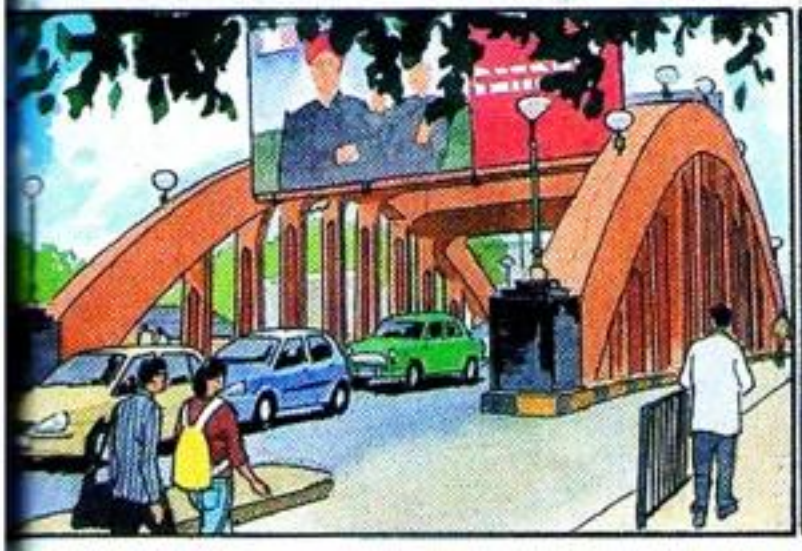

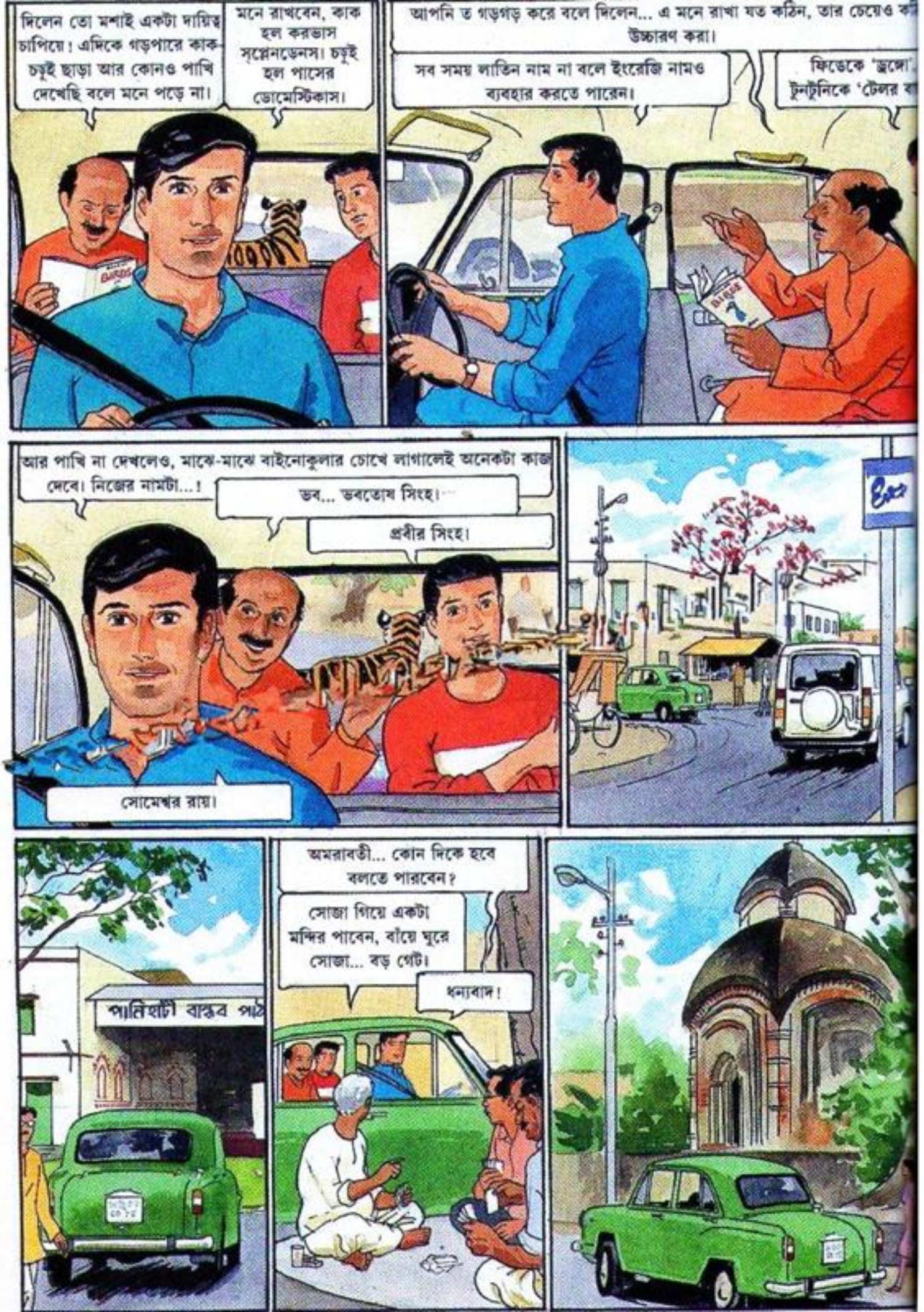
দিলেন তো মশাই একটা দায়িত্ব চাপিয়ে! এদিকে গড়পারে কাক-চড়ুই ছাড়া আর কোনও পাখি দেখেছি বলে মনে পড়ে না।
মনে রাখবেন, কাক হল করভাস স্প্লেনডেনস। চড়ুই হল পাসের ডোমেস্টিকাস।
আপনি ত গড়গড় করে বলে দিলেন... এ মনে রাখা যত কঠিন, তার চেয়েও ক
উচ্চারণ করা।
সব সময় লাতিন নাম না বলে ইংরেজি নামও ব্যবহার করতে পারেন।
ফিঙেকে 'ড্রঙ্গো'
টুনটুনিকে 'টেলর
আর পাখি না দেখলেও, মাঝে-মাঝে বাইনোকুলার চোখে লাগালেই অনেকটা কাজ দেবে। নিজের নামটা...!
ভব... ভবতোষ সিংহ।
প্রবীর সিংহ।
সোমেশ্বর রায়।
পানিহাটী বান্ধব পাঠ
অমরাবতী... কোন দিকে হবে বলতে পারবেন?
সোজা গিয়ে একটা মন্দির পাবেন, বাঁয়ে ঘুরে সোজা... বড় গেট।
ধন্যবাদ!

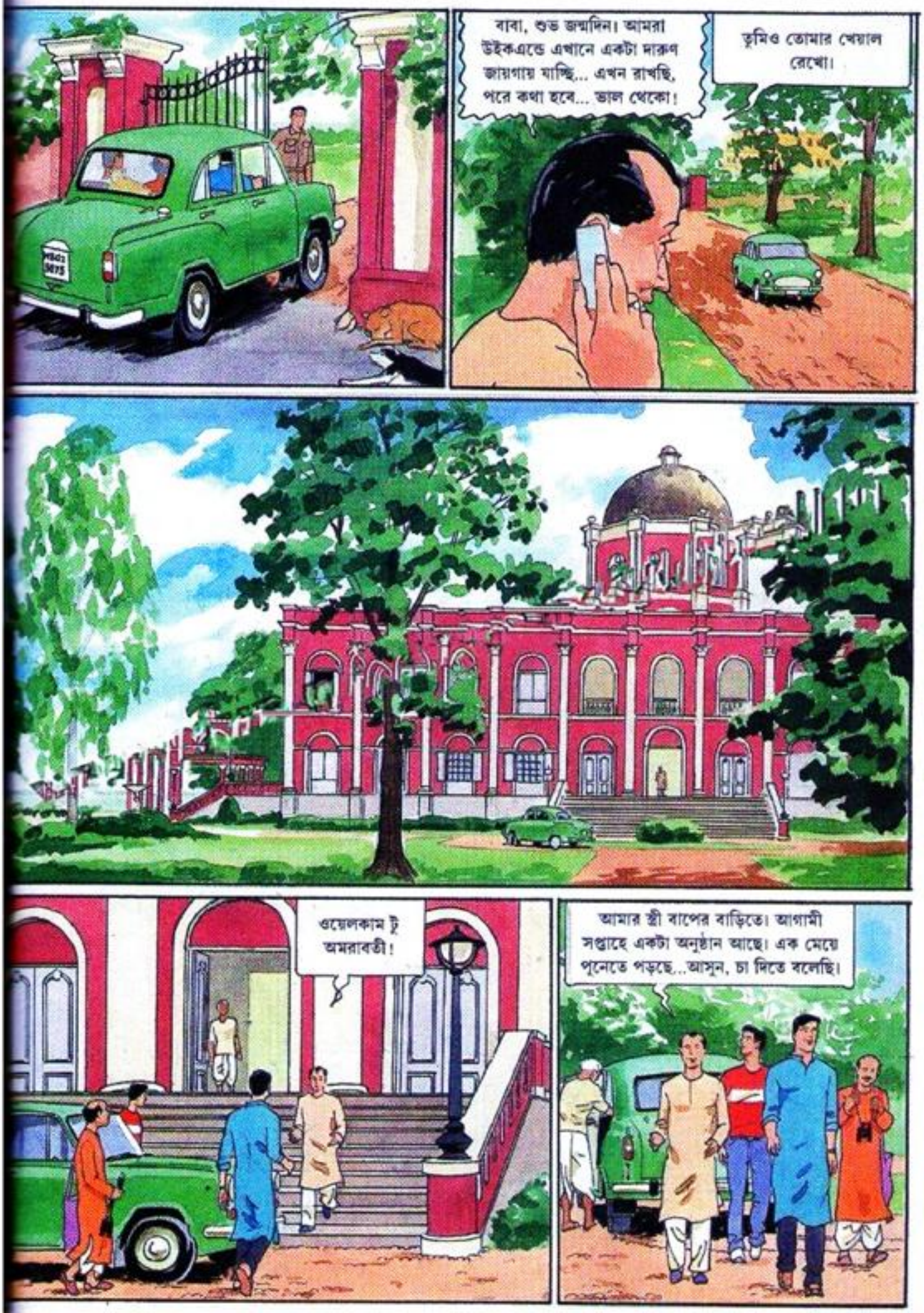
বাবা, শুভ জন্মদিন। আমরা উইকএন্ডে এখানে একটা দারুণ জায়গায় যাচ্ছি... এখন রাখছি, পরে কথা হবে... ভাল থেকো!
তুমিও তোমার খেয়াল রেখো।
ওয়েলকাম টু অমরাবতী!
আমার স্ত্রী বাপের বাড়িতে। আগামী সপ্তাহে একটা অনুষ্ঠান আছে। এক মেয়ে পুনেতে পড়ছে...আসুন, চা দিতে বলেছি।

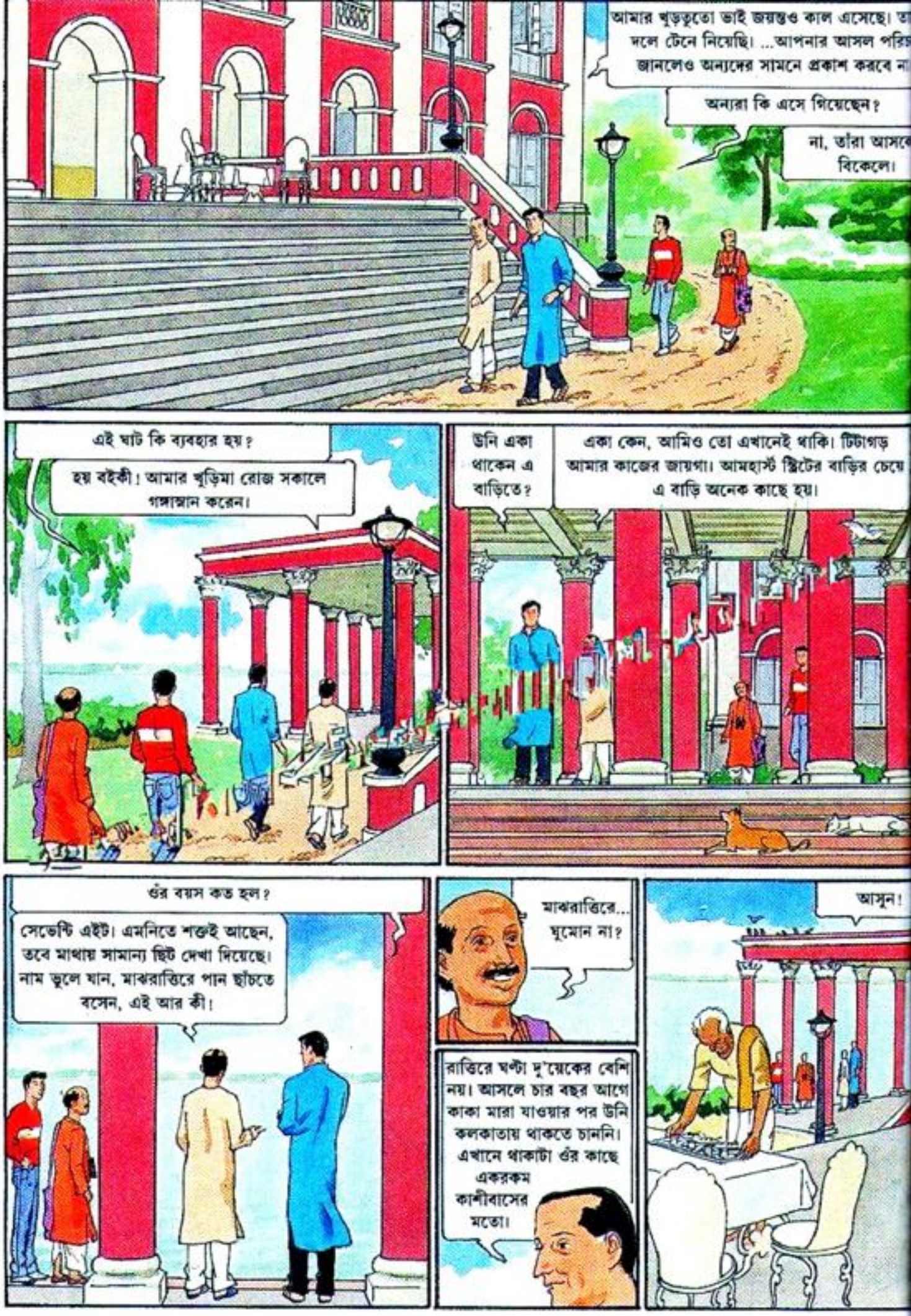
আমার খুড়তুতো ভাই জয়ন্তও কাল এসেছে। তা
দলে টেনে নিয়েছি। ...আপনার আসল পরি
জানলেও অন্যদের সামনে প্রকাশ করবে না
অন্যরা কি এসে গিয়েছেন?
না, তাঁরা আসলে
বিকেলে।
এই ঘাট কি ব্যবহার হয়?
হয় বইকী! আমার খুড়িমা রোজ সকালে গঙ্গাস্নান করেন।
উনি একা থাকেন এ বাড়িতে?
একা কেন, আমিও তো এখানেই থাকি। টিটাগড় আমার কাজের জায়গা। আমহার্স্ট স্ট্রিটের বাড়ির চেয়ে এ বাড়ি অনেক কাছে হয়।
ওঁর বয়স কত হল?
সেভেন্টি এইট। এমনিতে শক্তই আছেন, তবে মাথায় সামান্য ছিট দেখা দিয়েছে। নাম ভুলে যান, মাঝরাত্তিরে পান ছাঁচতে বসেন, এই আর কী!
মাঝরাত্তিরে... ঘুমোন না?
রাত্তিরে ঘণ্টা দু'য়েকের বেশি নয়। আসলে চার বছর আগে কাকা মারা যাওয়ার পর উনি কলকাতায় থাকতে চাননি। এখানে থাকাটা ওঁর কাছে একরকম কাশীবাসের মতো।
আসুন!

আমাদের দু'টো পরিচয়ই ত জানেন। এবার আপনাদের আসল পরিচয়টা পেলে ভাল হত।
নিশ্চয়ই। আপনাকে ডেকেছি ত সব বলার জন্যই? না হলে আপনি কাজ করবেন কী করে?
হলাম ব্যবসাদার। বুঝতেই পারছেন। এত বড় ড়ি যখন মেনটেন করছি, তখন ব্যবসা আমার মোটামুটি ভালই চলে।
আপনার কি বংশানুক্রমিক ব্যবসা?
, এ বাড়ি তৈরি করেন আমার প্রপিতামহ বনোয়ারিলাল চৌধুরী।
অর্থাৎ যাঁর জীবনী লিখতে যাচ্ছি আমি?
এগ্‌জাক্টলি! তিনি ছিলেন রামপুরের ব্যারিস্টার। অগাধ পয়সা করে শেষ বয়সে কলকাতায় চলে আসেন... এসে এই বাড়িটা তৈরি করেন।
ঠাকুরদাও ব্যারিস্টার ছিলেন, তবে তাঁর পসার ভাল ছিল না। তার দু'টো কারণ, জুয়া আর মদ। বাড়িতে বনোয়ারিলালের কিছু মূল্যবান সম্পত্তি ছিল, সেগুলোর কথায় পরে আসছি। তার কিছু আমার ঠাকুরদা বিক্রি করে দেন। ব্যবসা শুরু করেন আমার বাবা। আর তার ফলে বংশের ভিত খানিকটা মজবুত হয়! তারপর আমি।

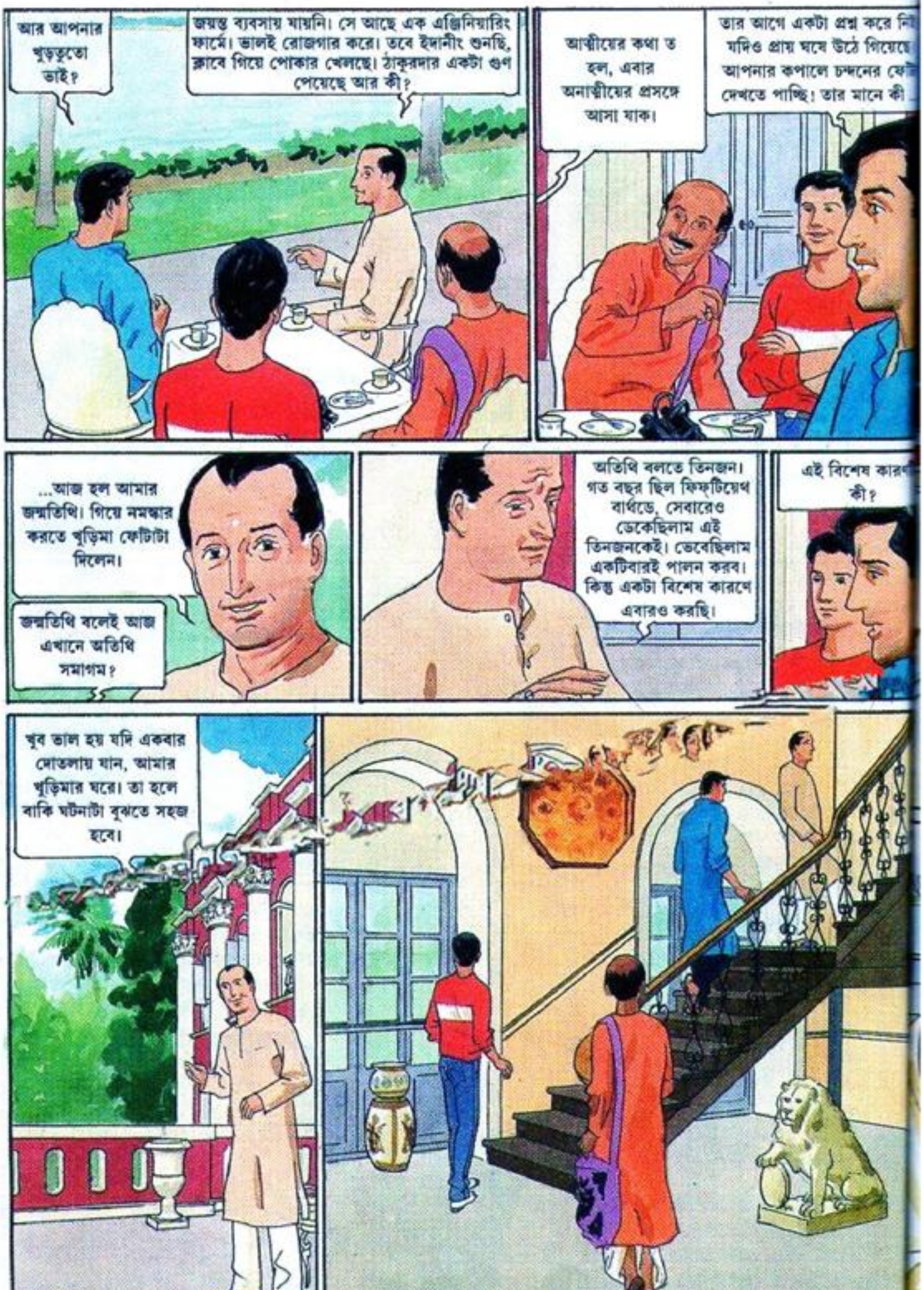
আর আপনার খুড়তুতো ভাই?
জয়ন্ত ব্যবসায় যায়নি। সে আছে এক এঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে। ভালই রোজগার করে। তবে ইদানীং শুনছি, ক্লাবে গিয়ে পোকার খেলছে। ঠাকুরদার একটা গুণ পেয়েছে আর কী?
আত্মীয়ের কথা ত হল, এবার অনাত্মীয়ের প্রসঙ্গে আসা যাক।
তার আগে একটা প্রশ্ন করে নি যদিও প্রায় ঘষে উঠে গিয়েছে আপনার কপালে চন্দনের ফোঁ দেখতে পাচ্ছি! তার মানে কী
...আজ হল আমার জন্মতিথি। গিয়ে নমস্কার করতে খুড়িমা ফোঁটাটা দিলেন।
জন্মতিথি বলেই আজ এখানে অতিথি সমাগম?
অতিথি বলতে তিনজন। গত বছর ছিল ফিফ্‌টিয়েথ বার্থডে, সেবারেও ডেকেছিলাম এই তিনজনকেই। ভেবেছিলাম একটিবারই পালন করব। কিন্তু একটা বিশেষ কারণে এবারও করছি।
এই বিশেষ কারণ কী?
খুব ভাল হয় যদি একবার দোতলায় যান, আমার খুড়িমার ঘরে। তা হলে বাকি ঘটনাটা বুঝতে সহজ হবে।

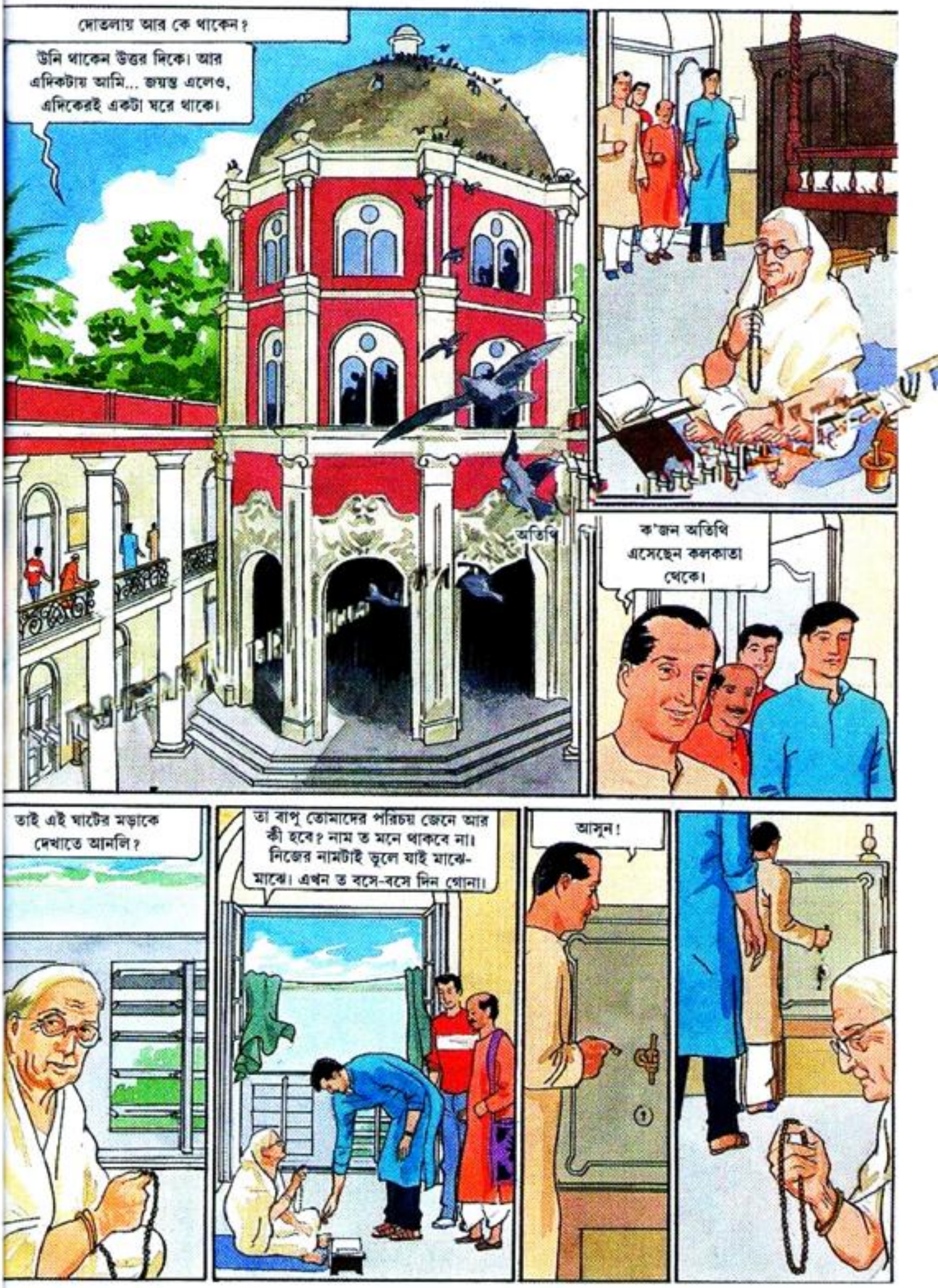
দোতলায় আর কে থাকেন?
উনি থাকেন উত্তর দিকে। আর এদিকটায় আমি... জয়ন্ত এলেও, এদিকেরই একটা ঘরে থাকে।
অতিথি
ক'জন অতিথি এসেছেন কলকাতা থেকে।
তাই এই ঘাটের মড়াকে দেখাতে আনলি?
তা বাপু তোমাদের পরিচয় জেনে আর কী হবে? নাম ত মনে থাকবে না। নিজের নামটাই ভুলে যাই মাঝে-মাঝে। এখন ত বসে-বসে দিন গোনা।
আসুন!

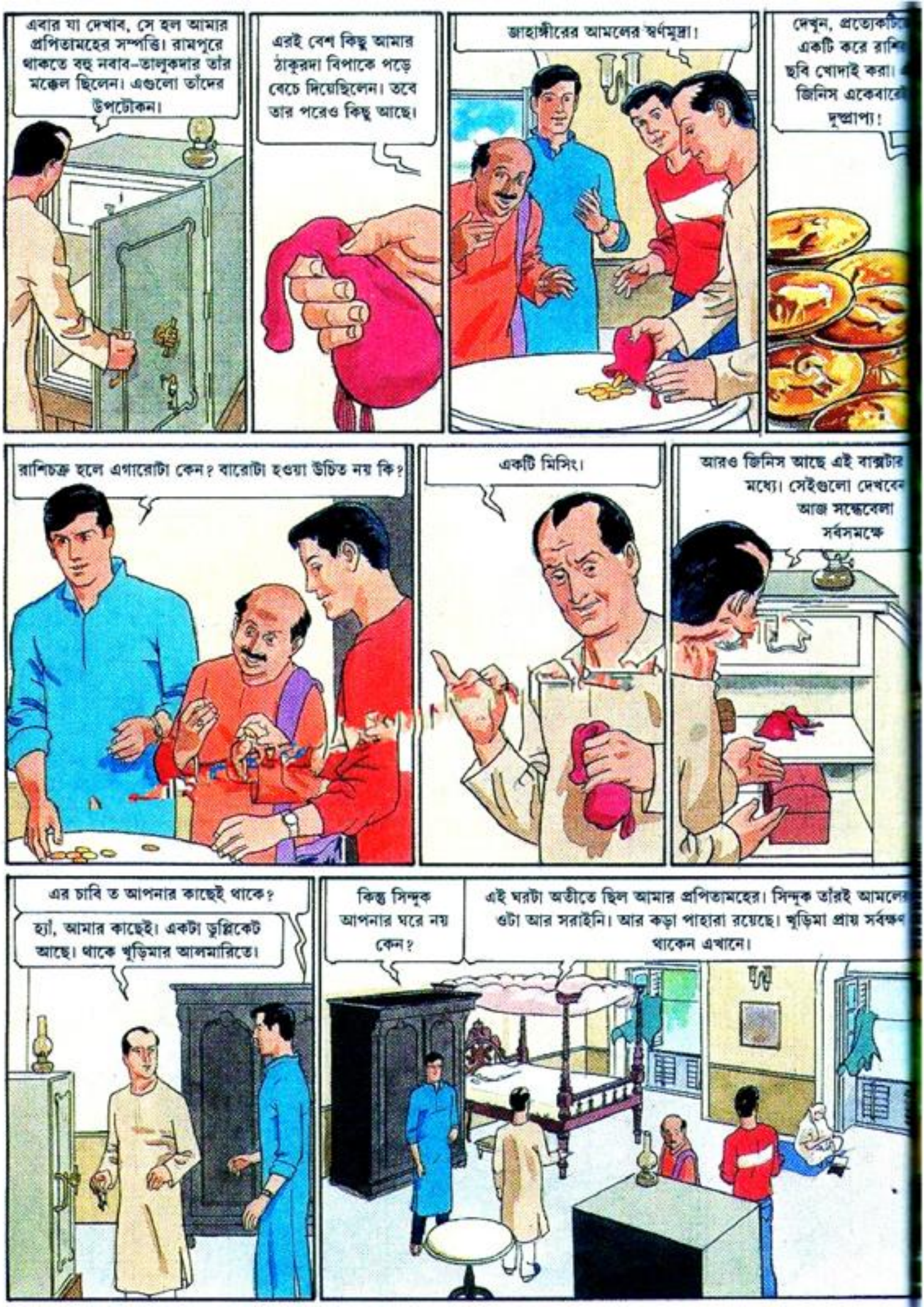
এবার যা দেখাব, সে হল আমার প্রপিতামহের সম্পত্তি। রামপুরে থাকতে বহু নবাব-তালুকদার তাঁর মক্কেল ছিলেন। এগুলো তাঁদের উপঢৌকন।
এরই বেশ কিছু আমার ঠাকুরদা বিপাকে পড়ে বেচে দিয়েছিলেন। তবে তার পরেও কিছু আছে।
জাহাঙ্গীরের আমলের স্বর্ণমুদ্রা।
দেখুন, প্রত্যেকটি একটি করে রাশি ছবি খোদাই করা। জিনিস একেবারে দুষ্প্রাপ্য!
রাশিচক্র হলে এগারোটা কেন? বারোটা হওয়া উচিত নয় কি?
একটি মিসিং।
আরও জিনিস আছে এই বাক্সটার মধ্যে। সেইগুলো দেখবেন আজ সন্ধেবেলা সর্বসমক্ষে
এর চাবি ত আপনার কাছেই থাকে?
হ্যাঁ, আমার কাছেই। একটা ডুপ্লিকেট আছে। থাকে খুড়িমার আলমারিতে।
কিন্তু সিন্দুক আপনার ঘরে নয় কেন?
এই ঘরটা অতীতে ছিল আমার প্রপিতামহের। সিন্দুক তাঁরই আমলের ওটা আর সরাইনি। আর কড়া পাহারা রয়েছে। খুড়িমা প্রায় সর্বক্ষণ থাকেন এখানে।

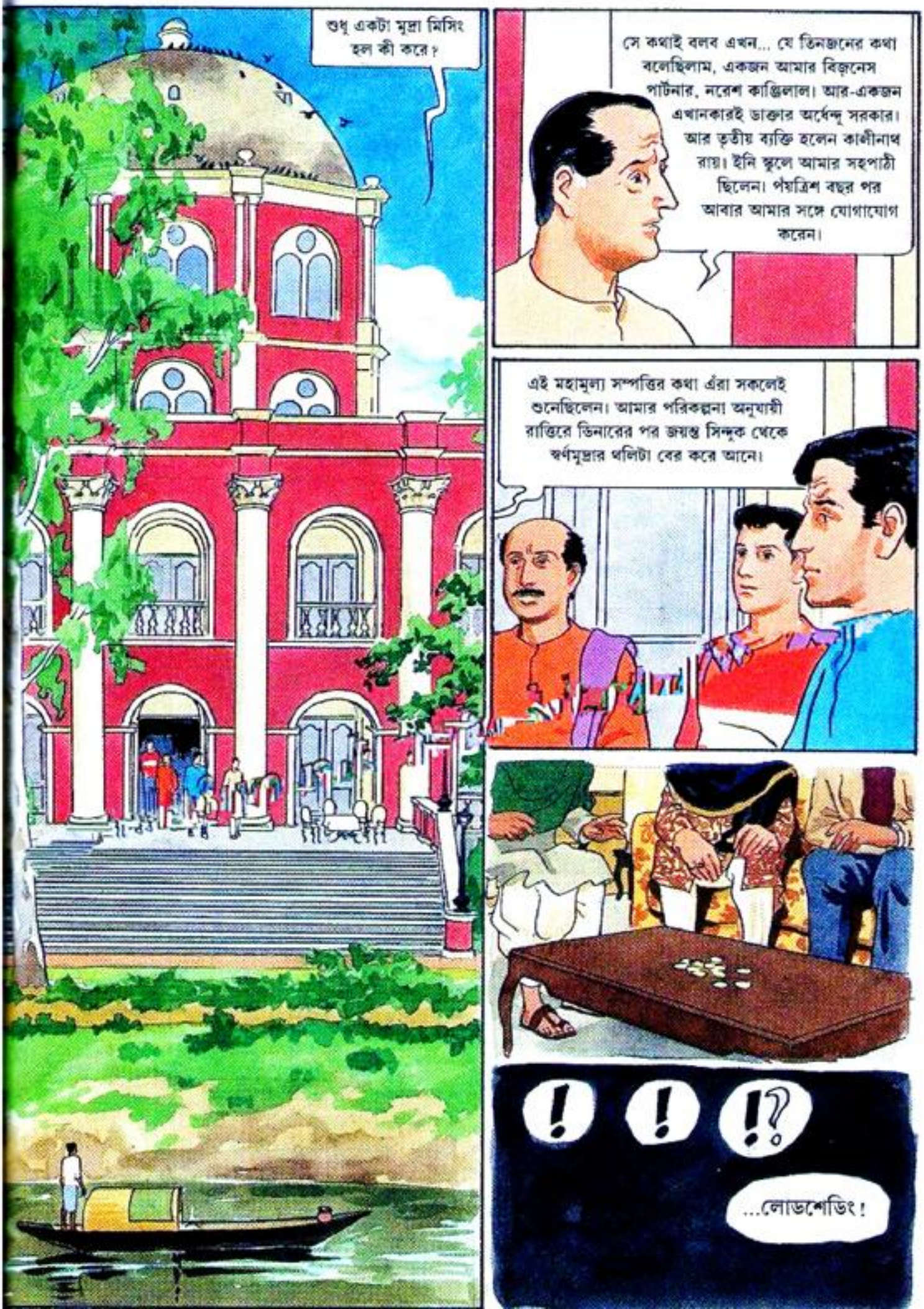
শুধু একটা মুদ্রা মিসিং হল কী করে?
সে কথাই বলব এখন... যে তিনজনের কথা বলেছিলাম, একজন আমার বিজ়নেস পার্টনার, নরেশ কাঞ্জিলাল। আর-একজন এখানকারই ডাক্তার অর্ধেন্দু সরকার। আর তৃতীয় ব্যক্তি হলেন কালীনাথ রায়। ইনি স্কুলে আমার সহপাঠী ছিলেন। পঁয়ত্রিশ বছর পর আবার আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন।
এই মহামূল্য সম্পত্তির কথা এঁরা সকলেই শুনেছিলেন। আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী রাত্তিরে ডিনারের পর জয়ন্ত সিন্দুক থেকে স্বর্ণমুদ্রার থলিটা বের করে আনে।
!
!
!?
...লোডশেডিং!

অনন্ত দু' মিনিটের মধ্যেই মোমবাতি নিয়ে এল।
পরদিন সকলে চলে যাওয়ার পর মনে একটা খটকা লাগতে খুলে দেখি, কর্কট রাশির মুদ্রাটি নেই।

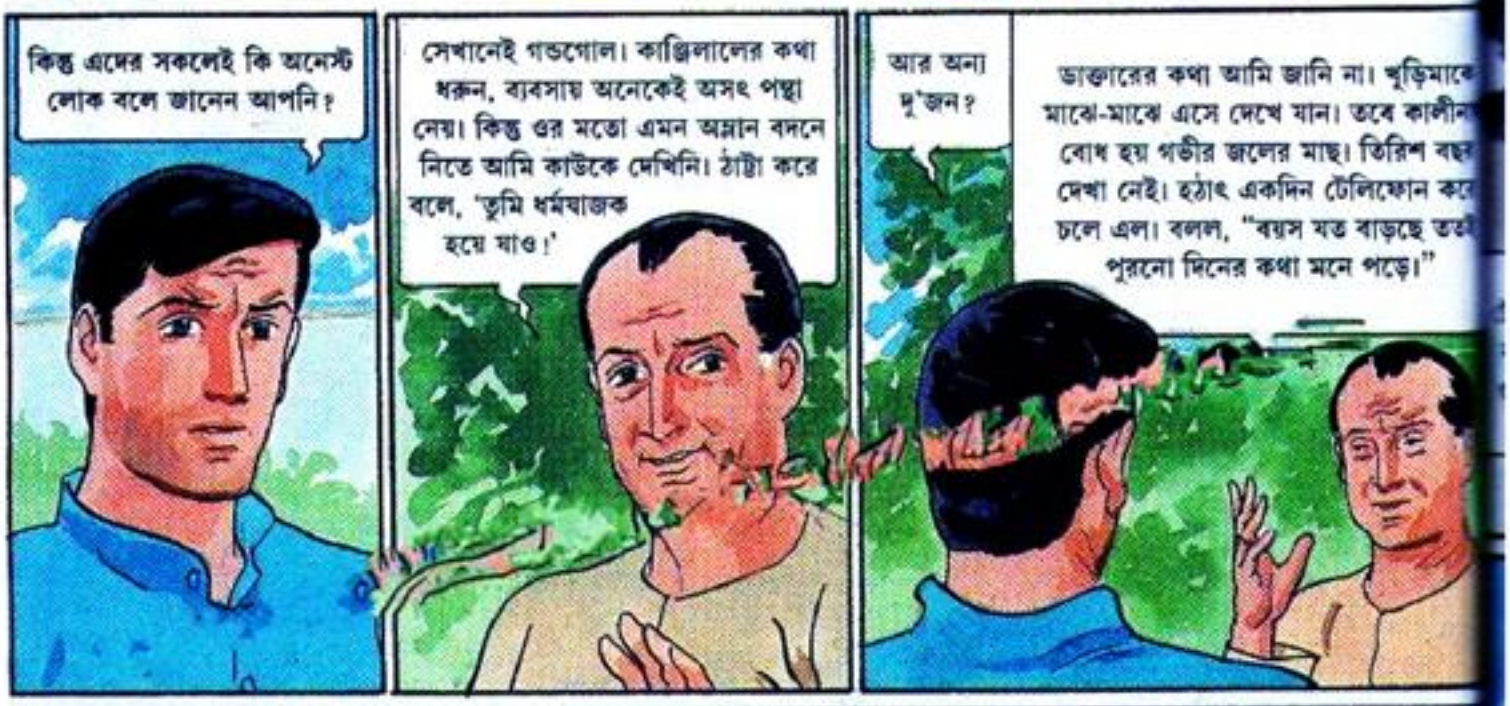
কিন্তু এদের সকলেই কি অনেস্ট লোক বলে জানেন আপনি?
সেখানেই গন্ডগোল। কাঞ্জিলালের কথা ধরুন, ব্যবসায় অনেকেই অসৎ পন্থা নেয়। কিন্তু ওর মতো এমন অম্লান বদনে নিতে আমি কাউকে দেখিনি। ঠাট্টা করে বলে, 'তুমি ধর্মযাজক হয়ে যাও!'
আর অন্য দু'জন?
ডাক্তারের কথা আমি জানি না। খুড়িমাকে মাঝে-মাঝে এসে দেখে যান। তবে কালীন বোধ হয় গভীর জলের মাছ। তিরিশ বছর দেখা নেই। হঠাৎ একদিন টেলিফোন করে চলে এল। বলল, "বয়স যত বাড়ছে তত পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে।"

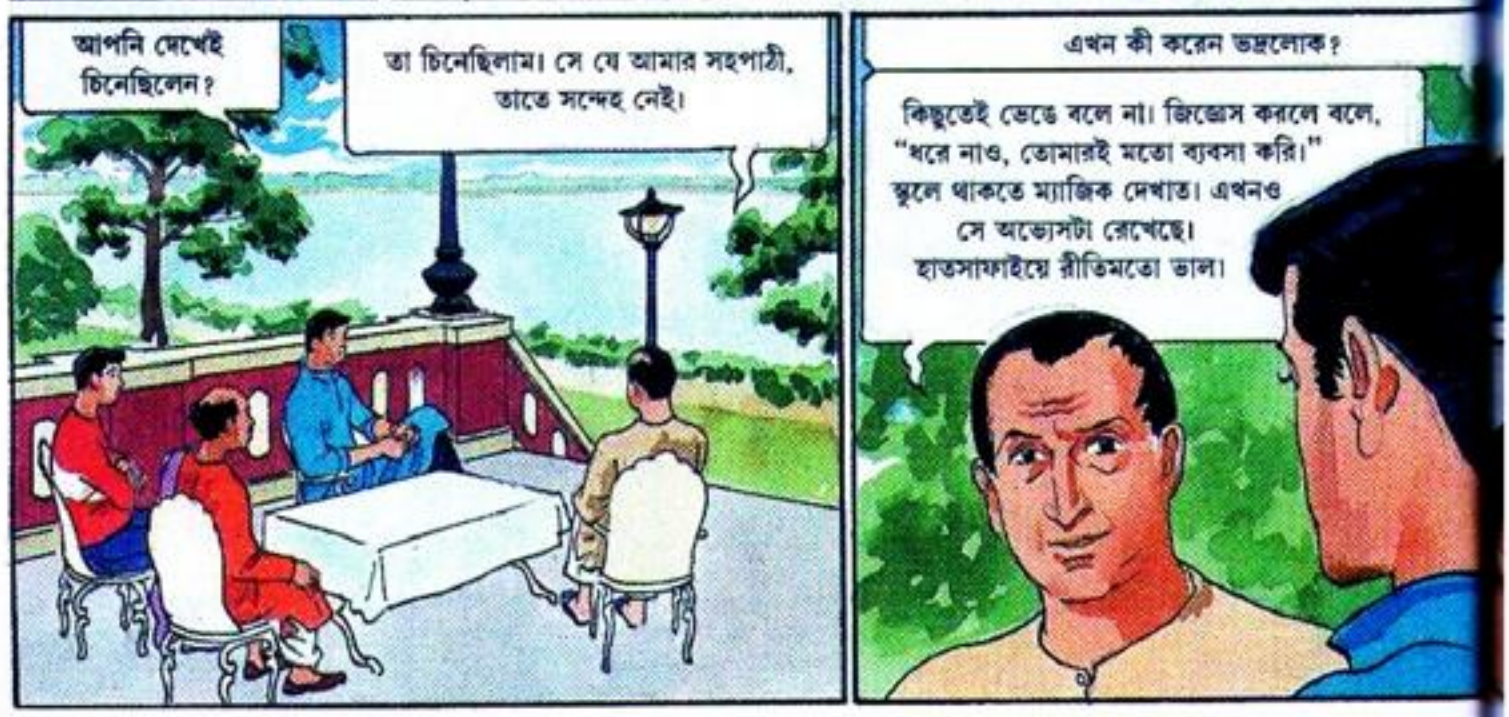
আপনি দেখেই চিনেছিলেন?
তা চিনেছিলাম। সে যে আমার সহপাঠী, তাতে সন্দেহ নেই।
এখন কী করেন ভদ্রলোক?
কিছুতেই ভেঙে বলে না। জিজ্ঞেস করলে বলে, "ধরে নাও, তোমারই মতো ব্যবসা করি।" স্কুলে থাকতে ম্যাজিক দেখাত। এখনও সে অভ্যেসটা রেখেছে। হাতসাফাইয়ে রীতিমতো ভাল।

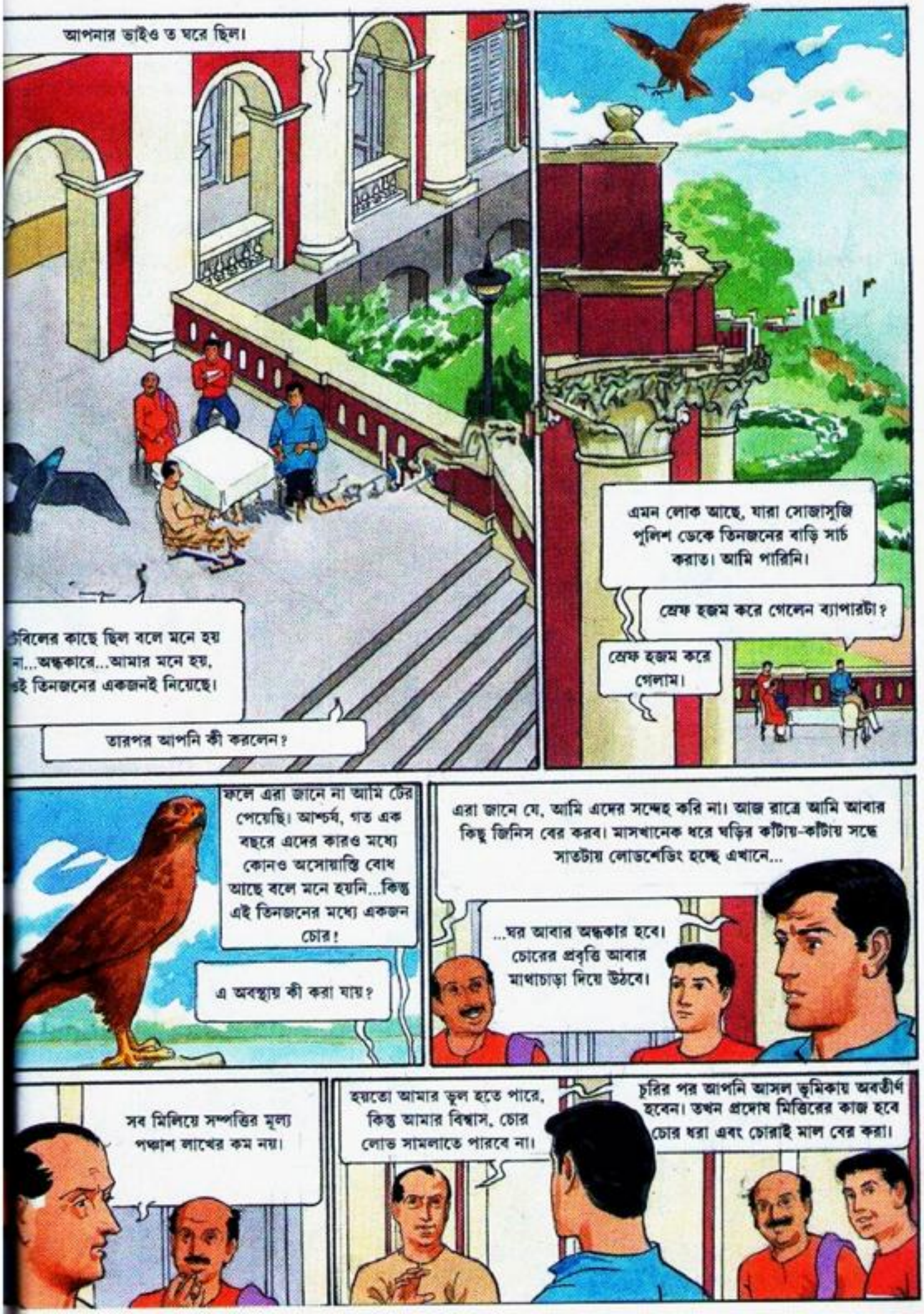
আপনার ভাইও ত ঘরে ছিল।
ক্রবিলের কাছে ছিল বলে মনে হয় না...অন্ধকারে...আমার মনে হয়, ওই তিনজনের একজনই নিয়েছে।
তারপর আপনি কী করলেন?
এমন লোক আছে, যারা সোজাসুজি পুলিশ ডেকে তিনজনের বাড়ি সার্চ করাত। আমি পারিনি।
স্রেফ হজম করে গেলেন ব্যাপারটা?
স্রেফ হজম করে গেলাম।
ফলে এরা জানে না আমি টের পেয়েছি। আশ্চর্য, গত এক বছরে এদের কারও মধ্যে কোনও অসোয়াস্তি বোধ আছে বলে মনে হয়নি...কিন্তু এই তিনজনের মধ্যে একজন চোর!
এ অবস্থায় কী করা যায়?
এরা জানে যে, আমি এদের সন্দেহ করি না। আজ রাত্রে আমি আবার কিছু জিনিস বের করব। মাসখানেক ধরে ঘড়ির কাঁটায়-কাঁটায় সন্ধে সাতটায় লোডশেডিং হচ্ছে এখানে...
...ঘর আবার অন্ধকার হবে। চোরের প্রবৃত্তি আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে।
সব মিলিয়ে সম্পত্তির মূল্য পঞ্চাশ লাখের কম নয়।
হয়তো আমার ভুল হতে পারে, কিন্তু আমার বিশ্বাস, চোর লোভ সামলাতে পারবে না।
চুরির পর আপনি আসল ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন। তখন প্রদোষ মিত্তিরের কাজ হবে চোর ধরা এবং চোরাই মাল বের করা।

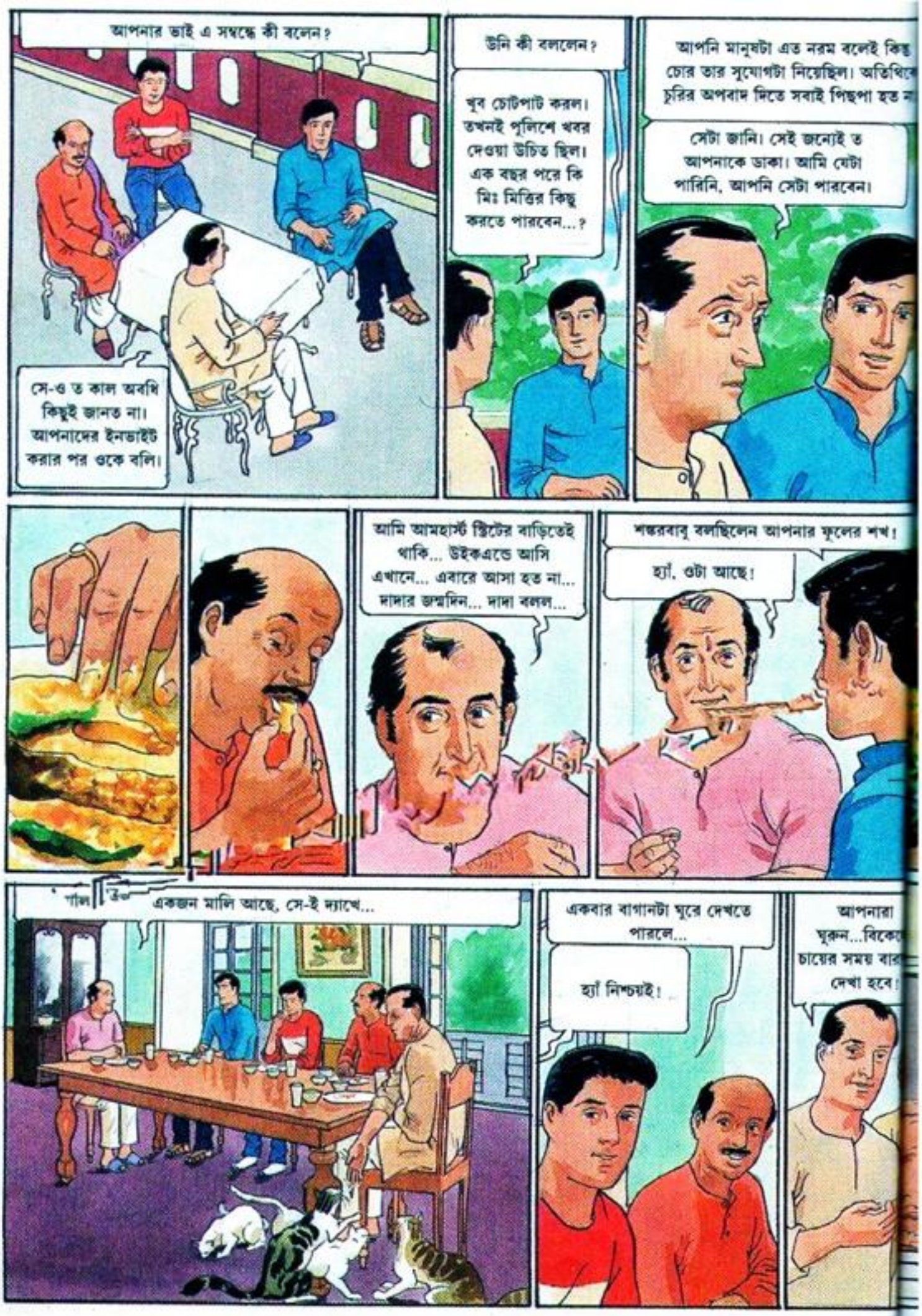
আপনার ভাই এ সম্বন্ধে কী বলেন?
সে-ও ত কাল অবধি কিছুই জানত না। আপনাদের ইনভাইট করার পর ওকে বলি।
উনি কী বললেন?
খুব চোটপাট করল। তখনই পুলিশে খবর দেওয়া উচিত ছিল। এক বছর পরে কি মিঃ মিত্তির কিছু করতে পারবেন...?
আপনি মানুষটা এত নরম বলেই কিন্তু চোর তার সুযোগটা নিয়েছিল। অতিথিকে চুরির অপবাদ দিতে সবাই পিছপা হত না
সেটা জানি। সেই জন্যেই ত আপনাকে ডাকা। আমি যেটা পারিনি, আপনি সেটা পারবেন।
আমি আমহার্স্ট স্ট্রিটের বাড়িতেই থাকি... উইকএন্ডে আসি এখানে... এবারে আসা হত না... দাদার জন্মদিন... দাদা বলল...
শঙ্করবাবু বলছিলেন আপনার ফুলের শখ!
হ্যাঁ, ওটা আছে!
একজন মালি আছে, সে-ই দ্যাখে...
একবার বাগানটা ঘুরে দেখতে পারলে...
হ্যাঁ নিশ্চয়ই!
আপনারা ঘুরুন...বিকেল চায়ের সময় বার দেখা হবে!

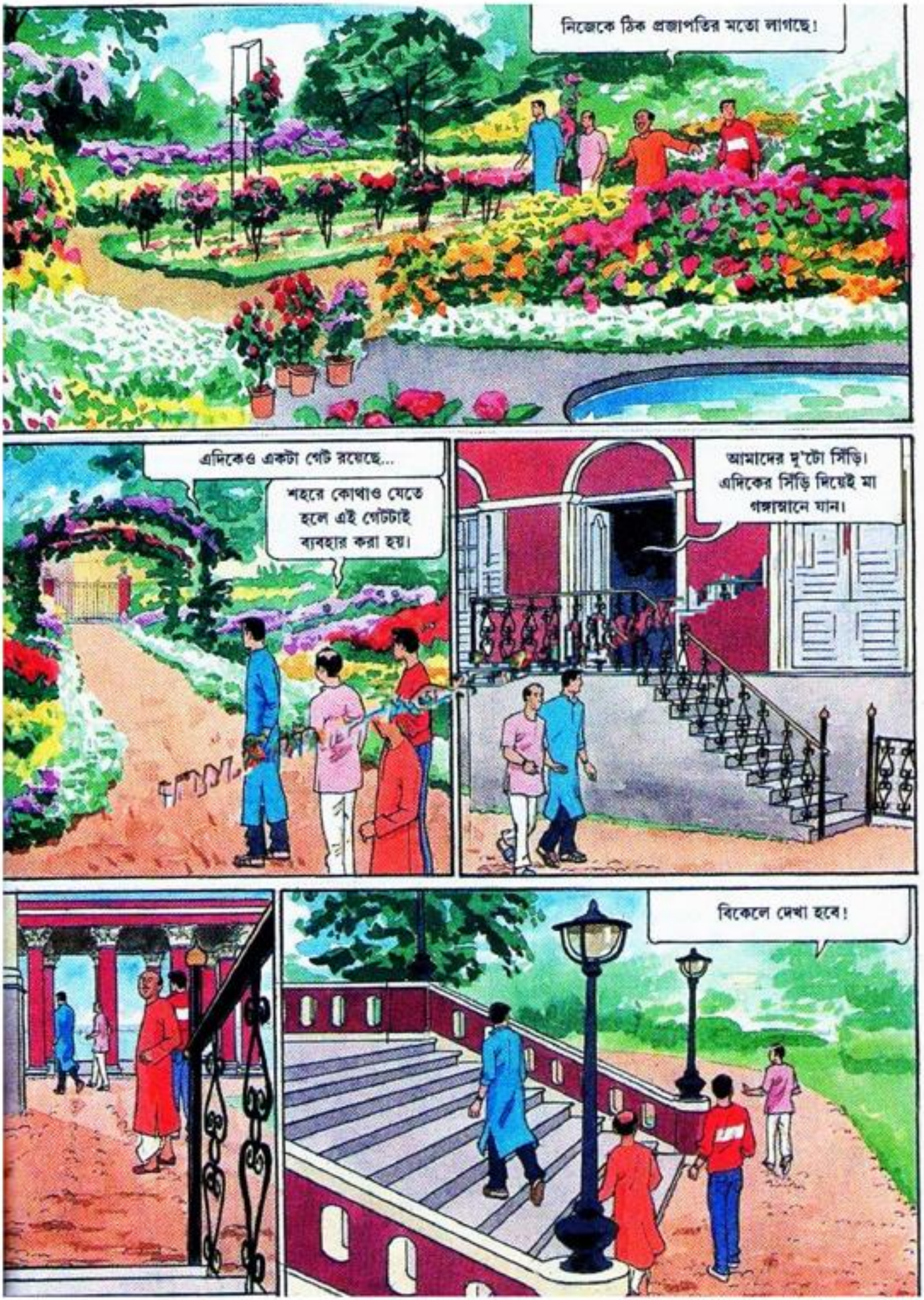
নিজেকে ঠিক প্রজাপতির মতো লাগছে!
এদিকেও একটা গেট রয়েছে...
শহরে কোথাও যেতে হলে এই গেটটাই ব্যবহার করা হয়।
আমাদের দু'টো সিঁড়ি। এদিকের সিঁড়ি দিয়েই মা গঙ্গাস্নানে যান।
বিকেলে দেখা হবে!

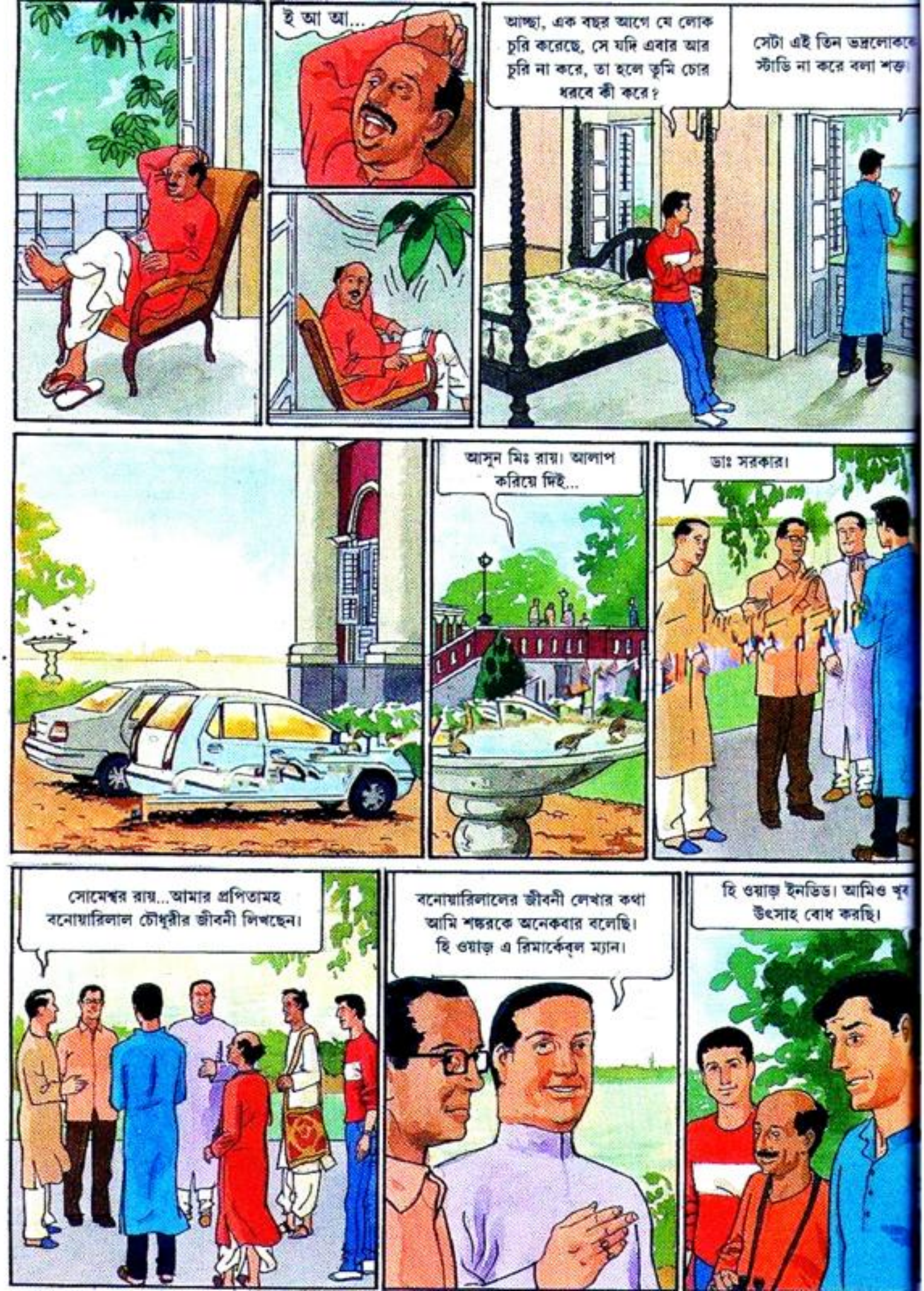
ই আ আ...
আচ্ছা, এক বছর আগে যে লোক চুরি করেছে, সে যদি এবার আর চুরি না করে, তা হলে তুমি চোর ধরবে কী করে?
সেটা এই তিন ভদ্রলোকে স্টাডি না করে বলা শক্ত।
আসুন মিঃ রায়। আলাপ করিয়ে দিই...
ডাঃ সরকার।
সোমেশ্বর রায়...আমার প্রপিতামহ বনোয়ারিলাল চৌধুরীর জীবনী লিখছেন।
বনোয়ারিলালের জীবনী লেখার কথা আমি শঙ্করকে অনেকবার বলেছি। হি ওয়াজ় এ রিমার্কেব্‌ল ম্যান।
হি ওয়াজ় ইনডিড। আমিও খুব উৎসাহ বোধ করছি।

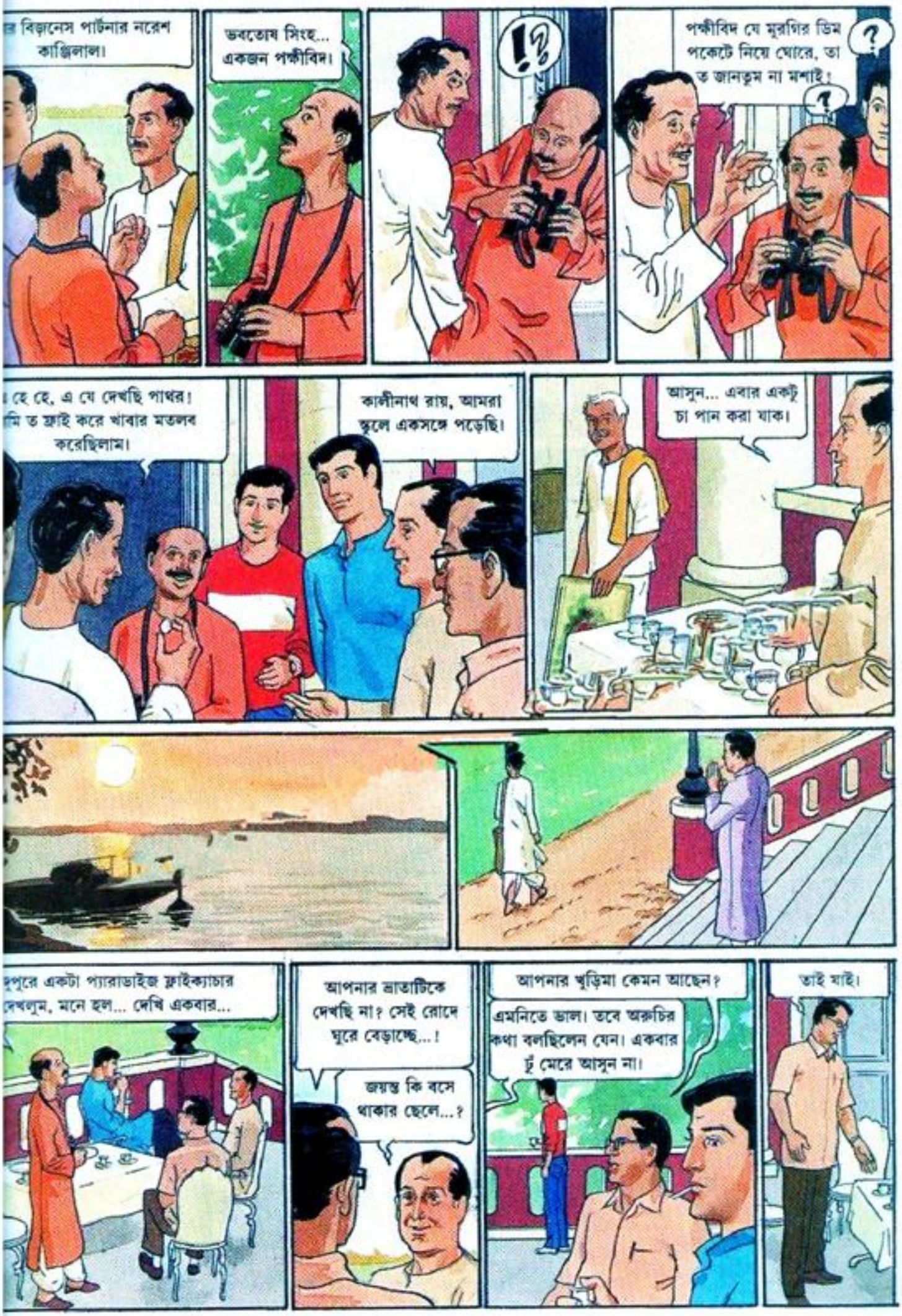
বিজনেস পার্টনার নরেশ কাঞ্জিলাল।
ভবতোষ সিংহ... একজন পক্ষীবিদ।
!?
পক্ষীবিদ যে মুরগির ডিম পকেটে নিয়ে ঘোরে, তা ত জানতুম না মশাই!
?
?
হে হে, এ যে দেখছি পাথর! আমি ত ফ্রাই করে খাবার মতলব করেছিলাম।
কালীনাথ রায়, আমরা স্কুলে একসঙ্গে পড়েছি।
আসুন... এবার একটু চা পান করা যাক।
দুপুরে একটা প্যারাডাইজ ফ্লাইক্যাচার দেখলুম, মনে হল... দেখি একবার...
আপনার ভ্রাতাটিকে দেখছি না? সেই রোদে ঘুরে বেড়াচ্ছে...!
জয়ন্ত কি বসে থাকার ছেলে...?
আপনার খুড়িমা কেমন আছেন?
এমনিতে ভাল। তবে অরুচির কথা বলছিলেন যেন। একবার চুঁ মেরে আসুন না।
তাই যাই।

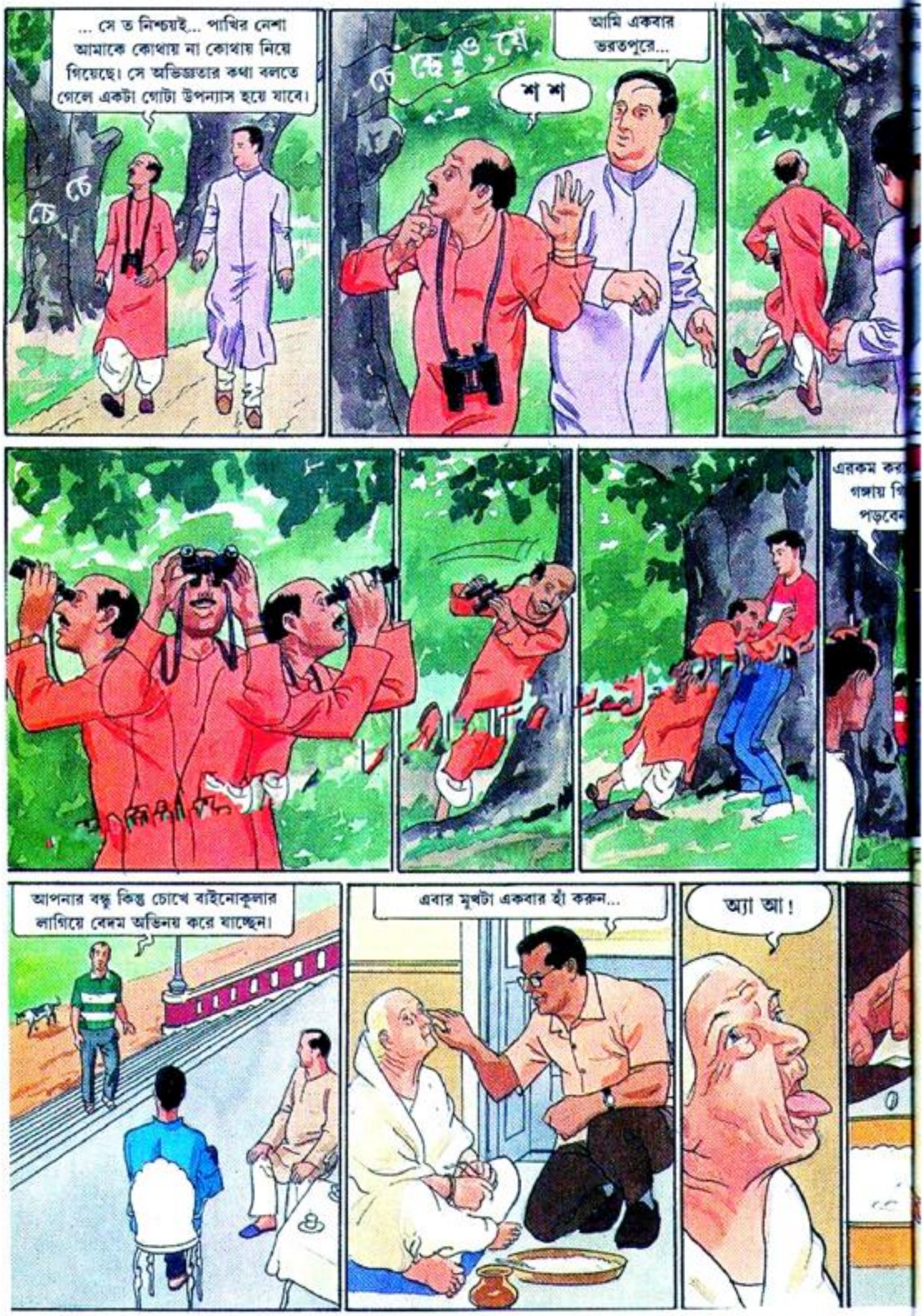
... সে ত নিশ্চয়ই... পাখির নেশা আমাকে কোথায় না কোথায় নিয়ে গিয়েছে। সে অভিজ্ঞতার কথা বলতে গেলে একটা গোটা উপন্যাস হয়ে যাবে।
চে চে চে
আমি একবার ভরতপুরে...
শ শ
চে চে ও য়ে
এরকম কর
গঙ্গায় গি
পড়বেন
আপনার বন্ধু কিন্তু চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে বেদম অভিনয় করে যাচ্ছেন।
এবার মুখটা একবার হাঁ করুন...
অ্যা আ!

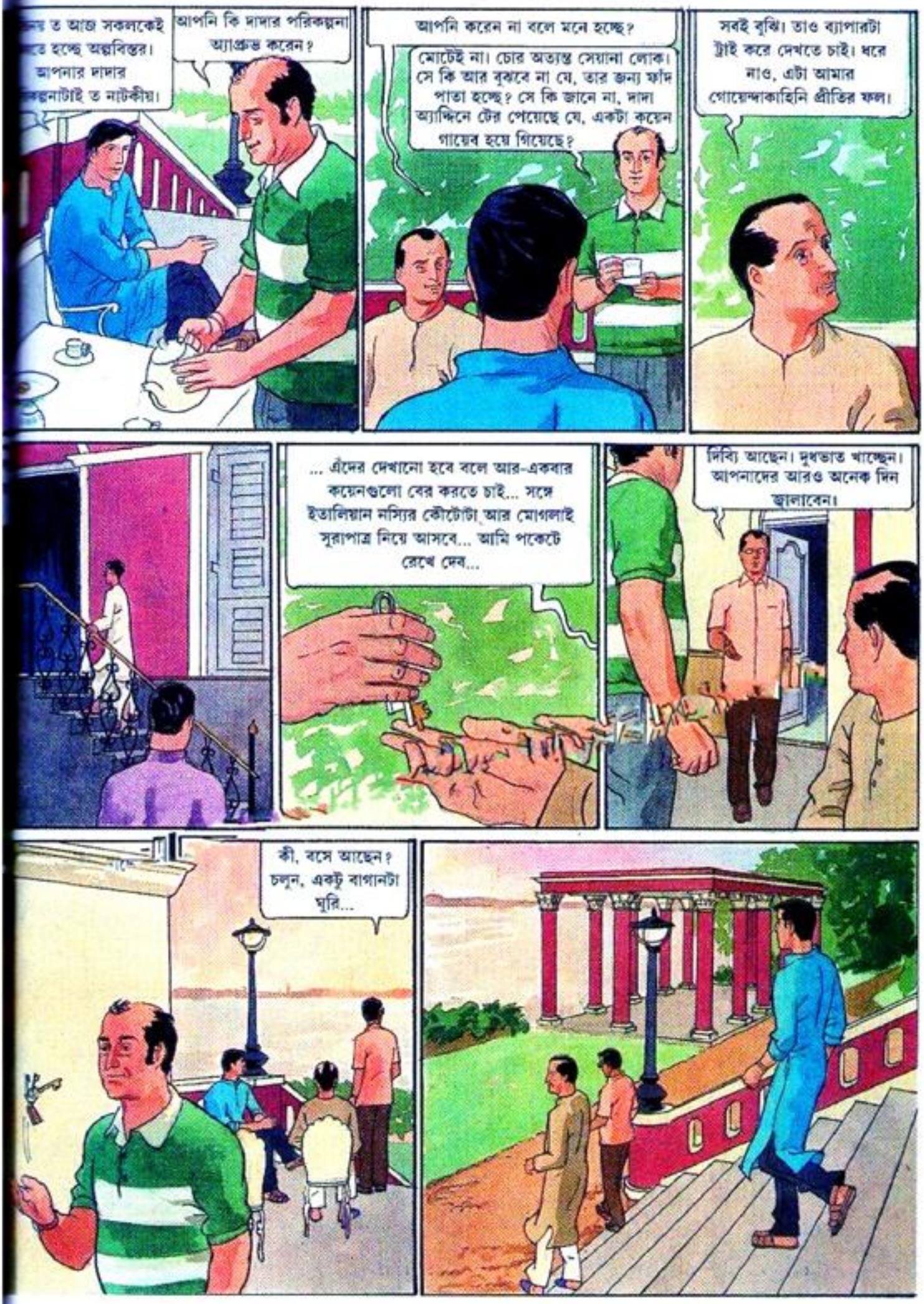
ত আজ সকলকেই তে হচ্ছে অল্পবিস্তর। আপনার দাদার কল্পনাটাই ত নাটকীয়।
আপনি কি দাদার পরিকল্পনা অ্যাক্রস্ড করেন?
আপনি করেন না বলে মনে হচ্ছে?
মোটেই না। চোর অত্যন্ত সেয়ানা লোক। সে কি আর বুঝবে না যে, তার জন্য ফাঁদ পাতা হচ্ছে? সে কি জানে না, দাদা অ্যাদ্দিনে টের পেয়েছে যে, একটা কয়েন গায়েব হয়ে গিয়েছে?
সবই বুঝি। তাও ব্যাপারটা ট্রাই করে দেখতে চাই। ধরে নাও, এটা আমার গোয়েন্দাকাহিনি প্রীতির ফল।
... এঁদের দেখানো হবে বলে আর-একবার কয়েনগুলো বের করতে চাই... সঙ্গে ইতালিয়ান নস্যির কৌটোটা আর মোগলাই সুরাপাত্র নিয়ে আসবে... আমি পকেটে রেখে দেব...
দিব্যি আছেন। দুধভাত খাচ্ছেন। আপনাদের আরও অনেক দিন জ্বালাবেন।
কী, বসে আছেন? চলুন, একটু বাগানটা ঘুরি...

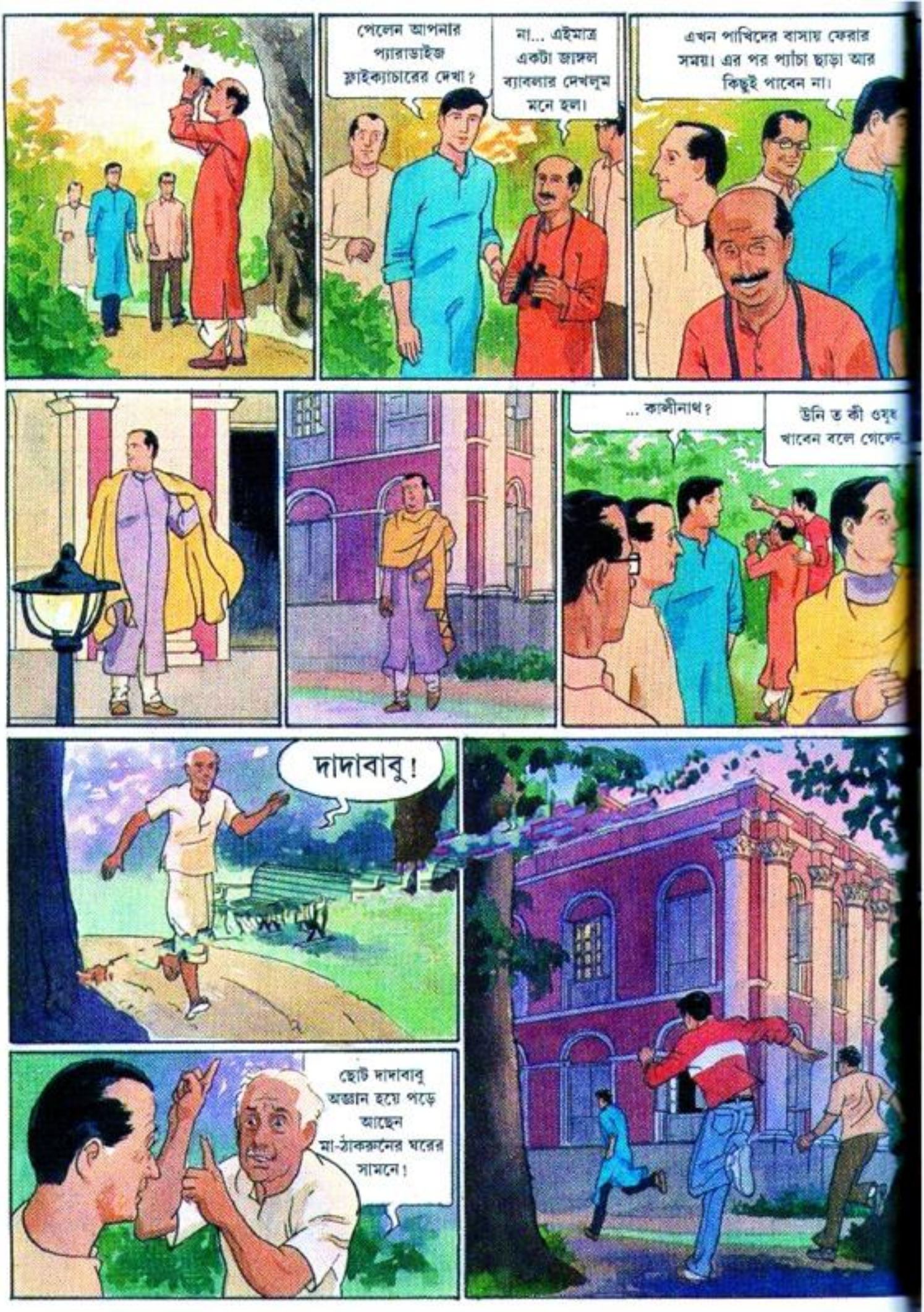
পেলেন আপনার প্যারাডাইজ ফ্লাইক্যাচারের দেখা?
না... এইমাত্র একটা জাঙ্গল ব্যাবলার দেখলুম মনে হল।
এখন পাখিদের বাসায় ফেরার সময়। এর পর প্যাঁচা ছাড়া আর কিছুই পাবেন না।
... কালীনাথ?
উনি ত কী ওষুধ খাবেন বলে গেলেন
দাদাবাবু!
ছোট দাদাবাবু অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন মা-ঠাকরুনের ঘরের সামনে!

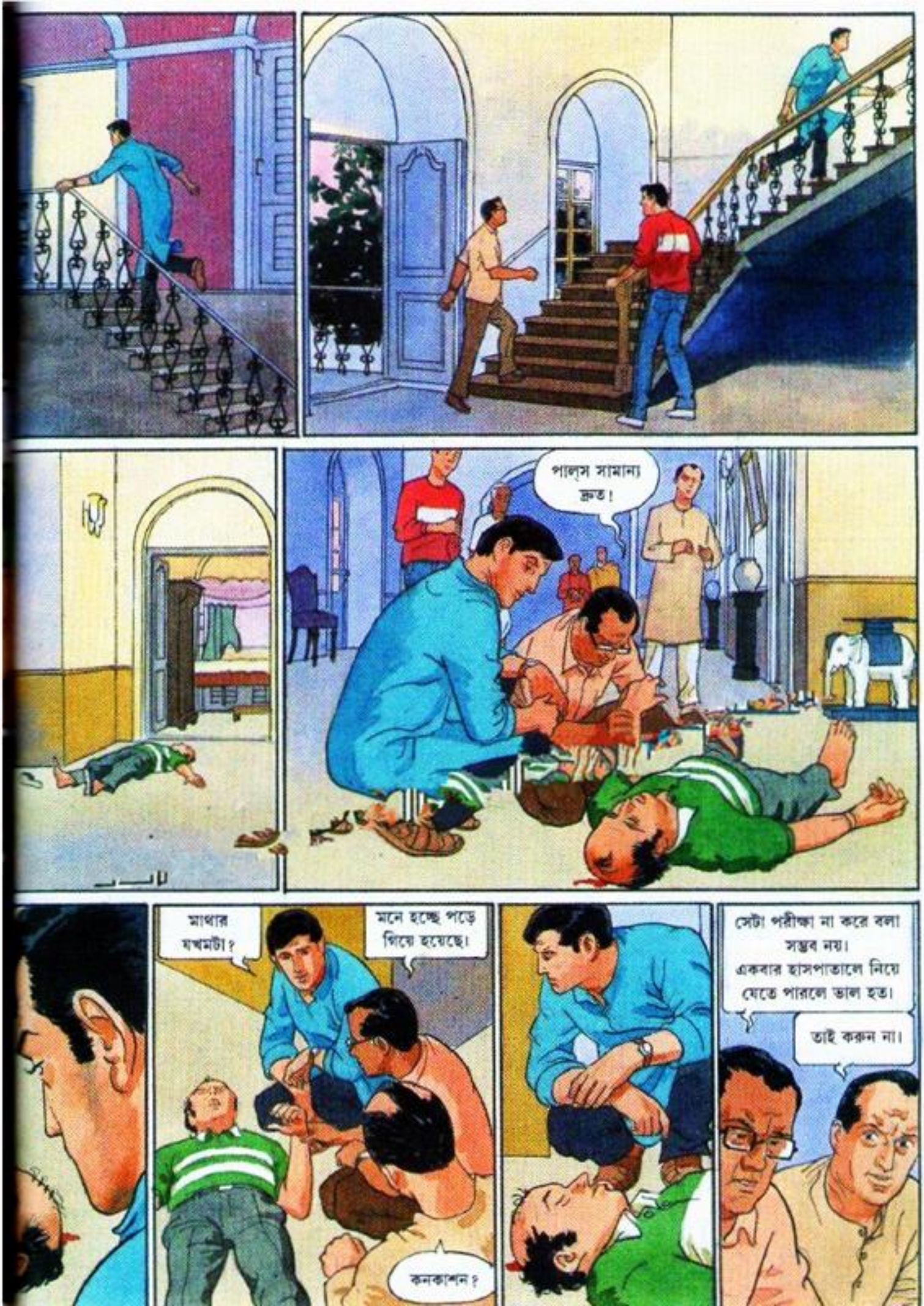
পাল্‌স সামান্য দ্রুত!
মাথার মধ্যমটা?
মনে হচ্ছে পড়ে গিয়ে হয়েছে।
কনকাশন?
সেটা পরীক্ষা না করে বলা সম্ভব নয়। একবার হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারলে ভাল হত।
তাই করুন না।

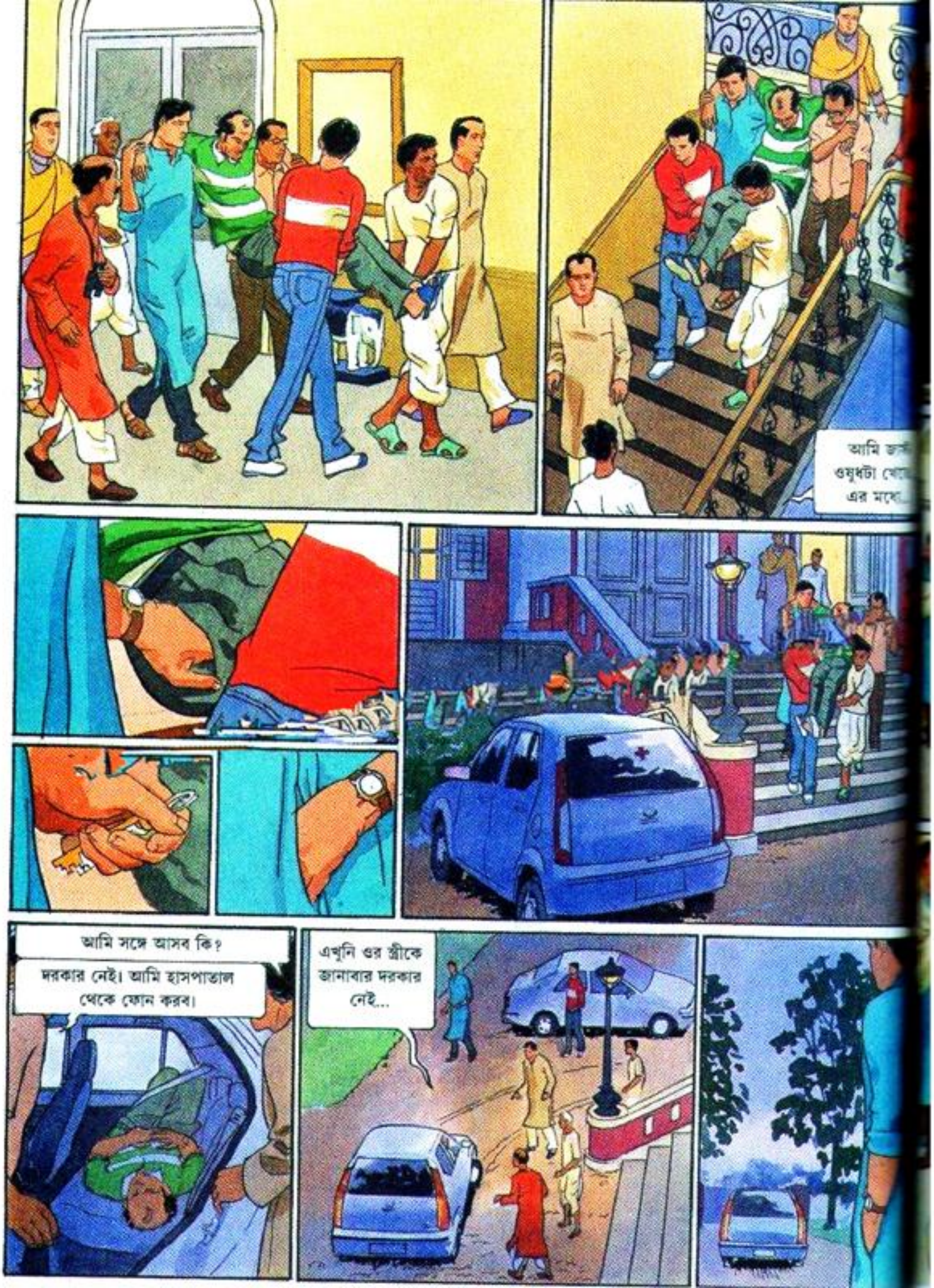
আমি ভর্তি
ওষুধটা খো
এর মধ্যে
আমি সঙ্গে আসব কি?
দরকার নেই। আমি হাসপাতাল থেকে ফোন করব।
এখুনি ওর স্ত্রীকে জানাবার দরকার নেই...

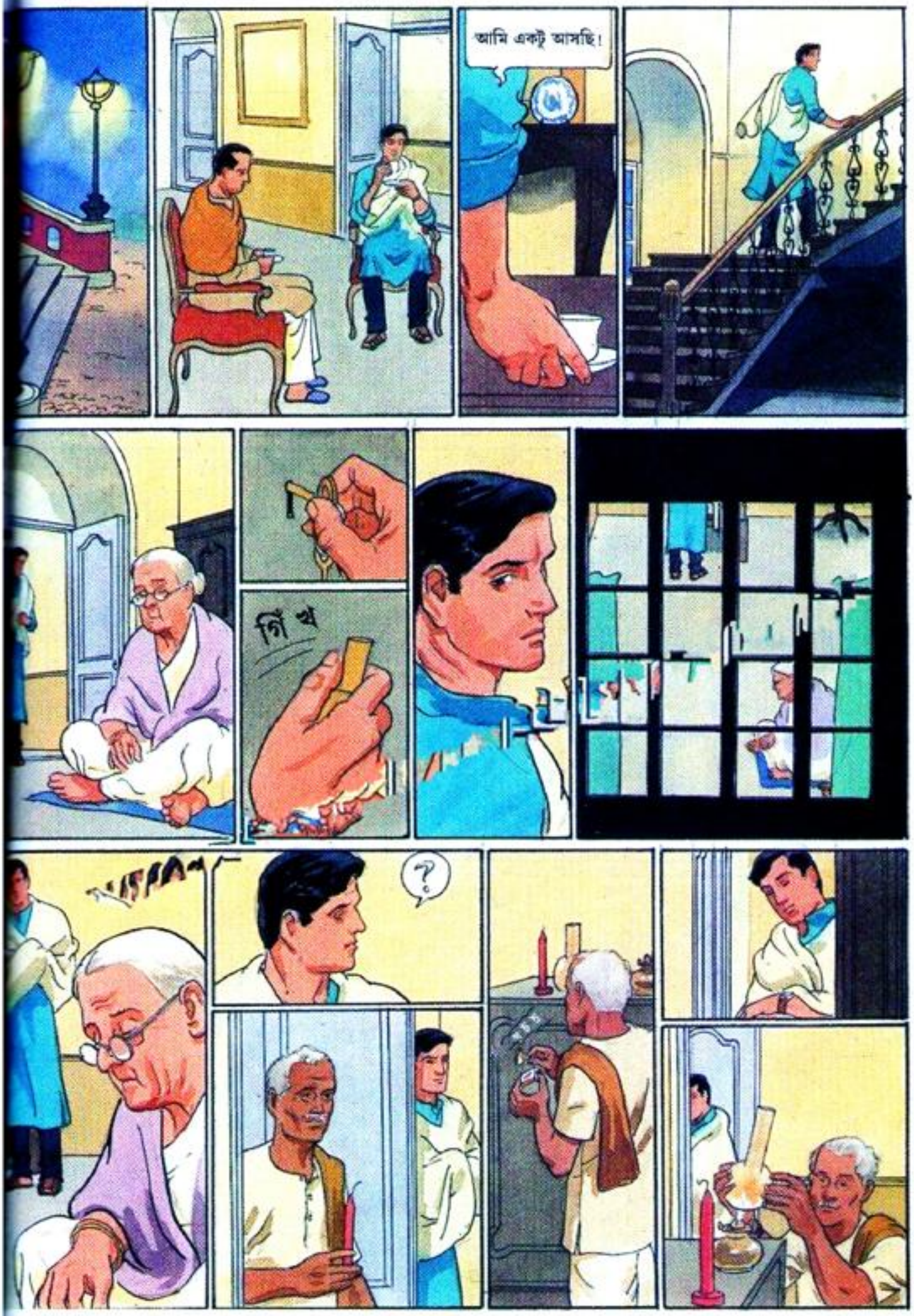
আমি একটু আসছি!
গিঁ খ
?

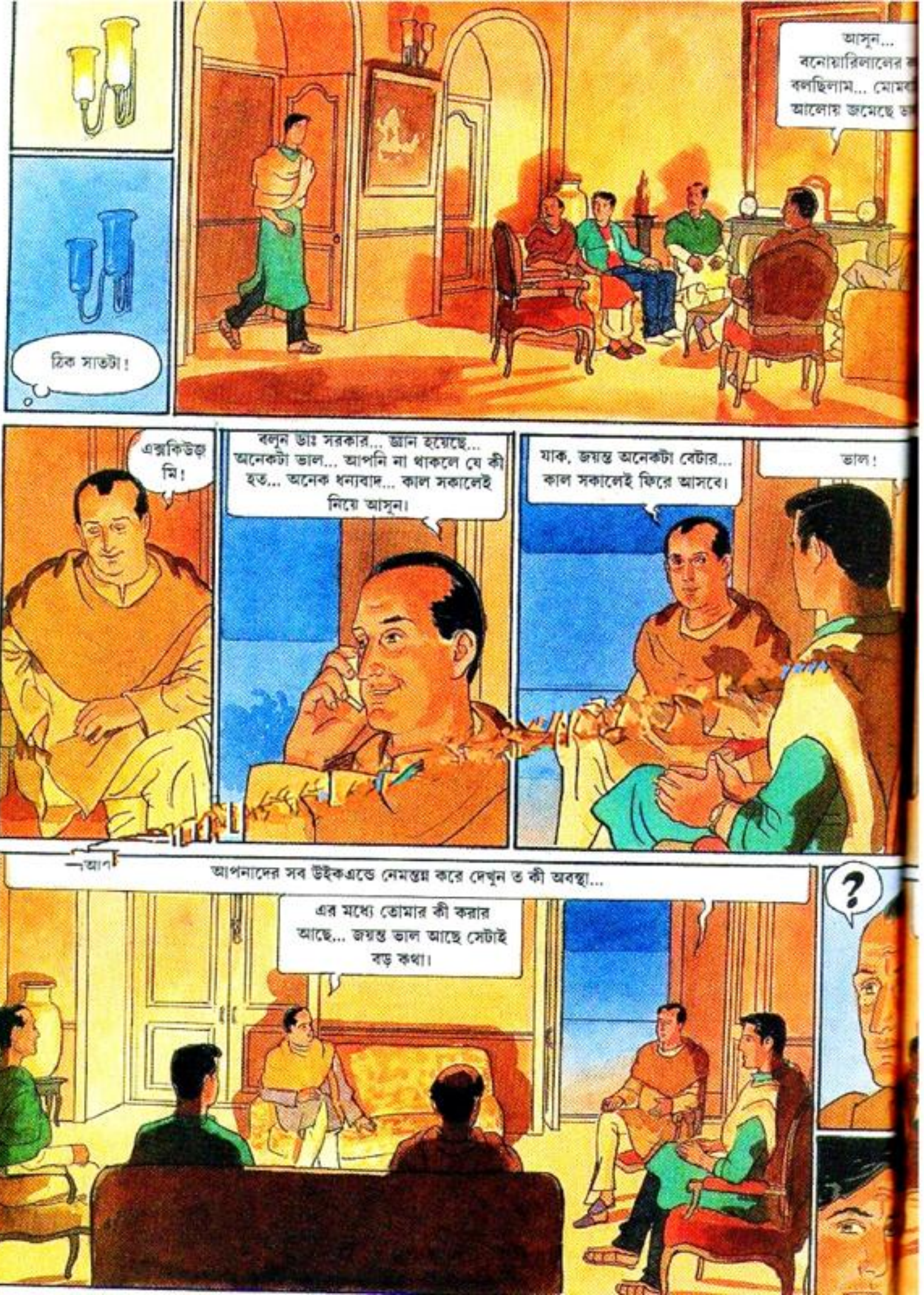
ঠিক সাতটা!
আসুন... বনোয়ারিলালের ব
বলছিলাম... মোমব
আলোয় জমেছে জ
এক্সকিউজ মি!
বলুন ডাঃ সরকার... জ্ঞান হয়েছে... অনেকটা ভাল... আপনি না থাকলে যে কী হত... অনেক ধন্যবাদ... কাল সকালেই নিয়ে আসুন।
যাক, জয়ন্ত অনেকটা বেটার... কাল সকালেই ফিরে আসবে।
ভাল!
আপনাদের সব উইকএন্ডে নেমন্তন্ন করে দেখুন ত কী অবস্থা...
এর মধ্যে তোমার কী করার আছে... জয়ন্ত ভাল আছে সেটাই বড় কথা।
?

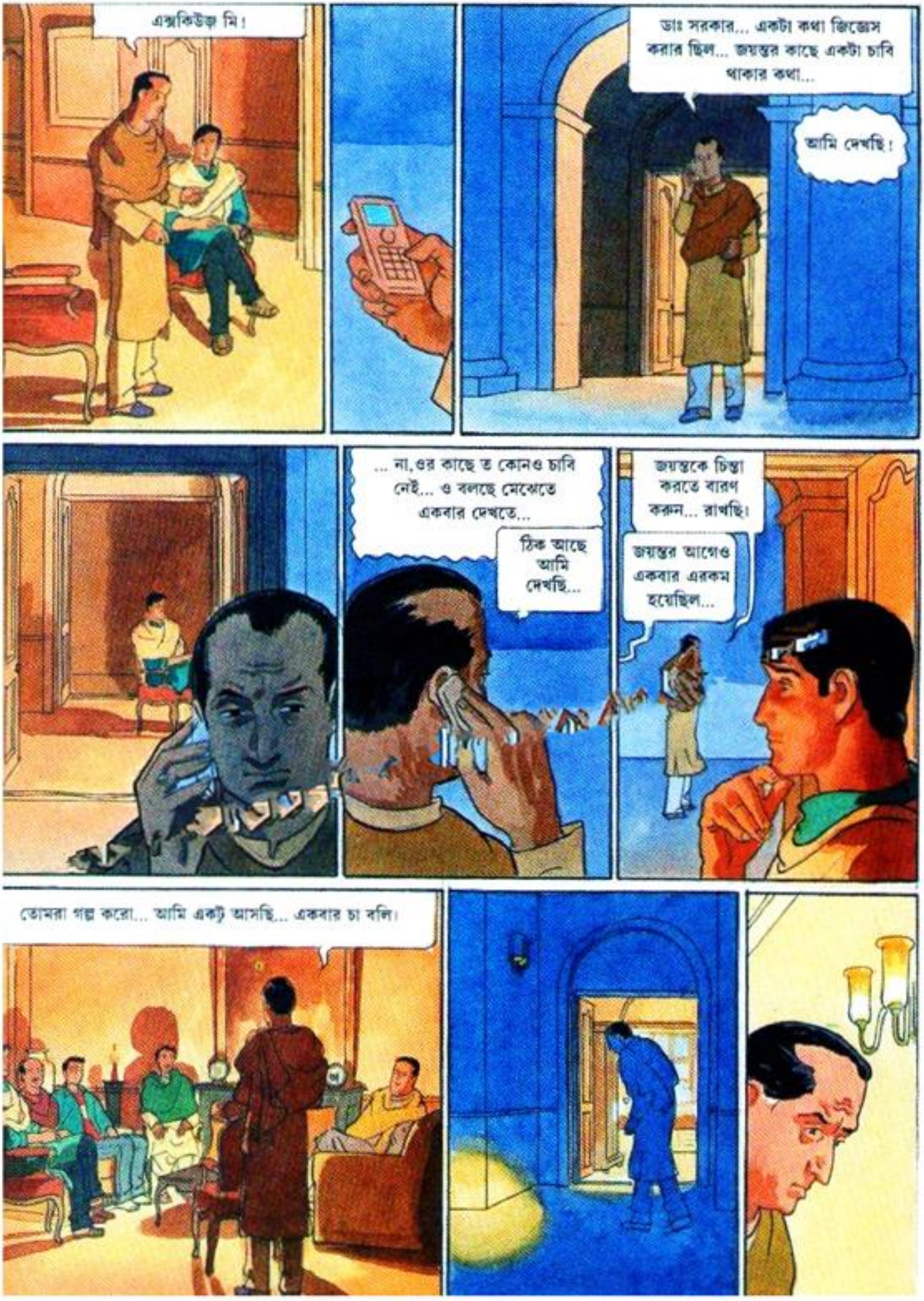
এক্সকিউজ় মি!
ডাঃ সরকার... একটা কথা জিজ্ঞেস করার ছিল... জয়ন্তর কাছে একটা চাবি থাকার কথা...
আমি দেখছি!
... না, ওর কাছে ত কোনও চাবি নেই... ও বলছে মেঝেতে একবার দেখতে...
ঠিক আছে আমি দেখছি...
জয়ন্তকে চিন্তা করতে বারণ করুন... রাখছি।
জয়ন্তর আগেও একবার এরকম হয়েছিল...
তোমরা গল্প করো... আমি একটু আসছি... একবার চা বলি।

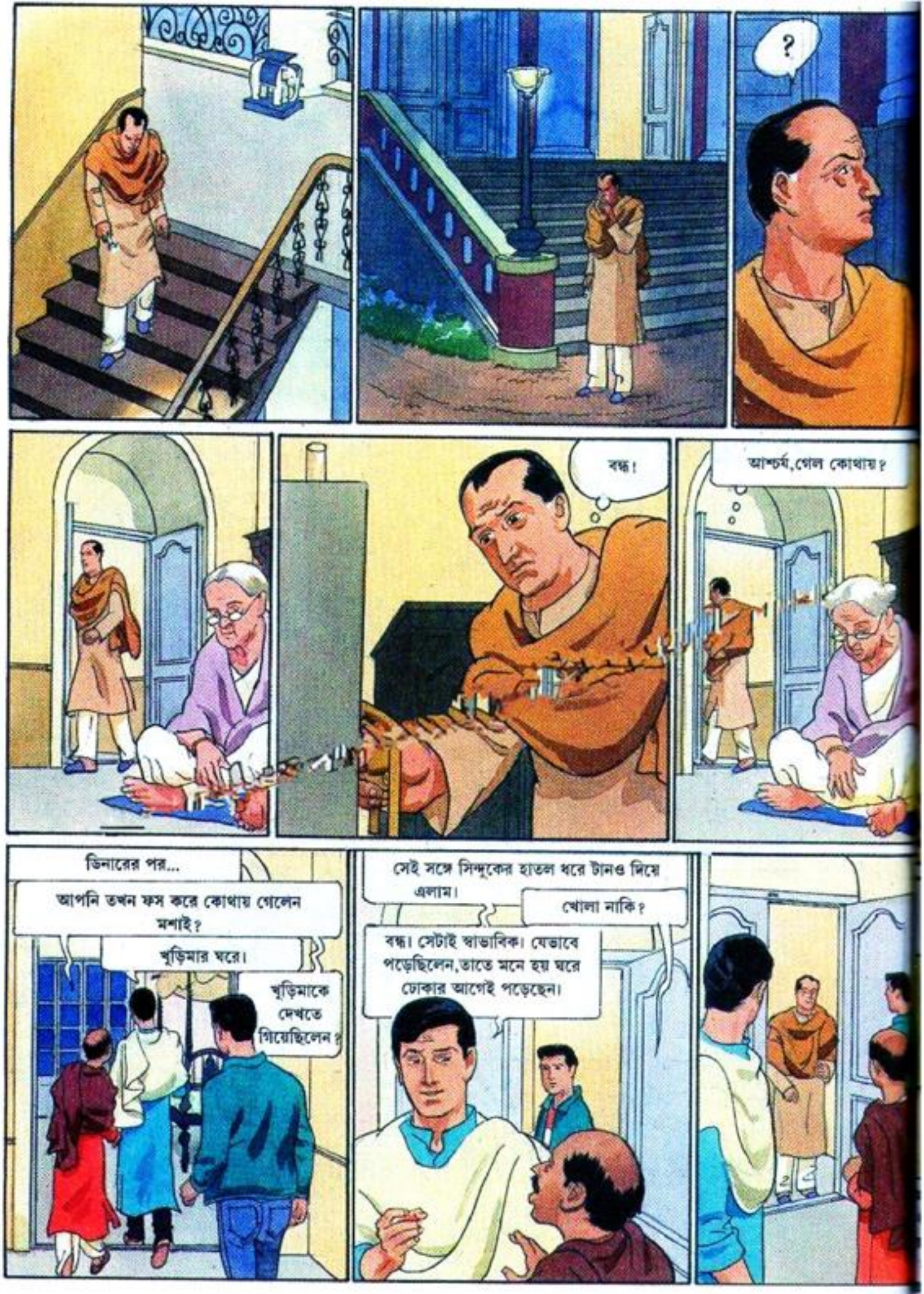
?
বন্ধ!
আশ্চর্য,গেল কোথায়?
ডিনারের পর...
আপনি তখন ফস করে কোথায় গেলেন মশাই?
খুড়িমার ঘরে।
খুড়িমাকে দেখতে গিয়েছিলেন?
সেই সঙ্গে সিন্দুকের হাতল ধরে টানও দিয়ে এলাম।
খোলা নাকি?
বন্ধ। সেটাই স্বাভাবিক। যেভাবে পড়েছিলেন,তাতে মনে হয় ঘরে ঢোকার আগেই পড়েছেন।

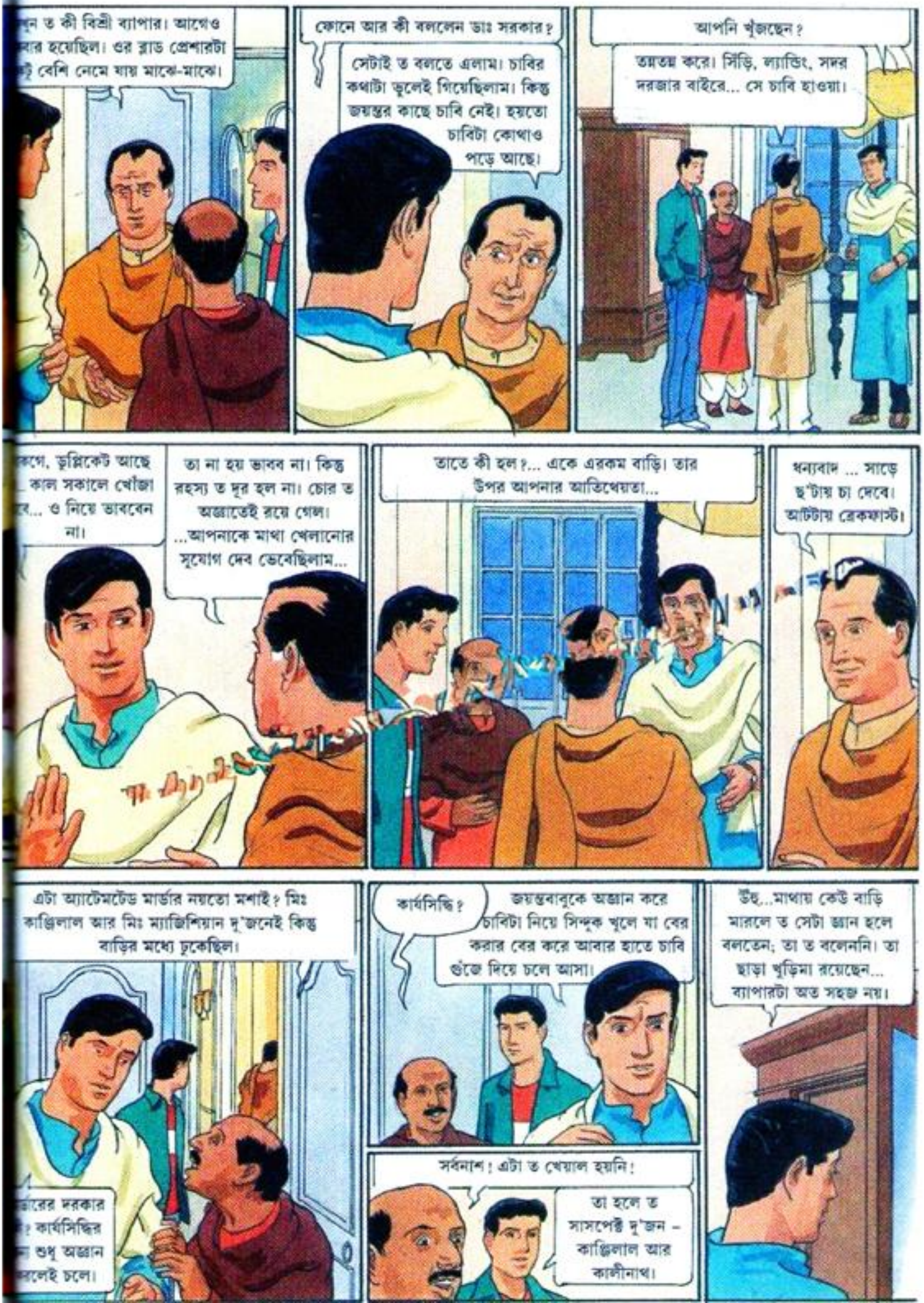
ন ত কী বিশ্রী ব্যাপার। আগেও বার হয়েছিল। ওর ব্লাড প্রেশারটা ট বেশি নেমে যায় মাঝে-মাঝে।
ফোনে আর কী বললেন ডাঃ সরকার?
সেটাই ত বলতে এলাম। চাবির কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু জয়ন্তর কাছে চাবি নেই। হয়তো চাবিটা কোথাও পড়ে আছে।
আপনি খুঁজছেন?
তন্নতন্ন করে। সিঁড়ি, ল্যান্ডিং, সদর দরজার বাইরে... সে চাবি হাওয়া।
কগে, ডুপ্লিকেট আছে কাল সকালে খোঁজা বে... ও নিয়ে ভাববেন না।
তা না হয় ভাবব না। কিন্তু রহস্য ত দূর হল না। চোর ত অজ্ঞাতেই রয়ে গেল। ...আপনাকে মাথা খেলানোর সুযোগ দেব ভেবেছিলাম...
তাতে কী হল?... একে এরকম বাড়ি। তার উপর আপনার আতিথেয়তা...
ধন্যবাদ ... সাড়ে ছ'টায় চা দেবে। আটটায় ব্রেকফাস্ট।
এটা অ্যাটেমটেড মার্ডার নয়তো মশাই? মিঃ কাঞ্জিলাল আর মিঃ ম্যাজিশিয়ান দু'জনেই কিন্তু বাড়ির মধ্যে ঢুকেছিল।
ারের দরকার ? কার্যসিদ্ধির শুধু অজ্ঞান লেই চলে।
কার্যসিদ্ধি?
জয়ন্তবাবুকে অজ্ঞান করে চাবিটা নিয়ে সিন্দুক খুলে যা বের করার বের করে আবার হাতে চাবি গুঁজে দিয়ে চলে আসা।
সর্বনাশ! এটা ত খেয়াল হয়নি!
তা হলে ত সাসপেক্ট দু'জন – কাঞ্জিলাল আর কালীনাথ।
উঁহু...মাথায় কেউ বাড়ি মারলে ত সেটা জ্ঞান হলে বলতেন; তা ত বলেননি। তা ছাড়া খুড়িমা রয়েছেন... ব্যাপারটা অত সহজ নয়।

হাউ
হাউ
হাউ
ঠুক
ঠুক
বারান্দায় গেসলুম। চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে, মশাই, উপচে পড়ে আলো!
উপচে নয়, উছলে।
সরি, উছলে। কিন্তু একবার বাইরে এসে দেখুন। এ দৃশ্য দেখবেন না কখনও।
আপনি একা কাব্যি করবেন, এ
হতে দেওয়া যায় না।

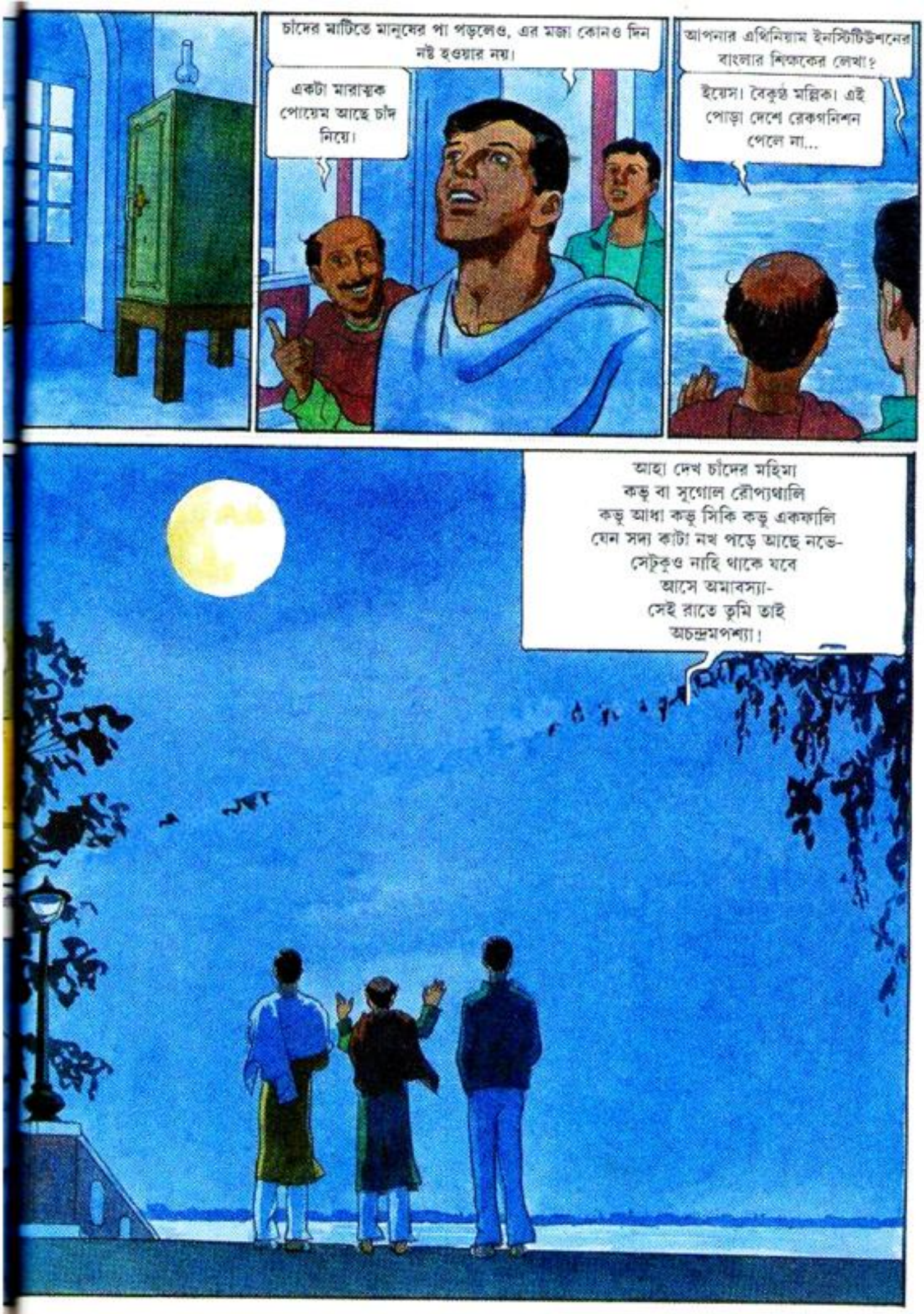
চাঁদের মাটিতে মানুষের পা পড়লেও, এর মজা কোনও দিন নষ্ট হওয়ার নয়।
একটা মারাত্মক পোয়েম আছে চাঁদ নিয়ে।
আপনার এথিনিয়াম ইনস্টিটিউশনের বাংলার শিক্ষকের লেখা?
ইয়েস। বৈকুণ্ঠ মল্লিক। এই পোড়া দেশে রেকগনিশন পেলে না...
আহা দেখ চাঁদের মহিমা
কভু বা সুগোল রৌপ্যথালি
কভু আধা কভু সিকি কভু একফালি
যেন সদ্য কাটা নখ পড়ে আছে নভে-
সেটুকুও নাহি থাকে যবে
আসে অমাবস্যা-
সেই রাতে তুমি তাই
অচন্দ্রমপশ্যা!

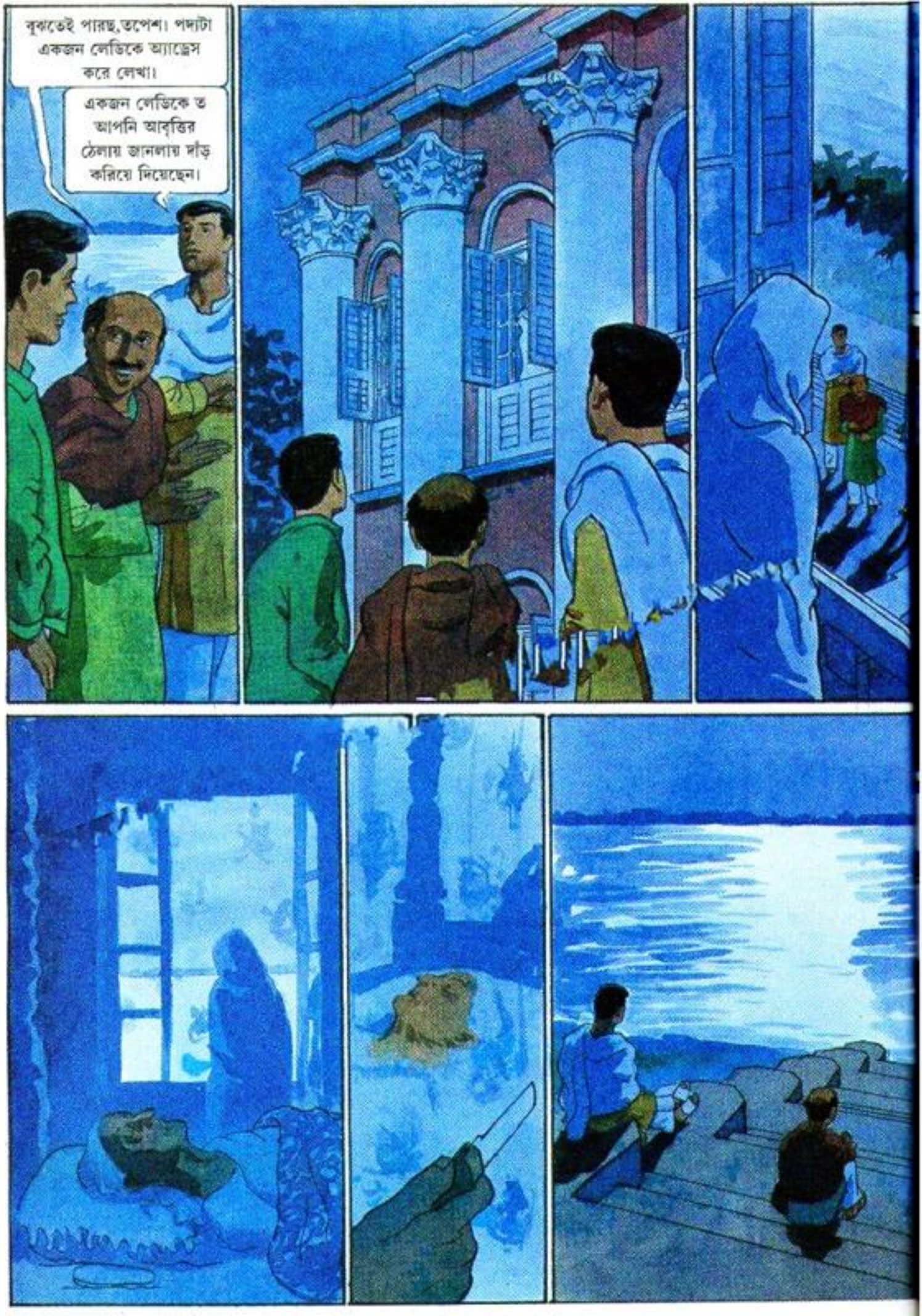
বুঝতেই পারছ,তপেশ। পদ্যটা একজন লেডিকে অ্যাড্রেস করে লেখা।
একজন লেডিকে ত আপনি আবৃত্তির ঠেলায় জানলায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন।

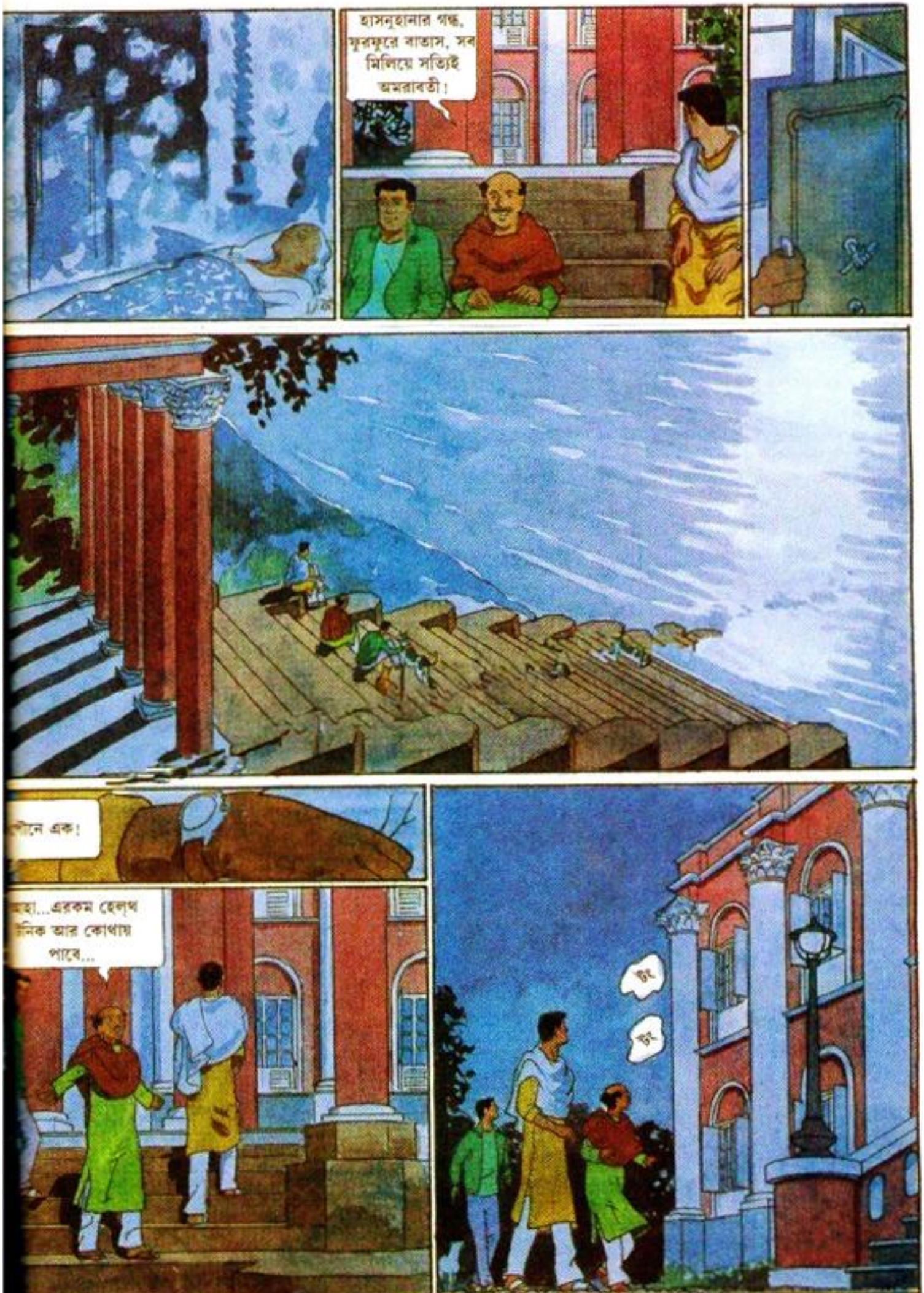
হাসনুহানার গন্ধ, ফুরফুরে বাতাস, সব মিলিয়ে সত্যিই অমরাবতী!
পানে এক!
...এরকম হেলথ টনিক আর কোথায় পাবে...
ছং
ছং

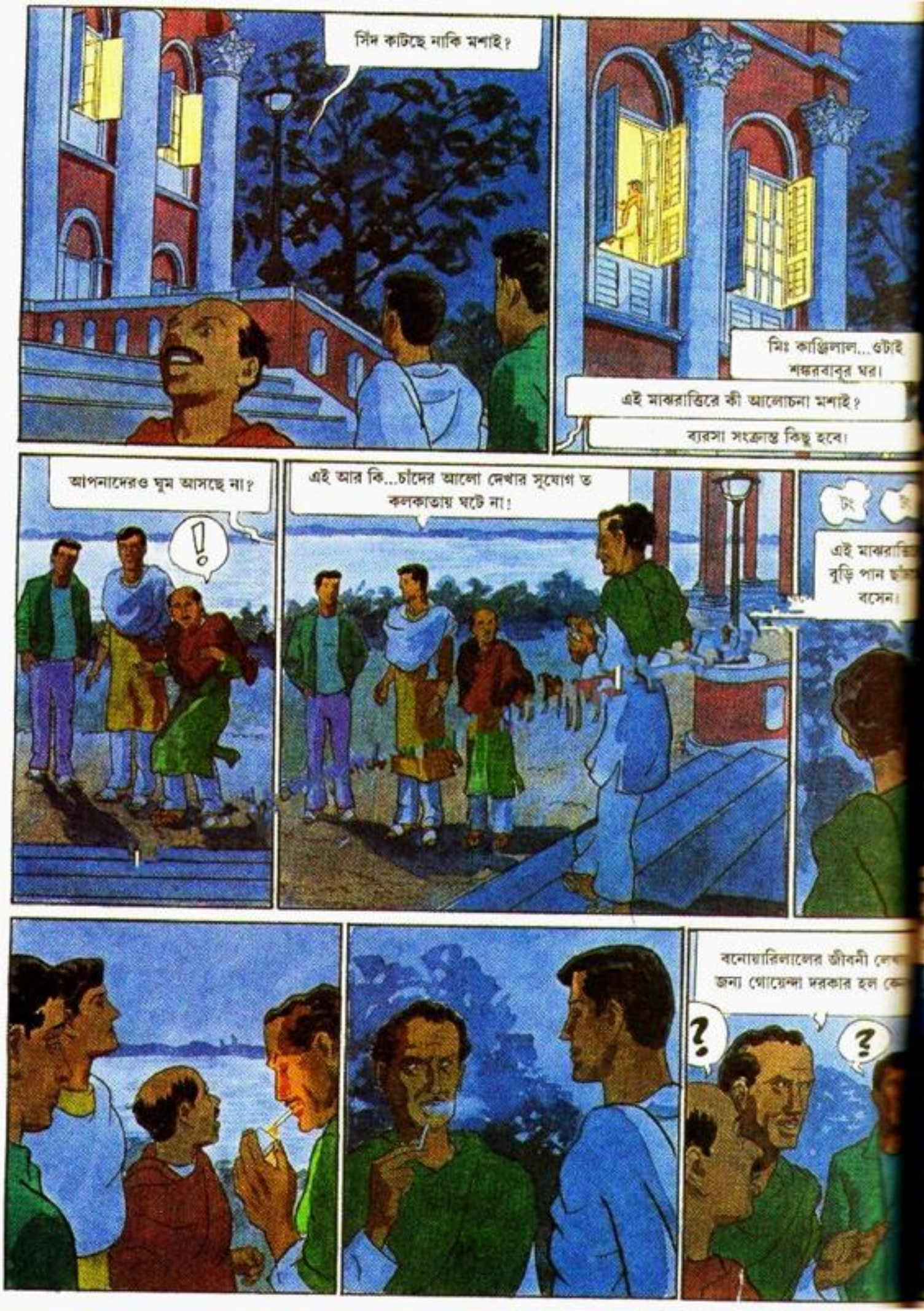
সিঁদ কাটছে নাকি মশাই?
মিঃ কাঞ্জিলাল...ওটাই শঙ্করবাবুর ঘর।
এই মাঝরাত্তিরে কী আলোচনা মশাই?
ব্যরসা সংক্রান্ত কিছু হবে।
আপনাদেরও ঘুম আসছে না?
!
এই আর কি...চাঁদের আলো দেখার সুযোগ ত কলকাতায় ঘটে না!
টং
এই মাঝরাত্তি
বুড়ি পান ছ
বসেন।
বনোয়ারিলালের জীবনী লে
জন্য গোয়েন্দা দরকার হল কে
?
?

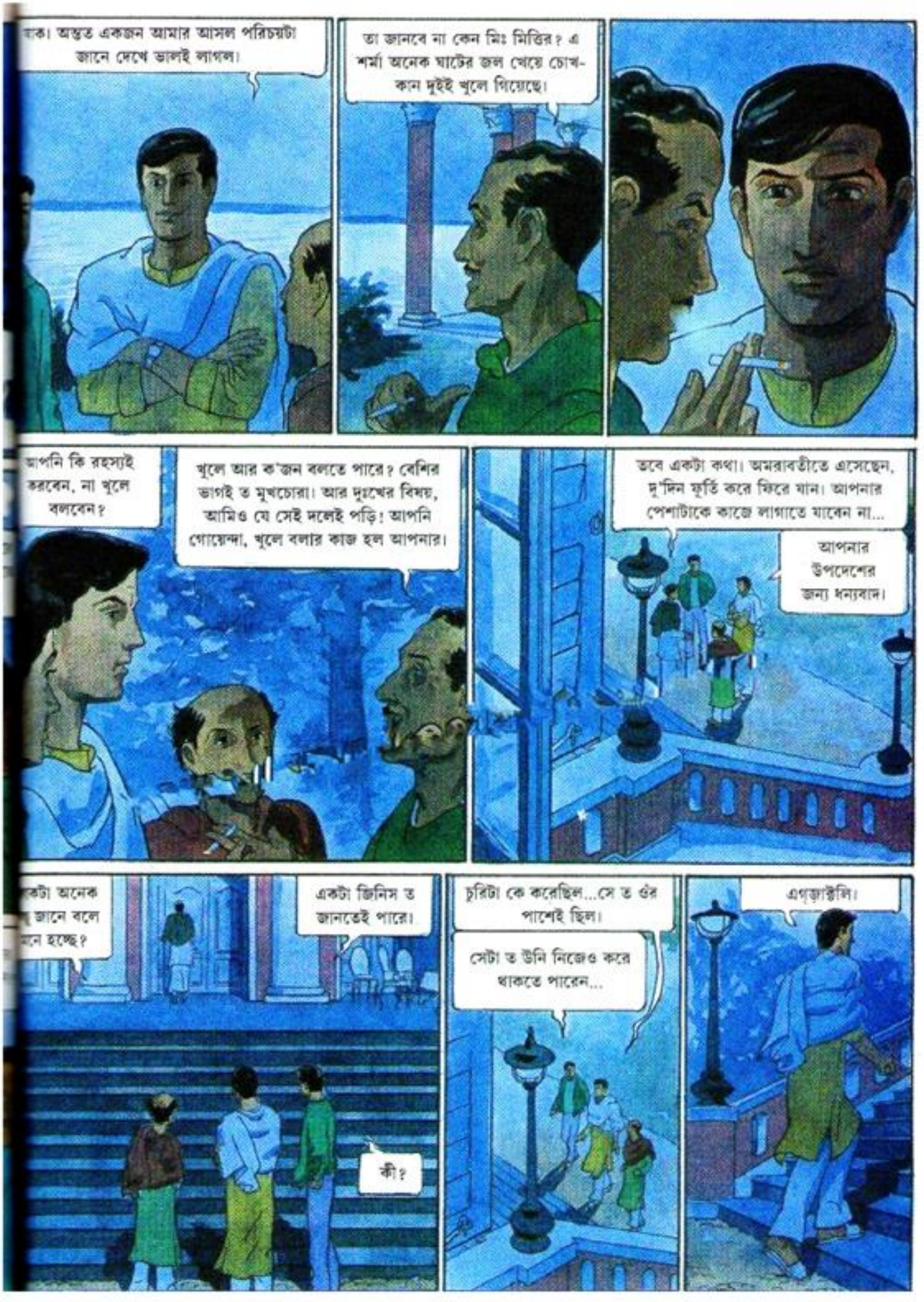
ক। অন্তত একজন আমার আসল পরিচয়টা জানে দেখে ভালই লাগল।
তা জানবে না কেন মিঃ মিত্তির? এ শর্মা অনেক ঘাটের জল খেয়ে চোখ-কান দুইই খুলে গিয়েছে।
আপনি কি রহস্যই করবেন, না খুলে বলবেন?
খুলে আর ক'জন বলতে পারে? বেশির ভাগই ত মুখচোরা। আর দুঃখের বিষয়, আমিও যে সেই দলেই পড়ি! আপনি গোয়েন্দা, খুলে বলার কাজ হল আপনার।
তবে একটা কথা। অমরাবতীতে এসেছেন, দু'দিন ফূর্তি করে ফিরে যান। আপনার পেশাটাকে কাজে লাগাতে যাবেন না...
আপনার উপদেশের জন্য ধন্যবাদ।
কটা অনেক জানে বলে নে হচ্ছে?
একটা জিনিস ত জানতেই পারে।
কী?
চুরিটা কে করেছিল...সে ত ওঁর পাশেই ছিল।
সেটা ত উনি নিজেও করে থাকতে পারেন...
এগ্‌জ্যাক্টলি।

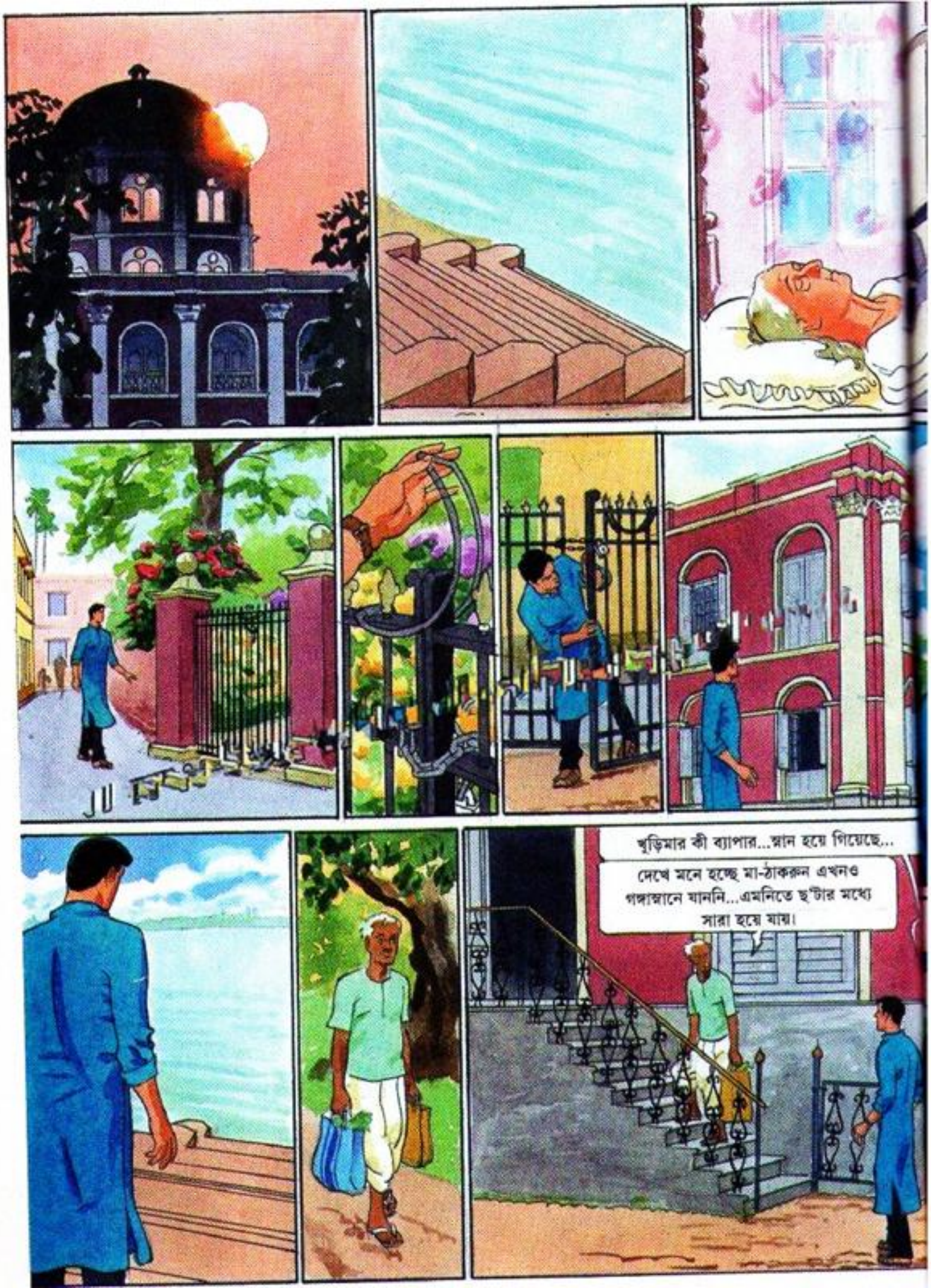
খুড়িমার কী ব্যাপার...স্নান হয়ে গিয়েছে...
দেখে মনে হচ্ছে মা-ঠাকরুন এখনও গঙ্গাস্নানে যাননি...এমনিতে ছ'টার মধ্যে সারা হয়ে যায়।

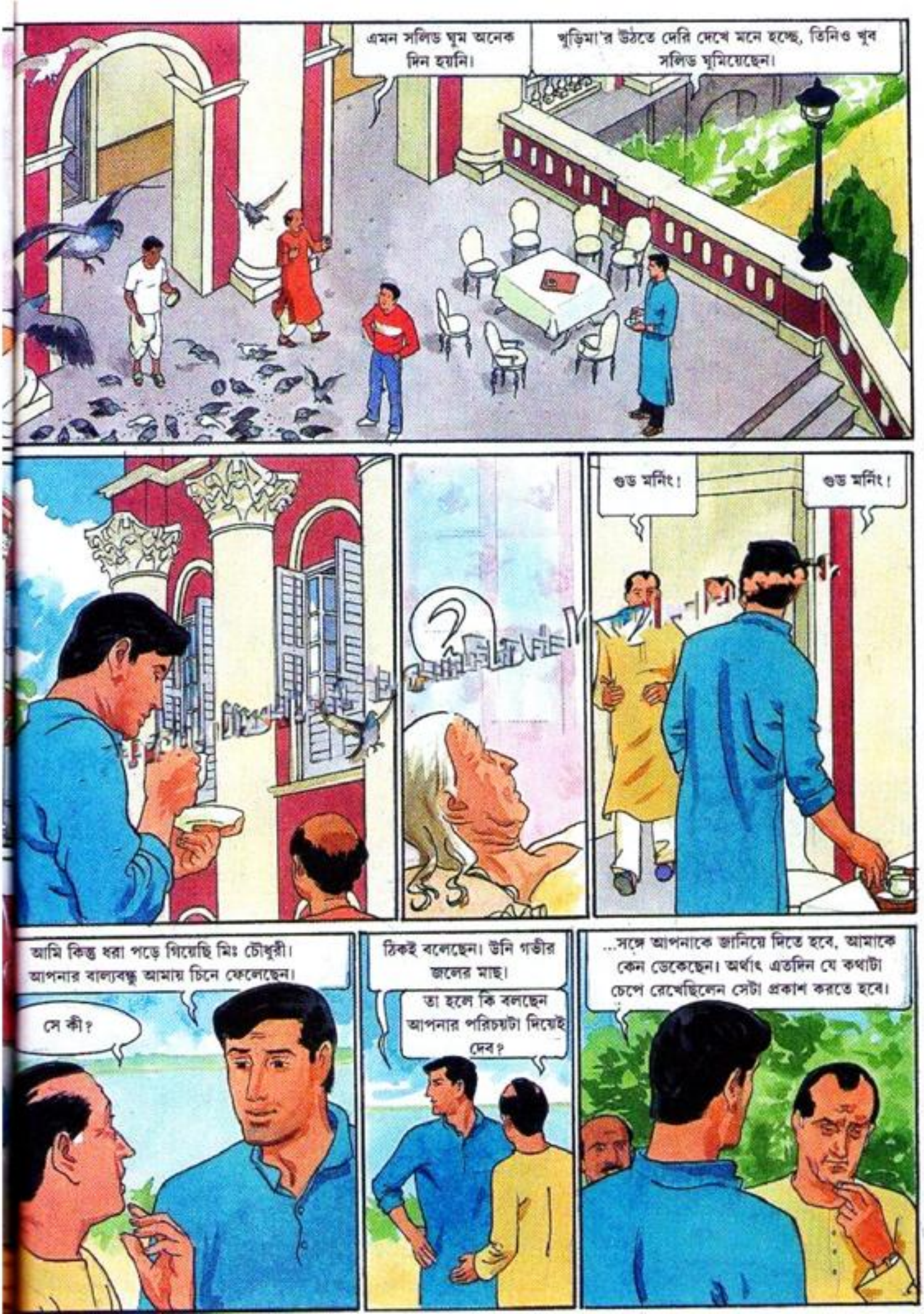
এমন সলিড ঘুম অনেক দিন হয়নি।
খুড়িমা'র উঠতে দেরি দেখে মনে হচ্ছে, তিনিও খুব সলিড ঘুমিয়েছেন।
গুড মর্নিং!
গুড মর্নিং!
আমি কিন্তু ধরা পড়ে গিয়েছি মিঃ চৌধুরী। আপনার বাল্যবন্ধু আমায় চিনে ফেলেছেন।
সে কী?
ঠিকই বলেছেন। উনি গভীর জলের মাছ।
তা হলে কি বলছেন আপনার পরিচয়টা দিয়েই দেব?
...সঙ্গে আপনাকে জানিয়ে দিতে হবে, আমাকে কেন ডেকেছেন। অর্থাৎ এতদিন যে কথাটা চেপে রেখেছিলেন সেটা প্রকাশ করতে হবে।

ঘুমটুম হয়েছিল...তোর মুখ-চোখ দেখে ত ভাল লাগছে না...
ও কিছু না...ডাঃ সরকার ওষুধ দিয়েছিলেন... ভালই ঘুমিয়েছি।
আপনারা চা খাবেন ত?
মন্দ হত না।
চলুন একসঙ্গেই বসা যাক।
দাঁড়ান। আগে একটা কাজ সেরে নেওয়া দরকার।
কাজ?
আপনার খুড়িমা'র কাছে সিন্দুকের যে ডুপ্লিকেট চাবিটা আছে, সেটা চাইলে পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই...
তা নিশ্চয়ই যাবে, কিন্তু...
একবার সিন্দুকটা খু দেখতে চাই।

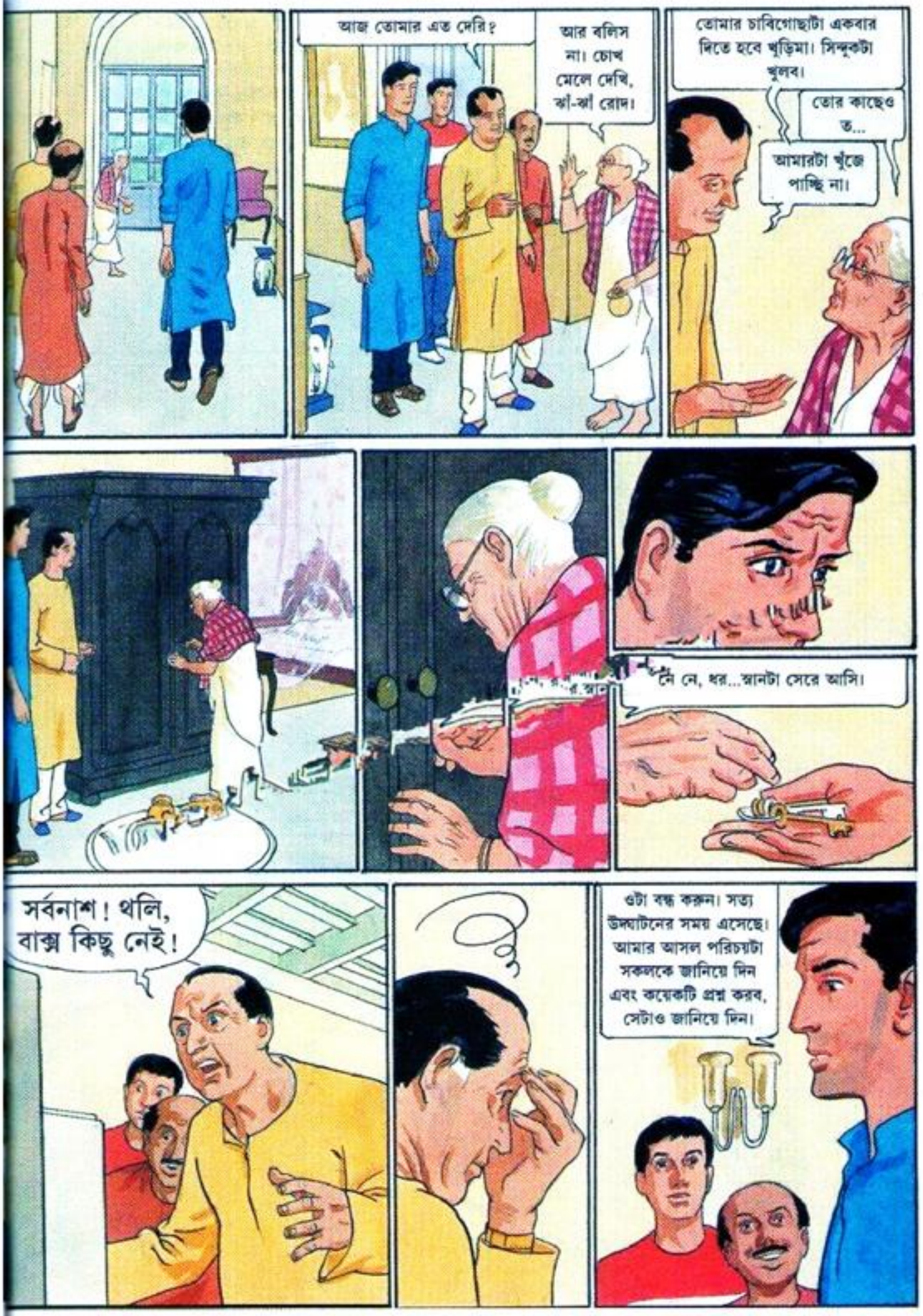
আজ তোমার এত দেরি?
আর বলিস না। চোখ মেলে দেখি, ঝাঁ-ঝাঁ রোদ।
তোমার চাবিগোছাটা একবার দিতে হবে খুড়িমা। সিন্দুকটা খুলব।
তোর কাছেও ত...
আমারটা খুঁজে পাচ্ছি না।
নে নে, ধর...স্নানটা সেরে আসি।
সর্বনাশ! থলি, বাক্স কিছু নেই!
ওটা বন্ধ করুন। সত্য উদ্ঘাটনের সময় এসেছে। আমার আসল পরিচয়টা সকলকে জানিয়ে দিন এবং কয়েকটি প্রশ্ন করব, সেটাও জানিয়ে দিন।

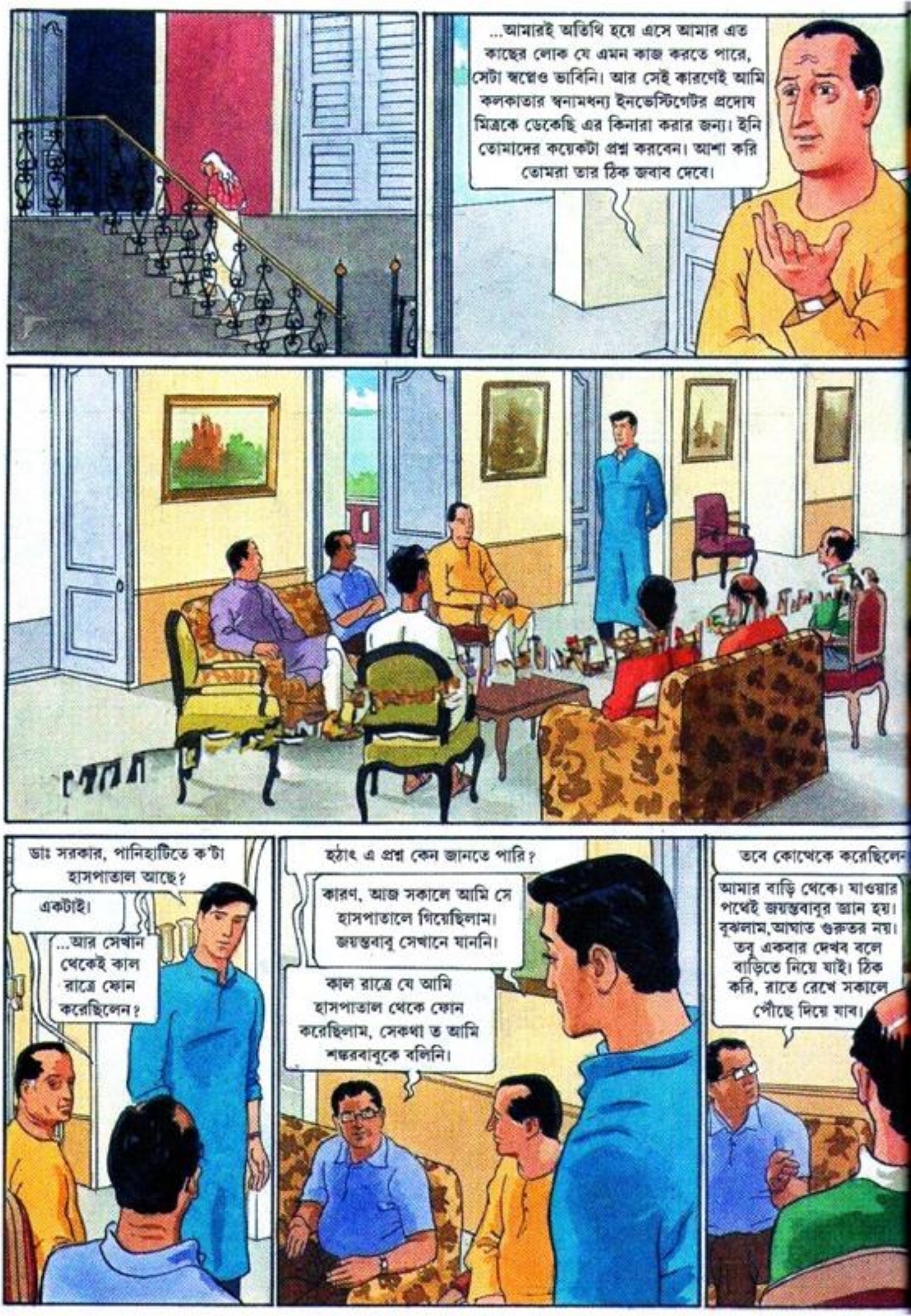
...আমারই অতিথি হয়ে এসে আমার এত কাছের লোক যে এমন কাজ করতে পারে, সেটা স্বপ্নেও ভাবিনি। আর সেই কারণেই আমি কলকাতার স্বনামধন্য ইনভেস্টিগেটর প্রদোষ মিত্রকে ডেকেছি এর কিনারা করার জন্য। ইনি তোমাদের কয়েকটা প্রশ্ন করবেন। আশা করি তোমরা তার ঠিক জবাব দেবে।
ডাঃ সরকার, পানিহাটিতে ক'টা হাসপাতাল আছে?
একটাই।
...আর সেখান থেকেই কাল রাত্রে ফোন করেছিলেন?
হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন জানতে পারি?
কারণ, আজ সকালে আমি সে হাসপাতালে গিয়েছিলাম। জয়ন্তবাবু সেখানে যাননি।
কাল রাত্রে যে আমি হাসপাতাল থেকে ফোন করেছিলাম, সেকথা ত আমি শঙ্করবাবুকে বলিনি।
তবে কোত্থেকে করেছিলেন
আমার বাড়ি থেকে। যাওয়ার পথেই জয়ন্তবাবুর জ্ঞান হয়। বুঝলাম,আঘাত গুরুতর নয়। তবু একবার দেখব বলে বাড়িতে নিয়ে যাই। ঠিক করি, রাতে রেখে সকালে পৌঁছে দিয়ে যাব।

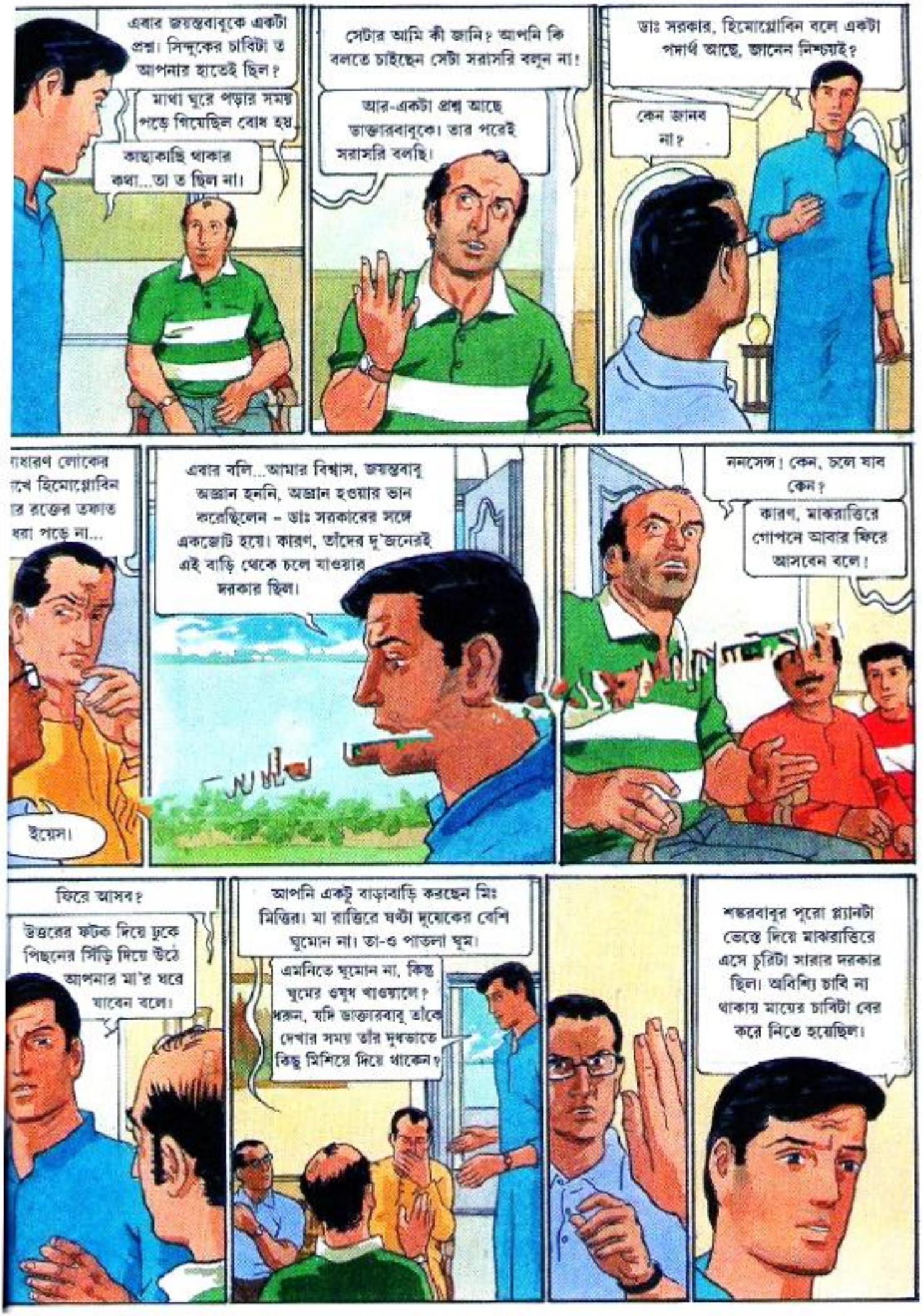
এবার জয়ন্তবাবুকে একটা প্রশ্ন। সিন্দুকের চাবিটা ত আপনার হাতেই ছিল?
মাথা ঘুরে পড়ার সময় পড়ে গিয়েছিল বোধ হয়
কাছাকাছি থাকার কথা...তা ত ছিল না।
সেটার আমি কী জানি? আপনি কি বলতে চাইছেন সেটা সরাসরি বলুন না!
আর-একটা প্রশ্ন আছে ডাক্তারবাবুকে। তার পরেই সরাসরি বলছি।
ডাঃ সরকার, হিমোগ্লোবিন বলে একটা পদার্থ আছে, জানেন নিশ্চয়ই?
কেন জানব না?
সাধারণ লোকের চোখে হিমোগ্লোবিন আর রক্তের তফাত ধরা পড়ে না...
ইয়েস।
এবার বলি...আমার বিশ্বাস, জয়ন্তবাবু অজ্ঞান হননি, অজ্ঞান হওয়ার ভান করেছিলেন – ডাঃ সরকারের সঙ্গে একজোট হয়ে। কারণ, তাঁদের দু'জনেরই এই বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার দরকার ছিল।
ননসেন্স! কেন, চলে যাব কেন?
কারণ, মাঝরাত্তিরে গোপনে আবার ফিরে আসবেন বলে!
ফিরে আসব?
উত্তরের ফটক দিয়ে ঢুকে পিছনের সিঁড়ি দিয়ে উঠে আপনার মা'র ঘরে যাবেন বলে।
আপনি একটু বাড়াবাড়ি করছেন মিঃ মিত্তির। মা রাত্তিরে ঘণ্টা দুয়েকের বেশি ঘুমোন না। তা-ও পাতলা ঘুম।
এমনিতে ঘুমোন না, কিন্তু ঘুমের ওষুধ খাওয়ালে? ধরুন, যদি ডাক্তারবাবু তাঁকে দেখার সময় তাঁর দুধভাতে কিছু মিশিয়ে দিয়ে থাকেন?
শঙ্করবাবুর পুরো প্ল্যানটা ভেস্তে দিয়ে মাঝরাত্তিরে এসে চুরিটা সারার দরকার ছিল। অবিশ্যি চাবি না থাকায় মায়ের চাবিটা বের করে নিতে হয়েছিল।

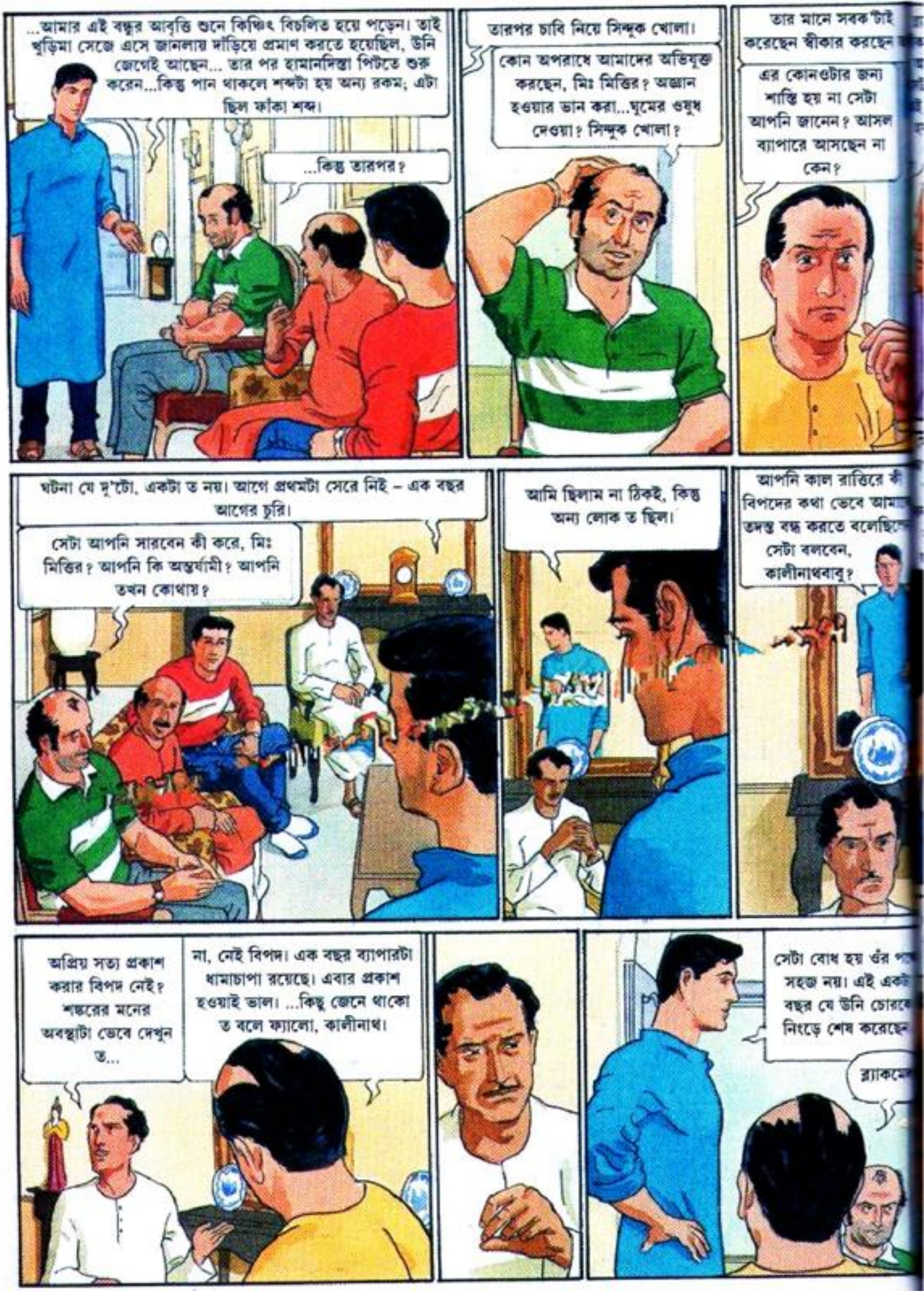
...আমার এই বন্ধুর আবৃত্তি শুনে কিঞ্চিৎ বিচলিত হয়ে পড়েন। তাই খুড়িমা সেজে এসে জানলায় দাঁড়িয়ে প্রমাণ করতে হয়েছিল, উনি জেগেই আছেন... তার পর হামানদিস্তা পিটতে শুরু করেন...কিন্তু পান থাকলে শব্দটা হয় অন্য রকম; এটা ছিল ফাঁকা শব্দ।
...কিন্তু তারপর?
তারপর চাবি নিয়ে সিন্দুক খোলা।
কোন অপরাধে আমাদের অভিযুক্ত করছেন, মিঃ মিত্তির? অজ্ঞান হওয়ার ভান করা...ঘুমের ওষুধ দেওয়া? সিন্দুক খোলা?
তার মানে সবক'টাই করেছেন স্বীকার করছেন
এর কোনওটার জন্য শাস্তি হয় না সেটা আপনি জানেন? আসল ব্যাপারে আসছেন না কেন?
ঘটনা যে দু'টো, একটা ত নয়। আগে প্রথমটা সেরে নিই – এক বছর আগের চুরি।
সেটা আপনি সারবেন কী করে, মিঃ মিত্তির? আপনি কি অন্তর্যামী? আপনি তখন কোথায়?
আমি ছিলাম না ঠিকই, কিন্তু অন্য লোক ত ছিল।
আপনি কাল রাত্তিরে কী বিপদের কথা ভেবে আমা তদন্ত বন্ধ করতে বলেছি সেটা বলবেন, কালীনাথবাবু?
অপ্রিয় সত্য প্রকাশ করার বিপদ নেই? শ্বশুরের মনের অবস্থাটা ভেবে দেখুন ত...
না, নেই বিপদ। এক বছর ব্যাপারটা ধামাচাপা রয়েছে। এবার প্রকাশ হওয়াই ভাল। ...কিন্তু জেনে থাকো ত বলে ফ্যালো, কালীনাথ।
সেটা বোধ হয় ওঁর প সহজ নয়। এই একটা বছর যে উনি চোরে নিংড়ে শেষ করেছে
ব্ল্যাকমে

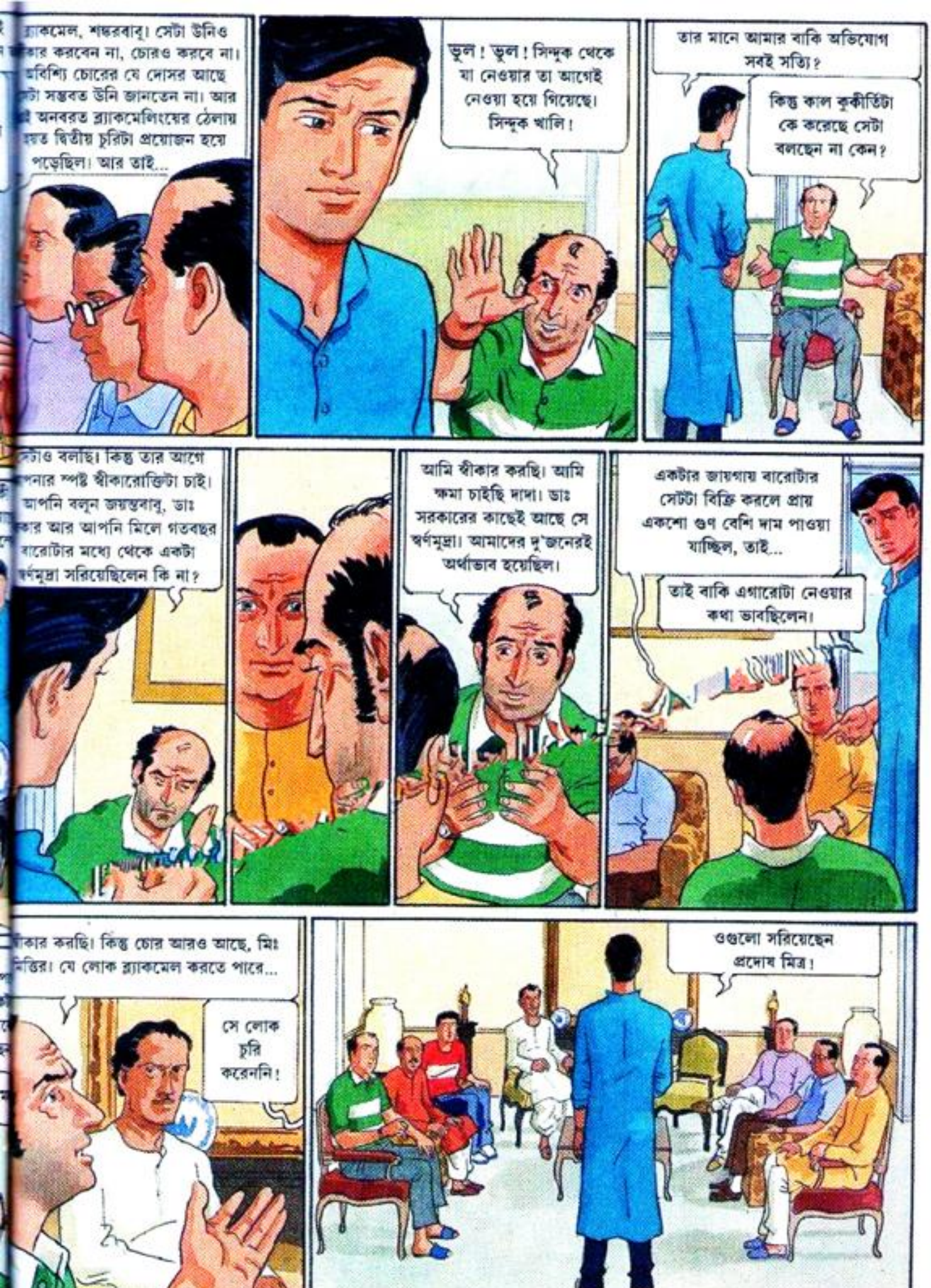
ব্ল্যাকমেল, শঙ্করবাবু। সেটা উনিও স্বীকার করবেন না, চোরও করবে না। অবিশ্যি চোরের যে দোসর আছে সেটা সম্ভবত উনি জানতেন না। আর এই অনবরত ব্ল্যাকমেলিংয়ের ঠেলায় হয়ত দ্বিতীয় চুরিটা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। আর তাই...
ভুল! ভুল! সিন্দুক থেকে যা নেওয়ার তা আগেই নেওয়া হয়ে গিয়েছে। সিন্দুক খালি!
তার মানে আমার বাকি অভিযোগ সবই সত্যি?
কিন্তু কাল কুকীর্তিটা কে করেছে সেটা বলছেন না কেন?
সেটাও বলছি। কিন্তু তার আগে আপনার স্পষ্ট স্বীকারোক্তিটা চাই। আপনি বলুন জয়ন্তবাবু, ডাঃ সরকার আর আপনি মিলে গতবছর বারোটার মধ্যে থেকে একটা স্বর্ণমুদ্রা সরিয়েছিলেন কি না?
আমি স্বীকার করছি। আমি ক্ষমা চাইছি দাদা। ডাঃ সরকারের কাছেই আছে সে স্বর্ণমুদ্রা। আমাদের দু'জনেরই অর্থাভাব হয়েছিল।
একটার জায়গায় বারোটার সেটটা বিক্রি করলে প্রায় একশো গুণ বেশি দাম পাওয়া যাচ্ছিল, তাই...
তাই বাকি এগারোটা নেওয়ার কথা ভাবছিলেন।
স্বীকার করছি। কিন্তু চোর আরও আছে, মিঃ মিত্তির। যে লোক ব্ল্যাকমেল করতে পারে...
সে লোক চুরি করেননি!
ওগুলো সরিয়েছেন প্রদোষ মিত্র!

...আসছি!
বনোয়ারিলালের বাকি সম্পত্তি।
মেঝেতে চাবি না পেয়ে এবং রক্তের বদলে হিমোগ্লোবিন দেখে মনে সন্দেহ হয়। তাই আমাকে পিকপকেটের ভূমিকা অবলম্বন করতে হয়েছিল।
এগুলো বের করে আমাদের ঘরে রে আসি। জানতাম, বিপদের আশঙ্কা আছে নিন চাবি। এর পর কী করা হবে সে আপনিই স্থির করুন। আমার কাজ এখ শেষ।
লালমোহনবাবু আপনার প্যারাডাইজ় ফ্লাইক্যাচার!
অবাক প্রতিভা কিছু জন্মেছে এ ভবে
এদের মগজে কী যে ছিল তা কে কবে?
দ্য ভিঞ্চি আইনস্টাইন খনা লীলাবতী
সবারেই স্মরি আমি, সবারে প্রণতি।

(সমাপ্ত)